॥ ওঁ হরি ওঁ ॥

ভীষ্ম মহাদর্শন।

বা

মহাশক্তি আর্য্যদর্শন।

নত্বাহং দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মচারি স্বরূপকং।
ধ্যাতব্যং তৎপদং স্মৃত্বা মুকোগ্রন্থং সমারভে ॥

ভারত শ্রেষ্ঠ স্থান নাই, আর্য্য শ্রেষ্ঠ জাতি নাই, ব্রহ্মচর্য্য
শ্রেষ্ঠ শক্তি নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

উত্তরপাড়া নিবাসী

শ্রী জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা:—

৯১ নং, রাধাবাজার
ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল।

বিজ্ঞাপন।

রোগাদি দ্বারা সংসার সদাই বিঘ্নাভিভুত; বিশেষত সৎকার্য্যে বাধা বিস্তর। বিপদাক্রান্ত হেতু ভ্রম সংশোধন সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত পুস্তকে বিস্তর ভ্রম রহিয়া গেল; সময়ের অপেক্ষা করিতে গেলে পুস্তক আর্দৌ বাহির হয় কিনা সন্দেহ, বিশেষত পদে পদে নানা বিপদ আসিয়া আক্রমণ করিতেছে। উপস্থিত বিপদের হাত অতিক্রম করিতে যাইয়া, ভ্রমের হাত এড়াইতে পারিলাম না; আশা করি পাঠকগণ স্বগুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। পাঠকগণের উৎসাহ পাইলে, দ্বিতীয়বারে ভ্রম সংশোধনের ইচ্ছা রহিল। ইতি গ্রন্থকার—

সূচীপত্র।

প্রথম পাদ।

বিশ্বখণ্ড।

দ্বিতীয়পাদ।

আর্য্যখণ্ড।

তৃতীয়পাদ।

ব্রহ্মচর্য্য খণ্ড

চতুর্থপাদ।

যুদ্ধ খণ্ড।

বিশ্বনাট্য রঙ্গভূমে মহানেতার মহাঅভিনয়।

পঞ্চমপাদ।

মহানির্য্যাণ খণ্ড!

॥ ওঁ হরি ওঁ ॥

মুখবন্ধ।

জগতে নিষ্কাম মহাত্মা দুর্লভ। লোকে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক না কেন মূলে তাহার কামনা রহিয়াছে, হয় অর্থ কামনা, না হয় যশঃ কামনা; কিন্তু আমার এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থ কামনা ও নয়, যশঃ কামনাও নয়, কারণ শিল্প কৌশলী মনোজ্ঞ শিল্প দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে, এ দীন তাহাতে বঞ্চিত; সুতরাং সে আশা দুরাশা; আর এক যশের আশা, তাহা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা, কেননা যে গুণী সে যশের আশা করিতে পারে, আমি নিগুর্ণ আমার যশের আশা কোথায়? বিশিষ্ট গুণীরই যশঃ নাই, নিগুর্ণের যশঃ হইবে কোথা হইতে? যশস্বী আর্য্য-শাস্ত্র-প্রদীপকার বড় দুঃখে বলিয়াছেন, আঁধার আর্য্যভূমে ঘৃতের বাতি শাস্ত্র প্রদীপ জ্বলেনা, কেরোসিন আলো জ্বলে, কেরোসিনেরই আদর, এ অধম কেরোসিনের আলোই জ্বালাইতে পারে না, সুতরাং যশঃপ্রভায় প্রভাবিত হইবে কোথা হইতে?

আর এক উদ্দেশ্য হইতে পারে; পুস্তক রচনা দ্বারা বাহাদুরী লওয়া, তাহাও মাদৃশ জনের পক্ষে অসম্ভব; বিশেষতঃ পুস্তক রচনা করা বিদ্যার প্রয়োজন, আমি বিদ্যাহীন, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন, সুতরাং বাহাদুরী লইতে পারি সে ভাগ্যও নাই, কারণ ভাষা কাহারে বলে জানি না, ভাষায় চিত্তাকর্ষক গুণও নাই, বাহাদুরী দেখাইব কি দিয়া? এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় মূল এই তিন কারণ মাত্র হইতে পারে, এই তিন কারণের এক কারণের গুণও আমাতে নাই, তিন দ্বারই বন্ধ।

তবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার মূল কি? তাহা লোভ, কিসের লোভ? গুণের লোভ। যাঁহার গুণ নিগুর্ণকে বদ্ধ করে, আত্মারামেরও লোভ জন্মায়, সেই গুণ বড় মহান। আমি সেই মহাগুণে গুণী মহাপুরুষের গুণে লোভাকৃষ্ট হইয়াই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, মহাপুরুষের মহাজীবন বর্ণনায় নির্জীব জীবন প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর্য্যের জীবন প্রদীপ অনেক দিন নির্ব্বাণ হইয়াছে, মহাপুরুষের মহাজীবন কে দেখিবে?

নির্জীব ভারতে মহাজীবনের আদর কে করিবে?

আমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দিয়াছি, চাঁদ নেকাল পাইলাম না, সুতরাং অন্যের হাত যোড়া দিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। চাঁদ স্বভাবতই মনোজ্ঞ, কিন্তু বামনেরও ধরিবার ইচ্ছা হয়, অপারগ হইলে অন্যকে দিয়া ধরাইবার চেষ্টা করে, আমিও সেইরূপ এ মহাপুরুষের মহাগুণ বর্ণনায়, বাণী নির্ব্বাণি, আমি কোন ছার। আমার কিছু নাই

আমি কিছু নিয়া আসি নাই, খালি হাত পা নিয়া জন্মিয়াছি, যাহা কিছু সংগ্রহ, তাহা সুধীগণ প্রসূত জাগতিক বস্তু, সুতরাং আমার কিছু না, এখন দোষ, তোষ, রোষ যা ইচ্ছা যায়।

এ মহাপুরুষের গুণ বর্ণনা করি আমার এমন সাধ্য নাই, অথচ গুণ মোহে অবশে আকৃষ্ট প্রাণ ব্যাকুল হইল, হায়! এ মহাপুরুষের গুণ বর্ণনা কোথায় পাই, বাণীর ভাণ্ডারে এমন পর্য্যাপ্ত বর্ণ নাই যে বর্ণনা করিতে পারি, মনে করিলাম সুধী ভাণ্ডারে যদি বর্ণমালার অভাব হয়, গুণ বর্ণনাও যদি করিতে না পারি, অন্ততঃ নাম লইলেও প্রাণ শীতল হইবে মন পবিত্র হইবে, চিত্ত মার্জ্জিত হইবে, এ মহাপুরুষের গুণ বর্ণনায় বর্ণ পাই কোথা? স্বভাণ্ডারে চাহিয়া দেখি ভাণ্ডার শূন্য, সুধী ভাণ্ডারে দৃষ্টি করিয়া দেখি ভাণ্ডার পূর্ণ, সেই সুধী ভাণ্ডার হইতে সুধী-ধীর-গুণবর্ণনার বর্ণ বাহির করিলাম, হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল না।

সুধীগণের নিকট সকলেই ঋণী, এ অধমর্ণ ত হইতেই পারে। সুধীগণকে গুরুত্বে বরণ করিয়া মহাগুরুর গুরুত্বের গুরুত্ব বর্ণনার গুরুত্বভার গ্রহণ করিয়া সুধীগণের চিন্তাসংগ্রহ এ অধম হৃদয়ে ধারণ করিয়া গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল।

একদিন এ মহাপুরুষের পৌরুষ প্রভায় আর্য্যবিশ্ব আলোকিত হইয়াছিল, একদিন এ মহাপুরুষের গুণ আর্য্য মাত্রেই হৃদয়ে গাঁথিতেন, এখন সে হৃদয় নাই গাঁথিবে কে?

এ রত্ন আর্য্য ভাণ্ডারের অমূল্য ধন, ইহা আর্য্যোদ্যানের কল্প বৃক্ষ।

শেষ প্রার্থনা—যদি কোন সুধী ইহার কোন অংশ পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার অনুগ্রহ সাদরে পরিগৃহিত হইবে, কেননা এ পদার্থ আমার একার নয়, ইহা আর্য্য মাত্রেরই আদরের ধন, সুতরাং কোনও সুধী ইহার গুণ বর্ণনা করিলেই আনন্দিত হইব।

আমি নির্গুণ, আমি এ মহাপুরুষের গুণ বর্ণনায় অপারগ, আমার দ্বারা এ মহাপুরুষের মহাগুণ খর্ব্বীত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। অতীত ভারতীগণ যে ভারত পিতামহকে ভারতী দ্বারা ও ভার্গবী দ্বারা সাজাইয়াছেন, তাঁহাকে এ দীন ভারতী ভারতীদ্বারা বা ভার্গবীদ্বারা সাজাইতে পারিল না ইহাই মনে বড় দুঃখ রহিল। আমার দ্বারা এ মহাপুরুষের অসীম গুণ খর্ব্বীকৃত হইয়াছে মনে করিয়া যদি কোন সুধী সেই খর্ব্বকে খর্ব্ব করিতে উৎসুক হন, তবে বড় পুলকিত হইব।

ভীষ্ম মহাদর্শন

প্রথম পাদ।

বিশ্ব খণ্ড।

দর্শনের উদ্দেশ্য।

নত্বাহং দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মচারি স্বরূপকং।
ধ্যাতব্যং তৎপদং স্মৃত্বা মুকোগ্রহুং সমারভে॥

দৃশ্ ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া দর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে। দৃশ্ ধাতু অর্থে দেখ যাহা দেখায় তাহাই দর্শন। কি দেখায়? 'প্রয়োজন' দেখায়। নিখিল প্রাণিই প্রয়োজন বিশিষ্ট, কেহ অন্নের, কেহ বস্ত্রের, কাহারও দাসদাসীর ইত্যাদি। এ সব প্রয়োজন দেখানই কি দর্শনের প্রয়োজন? না, সার্ব্বভৌম প্রয়োজন দেখানই দর্শনের প্রয়োজন।

যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে বা যাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন। কর্ম্মমাত্রই সপ্রয়োজন। বিনা প্রয়োজনে কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

চেতন অচেতন সকল পদার্থই কর্ম্মশীল, সুতরাং তাহারা প্রয়োজন ব্যাপ্ত।

সকল পদার্থের প্রয়োজন সার্ব্বভৌম প্রয়োজন। সে সার্ব্বভৌম প্রয়োজন কি? তাহা 'সুখ', 'তাহা দুঃখ পরিহার'।

আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত সকলেরই অন্তরের ভাব, কিসে দুঃখ পরিহার হয়, কিসে নিরতিশয় ও নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ হয়; ঐ যে অবোধ শিশু যাহার কিছুমাত্র বোধ নাই তাহারও অন্তরের আশা কিসে দুঃখ পরিহার হয়, সুখলাভ হয়, প্রাণি মাত্রেই সুখের ব্যস্ত, সুখের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত; সুখই মাত্র প্রয়োজন, সুখ সকলেরই ঈপ্সিত, দুঃখ সব সরই ত্যাজ্য সুখ সুখ করিয়া সকলেই ব্যস্ত, সকলেই লালায়িত। প্রাণি মাত্রই

সুখকে প্রয়োজন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সুখ কি কেহ লাভ করিতে পারিয়াছে, কর্ম্ম হইতে কি কেহ বিরত হইয়াছে ? বুঝা যাইতেছে যখন কর্ম্ম হইতে কেহ বিরত হয় নাই, তখন সুখের সঙ্গে কাহারো দেখা হয় নাই।

জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, সেই নিত্য সুখের অনুসন্ধানার্থ ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই সদা সচেষ্ট, নিয়ত গতিশীল, নিয়ত কর্ম্ম ব্যাপৃত।

সুকুমার শিশুর সুখমাখা সহাস্য আস্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জননী মর্ত্তে থাকিয়া ত্রিদিব সুখ ভোগ করিতেছে, শিশুর অমৃত নিষ্যন্দিনী অর্দ্ধস্ফুট 'মা, মা' বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্না হইতেছে, এমন সময়ে তাহার অঙ্কস্থিত শিশু হটাৎ কাঁদিয়া উঠিল, সুধার হাসি মাখা মুখ বিকৃত হইল, জননীর মুখশশী বিষাদ মেঘে আবৃত হইল। পূর্ণিমার সুধাকরকে কোন রাহু গ্রাস করিল তাহা নির্দ্ধারণার্থ অনেক উপায়জ্ঞ আসিল, নানাপ্রকার চিকিৎসা হইল, কিছুতেই কিছু হইল না, অঘটন ঘটন পটিয়সী দুর্দ্ধর্শ প্রকৃতি মুহুর্মুহু কত নব নব জীবন সংহারক ব্যাধি প্রসব করিতেছেন যে, মানব, ঔষধ আবিষ্কার করা দূরে থাক ব্যাধিরই নির্ণয় জানে না।

শিশু একদিন মার ক্রোড় ত্যাগ করিয়া 'মাগো' ! সংসারের কেহই কাহার নহে, তুমিও আমার মা নও আমিও তোমার সন্তান নই, এই শিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল ; আহা, দুদিন পূর্ব্বে যে মাতা তাহার হৃদয় রত্নকে হৃদয়ে রাখিয়া মর্ত্ত্যধামে বাস করিয়াও স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছিল, যাহার মুখ নিরীক্ষণ করিলে যিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন, জগৎ বিস্মৃত হইতেন, শোক তাপের আক্রমণ অবলীলাক্রমে সহ্য করিতেন, আজ তাহার কি অবস্থা, পুত্র চলিয়া গেল, রাখিয়া গেল জননীর হৃদয় ভেদিনী স্মৃতি, দিয়া গেল জননীর জীবনব্যাপী পরিণাম দুঃখের উৎস।

বুঝা গেল সুখের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই।

বাল্যকালের ধুলা খেলায় মনের জ্বালা জুড়াইল না, কিশোর সময়ের অননুভূত আনন্দের আশায় প্রাণ পর্য্যাকুল হইল, কিন্তু পাইয়াও পরিতৃপ্তি নাই। যৌবনের তরল প্রবাহ আবার নয়ন পথের পথিক হইল, কত বিলাস, কত লালসা, কত সাহস ক্ষণেক সরস, ক্ষণেক নীরস, কত ভাবই আবির্ভাব হইল, কিছুতেই অভাব পুরিল না, প্রাণ তৃপ্তি হইল না। স্বরূপ কুসুমে নয়ন ভৃঙ্গ লাগিয়া রহিল, বোধ হয় যেন আর ছাড়িবে না, সংসার একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার পরিত্যাগ করিল। রসনার উপর রসগোল্লার রসপ্রবাহ বহান হইল, কত সাদর গ্রহণ ! অভ্যর্থনায় বোধ হইল, আর ছাড়িতে পারিবে না, স্বভাবের ব্যবহার কি নীরস, একেবারেই উদরসাৎ। শ্রবণ শ্রীরাগে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিল, অনুমান হয় সেই রসেই মজিয়াছে, কাজে কিন্তু কিছুই নয়, শান্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তৃষ্ণার অসাধারণ চতুরতাই ইহার একমাত্র কারণ। যে পরিচ্ছেদে শান্তি নাই, তাহাকে কেন সুখ সাধক বলিয়া বুঝা হয়,

তৃষ্ণাদেবীর মুন্সীয়া নাই ইহার কারণ। বুঝা গেল সুখের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি প্রাণি সকলকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। শারীর দুঃখ কমে ত মানস দুঃখ আরম্ভ হয়, মানস দুঃখ কমে ত শারীর দুঃখ আরম্ভ হয়, এক মুহূর্ত্তও দুঃখের হাত হইতে অবসর পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবার উপায় নাই; মুহূর্ত্তকালও কোন মানব সুখী নয়। যাহাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, একটু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হয়, তাহাও পরিণাম তাপ ও সংস্কার-দুঃখ-ব্রক্ষিত, সুতরাং তাহা বিষ মিশ্রিত খাদ্য বিশেষ, বিবেকীর সমীপে তাহা দুঃখ পদার্থরূপে পরিগণিত। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-জনিত এক প্রকার মনোবিকারই আমাদের নিকটে সুখ নামক পরিচিত পদার্থ। সংসারে সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, সকল পদার্থ পরিণামী, সুতরাং যাহাকে সুখজনক পদার্থ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা যে চিরস্থায়ী নহে, তাহা যে শীঘ্র লয়প্রাপ্ত হইবে তাহা নিশ্চিত।

সুখজনক পদার্থের নাশে যে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই; ব্রহ্মলোকের সুখ ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তাহারও নাশ আছে, সুতরাং দুঃখও আছে। বৈষয়িক সুখ স্থায়ী হয় না, যাহাকে পাইয়া সুখী হওয়া যায়, তাহা অনতি-বিলম্বে বিলীন বা দুষ্প্রাপ্য হয়, সুখের পিপাসা উপশমিত হয় না, কিন্তু ক্ষণিক সুখ-ভোগের পরিণাম দুখানলে দগ্ধ হইতে হয়। মূঢ়েরা বণিতা ভোগাদিকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নয়, কেননা, যদি ইহাকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করে, তবে মানব কোন সুখ লইয়া থাকিবে? মায়াবশে যাহা মধুর বলিয়া মনে হয় তাহার স্থায়িত্ব কতক্ষণ? ভবসাগরে ভাসিতে ভাসিতে কত লোকের সহিত মিলিত হইয়াছি, কত লোকের সঙ্গ ভাল লাগিয়াছে, কত দ্রব্য মনোরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আত্ম-হারা আত্মবিস্মৃত আমি কত লোককে আত্মীয় বোধে ধরিয়াছি, কিন্তু কেহই স্থির হয় নাই; নদীতে ভাসমান তরঙ্গ তাড়িত, বায়ুবিচালিত তৃণ সমূহের পরস্পর মিলনের ন্যায়, সংসারের সকল মিলনই ক্ষণস্থায়ী, এ বিয়োগ সাগরে চিরসংযোগের আশা দুরাশা। যে রাজ্যে নিবৃত্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে করিয়া জন্ম আগমন করে, যথায় সংযোগ ক্ষণকালও বিয়োগ বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, যে রাজ্যে স্থায়ী ভাবের নিত্য অভাব, সে রাজ্যে সুখ কোথায়? মরুভূমিতে কি কখন পিপাসার শান্তি হইতে পারে? পরিবর্ত্তনশীল সংসারে মরিবার জন্য জন্ম হইয়া থাকে, বিয়োগ যাতনা ভোগ করিবার জন্য সংযোগ হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃত সুখের সঙ্গে কাহারও পরিচয় হয় নাই।

এখন দেখিতে হইবে সুখ কোন পদার্থ, প্রকৃত সুখ কিসে!

দেখা যায় পান্থশালাতে পথিকে পথিকে পরস্পর আলাপ পরিচয় হয়, পরস্পর নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়, পুনরায় যদি কোন স্থানে দেখা হয় তাহা হইলে বলিতে

পারে, এই পথিকের সহিত পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল, কিন্তু নাম ধাম কি তাহা বলিতে পারে না। বৈষয়িক সুখও বিষয়াসক্তের মধ্যে তাদৃশ পরিচিত। বিষয়াসক্তও সুখ ভোগ কালে ইহা তজ্জাতীয় পদার্থ, যাহা পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলাম, বৈষয়িক সুখের এতাবন্মাত্রই পরিচয় দিতে পারে কিন্তু ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, আয়তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় বৈষয়িকই অনভিজ্ঞ।

সুখ দুই প্রকার—পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন সুখ বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত মানস বিকার, আর অপরিচ্ছিন্ন সুখ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপাবস্থিতি।

সকলেই জানে অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে সুখ হয়, অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে কেন সুখ হয়, তাহা তাহারা জানেনা, বিশেষ চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে যে, সুখান্বেষণকারীর চিত্ত সুখের অন্বেষণ করিতে করিতে যাহাকে সুখ বলিয়া নিশ্চয় করে, যে বিষয়কে আত্মার অনুকূল বা আত্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, তাহাকে লইয়া নিজ গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সুখান্বেষণার্থ বহির্মুখ চিত্ত অন্তর্মুখ হয়, নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিবে বলিয়া স্বস্থানে প্রবেশ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখীন হইলেই স্বাভিমুখ দর্পণে মুখ প্রতিবিম্বপাতের ন্যায়, সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়, তাহাতেই বিষয় প্রাপ্তির জন্য সুখানুভব হইয়া থাকে। অল্প বুদ্ধি মানব মনে করিল বিষয়ে সুখ দিল—বিষয় ভোগ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু বস্তুতঃ সুখ দিলেন সুখময় আত্মা; সুখোপলব্ধি হইল, চিত্ত বৃত্তি অন্তর্মুখীন হইয়াছিল বলিয়া, সুখ হইল চিত্ত বৃত্তি ক্ষণকালের জন্য নিরুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, সুখ হইল কিয়ৎক্ষণের জন্য পরিবর্ত্তন ভোগ করিতে হয় নাই বলিয়া। আত্মার স্বরূপাবস্থাই সুখ। বৈষয়িক সুখ প্রকৃত সুখের পরিচ্ছিন্ন অবস্থা। বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিত আনন্দের পরমাবস্থাই পরমানন্দ, ইহা পরমানন্দেরই মাত্রা, তাহারই কলা বিশেষ। বৈষয়িক সুখ ব্রহ্মানন্দের কণিকামাত্র। ব্রহ্মানন্দের কণিকামাত্র অবলম্বন করিয়া জীব-জগৎ অবস্থান করে। সেই ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দ যে অপরিচ্ছিন্ন-ভূমা, তাহা যে গণনীয় বা সংখ্যেয় নহে তাহা নিশ্চয়। মনুষ্য লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে আনন্দ উপভোগ করে, তাহা পরিচ্ছিন্ন, গণনীয় বা সংখ্যেয়, তদূর্দ্ধে গণিতের সীমা বহির্ভূত। এই নিরতিশয় সুখই মুখ্য প্রয়োজন, ইনি জীবের ঈপ্সিততম, ইহাকে পাইবার জন্য জীবজগৎ নিয়ত কর্ম্মশীল-সতত চঞ্চল।

যাহা অখণ্ডিত, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা পূর্ণ। আর যাহা তদ্বিপরীত তাহা অপূর্ণ। অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, অনাপ্ত কামই ঈপ্সিত তমকে পাইবার নিমিত্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যতদিন জীব পূর্ণ না হইবে, ততদিনই অবশভাবে অবিরাম গতিতে জন্মাদি ভাব বিকার্য্যে বিকৃত হইতে হইবে, নিয়ত গতিতে কর্ম্ম স্রোতে ভাসিতে হইবে।

পূর্ণ হইবার জন্যই জীবের চেষ্টা, ত্রিতাপ জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই ব্যস্ত, সংসার বিদেশ হইতে নিত্য স্বদেশে যাইবার জন্যই জীবের গতি। উদ্দেশ্য যে দিন সিদ্ধ হইবে, অভাব সেদিন পূর্ণ হইবে, প্রয়োজন সমাসাদিত হইবে, গন্তব্য অবধারিত হইবে, গতি স্থগিত হইবে, চঞ্চলতা দূর হইবে, স্রোত রুদ্ধ হইবে, কর্ম্মের বিরতি হইবে।

কিরূপে তাহা হইবে? ত্রিতাপ জ্বালা কিসে নিভিবে? কিসে অনাপ্ত আপ্ত হইবে, অপূর্ণ পূর্ণ হইবে?

অপূর্ণ পূর্ণ হইবার, অনাপ্ত আপ্ত হইবার, ত্রিতাপ জ্বালা নিভিবার উপায় দর্শানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

(২) প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তও পরিণতা বা বিকৃতা না হইয়া থাকিতে পারে না। যে বস্তু সদা পরিবর্ত্তনশীল তাহাতে সুখ কোথায়? যাহা সুখ তাহাও পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং নিত্যস্থায়ী সুখ কোথায়? ভুমা সুখ প্রকৃতিতে নাই। তবে কি এমন কোন উপায় নাই যে, প্রকৃতি বিকৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া অবিকৃত নিত্য ভুমাসুখ ভুমানন্দ লাভ হইতে পারে! আর্য্যমাতা শ্রুতি তাঁহার সন্তানের জন্য না রাখিয়াছেন এমন উপায় নাই, ময় কণিক হইতে অসীম অনন্ত ভূমানন্দ লাভের উপায় করিয়া গিয়াছেন; আমরা উপায় প্রয়োগ করি না সুতরাং দুঃখ, তাপ, রোগ, শোক, জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

যে উপায়ে ভুমানন্দ নিত্য সুখলাভ হইতে পারে, তাহা দর্শানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

(৩) সংসার ক্ষেত্রে জন্মপরিগ্রহ করিয়া জীব মাত্রেরই এরূপ বলবতী বাসনা সমুপস্থিতা হয় যে, কিসে আমি সম্যক সুখে সুখী হইব এবং দুঃখ পথ কিসে কখন স্বপ্নেও অনুভূত হইবে না; অপিচ স্বজন সমাজে দীর্ঘায়ু অপেক্ষা দীর্ঘায়ু, বলবান অপেক্ষা বলবান, রূপবান অপেক্ষা রূপবান, বিদ্বান অপেক্ষা বিদ্বান এবং যশস্বী অপেক্ষা অধিকতর যশস্বী হইয়া জীবন কাটাইতে পারি।

যে উপায়ে তাহা হইতে পারে তাহা দর্শানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

(৪) যে আর্য্য প্রতিভা আপনার তীক্ষ্ণ তেজে সমুদ্র বেষ্টিত পৃথিবী সংসারকে পুরাকাল হইতে জ্ঞান বুদ্ধি প্রদান করিয়া আসিতেছে, আজ তাহা অজ্ঞানাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া সংসারবাসিগণের বুদ্ধি দৃষ্টির অতীত হইয়াছে। যাহা জ্ঞানান্ধের বন্ধু মানবজীবনের সার, আজ সেই প্রতিভা অজ্ঞানাবৃত চক্ষু মানবের সম্মুখে দৃষ্টি পথাতীত বলিয়া প্রতীত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে। যে আর্য্যজাতির বিজ্ঞান বুদ্ধিতে জগৎ আলোকিত, যে আর্য্যজাতির ধর্ম্ম চিন্তায় জগৎ ধর্ম্ম পথে ধাবিত; সেই আর্য্যজাতির অধিকাংশ কাল বশে দৈব দুর্ব্বিপাকে এতদূর অজ্ঞানাবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা আর আপনাদের পিতৃ পিতামহাদির ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, এমন কি পিতামহাদির ভাষা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন।

পিতামহেরা তাহাদের সন্ততির জন্য আর্য্যভূমির প্রত্যেক স্তরে আপনাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতির কৌশলস্বরূপ কত শত কর্ম্ম ও উপাসনাদি রাখিয়া গিয়াছেন, বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, শক্তি ও তেজাদি রাখিয়া গিয়াছেন। কুসন্তান পথ হারাইয়াছে, কুপথের ধুলায় চক্ষু অন্ধ করিয়াছে, কামাদি কন্টকে চরণ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, আর অগ্রসর হইতে পারে না, পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারে না। সন্তান হইয়া পিতা পিতামহের কথা বুঝিতে পারিলাম না, বেদ কি, পুরাণ কি, দর্শন কি কিছুই বুঝিতে পারি না। পিতা পিতামহের সঞ্চিত রত্নে আমরা ভূষিত হইতে পারিলাম না; আমরা যেস্থানে শাস্ত্র বৃক্ষস্থিত কল্পফলের মূর্ত্তি দেখি, সেই স্থানে সহজে বামন হইয়া পড়ি; হইলাম আমরা বামন, দোষ দিলান পিতামহের; সকল ভ্রাতায় বলাবলি করিলাম ঐ ফলটা মিথ্যা সাজান, ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে।

আর্য্যজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে নৈরাশ্য-তিমিরে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু আশাবরি ক্ষণকাল মধ্যে উহা ধ্বংশ করিয়া হৃদয় আনন্দে উদ্ভাষিত করে, যখনই দিশাহারা হইয়া 'কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়' হই যখনই সহস্র সহস্র বিপদ আসিয়া চিত্তকে ব্যাকুলিত করে, তখনই যেন হৃদয়াকাশে 'দৈব-বাণী' নির্ঘোষিত হয়, 'ভয় নাই', এই প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হইবে না। কোন উপায় অবলম্বন করিলে এই প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত না হয়, কি উপায়ে পিতামহের সম্পত্তিতে অধিকারী হইতে পারে, কি কৌশলে সেই আর্য্যবীর্য্য, বল, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান, শক্তি ও তেজাদি লাভ করিতে পারে, তাহা দেখানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

(৫) আর্য্যশক্তির অন্তরালে পিতামহের কি এক অপূর্ব্ব শক্তি, যাহা মাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে, আর্য্যকে রক্ষা করিতেছে, সেই অপূর্ব্ব শক্তি কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় দেখানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য

(৬) সর্ব্বশক্তিমতী আদ্যাশক্তির পুত্র শক্তিহীন কেন, আর্য্য কি ছিল, কি হইয়াছে, কি হইতে পারে, তাহা দেখানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

(৭) আর্য্য কি এক রত্ন হারাইয়া দীন হীন কাঙ্গালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, সেই হারানিধি পাইবার উপায় দর্শানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

(৮) আর্য্য ফণী মণি হারাইয়া জগৎ আঁধার দেখিতেছে, সেই মণিলাভের উপায় দেখানই ইহার উদ্দেশ্য।

(৯) সিংহকে শৃগাল ভয় দেখাইতেছে, যাহাতে করিয়া সিংহ ভয় না পায়, যাহাতে করিয়া সিংহ তাহার সুপ্ত নির্ভিকত্ব গুণ লাভ করিতে পারে, তাহা দেখানই ইহার উদ্দেশ্য।

(১০) যে উপায়ে নিশ্চয়রূপে অনন্ত শক্তির অনন্ত বিভূতি লাভ হয়, শক্তি ও সঙ্কল্পের অমোঘ ও ঝটিতি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা দেখানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

ভীষ্মমহাদর্শন।

যেনৈ তং প্রতিপাদিতং ত্রিভুবনাৎ শ্রেষ্ঠং স্বতোভারতং
আর্য্যাধর্ম্মপরায়ণাঃ পরতরালোকেষু তত্র স্থিতাঃ।
তেষামেব পরৈক রত্ন মতুলং সদ্‌ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তৎ
ধীরাণামুদ এব চঞ্চল মতির্ব্বিক্ষ্যে মহাদর্শনং ॥

"ভারত শ্রেষ্ঠ স্থান নাই, আর্য্য শ্রেষ্ঠ জাতি নাই, ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ শক্তি নাই" এই স্বতঃসিদ্ধ বাণী যে দর্শনে দম্ভপূর্ব্ব বিঘোষিত হইয়াছে, এই সেই মহাদর্শন, আমি চঞ্চল মতি হইয়াও বিবুধাগণের হর্ষ বর্দ্ধনের জন্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই পুস্তকের নাম "ভীষ্মের জীবন-চরিত" না হইয়া "ভীষ্মমহাদর্শন" হইল কেন? ইহা কি গর্ব্বোক্তি নয়? মহান্ পদার্থের চরিত হয় না, তাঁহার চরিত্রের নামই দর্শন, যেমন অব্যক্ত ঈশ্বরের জীবন-চরিত ছয় ব্যক্তি ছয়রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারি নাম ষড়দর্শন, ইহাও তদ্রূপ, ব্যক্ত ঈশ্বরের জীবন-চরিত, সুতরাং ভীষ্মমহাদর্শন। বিষ্ণুদর্শন বা শিবদর্শন নাম হয় না, হয় বিষ্ণুচরিত বা শিবচরিত, লক্ষ্মীদর্শন হয় না, হয় লক্ষ্মীচরিত; কিন্তু শক্তিচরিত হয় না, হয় শক্তিদর্শন। শক্তিদর্শন, ব্রহ্মদর্শন ও ভীষ্মদর্শন এই তিনেতেই দর্শন নাম সাজে, কারণ এই তিন পদার্থই অতি মহান্, ইহার নিয়ে যাহা সমস্তই জীবন-চরিত। আচ্ছা স্বীকার করিলাম ইহার নাম দর্শন হইতে পারে, মহাদর্শন হইল কেন? ইহা কি গর্ব্বোক্তি নয়? কোন উক্তিই "এ মহাজীবনে" অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং এ মহাপুরুষের মহান্ জীবন চরিত্রের নাম "মহাদর্শন" হইতে পারে। যদি বল ইহাও গর্ব্ব প্রকাশ, কেননা ব্রহ্ম মীমাংসার নাম যদি দর্শন হয়, দ্বিতীয় ব্রহ্ম মীমাংসার নাম মহাদর্শন হয় কিরূপে? সুতরাং ইহা গর্ব্বোক্তি। ইহা গর্ব্বোক্তি নয় কেননা ষড়দর্শনের মীমাংসা সন্দেহাত্মক, অর্থাৎ হইলেও হইতে পারে, আর এ দর্শনের মীমাংসা নিশ্চয়াত্মক অর্থাৎ 'এই দেখিয়া লও' সুতরাং ইহা মহাদর্শন। যদি বল তবু ইহা গর্ব্বপ্রকাশ! তবে হয় হউক; এ মহাজীবন লইয়া যদি আর্য্য গর্ব্ব না করে, তবে কি মিথ্যা প্রবঞ্চক যৌগিক জীবনচরিত লইয়া গর্ব্ব করিবে? এ মহাধনে ধনী হইয়া যদি গর্ব্ব না করে, তবে কি কাচ কাঞ্চনের ধনে ধনী হইয়া গর্ব্ব করিবে? মহাবিদ্যার মহাভিধানে যে "গর্ব্ব" শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার সার্থক প্রয়োগ আর্য্যজীবনে, কারণ একমাত্র আর্য্যজীবনেই 'এ জীবন' আছে, আর কোন জীবনে 'এ জীবন' নাই, এ মহাজীবন নাই বৈকুণ্ঠে, নাই ব্রহ্মলোকে, নাই শিবলোকে, নাই বিষ্ণুলোকে; নাই সুরলোকে, নাই অসুরলোকে নাই চন্দ্রলোকে, নাই সৌরলোকে; নাই ধ্রুবলোকে, নাই নাক্ষত্রিকলোকে; নাই সপ্তস্বর্গে, নাই সপ্তপাতালে! নাই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে কোন প্রাণীতে, নাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন জীবেতে; সুতরাং তাহাদের যে গর্ব্ব তাহা কাচ কাঞ্চনের গর্ব্ব সুতরাং হেয়,

আর্য্যগর্ব্ব শ্লাঘ্য, অতএব কেন গর্ব্ব করিব না? আর্য্য যেন জন্মে জন্মে এ মহাধনে ধনী হইয়া গর্ব্ব করে। এ জীবন আর্য্যজীবন, সুতরাং মহাগর্ব্বের জীবন।

এ মহাধন যার গর্ব্ব সাজে তার।
এ ধন নাই যার বৃথা জীবন তার॥

সকল দর্শনীয় হইতে যাহা বিশেষ দর্শনীয় তাহাই মহ-দর্শনীয়। কোন আর্য্য নির্লজ্জ হইয়া বলিবে এ মহাজীবন মহাদর্শনীয় নয়? এ মহান্ পুরুষের মহাদর্শনীয় জীবনচরিত যে মহাদর্শন, তাহা কোন আর্য্য অনার্য্য হইয়া মূঢ়চিত্তে অস্বীকার করিবে।

যে দর্শনে মহান্ পুরুষের মহাদর্শনীয় মহান্ জীবনচরিত দর্শনে দর্শিত হইতেছে, তাহা যে মহাদর্শন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আর্য্য এ মহাজীবন ভুলিয়াছে, সুতরাং সেই পূর্ব্ব গর্ব্বও খর্ব্ব হইয়াছে; কে জানে সে খর্ব্ব খর্ব্বীত হইবে কিনা। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কে জানে? এই লও আর্য্য তোমার মহাদর্শন লও।

শুন সুধী! দর্শন ও মহাদর্শনের বিভিন্নতা—

(১) সকল দর্শনই সন্দেহপূর্ব্বক ব্রহ্ম মীমাংসা করিয়াছেন; ব্রহ্ম কোন দর্শনেই দর্শন পথবর্ত্তী হয় নাই, অব্যক্তই রহিয়াছে; কিন্তু যে দর্শনে দর্শন পথবর্ত্তী হইয়া অব্যক্ত ব্রহ্ম ব্যক্তরূপে সন্দেহ ব্রহ্মের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেছেন, তাহাই মহাদর্শন।

(২) যে দর্শনে, যে মহান্ পুরুষ মহান্ ব্রহ্মচর্য্যে আরূঢ় হইয়া মহাশক্তির মহা-বিভূতি দেখাইতেছেন, মহাশক্তি লাভের মহা উপায় আবিষ্কার করিতেছেন; তাহাই মহাদর্শন!

(৩) যে দর্শনে, যে মহা বৈজ্ঞানিক যে মহান উপায়ে প্রকৃতি বিকৃতির মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত সুখলাভের মহা বৈজ্ঞানিক উপায় দেখাইতেছেন, তাহাই মহাদর্শন।

(৪) যে দর্শনে মহামণির মহাদ্যুতির মহাপ্রভা দর্শনে দর্শিত হইতেছে তাহাই মহাদর্শন।

(৫) মহাখনির মহাগর্ভে মহামাণিক লুক্কায়িত ছিল, আর্য্য মহা আঁধারে গোলক ধাঁদায় ঘুরিতেছিল, এই মাণিক লও, আঁধার ঘুচাও; যে দর্শনে মহা আঁধার ঘুচাইবার মহা আলো জ্বলিতেছে তাহাই মহাদর্শন

(৬) কোন দর্শনেই মহাশক্তির মহাক্রীড়া বা পূর্ণ শক্তিমানের পূর্ণপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই, যে দর্শনে তাহা হইয়াছে তাহাই মহাদর্শন।

(৭) কোন দর্শনই প্রতিজ্ঞা করিয়া পূরণ করে নাই, যে দর্শন তাহা করিয়াছে তাহাই মহাদর্শন।

(৮ যে দর্শনে অধীন স্বাধীন হইবার, জিত অজিত হইবার, চ্যুত অচ্যুত হইবার, মর অমর হইবার, অশক্ত শক্তিমান, নিরানন্দ সদানন্দ হইবার উপায় দর্শিত হইয়াছে, তাহাই মহাদর্শন্।

(৯) যে দর্শনে কল্পতরুর কল্পফল কল্পভোগ দিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে, তাহাই মহাদর্শন।

(১০) এককথায় "অনন্ত" হইবার উপায় দর্শিত যে দর্শন তাহাই মহাদর্শন।

(১১) দর্শনে যাহা অদর্শন, ভীষ্মমহাদর্শনে তাহা সুদর্শন; দর্শনে যাহা অব্যক্ত, ব্রহ্মচর্য্য মহাদর্শনে তাহা সুব্যক্ত; দর্শনে যাহা একমেবা দ্বিতীয়ং, দ্বিতীয় ব্রহ্মদর্শনে তাহা দ্বিতীয়ং; দর্শনে যাহা অনিশ্চয়, আর্য্যদর্শনে তাহা সুনিশ্চয়; দর্শনে যাহা অক্রীয়, মহাশক্তি দর্শনে তাহা সক্রীয়; দর্শনে যাহা নির্গুণ, মহাদর্শনে তাহা বিশিষ্ট গুণ; ইহাই দর্শন ও মহাদর্শনের বৈলক্ষণ্য।

মহাব্যোম।

(১) দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ যে পদার্থের আকার, তাহাকে অসীম বলিয়া মনে করিলে যাহা পাওয়া যায় তৎপদার নাম 'ব্যোম,' অর্থাৎ যাহা অবকাশাত্মক ফাঁক তাহাই ব্যোম; দেশ তাহারই নামান্তর।

(২) যিনি অনন্ত বিশ্বকে আশ্রয়স্বরূপ থাকিবার জন্য স্থান ফাঁক বা অবকাশ দিতেছে তাহাকেই মহাব্যোম বলে। শ্রোত্র, ইহার অধ্যাত্ম, শব্দ ইহার অধিভূত, দিশ ইহার অধিদৈব।

(৩) রূপের অবধি প্রকাশক যে লক্ষণ তাহাই ব্যোম।

(৪) বদ্ধাবস্থায় আত্মার সহিত ব্যোমের যে সম্বন্ধ, মুক্তাবস্থায়ও সেই সম্বন্ধ।

(৫) মহাব্যোম, বিভু, নিত্য, অবিনাশি, অসংহত নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, অব্যক্ত ছিদ্রতা, অনাশ্রয়, অনালম্ব, দ্রব্যান্তরের অনারম্ভন, অপ্রতিঘাতিতা ইহার এই কয় গুণ।

(৬) গগন নিজে জানে না, তাহার ব্যপ্তি কত দূর।

(৭) ব্যোম সর্ব্বপ্রকার শক্তির আদিভূত—অনন্ত পরমাণু নিবহের অদৃষ্ট অক্ষয় ভাণ্ডার।

(৮) আকাশই বায়ুর সহিত তেজের কারণ, তেজঃ আকাশ হইতে বায়ু গ্রহণ করিয়া প্রদীপ্ত হয়। অতএব আকাশই তেজের কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কার্য্য হইতে কারণের মহত্ত্ব স্বাভাবিক। চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজের রূপ সকল আকাশের অন্তর্গত দেখা যায়। যে যাহার অন্তর্গত হয়, সেই পদার্থ অন্তর্গত পদার্থ হইতে প্রধান হইয়া থাকে এবং অন্তর্গত পদার্থকে অল্প বলিয়া জানা যায়।

(৯) কোন ব্যক্তি অপরকে সম্বোধন করিতে গেলে, আকাশই সহযোগী হয়, কদাচ আকাশ ব্যতিরেকে সম্বোধন শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না, আর আকাশ দ্বারাই সেই আহূত ব্যক্তি আহ্বানের শব্দ শুনিতে পায়। আকাশ ভিন্ন শব্দের গতি হইতে পারে না সুতরাং আকাশ ব্যতিরেকে আহ্বান বা শ্রবণ কিছুই সম্ভবিত হইতে পারে না। মধ্যে

ফাঁক না থাকিলে শব্দের গতি হয় না অর্থাৎ আকাশ অভাবে সেস্থানে কোন পদার্থ থাকিলে শব্দ শ্রুত হয় না। আকাশ আছে বলিয়াই বজ্রের কড় কড়, বিহঙ্গের কাকলী, বালকের আধ আধ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে! শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশোৎপন্ন।

(১০) ইনি একাধারে কর্ত্তা ও অধিকরণ। কার্যামাত্রেই কর্ত্তা আছে। মহাব্যোম এখন অবকাশ দানরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, অবকাশ দানরূপ কার্য্য করাই যখন ইহার স্বভাব, তখন কাজেই ইনি কর্ত্তা। আবার অনন্ত বিশ্বের থাকিবার আশ্রয় স্থান যখন ইনিই সুতরাং ইনি অধিকরণ।

(১১) ইনি মহাকারুণিক। ইনি তোমাকে থাকিতে স্থান দেন বলিয়া তুমি থাকিতে পারিতেছ, আকাশে প্রাণিগণ জন্মে, অঙ্কুরাদি আকাশকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হয়, গর্ভস্থ শিশু আকাশকে অবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করে ও বর্দ্ধিত হয়! এই আকাশ অবকাশ দেয় বলিয়াই তুমি নগর, কানন, বন, উপবন, অট্টালিকা, বিহারোদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জগতের এত সৌষ্ঠব সাধনে সমর্থ হইয়াছ।

(১২) ব্যোম সর্ব্বস্থ ও সর্ব্বগ। পৃথ্বিচারী বা বায়ুবিহারী ক্ষুদ্রতম কীটাণুর অলক্ষ্য কুক্ষিতে যে ব্যোম কণিকার প্রত্যক্ষ্য সঞ্চার, ঊর্দ্ধতম ব্রহ্মলোকেও সেই ব্যোম পরমাণুর বিপুল বিলাস। ব্যোম অনন্ত ও অসীম। উহার দৈর্ঘ্য নাই, প্রস্থ নাই, ঊর্দ্ধ প্রসৃত উন্নতি নাই, অধঃপ্রসারিত অবনতি নাই, দিক নাই, বিদিক নাই—আছে কেবল অনন্তমুখী বিস্তৃতি। বুদ্ধি উহার পানে তাকাইয়া বিকল, কল্পনা উহার অবধি না পাইয়া অচল। এই হেতুই জগতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভক্তি সম্মিলিত কণ্ঠে, এই মহাব্যোমকে বিশ্বযোনির পদ্মাসনরূপে নির্দ্দেশ করিয়া, সভয় সম্ভ্রমে নমস্কার করিয়াছে। ব্যোম সৃষ্টি উপকরণের অক্ষয় ভাণ্ডার। উহা আপনি আপনার মণিরত্ন-বিলসিত বরণীয় বরভূষণে নিত্য বিভূষিত। উহার কোন অঙ্গে কৌস্তভ, কোন অঙ্গে কহিনুর, কোথাও বা স্যমন্তক, কোথাও বা পদ্মরাগ এবং কোথাও বা দূর্ব্বাদল-শ্যাম মরকত মণি বিভাসিত। কোন স্থানে শ্বেত সূর্য্য, রজতচ্ছটায় দিগ্বলয় উদ্ভাসিত করিয়া অবিরামগতিতে আবর্ত্তিত হইতেছে। কোন স্থানে তপ্ত কাঞ্চনপ্রভ প্রদীপ্ত প্রভাকর চারিদিকে স্বর্ণরশ্মির অনন্ত রেখা বিস্তার করিয়া কিরণ সমুদ্রে তরঙ্গ তুলিয়া ঘূর্ণিত পথে গতি করিতেছে। কোথাও নীল, কোথাও লোহিত এবং কোথাও হরিতাভ রবি, আপন আপন জগৎ আলোকিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গতিবর্ত্মে মহাবেগে প্রধাবিত হইতেছে। শুধু ইহাই নহে, প্রত্যেক সূর্য্যের সঙ্গে আবার পারিপার্শ্বিকরূপে অসংখ্য জীবের আধার, আশ্রয় ও লীলাভূমি,—অগণ্য পৃথিবী বা গ্রহনিচয় ঘূর্ণমান। কাহারো কণ্ঠে এক, কাহারো কণ্ঠে দুই, কাহারো কণ্ঠে তিন বা ততোধিক চন্দ্রমণি বিলম্বিত, এবং কাহারো গলদেশে চাঁদে চাঁদে গাঁথা বিচিত্র পারিজাত হার দোদুল্যমান। ব্যোমের স্তরে স্তরে ও পটলে পটলে, কতই যে শোভার সম্পদ্ ফুটিয়া রহিয়াছে, কে তাহা গণনা করিবে

(১৩) কেহ বলেন ইনি আছেন, কেহ বলে নাই। কেহ বলেন ইনি 'ভাব' কেহ বলেন ইনি 'অভাব'। মহা সমস্যা, মহা ধাঁধা।

(ক) 'ভাব' কারে বলি ? যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাই ভাব পদার্থ।

(খ) 'অভাব' কারে বলি ? ভাব পদার্থের অব্যক্ত কারণে লীনকেই অভাব বলিয়া মনে করি, কারণ ভাবেরই অভাব হয়, অভাবের অভাব হইতে পারে না ; যাহা আছে তাহারই 'নাই' হয়, নাইয়ের 'নাই' হইতে পারে না ; অসতের উৎপত্তিও সতের নাশ অসম্ভব, সহস্র শূন্য যোগ করিলে এক হয় না আর এককে সহস্র ভাগ করিলেও শূন্য হয় না, সুতরাং ভাব পদার্থেরই অদৃশ্য কারণে লীন অভাব। ব্যোম ভাব পদার্থ কিসে ? ভাববাদীরা বলেন—ইনি অবকাশ দিতেছে তাহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না, কেননা তুমি একটা মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অক্লেশে চলিয়া যাইতে পার, কেননা তোমাকে যাইবার জন্য ব্যোম অবকাশ দিতেছে, কিন্তু একটী পাহাড় ভেদ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে পার না, কেননা তোমাকে অবকাশ দেয় নাই, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 'ভাব' তোমাকে মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে দিতেছে সেই অন্যের অভাব হেতু পর্ব্বতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে পারিতেছ না, সুতরাং সে পদার্থটা 'ভাব'। বিশেষতঃ ইনি যে ভাব পদার্থ তাহা নিম্নলিখিত গুণের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে ; —গুণ গুণিতেই বর্ত্তে বিশেষ্যকে আশ্রয় করিয়াই গুণ বা বিশেষণ অবস্থিতি করে, অভাব পদার্থ বিশেষ্য হইতে পারে না এবং বিশেষণ অভাব পদার্থকে আশ্রয় করে না, সুতরাং ইনি ভাব পদার্থ, ইহাকে নিম্নলিখিত গুণ আছে যথা—বিভুত্ব, অবিনাশিত্ব, নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত ইত্যাদি।

অচ্ছেদ্যোঽহমদাহ্যোঽহম ক্লেদ্যোঽহ শোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণু রচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অচ্ছেদ্য, অদাহ্য ইহা, নাহি ক্লেদ বিশোষণ।
নিত্য, সর্ব্বময়ী, স্থাণু, অচল ও সনাতন॥

সুতরাং ইনি ভাব পদার্থ আছেন, অভাব বা 'নাই' নয়। জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা 'নাই' অর্থাৎ সকল বস্তুই আছে। যাহা নাই বা অভাব বলিয়া মনে করিতেছি তাহাই আছে, কেননা একটা পদার্থ না থাকিলে তুমি মনে কর কোথা হইতে, তুমি যখন মনে করিতেছ তখন উহা ভাব পদার্থ, অভাব পদার্থের অনুমান অসিদ্ধ। আছে বা ভাব বস্তুতেই 'নাই' বা 'অভাব' শব্দ প্রযুক্ত হয়, নাইয়ের উপর নাই বা অভাবের উপর অভাব শব্দ প্রয়োগ হয় না। যখন তুমি নাই বলিয়া মনে ভাবিতেছ, তখন নাই বলিয়া একটা ভাব তোমার মনে প্রকাশ পাইতেছে, অতএব তুমি নাই বলিয়া যাহাকে মনে ভাবিতেছ তাহাই আছে, যাহা নাই বলিয়া আছে তাহাই মহাব্যোম।

(১৪) মহাব্যোম, মহাকাল, প্রকৃতি পুরুষ সকলেই বিভু, অথচ কেহ কারো বাধক নয়।

(১৫) বিশ্বে যত কিছু পদার্থ আছে সকলই ব্যবহার্য্য। এই আকাশও ব্যবহার্য্য, যে গুণী, যে কৃতী, সে সকল পদার্থকেই ব্যবহারযোগ্য করিয়া নিতে পারে।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধ সংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্।

কর্ণ ও আকাশ, এই দুএর পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্য শব্দ উৎপন্ন হয়, যোগীরা এই সংযম প্রয়োগ দ্বারা দিব্য শব্দ শুনিতে পান, দূরস্থ ও সূক্ষ্ম শব্দও শুনিতে পান।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধ সংযমাল্লঘুতুল সমাপত্তেশ্চাকাশ গমনম্।

শরীর ও আকাশ এই দুএর যে সম্বন্ধ আছে, তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিয়া যোগী লঘু অর্থাৎ তুলার ন্যায় অল্প ভার হইয়া আকাশে যাতায়াত করিতে পারে, ইহার বিশদ বিবরণ পাতঞ্জলদর্শনে দ্রষ্টব্য। আর্য্যের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এই তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া, ইহাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়াছেন, অনেক অলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অনার্য্য জড় বিজ্ঞান ইহাকে কোন ব্যবহারে আনিতে পারে নাই, তবে তাহার এত দম্ভ কসের?

মহাকাল।

(১) কলয়তি নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি হি কালঃ।

সকলকে কলিত অর্থাৎ নিয়মিত করেন বলিয়া কাল।

(২) কালঃ গুণক্ষোভকঃ।

সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণের ক্ষোভক অর্থাৎ যাহার দ্বারা অব্যক্তা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইয়া মহদাদি পরিণাম আরম্ভ হয় তাহারি নাম কাল। যাহা নিখিল পরিবর্ত্তনের আশ্রয় ও প্রমাপক তাহাই কাল। পরিদৃশ্যমান সংসার নিয়ত পরিণতিশীল, কালই সর্ব্ববিধ পরিণামের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ যাহা সর্ব্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তাহা কাল, সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের মূল কাল।

(৩) জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়োমতঃ।

পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ॥

যাহা সৃষ্ট বা জন্য বস্তুর জনক এবং জগতের আশ্রয় তাহাই কাল। অল্পাধিক্য জ্ঞান হেতু কাল, ক্ষণ, দণ্ড, প্রহরাদি নামে অভিহিত হয়।

(৪) যাহা জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বাদি ব্যবহারের অদ্বিতীয় কারণ তাহাই কাল।

(৫) যাহা শরদাদিরূপে আম্রাদি বৃক্ষের ফল পুষ্প প্রসব শক্তিকে প্রতিবদ্ধ করে বসন্তাদিরূপে তাহাদের তৎশক্তিকে পুনঃ অনুগৃহীত করে তাহাই কাল।

(৬) একখানা বস্ত্র সিন্দুকে রাখ, দশ বৎসর পরে সিন্দুকটি খুলিয়া দেখ কাপড়খানা জীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, জীর্ণ করিল কে? যিনি করিলেন তিনিই কাল।

(৭) স্ত্রী যোনীতে পুংবীজ রোপিত হইল, দশমাস পরে সন্তান ভূমিষ্ট হইল, তুমি বলিতে পার দশ মাস পরে না হইয়া অদ্যই কেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না? না, তাহা হইবে না, কেন না কাল সেই বীজকে ক্রমে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, মাংস মজ্জা ইত্যাদিতে পরিণত করিয়া দশ মাসে পূর্ণাবয়ব গঠনানন্তর ভূমিষ্ঠ করিল, এই যে বিন্দু পরিমাণ বীজ পদার্থকে অপূর্ব্ব মনুষ্যাকারে গঠিত করিল তাহা কাল।

(৮) যাহা কর্ত্তব্য অবধারণের নিয়ামক তাহা কাল।

এই কালে ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই কালে ইহা আমার অকর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা এবম্প্রকার অবধারণ হয় তাহা কাল।

(৯) ত্রৈগুণ্য শূন্য জড় দ্রব্য বিশেষ কাল। সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়শূন্য যে জড় দ্রব্য বিশেষ তাহা কাল।

(১০) প্রলয় নিশা অবসানে যিনি প্রকৃতি পুরুষকে জাগ্রত করেন ও সংযোগ করেন তিনি কাল। কাল ইন্দ্রিয় গম্য নয়। কালের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে না, কাল অনুভব গম্য।

(১১) বাহ্য জ্ঞানের মূলে আধার এবং মানস জ্ঞানের মূলে কালের অবস্থান। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আধারের উপাধি; ভূত, ভবিষ্যত বর্ত্তমান কালের উপাধি। বাহ্য বস্তুর আকার পরিবর্ত্তন দেশকে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে, যেমন বৃক্ষ কতক স্থানকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, মানস অবস্থার পরিবর্ত্তন কালকে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে, যেমন তোমার ক্রোধ হইয়াছে, ক্রোধ কতক সময়কে ব্যাপীয়া অবস্থিতি করিতেছে, আধার ও কাল ব্যতিরেক কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না, বিষয় সকল আধার ও কালের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ। আধার গুণে বিষয়ের বাহ্য প্রকাশ এবং কালগুণে তাহাদের অন্তরে আবির্ভাব হয়। বুঝা গেল মানস জ্ঞানের মূলে কালের অবস্থান। কল্পনা, স্মৃতি ও আশা ইহা মানস বৃত্তি; এই তিনটি বৃত্তি একই পদার্থ এবং একই শক্তির পরিণাম, কেবল কালিক বৈলক্ষণ্য মাত্র প্রভেদ। কল্পনা বর্ত্তমান কাল, স্মৃতিভূত কাল, আশা ভবিষ্যৎ কাল।

(ক) বর্ত্তমান কাল বা কল্পনা—বিদ্যমান বস্তুর বা অনুপস্থিত পরিচিত ব্যক্তির বর্ত্তমান কালে মনে উপস্থিতির জ্ঞানই কল্পনা। কল্পনা বর্ত্তমান কালিক। কল্পনা দ্বারা বর্ত্তমান কালের অনুভব সিদ্ধ হয়।

(খ) ভূত কাল বা স্মৃতি—পূর্ব্বানুভূত অর্থাৎ অতীত কালে যে বিষয় আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার মনে উপস্থিতি হওয়ার জ্ঞানই স্মৃতি, সুতরাং স্মার্ত্ত বিষয়ভূত কালিক। স্মরণের দ্বারা অতীত কালের জ্ঞান সিদ্ধ হয়।

(গ) ভবিষ্যত কাল বা আশা—বর্ত্তমান কল্পিত বিষয় বা বর্ত্তমান দৃষ্ট বিষয় ভবি-

স্থত কালে সেইরূপে উপস্থিত হইবে, ইত্যাকার সম্ভাবন্যসূচক জ্ঞানই আশা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সুতরাং আশা দ্বারা ভবিষ্যত কালের অনুমান সিদ্ধ হয়।

ইহা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান কালের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমানকাল নাই, কেন নাই, তাহার হেতু এই যে কাল সদাই চঞ্চল, চলনশীল, এক মুহূর্ত্তও স্থির নাই, অনবরত চলিতেছে, ক্রমাগত যাইতেছে। ইহাতে এই প্রকার সংশয় হয়, যে পদার্থ আবর্ত্তিত হইতেছে, এক মুহূর্ত্তও গতির বিরাম নাই, যাহা গতির উপর রহিয়াছে, তাহার বর্ত্তমান হয় কি প্রকারে? যাহাকে আমরা বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত বলিয়া অবধারণ করি, তাহা বর্ত্তমান বলিতে না বলিতে অতীতের কুক্ষিতে লীন হইতেছে; যে মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া যে মুহূর্ত্তকে ভবিষ্যত বলিতেছি তাহাও চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে বর্ত্তমানে আসিয়া অতীতে লীন হইতেছে, কাল এত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছে যে তাহা অনুভব করা যায় না; সুতরাং বর্ত্তমান কাল অবধারণ করা যায় না। এক অখণ্ড নিত্য দণ্ডায়মান কাল সদাই ভূত, সদাই বর্ত্তমান ও সদাই ভবিষ্যত।

অপরূপ এক পক্ষী, জীবের না হয় পক্ষী, বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে, নানা ক্রম,
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যার। বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব॥
জন্মলাভ প্রতি পদে, পায় পদ প্রতি পদে, এলো এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই,
লোকে বলে পদ নাই তার॥ এই এই নেই নেই রব॥

(১১) কাল বিন্দুরূপী। কাল দুইভাগে বিভক্ত, এক খণ্ডিত আর এক অখণ্ডিত। খণ্ডিত বিন্দু মুহূর্ত্তাদি, যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, যাহা নির্দ্দেশ্য তাহা খণ্ড কাল। যে কাল স্থাবর জঙ্গমাদির উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের কারণ তাহা অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল। আমরা দেখি নর্ত্তকী প্রহর ব্যাপী নৃত্য করিতেছে, পরন্তু তাহা প্রহর ব্যাপী নহে, প্রত্যুত ক্ষণব্যাপী, ক্ষণ পরম্পরায় এক বুদ্ধিগম্য হইয়া প্রহর ভ্রান্তি জন্মায়।

(১২) কাল খণ্ডিতাবস্থাই প্রকৃতির ষড়ভাব বিকার। কালই প্রকৃতিকে ষড়ভাবে বিকারিত করিতেছে। প্রকৃতি কালশক্তি নিমিত্ততাপ্রযুক্ত ষড়াদিভাব বিকারে বিকৃতবৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। এক অপরিচ্ছিন্ন কাল শক্তি খণ্ডিত হইলেই ষড়ভাব বিকাররূপে উপলব্ধ ও অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির ষড়ভাব বিকার কাল খণ্ডিত বিশেষ বিশেষ সত্ত্বা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

(১৩) কাল ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই। কাল যখন প্রকৃতিকে পরমাণুরূপে বিকাশ করিয়া তাহা ভোগ করেন তখন মুহূর্ত্ত শব্দে এবং যখন সাকল্যাবস্থা ভোগ করেন তখন তিনি পরম মহান্ বলিয়া অভিহিত হয়েন। পরমাণু হইতে মহান পর্য্যন্ত ভোক্তা একমাত্র কাল সুতরাং ইনি সর্ব্বভোক্তা; আবার কাল, কালকে কালরূপে নিয়ত কাল ভোগ করিতেছে, সুতরাং ভোগ্য।

(১৪) কাল কার্য্য ও কারণ উভই। ষড়ভাব বিকারের যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কাল তাহা কারণ, পরবর্ত্তী কাল তাব কার্য্য, কারণ পূর্ব্বমুহূর্ত্ত, কার্য্য পরমুহূর্ত্ত।

(১৫) কাল আধার, ও আধেয়। কাল নিজেই নিজের আধার, অন্য আধার তাহার নাই।

(১৬) কাল আত্মবশ। আত্মা যাহা আদেশ করে, কাল তাহাই মস্তকে বহন করে। আমরা যদি একটা গোলাকে দ্রুতবেগে চালনা করি, তবে কোন প্রতিবন্ধক অবিদ্যমানে কাল ক্রমাগত তাহাই করিবে। কালেতে নূতন কিছুই হয় না, চেতন কর্ত্তৃক যাহা আরব্ধ হয়, কালেতে কেবল তাহাই বহমান হয়, নূতন আরম্ভ আত্মা ভিন্ন আর কাহারো কর্ত্তৃক সংঘটনীয় নহে, পুরাতন অভ্যাসই কালের অধিকারে স্থান পায়। আত্মা যখন আপন কার্য্যভার কালের স্কন্ধে সমর্পণ করে, তখন তাহাতে আত্মার কেবল অধ্যক্ষতা মাত্র থাকিলেই হইল, আত্মাকে স্বহস্তে সেই কার্য্য লইয়া পুনর্ব্বার বিব্রত হইতে হয় না, কালই তাহা সমাধা করিয়া ফেলে, মনে কর চেতন আত্মা কর্ত্তৃক আমের আঁটী পোতা হইল, চেতন আত্মায় আর কোন কার্য্য নাই, আত্মা এখন কার্য্যভার কালের স্কন্ধে চাপাইল, এখন কালই আঁটীকে ক্রমে ক্রমে দুই তিন বৎসরে বৃক্ষে পরিণত করিয়া পরিশেষে আত্মাকে ফল ভোগ করাইবে, সুতরাং কাল আত্মবশ।

(১৭) কালবশ প্রকৃতি। প্রকৃতি কালবশ। প্রকৃতি যে কালের অধীন হইয়া পরিণতা হয় তাহা স্বীকার্য্য; কেননা, অদ্য আমের আঁটী পুতিলাম, প্রকৃতি তাে আজই বৃক্ষে পরিণত করিতে পারিবে না, কালবশে ক্রম পরম্পরায় বৃক্ষে পরিণ হইবে; যদি প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব থাকিত তাহা হইলে আজই বৃক্ষে পরিণত হইতে পারিত, কালবশ হেতু তাহা পারিল না, সুতরাং প্রকৃতি কালবশ। প্রকৃতি যে কালের মুখাপেক্ষা করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কেননা জ্ঞানশক্তি বিরহিত অচেতন প্রকৃতির কাল জ্ঞান থাকা অসম্ভব; কোনকালে ইহা কর্ত্তব্য, কোনকালে ইহা অকর্ত্তব্য, তদবধারণ জ্ঞানশক্তি বিহীনের সাধ্য নয়। যদি তাহা না মানা যায়, তাহা হইলে বিশ্ব জগতের সদাই সৃষ্টি হইত, কদাচ প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইত না, অথবা ইহার চির প্রলয়াবস্থাতেই অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হইত, কদাচ সৃষ্টি হইত না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

(১৮) মহাকাল নিরাকার, নির্ব্বিকার, অবিনাশী, বিভু, নিত্য, অচ্যুত, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, অজ, অপ্রমেয়, সাক্ষী, দ্রষ্টা, নির্লিপ্ত, সর্ব্বগ্রাসী, আদি, মধ্য, অন্ত রহিত, নিত্যজাগ্রত, শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সহকারী কারণ, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ। ইনি কখন জন্মে না, মরে না, অথবা উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। ইনি জন্মরহিত হ্রাসবৃদ্ধি আদি অন্ত শূন্য, শাশ্বত (অপক্ষয় শূন্য) এবং পুরাণ (পরিণাম শূন্য) ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মহামহিম মহেশ্বর।

(১৯) কাল অচিন্ত্য। কাল যে কত কালের, কাল তাহা নিজে বলিতে পারে না। দিবা নাই, রাত্র নাই, প্রভাত নাই, মধ্যাহ্ন নাই, ঊষা নাই, সন্ধ্যাকাল নাই প্রভৃতি সময়

জ্ঞাপক কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই, এরূপ কালবিহীন কালকে কল্পনায় আনিতে গেলে, মন আপনা হইতেই স্তম্ভিত হইয়া আসে। ফলকথা, সৃষ্টিকর্ত্তার স্রষ্টা নিরূপণের ন্যায়, অনাদি কালের আদি অনুসন্ধান জন্ত বুদ্ধি বিলোড়ন করা বৃথা।

(২০) এই দেখ আর্য্য-প্রদীপের বিমল প্রভায় মহাকাল দণ্ডায়মান। শ্রুতির উপদেশ—কাল হইতে বিশ্ব জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, কালেই স্থিতি হইতেছে, আবার কালেই লয় হইবে। কালেই সিদ্ধি হয়, কালেই বৃক্ষ ফল প্রসব করে; কালেই তপবৃক্ষে তপফল প্রসব করে, কালেই শিশুর বল বৃদ্ধি হয়, কালেই বৃদ্ধের বল বুদ্ধি হীন হয়, কালেই প্রসূতি প্রসব করে। কালেই সূর্য্য তাপ প্রদান করে। অকালে কিছুই হয় না। সময় উপস্থিত না হইলে কিছুই সিদ্ধ হয় না। সময় উপস্থিত না হইলে কেহ বিদ্যা বা বুদ্ধিপ্রভাবে অর্থ লাভে সমর্থ হয় না। আবার সময়ানুসারে মূর্খও অর্থ লাভে সমর্থ হয়, অতএব সমস্ত কার্য্য কাল সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। লোকের দুঃখের সময়ে কি বিজ্ঞান, কি মন্ত্র, কি ঔষধ, ইহাদিগের কোনটাই ফল প্রদানে সমর্থ হয় না; আবার অভ্যুদয় কালে সকল উপায়ই যথাবিধি প্রয়োগ করিলে ক্রমে উহা তেজস্মান হইয়া সিদ্ধিপ্রদ হয়; কালসহকারে বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত, জলধর সকল সলিলভরে অবনত, সরোবর শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্ম সমাকীর্ণ এবং বৃক্ষ সকল পুষ্পনিচয়ে সুশোভিত হয়। কালপর্য্যায়ে চন্দ্রবিম্ব ষোড়শ কলায় পূর্ণ, বিভাবরী কখন নিবিড়ান্ধকারাবৃত, কখন বা বিমল জ্যোৎস্নায় বিভূষিত হয়। কালের সহকারিতা প্রাপ্ত না হইয়া বৃক্ষ সকল ফল পুষ্প প্রসবে সমর্থ হয় না এবং নদী সকলও বেগে প্রবাহিত হইতে পারে না; হস্তী মৃগ প্রভৃতি পশুগণ, পন্নগ ও বিহঙ্গমগণ অসময়ে কদাচ সংযোগাদি নিমিত্ত মত্ত হয় না; ঐরূপ স্ত্রীলোকদের গর্ভ, বসন্তাদি ঋতু সমাগম, জীবের জন্ম মৃত্যু, বালকের মধুর বাঙনিষ্পত্তি, যৌবন সমাগম প্রাপ্তি, যত্ন সমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম, মরীচিমালী সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন, শীতরশ্মি চন্দ্রমা ও উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা সমাকুল সাগরের হ্রাস বৃদ্ধি কালপ্রাপ্ত না হইলে কদাচ হইতে পারে না, যদি কাল প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে কি কৌলিন্য, কি সুশীলতা, কি শক্তি, কি নৈপুণ্য ইহারা কেহই কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, অকালোৎপন্ন কোন বস্তু নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগৎ অতীতের অজ্ঞেয়তার রাজ্য অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান পান্থশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারে নাই, তখন কি ছিল? কাল ছিলেন 'সেই অনাদি কালই এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। অজ্ঞেয়তার বিরাট্ কুক্ষিতে নিষ্প্রভ সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন, মহা কালই তাঁহাকে তেজ প্রদান করিয়াছেন। নীহারিকা সমুদ্রে কত কোটী কল্প, কত সূর্য্য শোচনীয় দশায় অবস্থিত ছিল, কালের বলেই আবার তাপ বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শত পুরুষকারও কালস্রোতে ভাসিয়া যায়। কালের করুণায় সাগরতল পর্ব্বতের তুঙ্গশৃঙ্গে পরিণত হয়, ক্ষুদ্রবীজ বিশাল বৃক্ষে পরিবর্ত্তিত হয়, তরু স্থানে মরুর

আবির্ভাব এবং মরুমধ্যে স্রোতস্বতীর মনোরম মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া থাকে। কৃষীবল প্রাণপণ পরিশ্রমেও যথাকালের পূর্ব্বে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয় না। তপঃসিদ্ধিতেও কালের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন। ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার, কালের পারমার্থিক রূপদর্শনও কালের প্রসাদে। কালের বশবর্ত্তীতায় জগৎ সৃষ্ট হয়, কালের দ্বারা বর্দ্ধিত, আবার কাল-মাহাত্ম্যেই বিনষ্ট হয়। কালই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পোষণ করিতে-ছেন, এবং পরিশেষে ঘাড়ে ধরিয়া সংহার দশায় উপনীত করিবেন। কাল প্রজা-পতিরও পূর্ব্ববর্ত্তী, কাল স্বয়ম্ভু। কালের কারণ নাই, তিনিই সর্ব্বকারণ, কাল আদ্যন্ত-বিহীন ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত; অন্তশূন্য, জরা মরণ পরিহীন, জগৎ প্রভু, স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিরঙ্কুশ স্বাধীন, সর্ব্বগ, সকলের আত্মস্বরূপ, সুতরাং মহামহিম মহিমার্ণব মহেশ্বর। এই মহাকাল সূক্ষ্মও বটে স্থূলও বটে, সাকারও বটে নিরাকারও বটে।

(২১) কাল লোকান্তকারী। কালের অন্তরূপ ক্রিয়াত্মক। সংকলন সাধ্য ক্রমাধীন; ক্রিয়াত্মক কাল।* আমাদের কার্য্যার্থে সূর্য্য পরিস্পন্দনাদি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা বিভিন্নাকারে পরিমিত হইয়াও, এক মহাকাল অখণ্ড দণ্ডায়মান নিত্য প্রকৃত-রূপে প্রকাশিত আছেন। যুগ, কল্প, দিনমান বর্ষাদি সেই অবিচ্ছিন্ন কালের কারণ মূলক কল্পিত মূর্ত্তি মহাকাল সমুদ্রের এক একটী আগন্তুক আবর্ত্ত। মহাকালের কোন দৃশ্যরূপ নাই, ইহার ভাগ বিভাগ নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, বিশ্বব্যাপী সত্তা, কেবল অখণ্ডানুভবস্বরূপ স্বপ্রকাশ বিরাট সত্তা। এই অসীম বিশ্বের তদাদি তদন্ত কাল কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সংসারে এমন কি আছে, যাহা কালের উদরসাৎ না হয়? গরুড় যেরূপ সর্পকে, কাল তেমনি সুরূপ, সুকর্ম্মা ও সুমেরু-সুরসদৃশ গৌরবসম্পন্ন পুরুষকেও ভক্ষণ করে। ক্রূর, কৃপণ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, মৃদু, কর্কশ, অধম বা নির্দ্দয়, এমন কেহই নাই কাল যাহাকে গ্রাস না করে, সংহার নিয়ত সর্ব্বভক্ষকাল পর্ব্বতকেও যখন গ্রাস করিয়া থাকে, তখন সামান্য মানুষ ভক্ষণ করিয়া কি তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? নটগণ যেরূপ বিবিধ মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করে, কালও হরণ, নাশন, প্রাশন প্রভৃতি নানারূপে বিহার করিতেছে। বন্যহস্তী যেমন পাদপ-দিগকে, কাল তেমনি সংসারকে সমূলে উন্মূলিত করে। রাত্রিরূপ মধুকরী ও দিনরূপ মঞ্জরীবিশিষ্ট কলা কাষ্ঠাদিরূপ লতা রচনা করিয়াও ধূর্ত্তচূড়ামণি কালের তৃপ্তি হয় না। ক্রূর, লুব্ধ ও দুর্ব্বিসহ, চঞ্চলতাসম্পন্ন এই কাল, কন্দুক দ্বারা ক্রীড়মান বালকের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের পুনঃ পুনঃ উদয়াস্ত দ্বারা ক্রীড়া করে। কল্পান্ত, সময়ে প্রজাকুল সংহার করিয়া অস্থিমালায় আপাদ মস্তক ভূষিত করে। মহাকল্প বৃক্ষ হইতে সুর ও অসুর-রূপ ফলপাতনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে এবং মাতার ক্রোড় হইতে তদীয় প্রাণাধিক প্রীতিময় পুত্রকেও অনায়াসে গ্রহণ করে।

* শত শত মহাকল্প অতীত হইলেও, ইহার শ্রান্তি বা খেদ বোধ হয় না। ক্ষুদ্র বৃহৎ

কোন বস্তুই উহার নিকট পরিহার প্রাপ্ত হয় না। ইহার মহিমা অবগত হওয়া সামান্ত বুদ্ধির সাধ্য নহে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী, এইরূপে কৃতান্ত ও মৃত্যুস্বরূপ কাল প্রলয় কালীন নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মাদির সৃষ্টি করিয়া, শোক, দুঃখ জরাশালিনী সৃষ্টিরূপিনী নাট্যশালার আবিষ্কার করে এবং বালক যেমন পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া আবার ভগ্ন করে, সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ বনরাজি ও দেশ, নানাজাতীয় জনতা ও আচার পরম্পরা রচনা করিয়া পুনর্ব্বার সংহার করে। এই কৃতান্তরূপী কাল তরুণ দেহেও জরার আবির্ভাব করিয়া প্রাণীদিগকে বিনাশ করে। আর্ত্ত ব্যক্তিও ইহার কৃপালাভে সমর্থ হয় না। ইহার উদারতারও সীমা নাই। ইহার কৃপায় আবার আর্ত্ত ত্রাণ পায়। এইকাল পক্ষপাত পরিশূন্য হইয়া, সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করে। সর্ব্ব শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত কালই বিশ্বের হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভোক্তা, কালই জগদাধার, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলাধার মহামায়ী মহেশ্বর। কালেরই মহাক্রিয়া এই মহাবিশ্ব। কালশক্তি বলেই বর্ত্তমান জগৎ ধাবিত, কালশক্তিবশেই অতীত জগৎ অতিক্রান্ত, আবার কালশক্তি বশেই ভবিষ্যৎ জগৎ আভাসরূপে অবস্থিত। জগৎ কালে উৎপন্ন, আবার কাল শক্তি চরণে শেষ ইহার আত্মসমর্পণ। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই বিশ্বের কত মস্তক উন্নত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সব উন্নতমুণ্ড একদিন মহাকালের অঙ্কে শেষ সমাধি লইবে। কালকে ছাড়িয়া কেহই কিছু করিতে পারে না, কালোহি বলবত্তরঃ কালই সর্ব্বে সর্ব্বা। কালই বিশ্ব ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে কালের হাত ছাড়িবার উপায় নাই, মুক্তই হও আর বদ্ধই হও; মুক্ত হইলেও কালগর্ভে থাকিতে হইবে, বদ্ধ হইলেও কাল গর্ভে থাকিতে হইবে। চিরকাল কালগর্ভে বিশ্বকে থাকিতে হইবে।

(২২) কাল নদী নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র প্রবাহিনী যেমন মহানদীতে মিলিত হইয়া থাকে, মহানদী আবার সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হয়, মহানদী যেরূপ ক্ষুদ্র নদীর মেলনবশতঃ বিস্তীর্ণা হয়, কদাচ শুষ্ক হয় না, নিরন্তর প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ক্ষণমুহূর্ত্তাদি ক্ষুদ্র এবং দিবস পক্ষাদি বৃহৎ কালনদী, সেই প্রকার সম্বৎসরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র বৃহৎ কালাবয়ব সকল পরস্পর মিলিত হইয়া বিস্তীর্ণ হয়, কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। ক্ষণমুহূর্ত্তাদি স্বল্প এবং দিবস পক্ষাদি বৃহৎ কালাবয়ব সকল দ্বারা সমারূঢ় হওয়াতে সম্বৎসর প্রত্যক্ষগম্য বা অনুভব গোচর হইয়া থাকে। মূর্ত্তকালের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু অমূর্ত্তকালের প্রত্যক্ষ হয় না। কালরূপী মহাসমুদ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া উহার মধ্যে দ্বীপ বা পরপার অবগত হইতে সমর্থ হই নাই।

কালোদ মহতা বর্ষাবর্ত্তেন সন্তুম।
মাসোর্ম্মিণর্ত্তুবেগেন পক্ষোলপ তৃণেন চ॥

নিমেষোর্ম্মি ফেণেন অহোরাত্র জলেন চ।
কামগ্রাহেণ ঘোরেণ বেদযজ্ঞ প্লবেন চ ॥
ধর্ম্মদ্বীপেন ভূতানাং চার্থকাম জলেন চ।
ঋত বাগ্মোক্ষতীরেণ বিহিংসা তরুবাহিনা ॥
যুগ হ্রদৌঘ মধ্যেন ব্রহ্ম প্রায়ভবেন চ।
ধাত্রা সৃষ্টানি ভূতানি কৃষ্যন্তে যমসদনম্ ॥
এতৎপ্রজ্ঞা ময়ৈর্ধীরা নিস্তরন্তি মনীষিণঃ।
প্লবৈরপ্লব বন্তোহি কিংকরিষ্যন্ত্য চেতসঃ ॥

জগৎ স্বভাব স্রোতে পতিত হইয়া সতত ভাসমান হইতেছে; কালস্বরূপ মহাআবর্ত্ত, মাসময় তরঙ্গ, ঋতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উপল, নিমেষাদি ফেণ, অহোরাত্র সলিল, ঘোরতর কামগ্রহ, বেদ এবং যজ্ঞরূপ প্লব, ধর্ম্মস্বরূপ দ্বীপ, অর্থাভিলাষময় পয়, সত্য বাক্যরূপ মোক্ষ-তীর অহিংসারূপ তরু ও যুগরূপ হ্রদ সমুদয় আশ্রয় করিয়া, নিরন্তর অপ্রতিহত বলশালী ব্রহ্মোদ্ভূত কালরূপ মহানদী বিশ্ব সংসার প্রবাহিত করত ঈশ্বর সৃষ্টভূতগণকে শমনভবনে নীত করিতেছে, উদারচেতা পণ্ডিতেরা জ্ঞানময় পোতদ্বারা অনায়াসে এই কালনদী উর্ত্তীর্ণ হইয়া থাকেন; জ্ঞান পোতবিহীন লঘুচেতা মানবগণ কখনই উহার পার হইতে সমর্থ হয় না।

আবর্ত্তমান মজরং বিবর্ত্তনং ষন্নাভিকং দ্বাদশারং সুপর্ব্ব।
যস্যেদমাস্যোপরি যাতিবিশ্বং তৎকাল চক্রং নিহিতং গুহায়াম্ ॥

ছয় ঋতু যাহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাহার অর অমাবস্যাদি যাহার পর্ব্ব কখনই যাহার অন্ত হইবে না, যাহা নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে এবং এই বিশ্বসংসার যাহার আস্য-দেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র নিভৃত গুহাতে নিহিত রহিয়াছে।

(২৩) কালসংখ্যা। কাল পদার্থ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। পদার্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদের আয়ু, স্থিতিকাল ও ভিন্ন ভিন্ন, সকলের কাল সমান নয়। জগৎ কারণ ব্রহ্ম স্বীয় মায়া-দ্বারা যত সংখ্যায়, যতরূপে, যাবৎ পরিমাণে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন কাল ও তত সংখ্যায়, তৎরূপে, তাবৎ পরিমাণে নিদৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাল ও আছে, যথা—

নরাগজাবিশেষ। শকুন হাজার বানর পাঁচশ।

নর লোকের ষাটি হাজার বৎসরে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত ইত্যাদি। এমন সব প্রাণি আছে, যাহাদের, মনুষ্যের একদিনের ভিতর, জর্ম্ম-বৃদ্ধি-সন্তান প্রসব ও অপক্ষয় পর্য্যন্ত শেষ হইয়া যায়। আবার মনুষ্য অপেক্ষা দেবতারা দীর্ঘ স্থায়ী।

দেবায়ু নির্ণয়।

সত্যের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতা ১২৯৬০০০, দ্বাপর ৮৬৪০০০, কলি ৪৩২০০০ এই চারি যুগের সমষ্টির ৭২ বাহাত্তর গুণ মনু ও ইন্দ্রের আয়ুকাল। আবার লোমশ মুনির একগাছ রোম পতনে এক ইন্দ্রের পতন, এবম্প্রকারে লোমশ মুনির সমস্ত রোম পতনে তাহার মৃত্যু সুতরাং লোমশ মুনির আয়ুসংখ্যাই নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্মার এক-দিনে চতুর্দ্দশ মনুর মুক্তি ও চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন হয়। ব্রহ্মার এক মাসে ৪২০ ইন্দ্রের, ব্রহ্মার এক বৎসরের ৫৪০০০ ইন্দ্রের পতন এবং ব্রহ্মার সমুদয় জীবিত কালে অন্যূন ৫৪০০০০ ইন্দ্রের বিনাশ হয়। ব্রহ্মার দিবসকে কল্প কহে। চতুর্যুগ সহস্রে ব্রহ্মার একদিন, ঐ প্রকার রাত্রি, ব্রহ্মার অহোরাত্র ৮০০০০০,৬৪০০০০০০০ আট পদ্ম চৌষট্টি কোটী। এবম্প্রকার ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর। মহর্লোকস্থ প্রাণিদের আয়ু সহস্র কল্প। জন-লোকের আয়ুকাল দুই সহস্র কল্প। তপোলোকস্থ জীবের আয়ুকাল চারি সহস্র কল্প। সত্যলোকস্থ প্রাণির আয়ুকাল ব্রহ্মার সমতুল্য অর্থাৎ ইহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন।

ইন্দ্রের পুরীর নাম বস্বৌকসারা, যমের পুরি সংযমনী, বরুনের পুরী সুখা এবং সোমের পুরী বিভাবরী। সূর্য্য দক্ষিনায়নে এ সকল পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্রবানের ন্যায় শীঘ্র গমন করেন। এই ভানুই ক্রম মুক্তিভাগী যোগিগনের দেবযান নামকশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। সূর্য্য যে দ্বিপে বা বর্ষে মধ্যাহ্নে বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাহার ন স্থানে দ্বিপান্তরা দিতে যে নিশার্দ্ধ জন্মে তাহার ও সম্মুখবর্ত্তি হন। যেখানে হ্ন হয় তাহার পার্শ্বদ্বয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সেই উদয় ও অস্ত পরস্পর বর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যের সমসূত্রপাতে হয়। দিকবিদিক-সমুদয়েই এই নিয়ম। যাহারা খানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্য্যোদয় এবং যেখানে দৃশ্য হন, সেই তাহার অস্ত বলিয়া কথিত হয়। সর্ব্বদা বর্ত্তমান সূর্যের উদয় অস্ত নাই, বির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত হয়।

ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারো পুরে থাকিয়া সেই পুর তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর ও পার্শ্বস্থ দুই কোনকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ স্বরশ্মি দ্বারা আলোকময় করেন এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্ন্যাদি কোণ ও কোণে থাকিয়া কোণ সম্মুখস্থ দুই কোন ও তমধ্যবর্ত্তী দুই পুরকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ যখন ইন্দ্রালয়ে মধ্যাহ্নকাল তখন চন্দ্রলোকস্থ দিগের পক্ষে অস্তময়, ঈশান কোনস্থদিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নিকোণস্থদিগের প্রথম প্রহর, দক্ষিণস্থদিগের পক্ষে সূর্য্যের উদয় অর্থাৎ যমপুরে উদয়। এইরূপ যখন মধ্যাহ্নে দক্ষিন-দিকে অবস্থিতি করেন, তখন ইন্দ্রপুরে অস্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর; নৈঋত কোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে উদয়, যখন পশ্চিমে মধ্যাহ্ন হয় তখন দক্ষিণে অস্ত নৈঋত

কোণে তৃতীয় প্রহর, বায়ুকোণে প্রথম প্রহর, চন্দ্রলোকে উদয়। যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ুকোণে তৃতীয় প্রহর, ইশানকোণে প্রথম প্রহর হয়, ইন্দ্রলোকে উদয়। যখন অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন তখন ইশানে অস্ত, ইন্দ্রপুরীতে তৃতীয় প্রহর, যমপুরে প্রথম প্রহর এবং নৈঋতকোণে উদয়। সূর্য্য যখন অমরাবতীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হন, সেই সময় সংযমন নামক যমপুরে উদয়, এবং সুখা বা বারুণী পুরীতে উদিত হওয়ার ন্যায় দেখায়। যে সময়ে বরুণ পুরীতে উদিত হয়, সেই সময়ে বিভা নামক কুবের পুরীতে অর্দ্ধরাত্র ও মহেন্দ্র পুরীতে সূর্য্যাস্ত হয় এবং সেই সময়েই দক্ষিণ পূর্ব্বদিক সমূহে অপরাহ্ন হইয়া থাকে। যৎকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাহ্ন, উত্তর দিকে শেষ রাত্রি এবং উত্তর পূর্ব্ব দিকে প্রথম রাত্রি বলিয়া অভিহিত হয়। সুখা নামক বারুনী পুরীতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, বিভাবরী নামক সোম পুরীতে সূর্য্যের উদয় হয়, সেই সময়ে অমরাবতীতে অর্দ্ধ রাত্রি, সোমপুরী ও বিভাবরীতে মধ্যাহ্নকাল এবং যমপুরীতে সূর্য্যাস্ত হয়। মহেন্দ্র পুরীতে সূর্য্য উদিত হইলে, সংযমনী পুরীতে অর্দ্ধ রাত্র ও বরুণ পুরীতে অস্ত কাল।

যে অয়নে দিবসে সূর্য্যের মন্দগতি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীঘ্রগতি হয়, এই হেতু দিবা বড় ও রাত্রি ছোট হয়, এবং যখন দিবাভাগে শীঘ্রগতি হয় তখন নিশাভাগে মন্দগতি হয়, এইহেতু দিবা ছোট ও রাত্রি বড় হয়। উত্তরায়ণে দিবসের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হয়, এবং দক্ষিণায়নে দিবসের হ্রাস ও রাত্রির বৃদ্ধি হয়। সূর্য্য কর্কট রাশিতে অবস্থিত হইলে দক্ষিণায়ণ বলিয়া উক্ত হয় এবং মকরস্থ হইলে উত্তরায়ণ বলিয়া উক্ত হয়। দেবতাদের উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি বলিয়া উক্ত হয় এবং শুক্লপক্ষ পিতৃলোকের দিন এবং কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি বলিয়া কথিত হয়।

(২৪) মহাকাল বক্ষে কালা কালীর দুয়েরই অবস্থিতি। কাল বক্ষে চিৎশক্তির পুরুষ প্রকৃতির, কালী কালার, শিব শিবার, শ্যাম শ্যামার আসন নির্দ্দিষ্ট আছে।

(২৫) কালের বক্ষে কালা, কালার বক্ষে কালী। বহ্নির দাহিকা শক্তি যেমন বহ্নি বক্ষেই আপন আসন নির্দ্দেশ করে, তদ্রূপ কালের বক্ষে কালীর আসন নির্দ্দিষ্ট আছে।

(২৬) মহাকাল রঙ্গভূমির কালামঞ্চে মহাকালীর মহানর্ত্তনই মহানির্ব্বাণ।

কালস্তুতি।

জয় জয় কাল! অসীম অক্ষয়,
অতুল ক্ষমতা তব বিশ্বময়;
তুলনায় কেহ তব তুল্য নয়,
পরাক্রম তব বিশ্ব করে জয়।
কত আখণ্ডল, কত পঞ্চানন,
কত চতুর্ম্মুখ, কত নারায়ণ,
কত কত শশী, কত কত ভানু,
কত গ্রহপতি, কতই কৃশানু,
অসংখ্য জগৎ, তারা অগণন,
অসংখ্য জলধি, ভূধর কানন,
পশু পক্ষী কীট মানব নিচয়,
তোমার প্রতাপে হতেছে বিলয়।
তোমারি প্রতাপে সকলি আবার,
হতেছে সৃজিত কত শত বার,
গড়িতে ভাঙ্গিতে—ভাঙ্গিতে গড়িতে,
তব সম বল, কে আছে জগতে?
কে ধরে ক্ষমতা তোমার মত?
জগত কিরূপ আছিল প্রথমে,
এবে বা কিরূপ তব পরাক্রমে।
ছিল যে'টী কা'ল নয়ন রঞ্জন,
কেন আজ তারে দেখিনা তেমন?
ছিল যে'টি ক'ল অতি কদাকার,
কেন আজ সেটি শোভার আধার?
তব ইন্দ্রজালে এইরূপ হয়;
'চিরদিন কভু সমান না রয়'।

অনাদি অনন্ত তুমি ওহে কাল,
নাহি জ্ঞান কিবা শৈশব জরা;
নাহি তব ভেদ সকাল বিকাল,
সমবলে সদা শাসিছ ধরা।
যদি কোন দিন এ বিশ্ব সংসার,
অনন্ত আঁধারে হয় হে লীন;
না থাকে সমীর, সলিল, অনল,
ঋতু, মাস, বার, রজনী, দিন;
অতুল অজেয় অটল হইয়া,
তখনো যে তুমি থাকিবে বসিয়া;
সেই মহা ঘোর প্রলয়-প্লাবনে,
মনের আনন্দে বেড়াবে ভাসিয়া।

মহাশব্দ।

(১) শব্দ অর্থে নাদ বা ধ্বনি। শ্রোত্র গ্রাহ্য গুণ পদার্থ। ইহা আকাশ বৃত্তি, নিত্য ও অনাদি। অনবয়ব, বোধস্বভাব, চৈতন্য স্বরূপ-স্ফোটাত্মা শব্দার্থময় নির্ব্বিভাগ শব্দতত্ত্ব নামে গীত বা শব্দিত হইয়া থাকেন, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা নাদাভিব্যক্ত-নাদ দ্বারা বহিঃপ্রকাশিত অবস্থাই 'শব্দ' বলিয়া অভিহীত হইয়া থাকে।

যাহা উচ্চারিত হইলে কোন বস্তুর উপলব্ধি হয়, কোনরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম শব্দ। এই পদ এই অর্থের বোধক হউক, এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য, এবম্প্রকার অনাদি ঈশ্বর সঙ্কেতই, ঈশ্বরেচ্ছাই শব্দ শক্তি। শব্দের সহিত 'অর্থের' নিত্য সম্বন্ধ। 'অর্থ' শব্দের অর্থ কি?

যাহা অর্থিত বা যাচিত হয় তাহাই 'অর্থ', অর্থাৎ শব্দের নিকট যাহা যাচিত হয়, শব্দের নিকট অর্থ ছাড়া আর কি যাচ্ঞা করা যাইতে পারে? অর্থাৎ শব্দের নিকট শব্দের অর্থই যাচ্ঞা করা যাইতে পারে, কাজেই শব্দের নিকট যাহা যাচিত বা অর্থিত হয় তাহাই অর্থ। যাহা প্রকাশ করে তাহা শব্দ, যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অর্থ, অতএব

শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্যসম্বন্ধ। অতএব বলিতে পারা যায়, শব্দের সহিত অর্থের বাচ্য-বাচক, প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ আছে, কাজেই নাম ও নামীতে সম্বন্ধ আছে, সুতরাং নাম ও নামীতে অভেদ। অবিভাগাপন্ন-অপ্রাপ্ত রূপবিভাগ অভিন্ন সংহৃতক্রম শব্দ তত্ত্বের সহিত বিভাগপ্রাপ্ত বাক্ বা শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ।

আত্মাই শব্দ, আত্মাই অর্থ। ব্রহ্মই প্রকাশক, ব্রহ্মই প্রকাশ্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শব্দ ও অর্থ, কার্য্য-কারণ বা প্রকাশ্য প্রকাশক ভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। সকল বস্তুর আত্মাই মাত্র প্রকাশক। আত্মা ছাড়া সকল বস্তুই প্রকাশ্য। শব্দই প্রকাশক, অর্থই প্রকাশ্য। প্রকাশক যে পদার্থ তাহা আত্মা; সুতরাং আত্মা ও শব্দ যখন প্রকাশক পদার্থ, তখন আত্মা ও শব্দ এক পদার্থ। আত্মা যাহা প্রকাশ করে তাহা শব্দ, আর শব্দ যাহা প্রকাশ করে তাহা অর্থ। শব্দসকলের অর্থ বোধ কারণতা-অর্থবোধ যোগ্যতা অর্থ জ্ঞাপকশক্তি অনাদি স্বভাবসিদ্ধ শব্দের সহিত অর্থের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক, গ্রাহ্যগ্রাহক, বাচ্য-বাচকতা প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ মানব বুদ্ধি স্থাপিত নহে, লৌকিক বা সাঙ্কেতিক নহে, শব্দের সহিত অর্থের বা নামের সহিত নামীর সম্বন্ধ আজকাল কার নয়, তাহা অনাদি কালের নিত্য সম্বন্ধ। যেমন 'গো' এই শব্দ উচ্চারণ করিলে শৃঙ্গ লাঙ্গুলাদিযুক্ত পশুবিশেষ বোধ করে, বাচ্য বাচক সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তদ্রূপ প্রণব উচ্চারণ করিলেও সঙ্কেতজ্ঞ সাধকের হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বরভাব উদিত হয়। উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সঙ্কেত বন্ধন করা হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তাহা আজ কাল নহে। অনাদিকালের প্রণবের সহিত ঈশ্বরের অনাদিকালের সম্বন্ধ।

(২) শব্দ দুই প্রকার, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। মুরজ, মৃদঙ্গাদি শব্দ ধ্বন্যাত্মক, কণ্ঠ সংযোগাদি শব্দ বর্ণাত্মক। দুই বস্তুর আঘাত হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়, আবার আত্ম প্রযত্নে মানব কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হয়; পরন্তু উভয়বিধ শব্দের কার্য্যকারিতা একরূপ নহে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অব্যক্ত শব্দ বলে। শব্দ মাত্রেরই শক্তি এই যে, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইবামাত্র আপনার স্বরূপাদি প্রকাশ করে, এবং কোন না কোন মানসক্রিয়া বা জ্ঞান উৎপাদন করে। যে সকল শব্দ শোক, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি মানস বিকারের জনক, অথচ যাহাতে কোনপ্রকার অর্থের সংস্রব থাকে না অর্থাৎ যাহা মানব মনে কোন প্রকার বস্তু ছবি সংলগ্ন করে না, অথচ শোক হর্ষাদি জন্মায় তাহা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যথা—মৃদঙ্গ, মুরজ, বীণা, রাগ রাগিণী ইত্যাদি। আমাদের নিকট পশু শব্দ ও ম্লেচ্ছ শব্দও ধ্বনিবাচক। মনুষ্য কণ্ঠ নির্গত শব্দ যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংস্কার পূর্ব্বক উচ্চারিত না হয় তবে সে শব্দও ধ্বনিবাচক বলিয়া গণ্য হয়, যথা—বালক, রোগী, পাগলের এ্যা—উঁ—গা ইত্যাদি শব্দ।

বর্ণাত্মক শব্দ। যদ্দারা বস্তুর বর্ণনা হয় তাহার নাম বর্ণ। কণ্ঠ সংযোগাদি শব্দকে বর্ণাত্মক শব্দ কহে। ঐ বর্ণাত্মক শব্দকে ব্যক্ত শব্দ, বাক্য, কথা বা উপদেশ প্রভৃতি বহু নামে ব্যবহার করা হয়। যে শব্দ মানব কণ্ঠ হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনির্গত হয়, অর্থের সহিত যাহার সম্পূর্ণ সংস্রব থাকে অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা মানব মনে কোন না কোন বস্তুর আকার আহিত হয়, সেই সকল শব্দ বর্ণ শব্দ বা ব্যক্ত শব্দ নামে পরিচিত। এই অসীম মহিমান্বিত বর্ণ শব্দের দ্বারা কবিগণ গ্রাম, নগর, সরিৎ, সাগর, পর্ব্বত প্রভৃতি বহিঃপদার্থও কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মানস ভাবের ছবি বর্ণনাদ্বারা অন্যের মনে আহিত করিয়া থাকেন।

অশরীরি বাণি।—ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক উভয়ই আহত শব্দ। আহতের অতীত অনাহত ধ্বনি বলিয়া একপ্রকার শব্দ আছে তাহারই নাম অশরীরি বাণি। অশরীরি বাণী হৃদাকাশে ঈশ্বর সকাশাৎ হইতে উদ্ভূত হয়। তপস্যা দ্বারা চিত্ত মলমার্জ্জিত হইলে সত্ত্বের অতি উৎকর্ষে, বুদ্ধির অতি নৈর্ম্মল্যে, সাধকের বহু ভাগ্যফলে প্রকাশিত হয়। ইহা অভ্রান্ত ও আপ্ত।

(৩) শব্দ স্বপ্রকাশ।—প্রদীপ নিজেই নিজের প্রকাশক এবং অন্যেরও প্রকাশক, তদ্রূপ শব্দ নিজেই নিজের প্রকাশক, অর্থেরও প্রকাশক, এই হেতু স্বপ্রকাশ। প্রকাশত্বই ইহার কার্য্য। শব্দ বিশ্বপ্রকাশক। শব্দ শক্তিবলেই বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে।

শব্দজ্ঞানং বিনা সর্ব্বোজাড্যেন পরিভূয়তে।
ইদং অন্ধতমং কৃৎস্নং যায়তে ভুবনত্রয়ং।
যদি শব্দাহ্বায়ং জ্যোতি রাশং সারং নদীপ্যতে।

যদি শব্দ জ্ঞান না থাকিত, শব্দ জ্যোতি যদি সকল সংসারকে প্রকাশ না করিত, তবে ভুবনত্রয় অন্ধ তমসাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, জড়বৎ অনুভূত হইত। যেমন সূর্য্যের উদয়ে সর্ব্ব বস্তু প্রকাশ হয়, তদ্রূপ শব্দ জ্যোতির প্রকাশে সর্ব্ব বস্তু প্রকাশ হয়। শব্দ শক্তিবলেই ইনি রাজা, ইনি প্রজা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি বোধ শক্তি জন্মে। এই শব্দই ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব, পঞ্চম বেদ, ইতিহাস পুরাণাদি শ্রাদ্ধ কল্প, রাশিগণিত, উৎপত্তি বিজ্ঞান, মহাকালাদি নিধি শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র, দেব বিদ্যা, ব্রহ্ম বিদ্যা ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, নক্ষত্র বিদ্যা, গারুড় সর্পবিদ্যা, এবং নৃত্যগীতাদি কলাশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, শব্দই সকলকে প্রকাশ করে। স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, প্রিয়, অপ্রিয় এই সমুদয়েরই বোধক কারণ শব্দ। শব্দ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জানা যাইতে পারে না। কারণ যদি শব্দ না থাকে তাহা হইলে অধ্যাপনা হইতে পারে না এবং শ্রবণাদি অভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্য মিথ্যা, প্রিয় অপ্রিয় বোধ জন্মিতে পারে না, শব্দই

ঐ সকল প্রকাশ করে। কালাদের শব্দ জ্ঞান অভাবে বোধ শক্তি কম। এই নিমিত্তই শব্দ সকলের প্রধান ও প্রকাশক। শব্দ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মেরও প্রকাশক। সুতরাং শব্দ স্বপ্রকাশ।

(৪) শব্দই বিশ্ব।—বাক্ বা শব্দ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বা উৎপত্তি, শব্দেই উহার স্থিতি এবং শব্দেই উহা বিলীন হইয়া থাকে। শব্দই বিশ্বের নিবন্ধনী শক্তি। শব্দ চক্রে সকল বিশ্ব ঘুরিতেছে।

পদ বা শব্দ বোধ্য অর্থের নাম পদার্থ। পদ+অর্থ=পদার্থ। পদের অর্থাৎ বাক্যের অর্থ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয় তাহা পদার্থ। বাক্যের অবিষয়ী পদার্থ অজ্ঞেয়। যে কোন পদার্থ হউক তাহা শব্দ বোধ্য, এই নিমিত্ত পদার্থের পদার্থ নাম হইয়াছে। 'বাচ্য-জ্ঞেয়ং' অর্থাৎ যাহা বাক্যের বিষয়ীভূত তাহাই জ্ঞেয়; যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগম্য, জ্ঞানের আকারে আকারিত হইলে যাহা বাক্যের আকারে প্রকাশিত হয়, আমরা যাহা মনে মনে চিন্তা করিতে পারি ও শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি তৎসমুদায়ই পদার্থ; অভাব একপ্রকার পদার্থ, স্বপ্ন একপ্রকার পদার্থ, কল্পনা একপ্রকার পদার্থ। এ জগতে এমন কোন শব্দ নাই যাহার কোন অর্থ নাই, এমন একটি পদার্থ নাই যাহার বাচক শব্দ নাই। বাচক শব্দ নাই তাহার প্রমাণ কি? পদার্থকে আঘাত করিলে তাহা হইতে যে শব্দ নির্গত হয় তাহাই তাহার বাচক। সেই বাচক শব্দই সংকেত অনুসারে সর্ব্বপ্রকার অর্থের বোধক হয়। শব্দ ও অর্থ দুইপ্রকারেই প্রকৃতির পরিণাম নির্ম্মিত হইয়াছে। বিশ্ব প্রকৃতির পরিণাম সুতরাং শব্দ পরিণাম। অবিভাগাপন্ন বাক্ বা শব্দতত্ত্বই বিভক্ত হইয়া গো, অশ্ব, মনুষ্য, ক্ষিতি, তেজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থ রূপে অবস্থান করেন।

(৫) শব্দ বিশ্বময়।—বিশ্বের এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে শব্দ নাই। প্রকৃতি শব্দময়, শব্দ প্রকৃতিময়, সুতরাং শব্দ বিশ্বময়। শব্দ যে বিশ্বময় সর্ব্বব্যাপী তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? বিশ্ব পঞ্চবিধ পরমাণু সমষ্টি। পঞ্চবিধ পরমাণুতে শব্দ গুণ আছে। পরমাণুতে যে শব্দগুণ আছে তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? কারণ গুণাঃ কার্য্য গুণমারভন্তে; পরমাণু কারণ, বিশ্ব কার্য্য। পদার্থের বিয়োগ ব্যষ্টিই পরমাণু, পরমাণুর যোগ সমষ্টিই পদার্থ। পদার্থে যখন শব্দ আছে, তৎকারণ পরমাণুতেও শব্দ আছে। যাহা কারণে না থাকে তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না; বিশ্বকার্য্যে যখন শব্দ আছে অর্থাৎ মৃত্তিকায় ঠন্ঠন্ শব্দ, জলে কুলু কুলু, অগ্নিতে সোঁ সোঁ, বায়ুতে গোঁ গোঁ শব্দ আছে, তখন তৎকারণ পরমাণুতেও শব্দ আছে। আবার পরমাণু কার্য্য শক্তি কারণ সুতরাং শক্তিতেও শব্দ আছে।

পদার্থের শেষ বিভাজ্য যাহা অর্থাৎ তাহা আর ভাগ হইতে পারে না, ভাগের অতীত তাহাই পরমাণু। বিন্দু কারে বলি? যাহার অস্তিত্ব আছে অংশ নাই তাহা বিন্দু

অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ শক্তির শেষ বিভাজ্য যাহা, তাহা বিন্দু। রেখা কারে বলি? যাহার দৈর্ঘ আছে, বিস্তার নাই। বিন্দু সমষ্টিই রেখা, রেখার শেষ বিভাজ্য যাহা তাহাই বিন্দু। ব্রহ্ম কারে বলি? যাহা পদার্থের শেষ সীমা, যাহার লয় ক্ষয় নাই, বিভাগ নাই তাহাই। এই তিন পদার্থই এক সুতরাং তিন পদার্থই শব্দময়, সুতরাং বিশ্ব শব্দময়, সুতরাং ইদং শব্দময়ং জগৎ, এই জগৎ শব্দময় সুতরাং শব্দ, ব্রহ্ম, বিন্দু, পরমাণু এক। অব্যক্ত শব্দ ব্রহ্ম বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই নিরাকার শব্দ ব্রহ্মের সাকাররূপ বেদ, গীতা ইত্যাদি।

বিন্দু, পরমাণু, ক্ষণ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ সাধ্য নয়, কেবল অনুমান সাপেক্ষ। বিন্দু যখন সমষ্টিভূত হইয়া রেখা হয়, পরমাণু যখন সমষ্টিভূত হইয়া পদার্থ হয়, ক্ষণ যখন ক্রম পরম্পরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পল, দণ্ডাদিতে পরিণত হয়, তখনই আমরা ইহাদিগকে বুদ্ধি গোচর করিতে পারগ হই। যদি বল শব্দ আগন্তুক, দুই বস্তুর সংলগ্নে শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; না, তাহা হইতে পারে না, কেননা, না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। অসতের উৎপত্তি ও সতের বিনাশ কোন কালেই হয় না, সুতরাং ঐ নাদ আগন্তুক নয়। শব্দ অব্যক্তভাবে চিতেও ছিল, অচিতেও ছিল, দুই সংযোগে অব্যক্ত লীন শব্দ ব্যক্ত হইল।

> বিন্দু শিবাত্মকং তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতং।
> তয়োর্যোগে ভবেন্নাদ স্তাভ্যো জাতস্ত্রি শক্তয়ঃ।
> নাদো বিন্দুশ্চ বীজশ্চ সএব ত্রিবিধো মতঃ॥

শক্তিময় পরমেশ্বর জগদাকার ধারণ করিবার সময় বিন্দু, নাদ ও বীজ এই ত্রিধা ভিন্ন হয়েন। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক, নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিব শক্ত্যাত্মক। শব্দময় ব্রহ্মের মহামানস্থ শব্দই জগতের গতি বা অব্যক্তাবস্থা। অমূর্তক্রিয়া কর্তৃ-করণাদি কারক দ্বারা বিভক্ত ও কারক শরীরে শরীরিণী হইলে তবে ইন্দ্রিয়গোচর হয়েন। সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যে যে আধারে পতিত হয়, তত্তৎ আধারের স্পন্দনশীলতা বশত চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, নিষ্ক্রিয় স্ফোটাত্মা শব্দ তত্বও সেইরূপ নাদের হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত অনুদাত্ত, স্বরিত ও দ্রুত মধ্য বিলম্বিতাদি বৃত্তি নিবন্ধন সবৃত্তিকবৎ প্রতীত হয়েন।

(৬) শব্দ অনন্ত। বিশ্বে পদার্থের অন্ত নাই, শব্দের ও অন্ত নাই। বিশ্বে যত রকম পদার্থ আছে, তত রকম শব্দ আছে। জগৎ কারণ ব্রহ্ম স্বীয় মায়া দ্বারা যত সংখ্যায়, যাবৎ পরিমাণে যতরূপে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, পদ বা শব্দের সংখ্যাও ঠিক তত। প্রত্যেক অভিধেয়ের এক একটি অভিধান বা নাম আছে।

বিশ্বজগৎ শব্দ ব্রহ্মেরই পরিণাম। অনাদি নিধন শব্দ ব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

(৭) শব্দের শক্তি।—কি জড়, কি উদ্ভিদ্, কি জীব, সকলেই শব্দার্থের বশে কর্ম্ম করিয়া থাকে। তাবৎ ক্রিয়ার মূলই শব্দ। আগে মানসে শব্দ ভাবনা আরম্ভ হয়, তৎপরে হস্তাদি ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগমন ব্যাপার শব্দ ভাবনা—শব্দ সংস্কার ব্যতীত হয় না। তাপ, তড়িৎ, আলোক, চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, সংহতি রাসায়নিক আকর্ষণ ইত্যাদি শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম। ইহার শক্তি অসীম, ক্ষমতা আশ্চর্য্য। এই নামরূপ জগৎ শব্দের দ্বারা পরিসম্ভূত, পরিচিত, লালিত, চালিত, শাসিত। তাবৎপ্রকার সম্পদ বিপদের ইনিই মূল। মহা মহা সমরে মহা মহা রথি, বড় বড় যোদ্ধা জীবনাহুতি দিতেছে, লক্ষ লক্ষ প্রাণি আহত হইতেছে, পত্নীপতি হারাইতেছে, পিতা পুত্র হারাইতেছে, কেন এমন? এ বিপদের মূল কে? একমাত্র শব্দ। কেননা সেনাপতি শব্দ করিল 'যুদ্ধ কর' অমনি লক্ষ লক্ষ প্রাণী ছুটিল, জীবন বিসর্জ্জন দিল, ইহা শব্দ ভাবনারই কার্য্য। একজন একজনকে কটূক্তি করিল, অমনি সে উত্তেজিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিল, এ অকাণ্ড কাণ্ড শব্দ বশেই ঘটিল। মহারাজ দশরথ আজ্ঞা করিলেন বা শব্দ করিলেন 'রামচন্দ্র তুমি বনে যাও' রামচন্দ্র অমনি বনে গেলেন, চতুর্দ্দশ বর্ষ ক্লেশ পাইলেন। শব্দের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে লয়; দশরথ মুখ নির্গত শব্দ অনেকক্ষণ লয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই শব্দভাবনা বা শব্দ সংস্কারই মহারাজ কুমারকে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত দুর্গতি ভোগ করাইল। শব্দ শক্তিবশে কত কত সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে।

আবার অর্থের মূল ইনি। যতপ্রকার সম্পদ, সৌষ্ঠব, উন্নতি সকলেরই মূল শব্দ। এই শক্তিবশেই অরণ্য নগরে পরিণত হইতেছে, মরুভূমে ত্রিতল হর্ম্ম্য উত্থিত হইতেছে। এই শব্দশক্তি কত শোকীর শোক, দুঃখীর দুঃখ ভঞ্জন করে, আবার অশোকির শোক, সুখীর দুঃখ ঘটায়; এ প্রকার সে প্রকার কত আশ্চর্য্য বিচিত্র ঘটনা এই শক্তিবশে সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মুরজ, বীণা, বংশী আর্য্যশব্দ বিজ্ঞানের নিদর্শন। ভৈরবী, বেহাগ, শ্রীরাগ শব্দশ্রীর অপূর্ব্ব প্রতিভা। আর্য্যজগতে শব্দশক্তির উপর যত প্রভুত্ব, তত আর কাহারো নাই। যে রাগ রাগিণী দ্বারা পশু পক্ষী মোহিত, হিংস্রক হিংসা বিস্মৃত, রোগীর রোগ দূরীভূত, শোকির শোক বিগত, দুঃখীর দুঃখ বিহৃত, এহেন শব্দ-বিজ্ঞান আর কাহার আছে? যে শক্তিবলে পতিতপাবনী গঙ্গার উদ্ভব, পাষাণ আর্দ্র, শীলাদ্রব, কর্কশ কঠিন চিত্ত কোমল ও নরম হয়, যে শক্তিবলে নিরাকার সাকার হয়, নিষ্ক্রিয় সক্রিয় হয়, অচল সচল হয়, তাহা আর কাহার আছে? আর্য্য শব্দ বিজ্ঞান অপূর্ব্ব, অতি মহান, তাহা কে বুঝিবে? শব্দ শক্তিবলে মহাশক্তি আয়ত্ত করিয়া, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সামর্থ ধারণ করিয়া

সর্ব্বশক্তির উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন; আজ তাহা কই? সামধ্বনি, গীতাগানে তপোরণ্যে হিংস্র পশু হিংসা ভুলিয়াছে। যে শক্তির শক্তি জানিয়া আর্য্যেরা মহাশক্তির উপর আধিপত্য করিয়াছিল, সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, যাহার বশে সর্ব্ব বিশ্ব চালিত হইত, আজ আর্য্যেরা তাহা হারাইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের বাটিতে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বিরাটাদি পাঠ হইত, আজ তাহা একপ্রকার লোপ হইতে বসিয়াছে। বেদ, গীতা প্রভৃতির শব্দ অর্থ বোধ ব্যতিরেকেও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া কত কত মঙ্গল সাধিত করে, তাহা আজ বিশ্বাসের অতীত হইয়াছে।

খ্যাপনে নানুতাপেন দানেন তপসা পিবা।
নিবৃত্তাতীর্থ গমনাচ্ছ্রুতি স্মৃতি জপেনবা॥

পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার খ্যাপন বা অনুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি, তীর্থ গমন, শ্রুতি, স্মৃতি পাঠ ও জপ দ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অনাদি নিধন বেদ হইতে কত পুরাণ, উপপুরাণ বাহির হইয়া নিত্য নূতনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, কত নব নব ভাব প্রকটিত করিতেছে, শব্দের অচিন্ত্য প্রভাব আর্য্য ছাড়া কে বুঝিবে? আর্য্যের বেদ, পুরাণ, সঙ্গীত প্রভৃতি নিত্য, অবিনাশী, উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয় বর্জ্জিত। আর্য্য শব্দ ছাড়া যত কিছু শব্দ, সব বর্ণাত্মক, তাহাতে পবিত্রতা কারী গুণ নাই! আর্য্য জিহ্বা ছাড়া, জড় জিহ্বায় এ শব্দ উচ্চারিত হয় না, জড়াচ্ছন্ন হৃদয়ে আর্য্যজ্ঞান প্রতিভাত হয় না।

শব্দার্থ প্রত্যয়ানামিত রেত রাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-
প্রবিভাগ সংযমাৎ সর্ব্বভূত রুত জ্ঞানম্॥

শব্দকে যদি শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে লোকের মনোগত ভাব ও পশুপক্ষ্যাদির শব্দ বুঝা যায়। আর্য্য শব্দবিজ্ঞান অপূর্ব্ব।

(৮) শব্দই তৃতীয় চক্ষু।—যেমন চক্ষুর দ্বারা বস্তুর আকার প্রকার অবগত হওয়া যায়, বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি শব্দের দ্বারাও বস্তুর আকার প্রকার ভাবভঙ্গী জ্ঞাত হওয়া যায়, বস্তু প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হয়। বরং চক্ষু অপেক্ষা বাক্যের শক্তি অধিক। চক্ষু নিকটস্থ বস্তু প্রকাশ করে, বাক্য দূরস্থ বস্তুকেও প্রকাশ করে; মনে কর কাশীতে একটা ঘটনা ঘটিতেছে, কাশীর লোক কলিকাতার লোককে সেই ঘটনা চক্ষু দ্বারা দেখাইতে পারে না, কিন্তু বাক্যের দ্বারা প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখাইতে পারে। চক্ষু দ্বারা সুখ দুঃখাদি অন্তঃপদার্থের জ্ঞান হয় না, কিন্তু বাক্য দ্বারা তাহা হয়। চক্ষুর দ্বারা অন্যের অন্তরে বস্তুর ভাবভঙ্গী আহিত করা যায় না, কিন্তু বাক্যের দ্বারা আহিত করা যায়। চক্ষু নিজ অধিষ্ঠাতার অনুগত, বাক্য কিন্তু নিজ অধিষ্ঠাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত, চক্ষু দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না, শব্দ দ্বারা তাহা হয়। এইজন্য শব্দরাশি শাস্ত্র

ব্রাহ্মণের তৃতীয় চক্ষু বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণের দেবনির্ম্মিত চক্ষুদ্বয়। ইহার মধ্যে শ্রুতি কিম্বা স্মৃতিরূপ এক চক্ষু না থাকিলে কাণ এবং শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ উভয় চক্ষু না থাকিলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হন, তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান নেত্রদ্বয় না থাকিলেই ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান হন না; পরন্তু বেদ ও শাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান বলিয়া কথিত হন। বাহ্যপথ পরিভ্রমণ কালেই আমাদের এই বহিশ্চক্ষু উপকারে আসে, কিন্তু অন্তর্মার্গে বা ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করিতে হইলে, এই বহিশ্চক্ষুর্দ্বয় কোন উপকারে আসে না, সেস্থলে শ্রুতি স্মৃতি চক্ষুদ্বয়ই পথ প্রদর্শক; সুতরাং শ্রুতি স্মৃতিরূপ চক্ষুর্দ্বয় না থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রতিপদেই বিড়ম্বিত হইতে হয়। জগতে যে কিছু পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বস্তু আছে সে সমস্তই শব্দের ঐশ্বর্য্য। বাক্যের দ্বারা সমস্ত পদার্থের উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিরা গুরু সকাশে যাইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন, তাহা এই বাক্য প্রসাদেই করিতেন অর্থাৎ বাক্যরূপ ঔপদেশিক জ্ঞানেই ব্রহ্ম উপলব্ধ হইত, সুতরাং শব্দই ব্রহ্মদর্শনের দিব্যচক্ষু বা তৃতীয় চক্ষু।

(৯) শব্দই কর্ম্ম।—কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, উভয়ই বেদন বা শব্দ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। শব্দের ভাবনা বিনা পেশী আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয় না। শব্দ ভাবনা ব্যতীত স্নায়ু উত্তেজিত হয় না। শব্দ ব্যতিরেকে কেহ কাহাকে আহ্বান করিতে পারে না। হস্তাদি অঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা আহ্বান করা, শব্দের দ্বারা আহ্বান করার ভাবই প্রকাশ করিতেছে; নিশ্চয়ই মানস শব্দের প্রবাহ হস্তে না আসিলে হস্তের পেশী ক্রিয়া করে না। আমরা শব্দ বলিতে যাহা বুঝি তাহাও মানস শব্দের মুখাদি স্থানভেদে বিশেষ বিশেষভাবে অভিব্যক্তরূপ। তাপের উত্তেজন, রাসায়নিক ক্রিয়া নিমিত্ত উত্তেজন, তাড়িৎ উত্তেজন ক্রিয়া ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নরূপ শব্দ উত্তেজনেরই ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা। শব্দভাব নাই, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মূল কারণ। পূর্ব্ব সংবেদনের সংস্কার মস্তিষ্কে লগ্ন হইয়া থাকে; প্রযত্ন অতীত ও বর্ত্তমান সংবেদনের ফল। বিনা কারণে বিনা উত্তেজনায় কোন কর্ম্ম হয় না ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়ান্মুখ অবস্থা, বিনা কারণে বিনা উত্তেজনায় হইতে পারে না। শব্দ ও স্পন্দন একই পদার্থ। বিনা স্পন্দনে শব্দ উৎপত্তি হয় না, বিনা শব্দে স্পন্দন উৎপত্তি হয় না। অণু পরমাণুর যত কিছু কার্য্য আকর্ষণ বিকর্ষণ সমস্তই স্পন্দনাত্মক। যেহেতু স্পন্দাত্মক সেই হেতু শব্দমূলক। যেখানে স্পন্দন আছে সেইখানেই শব্দ আছে, যেখানে শব্দ আছে সেইখানেই স্পন্দন আছে। অণু পরমাণুতে সদাসর্ব্বদা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ চলিতেছে, তাহাতে সদাই শব্দ কার্য্য করিতেছে। একটা বস্তুতে আর একটা বস্তু পতিত হইলে যে ঘাত প্রতিঘাত রূপ ক্রিয়া বা স্পন্দন উৎপন্ন হয় তাহার মূলশব্দ।

(১০) সকলেরই ভাষা আছে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ, গ্রহ, নক্ষত্র, তরু, লতা, সকলেরই ভাষা আছে, সকলেই নাদাত্মক, সকলেই শব্দ ব্যবহার

করে। শব্দ হইতে যখন বিশ্বজগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তখন সকলেরই ভাষা আছে, এ কথা বিস্ময়জনক হইবে কেন? জড়বিজ্ঞান ভূত ও ভৌতিক শক্তির ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহারা এইজন্য ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারগ হইয়াছেন, তাই ভূত ও ভৌতিকশক্তির সহিত ইহাদের আলাপ হয়. ভূত ও ভৌতিকশক্তিকে ইহারা যাহা বলেন, উহারা তাহা শ্রবণ করে, তাহার উত্তর প্রদান করে।

আর্য্য ঋষিগণ, শব্দতত্ত্ববিদ্ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ত্রিলোকের শব্দ বুঝিতেন এইজন্য তাঁহারা ত্রিভুবনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে ছন্দে, যে স্বরে, যে কালে, যে মন্ত্রে, যে দেবতাকে আহ্বান করিলে তাহার শ্রুতিগোচর হয়, বেদের কৃপায় তাহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহারা দেবতাগণকে আহ্বান করিতে পারিতেন, দেবতাগণও তাহাদিগকে দেখা দিতেন, উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিতেন এবং কথোপকথনও হইত। শব্দ বা ভাষা ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্রে, তন্ত্রশাস্ত্রে পশু পক্ষ্যাদির শব্দ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ অবগত হইবার উপায় বর্ণিত আছে। আর্য্য ঋষিগণ কোন কোন বর্ণের সহিত কোন কোন রাশির, কোন কোন গ্রহের, কোন কোন ভূত ও ভৌতিকশক্তির ছন্দোগত সাদৃশ্য আছে, স্পন্দনের সাম্য আছে, তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

(১১) শব্দোৎপত্তি।—সৃষ্টির পূর্ব্বে বাক্ বা শব্দ অব্যাকৃতাবস্থায় অবিভক্তভাবে বিদ্যমান ছিলেন, সমুদ্রধ্বনিবৎ একাত্মিকা ছিলেন, তখন ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়, বাক্য বর্ণ ইত্যাদি বিভাগ ছিল না। বাক্ বা শব্দের ঈদৃশী অবস্থা 'অব্যাকৃত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রথমত প্রকৃতি পুরুষ যোগে 'অ' শব্দ উৎপন্ন হয়, ঐ শব্দের সহিত গতিও তেজ সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ উৎপন্ন 'অ' শব্দ অতিক্রুত অস্বাভাবিক গতিদ্বারা চালিত হইতে হইতে আভ্যন্তরীন অননুভূত ঘর্ষণ দ্বারা গতির হ্রাস হওয়ায় উহা সঙ্কোচিত হইয়া 'উ' শব্দে পরিণত হয়, তদনন্তর ঐ গতি মহাভূত কর্ত্তৃক বাধিত হওয়ায় 'ম্' শব্দ উৎপন্ন হইয়া 'ওম্' শব্দে পরিণত হয়। বাক্য ও প্রাণ মিথুনীভূত। সেই মিথুনীভূত বাক্য ও প্রাণ শব্দ ব্রহ্মপ্রণবে সংসৃষ্ট আছে। এই প্রণব হইতে বিশ্বজগৎ উৎপত্তি হইয়াছে।

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষ্যাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপ নিষদ্বেদবীজং সনাতনং॥
শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্ত শ্রোতেচ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশঃ আত্মনঃ॥

যাহা দ্বারা বাক্য অভিব্যক্ত হয় এবং হৃদাকাশে আত্মা হইতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই স্ফোটকরূপ প্রণব, তাহা স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ এবং সমুদয় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজস্বরূপ। পিধানাদি দ্বারা কর্ণবৃত্তি আচ্ছাদিত হইলেও অথবা ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্য নিবৃত্তি হইলেও যে অবাধিত জ্ঞান তত্ত্ব এই স্ফোটরূপ অব্যক্ত প্রণব শ্রবণ করেন তিনিই পরমাত্মা।

যদুপাসনায়া ব্রহ্মণ্ যোগিনো মলমাত্মনঃ।
দ্রব্য ক্রিয়া কার কাখ্যং ধূত্বাযান্ত্য পুনর্ভবং॥

এবং যোগিরা যাহার উপাসনাকরতঃ, আত্মার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া অপুনর্ভব মুক্তিলাভ করেন।

তস্যহ্যা সংস্ত্রয়োবর্ণা অকারাদ্যাভৃগুদ্বহ।
ধার্য্যন্তে যৈ স্ত্রয়োভাবা গুণানামার্থবৃত্তয়ঃ॥

অনন্তর সেই অব্যক্ত স্ফোটকরূপ প্রণবে তিন বর্ণ প্রকাশ পাইল, সেই বর্ণত্রয় ক্রমশঃ সত্ত্ব, রজ, তম; ঋক, যজু, সাম; স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি বৃত্তি ধারণ করিলেন এবং অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণরাশি নির্গত হইল।

যথোর্ণনাভি হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাৎ ঘোষবান্ প্রাণোমনসাস্পার্শরূপিণ॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঁকারাদ্ব্যঞ্জিত স্পর্শ স্বত্তোষ্মন্ত স্থভূষিতাং॥
বিচিত্রভাষা বিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্ত পারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতেস্বয়ং॥

যেমন ঊর্ণনাভি হৃদাকাশ হইতে মুখদ্বারা ঊর্ণাতন্তু প্রকটনও উপসংসহার করে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময়ের হৃদাকাশে আছেন যে প্রণব তাহা স্বশক্তি দ্বারা ছন্দোময় সর্ব্ব জ্ঞানাদিসম্পন্ন বেদমূর্ত্তি হইয়া আকাশকে অবলম্বন করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ আধার চক্রে আবির্ভূতান্তর, বহুভাগবিশিষ্ট অনন্ত পারস্পর্ণ, উষ্ম, অন্তস্থ বর্ণে ভূষিত; লৌকিকাদি ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি উত্তরোত্তরাধিক ছন্দোবিশিষ্ট, বৃহৎ বাক্যময় হইয়া, তাহা কখনো ব্রহ্মার হৃদাকাশে প্রকটিত কখনো অপ্রকটিত হন।

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মণ্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥

সমাধি অবস্থাপন্ন পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্নই হইল তাহাই প্রণব, যাহা আমরা কর্ণবৃত্তি আচ্ছাদন করিয়া অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি।

ততোক্ষর সমাম্নায়ম সৃজদ্ভগবানজঃ।
অন্তস্থোষ্ম স্বরস্পর্শ হ্রস্বদীর্ঘাদি লক্ষণং॥

অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা তাহা হইতে অন্তস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্ষ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদি লক্ষণ অক্ষর সমাহার সৃষ্টি করিলেন।

তেনাসৌচতুরো বেদাং শ্চতুর্ভিবদনৈর্বিভুঃ।
সব্যাহৃতি কান্ সোঙ্কারাং শ্চাতুর্হোত্র বিবক্ষয়ঃ॥

পরে পুনর্ব্বার তাহা হইতে চারি বদনদ্বারা চাতুর্হোত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্যাহৃতি ও প্রণবের সহিত চারিবেদ উৎপন্ন করিলেন।

গায়ত্র্যুষ্ণি গথানুষ্টুব্ বৃহতি পংক্তিরেবচ।
ত্রিষ্টুব্ জগত্যতি চ্ছন্দোহ্যত্যস্ট্যতি জগদ্বিরাট্॥

সেই বেদরাশি মধ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, ও অতি বিরাট ইত্যাদি ছন্দ সকল বিদ্যমান আছে।

বুদ্ধির বিষয়ীভুত অর্থ বা মনোভাব বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত শব্দপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। আত্মা মন বা বুদ্ধি দ্বারা যাহা বিষয়ীকৃত করেন, বাক্ বা শব্দ দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়া থাকে। কেহই মনের অবিষয়ীকৃত বস্তু বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন। আত্মা বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত অর্থ সমূহকে প্রকাশিত করিবার জন্য মনকে নিযুক্ত করেন, মন কায়াগ্নিকে তৎ-কর্ম্মভার অর্পণ করেন, কায়াগ্নি মরুৎকে নোদিত করে, কায়াগ্নি নোদিত মরুৎ হইতে বৈখরী শব্দভাবাপন্ন মনোভাব প্রকটীত হয়।

কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি থাকে, বিনা ঘর্ষণে তাহা অভিব্যক্তি হয় না এবং তাহার অস্তিত্বও বুদ্ধি গোচর হয় না, কিন্তু ঘর্ষিত হইলেই অগ্নি অভিজ্বলিত হয়, তখন ইহা স্বরূপ ও পর-রূপের প্রকাশক হইয়া থাকে। বুদ্ধিস্থ শব্দ সংস্কার যাবৎ অব্যাকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাবৎ ইহা অসম্বেদ্যভাবেই অব-স্থান করে। বুদ্ধিস্থ শব্দ-স্থানকরণাদি দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া যখন বিবর্দ্ধিত হয়, তখনই ইহা অরণিস্থ অগ্নিস্বরূপ স্বপর প্রকাশক হইয়া থাকে। বুদ্ধিস্থ শব্দভাবনা বা শব্দসংস্কারই জ্ঞানের কারণ। বুদ্ধি তত্ত্বের সংকীর্ণতাবশতঃ বিনা উপদেশে সকল শব্দের অর্থ জানিতে পারি না, অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় আমাদের জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। অরণি গর্ভস্থ বিদ্যমান জ্যোতিকে যেমন ঘর্ষণাদি দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে হয়, সেইরূপ আমাদেরও

উপদেশ শ্রবণাদি দ্বারা বুদ্ধিস্থ শব্দ সংস্কারকে প্রবোধিত করিতে হয়। উপদেশ ও ঔপদেশিক জ্ঞানের অন্য নাম যথাক্রমে শব্দ ও শব্দজ্ঞান। উপদেশ, শব্দ, শাস্ত্র, বেদ, এ সকল তুল্যার্থ।

(১২) বর্ণোৎপত্তি।—শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা মনোভাবের সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত, আন্তর জ্ঞানের প্রব্যক্তাবস্থা। এই সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞানের প্রকাশক শব্দ কি প্রকারে পরিব্যক্ত হয়? বর্ণ দ্বারা ব্যক্ত হয়। বর্ণ কি প্রকারে উৎপত্তি হয়? আত্মা বুদ্ধি দ্বারা অর্থ বা প্রয়োজন নিশ্চয়পূর্ব্বক মনকে তাহা বলিবার জন্য—প্রকটিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন; মনকায়াস্তবর্ত্তী অগ্নিকে এবং অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করিয়া থাকে। বায়ু এরূপে প্রেরিত হইয়া উদীর্ণ উর্দ্ধগত ও মূর্দ্ধদেশে অভিহিত হইয়া, মুখ বিবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর, কাল, স্থান ও অনুপ্রদানাদি ভেদানুসারে আ, ই, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকেন। একমাত্র 'অ' ই মূলবর্ণ, এ বর্ণ সকল বর্ণেই রহিয়াছে, 'অ' বর্ণ ছাড়িলে কোন বর্ণেরই বর্ণ থাকে না। একমাত্র 'অ' বর্ণই স্থান কালাদিভেদে আ, ই, ক, খ ইত্যাদি রূপধারণ করে; যেমন এস্রাজ একটী যন্ত্র আছে, তাহাকে ছড়ি দিয়া টানিলে যে স্বাভাবিক শব্দ নির্গত হয় তাহাই 'অ'; সেই স্বাভাবিক 'অ' শব্দ স্থান কালাদি ভেদে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বিবিধ শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই বিবিধ শব্দের মধ্যে স্বাভাবিক 'অ' বর্ণ রহিয়াছে তাই গীতায় বলিয়াছে অক্ষরাণামকারোঽস্মি, বর্ণের মধ্যে 'অকার' সর্ব্ববাঙ্ময়ত্ব হেতু শ্রেষ্ঠ, ইহা আমারই, বিভূতি, অকাররূপে আমি সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছি, তথাচ শ্রুতিঃ- অকারোবৈ সর্ব্বাবাক্‌সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানাবহ্বী নানারূপাভবতীতি স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং। স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন ও অনুপ্রদান এই পাঁচটী বর্ণবিশেষের হেতু। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে স্বর ত্রিবিধ। আয়াম অর্থাৎ গাত্রের দৈর্ঘ, দারুণ্য অর্থাৎ স্বরের কঠিনতা, অণুতা অর্থাৎ গলবিবরের সংবৃতত্তা এই তিনটী উদাত্ত। অম্বব সর্গ অর্থাৎ গাত্রের বিস্তৃততা, মার্দ্দব অর্থাৎ স্বরে স্নিগ্ধতা, স্থূলতা অর্থাৎ গলবিবরের উরুতা এই তিনটী অনুদাত্ত। বর্ণ সকলের যে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই ত্রিবিধ ভেদ, তাহা কালকৃত। কণ্ঠাদি উচ্চারণ স্থানের ভেদ নিবন্ধন বর্ণ সকলের মধ্যে যে ভেদ হইয়া থাকে তাহাকেই স্থানত ভেদ বলা যায়। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে প্রযত্ন দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ প্রযত্নের মধ্যে স্পৃষ্ট, ঈষৎ স্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত, ইহারা আভ্যন্তর প্রযত্ন; এবং বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ইহারা বাহ্য-প্রযত্ন। অনুপ্রদান, সংসর্গ, স্থান, করণবিন্যাস এবং পরিমাণ অর্থাৎ মাত্রাকাল এই পাঁচটী কারণ দ্বারা বর্ণবিশেষের উৎপত্তি হয়।

শব্দ বা বাককে বেদে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তুরিয় বাক্‌ বা শব্দ অব্যক্ত ঐ অব্যক্ত বাক্‌ যখন ব্যক্ত হন; তখন পরা

পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী নাম ধারন করেন, পরা পশ্যন্তি ও মধ্যমা অস্মদাদির অগোচর, ইহা যোগী গম্য, বৈখরী নাদই অস্মদাদির বোধ্য। একনাদাত্মিকা বাক্ মূলাধার হইতে উদিতা হইয়া 'পরা' এই নামে অভিহিতা হন, নাদের সূক্ষ্মতা বশতঃ দুর্নিরূপনীয় বলিয়া হৃদয় গামিনী সেই পরা বাক্ 'পশ্যন্তি' এই নামে উক্তা হন, যোগীগণের দ্রষ্টব্য, তাই পশ্যন্তি নাম হইয়াছে, হৃদয়াখ্য মধ্যদেশে উদীয়মানা তিনিই বুদ্ধিগত বিবক্ষা অর্থাৎ বলিবার ইচ্ছা প্রাপ্ত হইলে 'মধ্যমা' এই সংজ্ঞায় সজ্ঞিত হইয়া থাকেন এবং বক্তে অবস্থান পূর্ব্বক কণ্ঠ, তালু ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের ব্যাপার দ্বারা যখন বহির্গমন করেন, তখন, 'বৈখরী' এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন।

প্রথম পরাখ্য নাদ—ইহা প্রাণময় আধার চক্রে অবস্থিত।

দ্বিতীয় পশ্যন্তি—ইহা মনোময় অর্থাৎ প্রাণে মিথুনিভূত বাক্য যখন মনে মনে স্মরণ করা হয় তখন ইহা মনোময়, ইহার আধার মণিপুর বা নাভি। মূলাধার হইতে নাদ উত্থিত হইয়া স্বাধিষ্ঠান ভেদ করিয়া মণিপুরে উদয় হয়।

তৃতীয় মধ্যমাখ্য- ইহা বুদ্ধিময়, বুদ্ধিতেই ইহা প্রকাশ পায় অর্থাৎ মনেতে যে নাদ অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাঁহা বিচার পূর্ব্বক ব্যক্ত করিবে এই হেতু বুদ্ধিময়, যে পরাখ্যনাদ স্বাধিষ্ঠান ভেদ করিয়া মণিপুরে উদয়ান্তর পশ্যন্তি নাম ধারণ করিয়াছিল, তাহাই হৃদয়ে অনাহত চক্রে আসিয়া মধ্যমা নাম ধারণ করিল, আঙ্গুল দিয়া কান বন্ধ করিলে এই নাদ শুনা যায়।

চতুর্থ বৈখরী—যাহা ব্যক্ত হয় তাহাই বৈখরী ঐ হৃদয়স্থ মধ্যমা বাক্ যখন বিশুদ্ধ চক্র বা কণ্ঠ ভেদানন্তর বাগিন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বহির্গত হয় তখনি বৈখরী নাম ধারণ করে।

ময়োপ বৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্ত শক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষ রূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষতে॥

মূলাধারে অনন্ত শক্তিরূপ ভূমাব্রহ্মে অধিষ্ঠিত আছে যে শব্দ, যাহা সর্ব্বভূতে সূক্ষ্ম নাদরূপে অবস্থিতি করে, তাহা অতি সূক্ষ্ম দর্শিরা মৃণালে উর্ণাতন্তুরন্যায় লক্ষ করেন।

যথানলঃ খেঽনিল বন্ধু রুদ্রাবলেন দারুণ্যভি মথ্যমানঃ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে তথৈব মে ব্যক্তি রিয়ং হিবাণি॥

যেমন দারুগতাকাশে অব্যক্ত অগ্নি আছে, সেই কাষ্ঠ মথিত হইলে প্রথমত অগ্নির কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু তখনো দৃষ্টিগোচর হয় না, আরো অধিক মথিত হইলে বায়ু সহকারে প্রথমত সূক্ষ্ম বিস্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়া ঘৃত প্রাপ্তি পূর্ব্বক অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, তখনই দৃষ্টিগোচর হয়, বাণিও সেইরূপ।

সএ ষ জীবোবিবর প্রসূতি প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ ॥

সএষজীব আকাশাখ্য অপরোক্ষ শব্দ ব্রহ্মে বায়ু সহকারে মূলাধারে প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিত অভিব্যক্তি হইল, মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া স্বাধিষ্ঠান মণিপুর ভেদ করিয়া অনাহতে আসিল, এখন পর্য্যন্ত অবোধ থাকিল, মূলাধার হইতে ক্রমে অল্প অল্প ব্যক্ত হইতে হইতে মনোময় সূক্ষ্ম রূপ প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখবিবরে হ্রস্বাদি মাত্রা উদাত্তাদি স্বর ও অকারাদি বর্ণভাবে স্থূলরূপে নানা প্রকার শব্দরূপ ধারণ করিয়া বাগিন্দ্রিয় দ্বারা যখন অভিব্যক্ত হইল তখনই অস্মদাদির জ্ঞান গোচর হইল, যেমন অগ্নি সখা বায়ু বায়ুর সাহার্য্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ বাক্ সখা বায়ু, বায়ুকে আশ্রয় করিয়া বাক্য নির্গত হয়, নাদের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে লয়, উৎপত্তি হইলেই লয় আছে, নাদের লয় কোথায়? নাদ মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া তুরীয় স্থান ব্রহ্মধাম সহস্রারে অর্থাৎ মস্তকে যাইয়া লীন হয়।

মহানাদ বা মহারাস

রাস-(রস্ শব্দ করা+অ) শব্দ নাদ। বেদোক্ত নাদের সপ্তম বেণু নাদই বংশীধ্বনি। এই বংশীতে সদাই প্রণবধ্বনি হইতেছে। সাধকের বেণুনাদ উত্থিত হইলে তিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হন যথা—গূঢ় বিজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয় সকল জানিতে পারেন, ভীরু ভয় শূন্য হয়, হিংস্রক হিংসা রহিত হয়, দুঃখ থাকে না প্রত্যুত সদানন্দে মগ্ন থাকেন, কন্দর্প বিকার থাকে না, এই নাদে মন প্রাণ মাতোয়ারা হয়, আত্মহারা হয়, বাহ্যজ্ঞান থাকে না তাই নিবিবন্ধন খসিয়া পড়ে, চুল আলুলায়িত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিত হয়; জীবিত নিরপেক্ষ শরীরে মমতা রহিত মোহ অপগত হয়, বৈরাগ্য জন্মে, বৈরাগ্য হেতু স্ত্রী পুত্রাদি সংসার ভাল লাগে না, সমাধি অবস্থা তুল্য হইয়া পড়ে। এই বেণুনাদ সাধকের পরব্রহ্মের সহিত মিশিবার জন্য নিরন্তর উৎসুক রাখে, সাধক কোন বাধা বিপত্তি মানে না, বসন্তকাল আমাদের কাছে যেরূপ মধুর, নাতি শীত নাতি গ্রীষ্ম, বংশী-রবে সাধকের অন্তরও বসন্তের ন্যায় প্রফুল্লতা ধারণ করে; বসন্তকালে দ্বিপ্রহরে দারুণ জ্বালা বোধ হয়, কিন্তু এ রবে জ্বালা নাই, প্রত্যুত শীতলতা আছে, বেদে ইহা নিরাকার, হৃদয়ে অনাহতে নিরাকার চিৎবংশীধর নিরাকার নাদে নিরাকার জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন।

মহারাসে ইনি সাকার। বৈষ্ণব কবিরা নিরাকারের সাকাররূপ হৃদ্ প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার অপূর্ব্ব সাকার চিত্র মহারাস রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

বেদোক্ত নিরাকার চিৎকে সাকার কৃষ্ণরূপে, হৃদয় বৃন্দাবন, সপ্তম নাদকে সপ্তরন্ধ্রাত্মক বংশীধ্বনিও জীবকে রাধিকারূপে উক্ত করিয়াছেন। কবিরা ঐ বংশীধ্বনির গুণ, অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, অপূর্ব্ব ভাবে অতি মধুরে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে পুলকে আত্মহারা হইতে হয় যথা—বৃন্দাবনে বেণুধরের বংশীধ্বনি হইল।

রুন্ধন্ন ম্বুভৃত শ্চমৎ কৃতি পরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরং।
ধ্যানাদন্ত রয়ন্ সনন্দ মুখান্ বিস্মেরয়ন্ বেধসং॥
ঔৎসুক্যা বলিভির্বলিং চটুলয়ন ভোগিন্দ্র মা ঘূর্ণয়ন্।
ভিন্দন্নণ্ড কটাহ ভিত্তি মভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনি॥

বাঁশিরব উঠিল গগণে।
বিপিন বিনোদ কেলি, সুমধুর পদাবলী,
ফিরিছে ভুবন মাঝে পবন বাহনে।
মোহন মুরলিরব গগনে গগনে॥

কি সুতান মুরলি নিক্কণ।
রোধিল মেঘে রগতি, মোহিল গন্ধর্ব্ব তথি,
ধ্যান চ্যুত সনকাদি সিদ্ধ ঋষিগণ।
আত্মারাম কর্ণারাম মুরলি নিক্কণ॥

ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধদেশে ব্রহ্মার ভবন।
কমল আসনে বসি, পান করি সুধারাশি,
রোমাঞ্চিত কলেবর কমল আসন।
কি সুধা উগারে বাঁশি জুড়ায় শ্রবণ॥

পশিল সে বাঁশিরব পাতাল নিবাসে,
মাতায়ে বলির প্রাণ, পশিল সে বাঁশি গান,
অনন্ত দিগন্ত ব্যাপী অনন্ত আকাশে।
মোহিলা অনন্তদেব মুরলি বিলাসে॥

চিরআকাঙ্খিত রাসলীলা দর্শনেচ্ছু দেবতাগণ আকাশ বিমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, অপূর্ব্বা সুন্দরী ব্রজগোপীকাগণ বেণুরবে আকৃষ্ট হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া রাসমণ্ডলে উপস্থিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি বেণুনাদে হিংস্রক হিংসা ভুলে, ভয়াতুরও নির্ভিক হয় এখানে গোপীরা অরণ্যের সর্প ব্যাঘ্রাদির ভয় রহিত হইয়া সংসারের কোন বাধা না মানিয়া উর্দ্ধমুখে ছুটিল, হিংস্রকও হিংসা ভুলিল, এই নাদের এই গুণ। চেতনের উপর ইহার আধিপত্য যথেষ্টই আছে, এমন কি স্থাবর জঙ্গমের উপর ইহার মাধুরী কত তাহাই কবি দেখাইতেছেন—

জাতং স্তম্ভতয়া পয়াংসি সরিতাং কারিণ্যমাপেদিরে।
গ্রাবানোদ্র বভাব সম্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দ্দবং।
স্থৈর্য্যং বেপথুনা জহু র্মুহুরগাদ জাড্যাদ্ গতিং জঙ্গমা।
বংশীঃ চুম্বতি হন্ত যামুনতটী ক্রীড়া কুটুম্বে হরৌ॥

কি মধুর কি মধুর মোহন মুরলিরে, কি মোহন মুরলীর রব।
স্থাবর জঙ্গম রাজি, আপন স্বভাব ত্যজি, ভাবান্তর ধরিয়াছে সব॥
বহেনা যমুনা আর কুল কুল রবেরে, স্থির হয়ে শুনিছে মুরলী।
পাষাণ গলিয়া কত, কোমল হয়েছেরে নাচিতেছে তরুলতাবলী॥
নিরব কাননখানি, পাখী নাহি ডাকেরে, ডালে ডালে শুনিছে নীরবে।
পশুগণ বিচরণ ভুলিয়া গিয়াছেরে, ঊর্দ্ধমুখে রহিয়াছে সবে॥
অথির যমুনা উজান বহই, মীন ভাসি মুখ চায়।
পাষাণ দরবিত, তরুয়া পুলকিত, বাছুরি স্তন না পিয়ায়॥

ধেনুগণ ঊর্দ্ধমুখে বেণুগান শুনে সুখে,
মুখের কবল আছে মুখে।
স্তনে ঝরে ক্ষীর ধার, বাহ্যস্ফুর্ত্তি নাহি আর,
কৃষ্ণানন নেহারিছে সুখে॥

কৃষ্ণের মোহন মুরলি রবে মুগ্ধ হইয়া দেবগণ ভাবে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মা হংসপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, মহাদেব সানুচরে নৃত্য করিতে লাগিলেন, নারদ আনন্দোন্মত্ত হইয়া বীণা বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন।

মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া মৌনে,
যমুনা বহই উজান।
না চলে রবির রথ, বাজি না দেখয়ে পথ,
দর বয়ে দারুণ পাষাণ॥
শুনিয়া মুরলীধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি,
জপ তপ কিছু নাহি ভায়।
তৃণ মুখে ধেনু যত ঊর্দ্ধ মুখে হেরত,
বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায়॥

আহা! মধুরে সকলি মধুর, সুন্দরে সকলি সুন্দর, সকল মাধুর্য্যের, সকল সৌন্দর্য্যের সীমা এই শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণু যাহার শক্তি শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি শ্রীরাধার উপরেও শক্তিপ্রকাশ করে, সেই মোহন বেণুর মোহন রবের এরূপ শক্তিবিকাশ বিচিত্র নহে। ভুবনমোহনের সকলি ভুবনমোহন, তাঁহার রূপে ভুবন মুগ্ধ, গুণে ভুবন মুগ্ধ

বেশে ভুবন মুগ্ধ, লীলায় ভুবন মুগ্ধ, তাঁহার সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী মুরলী রবে ভুবন মুগ্ধ হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? এ মধুর মুরলীর মাধুরী বর্ণনে আমার শক্তি কই? ভুবন ভরিয়া যে মাধুরী লহরী প্রবাহিত, কোলাহল বদ্ধশ্রবণে তাহা পশিল কই?

মোহন মুরলী স্বরে, জগৎ মোহিত করে,
ধায় ধেনু উর্দ্ধমুখে বারি যমুনায়।
উজান বাহিত ফুল্ল তরু সহকার॥
সে মধুর রব পশে শ্রবণে যাহার।
সে জানে সংসারের সেই কৃষ্ণ প্রেমসার॥
অজ্ঞানে মোহিত যারা, পাপ চক্ষে হেরে তারা.
পরদারা বলি দোষ দেয় গোপীকায়।
পরমা প্রকৃতি ভিন্ন কি ভাব রাধার॥
জড় স্তব্ধ প্রাণি মুগ্ধ যে মধুর তানে।
গোপীকা ভাসে কি তাহে সংসারের টানে?
ভাই পুত্র স্বামী ত্যজি, মধুর মাধবে ভজি,
প্রেমশিক্ষা দেয় জীবে জগৎ কল্যাণে।
কে শুনে সে বাঁশী রব সংসার তুফানে॥
যে নাদ ব্রহ্ম সকলেরি হৃদি ভায়।
কিন্তু যোগী বিনে অন্যে শুনিতে না পায়॥ *

আপ্ত বাক্য।

বাক্য দুইভাগে বিভক্ত—মিথ্যা বাক্য ও সত্য বাক্য।

সত্য বাক্যের আর এক নাম 'আপ্ত বাক্য'। বাক্য মাত্রেই সত্য বা যথার্থ জ্ঞানের জনক নহে, তাহাও ভ্রমোচ্চারিত, প্রতারণেচ্ছায় উচ্চারিত হইতে দেখা যায়, অতএব কিরূপ বাক্য প্রমাণ বা সত্য জ্ঞানের জনক তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। কোন বাক্য সত্য কোন বাক্য মিথ্যা তাহা বোধগম্য সহজ নহে, সহজ না হইলেও তাহার লক্ষণ

---

* যদি কোন উপযুক্ত লোক শব্দবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আয়ত্ত করিয়া দেওয়া যায়। কে উপযুক্ত? ব্রাহ্মণ হওয়া চাই, বয়সও কম হওয়া চাই, অন্ততঃ বত্রিশের ভিতর এবং সাধনা প্রভাবে পাতঞ্জলোক্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছে, সেই উপযুক্ত।

নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আপ্ত শব্দ বা আপ্ত বাক্য। আপ্ত শব্দোঘ জ্ঞান সত্য, তাহা একেবারে নির্দ্দোষ, প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি সকল প্রমাণই ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আপ্ত বাক্য ভ্রান্ত হইতে পারে না, প্রত্যুত উহা অভ্রান্ত। অভ্রান্ত জ্ঞানের অসীম অনাদি অনন্ত ও একমাত্র আকর আপ্ত বাক্য, উহার হ্রাস নাই বৃদ্ধি নাই, উন্নতি নাই অবনতি নাই, লয় নাই, ক্ষয় নাই, মহাপ্রলয়েও যাহা প্রবাহ রূপে নিত্য, অনাদি কাল হইতে অনন্ত কালস্রোতে যাহা একই রূপ ছিল, আছে ও থাকিবে, যাহা ভূলোক, দ্যুলোক, দেবলোকের ধ্বংশকালেও দেদীপ্যমান, যাহা সর্ব্বকালের অতিত, সর্ব্বকালে উপস্থিত, কালের ধ্বংসে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়েরই সংহারে যাহার সত্তা সমভাবে বিদ্যমান, অভ্রান্ত জ্ঞানের সেই একমাত্র আধার 'আপ্ত বাক্য' জ্ঞানের ইহাই প্রকৃত প্রমাণ, পরিমাপক এবং পন্থা, জ্ঞান মাত্রই ইহা হইতে উদ্ভূত, যাহা ইহাকে অতিক্রম করিতে চায়, ইহার বিরোধি হয়, ইহার বিপরিত পথে বিন্দু মাত্রও চলে, তাহা জ্ঞান নহে অজ্ঞান, নিশ্চয় নয় ভুল, তাহা অভ্রান্ত নয় ভ্রান্ত, প্রমাণ নহে প্রত্যুত প্রমাদ। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার বাক্যের আপ্ততা কি? কা'রে আপ্ত বাক্য বলি? আপ্ততা বাক্যের কি পুরুষের? আপ্ততা বাক্যেরও বটে পুরুষেরও বটে। আপ্ত = বিশ্বস্ত, সত্য। ভ্রম, প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবরূপ দোষ চতুষ্টয় রহিত যাহা তাহাই আপ্ত। যে পুরুষের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ পর প্রতারণেচ্ছা, করণাপাটব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অশক্তি বা বাক্য যন্ত্রের অসম্পূর্ণতা নাই, এতদ্‌ পুরুষই 'আপ্ত' পদের অভিধেয়, তাদৃশ পুরুষ যাহা বলেন, উপদেশ করেন, তাহা প্রমাণ তাহা সত্য, তাহা অভ্রান্ত. করণাপাটব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অশক্তি যথা কর্ণের বধিরতা, জিহ্বায় জড়তা, ত্বগের কুষ্ঠতা, চক্ষুর অন্ধতা, নাসিকার গন্ধহীনতা, বাক্যে মূকত্ব, হস্তের কুণিত্ব, পাদের পঙ্গুত্ব, পায়ুর বুদাবর্ত্ত, উপস্থের ক্লীবতা, মনের উন্মত্ততা, এই সব ইন্দ্রিয়ের অশক্তি এবং অষ্টাদশ বুদ্ধি বধের কোন একটা বধ যাহার থাকিবে সে আপ্ত পুরুষ হইতে পারিবে না। বাক্যের আপ্ততা যথা—আকাঙ্খা, আসত্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য যে আপ্ত পুরুষের বাক্যে ইহা আছে তাহাই আপ্ত বাক্য, যে বাক্যে এই চারিটি নাই তাহা আপ্ত পুরুষের বাক্য হইলেও অনাপ্ত বাক্য হইবে।

আকাঙ্ক্ষা—বৃক্ষ একটা শব্দ করা গেল, তৎসঙ্গে একটা আকাঙ্ক্ষা রহিল, মরা কি বাঁচা, ফলা কি অফলা।

আশক্তি—যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটা বাক্য রচনা করিবে, সম্বন্ধ অনুসারে সেই সকলকে বিনা বিলম্বে ও পরপর উচ্চারণ করার নাম আশক্তি, এই আশক্তি অর্থ বোধের প্রধান কারণ। শব্দ সকল আশক্তি ক্রমে উচ্চারিত না হইলে অর্থ প্রকাশ হয় না, যথা আজ বলিলাম রাম কাল বলিব গেছে, তাহা হইলে হইবে না; যে সময়ে রাম বলিলাম, পরমুহূর্ত্তেই গেছে বলিতে হইবে।

যোগ্যতা—যে বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ ও যুক্তির অবিরোধী সেই বাক্যই যোগ্য বাক্য

এই স্ত্রী বন্ধ্যা ইহাই যোগ্য বাক্য; ইহার জননী বন্ধ্যা ইহা অযোগ্য বাক্য, কেন না পুত্র থাকা সত্ত্বে বন্ধ্যাত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ।

তাৎপর্য্য—বক্তার অভিপ্রায় বা মনোগত ভাব বিশেষকে তাৎপর্য্য বলে, তাৎপর্য্য শব্দ জ্ঞানের প্রধান অঙ্গ, তাৎপর্য্য যুক্ত বাক্য প্রকৃষ্ট পরিমাপক, যে বাক্যের তাৎপর্য্য নাই সে বাক্য আকাঙ্খা, আশক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত হইলেও অপ্রমাণ, 'ইহার জননী বন্ধ্যা' এই বাক্য যদি তাৎপর্য্য যুক্ত হয় তবে এইবাক্যই উৎকর্ষ বাক্য, ইহার জননী বন্ধ্যা এই বাক্যে যদি এই অর্থ প্রকাশ হয় যে ইহার জননীর পুত্র হওয়াপেক্ষা না হওয়া ভাল ছিল, কেন না পুত্র হইতে কোন সুখ হইল না প্রত্যুত দুঃখই জন্মিল, সেই খানে এই বাক্য শোভনীয়, সমুদয় কথার সার সঙ্কলন এই যে, যে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আশক্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য এই চারি প্রকার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, সেই বাক্যই আপ্ত বাক্য অন্য প্রকার আপ্ত বাক্য নাই।

চক্ষুরাদির ন্যায় আপ্ত বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক। এমন আপ্ত পুরুষ কেহ আছে কি যাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত দোষ সমস্ত নাই? সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন এক আপ্ত পুরুষ ঈশ্বর আর এক আপ্তপুরুষ যোগী। পঞ্চম শ্রুতি বলেন আর এক আপ্তপুরুষ ভীষ্ম।

ঈশ্বর নিত্যাপ্ত, যোগী নৈমিত্তিকাপ্ত অর্থাৎ নিমিত্তাধীন বা কোন হেতু হইতে আপ্ততা উৎপন্ন অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা; সমাধি বা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে যে আপ্ততা উৎপন্ন তাহাকে নৈমিত্তাপ্ত বলে।

আপ্ত বাক্যরাশী 'বেদ'। বেদ বাক্য প্রমাণ। দর্শন বলেন চক্ষু যেমন স্বতঃ প্রমাণ, বেদও সেইরূপ স্বতঃ প্রমাণ। চক্ষুঃ প্রমাণ কিনা, ঠিক দেখিল কিনা, সংশয় হয় না। যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান—তাহা যেমন পরীক্ষা করনা, সেইরূপ আপ্তবাক্য প্রসূত জ্ঞানও পরীক্ষা করিবে না।

বাল্যকাল হইতে শব্দ শ্রবণ, কার্য্য দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ ও মনন করিতে করিতে মনুষ্য যথাকালে গিয়া শব্দরাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে, শব্দে অর্থ প্রত্যায়ক ব্যুৎপত্তি সামর্থ আছে তাহা জানিতে পারে। শিশুকাল হইতেবাক্য শ্রবণ ও ব্যবহার দর্শন করিতে করিতে কালে বহু জ্ঞান সঞ্চিত হয়। আমরা যে জ্ঞানবৃদ্ধ হইবার আশা করি, তাহাও উপদেশ ও আপ্তবাক্য প্রসাদাৎ। যদি সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকে, একমাত্র বাগ্ব্যবহারের অভাব হয়, তাহা হইলে মানব পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জ্ঞানী হইয়া পড়ে। যদি কোন লোক কাহাকে কিছু না বলে ও কোন লোক কাহার নিকট কিছু না শুনে তাহা হইলে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, ইন্দ্রিয় থাকিতেও নিরিন্দ্রিয়। অধিক কি, বাক্য ব্যবহার না থাকিলে আমাদের কোন জ্ঞানই সঞ্চিত, সমুৎপন্ন ও পরিষ্কৃত হইত না। বাক্ শক্তি ও তজ্জাত ভাষা না থাকাতেই পশুজাতি অজ্ঞানান্ধ। সদ্যঃপ্রসূত বালককে যদি জনশূন্য অরণ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ জ্ঞানসঞ্চার হয়

তাহা একবার ভাবিলেই বুঝা যায়, যদি এককালে সকল মনুষ্যই বাগিন্দ্রিয় বিহীন হয়, তাহা হইলে এ সংসারের দশা কি হয়, তাহা অল্প ভাবনাতেই বুঝা যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ আপ্তোপদেশেরই কার্য্য। বাক্য কি লৌকিক, কি অলৌকিক, কি তাত্ত্বিক, কি অতাত্ত্বিক, সমুদয় পদার্থেরই প্রকাশক। সমুদয় পদার্থেরই ব্যবহারোপযোগী নাম আছে। মানুষ আদি সৃষ্টি সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সেই সকল নাম শুনিয়া শুনিয়া শিখিতেছে। মানুষ আপনার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা উক্ত প্রণালীতে অন্য এক মনুষ্যে সঞ্চারিত করে এবং সে মনুষ্য সেই প্রণালীতে অন্যেতে সঞ্চালীত করে। এই সব কারণে লোকের মনে স্বভাবতই এই চিন্তা উদিত হয় যে প্রথম মনুষ্য কাহার নিকট বাক্‌শক্তি পাইল, কাহার নিকট সঙ্কেত বাঁধা শব্দ শুনিয়াছিল, অবশেষে স্থির করেণ, বাক্‌শক্তি ও সঙ্কেত বাধা শব্দ, যাহার অন্য নাম ভাষা, তাহা আদি শরীরি ব্রহ্মার আত্মায় আপনা আপনি আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই স্বতঃ প্রাদুর্ভূত বা আকাশবাণির ন্যায় আবির্ভূত শব্দরাশী মনুষ্য ভাষার মূল, সেই অনাদি নিধন অনন্ত শব্দরাশিই আর্ষের বেদ, সেই সকল বেদ শব্দ দেশ ভেদে ও মানবীয় বাক্ যন্ত্রের গঠনাদি ভেদে বিকৃত হইয়া নানা আকারে পরিণত হইয়াছে। যতই ভাষা থাকুক সকলের মূলই বেদ।

সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, মনুষ্যের যদি আদি না থাকে, তাহা হইলে বেদ ও অনাদি হইবেক। আমাদের বুদ্ধি ষড়দর্শনের নিকট খদ্যোৎ বিশেষ, সেই ষড়দর্শন যাহার নিকট মাথানত করিয়াছেন, সে বস্তু যে শ্রেষ্ঠ তাহা কেনা স্বীকার করিবে? যাহার অর্থ বুঝি আর না বুঝি, যাহার শব্দ উচ্চারণ করিলে শরীর মন পবিত্র হয়, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, সেই আপ্ত শব্দরাশি বেদ যে অতি মহান তাহার আর সন্দেহ কি? বেদ আর্য্যাশ্রিত আর্য্য বেদাশ্রিত বেদ শব্দ আর্য্য শব্দ, বেদ জ্ঞান আর্য্য জ্ঞান, যাহা আর্য্য শব্দ নয় তাহা পশুশব্দ, যাহা আর্য্য জ্ঞান নয় তাহা পশু জ্ঞান।

শব্দ ব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়ং।
অনন্ত পারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥

প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় রূপ, অথচ দুর্জ্ঞেয়, দেশ কাল দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য শব্দ ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা অক্ষর রাশি বিশিষ্ট, পুস্তকরূপী নহে, এতাদৃশ বেদ গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় অতি দুর্ব্বিগাহ্য। সুপতিঙন্ত পদ সমুদয় যাহার অঙ্গ, সন্ধি যাহার পর্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন যাহার ভূষণ, সেই দিব্য অক্ষর ব্রহ্মকে নমস্কার।

মহাপ্রাণ ।

(১) আগ্যাশক্তি মূলা প্রকৃতি হইতে যে রাজসিক ধারা মহত্তত্ত্ব ভেদ করিয়া প্রবাহের ন্যায় অহংকার তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম ভূত সকলের মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়াছে, স্থূল শরীরে "প্রাণ" বলিতে আমরা তাহাকেই বুঝি। শ্বাস প্রশ্বাস যাহার কার্য্য তাহাই প্রাণ শব্দের বাচ্য।

(২) প্রাণের রূপ যথা—বিজ্ঞানের অবিষয় অথচ সন্দেহের বিষয় নয়, তাহাই প্রাণের রূপ।

(৩) প্রাণের এক উপাধি হিরণ্যগর্ভ, হিরন্ময় কোষে অধিষ্ঠান হেতু হিরণ্যগর্ভ নাম হইয়াছে।

(৪) প্রাণের এক নাম 'উকথ বা ঋক', যে হেতু প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উত্থাপিত করে।

(৫) প্রাণের এক নাম 'যজু" যে হেতু প্রাণ থাকিলেই সর্ব্বভূতের সহিত যোগ হয়।

(৬) প্রাণের এক নাম "সাম", যে হেতু সংযোগ ও সাম্য করণ হেতু সাম নাম হইয়াছে।

(৭) প্রাণের এক নাম 'আঙ্গিরস', যে হেতু প্রাণই অঙ্গের রস আর্থাৎ যে অঙ্গ হইতে প্রাণ বিযুক্ত হয় সেই অঙ্গই শুষ্ক হয় এই হেতু প্রাণ যে শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের আত্মা ইহাও সিদ্ধ হইল, আত্মা না থাকিলেই মরণ ও শরীরের শোষণ হয়, প্রাণ না থাকিলেও তাহাই হয়।

(৮) যে প্রকার প্রদীপালোকে গৃহ ও ঘটাদির পরিমানানুসারে সঙ্কোচ ও বিকাশ লাভ করে, সেই প্রকার প্রাণ ও শরীর মাত্র পরিমিত হয়।

(৯) প্রাণ আপোময় অর্থাৎ আর কিছু না খাইয়া খালি জল খাইয়া থাকিলেও প্রাণে বেঁচে থাকা যায়।

(১০) ত্বক, স্পর্শেন্দ্রিয় প্রাণ এবং সত্তাপ্রধান।

(১১) প্রাণ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত, যে হেতু রাজসিকবৃত্তি সর্ব্ব বিশ্বব্যাপী।

(১২) প্রাণ ও বাক্য মিথুনিভূত ; সেই মিথুনীভূত প্রাণ ও বাক্য শব্দ ব্রহ্ম-প্রণবে সংসৃষ্ট আছে। স্বর ও অকারাদি বর্ণ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়।

(১৩) প্রাণ উদয় অস্তশীল। আদিত্য যেমন উদয় অস্তশীল, জন্ম মৃত্যুদ্বারা প্রাণের উদয় অস্ত অনুমান করিয়া নেওয়া হয়। জন্মেতে প্রাণের উদয়, মৃত্যুতে প্রাণের অস্ত হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না।

(১৪) অনেক প্রাণাত্মবাদী আত্মাকেই প্রাণ বলে। তাহার হেতু এই দেখা যায় যে, যাহার প্রাণ আছে তাহারই আত্মা আছে, যাহার আত্মা আছে তাহারই প্রাণ আছে, এমন কোন প্রাণী দেখা যায় না, যাহার আত্মা নাই, এমন কোন আত্মাবান দেখা যায় না যাহার প্রাণ নাই।

(১৫) শ্রুতিতে প্রাণকে পরমাত্মা পরব্রহ্মরূপে বর্ণিত আছে, যে হেতু স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত আছে। অরাইব রথ নাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্, রথচক্রের নাভিতে অর সমূহের ন্যায় সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রাণোহেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি, যিনি সমুদয় ভূতের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন তিনিই প্রাণ স্বরূপ। যদিদং কিঞ্চজগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। এই সমস্ত যাহা কিছু জগৎ, সেই প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মেই চালিত হইতেছে এবং তাহা হইতেই নিসৃত হইতেছে।

(১৬) প্রাণকে কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ের রজ অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়ের রজ অংশ হইতে উদ্ভূত বলিলে যে অর্থ আর আত্মার ভোগার্থ আদ্যাপ্রকৃতির রজাংশ হইতে প্রকাশিত বলিলেও সেই অর্থ। প্রাণ আত্মার ভোগ শক্তির ব্যাপার। প্রাণের দ্বারাই আত্মার ভোগ সাধিত হয়। অন্ন জলাদির ভৌতিক শক্তি প্রাণের সংস্পর্শে প্রাণ মূর্ত্তিধারণ করিয়া উঠে অর্থাৎ প্রাণের সংস্পর্শে চলৎশক্তি যুক্ত হয়, তাহাতে শরীর পুষ্ট হয়, তথাপি ভৌতিক শক্তি আপনার পূর্ব্বতন অপ্রাণিতার পরিচয় প্রদান করিতে ছাড়ে না, অজীর্ণ অন্ন সময়ে সময়ে প্রাণের শাসন না মানিয়া পাকস্থলীতে মহাবিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া বসে। অন্নজলের সারাংশ প্রাণের সহিত মিশিয়া প্রাণ হইয়া যায়, ইহাতেই আত্মার ভোগ সাধিত হয়।

(১৭) প্রাণ সকল হইতে প্রিয়। এই প্রাণের নিমিত্ত জীব সকল অতি ভয়ঙ্কর দস্যু তস্করাদি সমাকীর্ণ দিগদিগন্তে ধাবমান হয় এবং কত দুষ্কার্য্য করে, কত দুঃখ সুখে পতিত হয়।

(১৮) প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের কার্য্যকরী শক্তির ব্যাপার। প্রাণের চেষ্টাতেই ইন্দ্রিয় সকল চেষ্টাশীল। প্রাণই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করিতেছে। রজগুণ উপষ্টম্ভক অর্থাৎ যে শক্তি হইতে উত্তেজনা, প্রেরণা বা কার্য্যোন্মুখতা জন্মে। সেই শক্তিই উপষ্টম্ভক। রজের উপষ্টম্ভকতা গুণেই বায়ু সদা বহ, অগ্নিপ্রসর্পিত, মনচঞ্চল, কার্য্য করিবার জন্ত ব্যস্ত, ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ধাবিত হয়, প্রাণ যে স্পন্দিত হয়, সমস্তই রজ গুণের কার্য্য। সর্ব্ব বিশ্বে যখন এই সব গুণ কার্য্য করিতেছে, রজগুণ যখন সকল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে, রজগুণেরই স্পষ্ট স্থূল, ব্যক্ত ধারা প্রাণ সুতরাং প্রাণই সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপিয়া কার্য্য করিতেছে, প্রাণের চেষ্টাতেই জগৎ কার্য্যক্ষম, সুতরাং প্রাণ সর্ব্ব ব্যাপী। এই প্রাণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে প্রাণিতেও জগতে ব্যাপ্ত আছে, ইহা জঙ্গমে সঞ্চারী, স্থাবরে অসঞ্চারী। প্রাণের দ্বারা ধার্য্য ধারণ কার্য্য কারণ নির্ব্বাহ

হয়। প্রাণের দ্বারা জ্ঞানাধিষ্ঠান, কর্ম্মাধিষ্ঠান, দেহধাতু, নির্ম্মাণাধিষ্ঠান প্রভৃতির সমষ্টিভূত শরীররূপে গ্রাহ্য দ্রব্য বিধৃত হয়। প্রতিনিয়ত যে প্রাণের ক্রিয়া হইতেছে, তাহাতে শরীরময় একপ্রকার অস্ফুট বোধ রহিয়াছে। যে অংশে প্রাণ ক্রিয়া থাকেনা তাহাতে আর বোধ থাকে না।

(১৯) প্রাণই সূর্য্য। সূর্য্য যেরূপ সকল বস্তু প্রকাশক ও অস্তিত্বজ্ঞাপক, প্রাণও তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড মধ্যে জগতের অবভাসক ও অস্তিত্ব প্রকাশক আদিত্যরূপে অবস্থান করিতেছেন।

(২০) এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই এক মহাপ্রাণ। প্রাণই পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, পুত্র, আচার্য্য, দেব, যক্ষ, রক্ষ, পশু পক্ষী, কীট ইত্যাদি। প্রাণ বিদ্যমান থাকিলে পিতা মাতা সম্বোধন হইয়া থাকে, প্রাণ চলিয়া গেলে যাহাকে এতক্ষণ সম্ভ্রম করা হইত, তাহাকে আর সম্ভ্রম করা হয় না, প্রত্যুত জলন্ত কাষ্ঠদ্বারা তাহাকে দগ্ধ করা হয়। এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা প্রতীত হইতেছে, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই এক মহাপ্রাণ।

(২১) প্রাণ লিঙ্গ সঙ্ঘাতরূপ অর্থাৎ লিঙ্গ দেহগঠনে প্রাণই পরম সহায়।

(২২) প্রাণ ক্রিয়া শক্তি বা রজোগুণ প্রধান প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত চিৎশক্তি। উপনিষদ।

(২৩) প্রাণ সূত্রাত্মা। সূত্রদ্বারা যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্ত্তী বস্তু সকলকে গ্রথিত ও একীভূত করা হয়, সেইরূপ প্রাণ অণুসমূহকে গ্রথিত করিয়া শরীর নির্ম্মাণ করে, প্রাণ শরীরাবয়ব সমূহের সঙ্ঘাতা। প্রাণকে আশ্রয় করিয়া শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে।

(২৪) প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও ভূত এই সকল পদার্থ চৈতন্যাধিষ্ঠিত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পৃথক পৃথক পরিচ্ছিন্ন অবস্থা। ভৌতিকরাজ্য তমোগুণ প্রধান, প্রাণ রাজ্য রজগুণ প্রধান এবং বুদ্ধিরাজ্য সত্বগুণ প্রধান।

(২৫) মুখ্য প্রাণই দেহরাজ্যের সর্ব্বাধিকারী মহারাজা। জীবাত্মা পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার উৎক্রমনে আমি উৎক্রান্ত হইব কাহার অবস্থিতিতে আমি অবস্থিত হইব? পরমাত্মা বলিলেন, প্রাণের উৎক্রমনে তুমি উৎক্রান্ত হইবে এবং প্রাণের স্থিতিতে তুমি অবস্থিত হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত আছে, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চক্ষু কর্ণাদি দশইন্দ্রিয় পরস্পর আমি প্রধান আমি প্রধান, আমি না থাকিলে জীব দেহ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না এপ্রকার বিবাদ উপস্থিত করিল, ব্রহ্মাকে মধ্যস্থ মানিল কে প্রধান তাহার মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য। ব্রহ্মা বলিলেন তোমরা দেহ হইতে এক একজন চলিয়া যাও তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে কে প্রধান; প্রথম চক্ষু গেল, দ্বিতীয়ে কর্ণ গেল; চক্ষু যাওয়াতে জীবের কোন ক্ষতি হইল না, অন্ধ হইয়াও

বাঁচিয়া রহিল, কর্ণ গেল কালা হইয়াও বাঁচিয়া থাকিল, বুদ্ধি গেল জড়ের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াও বাঁচিয়া থাকিল এবম্প্রকার সকল ইন্দ্রিয়ই গেল, তাহাতে প্রাণের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না, যেই প্রাণ যাইবার উপক্রম করিল, অমনি সকল ইন্দ্রিয় চীৎকার করিয়া উঠিল তুমি যেওনা যেওনা, তুমি গেলে আমরা থাকিতে পারিব না ; ব্রহ্মা বলিলেন তবে প্রাণই প্রধান ; তাহার প্রমাণ এই সুষুপ্তি সময়ে অহংকার, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য থাকে না এবং তাহাতেও জীবের বাঁচিয়া থাকিবার কোন ব্যাঘাত হয় না, কেননা প্রাণ জাগ্রত থাকে ; প্রাণ না থাকিলে জীব থাকিতে পারে না সুতরাং দেহ রাজ্যে প্রাণই সর্ব্বাধিকারী মহাসম্রাট্।

(২৬) প্রাণই কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম, কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মফল ভোক্তা। শ্রুতি বলেন— এই মহাপ্রাণ ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরের অনুগত ; যেমন রথস্থিত অরসমূহ নেমিতে অর্পিত আছে, সেইরূপ ভূত সকল প্রজ্ঞা মাত্রেই অর্পিত এবং সেই প্রজ্ঞাও প্রাণে সমর্পিত আছে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা। প্রাণ অপর তন্ত্র। প্রাণ স্বীয় শক্তিতেই গমন করে ও প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া ও কারকে প্রাণ বর্ত্তমান আছেন॥ প্রাণের বহি-ভূর্ত থাকিয়া কোন ক্রিয়া এ পর্য্যন্ত নিষ্পাদিত হইতে পারে নাই এবং কোন কর্ত্তাও প্রাণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারে নাই। কার্য্যে প্রাণ বা সজীবতা না থাকিলে কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। প্রাণই প্রাণ দ্বারা গমন করে; প্রাণই প্রাণ প্রদান করে। যাহাকে যাহা প্রদত্ত হয় তাহাও অর্থাৎ প্রাণই প্রাণকে প্রাণ দেয়। বুঝা গেল একপ্রাণই কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম। প্রাণ যদি কর্ম্মকর্ত্তা হ'ল তাহা হইলে কর্ম্মফল ভোক্তাও তিনিই। জীব যে কিছু কর্ম্ম করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে সে সমস্তই ফল সহিত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্যরূপে ছাপলাগা বা দাগলাগার ন্যায়, বস্ত্রে কুসুম গন্ধের ন্যায় প্রাণে অঙ্কিত থাকে। কর্ম্ম করিলেই জীবের সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম্ম জন্য আশয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ বা শক্তি বিশেষ জন্মিবেই জন্মিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ জন্মিলে সে আপনার আশ্রয়ীভূত জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত করিবেই করিবে এবং সেই সেই স্বকৃত কর্ম্মের ভাল মন্দ ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে। বারবার জন্ম, বারংবার মরণ, বারবার সুরনর-তির্য্যকযোনিতে পতন, বারবার অল্পকাল ও বহুকাল জীবনধারণ, বারবার বা পুনঃপুনঃ সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কতদিনে বা কোন সময়ে কিরূপ অবস্থায় পাতিত করিবে তাহার স্থিরতা নাই ; ফলতঃ একসময়ে না এক সময়ে করিবেই করিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু কোন কর্ম্মের কিরূপ বিপাক অর্থাৎ ফল তাহা অতীব গহন বা দুর্ব্বোধ্য। 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ'।

(২৭) প্রাণ পরলোক সত্তার ইক্ষণ যন্ত্র। প্রাণে পরলোক সত্তা গাঁথা রহিয়াছে। প্রাণই জগৎ কেন্দ্র, প্রাণই বিশ্ব কেন্দ্র। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এই প্রাণেই অবস্থিত। যেমন

মৃণাল সকল নাল মধ্যে তন্তু দ্বারা সংযুক্ত আছে, সেইরূপ আশারূপ পাশ দ্বারা সকলেই প্রাণে অবস্থিত আছে। মুকুরাদিতে যেরূপ প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ এই প্রাণে পরমাত্মদেব জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। এই বিশ্বে তুমি যাহা কিছু দেখিয়াছ শুনিয়াছ, দেখিতেছ শুনিতেছ এবং যাহা কিছু দেখিবে শুনিবে সে সমস্তই প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, রহিতেছে এবং রহিবে; মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মহাপ্রলয়েও তাহা ধ্বংস হইবে না, এক কথায় সমস্ত বিশ্বই তোমার প্রাণে গাঁথা, তাহার প্রমাণ এই—মনে কর তোমার পুত্র বিদেশে আছে, তাহাকে আজ তোমার স্মরণ হইল, স্মরণ হওয়ার অর্থ এই, তোমার পুত্রের আকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ মনে পড়িল; মনে পড়িল অর্থ কি? তোমার পুত্রের আকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ যাহা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে তাহা তুমি মানস প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহারই নাম স্মরণ বা স্মৃতি। স্মৃতি বলিয়া যাহাকে বলা হয় প্রাণে গাঁথা পদার্থের মানস প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমার পুত্রের আকৃতি প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ যেমন প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, তদ্রূপ বিশ্বের সমস্ত পদার্থই তোমার প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে; বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা তুমি দেখ নাই বা শুন নাই; বিশ্ব অনাদি অনন্তকালের, তুমিও অনাদি অনন্ত কালের, তুমিও বারবার দেবতীর্যক মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করিয়াছ সুতরাং তোমার দেখিতে শুনিতে কিছুই বাকী নাই; যদি বল ইহার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ এই, স্বপ্নে যাহা কিছু অদ্ভুত অসম্ভব ঘটনা প্রত্যক্ষ কর যাহা তুমি এ জীবনে দেখ নাই বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা অন্য জীবনের অন্য স্থানের ভিন্ন অবস্থার ঘটনা; স্মরণ যখন প্রাণে গাঁথা ঘটনা; প্রাণে যাহা গাঁথা নাই তাহা স্মরণ হইতে পারে না; প্রাণে যাহা গাঁথা নাই, মানসেও তাহার প্রত্যক্ষ নাই, তাহা স্মরণে হইতে পারে না, স্বপ্নেও হইতে পারে না, সুতরাং তুমি যাহা স্বপ্ন দেখিলে তাহা প্রাণে গাঁথা মানস প্রত্যক্ষ পদার্থ, সুতরাং প্রাণে 'পরলোক সত্তা' গ্রথিত। যাহার চিত্ত দর্পণ মার্জ্জিত ও স্বচ্ছ, সেই চিত্তদর্পণের দ্বারা তাহার প্রাণে সমস্ত বিশ্ব প্রতিফলিত দেখিতে পায়। যদি বল পরকালের কথা স্মরণ থাকেনা কেন? যাহার গত কল্যের কথা মনে থাকে না, তাহার পরকালের কথা মনে রাখা কত অসম্ভব, বিশেষত মৃত্যু যন্ত্রণায় সমস্ত স্মৃতি লোপ করিয়া ফেলে; মৃত্যু সময়ে যাহার যন্ত্রণা না হয় তাহারই পক্ষে পরজন্মের কথা মনে থাকিবার সম্ভব। যে প্রাণ দুঃখ যন্ত্রণায় ব্যথিত, ভয়যুক্ত ও হিংসিত হয় তাহা দোষযুক্ত প্রাণ। আর যে প্রাণ দুঃখ যন্ত্রণায় ব্যথিত হয় না, ভয়যুক্ত হয় না, হিংসিত হয় না, কামের দ্বারা কলুসিত নয়, আশা পাশে বদ্ধ নয় তাহার প্রাণই দৈবপ্রাণ। প্রাণ উৎক্রমন সময়ে দৈবভাবাপন্ন থাকিলে তাহারই পর জন্ম স্মৃতি মনে থাকিতে পারে, অন্যের নয়।

(২৮) প্রাণ সদা জাগ্রৎ। জীব সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও আন্তরেন্দ্রিয়ের জ্ঞান যখন লুপ্ত হয়, অহংকার যখন তিরোহিত হয়, জীব বেঁচে আছে কি মরে

গেছে যখন এইরূপ সংশয় হয়, তখন প্রাণই সেই সংশয় অপনোদন করে। জীবের সহজ অবস্থা তিনটী ;—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জীব জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে অবগাহন করে ; প্রাণ কিন্তু নিত্য জাগ্রতাবস্থায়ই বিরাজমান থাকে, জীব যে বেঁচে আছে তাহার সাক্ষ্য দেয়। প্রাণ স্বপ্নাবস্থাও পায় না, নিদ্রাবস্থায়ও পায় না ; প্রাণ স্বপ্নেরও অতীত, নিদ্রারও অতীত।

জীবের জাগ্রদাবস্থা কারে বলি ? ইন্দ্রিয়গণ যখন কার্য্যে রত থাকে তখন জীবের জাগ্রদাবস্থা। ঐ জাগ্রদাবস্থা আবার তিনপ্রকার যথা—১ জাগ্রৎ-জাগ্রৎ, ২ জাগ্রৎ-স্বপ্ন, ৩ জাগ্রৎ-সুষুপ্তি ; —

১। যে অবস্থায় সত্যজ্ঞান হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-জাগ্রৎ।

২। যে অবস্থায় ভ্রমজ্ঞান হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-স্বপ্ন ; তুমি জাগ্রদাবস্থায় কোন একটা কিছু ভাবিতে ভাবিতে হটাৎ চমকিয়া উঠিলে ইহার নাম জাগ্রৎ-স্বপ্ন।

৩। জাগ্রৎ-সুষুপ্তি, যে অবস্থায় জ্ঞানের ক্ষণিক উপরতি হয় তাহার নাম জাগ্রৎ-সুষুপ্তি। তুমি এক জায়গায় বসিয়া কিছু ভাবিতেছ, ভাবিতে ভাবিতে হটাৎ নিদ্রার আবল্য আসিল, চক্ষুও কিঞ্চিৎ নিমীলিত হইল, ঐ অর্দ্ধ নিমিলিতাবস্থায়, সম্মুখে একটা বৃক্ষ দেখিয়া ব্যাঘ্র ভ্রমে চমকিয়া উঠিলে, ইহাই জাগ্রৎ-সুষুপ্তি।

স্বপ্নাবস্থা।—জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যস্থিত অবস্থার নাম স্বপ্ন বা তোমার দিবাঙ্গের সমস্ত কার্য্য যাহা প্রাণে গ্রথিত রলিয়াছে তাহা চক্ষুর অন্তরালে সুষুপ্তির পূর্ব্বে মানস প্রত্যক্ষের নাম স্বপ্ন। ইহাও তিনভাগে বিভক্ত যথা—১ স্বপ্ন-জাগ্রৎ, ২ স্বপ্ন-স্বপ্ন, স্বপ্ন-সুষুপ্তি।

১। স্বপ্ন-জাগ্রৎ ;—যে অবস্থায় স্বপ্নে সত্যজ্ঞান হয় তাহার নাব স্বপ্ন-জাগ্রৎ। যদিও স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই মিথ্যাজ্ঞান হইতে দেখা যায় কিন্তু তন্মধ্যে অনেক সময়ে সত্য-জ্ঞানও উদিত হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে অনেক সময় স্বপ্নে মন্ত্র ও ঔষধিলাভ করিয়াছেন এবং অনেক অনেক প্রকার যথার্থ জ্ঞান ও লাভ করিয়াছেন।

২। যে অবস্থায় স্বপ্নে স্বপ্ন দৃষ্ট হয় তাহার নাম স্বপ্ন-স্বপ্ন।

৩। যে অবস্থায় প্রকৃত সুষুপ্তি হয় নাই, অথচ স্বপ্নদর্শনও উপরত হইয়াছে এইরূপ দুর্লক্ষ্য অবস্থা বিশেষের নাম স্বাপ্ন-সুষুপ্তি। স্বপ্ন, ইহা একটি আশ্চর্য্য বিজ্ঞান ; মলিন-সচিত্তে তাহার অনুভব হইবে না। ইহা একটি, মানস শিল্প, ত্রিকাল জ্ঞানের বীজ। ইহা পাত্রবিশেষে সত্যও বটে মিথ্যাও বটে ; যেমন টাকা সৎপাত্রে ন্যাস্ত হইলে সৎ-কার্য অতিথি সৎকারাদি হয়, অসৎ পাত্রে ন্যস্ত হইলে মদ বাজী ইত্যাদি ঘটে তদ্রূপ স্বপ্ন ও সাধকে সত্য, অসাধকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সত্বগুণ উদ্রিক্ত স্বপ্ন সত্য, রজ-গুণোদ্বিত স্বপ্ন মিথ্যা। সাধকদের সাধনার তারতম্যানুযায়ী সত্বেরও উৎকর্ষ হইতে থাকে, স্বপ্ন ও সেই পরিমাণে সফলতা ধারণ করিতে থাকে ; এই সফলতার শেষ সীমা

ত্রিকাল জ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞ। মনে কর তুমি সাধনা আরম্ভ করিলে, এই সময়ের স্বপ্ন কখন সত্য কখন মিথ্যা ; ক্রমে তোমার সাধনার উৎকর্ষ হইতেছে, সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণও বর্দ্ধিত হইতেছে, স্বপ্নও ততই সফলতা ধারণ করিতেছে। যাহা পূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় দেখা যাইত, তাহা সাধনার উৎকর্ষে, সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিতে তাহা জাগ্রদাবস্থাই দেখা যাইবে তাহাই সর্ব্বজ্ঞত্ব। শোকগ্রস্থ, রোগগ্রস্থ, চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির স্বপ্ন মিথ্যা। সময়ে সময়ে রোগগ্রস্থ ব্যক্তির স্বপ্ন-সত্য হইতে দেখা যায় ; মনে করিতে হইবে দৈবাধীন সত্ত্বগুণের উদ্রেক সময়ে সেই স্বপ্ন দেখিয়াছে তাই সত্য হইয়াছে। স্বপ্ন দ্বারা পরকাল সত্তারও অনুমান সিদ্ধ হয়। তুমি যাহা দেখ নাই শুন নাই তাহা যেমন বলিতে পার না, মনও যাহা দেখে নাই শুনে নাই তাহা বলিতে পারে না। স্বপ্নাবস্থায় কখন বিচিত্র নগর, উদ্যান, অট্টালিকা, কত ভয়ঙ্কর স্থান দেখা যায় তাহা তুমি মিথ্যা মনে করিও না, কারণ তাহা কোন না কোন জন্মে, কোন না কোন স্থানে, কোন না কোন সময়ে মন তাহা দেখিয়াছে, তাহাই মন স্বপ্নাবস্থায় তোমায় দেখাইল।

সুষুপ্তি—যে অবস্থায় বিভিন্ন জ্ঞান বিষয় চ্যুত হইয়া আত্মাভিমুখে এক অখণ্ড আকার ধারণ করে তাহার নাম সুষুপ্তি। সুষুপ্তিও পূর্ব্ববৎ ত্রিবিধ যথা—১ সুষুপ্তি-জাগ্রৎ ২ সুষুপ্তি-স্বপ্ন, সুষুপ্তি-সুষুপ্তি।

১। সুষুপ্তি-জাগ্রৎ—যে অবস্থায় বৃত্তি সুখাকার হওয়াতে অস্পষ্ট ঘন সুখাজ্ঞান হইতে থাকে তাহাই সুষুপ্তি-জাগ্রৎ।

২। সুষুপ্তি-স্বপ্ন— যে অবস্থায় রজবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখভাব লুক্কায়িত আবদ্ধ থাকে তাহার নাম সুষুপ্তি-স্বপ্ন।

৩। সুষুপ্তি-সুষুপ্তি—যে অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান তিরোহিত হয় অর্থাৎ যে অবস্থায় চিত্ত তম অর্থাৎ অজ্ঞান মাত্র অবলম্বন করিয়া নির্ব্বেপার হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি-সুষুপ্তি।

উল্লিখিত অবস্থা সমূহের মধ্যে স্বাপ্ন-জাগ্রদাভিধেয় অবস্থা বিশেষ অদ্ভুত ও অনুসন্ধান যোগ্য। কি প্রকারে উক্তপ্রকার সত্য প্রজ্ঞা উদিত হয় তাহা জানিতে পারিলে অবশ্যই তদ্দারা তদ্রূপ জ্ঞানলাভের কোন না কোন কৃত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। পূর্ব্ব কালে ঋষিগণ, উক্ত অবস্থার তাৎপর্য্য বিশেশরূপ অবগত হইয়াই যোগজবলে বিভূতি লাভের উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে সময় পুরুষ সুষুপ্তিপ্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রাণে বিলীন হইয়া থাকে। যে সময়ে জাগরিত হয়, তৎকালে প্রাণ হইতেই জায়মান হয়।

(২৯) প্রাণই জীবনীশক্তি। প্রকাশময় বিজ্ঞানাত্মা-চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরের চৈতন্য সম্পাদন করেন ; প্রাণ সেই চিদাত্মাতে ও বিজ্ঞানাত্মাতে বর্ত্তমাণ থাকিয়া বিচেষ্টমান হন, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমাণ সকলই প্রাণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, প্রাণই

ভূতবর্গের কার্য্যরূপ পরব্রহ্ম এবং তিনিই বিরাট প্রভৃতির কারণ। চিদ্বিজ্ঞান সমন্বিত সূত্রাত্মারূপ প্রাণই সর্ব্বভূতের চেতয়িতা জীবাত্মা; তিনিই সনাতন পুরুষ, তিনিই মহান, বুদ্ধি ও অহংকার এবং ভূতপঞ্চকের শব্দাদিরূপ বিষয়ও তিনি, এইরূপ সেই সূত্রাত্মা উপাধির আবেশ হেতুক জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর, এই দেহ মধ্যে কি আন্তরিক কি বাহ্য সর্ব্ব বিষয়েই প্রাণ বায়ুদ্বারা প্রতিপালিত হন। এই প্রাণ দেহ মধ্যে প্রাণাপানাদি পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন; পরন্তু সেই প্রাণবায়ু পশ্চাৎ অপানবায়ুত্ব প্রাপ্ত হইলে, তদ্বারা জীব পৃথক পৃথক গমনীয়া গতি আশ্রয় করেণ, সেই অপানবায়ু আবার সমান নামে অভিহিত হইয়া জঠরানল অবলম্বন পূর্ব্বক ভুক্তান্ন পরিপাক করিয়া মূত্রাশয়ে ও পুরীষাশয়ে মূত্র ও পুরিষ বহনকরত পরিবর্ত্তিত হয়। সেই এক বায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই তিন বিষয়ে বর্ত্তমান থাকে অধ্যাত্মবেত্তা পণ্ডিতেরা তদবস্থ বায়ুকে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অপিচ মনুষ্যদিগের সমুদয় শরীর মধ্যে প্রত্যেক সন্ধিস্থলে সন্নিবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় ব্যান বলিয়া উপদিষ্ট হন, জঠরানলত্বগাদি ধাতু সমস্ত মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে; সেই অগ্নি প্রাণাদি বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অন্নাদি রস, ত্বগাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষ সমস্ত পরিবর্ত্তিত করত দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করে, প্রাণ সকলের একত্র সন্নিপাত নিমিত্ত সঙ্ঘর্ষণ জন্মে, সেই সংঘর্ষ সমুদ্ভিত উষ্মাই জঠরাগ্নি বলিয়া পরিজ্ঞেয় হয়, এবং সেই অগ্নিই দেহিদিগের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে।

অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥
হয়ে বৈশ্বানর আমি প্রাণীদের দেহগত।
প্রাণাপান যোগে করি পাক অন্ন চারিমত ॥

সমান ও উদান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সন্নিবেশিত আছে, তাহাদিগের সংঘর্ষদ্বারা নিষ্পাদিত জঠরানল সপ্তধাতুময় শরীরকে পরিণত করিতে থাকে এবং সর্ব্ব শরীরে অন্নরস সমস্ত বহন করে। যে ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয় হইতে মুখ নাসিকা পর্য্যন্ত ঔদার্য্য বায়ুর গতাগতি ঘটনা হয়, সেই ক্রিয়ার নাম 'প্রাণ', যে ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালক বায়ু নাভিস্থান হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত রস রক্তাদি বহন করিয়া পরিব্যাপিত করে, সে ক্রিয়ার নাম 'অপান', যে ক্রিয়া দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টন করত ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, মল মূত্রাদির পার্থক্য ও রস রক্তাদি উৎপাদন করতঃ যথা যথ স্থানে লইয়া যায়, সে ক্রিয়ার নাম 'সমান', যে ক্রিয়াটী কৃকাটীকা হইতে মস্তক চূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক উপাদান উদ্গামী ও বিধৃত করতঃ স্থিত আছে, সেই ক্রিয়াটীর নাম 'উদান', যে সর্ব্ব শরীরে শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করতঃ বল রক্ষা করিতেছে, তাহার নাম 'ব্যান', ভৌতিক রাজ্য আণবিক ও পরমাণবিক আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বীতার মূর্ত্তি। প্রাণ রাজ্য জীবনী,

শক্তি এবং আণবিক ও পরমাণবিক আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূর্ত্তি। জীবদেহে ভৌতিক ও রাসায়ণিক আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের ক্রিয়া হয় বটে, কিন্তু নির্জীব দেহে যে ভাবে হয়, সজীব দেহে ঠিক সেই ভাবে হয় না, সজীব দেহ বহির্দ্দেশ হইতেই আহার সংগ্রহ করে, আহৃত দ্রব্য সমূহকে যথা প্রয়োজন রসাদিতে পরিণামিত করে, দেহের রক্ষণ ও পোষণার্থ যে যে অঙ্গে দ্রব্যের যাবন্মাত্রায় বিতরণ আবশ্যক, তত্তৎঅঙ্গে সেই সেই দ্রব্যের যে যে তাবন্মাত্রা বিতরণ করে, ত্যাজ্যাংশ ত্যাগ করিয়া থাকে, এই সকল ব্যাপার শুদ্ধ রাসায়নিক নহে, জীবরাজ্যে রাসায়নিক শক্তি, অন্য কোন উচ্চতর শক্তির বশে, তাহার নির্দেশানুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে, এইউচ্চতর শক্তিই জীবনীশক্তি বা প্রাণ। জীবনী শক্তি যে ভৌতিক ও রাসায়নিকশক্তি হইতে সতন্ত্র তাহা স্পষ্ট বুঝাইতেছে। জীবনীশক্তি সন্ততি পরম্পরায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ভৌতিক বা রাসায়নিক শক্তি তাহা হয় না। সজীব পদার্থ হইতে সজীব পদার্থ উৎপন্ন হয়, এরূপ কোন সজীব পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না যাহা সজীব ছাড়া নির্জীব হইতে জন্মিয়াছে। জড় পদার্থকে আলোড়ন করা তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন বা বুদ্ধি দ্বারা হয় না, হয় তাহা প্রাণের দ্বারা।

(৩০) কোন অবস্থা জীবনী শক্তি? প্রাণ যতক্ষণ শরীর পোষক বায়ুকে পোষণ করে ততক্ষণ তাহার আয়ু, আর সেই প্রাণ শরীর পোষক বায়ুকে যখন ত্যাগ করে তখনি তাহার মৃত্যু। কড়ি, কাঠ, ইট, চুণ, শুরকি প্রভৃতি একত্র করিয়া তাহার দৃঢ়তা ও বাসোপজীবিতা সম্পাদন করা যায় তাহার নাম ঘরের জীবন। সেই দৃঢ়তা ও বাসোপ-জীবিতার যে স্থিতিকাল তাহা তাহার আয়ু বা প্রাণ, জীবদেহের জীবন, প্রাণ বা আয়ু তাহারি অনুরূপ। জল, অগ্নি ও বায়ু বা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন শক্তি বিশেষের নাম জীবন। যেমন অগ্নি দ্বারা জল উত্তপ্ত হইয়া বায়ু উৎপাদন করে, এবং সেই বায়ুর শক্তি দ্বারা বাষ্পীয়যান গতিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবন নামক যানও প্রাণাপানাদি দশবায়ু দ্বারা ধৃত হইয়া মনের সাহার্য্যে গতি প্রাপ্ত হয়; আত্মা উহার আরোহী, যখন তেজের বৃদ্ধি হইয়া রসের ন্যূনতাপ্রযুক্ত বায়ু প্রকুপিত হয় তখনই সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হয়; আবার যখন তেজের ন্যূনতা দ্বারা রসের আধিক্য হইয়া বায়ুর অল্পতা হেতু দেহ গতি হীন হয়, তখন বাতশ্লেষ্মা বিকারের মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং যখন রস ও বায়ুর ন্যূনতা হইয়া তেজের আধিক্য দ্বারা গতিহীন হয় তখন সান্নি-পাতিক মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, ইত্যাদি। ঐ জীবন নামক যড়শক্তি, একবার চালিত হইলে যত দিন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন চলিতে থাকে। ঐ নির্জীব জীবনীশক্তি যখন আত্মা দ্বারা সজীবত্ব প্রাপ্ত হয় তখন উহাকে জীবন বা জীবাত্মা বলা যায়, শরীর হইতে জীবনীশক্তির বিশ্লেষণই মৃত্যু।

মহাশক্তি।

মায়া।

(১) পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক এবং সৎ বা অসৎ নির্ণয়ের অযোগ্য পদার্থ বিশেষের নাম মায়া বা অজ্ঞান। মায়াজ্ঞান নাস্ত। জ্ঞানের উদয়ে উহা অসৎ, জ্ঞানের অনুদয়ে উহা সৎ। এইজন্য ইহা একভাবে সৎ, আর এক ভাবে অসৎ, সেইজন্য ইহা সদসৎনামের অযোগ্য।

(২) ব্রহ্মের যে জগৎ বিকাশিনী শক্তি তাহাই মায়া। মায়া বাস্তবিক স্বয়ং স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে উহা ব্রহ্মেরই ভাব বা শক্তি বিশেষ। তোমার ভাব বা শক্তি যেমন তোমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, মায়া তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। পক্ষান্তরে তোমার ভাব স্বয়ং তুমি নহ, মায়াও তেমন স্বয়ং ব্রহ্ম নহে। অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক কোন তত্ত্ব নহে অথবা স্বয়ং অগ্নিও নহে, তদ্রূপ মায়াশক্তি সদব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন তত্ত্ব নহে অথবা স্বয়ং ব্রহ্মও নহে। তুমি চেতন জীব, তোমার শক্তি বা ভাব হইতে যেমন শরীরস্থ অচেতন অনেক পদার্থের বিকাশ হয়—যেমন নখরোমাদি, ব্রহ্মের শক্তি বা ভাব হইতে সেইরূপ অচেতন জগতের বিকাশ হয়। এইজন্য বৈদান্তিক বলেন, মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়, অঘটন ঘটন পটীয়সী, অনির্ব্বচনীয়া বাক্যাতীত।

(৩) বিসদৃশ প্রতীতি সাধন বা অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া। যাহা যদ্রূপ, তাহাকে তদ্রূপ না দেখা যায় যদ্দ্বারা তাহাই মায়া; যথা—মরীচিকায় জলভ্রান্তি, শুক্তিকায় রজতভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, আরও বিশেষ চিতে জড়ভ্রান্তি। বুঝা গেল যাহা ভ্রান্তিপূর্ণ অজ্ঞান তাহাই মায়া। মায়া ও অজ্ঞান একই কথা।

(৪) যে অজ্ঞাত কারণ সচ্চিদানন্দ জ্ঞানঘন চিৎকে দুঃখীর ন্যায়, সর্ব্বজ্ঞকে অসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়, অশোকীকে শোকাভিভূতের ন্যায় প্রতীয়মান করায় তাহারি নাম মায়া। মনে কর তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র বা কন্যার কেহ একজন মারা গেল, তুমি কাঁদিয়া আকুল, ইহাই মায়ার খেলা। তুমি নিজে অশোকী সচ্চিদানন্দ নিত্য-পদার্থ, তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ সেও নিজে অশোকী সচ্চিদানন্দ নিত্যবিভু পদার্থ, তাহার যাইবার স্থান নাই কারণ বিভুপদার্থের যাতায়াতের স্থান অসিদ্ধ। সেই নিত্য সদানন্দ বিভুপদার্থ কতকগুলি জড়িয় পরমাণু সমষ্টিযোগে একটী শরীর ধারণ করিয়া পিতা, মাতা, কন্যা ইত্যাদি ভ্রম জন্মাইয়াছিল। সংশ্লিষ্ট পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইল তুমি কাঁদিয়া আকুল; সংযোগ হইলেই বিয়োগ, বিয়োগ হইলেই সংযোগ, প্রকৃতির

অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। নিত্যকিছু স্থির আত্মা তোমার সম্মুখেই বিরাজমান অথচ সে নাই বলিয়া কাঁদিয়া বিকল; সেও চিরকাল আছে থাকিবে, তুমিও চিরকাল আছ থাকিবে, কেবল পিত্তরোগীর ন্যায় ভ্রম দৃষ্টিতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যে পরমাণু সংযোগে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল তাহাও সেই চিৎবিকাশ, সেই চিৎবিকাশ পরমাণুর সংশিষ্টভাব দৃষ্টে পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া হাসিলে, তাহারই বিশ্লিষ্ট ভাবদৃষ্টে পুত্র মরিয়াছে বলিয়া কাঁদিলে, ইহাই মায়া।

(৫) স্ত্রীকায়া বাস্তবিক অসুন্দর, তাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া মনে করি উহাই মায়া। কায়ার উপরের চামড়া উঠাইয়া নেও দেখিবে কি কুৎসিত; সেই কুৎসিতকে সুশ্রীর ন্যায় দেখা যাইতেছে যদ্বারা তাহাই মায়া।

(৬) অনাদিকাল এক ভোগে মত্ততাই মায়া। চতুরাবস্থাপন্না প্রকৃতি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে; দেব, যক্ষ, রক্ষে; মনুষ্য, কীট, পতঙ্গে, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত একই ক্ষণ স্থায়ী শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধ ভোগ ভোগাইতেছে; এই পরিবর্ত্তন শীল ভোগের জন্য কত কি করিতেছে, তাহা পাইবার জন্য আকুল হইতেছে, তাহারই বিয়োগে ব্যাকুল হইতেছে; অথচ নিত্য অবিকারী অনন্ত আনন্দের আধার সচ্চিদানন্দ পদার্থ নিকটেই রহিয়াচে, তাহা পাইবার নাম গন্ধও করে না তাহাই মায়া। এই মায়ার ইয়ত্তা কে করিবে? মায়া নিজেই তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না।

(৭) মায়া ত্রিগুণা। বেদান্তে যাহা মায়া, সাংখ্যে তাহা অব্যক্তা প্রকৃতি। মায়া, শক্তি ও প্রকৃতি একই। বেদান্ত যাহাকে মায়াবলে অর্থাৎ এই বাহ্য জগৎ মনের কল্পনা মাত্র এই আছে এই নাই তাহাই মায়া। সাংখ্য বলেন উহা প্রকৃতি, মনের কল্পনা নয়, উহা যথার্থ, কখন ব্যক্ত কখনও অব্যক্ত এই মাত্র বিশেষ। বেদান্ত মায়াকে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিমতি বলিয়া উল্লেখ করেন; সাংখ্য বলেন উহা প্রকৃতিরই রজ তম গুণ। বেদান্ত বলেন সংসার অলীক, সাখ্য বলেন সংসার ক্ষণিক।

(৮) মায়ার দুটী উপাধি যথা- বিদ্যা ও অবিদ্যা। শুদ্ধ সত্ব গুণিবিকাশ বিদ্যা নামে কথিত, আর রজ, তম গুণিবিকাশ অবিদ্যা বা অজ্ঞান নামে কথিত। ঐ বিদ্যাতে চিৎছায়া অহংতত্ত্বাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অবিদ্যাতে চিৎছায়া অহংতত্ত্বাত্মক জীব। ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যার তারতম্যে নানান্ জীবের নানান্ বিকাশ বা উপাধি বা কার্য্য হয়। হরিহরাদি জন্যঈশ্বর। জন্য ঈশ্বর সকল মায়াকে স্বায়ত্বে রাখিয়া জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই শক্তির অধীশ্বর, আশ্রয় ও প্রবর্ত্তক হইলেও খণ্ডশক্তির আশ্রয়ীভূত জীবাত্মা বিশ্বব্যাপিনী শক্তির অধিনায়ক পরমাত্মার সম্পূর্ণ অধীন। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ মাত্র। জীবের স্বকীয় শক্তির উপর আধিপত্য থাকিলেও বিশ্ব শক্তির উপর আধিপত্যের অভাববশতঃ তদ্বারা জগদ্ব্যাপারাদি বিভু কার্য্য নির্ব্বাহ

হইতে পারে না। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দুই উপাধি, এক আবরণ শক্তি, আর এক বিক্ষেপ শক্তি। অজ্ঞান যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে বুদ্ধি বৃত্তির আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রকাশ করেন তাহার নাম আবরণ শক্তি। আর যে শক্তিরূপ উপাদান কারণ দ্বারা লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করেন তাহারি নাম বিক্ষেপ শক্তি।

বিক্ষেপাবরণা শক্তির্দুরন্তা দুঃখরূপিণী।
জড়রূপা মহামায়া রজঃ সত্ত্ব তমোগুণা॥
সামায়াবরণা শক্ত্যাবৃতা বিজ্ঞানরূপিণী।
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপ স্বভাবতঃ॥

সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিগুণময়ী মায়া স্বরূপত জড়স্বরূপ, দুঃখরূপিণী ও দুরন্তা। এই মায়ার দুটী শক্তি আছে,--একটি বিক্ষেপ শক্তি, আর একটী আবরণ শক্তি। যে শক্তি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দূরে নিক্ষেপ করে তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি, আর যে শক্তি সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে তাহার নাম আবরণ শক্তি। এই অজ্ঞানরূপিণী মায়া আবরণ শক্তি দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আবৃত রাখিয়া বিক্ষেপশক্তিপ্রভাবে তাঁহাকেই জগদাকারে দেখাইয়া থাকেন।

মায়া জবনিকাচ্ছন্ন মজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ং।
ন লক্ষ্য সে মূঢ়দৃশা নটো নাট্য ধরো যথা॥

একই নট রঙ্গ ভূমে যেমন নানা সাজে সজ্জিত হয়, মূঢ়দৃষ্টী যারা, তারা যেমন নানা সাজে সজ্জিত নটকে চিনিতে পারে না; কেন চিনিতে পারে না? কারন পট আচ্ছাদিত থাকা হেতু; তদ্রূপ আবরণ বিক্ষেপকারী মায়া রূপ জবনিকা সংছন্ন হেতু আমাকে চিনিতে পারে না, তথাচ গীতা—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভি জানাতি লোকোমা মজমব্যয়ম্॥
প্রকাশ সর্ব্বত্রে নহি যোগমায়া সমাবৃত।
অজন্ম অব্যয় আমি, মূর্খলোকে অবিদিত॥

আগুণ যেমন সরাচাপা হেতু লোকলোচনের অন্তরালে থাকে, আমিও তদ্রূপ যোগ-মায়া দ্বারা সমাবৃত হেতু সকলের নিকট প্রকাশ পাই না। বুঝাগেল অজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম পদার্থ আবৃত থাকাতে এই বিশ্বভ্রম জন্মিয়াছে, ন্যায় বলেন সকলেই মায়াধন্দে অন্ধ হইয়াছে, মোহে ভ্রান্ত কল্পনা করিতেছে; যেমন দিবান্ধ উলুক সূর্য্যমণ্ডলে অন্ধকার কল্পনা করে; ইহারাও তাই, অভাব পদার্থ দ্বারা আবরণ কল্পনা করেন। ন্যায় বলেন,

জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান, অজ্ঞানের অভাব জ্ঞান; যেমন আলোর অভাব অন্ধকার, অন্ধকারের অভাব আলো, স্বতরাং অভাব পদার্থ আবরক হইতে পারে না, গীতা বলিতেছেন—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব স্বকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানে না বৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥
জ্ঞানেন তুতদজ্ঞানং যেষাং নাশিত মাত্মনঃ।
তেষামাদিত্য বজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥
নালন স্বকৃতি, পাপ, কারো বিভু কদাচন।
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান, তাহে মুগ্ধ জীবগণ ॥
আত্মার অজ্ঞান এই জ্ঞান দ্বারা হয় হত।
তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশে আদিত্য মত ॥

ইহা দ্বারা গীতা ন্যায় মত খণ্ডিত করিলেন, বেদান্ত, সাংখ্য ও গীতা অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, এক মাত্র ন্যায়ই অস্বীকার করেন। অজ্ঞানকে ন্যায় অভাব বলেন, বেদান্ত ও গীতা ভাব বলেন, সাংখ্য তাকে স্বভাব বলেন, অর্থাৎ প্রকৃতির তমগুণই অজ্ঞান।

(৯) এই বিশ্বচিন্ময়, জড় বলিয়া যে বোধ তাহাই মায়া। বেদান্ত বলেন মায়ার বিজৃম্ভণে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতে দ্বৈত প্রপঞ্চভান হইতেছে। একব্রহ্মই মায়া সাজে সজ্জিত হইয়া মায়িক অংশটুকুতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়; ভোক্তা, ভোগ্য; দ্রষ্টা দৃশ্যরূপে প্রতীত হইতেছে। এখন দেখা যাক্ মায়া দ্বারা কিরূপে দ্বৈত প্রপঞ্চ ভ্রম হইতেছে। অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি; মায়ার আসন ব্রহ্মবক্ষেই নির্দ্দিষ্ট আছে, রজগুণী মায়া চিন্ময় ব্রহ্মকে ক্ষোভিত করিলেন; ক্ষোভিত করিয়া আবরণাত্মক তম শক্তি দ্বারা প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন, তাহাতেই অদ্বৈতে দ্বৈতভান প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কিরূপ? বলা যাইতেছে, মায়ার বিক্ষোভনে চিন্মহার্ণবে সংসার তরঙ্গ ছুটিয়াছে, মায়ার শক্তি অসীম, এককে দুই দেখায়, সৎকে অসৎ বোধ করায়; দেখ ইহার ব্যাপার কি। ব্রহ্ম মুক্ত, জীব বদ্ধ। মুক্ত ও অমুক্তে যোগাযোগ রহিয়াছে, জীব ও ব্রহ্মে একসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে, অথচ ভিন্নের ন্যায় দেখাইতেছে, জীব মুক্তই হউক বা বদ্ধই হউক ব্রহ্ম-বিচ্যুতি নাই; জীব বদ্ধাবস্থায়ও তাঁহার সহিত যুক্ত আছে, মুক্ত হইলেও যুক্ত থাকিবে, সে কিরূপ? মনে কর একটি নিস্তরঙ্গ, নিষ্কল্লোল, ধীর, স্থীর, প্রশান্ত, কুলকিনারাহীন অগাধ পারাপার রহিত পারাবার বিস্তৃত রহিয়াছে। তুমি দেখিতেছ তরঙ্গহীন সাগরের জল সমস্ত এক ভাবাপন্ন,

যেন সব সমান, কেহ কাহারো সহিত বিভিন্ন নাই, পরস্পর মিলিত, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই, পরস্পর যোগ, পরস্পরা ক্রমে অসীম অনন্ত। হটাৎ সমুদ্র-বক্ষে মৃদু বাতাস বহিল, সমুদ্রও ঈষৎ চঞ্চল হইল, বাতাস আর একটু চড়িল সমুদ্রও কিঞ্চিৎ ক্ষোভিত হইল, ক্রমে পবন হিল্লোল প্রবল হইল, তরঙ্গও প্রবল হইল, পূর্ব্বে যাহাকে এক ভাবাপন্ন দেখিয়াছিলে, তাহাকে এখন ভিন্ন ভাবাপন্ন দেখিতেছ. যাহা সমান ছিল, তাহা বিষম ভাব ধারণ করিয়াছে, যাহা নিস্তরঙ্গ নিষ্কল্লোল ছিল, তাহা সতরঙ্গ সকল্লোল হইয়াছে. যাহা অভিন্ন ছিল তাহা ভিন্নবৎ প্রতীত হইতেছে. এই পবন কোথায় ছিল ? ইহা কি আগন্তুক ? না, ইহা সমুদ্র বক্ষেই ছিল. কাল বায়ুর রজগুণকে ক্ষোভিত করিয়া চালনান্তর সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিয়াছে তাহাতেই তরঙ্গ উঠিয়াছে, ঐ তরঙ্গ কোন স্থানে উঠিল ? সমুদ্রের সমতল ক্ষেত্রের উপরিভাগে উঠিয়াছে, সুতরঙ্গ, সকম্পিত জলের নিম্নে তাহার আশ্রয়স্বরূপ নিষ্কম্প নিস্তরঙ্গ জল রহিয়াছে, কারণ সেখানে পবনের প্রবেশ নাই, সুতরাং আলোড়নও নাই, তরঙ্গে নানারকম ছোট বড়, রঙ্গ, বিরঙ্গের বুদ্বুদ্ উঠিতেছে পড়িতেছে ; জলের অল্প বিস্তর তারতম্যানুসারে কোন বুদ্বুদ্ বড়, কোন বুদ্বুদ্ ছোট ; সূর্য্য কিরণ পতিত হওয়াতে রঙ্গ বিরঙ্গের বুদ্বুদ্ উঠিতেছে পড়িতেছে ; জলের অল্পবিস্তর তারতম্যানুসারে কোন বুদ্বুদ্ বড়, কোন বুদ্বুদ্ ছোট ; সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে রঙ্গ বিরঙ্গ ধারণ করিয়াছে, কোনটা লাল, কোনটা সবুজ। কিন্তু ঐ বুদ্বুদ্, ফেণিল, তরঙ্গ আকৃতিগত কার্য্যগত ভিন্ন হইলেও জলরূপে একই। তরঙ্গায়িত জল গভীর সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ জল ছাড়া নয়। যে বুদ্বুদ্ উঠিতেছে পড়িতেছে তাহা সমুদ্র বক্ষেই উঠিতেছে পড়িতেছে, তাহা সমুদ্রেরই জল, সমুদ্র ছাড়া নয়। অনিল হিল্লোলে এক জলকেই নানারূপ দেখাইতেছে, হিল্লোলিত অংশটুকুই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ; যেখানে হিল্লোল নাই, সেখানে অভিন্নই রহিয়াছে, সুতরাং অভিন্ন হইয়াও বিভিন্ন, বিভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। সমুদ্রবক্ষে যে স্থানে যে তরঙ্গ উঠিয়া ছুটিল, সেই স্থানে পরমুহূর্ত্তেই অন্য তরঙ্গ উঠিয়া অনন্তাভিমুখে ছুটিল ; উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি, উর্ম্মি তদুপরে ; তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়াছে। তুমি মনে করিলে তরঙ্গ গণিব, ইহার আদি অন্ত কোথায় দেখিব ; দেখার সাধ মিটিল না, অন্তের সীমা পাইল না ; অনন্তকাল দাঁড়াইয়া থাক অনন্তকালই দেখিবে তরঙ্গ উঠিতেছে, ছুটিতেছে, বিরাম বিশ্রাম নাই। যে দর্শক তরঙ্গের উঠা পড়া ছুটছুটি দেখিতেছে, সে নিজেও অনন্তকাল উঠাপড়া ছুটছুটি করিতেছে, তাহা তাহার বোধ নাই। দর্শক ঢেউ গণিতে পারিল না, কারণ তাহা অসংখ্য, আদি অন্ত খুঁজিয়া পাইল না। হে দর্শক ! তুমি কোন বস্তুর আদি অন্ত দেখিয়াছ ? তোমার নিজের আদি অন্ত দেখিয়াছ কি ? নিজের যদি আদি অন্ত না দেখিয়া থাক, তবে অন্যের আদি অন্ত দেখিতে চাহিও না ; যখন নিজের আদি অন্ত পাইবে, তখন অন্যেরও পাইবে। অগাধ অপরিসীম সমুদ্রবক্ষে এক স্থানমাত্র হিল্লোল উঠিয়াছে, যেখানে হিল্লোল নাই তাহা ধীর স্থির রহিয়াছে। সমুদ্রে যদি বাতাস বন্ধ

হইল, অমনি তরঙ্গ থামিয়া গেল; তরঙ্গ তখন নামরূপ ত্যাগ করিয়া, ফেণ বুদ্বুদ্ সঙ্গে লইয়া সমুদ্র বক্ষেই কিছুকালের জন্য লীন থাকিল; আবার বাতাস বহিবে, তরঙ্গ ছুটিবে আবার ফেণ বুদ্বুদ্ উঠিবে; এখন সমুদ্র কিছুক্ষণের জন্য প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। তুমি ইতিপূর্ব্বে যাহাকে বিভিন্ন রঙ্গবিরঙ্গ দেখিতেছিলে তাহা আর নাই, সব একাকার। যাহাকে দেখিয়া ভয় হইতেছিল তাহা আর নাই। এখন ঐ প্রশান্ত ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে এই প্রশান্তভাব পূর্ব্বে কোথায় ছিল? যাহা দেখিলে ভক্তিতে নতশির হইতে হয়, তাহা কি প্রকারে ভীতি জন্মাইতেছিল, তাহা কি প্রকারে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহা এখন কোথায় গেল? তদ্রূপ চিন্মহার্ণবে মৃদুমন্দ মায়ার হিল্লোল বহিল, মায়াকাল কর্ত্তৃক ক্ষোভিত হইয়া ঈষৎ চঞ্চল হইল, ব্রহ্মসমুদ্রও কিঞ্চিৎ আলোড়িত হইল, অমনি মহতত্ত্ব বিকাশ আসিল, ক্রমে ক্রমে মায়া গাঢ় হইল, অমনি অহঙ্কারের বিকাশ হইল; মায়া আরো প্রবল হইল, বিশ্বতরঙ্গ ছুটিল; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম তাহার ফেণিল; স্থাবর জঙ্গম, মনুষ্য দেবাদি তাহার ছোট বড় বুদ্বুদ্; নানা কর্ম্মরূপ উত্তাপে; ত্রৈগুণ্যের বৈষম্যে ছোট, বড়, রঙ্গবিরঙ্গ রূপ ধারণ করিয়াছে। সংসার তরঙ্গের নিম্নে ইহার আশ্রয়স্বরূপ ধীর, স্থির, নিশ্চল, নিষ্কম্প, মায়ার অপ্রবেশ্য চিন্ ক্ষিরোদার্ণব রহিয়াছে, ইহাই পুরুষসূক্তে --

এতাবানস্য মহিম্যাতো জ্যায়াঁংশ্চপুরুষঃ
পাদোস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালাত্মক যৎযাবৎ অনুভূত, অনুমিত ও অনুশ্রুত জগৎ, এই সমস্তই সেই সর্ব্বতোমুখ বিরাটের মহিমা অর্থাৎ মায়িকরূপ মাত্র, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অনেক বৃহৎ; যেহেতু ত্রৈকালীকভূত সমুদয়রূপী এই জগৎ ইহাঁর একপাদ মাত্র। অবশিষ্ট আরো তিনটি পাদ আছে, উহা অমৃতস্বরূপ। সেই অমৃতাত্মা পাদত্রয় ইহার স্বরূপে স্বপ্রকাশ অবস্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ আর তিনিটি পাদ মায়ার অতীত; সেখানে মায়ার প্রবেশ নিষেধ। বিশ্ব যখন একব্রহ্মেরই বিকাশ, তখন মায়া ক্ষোভিত ব্রহ্মাংশই বিশ্বের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; কিন্তু উভই এক; কনক কুণ্ডলের ন্যায়। কুণ্ডলের যেমন অন্তর্বহি কনক, অথচ স্থূল দৃষ্টিতে দুই বিভিন্ন নামধেয় বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অথচ এক; অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। মায়া বিক্ষোভিতচিৎ, স্থাবর জঙ্গমাদি অনন্ত বিশ্বরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; ত্রিগুণের অল্পবিস্তর তারতম্যানুসারে কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বুদ্ধি; কেহ অমল, কেহ সমল; কেহ দুর্ব্বল, কেহ সবল; কেহ হ্রস্ব, কেহ দীর্ঘ ইত্যাদি। হ্রস্বই হউক দীর্ঘই হউক; রঙ্গই হউক বা বিরঙ্গই হউক; ছোট হউক বা বড়ই হউক, যেরূপই ধারণ করুক কিন্তু সেই মহান্ চিন্‌ব্রহ্ম বিন্দুরই বিন্দু, ব্রহ্মবক্ষেই নানারূপ ধারণ করিতেছে; একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে; চিন্ সমুদ্র ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই; মুক্ত হও বা বদ্ধ থাক, চিন্‌সাগরেই থাকিতে

হইবে। মায়ামুক্তের সহিত মায়াবদ্ধের পূর্ণ যোগ, এক সূত্রে গ্রথিত, সূত্র ছাড়াইবার উপায় নাই, ছিন্ন করিবার সাধ্য নাই ; তাই গীতায় বলিয়াছেন—

মত্তঃপরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রেমণিগণাইব॥

আমা হতে ভিন্ন বস্তু নাহি কিছু হে ভারত।
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে মণিগণ মত॥

অনন্ত বিশ্ব তরঙ্গ চিন্‌বক্ষে একটার পর আর একটা ইত্যাদি প্রকারে অনাদি অনন্ত কাল অবিরাম উঠিতেছে, ছুটিতেছে, পড়িতেছে ; উঠিবে, ছুটিবে, পড়িবেও অনন্তকাল। তরঙ্গের ন্যায় বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠিতেছি, ছুটিতেছি, পড়িতেছি, একটু বিরাম বিশ্রাম নাই, স্বাস্থ্য নাই, সুখ নাই ; এত উঠা, ছুটা পড়ার মধ্যে কি সুখ থাকে? ব্রহ্মের উপরিভাগে মায়া বিক্ষোভিত অংশটুকু সকম্প, সচল ; মায়াতীত অংশ অগাধ, অনন্ত, নিশ্চল নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ ; অনন্ত বিশ্রাম, অনন্ত বিরাম, ধীর, স্থির, শান্ত, গম্ভীর, মহানন্দ, মহাসুখের, মহাশান্তির, মহামৃতের ক্ষীরোদার্ণব। ইহাই চিৎশক্তির একপাদ মায়ার খেলা ; ইহাই পুরুষসূক্তের ত্রিপাদূর্দ্ধ্বেমৃতং দিবি ; গীতায় বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতোজগৎ।

একপাদ বিভূতির ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে অণুমান॥

ব্রহ্মবক্ষে যে অংশ মায়ার বিকাশ হইয়াছে, সেই অংশেই বিশ্বরূপ তরঙ্গ উঠিয়াছে ; যেই মায়ার বিকাশ কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকিবে, তখন এই বিশ্ব চিন্‌বক্ষেই মায়া শয্যাতে লীন থাকিবে, তাহাই মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ে বিশ্বনামরূপ ত্যাগ করিয়া, স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণির কর্ম্মের ফলাফল সঙ্গে লইয়া কিছুকাল প্রকৃতি লীন থাকিবে। বিশ্ব প্রথম প্রকৃতি লীন ছিল, মায়ারূপ বাতাস পাইয়া মধ্যভাগে ব্যক্ত হইল, বাতাস বন্ধ হইলে পুনঃ লীন হইবে, তাই গীতা বলিয়াছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানিভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্রকাপরিদেবনা॥

আদিতে অব্যক্ত থাকে, মধ্যভাগে হয় ব্যক্ত ভূতগণ যত।
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ; তায় তরে কিবা বেদনা ভারত॥

মায়াও রহিয়াছে, ব্রহ্মও রহিয়াছে, কালও রহিয়াছে। পুনঃ মায়া ক্ষোভিত হইবে, পুনঃ সংসার উর্ম্মি ছুটিবে। অনন্ত চিন্‌ ব্রহ্মের যে অংশে মায়া বিক্ষোভিত হইয়াছে, সেই অংশে সংসার ব্যবহার চলিতেছে ; যে অংশে মায়ার হিল্লোল নাই, সে অংশ মহা-প্রলয়ের ন্যায় প্রকৃতি লীন রহিয়াছে। এই প্রকার মায়ার প্রতাপে অনন্ত বিশ্বের

কোন কোন বিশ্ব প্রকৃতি লীন থাকিতেছে, কোন কোন বিশ্ব ব্যবহারদশায় আসিতেছে; ইহাই মহামায়ার মহাখেলা; আমরা তাহার খেলনক; এ খেলা ভাঙ্গিবে কবে? গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করিলে মায়ারূপ বাতাস লাগিবে না, সুতরাং ছুটাছুটি উঠাপড়ার জ্বালায়ও জ্বলিতে হইবে না; সে সৌভাগ্য কার?

মুক্ত হও বদ্ধ হও চিন্ সমুদ্রেই ভাসিবে; মুক্ত হইলে উত্থিত পতিত হইবে না এবং ভীতও হইবে না; বদ্ধ থাকিলে তরঙ্গায়িত হইবে এবং ভীতও থাকিবে। এ তরঙ্গ, এ পতন নাশিবে কে? ভব কর্ণধার যে। এ মায়া রোধিবে কে? মায়াধীশ যে।

দৈবীহ্যেষাগুণময়ী মম মায়াদুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে॥

এই দৈবী গুণময়ী মম মায়া সুদুস্তর।
যে আমার শরণ লয়, তরে তারা নিরন্তর॥

মায়া বিক্ষোভিত উর্ম্মি উচ্ছ্বসিত চিন্মহাসাগরে নবীন ভানুর রক্তিমাভ রঞ্জিত হইতেছে, দেখ!

স্মরি সেই মহাগীতা, মহাগীতিকার, অর্জ্জুন! সম্বর শোক,
জান ভবগবান, এক অদ্বিতীয় সত্যং বিশ্ব বীজাধার;
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অব্যক্ত মহান্।
সচ্চিদানন্দের মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে
ছুটে মহা বিবর্ত্তনঃ প্রবাহ যখন,—
অব্যক্তির মহাব্যক্তি, আলোক বিকাশ
বিদ্যুতের,—হয় ব্যক্ত বিশ্বের কারণ।
ক্রমে সূক্ষ্ম বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থূলতর—
গ্রহ, উপগ্রহ, জীব,—হয় বিবর্ত্তিত।
ক্রমে স্থূল সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে অমর
কারণ সচ্চিদানন্দে, হয় নিবর্ত্তিত।
তিনি বিশ্বরূপ;—তিনি কারণে ঈশ্বর;
সূক্ষ্মেতে হিরণ্য গর্ভ; বিরাট আবার
স্থূল বিশ্বে। সৃষ্টি স্থিতি লয় নিরন্তর
হইতেছে বিবর্ত্তনে দেখ চক্রাকার!
দেখ ওই পারাবার! শান্ত ভাব তার।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব ভগবান।
মহাস্রোত,—বিবর্ত্তন; এ বিশ্ব সংসার,—

ঊর্ম্মিমালা ; জীব,—জলবিম্ব কর জ্ঞান ।
সিন্ধুগর্ভে স্রোত বলে তরঙ্গ ফেণিল
জন্মি, জন্মি জলবিম্ব যথা অগণন,
মিশাইছে সিন্ধুগর্ভে,—সলিলে সলিল ;
সিন্ধুর সলিল, শক্তি থাকিছে তেমন ।
তেমতি হিরণ্য গর্ভে অব্যয়, অক্ষয়,—
বিবর্ত্তন কারণের প্রবাহে জন্মিয়া,
অনন্ত জগৎ স্থূল, -তরঙ্গ নিচয়,—
আবার হিরণ্য গর্ভে যাইছে মিশিয়া
কল্পে কল্পে মহাচক্রে, জন্মে জন্মে আর
জীবগণ বিবর্ত্তন চক্রে ক্ষুদ্রতম ;
কালারম্ভে এক কর্ম্মী, এক কর্ম্ম আর,
এক মহা কর্ম্ম নীতি,—নীতি-বিবর্ত্তন ।
এই মহা কর্ম্মচক্রে, আছে নিয়োজিত,
জড় চেতনের কর্ম্ম-- চক্র ক্ষুদ্রতর ;
কর্ম্মফলে জীবগণ হইয়া চালিত
হয় আবর্ত্তিত চক্রে জন্ম জন্মান্তর ।
কর্ম্মফলে জন্ম, পার্থ ! মৃত্যু কর্ম্মফল ;
কর্ম্মফল সুখ দুঃখ । করিবে রোপণ
যেইরূপ বীজ, পাবে অনুরূপ ফল,
কুবৃক্ষে সুফল নাহি ফলিবে কখন ।
জন্মিয়া সচ্চিদানন্দে, সৃজি চরাচর,
ছুটেছে সচ্চিদানন্দে চক্র বিবর্ত্তন ।
সেই সৎচিদানন্দে গতি নিরন্তর,
জড় চেতনের মহাধর্ম্ম সনাতন ।
কর কর্ম্ম, এই গতি করি অনুসার,—
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর ।
কর কর্ম্ম, এই গতি প্রতিকূলে আর,—
পশুত্ব—জড়ত্ব—পাবে জন্ম জন্মান্তর ।
দেখ বিবর্ত্তন গর্ভে করে আকর্ষণ
জীবে জীব, জলে জল ! হইবে অঙ্কিত
কর্ম্মফলে যে প্রকৃতি আত্মায় যখন,

সেইরূপ ক্ষেত্রে আত্মা হবে আকর্ষিত
জন্মান্তরে। কর ঊর্দ্ধে ইষ্টক ক্ষেপণ,
পৃথিবীর আকর্ষণ হইলে অতীত,
পড়িবে না; সেই গ্রহে করিবে গমন,
সেই গ্রহ আকর্ষণে হইবে পতিত।
থাকে যদি পশু আকর্ষণ, প্রবৃত্তি জড়ের,
পশুত্বে জড়ত্বে তব হইবে জনম।
থাকে দেব আকর্ষণ, প্রকৃতি দেবের,
দেবলোকে, শ্রেষ্ঠলোকে করিবে গমন।
এই বিবর্ত্তন গতি,—জগৎ মঙ্গল,—
কর প্রতিরোধ, হও অধর্ম্মে পতিত,
বিবর্ত্তন মহাশক্তি দিয়া কর্ম্মফল
যাইবে বহিয়া করি তোমায় পেষিত;
এইরূপে লভি গতি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর,
হইলে জীবাত্মা সৎচিদানন্দময়,
মিশাইবে রবিকরে বর্ণহীন কর,
হবে বিম্ব বারি মহা পারাবারে লয়।
এইরূপে সচ্চিদানন্দে সৃষ্ট বিবর্ত্তনে,
এইরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিত চরাচর;
এরূপে সচ্চিদানন্দে লয় বিবর্ত্তনে
হইতেছে চরাচর কল্প কল্পান্তর।

শক্তি।

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার কর্ম্মক্ষেত্র। ইহার যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় কার্য্য। ঊর্দ্ধে অসীম আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে কার্য্য। কি প্রখর করশালী সূর্য্যাদি গ্রহগণ, কি সুধাকর শশধর, কি নক্ষত্র-নিকর, কি মহাসমুদ্র কি মহাবিশ্ব, সকলেই নিজ নিজ নিয়মিত পথে অনন্তলক্ষে কেন্দ্রাভি-মুখাকর্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। অধোদিকে দৃষ্টি কর, নিখিল ভূমণ্ডল জল-নিধি, শৈল, কানন, গ্রাম, নগর, মরুভূমি, প্রান্তর, জীবনিকরের সহিত নিরন্তরালভাবে

অবিচ্ছেদে স্বীয় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। চরাচরে কাহা-রও লক্ষ্যচ্যুতি নাই, কর্ম্মে বিরাম নাই। কি জড় জগৎ, কি চেতনজীবনিচয় সকলেই স্ব স্ব গন্তব্যপথে কার্য্যক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। অপরিমেয় অম্বুরাশিও কার্য্য করিতেছে, সামান্য নদনদী নির্ঝরিণীও কার্য্য করিতেছে; গিরি মরু স্থাবর সংঘও কার্য্য করিতেছে, তরুলতাদি উদ্ভিদ সমূহও কার্য্য করিতেছে; কীট, পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জঙ্গম প্রাণিগণও কার্য্য করিতেছে, উৎকৃষ্ট জীব মানবমণ্ডলীও কার্য্য করিতেছে। সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা গুণ বিভাগ হইয়াছে। সকলের কার্য্য এক রকম নহে, সেই জন্য সকলে এক শ্রেণীভুক্তও নহে। মসীজীবির কার্য্য আর কুম্ভকারের কার্য্য এক নহে, কাজেই শ্রেণীও এক নহে। গীতাশ্রুতি যথা—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগুর্ণৈঃ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদের বীরর্ষভ!
স্বভাব সম্ভূতগুণে প্রবিভক্ত কর্ম্মসব॥

জড়জগতের কার্য্য জড়রূপে প্রতিভাত, চেতন জগতের কার্য্য চেতনাত্মকরূপে প্রকাশিত। জড়ের কার্য্যে কেবল সত্য ও উন্নতির ভাব কিঞ্চিৎ স্ফুরিত হইলেও তাহাতে জ্ঞান বা সুখের ছায়ামাত্র পরিদৃষ্ট হয় না; কিন্তু চেতন জগতের কার্য্যে প্রতিপদেই সত্য ও উন্নতির সহিত জ্ঞান ও সুখের পূর্ণ আভাস প্রতীত হইয়া থাকে। জীবের নিখিল কার্য্যই উন্নতি লক্ষে সুখোদ্দেশে সুখময়ী প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সমাহিত হইতেছে। জীবের কার্য্য সমূহের প্রতি স্তরেই উন্নতি ও সুখের আকাঙ্খার মিশ্রণ সংলক্ষিত হই-তেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেহই নিজের সম্পূর্ণ উন্নতি ও সুখ দেখিতে পায়না। সকলেই আপন আপন অভাবের স্মৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া অসুখী। বহির্জগতে অন-বরত কার্য্য চলিতেছে, আবার অন্তর্জগতেও নিরবে কাম ক্রোধ প্রভৃতি কার্য্য করি-তেছে। অবিরাম কর্ম্মচক্র ঘুরিতেছে। বিশ্ব কর্ম্ম রহিত এক মূহুর্ত্তের তরেও নাই, অনবরতই কর্ম্ম। কর্ম্মের মূল কি? তাবন্তক্রিয়ার মূলই শক্তি। এই বিশ্ব শক্তির কার্য্য, শক্তির রঙ্গ, শক্তির খেলা। কর্ম্মময় জগৎ সুতরাং শক্তিময় জগৎ। শক্তি ও ক্রিয়াতে মাখামাখি। শক্তি ক্রিয়া ছাড়িয়া নাই, ক্রিয়া শক্তি ছাড়িয়া নাই। শক্তি ক্রিয়া ছাড়িলে তাহার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না, এবং শক্তি ছাড়া ক্রিয়াও হইতে পারে না। শক্তি আব্রহ্ম তৃণকে ক্রিয়োন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে। অচেতন জড় তৃণাদির মধ্যেও নিরন্তর কার্য্য চলিতেছে। জড়জগৎ জড় জগতকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে, চেতন

চেতনকে আকর্ষণ করিতেছে। শক্তিবশে কি জড় কি চেতন নিরন্তর কার্য্য করিতেছে, স্থাবর.জঙ্গম নিরন্তর অবশে কর্ম্মে ব্যাপৃত।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্মসর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ॥

অকর্ম্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিৎ,
স্বভাবগুণেতে সবে হয় কর্ম্মে নিয়োজিত,

যে প্রকৃতিবশে, যে শক্তি আবেশে কেহই কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারিতেছে না, সেই প্রকৃতি সেই শক্তি কি? কোন পদার্থের নাম শক্তি?

(১) আমি ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি, ভাবনা চিন্তা জ্ঞান ক্রিয়া, ভাবিতেছি, বা চিন্তা করিতেছি বলিলেই বুঝা যাইতেছে জ্ঞান কার্য্য করিতেছে। কার্য্যমাত্রই শক্তি সাধ্য। জ্ঞান কার্য্য করিতেছে, বলিলেই বুঝা যাইতেছে আত্মশক্তির স্ফূর্ত্তি হইতেছে বা শক্তি কার্য্য করিতেছে, সুতরাং আত্মা যদ্দারা চিন্তারূপ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে বা জ্ঞান যদ্দারা ভাবনারূপ কর্ম্ম নিস্পন্ন করিতেছে তাহাই শক্তি। ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের যাহা কারণ তাহাই শক্তি।

(২) যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য অর্থাৎ কার্য্যের যাহা পূর্ব্বাবস্থা বা কারণ, কারণের যাহা আত্মভূত তাহারই নাম শক্তি। শক্তির যাহা আত্মভূত তাহা কার্য্য।

(৩) সামর্থ বাচী শক্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া শক্তি নিস্পন্ন হইয়াছে। যাহা কার্য্য শক্ত বা কার্যক্ষম তাহাই শক্তি। শক্যতে জেতুম অনয়া সা শক্তি। শক্তি কায়জনন সামর্থ, তাহা চারিপ্রকার—(ক) সামর্থ, (খ) প্রভাব, (গ) উৎসাহ, (ঘ) মন্ত্রশক্তি।

প্রথম সামর্থ।—সময়ে সময়ে দেখা যায় অগ্নির দাহিকাশক্তি, বিষের বিষশক্তি, বিষ মন্ত্রৌষধি দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়। অগ্নির সহিত আমাদের দেহের সংযোগ হইলেই আমাদের দেহকে দগ্ধ করে, যাহা আমাদের দেহকে দগ্ধ করে, তাহা অগ্নির দাহিকা শক্তি, কিন্তু শক্তিমান পুরুষ অগ্নির দাহিকা শক্তিকে প্রতিবদ্ধ করিতে ক্ষমবান হইয়া থাকেন। যতখানি বিষ খাইলে তুমি আমি মরি, এমন লোক ঢের আছে তাহা হইতে অধিক বিষ খাইলেও মরে না। প্রহ্লাদকে অগ্নিতে ফেলিয়াছিল; বিষ খাওয়াইয়াছিল, তাহাতে সে মরে নাই। বশিষ্ঠদেব অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে নাই সীতার অগ্নি-পরীক্ষা। যে ব্রহ্মাস্ত্রে জগৎ ভস্মীভূত হয়, যে বৈষ্ণবাস্ত্রে বিশ্ব ধ্বংস হয়, যে পাশুপতাস্ত্রে জগতের প্রলয়দশা উপস্থিত হয়, সেই সব সংহার শক্তি ভীষ্মশক্তির নিকট প্রতিহত হইয়াছিল। ইহাই সামর্থ বাচী শক্তি।

দ্বিতীয় প্রভাব বাচী।—যাহা প্রভুত্ব সাধক তাহাই প্রভাববাচী যথা—কোষ, দণ্ড, সৈন্য, সামন্ত ইত্যাদি প্রভুত্ববাচক প্রভুশক্তি।

তৃতীয় উৎসাহ বাচী।—বিক্রমের দ্বারা নিজশক্তির যে বিস্ফূরণ যেমন দুই মণ ভার নিতে উৎসাহ করা তাহাই উৎসাহ শক্তি।

চতুর্থ মন্ত্রবাচী—গীতাপাঠ, বেদপাঠ, মন্ত্রজপ, সন্ন্যাবন্ধনাদি মন্ত্র শক্তি।

(৪) যাহা ত্রিগুণের একাধার তাহাই শক্তি। শক্তি ত্রিগুণা অর্থাৎ সত্ত্ব—রজ-তম গুণা, গুণ কারে বলি? গুণ শব্দে রর্জ্জু, যদ্বারা বন্ধন করা যায়। আমরা যেমন রজ্জু দ্বারা কোন পদার্থ বাঁধি, শক্তিও যদ্বারা সংসার বাঁধে তাহার নাম গুণ। এক গাছা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে হালকা হয়, কিন্তু তিনগাছা রজ্জু দিয়া বাঁধিলে দৃঢ় হয়। শক্তিও ত্রিগুণে অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ-তম গুণে জগৎকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তাই শক্তি ত্রিগুণা। এক গুণের বন্ধ নই খোলা যায় না, ত্রিগুণের বন্ধন খোলে কার সাদ্ধি। ত্রিগুণ জীবকে কিরূপে বন্ধন করিয়াছে শুণ—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিন মব্যয়ম্॥
সত্ত্ব, রজ, তনগুণ প্রকৃতি সম্বভ সব,
অব্যয় দেহীকে দেহে নিবদ্ধ করে পাণ্ডব।

সত্ত্বগুণের বন্ধন—তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ॥
নির্ম্মলত্ব হেতু সত্ত্ব প্রকাশক অনাময়,-
সুখ সঙ্গে, জ্ঞান সঙ্গে করে বদ্ধ ধনঞ্জয়!

রজগুণের বন্ধন—রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নি বধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম সঙ্গেন দেহিনম্॥
তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভূত রাগাত্মক রজোগুণ,
দেহীকে কর্ম্মের সঙ্গে করে বদ্ধ হে অর্জ্জুন।

তমগুণের বন্ধন—তমস্ত্ব জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্ব দেহিনাম্।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নি বধ্নাতিভারত॥
সর্ব্বদেহী মোহকারী জ্ঞান অজ্ঞানজতমঃ,
প্রমাদও নিদ্রালশ্যে করে বদ্ধ, অরিন্দম।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণিভারত।
জ্ঞানমাবৃত্যতুতমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥
সত্ত্ব সুখে, রজঃ কর্ম্মে, করে পার্থ সংশ্লেষিতং
আবরিয়া জ্ঞান, তমঃ প্রমাদে করে পতিত ॥
নতদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবিদেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃস্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥
নাহি পৃথিবীতে, দিবে, দেবগণে কদাচন ;
প্রকৃতিজ এই তিন গুণমুক্ত যেইজন।

বিশ্বে সমস্তই ত্রিগুণে বদ্ধ, ভুলোকে, স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন জীব নাই যে, প্রকৃতি হইতে জাত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত! পরমাত্মা ব্যতিত, অনাত্ম কোন বস্তুই ত্রিগুণময় মায়াপাশ বন্ধন এড়াইতে পারে না। তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ রজ্জুতে গ্রথিত রহিয়াছে।

ত্রিবেণী।

বেণি শব্দে বন্ধন। ত্রিগুণের বন্ধনের নাম ত্রিবেণী। বেণী দুই প্রকার—যুক্তবেণী ও মুক্তবেণী। যোগস্থানের নাম যুক্তবেণী, মুক্তস্থানের নাম মুক্তবেণী। সত্ত্ব-রজ-তমের সঙ্গম স্থান বা গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থানের নাম ত্রিবেণী। সংসারপক্ষে যুক্ত ত্রিবেণী—যে যায়গায় সত্ত্বগুণী গঙ্গা, রজগুণী সরস্বতী ও তমগুণী যমুনার সহিত যুক্ত হইয়াছে। আর মুক্তবেণী—যে যায়গায় সত্ত্বগুণী গঙ্গা রজ তমগুণকে ত্যাগ করিয়া গুণাতীতে মিলিবার চেষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ সত্ত্বগুণী গঙ্গা, রজ ও তমগুণী সরস্বতী ও যমুনাকে ছাড়িয়া দিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে! জীবপক্ষে—সত্ত্ব, রজ ও তম জীবকে যে যায়গায় বন্ধন করিয়াছে তাহাই যুক্ত ত্রিবেণী অর্থাৎ সংসার। আর জীবকে যে যায়গায় ছাড়িয়া দিয়াছে তাহাই মুক্ত ত্রিবেণী অর্থাৎ ক্রম মুক্ত স্থান। ইহাই রূপকে ত্রিশক্তির যোগ যুক্ত ত্রিবেণী রূপে বর্ণিত হইয়াছে। রূপকে বর্ণিত আছে, আকাশ হইতে গঙ্গা পতিত হইয়া হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান ভেদ করিয়া, যুক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে আসিয়া যোগ হইয়াছে ইহাই যুক্ত ত্রিবেণী। জীবপক্ষে—জীব ব্রহ্মাকাশ হইতে পতিত হইয়া মহতত্ত্বাদি ভেদ করিয়া সংসারে আসিয়া সত্ত্ব, রজ ও তম ত্রিগুণের সহিত যোগ হইয়াছে, সংসারই জীবের যুক্ত ত্রিবেণী।

যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহাই মুক্ত ত্রিবেণী। এই মুক্ত ত্রিবেণীতে সরস্বতী ও যমুনাকে ছাড়িয়া, গঙ্গা সাগরাভিমুখে উন্মত্ত গতিতে, নিজ প্রিয়সখাসহ আলিঙ্গন করিতে, চির পিপাসা, চির জ্বালা জুড়াইতে, চিরব্যথার কথা কহিতে সাগরাভিমুখে ছুটীয়াছ। যতই নিকটে যাইতেছে, ততই আনন্দ বেগ, উথলিয়া উঠিতেছে, আনন্দ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, শেষে আনন্দে আটখানা হইয়া শতমুখে সহস্রমুখে প্রিয়সখাকে আলিঙ্গন করিল, সহস্রমুখে সহস্র রসপান করিয়া জীবন জুড়াইল, চির পিপাসিত প্রাণ শীতল করিল।

গঙ্গাপক্ষে—গঙ্গা আকাশ হইতে পতিত হইয়া কিছুকাল গতির পর, ত্রিবেণীতে যোগ হইয়াছেন। জীবপক্ষে—জীব ব্রহ্মাকাশ হইতে পতিত হইয়া মহত্তত্ত্ব ভেদরূপ গতির পর সংসারে আসিয়া যোগ হইয়াছে। গঙ্গাপক্ষে—ত্রিবেণীতে যোগ হইয়া কিছুকাল ভোগানন্তর মুক্ত ত্রিবেণীতে আসিয়া মুক্ত হইয়া সাগরাভিমুখে ছুটীয়াছে, যতদিন সাগরে পতিত না হইবে, ততদিন তাহার গতির বিরাম নাই। জীবপক্ষে—জীব ব্রহ্মাকাশ হইতে পতিত হইয়া সংসারে আসিয়া কিছুদিন ভোগানন্তর ব্রহ্মার্ণবাভিমুখে ছুটিবে, যতদিন চিন্মহার্ণবে পতিত না হইতেছে, ততদিন তাহার ছুটাছুটির বিরাম নাই, গতিরও বিশ্রাম নাই। গঙ্গাপক্ষে যুক্তত্রিবেণী প্রয়াগ, জীবপক্ষে সংসার। গঙ্গাপক্ষে মুক্ত ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া, জীবপক্ষে মুক্তত্রিবেণী ক্রম মুক্তস্থান মহর্লোক বা ব্রহ্মলোক। এই মুক্ত ত্রিবেণী ক্রম মুক্তস্থানে জীবন্মুক্তেরা দাঁড়াইয়া আছেন, এখন পর্য্যন্ত চিন্মহার্ণবে পতিত হয় নাই, পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। গঙ্গা যেমন মুক্ত ত্রিবেণী ছাড়িয়া যতই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি হইতেছে, ততই তাহার বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে, শেষে অতি বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র মুখ ধারণ করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে; জীবন্মুক্তেরাও মহর্লোক নামক মুক্তত্রিবেণী ছাড়িয়া যতই চিন্মহার্ণবের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই আনন্দ বেগ বাড়িতেছে, জীবন্মুক্তেরা মহর্লোক ছাড়িয়া জনলোক, জনলোক ছাড়িয়া তপলোক, তপলোক ছাড়িয়া ব্রহ্মার্ণবের অতি নিকটে ব্রহ্মলোকে আসিয়া সহস্রানন্দ মুখী হইয়া শীঘ্রই অনন্ত নিত্যানন্দ চিৎসমুদ্রে পতিত হইবেন।

সত্ত্বগুণ বা শান্তবৃত্তি।—এই সত্ত্ব লঘু, প্রকাশ ও সুখ শক্তি বিশিষ্ট প্রসন্নতা, স্বচ্ছতা বহুভেদ থাকিলেও সামান্যতঃ সুখাত্মক বলা হইল।

লঘু—যে ধর্ম্মের দ্বারা উদ্গমন বা ঊর্দ্ধ গতি হয় সেধর্ম্ম লঘুনামে পরিভাষিত। অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বাষ্পে উদ্গতি, বায়ুর তীর্য্যক গতি, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ সমস্তই সত্ত্বের কার্য্য।

প্রকাশ—যাহাদ্বারা জ্ঞানের আবরণ (অজ্ঞান, ঢাকা) নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়েও চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব গৃহীত হয় তাহা প্রকাশ নামের নামী। বুদ্ধির প্রকাশ সত্ত্ব,স্ফটিকের ও কাঁচের প্রতিবিম্ব গ্রাহিত্ব ও বস্তুপ্রকাশত্ব, জ্ঞানের অজ্ঞান নাশকত্ব, তেজের প্রকাশ (আলোক) সত্ত্ব, দিনের বস্তুপ্রকাশ সত্ত্ব, সমস্তই সত্ত্বের মহিমা ইহা অবধারণ করিবে।

সত্ত্ব গুণাবলম্বী মহাত্মারা ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্রকায় হইতে সমর্থ হন। এই সব গুণীশাস্ত বৃত্তিতে ব্রহ্মের সৎ-চিৎও আনন্দ তিন গুণেরই প্রকাশ আছে।

অভয়, অক্রোধ অনসূয়া, অতন্দ্রিতা, অসং মোহ, অচপলতা, অকার্পণ্য, অস্পৃহতা অচঞ্চলতা, অসংরম্ভ, অহিংসা, অসম্ভ্রম চিত্ততা, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, অনাশক্তি, আনন্দ, আরোগ্য, আচার, আনৃন্স, আত্মরতি, আর্জ্জব, উৎসাহ, উন্নতি, ঔদাসীন্য, জ্ঞান, তিতিক্ষা ত্যাগ, তুষ্টি, তপস্যা, দম, দক্ষতা দান, ধৈর্য্য, ধৃতি, নির্ম্মমত্ব, পরোপকারিতা, পরকৃত ইষ্ট ও অনিষ্টের ও বিয়োগের অবিকম্পনা, পাপ কার্য্যনিবৃত্তি, প্রীতি, বদান্যতা, বিনয়, বিশ্বাস, বিবেক, বুদ্ধি, ব্রহ্মচর্য্য, মমতা, মার্দ্দব, মেধা, লজ্জা, শম, শুদ্ধত্ব, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধধানতা সত্য, সমতা সন্তোষ, সরলতা সর্ব্বভূতে দয়া, স্বার্থপরহীনতা, স্মৃতি, হর্ষ, ক্ষমা এই সব সত্ত্ব গুণ বৃত্তি।

সর্ব্ব দ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥
এই দেহে সর্ব্বদ্বারে হয় পার্থ! প্রকাশিত,
জ্ঞান যবে তখনই সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত।
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তম বিদাং লোকান মলান্ প্রতিপদ্যতে ॥
যখন বৰ্দ্ধিত সত্ত্ব, মরে যদি দেহিগণ,
সে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা করে নির্ম্মল লোকে গমন।

রজগুণ বা ঘোর বৃত্তি।—

এই রজগুণ গুরু লঘুর সমাবেশ সাধক, উপষ্টম্ভক, বাধা ও বলের সমাবেশকারক, চলনশীল। উপষ্টম্ভক প্রবৃত্তাত্মক, যে শক্তিতে উত্তেজনা, প্রেরণা বা কার্য্যোন্মুখতা জন্মে সেই শক্তি উপষ্টম্ভক। চলনশীল বস্তু উপষ্টম্ভক; অগ্নি যে প্রসর্পিত হয়, বায়ু যে প্রবাহিত হয়, মন যে চঞ্চল থাকে, কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ যে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ধাবিত হয়, রজের উপষ্টম্ভকতা তাহার কারণ। উষা ও সন্ধ্যা রজগুণাত্মক! কারণ রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণ উষা, দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ সন্ধ্যা। উষা রাত্রির গমনরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া রাত্রিকে দূর করে, আর দিনকে আগমনে উত্তেজিত করিয়া দিনকে আগমন করায়।

ঘোরবৃত্তিতে ব্রহ্মের সৎ ও চিতের প্রকাশ বেশী, আনন্দের প্রকাশ অতি কম।

অধৈর্য্য, অবষ্টম্ভক, অত্যাগিত্য, অকারুণ্য, অসৎকার, অহঙ্কার, অতিবাদ, অনার্জ্জব, অভিলাষ, অবিশ্বাস, অধ্যাপন, অখ্যাতি, আক্রমন, আজ্ঞাপালন, ইচ্ছা, ঈহা, অতিমমতা,

উপহাস, কলহ, কাম, ক্রোধ, খলতা, গর্ব্ব, চেষ্টা, চঞ্চল, চিন্তা, গৌরব, দম্ভ, দর্প, দুঃখ, দ্বেষ, স্তুতিপ্রিয়তা, নিন্দা, নির্দ্দয়তা, নৃত্যগিতাদিতে আসক্তি, নমস্কার, নিগ্রহ, পরবিত্ত-হরণ, পরিতাপ পরুষতা, পরাপবাদরতি, ক্রীড়া, প্রবর্ত্তক, প্রতিগ্রহ, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত, প্রশংসা, প্রতাপ, পরিবার পোষণ, পরিচর্য্যা, বধ, বন্ধন, বষট্‌কার, বল বিবাদ, বিগ্রহ, ভেদ, ভোগ, মদ, মান, মাৎসর্য্য, মর্ম্মপীড়ন,মিথ্যা, যজন, যাজন, রতি, রূপ, রাগ, রাত্রি-জাগরণ, লাল রং, লজ্জানাশ, শৌর্য্য, সজ্ঘাত, সন্তাপ, সন্ধি, সেবা, সৌন্দর্য্য, স্বাহাকার, স্বধাকার, স্তুতি, স্ত্রৈণতা, হিংসা হেতুবাদ, এই সব রজবৃত্তি।

ইচ্ছা শক্তি রজরূপা সাচসৃষ্টিস্বরূপিণী।
কথ্যতে রজগুণ স্তেন মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

ইচ্ছা শক্তি রজরূপিণী এবং সাক্ষাৎ সৃষ্টিস্বরূপিণী বলিয়া তত্ত্বদর্শী মুনিগণ অভিহিত করেন।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা॥
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥
লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্যম, কর্ম্মেতে অশান্ত স্পৃহা,
রজগুণে হয় বৃদ্ধি, হে ভারত শ্রেষ্ঠ! ইহা।
রজসি প্রলয়ং গত্বাকর্ম্ম সঙ্গিষুজায়তে।
রজোগুণে হলে লয়, জন্মে কর্ম্মাসক্ত ঘরে॥

তম গুণ বা মূঢ় বৃত্তি।

এই তমঃ গুরু, আবরক অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক ও মোহরূপী।

গুরু :—যাহা চলনের বা গতির বাধাদায়ক, নিরন্তর চলনের নিয়ামক তাহা গুরু। প্রকাশ হওয়া যাহার স্বভাব বা ধর্ম্ম তাহাকে যে প্রকাশ হইতে দেয় না, অভিভূত রাখে তাহাও গুরু। আবরণ, অজ্ঞান, অন্ধকার বা রাত্রি, এ সকল তমোগুণের গুরু ধর্ম্মের মহিমা। সত্ত্ব ও তমঃ নিশ্চল, রজ তাহাদিগের পরিচালিত করে। অতএব চলন স্বভাব রজ যাহাতে সর্ব্বথা বা অনিয়মে পরিচালিত না হয় তমঃ তাহার উপায় বিধান করে। রজঃ পরিচালক সত্য, পরন্ত তাহারও তম সত্ত্বকে যথেচ্ছ পরিচালন করিবার সামর্থ নাই। প্রত্যুত তমঃ স্বীয় গুরুতার দ্বারা রজের পরিচলনা শক্তি পরিমিত করিয়া রাখে, অপরিমিত হইতে দেয় না।

মূঢ় বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তের প্রকাশ আছে, চিৎ ও আনন্দের প্রকাশ নাই। তমগুণ পিত্ত সংযুক্ত হইলে মূর্চ্ছা জন্মায়, বাতশ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে তন্দ্রা জন্মায়, শ্লেষ্মার সহিত সংমিলিত হইলে নিদ্রা জন্মায়।

অস্মৃতি, অজ্ঞান, অপ্রকাশ, অকর্ম্মশীলতা অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, অক্ষমতা, অপাত্রে দান, অজ্ঞাতনৃত্য, আলস্য, তন্দ্রা, স্তম্ভ, দৈন্য, দিবাস্বপ্ন, ধর্ম্মবিষয়ে দ্বেষ, কালহং, নিদ্রা, নাস্তিকতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, পরিশ্রম, প্রমাদ, বিষাদ, বৃথাচিন্তা ভয়, ভোজনে অপর্য্যাপ্তি, মরণ, মেধাহীনতা, মোহ, লোভ, শোক, স্বপ্ন।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥
অবিবেক, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ, তেমন,
তমোগুণে হয় সব বর্দ্ধিত কুরুনন্দন।
তথা প্রলীন স্তমসি মূঢ় যোনিষুজায়তে,
মূঢ় যোনি হয় প্রাপ্ত, তমোগুণে যদি মরে।
কর্ম্মণঃ সুকৃত স্যাহুঃ সাত্তিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানঃ রজসোলোভ এবচ।
প্রমাদ মোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেবচ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসা।
জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থো অধোগচ্ছন্তি তামসা॥
সুকৃত কর্ম্মের পার্থ সাত্তিক ফল নির্ম্মল,
রজসের ফলদুঃখ, তমের অজ্ঞান ফল।
সত্ত্ব হতে জন্মে জ্ঞান, রজ হতে লোভোদয়;
প্রমাদ, অজ্ঞান, মোহ, তমঃ হতে ধনঞ্জয়।
সাত্বিকেরা যায় ঊর্দ্ধে, রহে মধ্যে রাজসিক,
করে অধোগতি লাভ, হীন বৃত্তি তামসিক।

এই সত্ত্ব, রজ ও তম অব্যক্ত প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে ও ব্যক্ত প্রকৃতিতে ব্যক্তভাবে আছে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম সকল জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই আছে, এমন কি সামান্য তৃণ শরীরে অল্পাধিক পরিমাণে আছে জগতে যে ত্রৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যই তাহার কারণ, প্রকৃতিই সকল জগতের কারণ, জগৎ তাহার কার্য্য কারণে যাহা না থাকে কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না। গুণত্রয়ের অভিভাব্য—অভিভাবক ভাব একটি ধর্ম্ম আছে

পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করে, খাট করে, নিয়মযুক্তকরে এবং সকলেই সকলকে বাধা দিবার চেষ্টা করে। সত্ত্ব প্রবল হইলে যথাসম্ভব রজ ও তম অভিভূত হয়; তমঃ প্রবল হইলে তাহা রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতিভারত।
রজঃ সত্ত্ব, তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বঃ রজস্তথা।
জন্মে সত্ত্ব, রজতমে করি পার্থা। অভিভূত;
রজসত্ত্বতমে; তমঃ সত্ত্বরজে কুন্তিসুত।

একজন মনুষ্যকে কখন সৎ কখন অসৎ কার্য্য করিতে দেখা যায়, গুণত্রয়ের বিষমতাই তাহার কারণ। গুণত্রয়ের অভিভাব্য অভিভাবক ভাব থাকাতেই ঈদৃশ বৈষম্য-কার্য্য একাধারে দৃষ্ট হয়। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যকালে যাহাকে সৎকার্য্য করিতে দৃষ্ট হইতেছে, রজগুণের প্রভাবকালে তাহাকেই লৌকিক কার্য্যে ব্যাপৃত দর্শনপথে পতিত হইবে, আবার তমগুণের প্রবলতা সময়ে সেই ব্যক্তিই অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। দেখিতে পাইবে, ইহার কারণ? রজস্তমশ্চাভিভূয়ই ইহার কারণ।

পৌরাণিক আখ্যায়িকারূপকছলে গুণত্রয়ের অভিভাব্য অভিভাবক ভাব অতি মধুরে, বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

শুদ্ধ বিকাশ বা কেবল বিনাশ জগতে কোথাও ঘটে না—প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটিতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার ভাব বিকারের সকল অবস্থাতেই বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই বিরাজমান; তবে বিনাশ বা তিরোভাব বিকারাপেক্ষায়, বিকাশ বা আবির্ভাব বিকারের মাত্রা যখন যে পদার্থে অধিক হয়, তখন আমরা তৎ-পদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে বিকাশ বা আবির্ভাব বিকারাবস্থা এবং যখন যে পদার্থের বিনাশ বা তিরোভাব বিকার প্রবল হইয়া উঠে তৎপদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে বিনাশ বা তিরোভাব বিকারাবস্থা বলিয়া বুঝিয়া থাকি। প্রবৃত্তি বা আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণাম পর্য্যায়ক্রমে নিত্যভাবেই চলিতেছে, জগৎ ক্ষণ-কালের জন্যও আবির্ভাবাদি পরিণাম বা প্রবৃত্তি শূন্য নহে। কোন জাগতিক পদার্থই বস্তুতঃ মুহূর্ত্তের জন্যও একভাবে নাই, গুণত্রয়ের জয় পরাজয় অবিরাম পরিবর্ত্তিত হই-তেছে। ইহাই রূপকচ্ছলে পুরাণে বর্ণিত আছে—নিরাকার তমগুণের সাকার আধার শিব, নিরাকার রজগুণের সাকার আধার ব্রহ্মার এক মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছে—ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্মা রজগুণি, শিব তমগুণি, রজগুণ যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন জীবকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলে, তখন তমগুণ আসিয়া যদি রজগুণের বর্দ্ধিতাবস্থা মাথা না কাটে তবে জীবের মহা বিপদ্‌গ্রস্ত অবস্থা ঘটে সুতরাং তমগুণ আসিয়া রজগুণকে অভিভূত করে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহা করিবেই। তমগুণ, রজগুণের মাথা পূর্ব্বেও কাটি-

য়াছে ; এখনো কাটিতেছে এবং পরেও কাটিবে, মনে করিয়া দেখ, তোমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে, কাহাকে মার কাহকে কাট তার স্থির নাই, কিন্তু হঠাৎ তোমার রাগটা থামিয়া গেল, রাগ থামিবার কারণ ঐ যে, তখন তমগুণ তোমার অলক্ষিতে আসিয়া রজগুণকে অভিভব করিল, রূপকে বলিতে হইলে শিব আসিয়া ব্রহ্মার শিরচ্ছেদ করিল, এখানে তমগুণ আসিয়া যদি তোমার রজগুণ ক্রোধকে দমিত না করে তবে যে কি অনর্থ ঘটে তাহার ঠিক নাই। শিবরামের যুদ্ধও তাই, রাম সত্বগুণ, শিব তমগুণ। সত্ব-তমের অভিভাব্য—অভিভাবক ভাবই শিবরামের যুদ্ধ। সত্বগুণও প্রবল হইতে চায়, তমগুণও প্রবল হইতে যায়, এখানে রজগুণি শক্তি আসিয়া মাঝখানে পড়িয়া দুইকেই সমিত করে, ইহাই শিবরামের যুদ্ধের শক্তির মধ্যস্থতা। এই নিয়মে কখনো সত্বগুণ রজতমের দ্বারা অভিভূত, রজগুণ সত্বতমের দ্বারা পর্য্যুদস্ত, কখনো তমগুণ সত্বরজের দ্বারা দলিত হন, রূপকে ইহাই বিষ্ণু-শিবব্রহ্মার দ্বারা পরাস্ত, কখনো ব্রহ্মা—শিব ও বিষ্ণু দ্বারা পরাজয়, কখনো শিব—ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দ্বারা জেয় বলিয়া বর্ণিত হয়। সত্বাদি তিন গুণ সকলেই সকলের অভিভাব্য অভিভাবক অথচ পরস্পর পরস্পরের সহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না। তমঃ আছে সত্ব নাই, সত্ব আছে রজঃ নাই এরূপ হয় না। তিনই তিনের সহচর। সমস্ত বস্তু ত্রিগুণ সত্য বটে, পরন্তু সমত্রিগুণ নহে। সমান ত্রিগুণ জগদাবস্থায় থাকে না। ন্যূনাধিক থাকে বলিয়াই জগৎ এত বিচিত্র, সেই জন্য সমগুণি, সমাকৃতি দুই পদার্থ জগতে নাই। সৃষ্টাবস্থায় বা প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থায় সত্ব, রজ, তম পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবেই, ইহাই নিয়ম। যখন অভিভূত করিবে না, জয়-পরাজয় যখন স্থগিত হইবে তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বা মহাপ্রলয়াবস্থা।

(৫) শক্তিই সত্তা। যাহার যাহা সত্তা তাহাই তাহার শক্তি। যে থাকিলে যাহা থাকে, যে না থাকিলে যাহা থাকে না তাহাই তাহার শক্তি, বা যে যাহার কারণ তাহাই তাহার শক্তি, সুতরাং কারণই শক্তিপদ বাচ্য। এখন দেখা যাক্ কে কাহার সত্তা, কে থাকিলে কে থাকে, কে না থাকিলে কে থাকে না,কে কাহার কারণ। গীতায় বলিয়াছেন অষ্টপ্রকৃতি যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। এই অষ্টপ্রকৃতির অষ্টসত্তা ঠিক হইলেই সব ঠিক হইতে পারে। গন্ধই ভূমির সত্তা সুতরাং গন্ধই উহার শক্তি। ভূমি হইতে গন্ধ উঠাইয়া নিলে উহার অস্তিত্ব থাকে না ; এবম্প্রকার জলের রস তেজের প্রভা, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ, মনের সংকল্প বুদ্ধির অবধারণ, অহংকারের অভিমান শক্তি বিবেচনা করিতে হইবে।

(৬) শক্তিই বিশ্ব। অজমেকাং লোহিতকৃষ্ণ শুক্লাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানা স্বরূপাঃ। একমাত্র অজা সত্ব, রজ তমগুণা প্রকৃতি হইতে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহু প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে। সত্ব অপরিবর্ত্তনাত্মক শক্তি এবং রজ তমঃ পরিবর্ত্তনাত্মক শক্তি ; ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে সত্ব অপরিবর্ত্তনাত্মক বলিয়া তাহা স্থির, তাহা নয়,

কারণ প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তও বিনা পরিবর্ত্তনে থাকিতে পারেনা, সত্বও যখন প্রকৃতির অঙ্গ তখন উহাও বিনা পরিবর্ত্তনে থাকিতে পারে না, তবে যে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বলা হয় তাহা দীর্ঘ পরিণামী বলিয়া। রাগ বা বিরাগের যোগই সৃষ্টি বা পরিণামের কারণ, রাগ ও বিরাগের যথাক্রমে রজ ও তমগুণের কার্য্য, অতএব বুঝা যাইতেছে, সত্বশক্তি রজ তম শক্তি দ্বারা নানা আকারে অভিবক্ত হয়, ইহারি নাম সৃষ্টি বা পরিণাম। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম সমষ্টিই বিশ্ব। শব্দ, স্পর্শ, রূপ রসও গন্ধ ইহা শক্তি। ঘণিভূত শব্দ শক্তি আকাশ, স্পর্শ শক্তি বায়ু, প্রভাঅনল, রসজল, গন্ধ পৃথিবী। এক আদ্যন্তবিহীন শক্তি এই বিশ্বের আদি কারণ, সমস্ত জগৎ তাহা হইতে উদ্ভূত এবং তাহাতেই অবস্থিত। ঐশক্তি দ্বারা জগৎ রক্ষিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও ধ্বংশিত হইতেছে আধার ভূতা জগৎ স্তমেকা, জগদাধার ভূতা মহাশক্তি এক।

যাদেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ক্রিয়া যে পরিণামে বর্দ্ধিত হইবে, প্রতি ক্রিয়াও সেই পরিণামে বাড়িবে, বৃদ্ধির পর অপায় অবশ্যম্ভাবী, ইহাই জগৎ প্রলয়ের কারণ। জগতে যাহা কিছু তাহা ঐ ত্রিশক্তির রঙ্গ। বিশ্ব হইতে যদি শক্তিকে বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে কিছুই থাকে না। ঐ শক্তি কখন দৃষ্টা, কখন দৃশ্য; কখন ভোক্তা, কখন ভোগ্য; এ প্রকার সে প্রকার ঐ শক্তিই বিবিধরূপে ক্রিয়া করিতেছে। ঐ শক্তি কখনো ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে, কখনো সৌমমুর্ত্তিতে দেখা দিতেছে; কখনো সংহার মূর্ত্তিতে কখনো বরাভয় মুর্ত্তিতে; কখনো শ্মশান কালীরূপে, কখনো রক্ষা কালীরূপে; ঐ শক্তিই কখনো রাধা-বিনোদিনী, কখনো কালী কপালিনী। ঐ শক্তিই কালী কপালিনী বেশে চৈত্রমাসে ঝঞ্জারূপে জগৎকে আকুলিত করিতেছে, আবার ঐ শক্তি রাধা-বিনোদিনী বেশে বসন্তরূপে ফল ফুল মনোহর শোভায় আশ্বস্ত করিতেছে।

একই শক্তিই কখনো সমুদ্ররূপে, কখনো শর্ব্বণাগ্নিরূপে; কখনো বিজন অরণ্যরূপে, কখনো নগররূপে দৃশ্য হইতেছে। যাহা কিছু ত্রিগুণেরই নানা সাজ। এক অনাদ্যা মহতীশক্তিই কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, সম্প্রদান, সম্বন্ধ অধিকরণ, বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যক্ত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপে ক্রীড়া রঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া বিরাজমানা। প্রকৃতি নর্ত্তন অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল এইরূপেই চলিয়াছে ও চলিবে। প্রকৃতি নর্ত্তকী এই রঙ্গ ভুমে এইরূপে নৃত্য করিতেছে; দর্শকেরও অভাব নাই, নৃত্যেরও বিরাম নাই।

(৭) শক্তি আধার ব্যতীত কার্য্যক্ষম নয়। শক্তি কোন যন্ত্র বা আধার ব্যতীত কার্য্য প্রকাশ করিতে পারে না। একই আদ্যাশক্তি মূল প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ, তেজ,

মরুৎ ও ব্যোমকে আশ্রয় করিয়া শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ বিতরণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, দর্শন ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া একই শক্তি দশ রকম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। মাত্র স্থানভেদে শক্তি ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, যেমন একই গন্ধশক্তি গোলাপ ফুল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা এক প্রকার, চামেলী যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা এক প্রকার, বেলফুল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা আর এক প্রকার ইত্যাদি।

একই জলীয় রস, নারিকেল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা একপ্রকার, তাল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা এক প্রকার, খেজুর যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা একপ্রকার ইক্ষু যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা আর এক প্রকার। এবম্প্রকারে শক্তি সর্ব্বাত্মক। এক শক্তিই প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় আক্ষায়ীত হইয়া থাকে যথা—একই শক্তি ক্ষিতিকে আশ্রয় করিয়া গন্ধ, জলে রস, অগ্নিতে দাহিকা, মরুৎকে আশ্রয় করিয়া স্পর্শ, ব্যোমে শব্দ, মনে সংকল্প, বুদ্ধিতে অবধারণ ও অহংকারকে আশ্রয় করিয়া অভিমানাত্মক হয়।

(৮) শক্তি অনুমান সাধ্য। কর্ম্ম দৃশ্য, শক্তি অদৃশ্য। একটি বীজ আছে, তাহার অঙ্কুর জনন সামর্থ আছে। কিন্তু ঐ বীজ যদি ভর্জ্জিত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপাদন শক্তি তিরোহিত হয়। যে সামর্থ থাকিলে বীজ অঙ্কুর জননে সক্ষম হয়, সেই সামর্থই বীজের শক্তি। যাহা থাকিলে বীজাদি কারণ হইতে অঙ্কুরাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়, না থাকিলে হয় না, সেইরূপ একটা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে, তাহারি নাম শক্তি। এখন মনে কর ঐ যে বীজের মধ্যে অঙ্কুর জনন শক্তি আছে তাহা তুমি দেখিতে পাও না, অঙ্কুর-জনন-রূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেলে পর তুমি সেই শক্তির অনুমান করিতে পার। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে; অগ্নি দৃশ্য, দাহিকা শক্তি অদৃশ্য। অগ্নি তৃণ দগ্ধ করিতেছে, যে শক্তি দগ্ধ করিতেছে সে শক্তিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু দগ্ধরূপ কার্য্য দেখা যাইতেছে, সুতরাং বলিতে হইবে কার্য্য দৃশ্য, শক্তি অদৃশ্য; কার্য্য ব্যক্ত, শক্তি অব্যক্ত।

(৯) শক্তিই কর্ম্ম। কর্ম্মই শক্তির মূর্ত্তভাব, শক্তির সমুর্চ্ছিতাবয়ব-শক্তির স্থূলরূপ, শক্তির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যাবস্থা, সুতরাং কর্ম্মই শক্তি শক্তিই কর্ম্ম। শক্তির বিকাশই কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণই শক্তি। কর্ম্মের দ্বারা শক্তির অনুমান হয়। কর্ম্মের উৎপত্তি-স্থিতি-বিস্তৃতি ও সংহৃতির সুদীর্ঘ প্রবাহ আলোচনা করিলে কর্ম্মেরও তপ্রোত শক্তির প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত বুঝা যায়; কিন্তু কর্ম্ম বিশ্লেষণ করিলে কেবলমাত্র শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। আমরা যাহা অনুভব করি, উপলব্ধি করি তাহা শক্তির কার্য্যাবস্থা তাহা অসংখ্য ক্রিয়াক্রম সমষ্টি, তাহা মূর্ত্তক্রিয়া। ক্রিয়া বা শক্তির কার্য্যাবস্থাই কার্য্যাত্মভাবই আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইয়া থাকে, শক্তির কর্ম্মভাবই আমাদের কাছে পরিচিত। বুঝা গেল কর্ম্মের মূলশক্তি। শারীরিক, বাচিক ও মানসিক যে কোন কর্ম্ম হউক, বিনা শক্তিতে কোন

কর্ম্মই নিষ্পন্ন হয় না, সুতরাং শক্তির ব্যক্তাবস্থাই কর্ম্ম, কর্ম্মের অব্যক্তাবস্থা বা কারণই শক্তি। শক্তিই দ্রব্যগুণ কর্ত্তা ক্রিয়া কর্ম্ম করণ বিবিধ নাম অভিহিত হইয়া থাকে। কর্ত্তৃকরণাদি কারক দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব কর্ত্তৃ করণাদি শক্তি পদ বাচ্য সন্দেহ নাই। শক্তির স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে কর্ম্মের স্বরূপ জানিতে হইবে। কর্ত্তার যাহা ঈপ্সিত তম তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম চারিভাগে বিভক্ত উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য ও সংস্কার্য্য।

(১) উৎপাদ্য—কর্ত্তাসাধন প্রয়োগ দ্বারা যাহা অভিনব উৎপাদন করে তাহা উৎপাদ্য, যথা—ঘট পট ইত্যদি।

(২) আপ্য—ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যে অপ্রাপ্ত বস্তু বিশেষের প্রাপ্তি তাহা আপ্য, যথা—গমন ক্রিয়ার পর পর্ব্বত বা গ্রাম পাওয়া।

(৩) বিকার্য্য—ক্রিয়া দ্বারা যে কর্ম্মের স্বরূপের উচ্ছেদ পূর্ব্বক গুণান্তর উপস্থিত হয় তাহা বিকার্য্য, যথা—কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয়।

(৪) সংস্কার্য্য—ক্রিয়া দ্বারা যেখানে কোনরূপ গুণাতিশয় উৎপন্ন হয় তাহা সংস্কার্য্য, যথা স্নানের দ্বারা শোধিত দেহ।

আকুঞ্চন প্রসারণ।

বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই দেখি এক মহা কর্ম্মচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে। কি স্থাবর কি জঙ্গম, কি জীব কি জড় সকলেই কর্ম্মব্যস্ত, বিনা কাজে এক মুহূর্ত্ত কেহ স্থির নাই, থাকিতে পারে না, অনবরত পরিণামি চঞ্চলা প্রকৃতি দেবীর ইহাই আদেশ। কি শারীরিক কি মানসিক, ব্যক্তাব্যক্তভাবে বিশ্বের সমস্ত পদার্থই কার্য্য করিতেছে।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপিজাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃপ্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
অকর্ম্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিত।
স্বভাবগুণেততে সবে হয় কর্ম্মে নিয়োজিত॥

আমরা জগতে যত কিছু কার্য্য দেখিতে পাই সমস্তই চেতনের কর্ত্তৃত্বে নিষ্পাদিত, ইহা বেদান্ত মত; সাংখ্য বলেন প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে নিষ্পাদিত। দুই মহারথির ভিন্ন ভিন্ন

দুই মত, পদাতি আমরা কোন দিকে যাই, কোন মত স্বীকার করি? বেদান্তের দিকে যাইলে সাংখ্য আরক্ত লোচনে লগুড় হস্তে তাড়া করেন, সাংখ্যের দিকে যাইলে বেদান্ত যষ্ঠি হস্তে তাড়া করেন, বিষম সমস্যা, এদিকেও বিপদ ওদিকেও বিপদ। এখন যদি তৃতীয় পন্থা থাকে তাহা দেখা যাক;

তৃতীয় পন্থা গীতা বলিতেছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানিগুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মাকর্ত্তাহংমিতিমন্যতে॥
হয় প্রাকৃতিক গুণে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন।
'আমি কর্ত্তা'—ভাবে মনে অহঙ্কারী মূঢ় জন॥

উভয়মত বজায় রাখিয়া মিমাংসা করিতে হইলে বলিতে হয়, চেতনাধিষ্ঠিত প্রকৃতি কর্ত্তৃক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

জগতে কার্য্য অসংখ্য। অসংখ্য হইলেও তাহার জাতিবাচক সংখ্যা আছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় একাদশটি। একাদশ ইন্দ্রিয়ের জন্য একাদশটি কার্য্য নিদৃষ্ট আছে যথা—

পশ্যন্‌শৃন্বন্‌ স্পৃশন্‌ জিঘ্রন্নশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌।
প্রলপন্‌ বিসৃজন্‌ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি॥

চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকায় ঘ্রাণ, জিহ্বার আস্বাদ, ত্বকের স্পর্শ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ কার্য্য; বাক্যের কথন, পাণির গ্রহণ, পাদের গমন, পায়ুর বিসৃজন, উপস্থের আনন্দাস্বাদ, প্রাণের নিমেষ উন্মেষ শ্বাসাদি, অন্তকরণের নিদ্রাকল্পনাদি। জগতে ইহার অতিরিক্ত কোন কার্য্য নহে। যত কিছু কার্য্য ইহার একটা না একটার অন্তর্গত থাকিবেই। বুঝা গেল বিশ্বের অসংখ্য কার্য্য। ঐ অসংখ্য কার্য্য দ্বাদশ শ্রেণীভুক্ত। ঐ দ্বাদশ শ্রেণী আবার একেরই অন্তর্গত। তাহা কি? তাহা 'আকুঞ্চন-প্রসারণ'।

গ্রহন, গমন ইত্যাদি যত কিছু কার্য্য আকুঞ্চন প্রসারণ ব্যতীত হইতে পারে না। হস্তদ্বারা কিছু ধরিতে গেলেই তাহাকে আকুঞ্চিত প্রসারিত করিতে হইবে, গমন করিতে হইলে পাকে আকুঞ্চিত প্রসারিত করিতে হইবে। হস্তের অঙ্গুলিকে আকুঞ্চিত না করিয়া যদি সোজা রাখা যায় তাহা হইলে ধরা কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে না; এবম্প্রকার সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই। বুদ্ধি যে চিন্তা করিতেছে, মন যে কল্পনা করিতেছে সমস্তই আকুঞ্চন প্রসারণ শক্তিবলে সাধিত হইতেছে। বুদ্ধি অনবরত চিন্তা করিতেছে, মন অনবরত কল্পনা করিতেছে। ইহা নিপুনভাবে অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে বুদ্ধি এক চিন্তাতে স্থির নাই, মনও এক কল্পনাতে স্থির নাই। এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা, এক কল্পনার

পর আর এক কল্পনা, একটাকে ছাড়িতেছে আর একটাকে ধরিতেছে, বুদ্ধি এক চিন্তাকে আকুঞ্চিত করিতেছে, আর এক চিন্তাকে প্রসারিত করিতেছে; মন এক কল্পনাকে আকুঞ্চিত করিতেছে, আর এক কল্পনাকে প্রসারিত করিতেছে, সুতরাং মন ও বুদ্ধির মধ্যে আকুঞ্চন প্রসারন কার্য্য অনবরত চলিয়াছে, এক মুহূর্ত্তও বিরাম বিশ্রাম নাই। আমরা যে জড় পদার্থকে নিশ্চেষ্ট কর্ম্মহীন বলিয়া মনে করি, তাহারাও কর্ম্ম শূন্য নয়, তাহারাও প্রতি নিয়তই কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ কার্য্য চলিতেছে,তাহা আকুঞ্চন প্রসারণেরই অন্তর্গত। এই মহান কর্ম্মচক্র কোন শক্তিবলে ঘূর্ণিত হইতেছে? প্রাণ শক্তিবলে ঘূর্ণিত হইতেছে অর্থাৎ কর্ম্মচক্রের নেমিতে প্রাণশক্তি অবস্থিত, প্রাণেতে আবার আকুঞ্চন প্রসারণ শক্তি নিহিত। প্রাণ জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস; সেই শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য আকুঞ্চন প্রসারণ। প্রাণের চেষ্টাতেই ইন্দ্রিয় সকল চেষ্টাশীল, কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণই সকল ইন্দ্রিয়কে কার্য্যশীল করিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রাণ আবার প্রকৃতির ঘনিভূত রাজসিক ধারা। রজশক্তি বিশ্বব্যাপী, সুতরাং বিশ্বব্যাপী যত কিছু কার্য্য চলিয়াছে, তাহা রজশক্তির আকুঞ্চন প্রসারণ বলেই সাধিত হইতেছে। এই আকুঞ্চন প্রসারণ কার্য্য কোনস্থলে আমাদের জ্ঞানে ব্যক্ত, কোনস্থলে অব্যক্ত; জীবে ব্যক্ত, জড়ে অব্যক্ত। অনাদ্যামূলা প্রকৃতি আকুঞ্চন প্রসারণ শক্তিদ্বারা সমস্ত বিশ্বকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখিয়াছে, বিশ্বকার্য্য আকুঞ্চন প্রসারণ শক্তি বলেই সাধিত হইতেছে, এক কথায় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্য আকুঞ্চন প্রসারণ শক্তিবশেই নির্ব্বাহ হইতেছে। সমস্ত বিশ্বব্যাপীয়া একমাত্র কার্য্য চলিয়াছে আকুঞ্চন প্রসারণ; বিশ্বে অন্য কোন কার্য্য নাই।

প্রকৃতি।

একই মহাশক্তিকে বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত ত্রিধা ভিন্ন করা গেল। (১) মায়া (২) শক্তি ও (৩) প্রকৃতি।

(১) মায়া। মায়ার কার্য্য কি? মায়ার কার্য্য ভ্রম উৎপাদন। অদ্বৈতে দ্বৈত ভ্রম, শুক্তিকাতে রজতভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম ইত্যাদি মায়ার কার্য্য। শোক ভ্রমেরি অন্তর্গত। ভ্রম উৎপাদনে আকুঞ্চন প্রসারণের কোন কার্য্য নাই, সুতরাং উহা স্বতন্ত্র কার্য্য, যেহেতু স্বতন্ত্র, সে হেতু ভিন্ন। মায়া নিরবয়ব ও আশ্রয়ী।

(২) শক্তি। শক্তির কার্য্য কি? আকুঞ্চন প্রসারণ। শক্তি নিরবয়ব ও আশ্রয়ী।

(৩) প্রকৃতি। প্রকৃতির কার্য্য কি? আশ্রয় প্রদান। ইহা সাবয়ব ও আশ্রয়। কাহার আশ্রয়? শক্তির ও মায়ার আশ্রয়। প্রকৃতি আশ্রয়, মায়া ও শক্তি আশ্রয়িনী। শক্তি ও মায়াকে আশ্রয় প্রদানই প্রকৃতির কার্য্য: শক্তি যন্ত্র ছাড়া কার্য্যে অক্ষম সুতরা: প্রকৃতিই তাহার আশ্রয় যন্ত্র। নিরবয়ব অনুমানসাধ্য শক্তি, সাবয়ব প্রত্যক্ষ গম্যপ্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়াই, আমরা শক্তির অনুমান করিতে পারগ হইয়াছি।

নিরবয়ব মায়া, সাবয়ব প্রকৃতিকে আশ্রয় না পাইলে, কিবা, কি দিয়া কার ভ্রম জন্মাইবে? সুতরাং প্রকৃতি মায়ার আশ্রয় ও যন্ত্র। নিরবয়ব-অনুমান-গম্যমায়া, সাবয়ব-প্রত্যক্ষ-গম্যপ্রকৃতি আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করিতেছে বলিয়াই, মায়াকে জ্ঞানগম্য করিতে পারগ হইয়াছি। মায়ার সহিত শক্তির কোন সম্বন্ধ নাই, আছে প্রকৃতির সহিত। সুতরাং তিন ভিন্ন ভিন্নের ন্যায় অনুমান হইতেছে। তিনের তিন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, তিন পৃথক পৃথক, অথচ এক। মায়ার আশ্রয় প্রকৃতি, শক্তিরও আশ্রয় প্রকৃতি সুতরাং বিশ্বেরও আশ্রয় প্রকৃতি, প্রকৃতিই বিশ্ব। সর্ব্বাশ্রয় প্রকৃতি কি?

(১) প্রকৃতি — প্র শব্দে প্রকৃষ্ট, প্রথম, কৃতি শব্দে সৃষ্টি; অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্যে যিনি প্রধানা ও প্রথমা তিনিই প্রকৃতি।

(২) প্র = সত্ত্বগুণ, কৃ = রজগুণ, তি = তমঃগুণ অর্থাৎ যাহা ত্রিগুণের একাশ্রয় তাহাই ত্রিগুণা বা প্রকৃতি।

(৩) প্র পূর্ব্বক কৃ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্তিন্; তাহাই প্রকৃতি।

(৪) প্র পূর্ব্বক কৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিচ্ প্রত্যয়, = প্রকৃতি।

ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া যে 'প্রকৃতি' নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার অর্থ - যদ্বারা যাহা হইতে বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়।

আর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হয় যে 'প্রকৃতি' তাহার অর্থ যাহা কিছু উৎপাদন করে, প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য সম্পাদন করে।

বেদান্ত প্রকৃতিকে ভাববাচ্যে ব্যবহার করে।

সাংখ্য প্রকৃতিকে কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহার করে।

বেদান্ত দেন চিৎ বা পুরুষকে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় সামর্থ। সাংখ্য দেন জড়াপ্রকৃতিকে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় সামর্থ। দুই মহারথীর দুই মত, উভয়ই প্রমাণ্য, উভয়ই অকাট্য, গোড়ায় উভয়েরই মিল, ডগায় আমরা ধাঁদায় ঘুরিয়া মরি, কিছুই হাতড়াইয়া পাই না। তৃতীয় পন্থা যদি কিছু থাকে তাহাই অনুসরণ করা যাক্। গীতায় বলিয়াছেন—প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ অর্ত্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় প্রাকৃতিক গুণের দ্বারাই সাধিত হইতেছে, ইহাতে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বই সূচিত হইতেছে।

ইচ্ছা ক্রিয়া তথাজ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মীতুবৈষ্ণবী।
ত্রিধাশক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরংজ্যোতিরোমিতি॥
শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ॥
ব্রহ্মাণীকুরুতে সৃষ্টিম্ নতু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাম্ নতু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণীকুরুতে গ্রাসম্ নতু রুদ্রঃ কদাচনঃ।
অতএব মহেশানি শিবঃ শবং ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবী সর্ব্বকার্য্যাক্ষমা ধ্রুবং॥
সহ বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমন্তো ন বক্তুমুচিতং সুরাঃ।
সর্ব্বে শক্ত্যালয়া বিশ্বে শক্তিমন্তোহি জীবিনঃ॥
ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং জগৎ।
সত্যং নিত্যং বিনামাক্ষময়া শক্তিঃ প্রকাশিতা॥'
আবির্ভূতা চ সামন্তঃ সৃষ্টৌ দেবী মদীচ্ছয়া।
তিরোহিতা চসা শেষে সৃষ্টি সংহারণেময়ি॥

স্থষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননীপরা।
মমতুল্যা চ মন্মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥
সুরেশ্বরা যদংশাশ্চ ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
কলাঃ কলাংশরূপেস্তে জীবিনশ্চ সুরাদয়ঃ ॥
মৃদা বিনা কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং যথাক্ষমঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥
শক্ত্যা তথাহঞ্চ স্ব সৃষ্টিং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
শক্তিপ্রধানা সৃষ্টিশ্চ সর্ব্বদর্শন সম্মতা ॥

ইহা দ্বারা প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব সূচিত হইল। সাংখ্য বলেন পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করেন, জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রকৃতিই সক্ষম, পুরুষ সাক্ষীস্বরূপ অধিষ্ঠান থাকিলেই হইল, বিশেষতঃ চিৎ বা পুরুষ নির্লিপ্ত বিধায় কোন কার্য্যে সক্ষম নয়। বেদান্ত বলেন, চিৎ বা পুরুষ নির্লিপ্ত বটে, কিন্তু ঈক্ষণ বা ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে প্রকৃতি সৃষ্টমুখ হয় না সুতরাং পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব ; হরে দরে একই।

গীতায় বলিয়াছেন প্রকৃতি আটটি—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কারইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকৃতি।

প্রকৃতি পরিণমনশীলা। পরিণমন কার নাম ? একভাবে না থাকারি নাম পরিণমন বা পরিণাম। পরিণাম, পরিবর্ত্তন, অবস্থান্তর, স্বরূপ প্রচ্যুতি, বিকৃতি, এ সকল কথা একই অর্থে প্রয়োজিত হয়।

নাহি পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্টতে।

প্রকৃতি ক্ষণমাত্রও পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারে না। এখনও পরিণামিনী, পূর্ব্বেও পরিণামিনী, পরেও পরিণামিনী। জগৎ যখন ছিল না, প্রকৃতির যাহা সাম্যাবস্থা, মহাপ্রলয়াবস্থা, প্রকৃতি যখন অব্যক্ত ও প্রধান সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না।

সাংখ্য বলেন পরিণাম দ্বিবিধ—সদৃশ ও বিসদৃশ। প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় বা মহাপ্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, সে পরিণাম সাদৃশ পরিণাম। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে, তমঃ তমোরূপে পরিণত হইলে, তাহাকেই সদৃশ পরিণাম বলা যায়। যখন বিসদৃশ পরিণাম আরব্ধ হয়, তখনই জগৎ রচনা আরম্ভ হয়। জগৎ অবস্থা আসিলে

প্রকৃতি নূতন নূতন বিসদৃশ পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ পরিণামের বিবরণ এই যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণের উৎপত্তিও তাহারই বিনিময়ে বা পরস্পরানুপ্রবেশে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম। উক্ত দ্বিবিধ পরিণাম সর্ব্বকালের নিমিত্ত নিয়মিত। অতি দূর অতীত কাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত নিয়মিত।

প্রকৃতির অবস্থা। প্রকৃতিকে দুই অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতে পারে, এক অব্যক্ত বা অলিঙ্গাবস্থা, আর ব্যক্ত বা লিঙ্গাবস্থা। ব্যক্তও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক অবিশেষ, আর এক বিশেষ, সুতরাং চারি অবস্থা দৃষ্ট হয়।

বিশেষাবিশেষ লিঙ্গমাত্রা লিঙ্গানি গুণ পর্ব্বাণি।

ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির চারিপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়, যথা—বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গ ও অলিঙ্গাবস্থা।

(১) অব্যক্ত বা অলিঙ্গাবস্থা।—যাহা লিঙ্গাবস্থার মূল অর্থাৎ প্রকৃতির যখন কোন ওপ্রকার বিকার বা প্রভেদ ছিল না,—ঠিক সাম্যাবস্থাই ছিল,—যাহাকে এই দৃশ্য বিশ্বের সর্ব্বাদিম অবস্থা বা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম অবস্থা বা বীজস্বরূপ বা শক্তি সমষ্টিস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয়,—সেই অবিকৃত ও দুর্জ্ঞেয় শক্তিরূপ মূল অবস্থাটীই তাহার অলিঙ্গাবস্থা বা অব্যক্তাবস্থা। তৎকালে কোনও প্রকার জ্ঞানোপযোগী চিহ্ন ছিল না বলিয়াই তাহার নাম অলিঙ্গাবস্থা বা অব্যক্তাবস্থা।

অব্যক্ত বা অলিঙ্গাবস্থার সাধর্ম্ম্য—অহেতুক, নিত্য, ব্যাপক, নিষ্ক্রিয়, অনাশ্রিত অলিঙ্গ, নিরবয়বত্ব, অপরতন্ত্র, এইগুলি অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য ও ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য।

(২) ব্যক্ত বা লিঙ্গাবস্থা।—যাহা অবিশেষাবস্থার মূল অর্থাৎ যাহা অব্যক্তা মূলাপ্রকৃতির প্রথম বিকার, যাহার অন্য নাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহাই তাহার ব্যক্ত বা লিঙ্গাবস্থা।

ব্যক্ত বা লিঙ্গাবস্থার সাধর্ম্ম্য—সহেতুক, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রীয়, আশ্রিত, লিঙ্গ সাবয়ব, পরতন্ত্র ও অনেক।

(৩) অবিশেষাবস্থা—যাহা বিশেষ অবস্থার মুল তাহাই অবিশেষাবস্থা।

অবিশেষাবস্থার সাধর্ম্ম্য—তন্মাত্রা বা সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ পরমাণু এবং অন্তকরণ। প্রকৃতি এখানেই পুরুষ বা জীবের সূক্ষ্ম ভোগাধিকারে আসিল।

(৪) বিশেষাবস্থা—পৃথিব্যাদি স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়গণ।

ব্যক্তাব্যক্ত উভয় অবস্থার সাধর্ম্ম—ত্রৈগুণ্য, অবিবেকিত্ব, বিষয়, সামান্য, প্রসবধর্ম্মী।

প্রকৃতিভোগ্যা। প্রকৃতিভোগ্যা। কেন ভোগ্যা? সাংখ্য বলেন সংহত বলিয়া ভোগ্যা। কোন পদার্থ সংহত? একাধিক পদার্থের যোগে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই সংহত। প্রকৃতি একাধিক অর্থাৎ সত্ব, রজ, তম, ত্রিযোগোৎপন্ন পদার্থ সুতরাং সংহত সুতরাং ভোগ্যা।

ভোক্তা কে? সাংখ্য বলেন অসংহত যে। অসংহত কে? একমাত্র ত্রিগুণাতীত *পুরুষ। প্রকৃত পুরুষও ভোক্তা নয়। উপচার ক্রমে প্রকৃতির অনুরঞ্জনায় পুরুষ ভোক্তৃ রূপ ধারণ করিয়াছে এবং পুরুষের অনুরঞ্জনায় প্রকৃতি কর্তৃরূপ ধারণ করিয়াছে।*

প্রকৃতি কিরূপে পুরুষের ভোগ জন্মাইতেছে? শুন—

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলঃ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।

প্রকাশ স্বভাবসত্ব, ক্রিয়াত্মক রজঃ, তদুভয়ের প্রতিরোধক অচল স্বভাবতম, এতত্রিতয়াত্মক ভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা দৃশ্য এবং ইহারা সকলেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানার্থ উদ্যত আছে। তাৎপর্য্য এই যে, সত্ব, রজঃ, তম,—এই গুণত্রয়াত্মক প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন যে কিছু ভূত ভৌতিক সে সমস্তই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের প্রয়োজক। উহারা অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষপ্রদানার্থ উদ্যত আছে।

তদর্থ এবদৃশ্যস্যাত্মা।

পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য অর্থাৎ চতুরাবস্থাপন্ন প্রকৃতি সেই চিন্ময় পুরুষের ভোগসাধনরূপে পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, মোহ, আহ্লাদ, পরিতাপাদি বহু আকারে পরিণত হইতেছে।

ক্ষিতি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি দ্বারা পুরুষের ভোগোৎপন্ন করিতেছে। ঠন্ ঠন্ শব্দ, কঠিন স্পর্শ, কালরূপ, পোড়া মাটির যে স্বাদ তাহাই তাহারা রস ইহা আগন্তুক গন্ধ ইহার নিজস্ব। গন্ধ নয় প্রকার—ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ. ক্ষিতির গুণ—স্থৈর্য্য, গুরুত্ব, কাঠিন্য, প্রসবার্থতা অর্থাৎ ধান্যাদির উৎপত্তি স্থান, শ্লিষ্টাবয়বত্ব, স্থাপনা অর্থাৎ মনুষ্যাদির আশ্রয়ত্ব এবং পাঞ্চভৌতিক মনে যে ধৃতির অংশ আছে তাহা ভূমির গুণ। শরীর সম্বন্ধে—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, অস্থি, দন্ত, নখ, লোম, শিরা, চর্ম্ম, মাংস, নাড়ী, ত্বক, এক কথায় তাবৎ কাঠিন্যের প্রতি ভূমি কারণ।

অপ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপের ও রস দ্বারা ভোগ জন্মাইতেছে। শব্দ, কুলুকুলু, স্পর্শ শীতলত্ব, রূপ শুভ্রত্ব ইহারা আগন্তুক, রস ইহার নিজস্ব। রস ছয় প্রকার—কটু, অম্ল, কষায়, তিক্ত, লবণ ও মধুর। জলের গুণ—স্নেহ, দ্রবত্ব, সৌম্যতা, শৈত্য, ক্লেদ, সঙ্কোচ। মন যে লজ্জিত হইয়া সঙ্কোচিত হয় তাহাই তাহার জলীয় গুণ।

শরীর সম্বন্ধে—রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা, অসৃক, মজ্জা, শুক্র, মূত্র, শ্লেষ্মা ও শোণিত। তাবৎ স্নেহের প্রতি অর্থাৎ তরলের প্রতি জল কারণ।

তেজ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপের দ্বারা ভোগ জন্মাইতেছে। শব্দ বিচিবিচি, স্পর্শ উষ্ম ইহা আগন্তুক, রূপ ইহার নিজস্ব। রূপ ষোড়শ প্রকার—শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, সবুজ, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, বর্ত্তুল, চতুষ্কোণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও দারুণ।

তেজের গুণ—দুর্দ্ধর্ষতা, তীক্ষ্ণতা, লঘু এবং সতত উর্দ্ধজ্বলন। মনেতে ইহার গুণ—শোক, রাগ, হাসি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি ও আলস্য।

শরীর সম্বন্ধে—চক্ষু, তাপ, পাক, উষ্ণতা, প্রকাশ। তাবৎ গরমেরপ্রতিই তেজ কারণ।

মরুৎ—শব্দ ও স্পর্শদ্বারা ভোগ জন্মাইতেছে। শব্দ শোঁ শোঁ ইহা আগন্তুক, ঈরণ স্পর্শ ইহার নিজস্ব। স্পর্শ একাদশ প্রকার—উষ্ণ, শীত, স্নিগ্ধ, খর, মৃদু, রুক্ষ, লঘু, গুরু, কোমল, সুখকর ও দুঃখকর। মরুৎগুণ—বল, শীঘ্রতা, গমনাদি ক্রিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি চেষ্টা, উৎক্ষেপনাদি ক্রিয়া, ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ, প্রসারণ, মূত্রাদি ক্ষেপণ। মনের চঞ্চলতা বায়ুর গুণ। শরীর সম্বন্ধে—ত্বক ও ত্বগিন্দ্রিয় গোলক।

ব্যোম—শব্দ। শব্দ সাত প্রকার—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি।

ব্যোমগুণ—অবকাশাত্মক, ব্যাপিত্ব, আশ্রয়ত্বাভাব, আশ্রয়ান্তর শূন্যত্ব, অবিকারিতা, অপ্রতিঘাতিতা।

মনেতে ইহার গুণ—কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, স্বপ্ন।

শরীর সম্বন্ধে—শ্রবণেন্দ্রিয়, দেহান্তর্গত ছিদ্রস্বরূপ।

প্রকৃতি শক্তির আশ্রয়, আশ্রয় ভেদে শক্তি ভেদ অনুমিত হয়। একই শক্তি ক্ষিতি রূপ প্রকৃতিকে আশ্রয় করাতে গন্ধ রূপে অনুভব ও ব্যবহার করি, গন্ধ রূপে শক্তি আমাদের ভোগ্য; এবম্প্রকারে জলে রস, তেজে প্রভা, বায়ু স্পর্শ, ব্যোমে শব্দ, মনে সংকল্প, বুদ্ধিতে অবধারণ, অহংকারে অভিমান শক্তি আশ্রয়ী হইয়া রহিয়াছে অনুমান করিতে হইবে। আব্রহ্মকীট সমস্ত বিশ্ব পঞ্চভূতেরই বিকাশ, পঞ্চভূতাত্মক সুতরাং সমস্তই প্রকৃতিময়।

তমোগুণাধিকাবিদ্যা যা সা দুর্গা ভবেৎ স্বয়ং।
ঈশ্বর স্তদুপহিতং চৈতন্যং তদভূদ্ ধ্রুবম্॥
সত্বাধিকা চযা বিদ্যা লক্ষ্মীঃ সা দিব্যরূপিণী।
চৈতন্যং তদুপহিতং বিষ্ণুর্ভবতি নান্যথা॥
রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈসা সরস্বতী।
যশ্চিৎ স্বরূপী ভবতি ব্রহ্মা তদুপধায়িকা॥

নিরবয়ব তমঃ শক্তির আশ্রয়ীভূতা সাবয়ব পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির নাম দুর্গা, তদুপহিত চৈতন্যের নাম রুদ্র। নিরবয়ব সত্ব শক্তির আশ্রয়ীভূতা সাবয়ব পঞ্চ ভূতাত্মক প্রকৃতির নাম লক্ষ্মী, তদুপহিত চৈতন্যের নাম বিষ্ণু। নিরবয়ব রজ শক্তির আশ্রয়ীভূতা সাবয়ব পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির নাম সরস্বতী তদুপহিত চৈতন্যের নাম ব্রহ্মা। শোভা, প্রভা, শান্তি ও ক্ষমা শক্তি যে সব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে তাহার রূপজ বর্ণনা পুরাণে

আছে তাহা এই যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে-- একদা গোলকে কৃষ্ণ পার্শ্বে গঙ্গাকে দেখিয়া রাধিকা কোপিতা হইয়া বলিতেছেন, হে দুর্ব্বৃত্ত্য! তুমি বার বার দুর্ব্বৃত্ত্যাচরণ কর. কিন্তু আমি স্ত্রী জাতি আমার মন অতি সরল, অতএব প্রেমে সব ক্ষমা করি, লম্পট! তুমি এই প্রিয় ভার্য্যা লইয়া গোলক হইতে দূর হও, আমি ইহাও দেখিয়াছি, তুমি শোভা নাম্নী গোপীকা সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলে. আমার ভয়ে শোভা দেহ ত্যাগ করত চন্দ্র মণ্ডলে গমন করে। চন্দ্রমণ্ডল গমনান্তর শোভার শরীর স্নিগ্ধতেজে পরিণত হইল. তখন তুমি দগ্ধ চিত্তে সেই তেজ বিভাগ করত কিঞ্চিৎ রত্নে, কিছু স্বর্ণে, কিছু শ্রেষ্ঠ মণিতে, কিছু স্ত্রীগণের মুখপদ্মে. কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্রে. কিছু রৈপ্যে, কিছু চন্দনে, জলে. পল্লবে, পুষ্পে, সুপক্ক ফলে ও শস্যে এবং কিছু সংস্কৃত দেব গৃহে ও রাজ প্রাসাদে প্রদান করিয়াছ। এবম্প্রকার প্রভা, শান্তি ও ক্ষমা অর্থাৎ

শোভা শক্তি.--তাহার আশ্রয় প্রকৃতি। চন্দ্র, রত্ন, স্বর্ণ. মণি, স্ত্রীগণের মুখপদ্ম, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, রৈপ্য, চন্দন, জল. পল্লব, পুষ্প, সুপক্ক ফল ও শস্য, রাজ প্রাসাদ ও সংস্কৃত দেবগৃহ।

(২) প্রভাশক্তি,—তাহার আশ্রয় প্রকৃতি সূর্য,হুতাশন, পুরুষ সমূহ, দেবতা, দস্যু, নাগ. ব্রাহ্মণ, মুণিগণ. তপস্বী. যশস্বী ও সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীগণ।

(৩) শান্তি শক্তি –তাহার আশ্রয় প্রকৃতি বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণ, ধর্ম্ম, ধার্ম্মিকগণ, তপস্বী ও অনাশক্ত ব্যক্তি।

(৪) ক্ষমা শক্তি—তাহার আশ্রয় প্রকৃতি বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণ, ধর্ম্ম, ধার্ম্মিকগণ তপস্বী দেবতা, পণ্ডিত ও দুর্ব্বল ব্যক্তি।

এই জগৎ পুং প্রকিত্যাত্মক। প্রত্যেক পুরুষেরই প্রকৃতি আছে, প্রত্যেক প্রকৃতির পুরুষ আছে। পুরুষ প্রকৃতির অংশ বা প্রকৃতি পুরুষের অংশ তাহা নির্ণয় হয় না।

একদিন বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণকে ব্রহ্মা বলিলেন, আপনি শ্রীকৃষ্ণ, ইনি রাধা, আপনি রাধা, ইনি হরি, ইহা কেহ নিরুপণ করিতে পারে না, ইহা বেদেও মিমাংসা নাই। হে রাধে! আপনি কৃষ্ণের প্রাণ যুক্তা হইয়া জগতের মাতৃ স্বরূপা হইয়াছেন, এবং এই শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রাণ বিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর হইয়াছেন; আশ্চর্য্যের বিষয়! কোন শিল্পী এইরূপ সৃজন করিয়াছে তাহা বোধগম্য হয় না। এই কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। আপনি ইহার অংশ, কি ইনিই আপনার অংশ. ইহা কেহই নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় না।

ততঃ সৃষ্টী ক্রমে নৈব বহুধা কলয়া চ সা।
যোষিত প্রকৃতে রংশাঃ পুমাং সঃ পুরুস্যচ ॥

এই জগতে স্ত্রীগণ প্রকৃতির কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং পুরুষ পুরুষাংশ

হইতে উৎপন্ন; অতএব স্ত্রীগণের অপমানে প্রকৃতিই অপমানিতা হন, স্ত্রীগণের সম্মানে প্রকৃতিই সম্মানিতা ও সন্তুষ্টা হন।

উত্তম, মধ্যম, অধম সকল প্রকার যোষিদগণই প্রকৃতি হইতে উৎপন্না; তাহার মধ্যে যাহারা প্রকৃতির সত্বাংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারা উত্তমা, সুশীলা ও পাতিব্রতে নিয়ত আসক্তা। যাহারা প্রকৃতির রজোভাগ সমুদ্ভুতা, তাহারাই মধ্যমা এবং ভোগ্যা বলিয়া কথিতা হন, ইহারা সর্ব্বদা সুখ সম্ভোগশালিনী এবং স্বকার্য্য সাধন তৎপরা। যাহারা তমাংশ হইতে উদ্ভুতা তাহারা অধমা, তাহারা অজ্ঞাত কুল সম্ভবা, দুর্ম্মুখা, কলহ প্রিয়া, ধূর্ত্তা, কুলটা ও সর্ব্বদা স্বাধীন ভাবা। পৃথিবীতে কুলটাগণ ও স্বর্গে অপ্সরীগণ এই তমাংশ হইতে উদ্ভুত।

হায় একি অপরূপ ঈশ্বরে খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতের মেলা॥
ভূতে ভূত যোগা যোগ, ভূত করে রব।
দেখিয়া ভুতের কাণ্ড অভিভূত সব॥
ভুতের আকার নাই বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভুতের মনোহর দেহ॥
কবে ভুত ছিল ভুত আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভুত, কবে ভুত হবে॥
ভুতের বাসায় থাকো, দেখ নাক চেয়ে।
দিবা নিশি তোমারে হে, ভুতে আছে পেয়ে॥
ভুতের সহিত সদা, করিছ বিহার।
অথচ জাননা কিছু ভুতের ব্যাপার॥
কখনো নিগ্রহ করে, কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া॥
পঞ্চ ভুতের ফাঁদে।
ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে॥
এই ভুত করিয়াছে রামের গঠন।
এই ভুত করিয়াছে গয়ার সৃজন॥
বিশ্বরূপ নাট্য শালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য্য শশধর॥
স্বভাব স্বভাবে লয়ে, সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র, হয়ে সুত্রধার॥
জলধর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত।

সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥
ছয় কালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে; ভাঁড়ের স্বরূপ ॥
প্রকৃতি-প্রদত্ত সার, শরীরেতে লয়ে।
বহুরূপ সঙ সাজি, বহুরূপী হয়ে ॥
অধিকারী একমাত্র, অখিল পালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার বালক ॥
ভুতনাথ ভগবান্, ভুতের আধার।
সর্ব্বভুতে সমভাবে আবির্ভাব যার ॥
ভুত হবে কলেবর, ভুতের সদন।
অতএব ভুতনাথে, সদা ভাব মন॥

জ্ঞান-চিদজ্ঞ।

শক্তি কার? শক্তিমানের। শক্তিমান কে? চিৎ।

বিশ্বের সমস্ত পদার্থ যখন জড় দেখা যাইতেছে, তখন শক্তিও জড়। জগতে দুটী পদার্থ অনুভূত হয়, একচিৎ, আর এক জড়। হয় জড় চৈতন্যাশ্রিত, না হয় চৈতন্যজড়াশ্রিত, হয় চিৎ জড়ের উৎস, নয় জড় চিতের উৎস, একটা বলিতেই হইবে। যাহা জড় বলিয়া অনুমান করি তাহা স্থূল রূপ দৃশ্য জড়, সূক্ষ্মরূপে অবশ্যই শক্তি স্বরূপ। যদি জড় ও শক্তির উভয়েরই কেন্দ্র চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বোধ হয় জড়, শক্তি ও চেতন পরমার্থত অভিন্ন হইয়া 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'সর্ব্বং বিশ্বং চিন্ময়' এই আর্য্য গীতি মহিমা জগতে প্রচারিত হইবার বাধা থাকে না। জড়ের যথার্থ মূল যে জড়ে বা জড় শক্তিতে পর্যবসিত নহে, উহার শেষে যে চিৎশক্তিতে তাহা সহজ জ্ঞানে অনুমেয়। জড় বাদ ও চিদ্ বাদের মধ্যে একটীকে নিজস্ব মানিতে হইলে সকলেই চিদ্‌বাদকে নিজস্ব বলিয়া মানিয়া লইবে।

এই বিশ্ব চিৎ শক্তির খেলা বা বিকাশ। উভয়েই বিভু, ও তপ্রোত গ্রথিত, নিত্য-প্রকৃতি পুরুষশ্চৈব বিদ্যানাদী উভাব্যপী। চিৎবক্ষে চিন্ময়ীর ক্রিয়াই এই বিশ্ব। চিৎ-শক্তি ছাড়া নাই; শক্তিও চিৎ ছাড়া নাই, যেখাতে শক্তি সেই খানেই চিৎ, যেখানে চিৎ সেখানেই শক্তি; কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারে না, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি

অগ্নি আছে দাহিকা নাই, বা দাহিকা আছে অগ্নি নাই এরূপ হয় না। পক্ষান্তরে অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক কোন তত্ত্ব নয়, অথচ স্বয়ং অগ্নি ও নয়; তদ্রূপ চিতের শক্তি, শক্তি চিৎ হইতে পৃথক কোন তত্ত্ব নয় অথচ স্বয়ং চিৎ ও নয়, ইহারি নাম অচিন্ত ভেদাভেদ। চিৎও শক্তি পরস্পর একাত্মা, এক মন, এক প্রাণ। কোন কোন পদার্থের চৈতন্যের প্রকাশ বেশী, কোন কোন পদার্থের শক্তির প্রকাশ বেশী, যেখানে শক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হয় সেখানেও চৈতন্যের যোগ আছে, যেখানে চৈতন্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় সেখানেও শক্তির যোগ আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। যখন চিৎ হইতে শক্তিকে পৃথক বলিয়া মনে করি, তখন চিৎজ্ঞাতা, চিন্ময়ীজ্ঞেয়; চিৎ ভোক্তা, চিন্ময়ী ভোগ্যা, পৌরাণিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় শিব শক্তি, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী জনার্দ্দন ইত্যাদি। চিতেরই শক্তি। চিৎই শক্তির শক্তিমান পুরুষ। চিৎ স্বানুভব প্রসিদ্ধ।

চিৎ আছে কি না তার প্রমাণ কি?

(১) তার প্রমাণ 'আমি,' 'আমি' ছাড়া জীব নাই, যার 'আমি আছে' তারি চেতন আছে, যার চেতন আছে তারি 'আমি আছে'।

(২) আমি ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি বলিলেই বুঝা যাইতেছে জ্ঞান কার্য্য করিতেছে। কার্য্য বা ক্রিয়া মাত্রই শক্তি সাধ্য। জ্ঞান কার্য্য করিতেছে বলিলেই বুঝা যায় যে ধীশক্তি বা চিৎ শক্তি স্ফূর্ত্তি হইতেছে। শক্তি মাত্রই সত্ত্বাশ্রিত। ধীশক্তি আছে বলিলেই মূলে ধীমান চেতন পুরুষ আছে।

(৩) বিষয়ী আছে অর্থাৎ আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে ইহা একটী যৎপরনাস্তি সত্য। আমি আছি ইহা কেহই অস্বী কার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বলে 'আমি নাই' সে যদি বাস্তবিকই না থাকে, তবে 'আমি নাই' একথা বলিতেছে কে? সুতরাং চিৎ আছে। আমি চিন্তা করি এই হেতু আমি আছি। চিন্তা আত্মার স্বকীয় গুণ, এইহেতু চিন্তা দ্বারা আত্মার বা চিতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

বিশ্বের এমন একটা অবস্থা আসিবে, যখন ইহার কিছুই থাকিবে না, কেবল মাত্র জ্ঞান-চিদজ্ঞই বিরাজমান থাকিবে। আমরা বিশ্বে যে কিছু পদার্থ অনুভব করি, সকলেরি মূল এই তিনের একাধার অর্থাৎ যাহা এই তিনের একাধার তাহাই বিশ্ব মূল বা বিশ্ব বীজ।

কোন পদার্থের নাম জ্ঞান-চিদজ্ঞ?

(১) জ্ঞান+চিৎ+অজ্ঞ=জ্ঞান-চিদজ্ঞ। অজ্ঞ শব্দে শক্তি বা প্রকৃতি।

(২) জ্ঞান-চিদজ্ঞ ইহারা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব নয়, কিন্তু এক পরম মহান ব্রহ্ম তত্ত্ব। ইহারা এক তত্ত্ব হইয়াও ভিন্ন ভিন্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়; অথচ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত হইয়াও এক।

(৩) ইহারা সকলেই নিত্য, অজ, অনাদি, অনন্ত ও বিভু।

কোন্ পদার্থের নাম 'জ্ঞান'।

(১) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্যানুভাবক পদার্থই জ্ঞান। যে শক্তি দ্বারা জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হয় তাহারি নাম জ্ঞান শক্তি।

(২) জ্ঞান স্বপ্রকাশ। জ্ঞান প্রকাশ স্বভাবতা হেতু বিবিধ বাহ্য বস্তুর গ্রাহক বা প্রকাশক সেই জন্যই বস্তু সকল জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তু প্রকাশ স্বভাব নহে।

(৩) জ্ঞান একমাত্র। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ও তাহাদের আশ্রয় ক্ষিতি; অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান অর্থাৎ শব্দ জ্ঞান, গন্ধ জ্ঞান ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান সেই সকল উপাধি স্বরূপ শব্দ, স্পর্শাদি বিষয় হইতে পৃথক হইলেও, জ্ঞান রূপে একাকার, সুতরাং জ্ঞান একমাত্র, কদাপি জ্ঞান অনেক নহে।

ঘট জ্ঞান হইতে পট জ্ঞান, এবং মদীয় জ্ঞান হইতে অন্যদীয় জ্ঞানের পার্থক্য দর্শনে জ্ঞানকে নানা বলা যাইতে পারে না, কারণ বিষয় স্বরূপ উপাধির নানাত্ব হেতু জ্ঞানের নানাত্ব প্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র। একই জল স্থানের গুণে কোন যায়গায় লাল কাল,কোন স্থানে সাদা; একই মানুষ স্থানে ভেদ ভিন্ন উপাধি যথা:—বাঙ্গালী পশ্চিমা কাশ্মীর ইত্যাদি; তদ্রূপ একই জ্ঞান বুদ্ধি রূপ উপাধি দ্বারা ভ্রান্ত-নানাত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। একই জল নানা বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা প্রতিবিম্ব উৎপাদন করিলেও, জল যেমন নানাত্ব হয় না, জল একই জল থাকে, তদ্রূপ একই জ্ঞান নানা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপে প্রতিভাত হইলেও জ্ঞানরূপে একই ভাবে থাকে।

বুদ্ধি কাল বা আধার জ্ঞানের জননী নহে, কিন্তু আধার ও কালের ভাব বোধ আমাদিগের আত্মগত বিজ্ঞান শক্তির সামর্থে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্বতঃসিদ্ধভাবে জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

মাসাব্দ যুগ কল্পেষু গতাগমেষ্বনে কধা।
নো দেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষাসয় স্প্রভা॥

মাস, পক্ষ, বৎসর, যুগ, কল্প, ভূত-ভবিষ্যত-বর্ত্তমান প্রভৃতি সমস্ত কালেতে, ও উদয় অস্ত শূন্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ এবং নিত্য সেই 'জ্ঞান' এক মাত্র ইহা সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ হইল।

(৪) বিভিন্নতাই জ্ঞানোৎকর্ষের কারণ। জ্ঞান মাত্রেরই মূলে 'বিবেক' নামক পদার্থ আছে। বিবেক অর্থাৎ ভেদজ্ঞান। সকল জ্ঞানেরই মূলে এই ভেদ জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। ভেদজ্ঞান না থাকিলে, জ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি হইত না। এক বস্তু

হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্যানুভবই জ্ঞান; যদি বল কেন? ইহা অমুক হইতে বিশেষ, ইহা অমুক হইতে এই লক্ষণাক্রান্ত,জগতে যদি এক রকম পদার্থই থাকিত তাহা হইলে জ্ঞানের আবশ্যকই হইত না। এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থকে যথা বৃক্ষ হইতে পশুকে ভিন্ন করিয়া অনুভব করাই জ্ঞানের কার্য্য। যদি এক রকম পদার্থ হয়, বৃক্ষ না হইয়া পশুই যদি জগৎময় হইত তাহা হইলে চিন্তা শক্তির বিভিন্নত্বের দরকার হইত না। বিনা চিন্তায় জ্ঞানের উৎকর্ষ হইত না। জ্ঞানের বিভিন্নত্বই জগৎকে এত উন্নতিশীল করিয়াছে; নিত্য নূতন চিন্তা, নিত্য নূতন জ্ঞান আবিষ্কৃত হইতেছে। যদি সংসারে এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞানই অসম্ভব হইত।

(৫) জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একাত্মভাব। আমরা জগতে যাহা কিছু জ্ঞানগম্য করি তখনি তাহার মূলে দুটি পদার্থের অনুভব করি। এক জ্ঞাতা আর এক জ্ঞেয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত অনন্ত জ্ঞান অপ্রকাশ অবস্থায় কেবল বীজমাত্রে পর্য্যবসিত থাকে। বিষয় অবলম্বনেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলে জ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। আমি ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি বলিলেই বুঝা যাইতেছে জ্ঞান কার্য্য করিতেছে। জ্ঞান কার্য্য করিতেছে, ভাবনা করিতেছে বা চিন্তা করিতেছে বলিলে একদিকে জ্ঞাতা, ভাবুক বা চিন্তক আছে, অন্যদিকে জ্ঞেয়, ভাব্য বা চিন্তনীয় বিষয় আছে। জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে না, জ্ঞাতা ব্যতীত বিষয়ের বিকাশ বা বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং জ্ঞেয় বিষয় ব্যতীত জ্ঞাতারও বিকাশ বা জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না; জ্ঞান—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় তিনেরই থাকা দরকার, বিশ্বব্যাপীয়া আছেও এই তিনই। এই তিনের একটিকে ছাড়িলে কাহারই অস্তিত্ব থাকে না; জ্ঞান যদি চিৎকে ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে চিতের অস্তিত্বাভাব,চিতের প্রকাশক জ্ঞান সুতরাং জ্ঞান চিৎকে ছাড়িলে চিৎশক্তির থাকা না থাকা তুল্য হয়। পক্ষান্তরে চিৎ যদি না থাকে তবে জ্ঞানের অস্তিত্বাভাব, চিৎ যদি জ্ঞানকে ছাড়িয়া দেয় তবে জ্ঞানের অনুভব করিবে কে? অনুভাব্য বিষয় না থাকিলে জ্ঞান কাকে প্রকাশ করিবে? সুতরাং তিনেরই থাকা চাই। এতাবতা সাব্যস্ত হইতেছে যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু লইয়াই জ্ঞান। যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেও বস্তু নিষ্ক্রিয়াবস্থায় লুক্কায়িত থাকে, তখন জ্ঞান শক্তি ও অবিকাশিত বীজমাত্রে পর্য্যবসিত থাকে। জ্ঞানক্রিয়া সংসাধন পক্ষে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা বিষয় ও বিষয়ীতে প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। প্রথমত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিবেক, তার পর বহুসংখ্যক জ্ঞেয়ের মধ্যে পরস্পর বিবেক, এইরূপ উত্তরোত্তর বিবেকস্ফূর্ত্তির নামই জ্ঞানোদয়। অতএব জ্ঞ এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই বিশেষ নামক ভেদজ্ঞান বিদ্যমান আছে যথা— যে জানিতেছে সে জ্ঞাতা বা বিষয়ী; যাহা জানা যাইতেছে তাহা জ্ঞেয় বা বিষয়। যাহা চক্ষু দ্বারা দেখা যাইতেছে তাহা বিষয়; যে দেখিতেছে সে বিষয়ী। যাহাকে আমরা দেহান্তর্গত অবস্থা বিশেষ বলিয়া অন্তঃকরণে অনুভব করিতেছি তাহা বিষয়ী নহে, কিন্তু

যে উক্তপ্রকার অনুভব করিতেছে সে বিষয়ী। সুখ, দুঃখ বা ভয়ের অবস্থা বিষয়ী নহে, *কিন্তু যে সুখ, দুঃখ, ভয়ের অবস্থা জানিতেছে সে বিষয়ী। তাহাই বিষয়ী যাহা আন্তরিক* তাবৎ অবস্থারই মূলে জ্ঞাতা রূপে অবস্থান করিতেছে এবং তাহাই বিষয় যাহা জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হইতেছে।

(৬) অজ্ঞের জ্ঞানাত্মভাব। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জ্ঞানের দুটি পার্শ্ব মাত্র। জ্ঞাতা চিৎ, জ্ঞেয় অচিৎ। জ্ঞান মধ্যভাগে থাকিয়া চিৎকে জ্ঞানের দ্বারা প্লাবিত করিতেছে এবং অচিৎকেও জ্ঞানের দ্বারা প্লাবিত করিতেছে। অগ্নি ও দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ চৈতন্য ও জ্ঞানে ও তদ্রূপ অভেদ সুতরাং চিৎও যাহা জ্ঞানও তাহা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অচিৎকে জ্ঞানের দ্বারা প্লাবিত করিতেছে ইহার অর্থ অচিতে ও জ্ঞান আছে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত নয়। কেহ বলেন জড়েতেও জ্ঞান আছে, কেহ বলেন জড়েতে জ্ঞান নাই, যদি জড়েতে জ্ঞান থাকিবে তাহা হইলে জড় নাম হইত না। যাহারা জড়েতে জ্ঞান আছে এই কথা বলেন, তাহারা বলেন, যে এক ব্রহ্মের বিকাশ যখন জড়, ব্রহ্ম যখন জ্ঞান ময় তাঁহার বিকাশও জ্ঞানময়, সুতরাং জড়ও জ্ঞানময়, তাহার উদাহরণ দেখান এই—জাগতিক শক্তি অন্ধ শক্তি নহে। প্রকৃতি যে অজ্ঞানা বা জড়া নহে, তাহা জগতের যে কোন কার্যে স্থির লক্ষ্যকর, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। বৎস দেখিলে গাভীর স্তন ক্ষরিত হয়, মাতৃ-স্তন ক্ষরিত হয়, টক দেখিলে জিহ্বায় জল আসে, বৎস প্রসূত হইয়া দুগ্ধ পান করিবে বলিয়া স্তনে পূর্ব্ব হইতেই দুগ্ধ সঞ্চিত হয়, এই ভবিষ্যৎ বোধ কি জড়ের কার্য্য? জগতের যে স্থানে যাহা প্রয়োজন তৎস্থানে তদুপযোগী পদার্থই ঠিক রহিয়াছে, তদনুযায়ীই কার্য্য চলিতেছে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। অনেকেই নেপালী কুকুরের গায়ে অত্যন্ত লোম দেখিয়াছেন, বাঙ্গালা কুকুরের গায়ে তত লোম নাই। হিমালয় প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত শীত, প্রকৃতি তদনু যায়ীই শীত নিবারণার্থ বেশী রেঁায়া যুক্ত শরীরের বিধান করিয়াছেন; বাঙ্গালার শীত তত নয়, সেই জন্য বাঙ্গালার কুকুরের গায়ে লোম কম। পক্ষান্তরে মনুষ্যজ্ঞান প্রধান, জ্ঞানের দ্বারা শীত নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিতে সক্ষম, সেই জন্যই মনুষ্যেতে তাহা দেয় নাই; কিন্তু যে মনুষ্য বনে জঙ্গলে বাস করে, প্রকৃতি তাহাদের শরীর তদনুযায়ীই গঠিত করেন দেখা যায়, বনে জঙ্গলে যাহারা বাস করে কি জন্যে তাহাদের চামরা শক্ত, গয়ে রেঁায়া বেশী ইত্যাদি। গোবৎস জন্মিবার মাত্র নিজ চেষ্টায় উঠিয়া বেড়াইতে ও ঘাস খাইতে পারে, মনুষ্যশিশু তাহা পারে না, তাহার কারণ এই মনুষ্য জ্ঞান প্রাধান, সন্তান প্রতিপালনে সক্ষম, সুতরাং তাহাকের সন্তানের জন্মিয়াই চলিবার প্রয়োজন হয় না, কাজেই প্রকৃতি তাহাকে সেই শক্তি দেয় নাই; কিন্তু পশুগণ তাহাতে অক্ষম, সেই জন্য তাহাদের সন্ততিদের জন্মিবামাত্র কথঞ্চিত আত্মরক্ষণোপযোগী শক্তি আবশ্যক, সেই জন্য তাহাতে তাহাই আছে। ইহাতে বুঝা

যাইতেছে জগতে যেখানে যাহা আবশ্যক অন্তর্নিহিত জ্ঞানের দ্বারা তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। দেখা যাতেছে সর্ব্ব বিশ্বে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ কার্য্য চলিতেছে। কি চেতন কি অচেতন সকলেতেই আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে। চেতন পদার্থ ভালবাসা, স্নেহ মমতা দ্বারা অন্য চেতন পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে, হিংসা ঘৃণার দ্বারা বিপ্রকর্ষণ করিতেছে। জড়েতেও তাই, জড়ও এক পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে অন্য পদার্থকে ত্যাগ করিতেছে পৃথিবী পার্থিব পরমাণুকে আকর্ষণ করে, জল জলীয় পরমাণুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তৈজস পরমাণুকে ত্যাগ করে। পৃথিবী গাছ হইতে আমকে আকর্ষণ করিতেছে তাই তাহার অধোগতি; সূর্য্য অগ্নিকে আকর্ষণ করিতেছে তাই তাহার উর্দ্ধ গতি। ত্যাগ গ্রহণ, আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রিয়াস্বরূপ। কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য তাহা না জানিলে, কাহাকে আকর্ষণ কাহাকে বিপ্রকর্ষণ করিতে হইবে তাহা নিশ্চিত না হইলে ত্যাগ গ্রহণাত্মক বা আকর্ষণ বিকর্ষণ মূলক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; ভৌতিক পদার্থ সমূহ যখন আকর্ষণ বিকর্ষণ করে, তখন ইহাদের ও রাগ ও দ্বেষ আছে তাহা বলিতে হইবে। রাগ ও দ্বেষের অনুভব জড়ের ধর্ম্ম নয়, প্রত্যুত তাহা জ্ঞানেরই ধর্ম্ম; সুতরাং বলিতে হইবে জড়েও জ্ঞান আছে। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে প্রকৃতি অজ্ঞানা নয়, প্রত্যুত সজ্ঞানা; জড়া নয়, প্রত্যুত চৈতন্যা; সুতরাং বিশ্ব জ্ঞানময়; যেহেতু জ্ঞানময়, সেই হেতু চিন্ময়।

(৭) জ্ঞঃ বা আত্মা। একমাত্র যে জ্ঞান তিনিই আত্মা এবং পরম প্রীতির আস্পদ হেতু তিনিই পরমানন্দ হয়েন। জ্ঞান ও চৈতন্যের সত্ত্বা বশতঃ 'জ্ঞ' নামক চেতন পদার্থের অনুমান সিদ্ধ হয়, তাহা যে কেবল অনুমান সাপেক্ষ তাহা নহে; প্রত্যেক জ্ঞানের ক্রিয়াতে 'জ্ঞ' নামক পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিতেছি। বেদান্তীরা তাহাকে আত্মা বলে, সাংখ্যেরা তাহাকে 'জ্ঞ বা পুরুষ' বলে। জ্ঞঃ বা আত্মা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, মনের অগম্য। এই জ্ঞঃ নামক পদার্থ সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিবিধ সম্প্রদায়ের নিকট বিবিধরূপে প্রকাশ পাইতেছে, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। আত্মা আছে ও তদ্বিষয়ক সামান্য জ্ঞানও আছে পরন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান নাই। 'আমি আছি' এইমাত্র জ্ঞান আছে, কিন্তু 'আমি কি'? কিংস্বরূপ তাহা কাহারো বিদিত নাই। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যাশক্ত স্বভাব হওয়াতে অযোগী ব্যক্তি আত্ম যাথার্থ জ্ঞানে বঞ্চিত আছে। অত্যন্ত সংযোগ বলে লৌহ ও অগ্নি যেমন একীভূত হইয়া যায়, মনুষ্যও সেইরূপ ভ্রম বশতঃ ও অতি সান্নিধ্য প্রযুক্ত অনাত্ম পদার্থে একীভূত হইয়া আমি আমি করিতেছে। কখন বহিস্থ মাংসপিণ্ডে আত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমার পুত্র, আমার কলত্র বলিয়া ব্যাকুল হইতেছে, কখন বা ইন্দ্রিয়ে প্রলিপ্ত হইয়া আমি অন্ধ, আমি বধির ভাবিয়া দুঃখীত হইতেছে, কখন এই স্থূল দেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি গেলাম, আমি মরিলাম বলিয়া চিৎকার করিতেছে। কখন বা নিসম্পর্ক

ধন রত্নাদির উপর আত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সে সকলের জন্ত কাতর হইতেছে। বলিতে কি, যখন আমি ব্যবহারের স্থিরতা নাই, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মানুষ আপনাকে চিনে না, চিনিলে ঐরূপ হইত না। কেন চিনে না? অজ্ঞানই উহার কারণ। অজ্ঞানের মোহে, বুদ্ধির প্রলোভনে, প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বজ্ঞ অজ্ঞ হন, ছিদ্রহীন হইয়া ছিদ্রবানের, দেহশূন্য হইয়া দেহবানের ন্যায়, অমর হইয়া মৃত্যুগ্রস্থের ন্যায়, নির্ব্বিকারী হইয়া বিকারীর ন্যায়, পূর্ণ হইয়া অংশীর ন্যায়, অচল হইয়া সচলের ন্যায়, জন্মহীন হইয়া জন্মবানের ন্যায়, অমৃত হইয়া মৃতের ন্যায়, নির্ভীক হইয়া ভিতের ন্যায়, অক্ষর হইয়াও ক্ষরের ন্যায়। কালাধীন না হইয়াও কালাধীনের ন্যায়, শুদ্ধ হইয়া অশুদ্ধের ন্যায়, নির্গুণ হইয়া সগুণের ন্যায়, শিব হইয়া জীবের ন্যায় সংসারে বিচরণ করে।

(৮) জ্ঞঃ ও অজ্ঞের বিভিন্নত্ব। জড়বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব লক্ষণ আছে, কিন্তু জ্ঞাতৃত্ব লক্ষণ নাই, সুতরাং জ্ঞেয়ত্ব উহার ভাবাত্মক লক্ষণ, এবং অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞতা উহার অভাবাত্মক লক্ষণ। আমাদের আত্মা আপনাকে আপনি জানে, সুতরাং ইহাতে জ্ঞেয়ত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব উভয় লক্ষণ আছে। এইরূপ জড় বস্তুর জ্ঞেয়ত্বরূপ লক্ষণ যেটি তাহা আমাদের আত্মাতে আছে। কিন্তু তাহার অজ্ঞতারূপ অভাবাত্মক লক্ষণ যেটি তাহা আমাদের আত্মাতে নাই। কিন্তু আমাদের এই আত্মাতে একদিকে যেমন জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞেয়ত্বরূপ ভাবাত্মক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, অন্যদিকে আবার উহাতে অল্পজ্ঞতারূপ অভাবাত্মক লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়।

(৯) জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভিন্নত্ব। পরমাত্মাতে সকল ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান আছে, সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব যাহা আত্মাতে আছে, তাহা পরমাত্মাতে আছে, কিন্তু অল্পজ্ঞতারূপ অভাবাত্মক লক্ষণ যেটি সেটি তাহাতে নাই। পরমাত্মাতে মঙ্গল ভাবের একটুকু অভাব নাই, কিন্তু অমঙ্গল ভাবের সম্পূর্ণ অভাব আছে; জ্ঞানের একটুকু অভাব নাই, অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব আছে; স্বাধীনতার একটুকু অভাব নাই, পরাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব আছে; ন্যায়ের একটুকু অভাব নাই, অন্যায়ের সম্পূর্ণ অভাব আছে; সর্ব্বশক্তির একটুকু অভাব নাই, অশক্তির সম্পূর্ণ অভাব আছে; এইরূপ পরমাত্মাতে ভাবের অভাব নাই, প্রত্যুত অভাবেরই অভাব আছে।

(১০) চিৎ, শক্তি ও প্রকৃতির একাত্মভাব। চিতের সহিত শক্তির বিভিন্নতা নাই, যেমন অগ্নির সহিত দাহিকাশক্তির বিভিন্নত্ব নাই, অগ্নিময় দাহিকা, দাহিকাময় অগ্নি; তেমনি চিন্ময় শক্তি, শক্তিময় চিন্; আবার শক্তিময় প্রকৃতি প্রকৃতিময় শক্তি। যে কোন পদার্থ হউক বিনা আশ্রয়ে থাকে না, শক্তিও কোন পদার্থ, সুতরাং তাহারও কোন আশ্রয় আছে, তাহার যাহা আশ্রয় তাহাই চিৎ। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নিবক্ষেই আপন আসন নির্দ্দেশ করে, তদ্রূপ চিন্ময়ীশক্তিও চিৎবক্ষে আপন আসন নির্দ্দেশ করে। আশ্রয়ী হইতে আশ্রয় সূক্ষ্ম, যেমন সূক্ষ্ম বটবীজ স্থূল বটবৃক্ষের আশ্রয়। চিৎ আশ্রয়, শক্তি আশ্রয়ী, আবার শক্তি আশ্রয়, প্রকৃতি আশ্রয়ী। মনে কর দুগ্ধ, নবনীত

ও ঘৃত। দুগ্ধময় ননী, ননীময় ঘৃত ; আবার ঘৃতময় ননী,. ননীময় দুগ্ধ। দুগ্ধের সূক্ষ্মাবস্থা ননী, ননীর সূক্ষ্মাবস্থা ঘৃত ; ঘৃতের স্থূলাবস্থা ননী, ননীর স্থূলাবস্থা দুগ্ধ কারণ। দুগ্ধকে মথিত করিলে তাহার সূক্ষ্মাবস্থা ননী বাহির হয়, ননী মথিত করিলে তাহার সূক্ষ্মাবস্থা ঘৃত বাহির হয়। বুঝা গেল স্থূল সূক্ষ্মে বা দুগ্ধ নবনীত ও ঘৃতে ও তপ্রোত জড়িত, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই, স্থূল দৃষ্টিতে বাছিয়া নেবার ও উপায় নাই। জগতের সকল পদার্থই বিভাজ্য ; এখন কল্পনা দ্বারা দুগ্ধকে যত সূক্ষ্মাংশে বিভাগ করিতে পার কর, প্রত্যেক সূক্ষ্মাংশে সূক্ষ্মননীও রহিয়াছে, আবার সূক্ষ্ম নবনীতে সূক্ষ্ম ঘৃতও রহিয়াছে, কেননা সূক্ষ্মের সমষ্টিই স্থূল ; যাহা কারণে না থাকে তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না ; স্থূল কার্য্য দুগ্ধে যখন ননী ও ঘৃত রহিয়াছে, তখন তাহার কারণ সূক্ষ্মেও ননীও ঘৃত রহিয়াছে ; বিশেষ এই তাহা প্রত্যক্ষগম্য নয়, অনুভবগম্য মাত্র। এখন চিৎ, শক্তি ও প্রকৃতিকে ঘৃত, ননী দুগ্ধস্থানীয় মনে কর। যাহা স্থূল তাহা প্রকৃতি ও প্রকৃতির সূক্ষ্মবস্থা শক্তি, শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা চিৎ ; বা চিনের স্থূলাবস্থা শক্তি, শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা চিৎ ; বা চিনের স্থূলাবস্থা শক্তি, শক্তির স্থূলবিকাশ প্রকৃতি। ক্ষিতি একটি প্রকৃতি, গন্ধতার শক্তি ; ক্ষিতিময় গন্ধ, গন্ধময় ক্ষিতি। ক্ষিতিতে এমন একটি অংশ পাইবে না যাহাতে গন্ধ নাই, কারণ সূক্ষ্ম গন্ধ সমষ্টির স্থূল বিকাশই ক্ষিতি। প্রকৃত্যাত্মক ক্ষিতিকে যতই সূক্ষ্মাংশে বিভাগ কর প্রত্যেক বিভাজ্যাংশে সূক্ষ্ম গন্ধ শক্তি থাকিবে এবং সূক্ষ্ম গন্ধ শক্তি অনুযায়ী সূক্ষ্ম চিনও থাকিবে ; বিশেষ এই চিৎ ও শক্তি প্রত্যক্ষ সাধ্য নয়, তাহা অনুভবগম্য ; ক্ষিতি হইতে গন্ধ উঠাইয়া নিলে ক্ষিতির অস্তিত্ব থাকে না। এবম্প্রকার অপ, তেজাদি অনুমান করিবে।

মূলে একমাত্র সূক্ষ্ম চিনের স্থূল বিকাশ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সংকল্প, অবধারণ ও অভিমান শক্তি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সংকল্প,অবধারণ ও অভিমানশক্তির স্থূলবিকাশ ব্যোম, বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি।

সূক্ষ্ম শব্দ,স্পর্শ,রূপ,রস ও গন্ধ শক্তির স্থূল বিকাশ বা ঘনিভূতাবস্থা সাবয়বস্থা—ক্ষিতি প্রকৃতি

„ শব্দ,স্পর্শ,রূপ ও রস শক্তির	„	„	—অপ	„
„ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ শক্তির	„	„	—তেজ	„
„ শব্দ ও স্পর্শ শক্তির	„	„	—মরুৎ	„
„ শব্দ „	„	„	—ব্যোম	„
„ সংকল্প „	„	„	—মন	„
„ অবধারণ „	„	„	—বুদ্ধি	„
„ অভিমান „	„	„	—অহঙ্কার	„

এবম্প্রকারে বিশ্বচিন্ময়, শক্তিময় ও প্রকৃতিময় ; এক কথায় চিৎবক্ষে চিন্ময়ীর মহানর্ত্তন এই মহাবিশ্ব।

উত্তম অধম, স্থাবর জঙ্গম,
সর্ব্ব জীবের অন্তরে।
চেতন অচেতনে, মিলি দুইজনে,
দেহী দেহরূপ ধরে॥

(১১) চিন্ময় বিশ্ব। ঘনীভূত নাভি স্থান কেন্দ্র। কেন্দ্রই সকল পদার্থের মূল বা কেন্দ্রই সকল পদার্থের শক্তি বা বীজ নিহিত। যাহা কেন্দ্রে নাই, বিস্তারেও তাহা নাই। পদার্থ মাত্রেরই শক্তি আছে। প্রকৃতির যাহা কেন্দ্র তাহাই তাহার শক্তি বা তাহাই তাহার বীজ। আবার শক্তির যাহা কেন্দ্র তাহাই তাহার শক্তি বা তাহাই তাহার বীজ অর্থাই চিৎ। প্রকৃতিকে যত সূক্ষ্মাংশে বিভাগ কর, প্রত্যেক বিভাগেই কেন্দ্র থাকিবে. এবং প্রত্যেক কেন্দ্রেই চিৎ শক্তি যুগলরূপে বিরাজিত। চিন্ময় বিশ্বে চিৎ ছাড়া কিছুই নাই। তাই গীতায় বলিয়াছেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্ব মিদং প্রোতং সূত্রে মণি গণাইব॥
আমা হতে বিশ্বে ভিন্ন নাহি কিছু হে ভারত।
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে মণিগণ মত॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
আমি সর্ব্বস্রষ্টা, সব আমা হতে প্রবর্ত্তিত।
বীজং মাং সর্ব্ব ভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
সকল ভূতের, পার্থ! আমি বীজ সনাতন।

মাং অর্থাৎ চিৎ। চিৎকে সকল ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে। সনাতন বীজ কি? বৃক্ষের বীজ প্ররোহ উৎপন্ন করিয়া বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু চিদ্বীজ বিশ্বাঙ্কুর উৎপাদন করিয়া নষ্ট হয় না, তাই সনাতন। এতদ্বীজ হইতে স্ফুরিত ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষই কালে বিনষ্ট হয়, কিন্তু বীজ ভূত ভগবান স্বরূপ অবস্থাতেই থাকেন। বুঝা গেল চিৎ সনাতন বীজ, ইনিই সর্ব্ব মূল, সর্ব্বব্যাপী, ইহা ছাড়া কিছুই নাই। ভূতময় বিশ্বে চিদ্বীজ কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে, শুন গীতায় বলিয়াছেন—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশি সূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ব বেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্ব ভূতেষু তপশ্চাস্মিতপস্বিষু॥

সলিলেতে রস্ আমি, প্রভা শশি বিভাকরে।
বেদেতে প্রণব শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে॥
অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য ঘ্রাণ।
তপস্যা তপস্বিগণে, আমি সর্ব্বভূতে প্রাণ॥

আমাহতে শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র জগৎ কারণ আর কেহই নাই, আমা হতে কোন পদার্থই পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নহে। মণি সমূহে যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ নিখিল বিশ্ব সংসার আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এক চিত্তই প্রকৃতি যোগে জগদুৎপত্তি বিনাশের হেতুভূত হইয়া তিনিই মায়িক জগতে মায়া লীলা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই তদাত্মক। যেখানে দেখ সেখানেই, ও যাহা দেখ তাহাই ভগবৎ সত্তা ভিন্ন আর কিছুই নাই। রসই জলের মূল তত্ত্ব ও রসই জলের সার, ভগবান বলিলেন উহা আমিই। চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যেতে পৌরব, পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ, 'চ'কারের দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের পুণ্য ও পবিত্রতায় সূচনা করিতেছে অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই মূল, সার ও পবিত্রতা স্বরূপ তিনিই অগ্নির যে তেজে সমস্ত দগ্ধ হয়, প্রকাশিত হয়, লোক উত্তপ্ত হয় ও পদার্থ সমূহ উজ্জ্বল হয়, সে তেজ ভগবানের সত্তা : 'তেজশ্চ' পদের 'চ'কার দ্বারা ভগবান উষ্ণতা উপশম করিবার বায়ুর শীতল স্পর্শ শক্তি ও যে তাহারই সত্তা, তাহাই লক্ষ করিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গমাদির সমস্ত জীবের জীবনী শক্তি, পরমায়ু, জীবন রক্ষক অন্নাদি সমস্তই ভগবানের বিভূতি। আবার তপস্বীগণ যে তপস্তেজে শীতোষ্ণাদি দন্দ্ব সহিষ্ণু হন সেই পবিত্র তপস্তেজ ও ভগবানের দিব্য বিভুতি স্বরূপ। 'তপশ্চ' পদের 'চ' কার দ্বারা অন্তর নিগ্রহ শীল যোগীদিগের যোগশক্তি ও যে তিনিই তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বথা পরমাত্মা সত্তারই বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। বদ্ধাবস্থায় জীব ও ভোক্তা মুক্তাবস্থায় জীব ও ভোক্তা। বদ্ধ জীব আমরা প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী বৈকৃত অপবিত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভোগ করিতেছি এবং হর্ষ, বিষাদ, সুখ, দুঃখে পতিত হইতেছি। আর মুক্তাবস্থার জীব নিত্য অনন্ত অবিকৃত পবিত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অনন্তকাল তরে ভোগ করিতেছে। বদ্ধাবস্থার জীব খণ্ড ভোগী, মুক্তাবস্থায় জীব পূর্ণ ভোগী। তাহারি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ইন্দ্রিয় সার্থক; যিনি শক্তির ঐ পবিত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভোগ করিতে পারে।

বৈষ্ণব কবিরা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ শক্তির অতি পবিত্রতা সাকার চিত্তে আরোপ করিয়াছেন তাহার মধুর বর্ণনা এই—

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।

হেন কৃষ্ণ অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধা সার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥
বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
কৃষ্ণ কর পদতল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, যাউক সেই ছার খার,
সেই বপু লৌহ সম জানি ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণি, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা কড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণ ॥

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং
পটো যথাতন্তু বিতান সংস্থঃ।
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্ম্মাত্মক পুষ্পফলে প্রসূতে ॥
দ্বে অস্যবীজে শত মূল স্ত্রিনালঃ
পঞ্চ স্কন্ধ পঞ্চ রস প্রসূতিঃ।
দশৈক শাখোদ্বি সুপর্ণ নীড়—
স্ত্রি বল্কলো দ্বিফলো হর্কং প্রবিষ্টঃ ॥

উপাদান কারণ স্বরূপ দীর্ঘ ও বক্র তন্তু বিতানে যেমন বস্ত্রও তপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরেতে এই অশেষ বিশ্বও ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই যে অনাদি কর্ম্মাত্মক কর্ম্ম প্রবাহময় প্রবৃত্তি স্বভাব সংসার বৃক্ষ ইহা ভোগ ও মুক্তিরূপ পুষ্প ও

ফল প্রসব করে, পুণ্য ও পাপ ইহার বীজ, অপরিমিত বাসনা ইহার মূল, ত্রিগুণ ইহার কাণ্ড, পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ, ইহার ফলে শব্দ স্পর্শাদি পাঁচ প্রকার রস আছে, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, ইহাতে জীবও পরমাত্মারূপ দুইটী পক্ষীর নীড় আছে, বাত, পিত্ত শ্লেষ্মার রূপ তিনটী ইহার বল্কল, সুখ দুঃখ দুইটি ইহার পরিপক্ক ফল, এই বৃক্ষ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবৃষ্ট হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মহাবিশ্ব।

মহাব্যোম, মহাকাল, চিদচিদ্ সমষ্টির নাম বিশ্ব

(১) বিশ্ব সদসদাত্মক।

সদসদাত্মক, চিৎজড়াত্মক, পুং প্রকৃত্যাত্মক একই কথা। বিশ্বের যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, যে বস্তুতে বুদ্ধি প্রয়োগ করি, তাহাতেই দুই পদার্থের অনুমান প্রতীতি হয়, এক চিৎ আর এক অচিৎ। চিৎ জ্ঞাতারূপে, অচিৎ জ্ঞেয়রূপে; চিৎ ভোক্তারূপে, অচিৎ ভোগ্যরূপে বিরাজিত। চিৎ সৎ, তাহার বিকার নাই, সুতরাং অপরিণামী, নিত্যকাল একরূপেই স্থিত, সুতরাং ধ্বংসরহিত, সুতরাং সৎ। আর অচিৎ বিকারী সুতরাং পরিণামী, সুতরাং ধ্বংসশীল, সুতরাং অসৎ; সুতরাং বিশ্বসদ সদাত্মক।

(২) বিশ্ববিন্দু সমষ্টি।

বিন্দু কারে বলি? যাহার অস্তিত্ব আছে অংশ নাই। বিন্দু সমষ্টিই মহান্। বিন্দু সমষ্টিযোগে একটি মহান্ পদার্থ, আবার ঐ মহান্ পদার্থের অংশানু-অংশই বিন্দু।

প্রথম চিন্ বিন্দু—জীব যখন ব্রহ্মাংশ, তখন জীব বিন্দু। গীতায় বলিয়াছে জীব ব্রহ্ম-বিন্দু যথা--

মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মম অংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ॥

উপনিষদে আছে—বালাগ্র শত সাহস্রং তস্য ভাগস্যভাগশঃ।
তস্য ভাগস্যভাগার্দ্ধং তজ্জ্ঞেয়ঞ্চ নিরঞ্জনম্ ॥

একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক একভাগকে সহস্র অংশে বিভক্ত কর, পরে ঐ সহস্রাংশের একাংশকে পুনর্ব্বার অর্দ্ধাংশ করিয়া তাহার এক এক অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে এক একটি অংশ যেরূপ সূক্ষ্ম হয় চিন্ময় ব্রহ্মও সেইরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ। ইহা দ্বারা চিন্ বিন্দু। সমষ্টি চিন্‌বিন্দুযোগে মহান্ চিন্‌ব্রহ্ম। বিশ্ব যখন এক চিতেরই বিকাশ, এবং সেই মহান্ চিনই যখন বিন্দু সমষ্টি তখন বিশ্বও বিন্দু সমষ্টি। সাংখ্য বলেন প্রত্যেক চিন্ বিন্দুই সর্ব্বব্যাপী।

দ্বিতীয় শক্তিবিন্দু—যাহার শব্দ আছে শ্রুত হয় না, স্পর্শ আছে স্পৃষ্ট হয় না, রূপ আছে দৃষ্ট হয় না, রস আছে স্বাদ পাওয়া যায় না, গন্ধ আছে ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, এবম্ভূত যে আধার তাহাই শক্তিবিন্দু। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশক্তির বিন্দুর যোগ পরম্পরায় গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। মনে কর তুমি একটা কার্য্য করিতেছ, ঘণ্টা দুই বাদে তোমার ক্লান্ত বোধ হইল; কেন ক্লান্তবোধ হইল? পাঁচ মিনিট কার্য্য করিয়া কেন পরিশ্রম বোধ হয় নাই। ইহার কারণ এই দুই ঘণ্টা কায করিয়া তোমার যতখানি শক্তিবিন্দু হ্রাস হইয়াছে পাঁচ মিনিট কার্য্য করিয়া ততখানি শক্তিবিন্দু হ্রাস হয় নাই, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে; না হইলে দুঘণ্টা বাদে কেন পরিশ্রম বোধ হইল? ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই শক্তি কিছু না কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল, পাঁচ মিনিটে অনুভব হয় নাই, দুই ঘণ্টায় তাহা অনুভব হইল, একবারেই শক্তিবিন্দু কমে নাই, একবারেই পরিশ্রম অনুভব হয় নাই, বিন্দু বিন্দু কমিয়া, বিন্দু বিন্দু বোধেতে দুঘণ্টা বাদে অনুভবগম্য হইল। বালকের একেবারে শক্তিশালী হয় না, ক্রমে ক্রমে বিন্দু বিন্দু শক্তি আয়ত্ত করিয়া বিশেষ শক্তিশালী হয়; শক্তির আয়ত্তই বড়ত্ব। ছোট আমে কম রস, বড় আমে বেশী রস; ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, বড় আমে রসবিন্দু যত বেশী আছে, ছোট আমে তত নাই; রসের বহুত্ব কমত্ব নিয়াই আমের ছোটত্ব বড়ত্ব; এবম্প্রকার সমস্তই। ইহাই শক্তির বিন্দুবিভাগ।

তৃতীয় প্রকৃতি বিন্দু—প্রকৃতির যাহা শেষ বিভাজ্য, যাহা আর ভাগ করা যায় না, বিভাগের যাহা শেষ সীমা তাহাই পরমাণু। পদার্থ মাত্রেই বিভাজ্য। শক্তির যাহা শেষ বিভাগ তাহাই বিন্দু, প্রকৃতির যাহা শেষ বিভাগ তাহা পরমাণু; সুতরাং বিন্দু ও পরমাণু একই পদার্থ, শক্তি ও প্রকৃতি একই পদার্থ। বিশ্ব পরাণুপুঞ্জ। বিন্দু বিন্দু মৃত্তিকা যোগে বড় পাহাড়, বিন্দু বিন্দু জলে বৃহৎ সমুদ্র, বিন্দু বিন্দু তেজে বৃহৎ সূর্য্য। বিশ্ব যখন শক্তির বিকাশ ছাড়া কিছুই নয়, সেই শক্তিই যখন বিন্দু সমষ্টি, সুতরাং বিশ্বও

বিন্দু সমষ্টি। বিশ্ব যখন শক্তির বিকাশ তখন বিশ্ব সাত্বিক বিন্দু সমষ্টি, রাজসিক ও তামসিক বিন্দু সমষ্টি। বিশ্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিন্দু সমষ্টি; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বিন্দু সমষ্টি। বিন্দু বিন্দু কাল যোগে কলা, বিন্দু বিন্দু কলা যোগে কাষ্ঠা সুতরাং কাল বিন্দু সমষ্টি। মহাব্যোম বিন্দু সমষ্টি। মহাব্যোমকে যদি অভাব পদার্থ বলিয়া মনে কর, তবে বিন্দু বিন্দু অভাবের মহা অভাবই মহাব্যোম। যখন অভাবই একটা ভাবপদার্থ, তখন অভাবই স্বভাব, সুতরাং মহাব্যোমও বিন্দু সমষ্টি. সুতরাং বিশ্ব বিন্দুময়, বিশ্ব বিন্দু সমষ্টি।

(৩) বিশ্ব ষড়ভাববিকারা।

জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিপরিণমতে, নশ্যতীতি ষড়ভাব বিকারাঃ। যে যে বস্তু জন্মে, তাহারই স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম বা পরিবর্ত্তন, অপক্ষয় বা হ্রাস ও বিনাশ হয়। বস্তুর এবম্বিধ পরিণামকে দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাববিকার শব্দে উল্লেখ করেন। ভাব বিকারগ্রস্ত নহে এমন জন্য বস্তু অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নাই। আত্মা ব্যতীত সকল পদার্থই পরিণামী, সুতরাং ষড়ভাব বিকারি। এই ষড়ভাব বিকারের অবিরাম ধারা বাহিকরূপ প্রবৃত্তিই বিশ্বপদবাচ্য জগৎ। পূর্ব্বাপরীভূত কার্য্যাত্মভাবই জন্মাদি ষড়ভাব বিকারময় রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। জন্মাদি ষড়ভাব বিকার পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। জন্ম পদবাচ্যভাব বিকার, অস্তি পদবাচ্য ভাববিকারের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, জন্মকারণ, অস্তিকার্য্য; অস্তিকারণ বৃদ্ধি কার্য্য। অন্যান্য ভাব বিকার সম্বন্ধেও এই প্রকার কার্য্য কারণ বা পৌর্ব্বাপর্য্যভাব চিন্তনীয়। যেমন পিতা কারণ, পুত্র কার্য্য; আবার ঐ কার্য্য পুত্রই তার পুত্রের কারণ। আবার ঐ ষড়ভাব বিকার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অন্তর্গত। জায়তে ইহা সৃষ্টির অন্তর্গত, অস্তি ও বৃদ্ধি স্থিতির অন্তর্গত এবং অপক্ষয়, বিপরিণাম ও নশ্যতি ইহা প্রলয়ের অন্তর্গত সুতরাং বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় বিকার গ্রস্ত।

(৪) বিশ্ব ক্রিয়াশীল।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
অকর্ম্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিত।
স্বভাব গুণেতে সবে হয় কর্ম্মে নিয়োজিত॥

চেতন হউক, অচেতন হউক স্থাবর হউক, জঙ্গম হউক, অচল হউক বা সচল হউক মহানগর হউক বা মহা বিজন হউক, সাগর হউক বা শৈল হউক, আব্রহ্ম কীট কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। রজগুণ বিশ্বব্যাপী, প্রকৃতির রজগুণে সকলকে অবশ

ভাবে কর্ম করিতেই হইবে, কেহই নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিবে না, প্রকৃতিদেবীর ইহাই আদেশ। এই যে জড় পদার্থ তৃণগাছ দেখিতেছ, ইহাও অবশভাবে নিরন্তর কর্ম্ম করিতেছে; জড়জগতে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ কার্য্য নিয়তই চলিতেছে; এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম-গতির বিরাম নাই, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, অবশে হউক স্ববশে হউক, ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্মশূন্য হইয়া সংসারে থাকিতে পারিবে না, আত্মাশক্তি মহামায়ার ইহাই অভিপ্রায়, সুতরাং বিশ্ব কর্ম্মশীল, কর্ম্মব্যপ্ত, কর্ম্মাত্মক।

(৫) বিশ্ব অপূর্ণ।

বিশ্ব অপূর্ণ কেন? গতিশীল ও কর্ম্মশীল বলিয়া। যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহাই গতিশীল। যাহা গতিশীল তাহা জগৎ। গতি কার? গন্তব্য স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই যে। গন্তব্য স্থানে যে পদার্থ পৌঁহুছায় নাই, যে স্থানে পৌঁহুছিলে চলিবার আর প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ ঈপ্সিত স্থানে না পৌঁহুছান পর্য্যন্ত পদার্থের গতি। জগৎ যখন নিয়ত গতিশীল, অবিরাম গতিতে অনন্তাভিমুখে ছুটিয়াছে; অবিরাম গতাগতির উপর রহিয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে গন্তব্যস্থানে পৌঁহুছায় নাই, ঈপ্সিত স্থান পায় নাই; যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিত, তবে গতি স্থির হইত, গতাগতির বিরাম হইত, তাহা যখন হয় নাই তখন অপূর্ণ।

যে হেতু গতিশীল, সেই হেতু ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীল কে? ঈপ্সিত পায় নাই যে। ঈপ্সিত পায় নাই কে? কর্ম্মশীল যে। সেই ক্রিয়াশীল যে ঈপ্সিত পায় নাই, সেই ঈপ্সিত পায় নাই যে কর্ম্মশীল। যে কর্ম্মশীল, ঈপ্সিত পায় নাই সেই অপূর্ণ। ঈপ্সিত পদার্থ না পাওয়া পর্য্যন্তই ক্রিয়া। জগতের যে কোন পদার্থের যে কোন ক্রিয়া হউক সকলেরই মূল ঈপ্সিত পদার্থ প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রাণীমাত্রই অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়; অভীষ্ট প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়াও নিবৃত্ত হয়। জগৎ যখন কর্ম্মশীল তখন বুঝা যাইতেছে, অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় নাই; যদি অভীষ্ট প্রাপ্ত হইত, তবে কর্ম্মের বিরতি হইত, কর্ম্মচক্র স্থগিত হইত। অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, অভাব বিশিষ্টই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; ঈপ্সিত যাহার করগত হয় নাই, সেই কর্ম্মপরায়ণ হয়, কর্ম্মে তাহারই অধিকার, কর্ম্মভূমিতে অবশভাবে তাহারাই যাতায়াত করিয়া থাকে। জগৎ কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম বা পরিবর্ত্তনই জগতের রূপ, মূর্ত্তক্রিয়াই জগৎ; কোন জাগতিক পদার্থই কর্ম্মশূন্য হইয়া ক্ষণকালের জন্যও থাকিতে পারে না। যাহা অপূর্ণ, বুঝা গেল তাহাই কর্ম্মশীল; সংসার যখন কর্ম্মশীল, তখন নিশ্চয়ই ঈপ্সিত পায় নাই, সুতরাং অপূর্ণ; সুতরাং বিশ্ব অপূর্ণ।

(৬) বিশ্ব নাট্যশালা।

বিশ্ব রঙ্গভূমির নাট্যশালাতে নাটকাভিনয় দেখিতে যাইলে, প্রত্যেক পটপরিবর্ত্তনেই

যেমন নূতন নূতন দৃশ্য দর্শকের নয়নগোচর হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভব রঙ্গভূমেও প্রত্যেক পট পরিবর্ত্তনেই অভিনব অভিনব দৃশ্য দর্শকের দৃষ্টিতে ভাসমান হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ধীরভাবে জগদ্রঙ্গভূমির নাটকাভিনয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দ্রষ্টা বুঝিতে পারেন বিশ্ব-নাটকাভিনেতৃবর্গ প্রত্যেক পট পরিবর্ত্তনেই অভিনব অভিনব দৃশ্য তাহার সম্মুখে ধরিলেও, তাহার কোনটাই নূতন নয়, তাহারা এমন কোন দৃশ্য দেখাইতে পারেন না যাহার কোন না কোন অংশ পূর্ব্ব দৃষ্ট দৃশ্যের সদৃশ নয়, এরূপ কোন অভিনয় বিশ্ব রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয় না, যাহা পূর্ব্বাভিনীত অভিনয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিশ্ব নাট্যালয় শূন্য নহে, ইহার অভিনেতৃবর্গ তাল জ্ঞান বিহীন নন। বিশ্ব যখন একবার আবির্ভাব একবার তিরোভাব হইতেছে, তখন ইহা নিয়ত গতিশীল, নিয়ত নর্ত্তনশীল। গতি মাত্রেরই তাল আছে, ক্রিয়ামাত্রেই তালে তালে হইয়া থাকে; পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া তালশূন্য নয়। কাল ও ক্রিয়ার যাহা মান—প্রতিষ্ঠা—নিয়ম হেতু, তাহাকে তাল বলে। বিশ্ব প্রকৃতি পুরুষাত্মক। পুংশক্তির ক্রিয়া বা নৃত্যের নাম তাণ্ডব' এবং স্ত্রীশক্তির ক্রিয়া বা নৃত্যের নাম লাস্য। তাণ্ডবের 'তা' লাস্যের 'ল' এই দুই শক্তির যোগে 'তাল' নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিশ্ব যখন পুংপ্রকৃত্যাত্মক বা চিৎ জড়াত্মক তখন ইহা তালাত্মক। বিশ্ব বৈতালিক নয়! বিশ্বের আবির্ভাব—স্থিতি ও তিরোভাব তালে তালেই হইতেছে, অনিয়মে হয় না, অনিয়মে হইলে বিশ্বের অস্তিত্ব থাকিত না। সমুদ্রে যে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, লহরীর পর লহরী, উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে, তৎক্রিয়া তালে তালেই হইতেছে। যাহার যাহা নিয়ম তাহাই তাহার তাল। যে কোন রাগ রাগিণীর আলাপ হউক না কেন, তাহাই ষড়জাদি স্বরযুক্ত হইবে, মধ্যমানাদি তালযুক্ত হইবে। বিশ্ব বীণা তালে বাজে, প্রকৃতি নর্ত্তকী তালে নৃত্য করে, বিশ্বগায়ক তালে গায় অর্থাৎ বিশ্ব নিয়মাধীন। বিশ্ব অনিয়মে পরিবর্ত্তিত হয় না। জন্মাদি ষড়ভাব বিকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। বিশ্ব নাট্যশালা একটি অপূর্ব্ব রঙ্গালয়; এ রঙ্গের বিরাম নাই।

(৭) বিশ্ব হ্রাস বৃদ্ধিহীন।

জগৎ অনিত্য, জাগতিক পদার্থ অস্থায়ী। জাগতিক পদার্থের যোগ বিয়োগ অনিত্য হইলেও তাত্ত্বিক পদার্থ নিত্য, জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বা আবির্ভাব স্থিতি ও তিরোভাবাত্মক জগৎ অনাদিকাল হইতে আছে এবং থাকিবেও অনন্তকালের জন্য। যে সূর্য্য চন্দ্র, দ্যুলোক ভূলোক, দেব, যক্ষ, মনুষ্য এখন দেখিতেছি হয়ত ইহারা থাকিবে না, কিন্তু না থাকিলেও অন্য পদার্থ এইস্থান অধিকার করিবে সুতরাং ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, ইহা অনাদিকাল হইতে আছে, থাকিবেও অনন্তকালের জন্য। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে পত্র পুষ্প ফলের উৎপত্তি, আবার তাহার ক্রমাবনতি। প্রকৃতিতে সকলই নিত্য নূতন, নিত্যোৎপত্তি, নিত্যালয়। উৎপত্তির পর শৈশব, শৈশবের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য, আবার

বার্দ্ধক্যের পর বাল্য। এইরূপে নিত্য প্রলয়, নিত্যই উৎপত্তি, নিত্যই নব ভাব। কাহারো এককালে লয় নাই, শূন্যত্ব নাই, কেবল অবস্থান্তর। কাহারো আকস্মিকী উৎপত্তি নাই, কাহারো শূন্য হইতে আবির্ভাব নাই। যাহা ছিল তাহাই আসিতেছে, যাইতেছে, আবার আসিতেছে। কেহই শূন্য ছিল না বা শূন্য হইবে না, কেবল পরিবর্ত্তন, কেবল নবভাবের আবির্ভাব মাত্র। এই নিয়মেই সমুদ্র, এই নিয়মেই পর্ব্বত; এই নিয়মেই ক্ষিতি, এই নিয়মেই তেজ; এই নিয়মেই অঙ্কুর, এই নিয়মেই বৃক্ষ, এই নিয়মেই কীট, এই নিয়মেই পতঙ্গ; এই নিয়মেই মানব, এই নিয়মেই দানব।

তরঙ্গ বুদ্বুদ্ সমুদ্রবক্ষে উঠিয়া সমুদ্রেই লীন হয়, আবার সমুদ্র বক্ষেই উঠে পড়ে, তদ্রূপ বিশ্বের যে পদার্থকে আমরা যায় আসে মনে করি, তাহা বিশ্বের মধ্যেই যায় আসে, আগন্তুক নূতন কিছু আসে না নূতন কিছু যায় না; যাহা আসে তাহাই যায়, যাহা যায় তাহাই আসে। অসতের উৎপত্তি ও সতের ধ্বংস নাই, সুতরাং একটু যায়ও না আসেও না, বিশ্ব যেকে সেই আছে। যাহাকে আমরা যায় মনে করি, সে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এই মাত্র বিশেষ; পদার্থ যেকে সেই থাকে মাত্র ভাবান্তর, সুতরাং বিশ্বের একটু যায়ও না আসেও না।

কল্পে কল্পে মহাচক্রে, জন্মে জন্মে আর,
জীবগণ বিবর্ত্তন চক্রে ক্ষুদ্রতম
কালারম্ভে এককর্ম্মী, এক কর্ম্ম আর
এক মহাকর্ম্মনীতি,—নীতি বিবর্ত্তন
এই মহাকর্ম্ম চক্র, আছে নিয়োজিত,
জড় চেতনের কর্ম্ম চক্র ক্ষুদ্রতর;
কর্ম্মফলে জীবগণ হইয়া চালিত
হয় আবর্ত্তিত চক্রে জন্ম জন্মান্তর।
সিন্ধুগর্ভে স্রোতবলে তরঙ্গ ফেণিল
জন্মি, জন্মি জলবিম্ব যথা অগণন
মিশাইছে সিন্ধুগর্ভে,—সলিলে সলিল
সিন্ধুর সলিল শক্তি থাকিছে তেমন।

যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদী দৃশং।

এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার, পূর্ব্বেও এইপ্রকার ছিল এবং পরেও ইহা ঈদৃশ হইবেক।

(৮) বিশ্ব ব্যক্তাবক্ত।

একবার বিশ্ব বক্ত হইতেছে, আরবার অবক্তে বিলীন হইতেছে। একেবারে কোন পদার্থেরই ধ্বংশ নাই, কেবল রূপ পরিবর্ত্তন। এ বিশ্বেরও ধ্বংশ নাই। বিশ্ব মহাপ্রলয়ের

ধ্বংশ হয় না, প্রকৃতি লীন থাকে। এমন কোন সৃষ্টি নাই যাহার আদি আছে। এমন কোন প্রলয় নাই যাহার পর সৃষ্টি নাই। এমন কোন মহাপ্রলয়ই নাই যাহা অনন্ত বিশ্বকে ধ্বংশ করে। মহাপ্রলয়ে কোন কোন বিশ্ব বিশ্ববীজে লীন হয়, অন্যান্য বিশ্ব ব্যবহার দশাতেই অবস্থিতি করে। সর্ব্ব ধ্বংস রূপ মহাপ্রলয় কস্মিনকালে হয়ও নাই, হইবেও না। এমন কোন সৃষ্টি নাই যাহার আদি আছে। কালের যদি আদি কল্পনা করিতে পার, তবে সৃষ্টির আদি কল্পনা করিও, আর কালের যদি আদি কল্পনা করিতে না পার, তবে সৃষ্টির ও আদি কল্পনা করিও না। কালের আদি কত কাল এবং অন্ত কাল কত কালে চিন্তা করিতে গেলে অন্তর কেঁপে উঠে, বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হয়, কল্প বিকল্প হয়। কালের আদি অন্ত যাহা, সৃষ্টিরও আদি অন্ত তাহা। বিশ্ব অনাদি কাল হইতে একবার ব্যক্ত আর বার অবক্ত এইরূপে আবর্ত্তিত হইতেছে, হইবেও অনন্ত কাল ভরে।

অবক্তাদিনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানিভারত।
অবক্ত নিধনান্যেব তত্রকা পরিদেবনা॥

প্রলয়ে এইজগৎ প্রকৃতিলীন ছিল, উহা প্রত্যক্ষ, অনুমানও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রকার প্রমাণের বিষয় ছিল না, যেন বিশ্ব মহা নিদ্রায় শয়ন ছিল, মধ্যভাগে নাম রূপ ধারণ করিয়া ব্যক্ত হইল, পুনঃ নামরূপ ত্যাগ করিয়া আবার অব্যক্তেলীন হইবে। অনন্ত কাল এইরূপেই চলিতে থাকিবে।

বিশ্ব অব্যক্তে লীন হওয়া, মহানিদ্রায় গা ঢালিয়া দেওয়া কি প্রকার? তোমার বিছানায় শয়ন যে প্রকার। তুমি বিছানায় শয়ন কর যে কারণে, বিশ্বও অব্যক্তে শয়ন করে সে কারণে। তোমার বিছানায় শয়ন করিবার অর্থ এই যে দিবসে নানা কার্য্যে ক্লান্ত হইয়াছে সেই ক্লান্তি অপনোদনার্থ বিছানায় শয়ন করিয়া রাত্রে নিদ্রা যাও বিশ্বও দিবসের কার্য্যে ক্লান্তি হইয়া তাহা অপনোদনার্থ রাত্রে অব্যক্ত প্রকৃতি শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। তোমার যেমন দিন রাত্র আছে, বিশ্বেরও দিন রাত্রি আছে। তুমি ক্ষুদ্র, তোমার দিন রাত্রিও ক্ষুদ্র; বিশ্ব বড়, তাহার দিন রাত্রিও বড়। তোমার সামান্য শ্রমের পর সামান্য নিদ্রা; বিশ্বের মহাশ্রমের পর মহানিদ্রা। তুমি যেমন এই নিয়মে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছ এবং চলিবেও অনন্তকাল, বিশ্বও এই নিয়মে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং চলিতে থাকিবেও অনন্ত কাল; ইহাই প্রলয়, মহাপ্রলয়। তুমি নিদ্রা ভঙ্গে যেমন জাগ্রত হও, বিশ্বও সুষুপ্তি ভঙ্গে তদ্রূপ জাগ্রত হয়। তোমার নিদ্রা ভঙ্গের যে কারণ জগৎ সুষুপ্তি ভঙ্গের সেই কারণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতি নিয়মাধীন; বিশ্বেরও জাগ্রত সুষুপ্তির নিয়ম আছে। তোমার যেমন সারাদিন জাগিবার নিয়ম এবং তৎতুল্য সারানিশা নিদ্রা যাইবার নিয়ম, বিশ্বেরও সেই নিয়ম। বিশ্বও যতক্ষণ জাগিবে, ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে। আমাদের যেমন ছোট নিশা,

বড় নিশা আছে; বিশ্বেরও ছোট নিশা বড় নিশা আছে। আমাদের ছোট নিশা গ্রীষ্মকালের রাত্র, বড় নিশা শীতকালের রাত্র; বিশ্বেরও মন্বন্তর প্রলয়, দিবা প্রলয় ছোট নিশা। মহাপ্রলয় মহানিশা। মন্বন্তর প্রলয়ে মহর্লোক, জনলোক তপলোক ও সত্যলোক ব্যতীত তাবৎ সংসার প্রলয় শয্যায় শয়ন করে। প্রত্যেক মন্বন্তরেই এইরূপ প্রলয় হয়। সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি ৭১বার অতিক্রান্ত হইলে এক মন্বন্তর, এবম্প্রকার রাত্রি; ইহাই বিশ্বের ছোট রাত্রি। এবম্প্রকারে চতুর্দ্দশ মনুর অবসানে ব্রহ্মার এক দিন অতিবাহিত হয়, ঐরূপ ব্রহ্মার রাত্রি; বিশ্বেরও ঐরূপ রাত্রি। বিশ্বের মহারাত্রি হইয়াছে মহাপ্রলয়, উহাই বিশ্বের বড় নিশা, আমাদের শীত কালের রাত্রি। মহাপ্রলয়ে আব্রহ্মকীট কিছুই থাকে না। ৮০০০০০৬৪০০০০০০০ আট পদ্ম চৌষট্টি কোটী সংবৎসরে ব্রহ্মার অহোরাত্র; এবম্প্রকারে ৩০ দিনে মাস, ৩৬৫ দিনে বৎসর, এরূপ শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণে মহাপ্রলয়ে বিশ্ব মহাপ্রকৃতিতে মহাশয়নে শায়িত থাকে, তৎপরে পুনঃ জাগ্রত হয়। ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণ বিশ্ব স্থাবর জঙ্গম তাবৎ প্রাণিকে নিয়া মহাতমসে আবরিত থাকে, মনে করিলে মন অবসন্ন হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে, প্রাণ কাঁপে, কল্পনা উদ্‌ভ্রান্ত হয়" এত কাল তমসে আবরিত থাকাপেক্ষা জাগ্রত থাকিয়া নরক ভোগও ভাল বলিয়া মনে হয়। বদ্ধ জীব আমরা কত যে দুর্গতি ভোগ করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই।

সহস্র যুগপর্য্যন্ত মহর্যদ্‌ ব্রহ্মণোদিদুঃ।
রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তেহহো রাত্র বিদোজ্জনাং॥
অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্য হরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবা ব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥
সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মারদিন বিদিত।
রাত্রিযুগ সহস্রান্ত, জানে দিবারাত্র বিত॥
অব্যক্ত হইতে সব জনমে আসিলে দিন।
সেরূপ আসিলে রাত্রি অব্যক্তেতে হয় লীন॥
ভূতগণ এইরূপে জন্মি জন্মি হয় লয়।
রাত্রিতে অবশ থাকে দিবসেতে জন্ম হয়॥

১৭২৮০০০বর্ষ সত্যযুগের পরিমাণ, ১২৯৬০০০ বর্ষ ত্রেতাযুগের পরিমাণ, ৮৬৪০০০ বর্ষ

দ্বাপর যুগের পরিমাণ, ৪৩২০০০ বর্ষ কলিযুগের পরিমাণ; এইরূপ চতুর্য্যুগ সহস্রবার অতিক্রান্ত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার একদিন হয়, ঐরূপ চতুর্য্যুগ পুনঃ সহস্রবার অতিক্রান্ত হইলে একরাত্র হয়। ব্রহ্মরাত্রি তুল্যই বিশ্ব রাত্রি। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণ বিশ্বের মহানিশা; কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। তুমি যেমন রাত্রি অপগমে সূর্য্যোদয়ে দিবাগমে নিদ্রাভঙ্গে শয্যা হইতে উঠিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হও, বিশ্বও তদ্রূপ নিশা অবসানে হিরণ্য সূর্য্য উদয়ে অব্যক্ত শর্য্যা হইতে স্থাবর জঙ্গম তাবৎ প্রাণিকে নিয়া উত্থিত হইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রধাবিত হয়।

(৯) বিশ্ব স্ত্রীলিঙ্গ।

বিশ্বে একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়া আর কোন লিঙ্গই নাই। মায়াতে অদ্বৈতে দ্বৈতভ্রম হইতেছে, তদ্রূপ মায়াতে একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গ কেহ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের ন্যায় অনুভব হইতেছে।

বিশ্ব যখন একমাত্র প্রকৃতিরই বিকাশ, শক্তিরই বিকাশ, শক্তিরই খেলা, সেই শক্তিই যখন স্ত্রীলিঙ্গ, সুতরাং বিশ্বও স্ত্রীলিঙ্গ। বিশ্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধময়, সুতরাং শক্তিময়; বিশ্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমময় সুতরাং প্রকৃতি ময়। বিশ্বের আদ্যন্ত যখন শক্তিময় ও প্রকৃতিময় সুতরাং বিশ্ব স্ত্রীলিঙ্গময়। যাহাকে আমরা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া অভিধান করি, তাহা একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গেরই নানা সাজ; যেমন একই স্ত্রী কেহর মাতা, কেহর ভগ্নী, কেহর পত্নী ইত্যাদি নানারূপ উপাধিধারণ করে, তদ্রূপ একই স্ত্রীলিঙ্গের কোন রকম বিকাশকে আমরা পুংলিঙ্গ ও কোন রকম বিকাশকে ক্লীবলিঙ্গ আখ্যায় আখ্যায়িত করি। এই বিশ্ব স্ত্রীলিঙ্গেই রঙ্গ, অদ্যাশক্তি বা মূলাপ্রকৃতিই খেলা।

সাংখ্য বলেন পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা এই যে পুরুষ ভোক্তা তাহা পুংলিঙ্গাত্মক পুরুষ ভোক্তা নয়, তাহা চিৎ নাম ধেয় পুরুষ ভোক্তা; প্রকৃত তিনিও ভোক্তা নন, উপচারক্রমে ভোক্তারূপ ধারণ করিয়াছেন, প্রকৃত তিনি উদাসীন, নিষ্ক্রিয়ও নির্লিপ্ত। প্রকৃতিই প্রকৃতিকে ভোগ করিতেছে অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গই স্ত্রীলিঙ্গকে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গরূপে ভোগ করিতেছে। মনে কর একজন পতি ও পত্নী রহিয়াছে। পতি মনে করিতেছে সে ভোক্তা পত্নী ভোগ্যা; আবার পত্নী মনে করিতেছে সে ভোক্তা পতি ভোগ্য, সুতরাং পতি ভোক্তা ও ভোগ্য, পত্নী ভোক্তা ও ভোগ্য, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ও ভোক্তা ভোগ্য এবং স্ত্রীলিঙ্গও ভোক্তা ভোগ্য উভয়ে সমান। এখন দেখা যাক্ কোন পদার্থকে আমরা পতি ও পত্নীর নাম দিতেছি। প্রথমত চিৎ, তদুপরি শক্তির সূক্ষ্ম আবরণ যাহা সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর, তদুপরি শক্তির স্থূল আবরণ যাহা স্থূল শরীর, যাহা অস্মদাদির দৃষ্টিগোচরে পতি ও পত্নীরূপে প্রতিভাত হইতেছে। পতির মধ্যে যে চিতের বিকাশ, পত্নীর মধ্যে সেই চিতের বিকাশ; পতির মধ্যে যে চিৎ পুরুষ রহিয়া-

ছেন, পত্নীর মধ্যেও সেই চিৎ পুরুষ রহিয়াছেন, উভয়ই সমান; চিৎ সম্বন্ধে উভয়ই সমান পাইলাম এখানে লিঙ্গ ভেদ পাইলাম না। এই চিতের উপর শক্তির যে সূক্ষ্ম অষ্টাদশ অবয়বাত্মক আবরণ যাহাকে আমরা লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর বলি, যাহা লোকের মৃত্যু হইলে চলিয়া যায় তাহাও পতি ও পত্নীতে উভয়েই সমান। চিৎ শরীরে ও সূক্ষ্ম শরীরে লিঙ্গভেদ নাই; একমাত্র স্থূল শরীরই ভোগায়তন, তাহাতেই লিঙ্গভেদ কল্পিত হয়। লিঙ্গভেদ কার? স্থূল শরীরের। কোনটা স্থূল শরীর? স্ত্রৈলিঙ্গিক শক্ত্যাত্মক প্রকৃতির ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের দ্বারা গঠিত যে শরীর তাহাই স্থূল শরীর, সুতরাং উহাও স্ত্রীলিঙ্গাত্মক। পতির স্থূল শরীর যাহা দ্বারা গঠিত,পত্নীরও স্থূল শরীর তাহা দ্বারা গঠিত, উভয়েই প্রকৃতি সম্বন্ধ সমান, সুতরাং উভয়ে স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধ সমান। পূর্ব্বে পতি ও পত্নীর চিৎ সম্বন্ধ এক সমান পাইলাম, সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধেও সমান পাইলাম, এখন স্থূল সম্বন্ধেও সমান পাইলাম, সুতরাং স্ত্রী পুরুষের ভেদ কোথায় রহিল? সব একলিঙ্গ একাকার হইয়া গেল। যে লিঙ্গকে অবলম্বন করিয়া পুংলিঙ্গাত্মক পতি কল্পনা করি তাহাও স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ এক স্ত্রীলিঙ্গেরই লিঙ্গভেদ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এক স্ত্রীলিঙ্গের উপর পুংলিঙ্গের মহানর্ত্তন এই মহাবিশ্ব। স্ত্রী পুরুষের আলিঙ্গন যাহা, তাহা পরস্পর স্থূল শরীরেই আলিঙ্গন, সুতরাং বলিতে হইবে স্ত্রীলিঙ্গই স্ত্রীলিঙ্গকে আলিঙ্গন করিতেছে, প্রকৃতিই প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিতেছে। তুমি যাহা দেখিতেছ, ধরিতেছ, তাহা প্রকৃতিই প্রকৃতিকে দেখিতেছে ধরিতেছে। যদি বল এ সব মনের কার্য্য, অহঙ্কারের কার্য্য, তাহা ঠিক; তাহারাও প্রকৃতি স্ত্রীলিঙ্গ; অহং, ত্বং, ইদং অর্থাৎ আমি, তুমি, ইহা এ সমস্তই প্রকৃতি ইহা দর্শনসিদ্ধান্ত। হে মানব! তুমি মানব নও মানবী, দানব নও দানবী, পুং নও প্রকৃতি। এক অদ্বৈত স্ত্রীলিঙ্গে মায়া প্রভাবে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গরূপ দ্বৈতভ্রম জন্মিতেছে। বিশ্বে একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গই বিরাজমান, বিশ্ব পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শূন্য। আত্মা সম্বন্ধে পুরুষে যাহা স্ত্রীতেও তাহা।. যাহা কিছু ভেদ শরীর সম্বন্ধে।

শরীর দুই প্রকার,—এক সূক্ষ্ম শরীর, আর এক স্থূল শরীর। এই অস্থিচর্ম্মাবৃত স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শরীর রহিয়াছে, সূক্ষ্ম শরীর শক্ত্যাত্মক, শক্তির অষ্টাদশ অবয়ব দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। শক্তি স্ত্রীলিঙ্গবাচক, সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর ও স্ত্রীলিঙ্গাত্মক। স্থূল শরীর ষাট কৌশিক। স্থূল শরীর প্রকৃত্যাত্মক, প্রকৃতি স্ত্রীলিঙ্গবাচক, সুতরাং স্থূল শরীর স্ত্রীলিঙ্গাত্মক। আব্রহ্ম কীট সকলেরই স্থূল সূক্ষ্ম একই উপাদানে গঠিত, সুতরাং সকলই স্ত্রীলিঙ্গাত্মক, সুতরাং বিশ্ব স্ত্রীলিঙ্গেরই লিঙ্গ, এক স্ত্রীলিঙ্গেরই বিকাশ। বিশ্বের সমস্তই যদি স্ত্রীলিঙ্গ হইল, তবে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ ভেদ কোথা হইতে আসিল? যেমন হাতের পাঁচটি আঙ্গুল একই উপাদানে গঠিত, অথচ আকৃতিগত ভেদ কোনটা ছোট কোনটা বড়, নামগত ভেদ কোনটার নাম অনামিকা, কোনটার নাম মধ্যমা ইত্যাদি তদ্রূপ একই

স্ত্রীলিঙ্গ উপাদানে সর্ব্ব বিশ্ব গঠিত, আকৃতিগত ও নামগত ভেদে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ নাম ভেদ কল্পিত হইতেছে।

(১০) বিশ্ব মূল এক।

দর্শনমূলে অদর্শন। মূল ছাড়িয়া মূলে অমূল হইয়া বসিয়াছেন। বিশ্বমূল খুঁজিতে যাইয়া কেহ বলেন মূল দুই, কেহ বলেন তিন কেহ বলেন বহু ইত্যাদি প্রকার মতভেদ বেদান্ত বলেন দুই না হলে সৃষ্টি হয় না, সুতরাং মূল দুই; সাংখ্যের ও দাদার রায়েই রায়, অন্যান্যে দাদার রায়ও ছাড়াইয়া গিয়াছেন; গণিতভায়া বলেন, দাদারা সকলেই দিগ্‌গজ বটে, কিন্তু মূলে ভুল। ভায়াদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় বহু, তিন, দুইয়ের মূল কি? তখন ভায়ারা মাথা চুলকান্। শত বল সহস্র বল, দশ বল বিশ বল, এক বাদ দিবার কাহারই উপায় নাই, এক বাদ দিলে সকলেই অস্তিত্ব হারায়, মূল নির্ম্মূল হইয়া পড়ে অনন্ত বল কোটি বল, অর্ব্বুদ বল লক্ষ বল সকলেরই মূল এক; এক সকলেরই মধ্যে আছে, এক সকলেরই মূলে দণ্ডায়মান; কিন্তু একের মূল কেহই নাই, একেরই বিকাশ অনন্ত, সহস্রকে ভাগ কর, একে যাইয়া পর্য্যবসিত হইবে, কিন্তু এককে অনন্ত ভাগ কর একই অবশিষ্ট থাকিবে, কদাচও শূন্য হইবে না; শত শূন্য যোগ দিলেও এক হইবে না, সুতরাং শূন্য বাদীদের শূন্য হইতে জগৎ আবির্ভাব কল্পনা ভ্রম। বেদান্তের দ্বৈত কল্পনা ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের দ্বৈত কল্পনা প্রকৃতি ও পুরুষ ভ্রম। একেরই বিকাশ দুই, তাই অমূল বেদ মূল বাহির করিলেন এক বা একমেবা দ্বিতীয়ং, সুতরাং বিশ্ব মূল এক।

(১১) বিশ্ব অনন্ত।

ব্যোমের যদি অন্ত কল্পনা করিতে পার, তবে অনন্ত বিশ্বেরও অন্ত কল্পনা করিও, নচেৎ করিও না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে অনন্ত বিশ্বের একটী সুন্দর উদাহরণ আছে যথা—

চিচ্ছক্তি বিভূতি ধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম।
মায়িক বিভূতি এক পর অভিধান॥
ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য অগোচর।
একপাদ বিভূতি তাহার শুনহ বিস্তার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা রুদ্রগণ।
চির লোকপাল শব্দে তাহার গণন॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আসি দ্বারীরে কহিলা গর্ব্বভরে॥
শুনিয়া হাসিল দ্বারী কহিল বিধিরে।
কোন জগতের বিধি তুমি কহত আমারে।

বিধাতা কহিলা আমি সে বিধাতা শুনিয়া সে কহে হাসি
চতুর্ম্মুখ ধাতা, তোমার জগৎ অতি ক্ষুদ্র হেন বাসি ॥
আমি অষ্টমুখ ধাতার অধম ভাবিয়া সরমে মরি।
তোমারে দেখিয়া সুখী হইলাম ঘুচিল সরম ভারি ॥
দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম দ্বারে।
দেখিলা বিধাতা ক্রমে বহুমুখ দ্বারী হাসে দেখি তারে ॥
ইহারাও ধাতা ক্রমোচ্চ জগতে না জানি জগৎ কত ॥
ইহাই ভাবিয়া বিধির সঞ্চিত অভিমান হলো হত ॥
দ্বারী গিয়া জানাইল কৃষ্ণের সদন।
আসিয়াছে এক ব্রহ্মা করিতে দর্শন ॥
কৃষ্ণ কহেন কোন ব্রহ্মা কি নাম তাহার।
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছেন আরবার ॥
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
কহ গিয়া সনক পিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লৈয়া গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥
কৃষ্ণ মান্ত পূজা করি তারে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি তোমার ইহা আগমন হৈল ॥
ব্রহ্মা কহে তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন ॥
কোন ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন অভিপ্রায়ে।
আমা বই জগতে আর কোন ব্রহ্মা হয়ে ॥
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মারগণ আইল ততক্ষণে ॥
শত বিশ সহস্রাযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না হয় গণন ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটী নয়ন ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইয়া।
হস্তীগণ মধ্যে যেন শশক রহিলা ॥
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ পাদ পীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করি পড়ে মুকুট পীঠে লাগে ॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে॥
পাদ পীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠি ধ্বনি।
পাদ পীঠে স্তুতি মুকুট হেন জানি॥
যোড়হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করি প্রভু দেখালে চরণ॥
কৃষ্ণ কহে তোমা সবা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা লাগি এক ঠাঞি সবা বোলাইল॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি করিল নমস্কার॥
কৃষ্ণ কহেন এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারিটী বদন॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি কোন লক্ষ কোটি।
কোন নিযুত কোটি কোন কোটি কোটি॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডেরগণ॥
একপাদ বিভূতি ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে অনুমান॥

(১২) বিশ্ব দুঃখ বহুল।

গুণান্ গুণ শতৈর্জ্ঞাত্বা দোষান্ দোষ শতৈরপি।
হেতুন্ হেতু শতৈশ্চিত্রৈ শ্চিত্রান্ বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ॥
অপাং ফেণোপমং লোকং বিষ্ণোর্মায়াশতৈর্ব্বৃতম্।
চিত্র ভিত্তি প্রতিকাশং নল সারমনর্থকম্॥
তমঃ শ্বভ্রনিভং দৃষ্ট্বাবর্ষ বুদ্বুদ সন্নিভম্।
নাশ প্রায়ং সুখাদ্ধী নং নাশোত্তর মিহাবশম্॥
রজস্তমসি সম্মগ্নং পঙ্কে দ্বীপ মিবাবশম্।
সাংখ্যা রাজন্মহা প্রাজ্ঞা স্ত্যক্তা স্নেহং প্রজাকৃতম্॥
জ্ঞান যোগেন সাংখ্যেন ব্যাপিনা মহতানৃপ।
রাজসান্ শুভান্ গন্ধাস্তামসাংশ্চ তথাবিধান॥

পুণ্যাংশ্চ সাত্বিকান্ গন্ধান্ স্পর্শজান্ দেহসংশ্রিতান্
ছিত্ত্বাশু জ্ঞান শাস্ত্রেন তপোদণ্ডেন ভারত ॥
ততোদুঃখোদকং ঘোরং চিন্তা শোক মহাহ্রদম্।
ব্যাধি মৃত্যু মহাগ্রাহং মহাভয় মহোরগম্ ॥
তমঃ কূর্ম্মং রজোমীনং প্রজ্ঞয়া সন্তরন্ত্যত।
স্নেহ পঙ্কং জরাদুর্গং জ্ঞানদীপ মরিন্দম ॥
কর্ম্মাগাধং সত্যতীরং স্থিত ব্রত মরিন্দম।
হিংসা শীঘ্র মহাবেগং নানারস সমাকরম্ ॥
নানাপ্রীতি মহারত্নং দুঃখ জ্বর সমীরণম্।
শোকতৃষ্ণা মহাবর্ত্তং তীক্ষ্ণ ব্যাধি মহাগজন্ ॥
অস্থি সঙ্ঘাত সঙ্ঘট্টং শ্লেষ্ম ফেণ মরিন্দম।
দান মুক্তাকরং ঘোরং শোণিত হ্রদবিদ্রুমম্ ॥
হসিতোৎক্রুষ্ঠ নির্ঘোষং নানাজ্ঞান সুদুস্তরম্।
রোদনাশ্রু মলক্ষারং সঙ্গত্যাগ পরায়ণম্ ॥
পুত্রদার জলৌকৌঘং মিত্র বান্ধব পত্তনম্।
অহিংসা সত্য মর্য্যাদং প্রাণত্যাগ মহোর্ম্মিণম্ ॥
বেদান্ত গমনদ্বীপং সর্ব্বভূতদয়োদধিম্।
মোক্ষ দুর্লভ বিষয়ং বড়বামুখ সাগরম্ ॥
তরন্তি যতয়ঃ সিদ্ধা জ্ঞান যানেন ভারত।
তীর্ত্ত্বাতি দুস্তরং জন্ম বিশন্তি বিমলং নভঃ ॥
তত্রতান্ সুকৃতীন্ সাংখ্যান্ সূর্য্যোবহতিরশ্মিভিঃ।
পদ্মতন্তুবদা বিশ্ব প্রবহন্ বিষয়ান্ নৃপ ॥

মহাপ্রাজ্ঞ সাঙ্খ্য মতাবলম্বীরা সাংখ্য সম্মত মহান্ ব্যাপক জ্ঞানযোগে গুণ শত দ্বারা গুণ সকল; দোষ শত দ্বারা দোষ সকল ও বিবিধ হেতু শত দ্বারা নানাবিধ হেতু সকল যথাতথরূপে অবগত হইয়া সলিল ফেণ সদৃশ বিষ্ণুমায়াবৃত, বিচিত্র ভিত্তি-সদৃশ নল তৃণের ন্যায় অন্তঃসার বিহীন, অন্ধকারাবৃত্ত বিলসম, বর্ষ বুদ্বুদ্ তুল্য, সুখহীন, বিনষ্টপ্রায়, বিনাশানন্তর অবশ এই লোক সকল দর্শনকরতঃ পঙ্কমগ্ন অবশ মাতঙ্গের ন্যায় তমো

নিমগ্ন রজ ও প্রজ্ঞাকৃত স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহস্থিত রজ ও তমোগুণ সম্ভূত তাদৃশ অশুভ গন্ধ ও সত্ত্বগুণসম্ভূত স্পর্শজ পুণ্য-গন্ধ সমস্ত জ্ঞান শস্ত্র দ্বারা সত্বর ছেদন করিয়া যে সংসার সমুদ্রের দুঃখরূপ সলিল, চিন্তা ও শোকরূপ মহাহ্রদ, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ মহাগ্রাহ অর্থাৎ জলজন্তু, ভয়রূপ মহাসর্প, তমোরূপ কূর্ম্ম, রজোরূপ মীন, প্রজ্ঞারূপ তরী, স্নেহরূপ পঙ্ক, জ্ঞানরূপ দীপ, কর্ম্মরূপ গভীরতা, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ প্রবল তরঙ্গ, নানারস সঙ্ক আকর, নানাপ্রীতিরূপ মহারত্ন, দুঃখ ও জ্বররূপ সমীরণ, শোক ও তৃষ্ণারূপ মহাআবর্ত্ত তীক্ষ্ণ ব্যাধিরূপ মহাগজ, অস্থিরূপ সংঘট্ট, শ্লেষ্মারূপ ফেণ, দানরূপ মুক্তার আকর শুক্তি, শোণিতরূপ বিদ্রুম, হাস্য ও রোদনরূপ নির্ঘোষ, যাহা জরা দ্বারা দুর্গম, বহুবিধ জ্ঞান দ্বারা সুদুস্তর, অশ্রু ও মলরূপ যাহার ক্ষার এবং যাহা সঙ্গত্যাগরূপ পরম আশ্রয়, জন্ম ও মরণ-রূপ মহাতরঙ্গ, পুত্র ও বান্ধবরূপ পত্তন, অহিংসা ও সত্যরূপ সীমা, প্রাণত্যাগরূপ মহান্ ঊর্ম্মি, বেদান্তজ্ঞানরূপ দ্বীপ এবং মোক্ষরূপ দুর্লভ বিষয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে, এতাদৃশ বাড়বানল সমন্বিত সকল ভূতের দয়ারূপ সমুদ্র জ্ঞান যোগ দ্বারা পার হইয়া থাকেন।

মহত্তত্ত্ব।

(১) সমষ্টি বুদ্ধি তত্ত্বের নাম মহত্তত্ত্ব। তোমার আমার বুদ্ধি, দেব, যক্ষ, পশু, পক্ষীর বুদ্ধি সমষ্টি যোগের যে একাধার তাহাই মহত্তত্ত্ব।

(২) যার পর নাই নির্ম্মল বিকাশ যাহা অর্থাৎ সত্ত্ব গুণের চরম উৎকর্ষই মহত্তত্ত্ব। যেখানে মহত্তত্ত্ব, সেই খানেই সর্ব্বজ্ঞত্ব।

(৩) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের ভালপাকান সমষ্টি জ্ঞান ভাবই মহত্তত্ত্ব।

(৪) মহত্তত্ত্ব—জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া শক্তির মিলিতাবস্থাই মহত্তত্ত্ব। জ্ঞান চিৎ, জ্ঞঃ বা পুরুষ, আর ক্রিয়া শক্তি অচিৎ শক্তি বা প্রকৃতি, এই দুই পদার্থের প্রথম মিলিত উৎপন্ন পদার্থই মহত্তত্ত্ব।

(৫) সৃষ্টি ব্যাপারে যে পদার্থ সর্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন, জ্ঞাতার নিকট প্রথমে জ্ঞেয়ের প্রকাশ অর্থাৎ আত্মাতে বা আত্মার জ্ঞানেতে প্রকৃতির প্রথম বিকাশ বা মহাপ্রলয়ান্তর প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইয়া প্রথম যে বিচ্যুতি বা বিকৃতি অর্থাৎ জ্ঞঃ ও জ্ঞেয়ের যোগ সম্বন্ধ বশাৎ প্রথম বোধ বা অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, আবির্ভাব বা প্রকাশ।

সে প্রকাশ কোথায়? আত্মায়। আত্মা জ্ঞানময়। আত্মার জ্ঞানেতে প্রকৃতির প্রথম প্রকাশই মহতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞঃ ও জ্ঞেয়' নামক পদার্থদ্বয়ের সাক্ষাৎ কার সম্পর্ক স্থাপিত হইলে যে আদিম বীজ স্বরূপ মহাপ্রকাশাত্মক জ্ঞানের উৎভব হয় বা সমষ্টি জ্ঞান শক্তির ও ক্রিয়া শক্তির একত্র সমাবেশকে মহতত্ত্ব বলে। জ্ঞানের সেই আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে সম্প্রতি তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। প্রকৃতি ও পুরুষকে আমরা একটি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ সূত্রে জড়িত দেখিতে পাই, তাহারই ফল ব্যক্ত সংসার। পুরুষের যে জ্ঞান, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ জনিত। এই জ্ঞানের ফলে সুখও দুঃখের উৎপত্তি, পক্ষান্তরে ঐ সম্বন্ধের ফলে আত্মায় ইচ্ছা শক্তির বিকাশ। ইচ্ছার বিকাশে কার্য্যে প্রবৃত্তি, ঐ কার্য্য প্রবৃত্তি দ্বারা প্রকৃতিকে চালিত হইতে দেখা যায়। উভয়েই উভয়ের উপর ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছে। অব্যক্ত এবং জ্ঞঃ পরস্পর সংযুক্ত হওয়াতে ব্যক্তভাবের আবির্ভাব হইতেছে বা সৃষ্টি হইতেছে। এখন মনে কর জ্ঞঃ ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে সাক্ষাৎ কার নামক সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এখন মনে কর দুই বস্তুর সংযোগ সম্বন্ধ হেতু ঘর্ষণোৎপাদিত সর্ব্ব বস্তু প্রকাশক মহান মিশ্র জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশিত হইল তাহারি নাম মহানজ্ঞান বা মহতত্ত্ব। এখন মনে কর জ্ঞঃ ও জ্ঞেয় ঘর্ষিত হইয়া একটী ক্রিয়া উপস্থিত হইল। জ্ঞান পদার্থ নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না; জ্ঞান কোননা কোন চিন্তা, কোন না কোন অনুভূতি কার্যে ব্যাপৃত থাকিবেই থাকিবে, জ্ঞঃ ও জ্ঞেয়ের সংমিশ্রণ হেতু রজ গুণ ক্ষুভিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ রজ গুণ সত্ব ও তম গুণকে মন্থন পূর্ব্বক তাহা হইতে অতি স্বচ্ছ বিকাশ উজ্জ্বল তৈজসতত্ব সকল আকর্ষণ করিয়া লইয়া উহাদের রাসা- য়নীক শক্তি প্রভাবে উজ্জ্বল মণি বা কাঁচে পরিণত করিয়া লইয়া তদ্দারা সর্ব্ব বস্ত প্রকাশক একটি দর্পণ নির্ম্মাণ করে তাহাই আদি বিকাশ মহতত্ত্ব বা হিরন্ময় কোষ। যখন শুদ্ধ চৈতন্যে সমষ্টি জ্ঞেয় ভাব আরোপিত হয়, তখন ঐ জ্ঞেয় ভাব সমূহ জ্যোতির্ম্ময় মহামানসাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে, ঐ সমষ্টি ভাব বা মাসনাকারই মহতত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধি বা হিরন্ময় কোষ।

(৬) প্রথম মিশ্রণ জ্ঞানাজ্ঞান জ্যোতিই মহতত্ব। মিশ্র জ্ঞান কেন? যখন জ্ঞয়ের সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই তখন কার জ্ঞয়ের যে জ্ঞান তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞান, সেই জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের যোগে যে জ্ঞান তাহাই মিশ্রজ্ঞান। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিশ্রণ হেতু জ্ঞানেতে যে কিছু মালিন্য জন্মিয়াছে সেই মালিন্য যুক্ত জ্ঞানই মহতত্ব। জ্ঞঃ বা আত্মা স্বভাবত চৈতন্যময় ও জ্ঞানময়। প্রকৃতির সহিত আত্মার অসংযোগবস্থায় আত্মার শুদ্ধ চৈতন্য কি দৃশ, তাহা এই সংযোগবস্থায় বুঝা দুঃসাধ্য। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ ও অসংযোগে যে কিছু পার্থক্য আছে তাহা বোধ হয় অল্প অনুমানেই বুঝা যায় একটা পদার্থের সহিত অন্য একটা পদার্থের যোগ, হইলে, অযোগ অবস্থার সহিত কিছু

না কিছু, কোন না কোন বিষয়ে কোন না কোন গুণে পার্থক্য হইবেই। আত্মা যখন কেবল ছিলেন. প্রকৃতি মুক্ত ছিলেন, তখন তাহার জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান, তখন তাহার চৈতন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্ত, তখনকার অবস্থা কেবল বা কৈবল্য বা পূর্ণ জ্ঞান। যখন অজ্ঞানা প্রকৃতি সংযোগ হইল, অবশুই তখন তাহার বিশুদ্ধ জ্ঞান কিছু মালিন্ত হইল, কিছু বিকৃতি হইল, যখন অচৈতন্তা প্রকৃতির যোগ হইল, অবশুই শুদ্ধ চৈতন্ত কিছু অশুদ্ধ হইল ; সেই যে আদি কিছু বিকৃতাত্মক অশুদ্ধ জ্ঞান তাহাই মহত্তত্ব।

(৭) মহত্তত্ব একখানা দর্পণ বিশেষ। দর্পণে যেমন বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, মহত্তত্বেও বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়।

(৮) মহৎ তত্বে অহংজ্ঞান অব্যক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ মহত্তত্বের আমি অলক্ষোৎপন্ন, আর অহংতত্বের আমি লক্ষোৎপন্ন, এই জন্ত সাংখ্য প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ব দ্বিতীয় বিকাশ অহংতত্ব বলিয়াছেন।

(৯) অদৃশু এবং সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতি সমাবৃতসত্বগুণ প্রধান মহত্তত্ব প্রথমতঃ সত্বামাত্র প্রকাশক ছিল। মহত্তত্বের নাম যথা,—মন, মহান, মতি, ব্রহ্ম, পূঃ, খ্যাতি. ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, স্মৃতি, জ্ঞান, বিশ্বপতি, বুদ্ধি ইত্যাদি।

(ক) মন—তিনি সর্ব্বভূতের চেষ্টাফল বিদিত হন্ এই জন্ত সূক্ষ্মতা হেতু সর্ব্বত্র অবিভক্ত মন বলিয়া অভিহিত হন।

(খ) মহান্ সর্ব্ব তত্বের অগ্রজ, মহৎ পরিমাণ ও বিশেষ গুণসংযুক্ত, এই জন্ত মহান এই নামে অভিহিত হন।

সতএব পদার্থস্যস্বরূপাবস্থিতস্য যৎ।
কৈবল্যঃ পরমমহানবিশেশো নিরন্তরঃ॥

কার্য্যস্বরূপ পৃথিব্যাদি অংশের যে অন্তভাগ পরমাণু তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়া স্বরূপে অবস্থিতি হইলে তাহার যে ঐক্য তাহার নাম পরমমহান।

(গ) মতি—প্রমাজ্ঞান ধারণ ও বিভাগ কল্পনা করেন এবং ভোগ সম্বন্ধ হেতু পুরুষরূপে বিদিত হন, এই জন্ত মতি নাম হইয়াছে।

(ঘ) ব্রহ্ম—সর্ব্বাশ্রয়ত্ব হেতুক ভাব সমূহের বৃহত্ব ও বর্দ্ধনত্ব নিবন্ধন ভাব সমূহকে ধারণ করিতেছেন, এইজন্ত ব্রহ্ম নাম হইয়াছে।

(ঙ) পূঃ—সমস্ত দেবগণকেঅনুগ্রহ দ্বারা পূর্ণ করেন এবং সকলে তাহার নিকট তত্বভাব প্রাপ্ত হন, এই হেতু পূঃ নাম হইয়াছে।

(চ) খ্যাতি—যাহা হইতে খ্যাতি ও প্রত্যুপভোগ প্রবৃত্ত হয় সেই হেতু এবং ভোগের জ্ঞানাধারত্ব হেতু খ্যাতি নামে কল্পিত এবং তাহার জ্ঞানাদি গুণ রাশি সর্ব্বত্রই খ্যাত এই জন্ত খ্যাতি নামে অভিহিত হয়েন।

(ছ) ঈশ্বর· মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎ সমস্তই অবগত আছেন এই জন্য ঈশ্বর নামে অভিহিত।

(জ) প্রজ্ঞা—যে হেতু তিনি জ্ঞানের অনুচর, অতএব প্রজ্ঞানামে অভিহিত।

(ঝ) চিতি—যে কারণ তিনি ভোগের নিমিত্ত জ্ঞানাদিরূপ বহু কর্ম্মফল চয়ন করেন, সেই জন্য চিতি নামে প্রসিদ্ধ।

(ঞ) স্মৃতি—তিনি বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত কার্য্য স্মরণ করেন, সেইজন্য স্মৃতি নামে উক্ত হন।

(ট) জ্ঞান যাহা হইতে সমস্ত লাভ, জ্ঞান এবং উত্তম মাহাত্ম্যপ্রাপ্তি হয় সুতরাং জ্ঞানোদয় হেতু তাহাকে সম্বিদ বলে।

(ঠ) বিশ্বপতি—তিনি সর্ব্বত এবং তাহাতে সমস্ত বর্ত্তমান এবং অনুগ্রাহক হেতু বিশ্বপতি নামে উক্ত হয়।

(ড) বুদ্ধি—তাহা হইতে পুরুষ সকল ভাব ও হিতাহিত বিদিত হন এবং তিনিই সকলকে বোধিত করেন, এইজন্য বুদ্ধি নাম হইয়াছে।

(১০) সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥

বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নামক প্রথম বিকার এবং পুরুষ অর্থাৎ আত্মা এই দুইয়ের অন্যথা খ্যাতি অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞান তাদৃশ পার্থক্য জ্ঞানেরপ্রতি কৃতসংযমী হইয়া যোগিগণ সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও আধিপত্য এবং সমুদায় বস্তুর জ্ঞান এই দুই ক্ষমতা লাভ করেন।

বুদ্ধি।

(১) ব্যষ্টিভূত মহত্তত্ত্বের নাম 'বুদ্ধি'।

মহত্তত্ত্বের দুটী বৃত্তি, একটী অধ্যবসায়, আর একটী সঙ্কল্প। একই মহত্তত্ত্বের নিশ্চয়াত্মক ভাব বুদ্ধি, অনিশ্চয় বা সঙ্কল্পাত্মক ভাব মন। যাহা নিশ্চল, ধীর, স্থির তাহাই বুদ্ধি; বহুধাবিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়াও স্থির থাকা বুদ্ধির ধর্ম্ম; যাহা চঞ্চল, অধীর, অস্থির তাহাই মন। অধ্যবসায় বুদ্ধির গুণ, সঙ্কল্প মনের গুণ বা মহত্তত্ত্বের সাত্ত্বিকাংশ বুদ্ধি, রাজসাংশ মন। অধ্যবসায় কারে বলি? নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানেরই নাম অধ্যবসায়। কোন একটা পদার্থ 'আছে' এই যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অর্থাৎ আমি আছি, বস্তু আছে, এই যে আছে নিশ্চয়াত্মক ভাব তাহাই বুদ্ধি। জীবমাত্রেরই 'ইহা করিতে পারি, ইহা করিতে পারিব' এইরূপ নিশ্চয় রূপিনী বুদ্ধি উদ্রিক্তা হয়, পরে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এই যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান শক্তি তাহারি নাম বুদ্ধি। মনে কর এক জন দর্শক দূর হইতে একটা পশুকে নিরীক্ষণ করিতেছে এবং এইরূপ চিন্তা করিতেছে যে, এটা পশু বটে তার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু এটা কোন পশু, অশ্ব, না গো, না হস্তী? দর্শক এখানে সাধারণ পশু জ্ঞান হইতে কোন একটা বিশেষ পশু জ্ঞানে অবতীর্ণ হইবার জন্য পন্থা অন্বেষণ করিতেছে, ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই তাহার বুদ্ধি নিশ্চল হয় বা চরিতার্থ হয়, এইটা বুদ্ধির ধর্ম্ম। যতক্ষণ নিশ্চয় না হইতেছে, ততক্ষণ সে কিছুতেই স্থির হইতেছে না; এটা অমুক পশু বলিয়া যেক্ষণে নিশ্চয় হইবে, সেইক্ষণে যাইয়া সে স্থির হইবে, ইহাই বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক ধর্ম্ম। কিন্তু যতক্ষণ নিশ্চয় না হইতেছে, ততক্ষণ তাহার মনে কেবল এইরূপ ভাবনাই চলিতে থাকে যে এটা কোন পশু, অশ্ব না গো ইত্যাদি; এইটা মনের ধর্ম্ম। বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ যথা—

সাত্ত্বিকীবুদ্ধি—প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সাপার্থ সাত্ত্বিকী॥
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়।
বন্ধ, মোক্ষ জানি যাহে,—সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী কয়॥

রাজসিক বুদ্ধি—যয়াধর্ম্ম মধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেবচ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সাপার্থ রাজসী॥
যাহাতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য আর।
হয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ,—রাজসী নাম তাহার॥

তামসিক বুদ্ধি—অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতেস্তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সাপার্থ তামসী ॥
অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভাবে যেই বুদ্ধি তমাবৃত।
বুঝে সর্ব্ববিপরীত, তামসী তাহা কথিত ॥

(২) বুদ্ধির বৃত্তি যথা—ইষ্ট ও অনিষ্ট বৃত্তি বিশেষের বিনাশ; উৎসাহ, চিত্ত স্থৈর্য্য, প্রতিপত্তি, প্রমান, স্মৃতি, নিদ্রা, যুক্তি, বিবেক, বিচার ও সিদ্ধান্ত।

(৩) বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় অধিভূত, আত্মাঅধিদৈব বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ বুদ্ধির আধার আত্মা।

(৪) বুদ্ধির অবয়ব।

বুদ্ধি তিন অবয়বে বিভক্ত—বিচার, বিবেচনা ও যুক্তি। ঐ তিন অবয়ব আবার দুই ভাগে বিভক্ত যথা—শক্তি ও জ্ঞান বা যে হেতু ও অতএব। বিচার স্ফুর্ত্তি বা বিচরণ স্ফুর্ত্তি বুদ্ধির শক্তি প্রধান অঙ্গ এবং যুক্তি ও বিবেচনা বুদ্ধির জ্ঞান প্রধান অঙ্গ। বিচার বুদ্ধির হাত পা, বিবেচনা বুদ্ধির চক্ষু। যুক্তি, বিচার ও বিবেচনার মাঝখানে থাকিয়া যেহেতু ও অতএবের যোগ সাধন করে। লোকে প্রথম উদ্যমের বিচার কার্য্য সরাসরি মতে করিয়া ফেলে, বিবেচনাকে বড় একটা কর্ত্তৃত্ব কলাইতে দেয় না; প্রমান যথা—এক ব্যক্তিকে জমকাল পোষাক পরিধান করিতে দেখিয়া মনে করিলাম এ ব্যক্তি বড় ধনি, ইহা সরাসরি বিচার; বুদ্ধির বিবেচনা শক্তিকে খাটাইয়া দেখিলাম তাহা নয়, যুক্তি আসিয়া বলিল যে হেতু ঐ পোষাক অপরের কাছ হইতে ধার করিয়া আনিয়াছে, অতএব এ ব্যক্তি ধনি নয়। এক ব্যক্তিকে শ্লোক আওড়াইতে দেখিয়া মনে করিলাম এ বুঝি বড় পণ্ডিত, কিন্তু বুদ্ধির বিবেচনা শক্তিকে খাটাইয়া দেখিলাম তাহা নয়, যুক্তি আসিয়া বলিল উহা উহার পুঁথিগত বিদ্যা, যে হেতু ঐ ব্যক্তি শ্লোকের অর্থ জানে না, কেবল পুস্তক দেখিয়া শ্লোক মুখস্ত করিয়াছে, অতএব সিদ্ধান্ত হইল ঐ ব্যক্তি পণ্ডিত নয়, যুক্তি যে হেতু এবং অতএবের যোগ সাধন করিল।

একজন পাকা জহরি বলিতে পারে

প্রথম—এটা অত দরের সোনা, ইহা বিচার শক্তির কার্য্য।

দ্বিতীয়—ভাল সোনা কারে বলে সে তাহা জানে, ইহা বিবেচনার কার্য্য।

তৃতীয়—কিরূপ ক্রেতাকে কিরূপ সোনা গছাইতে হইবে ইহা ঠিক করা যুক্তির কার্য্য; যে হেতু এই ক্রেতা এই সোনার উপযুক্ত, অতএব সিদ্ধান্ত হইল ইহাকে এই সোনা দেওয়া যাক, যে হেতু এবং অতএবের যোগ সাধন যুক্তির কার্য্য।

(৫) বুদ্ধির কার্য্য।

বুদ্ধি দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হয়? বলা যাইতেছে:—

বুদ্ধি বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়া, উভয়রূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধি পুরুষ বা আত্মার দৃশ্য হইয়াও অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়াত্মক হইয়াও, অবিষয়াত্মকরূপে স্বয়ং দৃষ্টা বা ভোক্তৃভাবে, অচেতন হইয়াও সচেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়, প্রতিবিম্ব গ্রাহী স্ফটিকের ন্যায় সর্ব্ব পদার্থের অবভাসক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি আত্মার সমানাকার ধারণ করে বলিয়া অনেকে বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া ফেলেন। বুদ্ধির সংসর্গেই বুদ্ধিগত সুখ দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। ঐ প্রতিবিম্বই পুরুষের সংসার। বুদ্ধির তিনটি অংশ—

প্রথম—পুরুষের প্রকৃতির উপরাগে উৎপন্ন 'অহং বুদ্ধি' অর্থাৎ পুরুষ+প্রকৃতি।

দ্বিতীয়—প্রকৃতিতে পুরুষের উপরাগে উৎপন্ন 'ইদং বুদ্ধি' অর্থাৎ প্রকৃতি+পুরুষ।

তৃতীয়—তদুভয়ের উপরাগে উৎপন্ন কর্ত্তব্য বুদ্ধি আর্থাৎ (পুরুষ+প্রকৃতি)+(প্রকৃতি+পুরুষ) বা অহং+ইদং।

সৎ—চিৎ—আনন্দ, এই তিন শব্দ একই ব্রহ্ম বস্তুর বোধক বা বাচক। যে সৎ, সেই চিৎ, সেই আনন্দ।

সৎ—চিৎ—আনন্দ এই তিনে প্রভেদ নাই। শব্দ ভেদ আছে সত্য, পরন্তু অর্থভেদ নাই।

তাদৃশ চিদ্ঘন ব্রহ্মই প্রতিবিম্বভাবে বুদ্ধিরূপ উপাধিতে তপ্ত লৌহ প্রবিষ্ট বহ্নির ন্যায় অণুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তকরণের জড়তা অভিভব করতঃ সেই বুদ্ধিকে চেতনপ্রায় করে। সেই বুদ্ধিই চৈতন্যাকার ধারণ করিয়া জ্ঞাতা ও ভোক্তা, স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমুত্থিত অন্তঃকরণ বৃত্তি উজ্জ্বলিত করায় জ্ঞান, প্রতিবিম্ব দ্বারা পদার্থাকার মনোবৃত্তির আকার ধারন করায় জ্ঞেয় বা ভোগ্য। তিনিই জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া দ্রষ্টা, জ্ঞানেন্দ্রিয় জনিত মনোবৃত্তির ব্যাপ্ত হইয়া দর্শন, মনোবৃত্তির ফল ব্যাপ্তি বা বিষয় ব্যাপ্তি দ্বারা তাদ্রূপ্যলাভ করায় দৃশ্য। কর্ম্মেন্দ্রিয় গ্রহণ করায় কর্ত্তা, ফল ভোক্তৃভাবে ক্রিয়া প্রবর্ত্তনের কারণ হওয়ায় হেতু, ক্রিয়ানুসারী হওয়ায় ক্রিয়া, তিনিই এবম্প্রকারে সর্ব্বাত্মক।

প্রথমতঃ পুরুষ প্রকৃতির উপরাগে অহং বুদ্ধি ধারণ করেন। একথও লৌহ যেমন অগ্নির সহিত গাঢ় সহবাস করিয়া অগ্নি তুল্য হয়, তদ্রূপ পুরুষ বুদ্ধির সহিত গাঢ় সহবাসে বুদ্ধি পুরুষের উপরাগে অহং চৈতন্যাকার ধারণ করিয়া রাগ বা অনুরাগ নামক ক্লেশের উৎপত্তি করিল। চিৎস্বরূপ আত্মা বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া এইরূপ হয়।

দ্বিতীয়তঃ—সুখ, দুঃখ, মোহ, এ সমস্তই বুদ্ধির দ্রব্যের বিকার। বুদ্ধি দ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা বিষয়াকারে ও সুখদুঃখাদি আকারে পরিণত হইবামাত্র

চিৎশক্তি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়। এখানে প্রকৃতির উপরাগে পুরুষ সুখ দুঃখ ভোক্তা *বলিয়া পরিচিত হন, ইহাই সংসারী জীবের দুঃখ সমূহের মূল অর্থাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের* বা আত্মার অভেদ ভ্রান্তি বা আত্ম-সম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ সুখদুঃখাদি বিকারে বিকৃত প্রায় হইতেছেন। সুতরাং বুদ্ধির সহিত পুরুষের তাদৃশ মিথ্যা সম্বন্ধ ঘটনা থাকাতেই পুরুষের ক্লেশময় ভোগ উপচার ক্রমে উৎপন্ন হইতেছে। বুদ্ধি সত্ত্বই বিবিধ আকারে বা সুখদুঃখাদি আকারে পরিণত হইতেছে, আর পুরুষ তাহাতে প্রতি-বিম্বিত হইতেছে। কাজে কাজেই বৌদ্ধ—পরিণাম গুলিও পুরুষ তুল্য বা চৈতন্যব্যপ্ত হওয়ায় চৈতন্য তুল্য বা চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হইতেছে। চন্দ্র প্রতিবিম্বিত স্বচ্ছজল যেমন চন্দ্রতুল্য বা চন্দ্রাকার প্রাপ্ত হয়, চৈতন্য প্রতিবিম্বিত বুদ্ধি বৃত্তিও তেমনি চৈতন্যতুল্য বা চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ অভেদ অর্থাৎ তুল্যাকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম ভোগ।

রক্তবর্ণ জবা আর স্বচ্ছ স্ফটিক একত্র থাকিলে জবার রক্তবর্ণত্ব স্ফটিকে আসিয়া পড়িল, স্ফটিক কিন্তু রক্তবর্ণ নয়।' তদ্রূপ আত্ম চৈতন্য নিকটে থাকাতে চৈতন্যছায়া বুদ্ধিতে পড়িল, বুদ্ধিও চৈতন্যাকার ধারণ করিল। বুদ্ধি চৈতন্যাকার ধারণ করিয়া কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া দাঁড়াইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকিল। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা কিছুই নন, তিনি সচ্চিদানন্দ পদার্থ। ইহাতে আরও বুঝা যাই-তেছে, বাহিরের ধুল ময়লা স্ফটিকে পড়ে, তাহাতে স্ফটিকই মলিন হয়, কিন্তু জবাফুল মলিন হয় না; তদ্রূপ হিংসা দ্বেষাদিদ্বারা বুদ্ধিই মলিন হয়, আত্মা মলিন হন না, আত্মা-নির্লিপ্ত, নির্ম্মল, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব।

(৬) বুদ্ধি সর্ব্বপ্রকাশক।

দ্রষ্টৃ দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্।

দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ যদি দৃশ্যে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিফলিত বা প্রতিচ্ছায়ী-কৃত হন, তাহা হইলে তাদৃশ চিত্ত অর্থাৎ তাদৃশ বুদ্ধি তখন সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে। ভাবার্থ এই যে, নির্ম্মল স্ফটিক দর্পণ যেমন সর্ব্ব বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, বুদ্ধি ও রজ তম গুণের উপদ্রব (বিক্ষেপ প্রভৃতি) শূন্য হইলে সমস্ত বস্তুই প্রকাশ করিতে পারে, উপদ্রব শূন্য অচঞ্চল দীপ যেমন ঠিক সমানাকারে প্রজ্জ্বলিত হয়, রজস্তমোগুণের উপদ্রব শূন্য নির্ম্মল চিত্ত সত্ত্বও তেমনি আত্মচৈতন্যের সন্নিধানে ঠিক সমানাকারে পরিণতা হন। অয়স্কান্ত সন্নিধিস্থ লৌহে যেমন নিসর্গ বশতঃ ক্রিয়াশক্তি আবির্ভূত হয়, উপদ্রব শূন্য চিত্ত সত্ত্বেও তেমনি চৈতন্য সন্নিধান বশতঃ পরিপূর্ণ প্রকাশ শক্তি আবির্ভূত হয়। নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বচ্ছ স্বভাবচিত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবিষ্ট অথবা প্রতিবিম্বিত হন বলিয়াই অজ্ঞ লোকেরা অবিবেক বশতঃ চিত্তকে আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন করে। 'নিত্যচৈতন্য নামক পরমাত্মা বা পুরুষ চিত্তসত্ত্বে প্রতি-

বিম্বিত হন, এই কথার একটি যথার্থ লাভ হইতেছে; কি? তাহা শুনুন। কোন বস্তু কোন এক স্বচ্ছ বস্তুতে উপরক্ত হইলে অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা ঠিক তদাকারে দৃষ্ট হইলে সেই অভিব্যজ্যমান দৃশ্যটীকে লোকে প্রতিবিম্ব বলে।. কেন না, সে দৃশ্যটী বিম্বের সদৃশ, প্রতিচ্ছায়া, সুতরা স্বতন্ত্র বস্তু নহে, তাহা তাহার এক প্রকার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব বুঝিবার জন্য জলে চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিবিম্ব, আদর্শে মুখের প্রতিবিম্ব এবং স্ফটিকে জবার প্রতিবিম্ব ইত্যাদি অনেক স্থল আছে। নিত্যচৈতন্য আত্মা যে বুদ্ধি সত্বে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, অর্থাৎ চিত্ত সত্বে যে নিত্যচৈতন্যের ছায়া জন্মিয়াছে, সেই ছায়াটী ঠিক সেই নিত্য চৈতন্যের সদৃশ বা অনুরূপ। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা তাহাকে অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্য ও আভাস চৈতন্য নামে উল্লেখ করেন। ঐ অভিব্যঙ্গ্য-চৈতন্যই পৌরাণিকদিগের জীবাত্মা, সুখ দুঃখাদি ভোক্তাজীবও সংসারী পুরুষ; আর সেই নিত্যচৈতন্যই তাহাদের পরমাত্মা, পরম পুরুষ ও মুক্তাত্মা বা পরব্রহ্ম। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাবয়ব অপেক্ষাকৃত অল্প নির্ম্মল ও. অপেক্ষাকৃত পরিমিত পদার্থেই কোন এক নির্ম্মল ও পরিমিত পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতম আধারে অত্যন্ত নির্ম্মল, নিরবয়ব ও পরিপূর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপক পদার্থের প্রতিবিম্ব বা ছায়া জন্মিবার বা পর্য্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ অধিক কথা বলিতে হয় না, অধিক দৃষ্টান্তও দেখাইতে হয় না; কেন না সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত অনির্ম্মল জলে বৃহত্তম সূর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গেই নির্ম্মলতম ও ব্যাপকতম আকাশের প্রতিবিম্ব ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং আর আপত্তির কারণ নাই। সূর্য্য প্রতিবিম্বিত জলাংশ যেমন অবিবেকীর দৃষ্টিতে সূর্য্যাকারে দৃষ্ট হয়, গণ্য হয়, বা সূর্য্য পরিমিত বলিয়া বোধ হয়, পুরুষ প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিসত্বও তেমনি অবিবেক দশায় চেতন বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

(পাতঞ্জল দর্শন।)

মন।

—:•:—

(১) মহত্তত্ত্বের বিক্ষেপাত্মক যে রাজসিক চঞ্চল ভাব তাহাই মন। মহত্তত্ত্বে গুণ ক্ষোভ হেতু যে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক ভাবের স্ফুরণ হয় তাহাই মন অর্থাৎ মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক। বহুধা বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়াই মনের ধর্ম্ম।

(২) যখন মহত্তত্ত্ব আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি বিবিধ জ্ঞানের উৎপাদন কারণ হয় তখন 'মন' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

(৩) যাহার সংযোগ না হইলে চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না, হস্ত ধরিতে পারে না, এক কথায় কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্যক্ষম হয় না তাহারি নাম মন অর্থাৎ অন্যমনস্ক থাকিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না।

(৪) ইহা এবম্প্রকার, ইহা এরূপ নহে ইত্যাদি বিবেচনা করা মনের স্বধর্ম্ম। ঐ সামর্থ মন ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়, এ বস্তু অমুক প্রকার এরূপ অবধারণ করিতে পারে না।

(৫) যদ্বারা আমরা ইচ্ছামত নানা সামগ্রী কল্পনা করি, যাহা দ্বারা আমরা ইচ্ছামতে গ্রহ, নক্ষত্রপ্রভৃতিকে যথা তথা নিয়োগ করি যাহাকে আমরা কখনও বাহ্য বিষয়েতে আবদ্ধ করি, কখনও তাহা হইতে মুক্ত করিয়া যথেষ্টরূপে কল্পনা বলে আপনার অধীন করিয়া লই, জড় এবং আত্মার মধ্যবর্ত্তী এই যে এক অদ্ভুত সূক্ষ্মতম পদার্থ ইহাকেই বিশিষ্টরূপে মন কহা যায়। আমরা যখন বস্তু বিশেষকে প্রত্যক্ষ করি তখন সঙ্গে সঙ্গে এই এক শক্তিও অনুভব করি যে ইহার সমান অন্যান্য বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ অথবা কল্পনা করিলেও করিতে পারি, সুতরাং প্রত্যক্ষ ক্রিয়াতে আমাদের মন উপস্থিত বিষয়েতেই সর্ব্বসমেত আবদ্ধ থাকে না, পরন্তু উহা উপস্থিত বিষয়ের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের আপন বশে থাকে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই হেতু স্বীয় চেষ্টা দ্বারা আমাদের মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অনায়াসে নিয়োগ করিতে পারি। প্রথম আমরা একটা অশ্বকে প্রত্যক্ষ করিলাম, পরে একটা গোকে প্রত্যক্ষ করিলাম, গোকে যখন সংজ্ঞাতে অর্থাৎ চাক্ষুষ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি তখন অশ্ব আমাদের স্মরণে আছে এবং যখন গো এবং অশ্ব উভয়কেই পশুরূপ এক শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত করিতেছি, তখন অশ্ব আমাদের স্মরণে আছে; এবং যখন গো এবং অশ্ব উভয়কেই পশুরূপ এক শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত করিতেছি, তখন ইতিপূর্ব্বে উহারা অবশ্যই কল্পনা কর্ত্তৃক যোগবদ্ধ হইয়াছে, ঐ যে কল্পিতাধার তাহাই মন। লোকের ভাব অভাব, সুখ দুঃখাদি যে ক্ষণমধ্যেই উদিত ও অস্তমিত হয়, মনের কল্পনাই তাহার কারণ।

(৬) মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য অধিভূত, চন্দ্র অধিদৈব বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্র ষোড়শকলাত্মক, মনও তাই। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধিতে মনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আহারাদি দ্বারা মনের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়, বুঝিতে হইবে তাহা মনের নহে, মন গোলকের অর্থাৎ মনের অবস্থিতি স্থানের। গোলকের উপচয় অপচয় মনের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। বাল্যে ইন্দ্রিয়স্থানের অপটুতা বশতঃ ইন্দ্রিয় শক্তির অল্পতা থাকে, যৌবনে সেই সেই স্থান পুষ্ট হইলে ইন্দ্রিয় শক্তি পূর্ণ হয়, আবার বার্দ্ধক্যে হ্রাস প্রাপ্ত হয় ইহাই উহার কারণ।

(৭) মনের ইন্দ্রিয়ত্ব

যে শক্তি থাকাতে আত্মা দেখিতে, শুনিতে পায় তাহাই আত্মার ইন্দ্রিয়। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয় নয়, যে শক্তি চক্ষুকে অবলম্বন করিয়া দর্শন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে তাহাই দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়ের আধার ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় সকল অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় সকল অতীন্দ্রিয় কেন? মনে কর তুমি গোলাপ ফুল দেখিতেছ, কিন্তু যে অর্থে গোলাপ ফুল দেখা যায়, সে অর্থে তাদৃশ শক্তিকে দেখা যায় না। অবিবেক লোক যাহাকে ইন্দ্রিয় বলে, দার্শনিকেরা তাহাকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বলেন। ইন্দ্রিয় দশটি—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। সাংখ্য মনকে ইন্দ্রিয়ান্তর্গত করিয়া একাদশ স্বীকার করেন; মন নিয়া সাংখ্যের একাদশ। সাংখ্য মনকে উভয়াত্মক বলেন, মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে, আবার সকল ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষও বটে। মনকে পৃথক রাখিয়া কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় কেহই কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না; মনকে পৃথক রাখিয়া যদি কোন ইন্দ্রিয় কদাচিৎ কোন বিষয়ে সংযুক্ত হয় তবে তাহা নিস্ফল হয়, অর্থাৎ জ্ঞান জন্মে না। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিও মনকে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না, করিলেও যথাযথ হয় না; মন অন্য দিকে নিবিষ্ট থাকিলে কোন বিষয়ই ভোগজনিত তৃপ্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তখন সেই ইন্দ্রিয়কে কার্য্য করায়। অন্যমনস্ক থাকিলে কোন কার্য্য হয় না। দেহের স্বতঃসিদ্ধ কোন চেষ্টা নাই, মনই চেষ্টা সম্পন্ন এবং মনই তাহার নায়ক। ইন্দ্রিয় নিচয়ের অধিষ্ঠাতা মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি সেই ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য হন। সুখ দুঃখ চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা বোধ হয় না, হয় তাহা মনের দ্বারা। বাহ্য পদার্থ যেমন ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া অন্তরে প্রবেশ করে, সুখ দুঃখ আন্তর পদার্থও মনদ্বার দিয়া অন্তরে প্রবেশ করে, অতএব মন ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি বর্ত্তমান বস্তুর গ্রাহক, তাহারা সমীপস্থ বিদ্যমান বস্তুতেই বৃত্তিমান হয়, অবিদ্যমান ও অসমীপস্থ বস্তুতে হয় না, কিন্তু মন অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালাবস্থিত বস্তুর পরীক্ষক ও গৃহীতা। অতীত ও অনাগত বিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। যে বস্তু সমীপে নাই, যে বস্তু বিদ্যমান নাই, চক্ষু কর্ণাদি, হস্ত পদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু মন পারে। মন কল্পনা শক্তির সাহায্যে সকলকেই

গ্রহণ করিতে পারে। বাগিন্দ্রিয় যে ত্রৈকালিক বস্তুর উপর আধিপত্য করে তাহাও মনের প্রভাব। বাগিন্দ্রিয় মনের সংকল্পের অনুবাদ মাত্র করে অন্য কিছু করে না অর্থাৎ মন যাহা কল্পনা করে বাক্য তাহা বাহিরে বহন করে মাত্র। মনের তাদৃশ শক্তি থাকাতেই জগৎ এত উন্নত হইয়াছে। মনের সাহায্য ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয় কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মন সকল কার্য্যই করিতে পারে। যে কোন কার্য্য আগে মনে উদয় হয় তৎপর বাক্য এবং হাত পা দ্বারা তাহা কৃত হয়। মনে কর, হাত পা যদি বদ্ধ থাকে তবে কি মন চুপ করিয়া থাকিবে, কিতুষ্ণীভাব অবলম্বন করিবে? কথনই নয়—সে নিজের কল্পনা সাহায্যে পূর্ব্বদৃষ্ট, পূর্ব্বশ্রুত বস্তুর চিন্তা বা আলোচনা করিয়া তাহা স্বীয় শরীরে আরোহন করাইয়া বহুল বিচিত্র ক্রীড়া করিবেই করিবে। চক্ষুর অধিকার কানে নাই, কিন্তু মনের অধিকার সকলটাতেই আছে। মন জড়রূপী হইয়াও কল্পনা বলে অজড়ের ন্যায় বিবিধ আকার ধারণ করে।

(৮) পদার্থ বোধের কারণ।

প্রথম ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ, অনন্তর তাহা মনের নিকট সমর্পণ, তৎপর মনের দ্বারা স্বরূপাদি নির্ণয় হয়। মনের দ্বারা বিবেচিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা অস্পষ্ট এবং উত্তরাবস্থা স্পষ্ট। চক্ষু কর্ণাদির জ্ঞান আলোচন জ্ঞান অর্থাৎ বালক মুক উন্মাদাদির ন্যায় সংমুগ্ধ জ্ঞান। আলোচন জ্ঞানে বস্তুর জাতি ধর্ম্মাদি বিশিষ্ট প্রতীতি জন্মে না। ইন্দ্রিয় সকল বস্তু গ্রহণ করিয়াছে, মনের নিকট সমর্পণ করে নাই, অথচ অস্পষ্ট মনের ছায়া পড়িয়াছে তাহাই মুগ্ধ জ্ঞান; বালক, বোবা, উন্মাদ, জড় ইহারাও বস্তু দেখে কিন্তু বিবেচনা করিতে পারে না, এঁ্যা, উঁ করে ইহাই মুগ্ধজ্ঞান। ইন্দ্রিয় সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিল, মন বিকল্প করিতে থাকিল ইহা কি পদার্থ, এই প্রকার ইতস্তত করিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া অহংকারকে অর্পণ করিল, অহংকার বলিল উহা কোন পদার্থ তাহা বিচার করা আমার কার্য্য নয়, তবে তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহা উপেক্ষণীয় নয় কারণ উহা প্রিয়দত্ত উপহার॰ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার প্রসাদে আমি ভিখারী হইয়াও সময়ে সময়ে রাজা তুরিতানন্দ বাবাজীর অনুগ্রহে সচ্চিদানন্দ হইয়া বসি, সময়ে সময়ে ভিখারী অবস্থায়ও তুমি আমাকে রাজত্ব দেও অতএব তুমি আমার অতিপ্রিয়, সুতরাং তোমার দত্ত উপহার আমি বুদ্ধির নিকট দিলাম উহা কোন পদার্থ সে নিশ্চয় করিয়া দিবে, আমি ভোগ করিব। এইরূপ ক্রম পরম্পরায় আসিয়া জ্ঞান পরিপক্ব হয়, পদার্থ স্থির হয়। ইন্দ্রিয়গণ মনের সাহায্যে আলোচনা করিল, মন সংকল্প করিল, অহংকার অভিমান করিল, তদন্তর বুদ্ধির অধ্যবসায় বা অবধারণ হইল, এখানে জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল।

দৃষ্টান্ত যথা—জলদাবৃত অমা রজনীর নিবিড় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিক অরণ্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্যুতের সাহায্যে ব্যাঘ্র দর্শন করিয়া সহসা পশ্চাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এখানে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের স্থায় সহসাই আলোচন, সংকল্প, অভিমান ও অধ্যবসায় এই বৃত্তি কয়টি উদয় হইয়া পরে অপসারণ কার্য্য সম্পাদিত হইল।

প্রথমতঃ অস্পষ্ট আলোকে দূরে কিছু দেখা গেল, ঐ জ্ঞান মুগ্ধভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে জন্মিল, তৎপরে দ্বিতীয় অবস্থায় মন আসিয়া সংকল্প করিল ইহা ব্যাঘ্র ইহা সংকল্পাত্মক মনের কার্য্য দ্বিতীয় জ্ঞান, তৎপরে তৃতীয় অভিমানাত্মক জ্ঞান অর্থাৎ অহংকার অভিমান করিল আমার দিকে আসিতেছে ইহা তৃতীয় জ্ঞান, তৎপরে চতুর্থ বৌদ্ধিক অধ্যবসায় মূলক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অবধারণ করিল আমি অপসৃত হই নচেৎ খাইয়া ফেলিবে, ইহাই চতুর্থ বৌদ্ধিক জ্ঞান। সমস্ত জ্ঞানই এই চতুষ্পাদ মূলক। ইহা বিদ্যুতের স্থায় এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হয় যে পর পর অবধারণ করা যায় না, শত পত্র ভেদের তুল্য অর্থাৎ একশত পদ্মপত্র একটা সূচি দ্বারা ভেদ করিলে মনে হয় যেন একেবারে ভেদই হইয়াছে কিন্তু হইয়াছে পর পর।

(৯) মন সংস্কারাত্মক।

মনের একটি গুণ সংস্কার। আকুঞ্চন প্রসারণ সংস্কার ধর্ম্ম। মন একস্থানে থাকিয়াই মুহুর্ত্তেকে সর্ব্ববিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে, ইহা সংস্কার ধর্ম্ম। মন প্রসারণ শক্তিবলে সর্ব্ববিশ্ব ব্যাপিতে পারে, আকুঞ্চন শক্তিবলে পরমাণু তুল্য হইতে পারে, এইজন্য অনেকে মনকে বায়বীয় পরমাণু তুল্য বলিয়া থাকেন। বস্তুর স্মরণ অর্থাৎ ইহা সেই বস্তু ইহা সংস্কার ধর্ম্ম; লজ্জাও সংস্কার ধর্ম্ম, কারণ লজ্জার দ্বারা মন আকুঞ্চিত হয়। স্থায় ও বৈশেষিক মতে মন নিরবয়ব ও নিত্য।

(১০) মন ভাবনারূপী।

মন ভাবনা মাত্র। এই ভাবনা স্পন্দিত হইয়া বিহিত নিষিদ্ধ ক্রিয়ারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, ঐ ক্রিয়া অদৃষ্টভাবে পরিণত হইলে যে ফল সমুদ্ভূত হয়, জীব তাহারি অনুগামী হইয়া থাকে এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুযায়ী দেহ আশ্রয় করে। মনই কর্ম্ম করে ও স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে যাহা কিছু বিদ্যমান, সমস্তই মনের বিকাশ মাত্র। এই মনের বিকাশকেই কর্ম্মের বীজ বলে। এই কারণে মন ও কর্ম্মে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, মনের কর্ম্মশক্তি স্বভাবসিদ্ধ,--অগ্নির উষ্ণতার স্থায়। মনের স্পন্দনই কর্ম্ম। মনের দৃঢ়ত্বই কর্ম্মসিদ্ধির রূপ, কেননা পুরুষকার দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মনের দৃঢ়ত্বই তাহার কারণ, দৃঢ়মনা ব্যক্তি পর্ব্বতও ভেদ করিতে পারে, আর অদৃঢ় ও অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি সামান্য মৃণাল ভেদেও সমর্থ হয় না, মনে করিলে এক মুহুর্ত্তে যে কার্য্য করা যায়, মনে না করিলে শত মুহুর্ত্তেও সেই কার্য্য সম্পন্ন হয় না তিল মধ্যে তৈলের ন্যায় মনের মননেই সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম অবস্থিত। মনের দোষেই দুঃখ, মনের গুণেই সুখ; মনের দোষেই শত্রু, মনের গুণেই মিত্র। মহর্ষি মাণ্ডব্য শূলে আরোপিত হইলেও কোন ক্লেশই অনু-

ভব করেন নাই, কারণ তিনি মনকে পবিত্র, রাগহীন ও সন্তাপহীন করিয়াছিলেন। কলঙ্কিত মন হিতকে অহিত ও মিত্রকে শত্রু বোধ করে।

মনের স্পন্দন হইতেই বহুবিধ ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। মন ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কর্ম্ম মনের স্পন্দনাত্মক বিলাস সহ সম্মিলিত হইয়া মনরূপে পরিণত হয়। এই মন কর্ম্ম সহায়ে আপানার সঙ্কল্প শরীর বিবিধরূপে বিস্তৃত করিয়া এই সঙ্কল্প সংকুল মায়াময় জগৎকে বহুরূপে প্রকাশিত করে। মনের কর্ম্ম-ভাবনাই সংসারে জীবকে নটের ন্যায় বিবিধ নাম ধারণ করায়। উহাই আমি তুমি ও অন্যান্য বিবিধ নাম রূপাদি স্বরূপ। মনই সঙ্কল্পদ্বারা পিতা হইতে পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এই মনই কখন দেবতা রূপে, কখন পশুরূপে কখন মনুষ্যরূপে, উদিত হইয়া উল্লাসিত হইয়া থাকে; বাসনার অনুসরণ প্রসঙ্গে আত্মাকে বহুরূপে বিস্তার করিয়া থাকে মন কর্ম্মে আসক্ত হইলে বন্ধন হয়, কর্ম্ম পরিত্যাগে বা ভাবনাত্যাগে মুক্তি হয়।

(১১) মন ভ্রান্তিরূপী।

ভ্রান্তি দর্শন মনের কার্য্য। রজ্জুতে সর্পভ্রম, চন্দ্রে অগ্নিশিখা জ্যোৎস্নায় সন্তাপ অনুভব। মনের মননই জগৎ। এই যে বাহ্য জগৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বার দিয়া মানস-সমুদ্রে ভাসমান হইতেছে ইহার মূলাধার চৈতন্য। মনের কল্পনাবারির অভাব হইলে বাহ্য জগৎ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়া যায়; সুতরাং মন ও জগৎ উভয়ই এক বস্তু। সত্য বিচার দ্বারা ভ্রান্তি অপনীত হইলে একের অভাবে উভয়েরই বিনাশ হইয়া থাকে; তখন কেবল অবশিষ্ট ব্রহ্মই অবস্থিতি করে। আমি মৃত, জাত, জীবিত এই সব মনেরই ভ্রান্ত কল্পনা, সুতরাং মন সংযত হইলে সংসার ভ্রান্তির নাশ অবসম্ভাবী, ভ্রান্তি নাশে ব্রহ্মস্থিতিও অবশ্যম্ভাবী। মন স্থূল ভ্রান্তির বশীভূত হইলে জীব নামে অভিহিত ও তদ্-বিহীন হইলে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

(১২) মন কামরূপী।

রজোযুক্তস্যমনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।
ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্দুঃ সহঃস্যাদ্ধিদুর্ম্মতেঃ॥
করোতিকামবশগঃ কর্ম্মাণ্য বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুঃখোদর্কণি সংপশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ॥

মন রজোবৃত্তি যুক্ত হইলে বিকল্পের সহিত সঙ্কল্প আসিয়া উপস্থিত হয়, পরে গুণ ধ্যান বশতঃ সেই দুর্ম্মতি পুরুষের অতি দুর্দ্ধর্ষ কাম আসিয়া আবির্ভূত হয়। পরে রজো-গুণ বিমোহিত অবিজিতেন্দ্রিয় ও কামনার বশীভূত হইয়া দেখিয়া শুনিয়াও পরিণামে দুঃখ জনক কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়। প্রথম ইহা ভোগ্য বলিয়া সঙ্কল্প উপস্থিত হয়, পরে ইহা ভোগ্য ইহা ভোগ্য বলিয়া সবিশেষ সঙ্কল্প উপস্থিত হয়, তার পর অহো কিরূপ

অহো কি ভাব এই প্রকার গুণ ধ্যান বশাৎ দুর্নিবার্য্য দুরাধর্ষ কাম আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় গীতা—

ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাবুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
ইন্দ্রিয়ানাংহিচরতাং যন্মনোঽনুবিধিয়তে।
তদস্যহরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥
ভাবিলে বিষয় নর, উপজে আসক্তি বোধ।
কামনা আসক্তি হতে, কামনা হইতে ক্রোধ॥
ক্রোধ হতে জন্মে মোহ, মোহে হয় স্মৃতিভ্রম।
স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধি নাশ, বুদ্ধিনাশে বিনাশন॥
মন যার স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়েতে হয় রত।
লুপ্ত হয় প্রজ্ঞা, ঝড়ে সমুদ্রে তরণী মত॥

(১৩) মন চপলা চঞ্চলরূপী।

চঞ্চলং হিমনঃ কৃষ্ণপ্রমাথিবল বদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যেবায়োরিব সুদুষ্করম্॥
হে কৃষ্ণ! চঞ্চল মন, দৃঢ়, মত্ত, শক্তিধর।
তাহার নিগ্রহ করা বায়ু মত সুদুষ্করম্॥

মন স্বভাবতই চপল, একেত চঞ্চল পদার্থ ধরিয়া রাখা কঠিন, তাতে কেবল চঞ্চল নয়, অধিকন্তু প্রমাথি তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্য্যন্ত সদাই বিক্ষোভিত হইয়া থাকে, মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিবে, তাহাতে আবার বলবান, সে এমনি বলবান যে কেহই তাহাকে সেদিক হইতে ফিরাইতে পারে না, বিশেষত আরো দৃঢ়, বিষয় বাসনা রাশি দ্বারা দুর্ভেদ্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সংস্কার রাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাকে ছেদন বা মর্দ্দন করা অতিশয় কঠিন, যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায় তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহত গতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ দুষ্কর।

মন হুতাশনের ন্যায় চিন্তারূপ শিখা ও ক্রোধরূপ ধুমজাল বিস্তার করিয়া শুষ্ক তৃণের

ন্যায় জীবকে অহরহ দগ্ধ করিতেছে এবং তৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়া জীবকে আকুল করিতেছে, মন অগ্নি অপেক্ষাও উষ্ণ, পর্ব্বত অপেক্ষাও দুরতিক্রম্য, বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ়, বিদ্যুৎ অপেক্ষাও চঞ্চল এবং বায়ু অপেক্ষাও সদাগতি। মন স্থির থাকিলে সকলই স্থির থাকে, মন অস্থির হইলে সকলই অস্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মন সাগরের ন্যায় অতীব বিস্তীর্ণ, বিবিধ জন্তু সমাকীর্ণ।

(১৪) মন বুদ্ধিরূপী।

পরাসংবিদ অবিদ্যাসহায়ে কলঙ্কত্ব প্রাপ্ত ও উন্মেষরূপিনী হইয়া বিবিধ কল্পনাময় মনরূপে বিরাজমান হয়েন এবং বিবিধ চিন্তাবশে একতর পক্ষ অবধারণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই তাহাকে বুদ্ধি নামে নির্দ্দেশ করে।

(১৫) মন বিদ্যারূপী।

বিমল আত্মতত্বই জগতে বিদ্যমান, আর কিছুই নাই এই প্রকার যখন বিচার করেন, তখন বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(১৬) মন ধৃতিশক্তিরূপী।

যাহা স্মৃতি প্রাপ্ত ভাব তাহাই মন। যে শক্তি দ্বারা অনুভূত ক্রিয়ার ভাব চিত্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে তাদৃশ শক্তিকে ধৃতিশক্তি বলে। মনের যদি ধৃতি শক্তি না থাকিত তাহা হইলে আমাদের সবিকল্প, সপ্রকার বা বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারিত না। পূর্ব্বে আমি ইহাকে এইরূপে দেখিয়াছি কি দেখি নাই, মনোমধ্যে এই প্রকার নিশ্চয় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে স্মৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। মনে কর গরুর আকৃতি তোমার পূর্ব্বে দেখা আছে, হঠাৎ তুমি একটি ছাগল দেখিতে পাইলে, গরু হইতে ছাগ-লের পার্থক্য তুমি কিসে বুঝিলে? ইহার কারণ এই—পূর্ব্বে তোমার মনে গরুর আকৃতি যাহা ধৃত রহিয়াছে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে যে ছাগলের আকৃতি ভিন্ন. সেই সময় যদি একটি গরু দেখ, তাহা হইলে তুমি বলিবে ইহা গরু, কেন বলিবে? পূর্ব্বে গরুর আকৃতি তোমার মনে ধৃত রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে তৎসদৃশ পদার্থ, ইহারি নাম বিশিষ্ট জ্ঞান বা বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান।

(১৭) মন বিবেকশক্তিরূপী।

যে শক্তি দ্বারা এক প্রকার অনুভূতিকে অন্য প্রকার অনুভূতি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে অর্থাৎ যদ্বারা আমাদের বিবেক প্রতিপত্তি হয়, মনের তাদৃশ শক্তিই বিবেক শক্তি। অঙ্গুলি দ্বারা পৃষ্ঠদেশ স্পৃষ্ট হইলে, স্পর্শ কর্ত্তাকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিয়াও যে শক্তি দ্বারা আমরা স্পর্শ কর্ত্তাকে বুঝিতে পারি, তাহাই বিবেক শক্তির কার্য্য।

(১৮) মন দ্বিতীয় শরীররূপী।

ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত শরীরি মাত্রেই দ্বিশরীরবিশিষ্ট, তন্মধ্যে মন এক শরীর। ইহা অতিমাত্র বেগশালী ও চঞ্চল। অন্য শরীর মাংসময়; ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কেন না শাপ, মারণ, শস্ত্র, বিষ বিস্ফোটকাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে, অধিকন্তু এই মাংসদেহ ক্ষীণ, হীন, ক্ষণভঙ্গুর ও মূক ইত্যাদি কারণে অতিশয় হেয়। কিন্তু দ্বিতীয় শরীর মন এই প্রকার ক্ষণিক বা অসার ধর্ম্ম বিশিষ্ট নয়। ইহা আয়ত্ত হইয়াও আয়ত্ত নহে। এই মাংসময় শরীর ইহার আবরণ। কিন্তু এই আবরণে ইহা বদ্ধ নহে, কেননা ইহা এই মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়া আসিতে পারে, কামরূপী হেতু হস্ত পদ না থাকিলেও যথায় ইচ্ছা তথায় যাইতে পারে, ইহার শক্তির সীমা নাই।

(১৯) মন জন্মমৃত্যুরূপী।

মনের সহিত আত্মার ও বাহ্যজগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোন কারণ বশত কোন একটা শরীরে জীবনীশক্তির উদ্বোধন হইলে, সেই শরীরের সহিত আত্মা ও মনের যে সম্বন্ধ বিশেষ উপস্থিত হয়, সেই সম্বন্ধের ঘটক অবস্থার নামই জন্ম, এবং কোন কারণ বশত কোন একটি শরীরের জীবনীশক্তির অপগম হইলে, সেই শরীরের সহিত আত্মা ও মনের যে সম্বন্ধ ছিল তাহার নাশক অবস্থার নামই মৃত্যু।

স্নেহাধিষ্ঠান বর্ত্ত্যাগ্নি সংযোগো যাবদীয়তে।
তাবদ্দীপস্য দীপত্বমেবং দেহকৃতোভবঃ॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল ও তৈলের আধার, বর্ত্তি ও অগ্নি ইহাদিগের পরস্পর সংযোগ থাকে ততক্ষণ তাহাকে প্রদীপ বলা যায়; তদ্রূপ দেহাদির সহিত মনের সংযোগকে জন্ম বলা যায়, এবং বিযোগকে মৃত্যু বলা যায়।

স্নেহ—দীপের জ্যোতির দীপত্ব বা দীপ্তি বা জ্বালা পরিণাম। জীবপক্ষে—তৈল স্থানীয় কর্ম্ম, বাসনারূপে তদধিষ্ঠানীয় মন, বর্ত্তি স্থানীয় দেহ, অগ্নি সংযোগ স্থানীয় চৈতন্যাধ্যাস, দীপস্থানীয় সংসার, দেহকৃত—দেহসংযোগ নিবন্ধন এই ভব সাগর। তৈল থাকিলেও প্রবল বাতাসে বর্ত্তি নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ আয়ু থাকিলেও মৃত্যু ঘটিতে পারে। বর্ত্তি নিবিয়া গেলেও তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না, বায়ুতে তাহার তেজলীন থাকে, তদ্রূপ দেহ ধ্বংশ হইলেও আত্মসংযুক্ত মন দেহান্তর গ্রহণ করে। এই জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আত্মার উন্নতির জন্য। আত্মাতে জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই শরীর। ঐ শরীর যখন জ্ঞানোৎপাদনে অসমর্থ হয়, কর্ম্মে অক্ষম হয়, তখন আত্মার জ্ঞানোদ্বোধনার্থ নূতন শরীর হইয়া থাকে, ইহাই জন্ম মৃত্যুর রহস্য।

(২০) মানসিক বৃত্তি সকলের নাম যথা—

(১) ক্ষিপ্ত—ক্ষিপ্ত নাম শুনিয়া পাগল অবস্থা মনে করিও না। মনের অস্থিরতা—

অর্থাৎ চঞ্চলাবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। মন যে স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, সন্তুষ্ট থাকে না, ইহা হউক উহা হউক করিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হয়, জলৌকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্য একটী, সেটী ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহাই তাহার ক্ষিপ্তাবস্থা। বাহ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকাই তাহার ক্ষিপ্তাবস্থা।

(২) মূঢ়—মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কাম ক্রোধাদির বশীভূত হয়, এবং নিদ্রা তন্দ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে,—তখন তাহার মূঢ়াবস্থা।

(৩) বিক্ষিপ্ত—বিক্ষিপ্তাবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যেও যে ক্ষণে ক্ষণে স্থির হয়, তাহাই তাহার বিক্ষিপ্তাবস্থা।

(৪) একাগ্র—চিত্ত যখন কোন এক বাহ্য বস্তু বা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে বর্ত্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র সাত্ত্বিকবৃত্তি উদিত থাকে, অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সাত্ত্বিক বৃত্তি প্রবাহিত থাকে, তখনই জানিবে তাহার একাগ্রতাবস্থা।

(৫) নিরুদ্ধ—পূর্ব্বোক্ত একাগ্রতাবস্থাপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থার অনেক প্রভেদ। একাগ্রাবস্থার চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকে না। চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে। দগ্ধ সূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কার ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ পরিণাম থাকে না। আত্মার অস্তিত্ব দ্বারাই তৎকালে তাহার দেহ বিধৃত ও অবিকৃত থাকে, মৃতের ন্যায় নিপতিত ও পূতিভাব প্রাপ্ত হয় না। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্তাবস্থা যোগের উপকারী নয়, কেবলমাত্র একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থাই যোগের উপকারী।

(৬) মনের জ্ঞানাঙ্গীবৃত্তি—ভাবগ্রহণ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, মানসানুভূতি, স্মৃতি, ধৃতি, চিন্তা, গুপ্তি ইত্যাদি।

(৭) কামাঙ্গী বৃত্তি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, ঈর্ষা, হিংসা, যুদ্ধ, অর্জ্জনেচ্ছা, সর্জ্জনেচ্ছা ইত্যাদি।

(৮) মোহাঙ্গীবৃত্তি—ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা, মোহ, রাগ, দ্বেষ, সংশয়, বিপর্য্যয়, ভয় ইত্যাদি।

(৯) বেদনাঙ্গীবৃত্তি—সুখ, দুঃখ, শোক, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি।

(১০) সহানুভূতিক বৃত্তি—দয়া, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, অনুরাগ, ক্ষমা ইত্যাদি।

(১১) নিরোধ বৃত্তি—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, বৈরাগ্য ইত্যাদি।

(২১) সারসত্যদর্শনে প্রাণ, মন ও বুদ্ধির একাত্মভাব।

আমি প্রত্যহ পথভ্রমনে বাহির হই। পথে আম, জাম, লেবু গাছ আছে। প্রত্যহ ঐ গাছ কয়টা অবলোকন করি। প্রতিদিনের ভুয় দর্শনের ফলে, ঐ গাছ কয়টা প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল, ভুয় দর্শনের দ্বার দিয়া প্রাণে চুপি চুপি প্রবেশ করিল, কখন যে প্রবেশ করিল তাহা আমি জানিতেও পারিলাম না। প্রতিদিনই সেই স্থানের আম গাছটা দেখিবামাত্র জাম গাছটির কথা মনে পড়ে, জামগাছটি দেখিবামাত্র লিচু গাছটি মনে পড়ে। হয় কি? প্রাণে যাহা গাঁথা রহিয়াছে মনে তাহার একাংশ চাক্ষুষ দৃষ্টি যোগে ব্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পর পরবর্ত্তি অংশের দর্শনাকাঙ্ক্ষা মনে অভিব্যক্তি হয়, হইবারই কথা, যখন কোন সংস্কার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয় তখন তাহা প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া লুকাইয়া অবস্থিতি করে। মনে কর তোমার পুত্র বিদেশে আছে, আজ তোমার তাহাকে স্মরণ হইল, এখন মনে করত দেখি, তোমার মনে হইল কোথা হইতে? অবশ্য তাহা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, যাহা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে তাহাই মনে দৃষ্টি হইল; তাহারই নাম স্মরণ। দৃষ্ট অদৃষ্ট, শ্রুত অশ্রুত এ বিশ্বের সমস্ত পদার্থই প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, কোন প্রকার স্মারকের উত্তেজনায় নাড়াচাড়া পাইলেই তাহা স্মরণ হয় বা মনে পড়ে। আমি বাগান হইতে হঠাৎ মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, আসিয়া দেখি কতকগুলি ধানগাছ। ধানগাছের সহিত আমগাছের বিভিন্ন বিচার করা বুদ্ধির কার্য্য। ইহা দ্বারা বুঝা গেল প্রাণ মন ও বুদ্ধি এক আধার মূলক, এক সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই। এক চিৎ সূত্রে অহঙ্কার, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি গাঁথা রহিয়াছে।

কমলে সলিল শোভে সলিলে কমল।
কমলে সলিলে শোভে সর নিরমল॥
নিশিথে শোভয়ে শশী, শশীতে নিশিথ।
শশীতে নিশিথে নভ তারকা ভূষিত॥
বলয়ে অলয়ে মণি, মণিতে বলয়।
বলয়ে মণিতে শোভে কর কিশলয়।
নৃপপাশে কবি শোভে, কবি পাশে ভূপ।
কবিতে বিভুতে সভা শোভে অপরূপ॥

'চাওয়া' তিন প্রকার।

প্রথম প্রাণের চাওয়া, দ্বিতীয় মনের চাওয়া, তৃতীয় বুদ্ধির চাওয়া। প্রাণের চাওয়া ব্যাকুলতা, মনের চাওয়া অনুসন্ধান, বুদ্ধির চাওয়া অবধারণ।

প্রথম প্রাণের চাওয়া যথা—একটা মাঠের মধ্যে একজন পথিকের প্রাণ জলের জন্য ব্যাকুল হইল, ইহা প্রাণের চাওয়া।

দ্বিতীয় মনের চাওয়া—মন জলের অনুসন্ধানে দৌড়িল, ইহা মনের চাওয়া।

তৃতীয় বুদ্ধির চাওয়া—জলের অনুসন্ধানে মন দৌড়িয়া সম্মুখে মরিচিকা দেখিল; হিতাহিত বোধ রহিত চঞ্চল মন বলিল ইহাই জল; বিজ্ঞ বিচক্ষণ বুদ্ধি বলিল—তুমি চঞ্চল বালক তোমার কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ নাই, তুমি যাহাকে জল বলিতেছ উহা জল নয় মরিচিকা। যদি তোমার একান্ত জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে ঐ দূরে যে গাছটি দেখা যাইতেছে তাহার নিকট যাও, ঐ খানে জলাশয় পাইবে, কারণ ঐ গাছ হইতে কয়েকটা পাখী উড়িয়া আসিয়াছে তাহাদের পায়ে কাঁদা আছে, অতএব বুঝা যাইতেছে নিকটে জল আছে; ইহাই বুদ্ধির চাওয়া অবধারণ। বুঝা গেল প্রাণ, মন ও বুদ্ধি একাধার মূলক।

অহংতত্ত্ব।

—০০০—

মানব যখন স্থির চিত্তে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন তাহার মনে স্বতই এই প্রশ্ন উত্থিত হয় 'আমি কে'? এই প্রশ্নের মিমাংসা করিতে গিয়া বিষম সমস্যায় পতিত হয়েন। যখন তিনি তাহার নিজের আকৃতি, প্রকৃতি, শক্তি ও অবস্থিতির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে বাহ্য জগৎ পর্যবেক্ষণ করেন, তখনই এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাহার চিন্তাপথে পতিত হইয়া একটি অতি ক্ষুদ্র ও একটি অতি বৃহৎ, এই দুটি পরস্পর বিরোধীভাবের আবির্ভাব করাইয়া দেয়। তিনি তখন বোধ করেন আমি যে পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছি, তাহা এই অসীম বিশ্ব সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতেও ক্ষুদ্রতর এবং আমি স্বয়ং স্বকীয় ক্ষমতা বলে, বুদ্ধি বলে সসাগরা ধরার ও সমস্ত জীবের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়া ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ক্ষুদ্র হইতে ও ক্ষুদ্রতর। ক্ষুদ্রতম নিকৃষ্ট কীটের যে দশা, আমি উৎকৃষ্ট জীব মানব আমারও সেই দশা। সেও কালে উৎপত্তি দ্বারা প্রকাশ পাইয়া সুখ দুঃখ আহার নিদ্রা মৈথুন ধর্ম্ম ভোগ করিয়া কালেই বিলীন হইতেছে, আমিও কাল ধর্ম্মে জন্মলাভ করিয়াছি এবং সুখ দুঃখ আহার নিদ্রা মৈথুন উপভোগ করিয়া আবার কালগর্ভেই মিশিয়া যাইব। এই কি আমি? এই কি আমার পরিমাণ? এই পর্য্যন্তই কি আমার আমিত্বের শেষ? কে

আমাকে এই জগতে পাঠাইল? কি নিমিত্তই বা আমি আসিলাম? আসিয়া কি করিলাম? এবং কি করিয়াইবা যাইব? আমি কে? শুন—'আমি কে'।

(১) ভাবনা বা চিন্তা ইহা জ্ঞান ক্রিয়া; ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি বলিলে বুঝা যায় জ্ঞান কার্য্য করিতেছে, কার্য্য মাত্রই শক্তি সাধ্য, জ্ঞান কার্য্য করিতেছে বলিলে বুঝা যায় ধী শক্তি বা আত্ম শক্তির স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ হইতেছে। শক্তি মাত্রই সত্ত্বাশ্রিত, বিনা আশ্রয়ে শক্তি থাকিতে পারেনা, ধীশক্তি আছে বলিলেই মূলে ধীমান্‌-চেতন পুরুষ আছে অর্থাৎ 'আমি আছি'।

(২) বিষয়ী আছে অর্থাৎ আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে ইহা একটি যৎপরনাস্তি সত্য। আমি আছি ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেনা। যে ব্যক্তি বলে 'আমি নাই' সে যদি বাস্তবিকই না থাকে, তবে 'আমি নাই' এ কথা কে বলে? আমি চিন্তা করি এই হেতু আমি আছি। চিন্তা আত্মার স্বকীয় গুণ এই হেতু চিন্তা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

(৩) অন্যের সহিত আলাপ করিতে হইলে বাক্য ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু আপনার সহিত আলাপ করিতে হইলে বাক্যের অর্থ স্বরূপ পদার্থ সকলের আন্তরিক চিন্তা করিতে হয়। এখানে বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না. এখানকার 'আমি' স্বসংবেদ্য।

(৪) 'আমি আছি' ইহা যেমন আত্মার একটি স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞান,—'আমি হই' ইহাও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, মনে কর আমি একজন দরিদ্র আছি, আমি যেমন ইচ্ছা করি রাজা হই, তদ্রূপ 'আমি আছি' সেও ইচ্ছা করে 'তৎ হই' অর্থাৎ ব্রহ্ম হই।

(৫) চিদচিদ্ গ্রন্থিঃ অহঙ্কারঃ অর্থাৎ চেতন ও অচেতনের গ্রন্থি স্থানই অহঙ্কার। পুরুষ+প্রকৃতি=অহং জ্ঞান অর্থাৎ পুরুষে প্রকৃতির অনুরঞ্জনায় অহং বুদ্ধি উৎপন্ন হয় বা বুদ্ধিতত্ত্বে অর্থাৎ প্রকৃতিতত্ত্বে যে জ্ঞানাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, ঐ বুদ্ধিস্থ জ্ঞানাংশই 'আমি' পদ বাচ্য জীবাত্মা।

(৬) মহত্তত্ত্বে যে জ্ঞানাভাস প্রতিবিম্বিত হয় তাহা 'সমষ্টি আমি' পদবাচ্য জীবাত্মা।

(৭) ব্রহ্মের স্বাভাবিক স্পন্দনরূপ চৈতন্যময় সত্তাই মুক্তি পর্য্যন্ত জীবনামে অভিহিত হন। নির্ব্বাত প্রদীপের স্বল্পমাত্র প্রস্ফুরণবৎ ব্রহ্মের স্বল্প মাত্র প্রস্ফুরণকেই জীব বলিয়া অবগত হইবে।

(৮) অহং পূর্ব্বক কৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে অহংকার সাধিত হইয়াছে। অহংকার শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ এই যে অহং (আমি) করে যে সেই অহঙ্কার। অহংকার তত্ত্ব নিজে আমি নহে, একটা বস্তুর উপর 'আমি ভাবটি' যোজনা করিয়া দেওয়াই তাহার ধর্ম্ম অর্থাৎ বস্তুগত চৈতন্যকে ব্যক্তিগত চৈতন্যে পরিণত করাই তাহার ধর্ম্ম।

আমি ধ্যান দৃষ্টি দ্বারা বা চিন্তা দ্বারা অহংকার তত্ত্বকে বিদিত হইতে পারি, অতএব অহংকার তত্ত্ব জ্ঞেয় ও ভোগ্য। 'আমি যে বস্তুকে জানিতে সমর্থ হই, সে বস্তুটি আমি হইতে পারি না। আমার চক্ষু যে সকল বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেই দৃষ্ট বস্তুর একটিও আমার চক্ষু নহে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। সেইরূপ আমি যে সকল বিষয় জানিতে পারি তাহার একটিও আমি নহি, এই হেতু যখন আমি আমাকে জানিতে পারি, তখন আমি যে আমি নই তাহা বুঝা যাইতেছে। প্রকৃত আমি যে সে আমি জ্ঞানের অবগাহন স্থান। এ আমি বদ্ধ সে আমি মুক্ত এ আমি বিকারি, সে আমি নির্ব্বিকারি, এ আমি জড় সে আমি অজড়।

দৃক্ দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা।

অহংএর প্রধান লক্ষ জীবাত্মা বা আত্মার জীবভাব। দৃক্শক্তি যে দর্শনশক্তির সহিত রক্তস্ফটিকের ন্যায় বা লৌহ অগ্নির ন্যায় একীভুতের ন্যায় প্রকাশ পায় তাহারই নাম 'অহংতত্ত্ব' বা 'অস্মিতা', আত্মার নাম দৃক্শক্তি, আর বুদ্ধিতত্ত্বের নাম দর্শনশক্তি। চিৎ স্বরূপ আত্মা বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তি উজ্জ্বলিত বা প্রকাশিত হয় সুতরাং তিনি এস্থলে দৃক্শক্তি অর্থাৎ দৃষ্টা, আর সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তিগুলি তাহার প্রকাশ বা প্রতিবিম্ব পাতের আধার বলিয়া সে সকলের নাম দর্শনশক্তি। এই দুয়ের অর্থাৎ চৈতন্যের ও বুদ্ধির পরস্পর ঐক্য বা একত্ব বা তাদাত্ম্য ধ্যাস অর্থাৎ লৌহের সহিত অগ্নির ঐক্যের ন্যায় অর্থাৎ এক খণ্ড লৌহ অগ্নির সহিত গাঢ় সহবাস করিয়া অগ্নি তুল্য হয় তদ্রূপ হইয়া যাওয়ার নাম 'অস্মিতা' অর্থাৎ আমি। লৌহ ও অগ্নি পৃথক বস্তু অথচ একের ন্যায় প্রতিভাত হয়, আত্মা ও বুদ্ধির সহিত সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া অহং তত্ত্বাত্মক জীব উপাধি ধারণ করিয়াছে। সেই জীব আপন বুদ্ধিকে চৈতন্য হইতে পৃথক জানে না, বুদ্ধির প্রতি বা চিত্তের প্রতি যে অক্ষুণ্ণ 'আমিজ্ঞান' পাতাইয়া রহিয়াছে তাহারই নাম অস্মিতা বা অহংতত্ত্ব। এই অস্মিতা জ্ঞানই তাবত দুঃখের মূল।

(১০) মহতত্ত্বের অন্তর্গত 'আমি' অলক্ষোৎপন্ন, আর অহংতত্ত্বের আমি লক্ষোৎপন্ন। মনে কর তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তুমি জাগিয়া জাগিয়া একটী প্রকাশ বা জ্ঞান অনুভব করিলে এবং সেই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি একটা আছে ইহা অলক্ষ্যে অনুভব হইতেছে, এই যে কি একটা আছে ইহা সহজাত, ইহা সহজাত নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির একদেশে 'অহংবৃত্তি' সংলগ্ন আছে, তাহাই মহতত্ত্বের অন্তর্গত অলক্ষোৎপন্ন অহংতত্ত্ব।

(১১) অহংকারের তিন মূর্ত্তি—জীবন, সংরম্ভ ও গর্ব্ব।

(৪২) অহংকার অধ্যাত্ম, অভিমান অধিভুত, বুদ্ধি অধিদৈব।

(১৩) জীবাত্মা ষড়ভাব বিকার রহিত, নিত্যকাল স্থায়ী, মুক্তই হউক বদ্ধই হউক। রথচক্রের নাভিদেশে অর সকল যেরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে জীবাত্মা সকলও

ব্রহ্মচক্রে প্রাণ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি করণ সহিত চির প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক সৃষ্টিকালে তাহারা ঐ সকল কলার সহিত সেই ব্রহ্মচক্রে প্রকটিত ভাবে ঘূর্ণমান হন, এবং প্রত্যেক প্রলয়কালে ঐ চক্রেই অপ্রকটিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ঐ প্রকট অপ্রকটই জন্ম বা সৃষ্টি, মৃত্যু বা প্রলয়। জীবের অহঙ্কার উপাধি এবং শব্দ-স্পর্শাদির আদি বীজস্বরূপিনী প্রকৃতিও ব্রহ্মচক্রের অন্তর্গত। জীবতত্ব প্রকৃতিতত্ব এবং ব্রহ্ম তত্ব ইহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তত্ব নয়, কিন্তু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ব। এক পরমাত্মাই স্বকীয় জড়শক্তির দ্বারা বিশ্বের উৎপাদন কারণ এবং চিৎশক্তি দ্বারা নিমিত্ত কারণ হন। যে জীবাত্মার ঐ ব্রহ্মচক্রে অরস্বরূপে পরিভ্রমণ সাঙ্গ হয় তিনি ঐ চক্রের নাভিদেশে স্থানলাভ করেন, আর তাহাকে ঘূর্ণমান হইতে হয় না, ইহারি নাম মোক্ষ, ইহারি নাম শান্তি। জীবাত্মা যতদিন আত্মহারা হইয়া প্রকৃতিকে নিজ অভীষ্ট বলিয়া বরণ করিতে থাকিবে, প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী শব্দ, স্পর্শ, গন্ধাদিতে মোহিত থাকিবে ততদিন ঘূর্ণনক্ষান্ত হইবে না। জীব যতদিন ফল ফুলের দ্বারা শোভিত, দেহমন, বুদ্ধি দ্বারা পরম সুখের প্রস্রবণ রূপে প্রকাশিত প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ থাকিবে ততদিন জীবের নিরাসভাবে প্রবাস ভ্রমণ ক্ষান্ত হইবে না। যতদিন আত্মনিবাসে দৃষ্টি না পড়িবে ততদিন তাহার ভ্রমণ নিবৃত্তি হইবে না। জীব সংসারের নিত্যস্থায়ী বাসিন্দা নন্।

(১৪) ক্ষণিক জ্ঞানরাশির মধ্যে আত্মাকে নিত্য বলিয়া অনুভব করার নাম 'অহংকার' বা একের ক্ষণিকত্ব ও অপরের স্থায়ীত্ব যে তুলনা দ্বারা পরিস্ফুটিত হয় তাহাই অহঙ্কার। ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে নিত্যত্বের অর্থ এই যে—এখন আমি সুখ বোধ করিলাম, পরক্ষণেই দুঃখ বোধ করিলাম, এই ততক্ষণ উষ্ণ বোধ হইতেছিল, পরক্ষণেই শীতল অনুভব হইল ইহারি নাম ক্ষণিক জ্ঞান। এই ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে যাহা নিত্য অর্থাৎ যখন সুখ বোধ হইতেছিল তখনো 'আমি' ছিলাম, যখন দুঃখ বোধ হইল তখনো 'আমি' আছি; যখন উষ্ণ বোধ হইল তখনো আমি আছি, যখন শীতল বোধ হইল তখনো 'আমি' আছি। সুখ গেল দুঃখ আসিল, শীত গেল গ্রীষ্ম আসিল, 'আমি' কিন্তু গেলামওনা আসিলামও না সকলটাতেই সমান ভাবে রহিলাম, ইহারি নাম ক্ষণিকের মধ্যে নিত্যত্ব বা 'অহঙ্কার'। এই অহং জ্ঞানের পর মহত্তত্বান্তর্গত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের তালপাকান ভাব বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। এখান হইতেই পঞ্চজ্ঞানের পঞ্চতন্মাত্রা জীবের ভোগার্থ বাহির হইয়া গেল, অবশেষে সকল প্রকার প্রত্যক্ষানুভব বিযুক্ত হইয়া যেন এক এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। একদিকে আত্মজ্ঞানের যেমন ইদৃশ পরিণতি সংসাধিত হইতে থাকে, তেমনি অপরদিকে অব্যক্তের অস্তিত্বানুভব বদ্ধমূল হইতে থাকে, ক্রমেই প্রকৃতির আলিঙ্গন গাঢ় হইতে থাকে, কি একটা যেন আমাকে অভিভূত করিতেছে এই রূপ প্রতীতি জন্মে; তারপর আর এক পদ অহঙ্কার অগ্রসর হইলে, ইহা আমার রসজ্ঞান, ইহা আমার স্পর্শ জ্ঞান প্রভৃতি আবির্ভূত হয়, আমি ইচ্ছা করি বা না করি, তবু

যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা আমাকে অভিভূত করিতেছে; এটা কি, এটা কি? করিয়া অব্যক্তের কোন অন্তই পাই না, যেমন গোড়ায় অব্যক্ত, শেষে তেমনি অব্যক্ত। আমরা আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া তাহার রঙ্গ দেখিতে থাকি। তাহা আমাদিগকে হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে; তাহার আবেগে আমরা চঞ্চল; হাসিয়া আবার কিরূপে সেরূপ হাসিব তাহার চেষ্টা, কাঁদিয়া আবার কিসে সেরূপ কাঁদিতে না হয় তাহার চেষ্টা ইত্যাদি।' অহঙ্কার রূপ ঘনঘটায় হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন হইলে, বিষয় বাসনারূপ কুটজ মঞ্জরী বিকসিত হইয়া থাকে। এই অহঙ্কার রূপ পর্ব্বতে মনরূপ কেশরী অনবরত গর্জ্জন করিতেছে। এই দেহরূপ অরণ্যে অহঙ্কাররূপ মত্তমাতঙ্গ সগর্ব্বে অনবরত বিচরণ করিতেছে। এইজন্য অহঙ্কারী ব্যক্তি মাত্রেই লোকের ঘৃণ্য, ত্যজ্য ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে। পুত্রমিত্রাদিরূপ অভিচার দেবতা ইহার প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়া বিনামন্ত্রে মনুষ্য সংসারে নানা প্রকার ক্লেশের দ্বার বিস্তার করিতেছে। এই অহঙ্কারের উদয়ে শান্তি লুক্কায়িত হয়, সুখ অন্তর্দ্ধান করে। আমি ভিন্ন এ সংসার আর কিছুই নহে। আমাতে প্রতিবিম্বিত হইলেই ইহার সত্তা স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। আমি আছি বলিয়াই সমস্ত বস্তু রহিয়াছে। আমি না থাকিলে কিছুই থাকে না। আমি জাত ও অজাত উভয় স্বরূপ। আমিই স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ ও যুবা। এক আমিত্ব সর্ব্ব প্রাণিতে ব্যাপ্ত। আমিত্ব ছাড়িলেই মুক্তি।

তৎকারণৈর্হি সংযুক্তংকার্য্য সংগ্রহকারকম্।
যেনৈতদ্বর্ত্ততে চক্র মনাদিনিধনং মহৎ॥
অব্যক্তনাভং ব্যক্তারং বিকার পরিমণ্ডলম্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং চক্রং স্নিগ্ধাক্ষং বর্ত্ততে ধ্রুবম্॥
স্নিগ্ধত্বাত্তিলবৎ সর্ব্বং চক্রেঽস্মিন পীড্যতে জগৎ।
তিল পীড়ৈরিবাক্রম্য ভোগৈরজ্ঞান সম্ভবৈঃ॥
কর্ম্মতৎ কুরুতেতর্ষাদহঙ্কার পরিগ্রহাৎ।
কার্য্যকারণ সংযোগে সহেতুরূপপাদিতঃ॥
নাভ্যেতি কারণং কার্য্যং ন কার্য্যং কারণং তথা।
কার্য্যব্যক্তেন করণে কালোভবতি হেতুনা॥
হেতুযুক্তাঃ প্রকৃতয়ো বিকারশ্চ পরস্পরম্।
অন্যোন্য মতিবর্ত্তন্তে পুরুষাধিষ্ঠিতা সদা॥

জীব পূর্ব্ব বাসনা বশত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বাসনা বশতঃ কর্ম্ম এবং কর্ম্ম বশত বাসনা

এই অনবরত প্রবহমান অনাদি নিধন মহৎ চক্র যে সংগ্র.দ্বারা বর্ত্তমান রহিয়াছে, 'জীব স্বরূপ আত্মা বাসনা সমূহে সংযুক্ত হইয়া সেই কার্য্যের সংগ্রহ করাইয়া থাকেন। অব্যক্ত বুদ্ধি বাসনা সমূহ যাহার নাভি অর্থাৎ নাভির ন্যায় 'অন্তরঙ্গ, ব্যক্ত দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহার অর অর্থাৎ নাভি ও নেমির সন্ধান কারক কাষ্ঠ সকলের ন্যায় বহিরঙ্গ, জ্ঞানক্রিয়া প্রভৃতি বিকার সকল যাহার নেমি অর্থাৎ নেমির ন্যায় ব্যাপক, রঞ্জনাত্মক রজোগুণ যাহার অক্ষ, অর্থাৎ অক্ষের ন্যায় চালক, সেই জন্ম মরণ প্রবাহরূপ সংঘাত চক্র ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অবিচলিতরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিলপীড়ক তৈলিকগণ যেমন স্নেহনিরঞ্জন তিল সকলকে চক্র মধ্যে আক্রমণ পূর্ব্বক পীড়ন করে, তদ্রূপ অজ্ঞান সম্ভব সুখদুঃখ ভোগ সমুদয় রজোগুণের আক্রমণ নিবন্ধন এই সংঘাত চক্রে সমস্ত জগজ্জনকে নিষ্পীড়ণ করিতেছে। সেই সংঘাতস্বরূপ চক্র ফলতৃষ্ণা বশত অভিমান কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়া কর্ম্ম করে, কার্য্য ও কারণ এতদুভয়ের সংযোগ উপস্থিত হইলে সেই কার্য্যই কারণ রূপে সমর্থিত হয়। কার্য্য সমুদয়ের অভিব্যক্তি নিমিত্ত অদৃষ্টাদি সহায় বিশিষ্ট কালই হেতুরূপে সমর্থ হইয়া থাকে। কর্ম্মযুক্ত অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়াশ বিকার সকল পুরুষের অধিষ্ঠান বশত সতত সংহত হইয়া রহে। বুদ্ধি ও বাসনা কর্ম্মচক্রের নাভি, দেহ ও ইন্দ্রিয় উহার অর, জ্ঞান ক্রিয়াদি উহার নেমি, রজোগুণ উহার অক্ষ এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা।

(১৫) ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে অহঙ্কার দ্বিবিধ। অহং অভিমান ও অহং তত্ত্ব নাম ভেদ মাত্র।

. এই অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আত্মার আশ্রিত। এই অহং এক একটি গণনায় ব্যষ্টি ও সমস্ত গণনার সমষ্টি। এই 'সমষ্টি অহংতত্ত্বের' কেন্দ্র মহাবিরাট।

মহাবিরাট।

(১) জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া শক্তির দুইয়ের একাধার 'মহত্তত্ত্ব'। ঐ মহত্তত্ত্বে প্রতিফলিত যে মহান চিৎ বা জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও চেতন শক্তির তিনের একাধার যাহা বা সমষ্টি অহংতত্ত্বের যাহা কেন্দ্র, তাহাই মহাবিরাট্। ইহারি আর এক নাম হিরণ্যগর্ভ।

(২) ঐ বিরাট্ তিনপ্রকারে বিভক্ত হইলেন। জ্ঞান শক্তি দ্বারা হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপে একপ্রকার, ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশপ্রকার, আর অহং শক্তি দ্বারা ভোক্তৃত্ব স্বরূপে একপ্রকার।

(৩) মায়াদৈ্যর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকারময়োবিরাট্।
নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকেভুবনত্রয়ং॥

প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্রা এই নয় তত্ত্ব এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভুত এই ষোড়শ বিকার দ্বারা বিরাট্মূর্ত্তি নির্ম্মিত। সেই চেতনাধিষ্ঠিত বিরাট্মূর্ত্তিতে ভুবনত্রয় দৃষ্ট হইল। ঐ বিরাট্ পুরুষ অশেষ প্রাণির আত্মা যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিই তাঁহার অংশে হয় এবং তিনি পরমাত্মার অংশ অর্থাৎ জীব। বিরাট্ই আদি অবতার, যাবতীয় ভুতগণ আদ্য অবতারস্বরূপ বিরাটেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্থুল আকাশের কিয়দংশ হইতে রাহু ও কেতুগ্রহের উৎপত্তি। আকাশের কিয়দংশ ও বায়ুর প্রকাশাংশ হইতে শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের উৎপত্তি। আকাশ ও বায়ুর কিয়দংশ ও তেজের প্রকাশাংশ হইতে মঙ্গল ও রবি গ্রহের উৎপত্তি। আকাশ, বায়ু ও তেজের কিয়দংশ এবং জলের প্রকাশাংশ হইতে শুক্র, বুধ ও চন্দ্রের উৎপত্তি। অবশেষে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতির প্রকাশাংশ হইতে পর্ব্বতাদির সহিত পৃথিবীর উৎপত্তি।

(৪) বিরাট্ আবির্ভাব।

মমযোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত।
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যা।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
যোনি মম মহদ্ব্রহ্ম করিতাতে গর্ভাধান।
তাতে জন্ম, হে ভারত! লভে সর্ব্বভূত গ্রাম॥

সকল যোনিতে হয় যেই মূর্ত্তি সম্ভাবিতা।
মহদ্ব্রহ্ম যোনিতার আমি বীজ প্রদপিতা॥

পরমাণু সর্ব্বজ্ঞ শ্রীধর বলিতেছেন—প্রলয়ে আমাতে লীন আছে যে বিশ্ব তাহাকে ভোগ্যের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য, দেশকালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতি, তাহাতে গর্ভাধান অর্থাৎ জগৎ বিস্তার হেতু চিদাভাস দধামি অর্থাৎ নিক্ষিপামি অর্থাৎ প্রকৃতি গর্ভে পুংশক্তি যে বীজাধান করে তাহাই বিশ্ববীজ বিরাট্। ঐ বিরাট্ বীজে, মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি লীন তাবৎ চিদাণু আসিয়া অবস্থিতি করে এবং চিদাণুর ভোগার্থ তাবৎ অচিদাণুও আসিয়া অবস্থিতি করে। মনে কর, একটি পুংপাখী ও একটি স্ত্রীপাখীর সংযোগ হেতু স্ত্রীপাখীর গর্ভে কতকগুলি ডিম্ জন্মিয়াছে। তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে প্রকৃতিগর্ভে সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় একটি অণ্ডজ জন্মিয়াছে উহারি নাম বৃহৎ অণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড, উহাই মহতত্ত্ব। ঐ মহতত্ত্বে প্রতিফলিত মহান চিৎছায়াই বিরাট্ অর্থাৎ পাখীর গর্ভে যেমন অণ্ড, আবার সেই অণ্ড ব্যাপী এক খানা পাতলা চামড়া রহিয়াছে তদ্রূপ মহতত্ত্ব ব্যাপী যে চিৎ যাহা সমষ্টি অহংজ্ঞানের কেন্দ্র তাহাই বিরাট্। ঐ বিরাট্ গর্ভেই অসংখ্য চিদাচিদাণু সমষ্টি এই ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইয়াছে, সংযোগ হেতু মহান ক্রিয়াও উপস্থিত হইয়াছে, সেই ক্রিয়া উপস্থিত হেতু চিৎপুরুষ হইতে অসংখ্য চিদাণু ছুটিয়া পড়িতে লাগিল এবং সেই চিদাণুর ভোগের জন্য অচিদাণুও বহির্গত হইল। সেই চিদাচিদাণুর তালপাকান ভাবের অবস্থিতির আশ্রয় বিরাট্ অর্থাৎ পুরুষের ভোগার্থ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম; শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; দশইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহংকার প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া বিরাট্ গর্ভে সঞ্চিত থাকিল। চিৎ যখন অহংজ্ঞানে পরিণত হইল তখনই ইচ্ছা জন্মিল। অহংজ্ঞান শক্তির অনুগামী ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির অনুযায়ী ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অনুযায়ী সৃজনশক্তি। ঐ সৃজনশক্তির শক্তি বশে, অহংকারের অত্যন্ত ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি হেতু সাত্বিক অহংকার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, রাজসিক অহংকার হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তামসিক অহংকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হইল—ইত্যেষঃ প্রকৃতে সর্গ (সাংখ্য বলেন—এই পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতে ব্রহ্মাদি বিবুধার অধিকার নাই। ইহার পর ব্রাহ্মি সৃষ্টি। আদ্যাশক্তি মূলা-প্রকৃতি দিগম্বরী কেন? আতুরঘরে প্রসবিতৃর প্রসবের সময় কাপড় পড়িবার সময় থাকে না, তদ্রূপ প্রকৃতি অনবরত অনন্ত বিশ্বের অনন্ত মহতত্ত্বাত্মক বিরাট্ ডিম প্রসব করিতেছে, প্রসবের বিরাম নাই, সুতরাং বাস পরিধানের সময় নাই, সুতরাংই দিগম্বরী প্রকৃতি গর্ভে সকলদিকে সকল পদার্থই অনন্ত; বিশ্বও অনন্ত, মহত্তত্ত্বও অনন্ত, বিরাট্ও অনন্ত, ব্রহ্মাদি বিবুধা কীটাদিও অনন্ত। পাখীর গর্ভে ডিম ছিল, সেই ডিম গর্ভে

অব্যক্ত অহংকারাত্মক জীব ছিল, যেই ডিম ভাঙ্গিল অমনি অব্যক্ত অহংকার ব্যক্ত হইল, অহংকার যেই ব্যক্ত হইল, অমনি ইচ্ছা জন্মিল, সঙ্গে সঙ্গে আহার অন্বেষণার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে বহির্গত হইল। এখন মনে কর মহতত্ত্বাত্মক মহান্ বিরাট্ অণ্ড ভাঙ্গিল; ব্রহ্মাদির বিবুধার বিকাশ হইল। সংসার কর্ম্মভূমি। ব্রহ্মলোক হইতে নরক পর্য্যন্ত সমস্তই সংসার। বিরাট্ হইতে বহির্গত হইয়া সংসারে আসিয়া ক্ষুদ্রতম কীট হইতে আদি শরীরি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারিবে না; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, স্ববশে হউক কি অবশে হউক, স্বজ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, স্বভাবে হউক অভাবে হউক কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং ভোগও করিতে হইবে প্রকৃতি দেবীর হইাই আদেশ। কর্ম্ম করিলেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ভোগাধিকারে ব্রহ্মাদি বিবুধারও যে দশা কীটাদিরও সেই দশা। তাই কবি বলিতেছেন—

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরে।
বিষ্ণু যেন দশাবতার গহনে ক্ষিপ্তোমহাসঙ্কটে॥
রুদ্রো যেন কপাল পাণি রমরো ভিক্ষটনং কারিত
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নম কর্ম্মণে॥

ইহা সহজ বোধ্য।

(৫) বিশ্ব নিষ্কাষণ।

আসীদিদং তমোভূত মপ্র জ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয় প্রসুপ্তমিবসর্ব্বতঃ॥
ততঃস্বম্ভূর্ভগবান ব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদ।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজ্ঞাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥

এই জগৎ আগে প্রকৃতিলীন ছিল। প্রকৃতিলীন থাকাই লয় বা প্রলয়। সে অবস্থা এখন লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, তখন অনুমান শব্দ এ সকল প্রমান ছিল না এবং প্রমানের বিষয় প্রমেয় পদার্থ তাহাও ছিল না। সে অবস্থা প্রায় মহাসুষুপ্তির সদৃশ। যেমন আমাদের প্রগাঢ় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবা মাত্র নেত্র উন্মিলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানতম বিদূরিত ও জ্ঞান বিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য প্রলয়রূপ জগৎ সুষুপ্তি ভাঙ্গিবা মাত্র প্রকৃতি গর্ভে সূক্ষ্ম জগতের অভিব্যঞ্জক (অঙ্কুর স্বরূপ) তমো-ভঙ্গকারক, সৃষ্টি সামর্থ যুক্ত ভগবান স্বয়ং প্রভ হিরণ্যগর্ভের বা মহতত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। যেমন জগৎ সুষুপ্তি ভাঙ্গিল; অমনি মহান বিকাশ আসিল, সূক্ষ্ম জগৎ স্থুলকে তদ্দণ্ডাত্রে অঙ্কিত হইল। অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে।

যেরূপে একবারকার সৃষ্টি ও প্রলয় নিয়মিত হয়, অন্যগুলিও সেইরূপ নিয়মেই অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত তন্মধ্যে একটি প্রলয় সৃষ্টি ধরিয়া লও। মনে কর, প্রলয় রাত্রির অবসান হইয়া আসিল। মহাকাল রাত্রিস্বরূপিনী অব্যক্ত অপ্রজ্ঞাত প্রকৃতির তামসী মূর্ত্তির উপরি তদ্‌গর্ভোদ্ভেদী উদয়মুখ সহস্রাংশু সমপ্রভ মহত্তত্ত্বরূপী প্রভু হিরণ্যগর্ভের আরক্তিম জ্যোতিঃ পতিত হইল। আগমনশীল প্রভাত লক্ষণ, প্রলয় নিদ্রাতে লীন জীবগণকে প্রবোধিত করিল। তাহাতে জীবগণ জাগরণোন্মুখ হইলেন। তাহাদের সাম্যাবস্থাগত প্রকৃতি চঞ্চল হইয়া উঠিল। তদবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ম্মরূপী অদৃষ্ট বিচলিত হইল। তৎসঙ্গে নানাবিধ প্রয়োজন, যাহা সাম্যভাবে ছিল, তৎসমস্ত অঙ্কুরোন্মুখ হইল। জীব সৃষ্টিকার্য্যে ব্যক্ত হইলে, তাহার নিমিত্ত শব্দস্পর্শাদি, ভূমি জলাদি, অন্নপানাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ আবশ্যক হইবে; সুকৃতি-দুষ্কৃতি ভোগার্থ কর্ম্মফলের দেশস্বরূপ অগণ্য অগণ্য লোক-মণ্ডল প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত তত্ত্ব ও তাহার উপাদান তদীয় প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্ম ও অপ্যভাবে বিলীন ছিল; এই সময় শিরে তৎসমস্ত ব্যক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল। এই সমস্ত প্রকাশিত হইবার শক্তি, ধর্ম্ম, গুণ এবং প্রকাশিত হইবার পর বৃদ্ধি ও হ্রাস হইবার গুণ প্রকৃতিতেই বিদ্যমান ছিল। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে তাহা ব্যক্ত হইল। ইহার পর ব্রাহ্ম সৃষ্টি। কোন পদার্থের নাম ব্রহ্মা? তাহা বলা যাইতেছে—

(১) মহাবিরাট্ হইতে আগত, মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত সমগ্র সত্ত্বাংশে প্রতিফলিত পালন শক্তিমান চিৎশক্তিই অহংতত্ত্বরূপী জীব 'বিষ্ণু'। ইনিও ক্ষুদ্রবিরাট্।

(২) মহাবিরাট্ হইতে আগত, মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত সমগ্র রজাংশে প্রতিফলিত সৃজনকারী চিৎশক্তিই অহংতত্ত্বরূপী জীব হিরণ্যগর্ভ 'ব্রহ্মা'। ইনিও ক্ষুদ্র বিরাট্।

(৩) মহাবিরাট্ হইতে আগত, মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত সমগ্র তমাংশে প্রতিফলিত প্রলয় শক্তিশালী চিৎশক্তিই অহংতত্ত্বরূপী জীব 'শিব'। ইনিও ক্ষুদ্র বিরাট্।

বুঝা গেল মহত্তত্ত্বরূপ হিরণ্ময় কোষে পূর্ণসত্ত্বে প্রতিফলিত চিৎছায়া বিষ্ণু পূর্ণ রজাংশে প্রতিফলিত চিৎছায়া ব্রহ্মা, পূর্ণ তমাংশে প্রতিফলিত শিব। ঐ মহত্তত্ত্বের মলিনাংশে প্রতিফলিত চিৎছায়া অস্মদাদি জীব।

হিরণগর্ভ ব্রহ্মাদিতেও অহংজ্ঞান আছে, জীবেও অহংজ্ঞান আছে, বিভিন্ন এই হিরণ্য-গর্ভে সমষ্টি অহংজ্ঞান, জীবে ব্যষ্টি অহংজ্ঞান। হিরণ্য গর্ভ সমস্ত জগতে অহংজ্ঞান আরোপ করিয়া রহিয়াছেন, জীব কেবল নিজ দেহেই অহংজ্ঞান আরোপ করিয়া রহিয়া-ছেন। আমরা যেমন আমাদের নিজ বুদ্ধিকে যথেচ্ছা প্রয়োগ করিতে পারি অর্থাৎ আমাদের নিজ বুদ্ধির উপর স্বাধীন ক্ষমতা আছে, ইহাদেরও তদ্রূপ সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বের উপর স্বাধীন ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ সমগ্র বুদ্ধি সত্ত্বের উপর আধিপত্য ক্ষমতা আছে, সুতরাং ইহাতে সমস্ত জগতের উপর আধিপত্য বুঝাইল।

(৬) ব্রাহ্মিসৃষ্টি।

তুমি আমি যেমন পৃথিবী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঘর, উদ্যান, ঘটী, বাটী বানাই, কিন্তু ঐ উপাদান আমাদের সৃষ্ট পদার্থ নয়; ইহারাও তদ্রূপ বিরাট লীম উপাদান সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ পঞ্চবিধ পরমাণু নিয়া পৃথিবী, বন, পর্ব্বত, সমুদ্র, ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরিক্ষালোক যথাযোগ্য বিন্যাস করিলেন। ঐ পঞ্চবিধ পরমাণু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং জীবের লিঙ্গশরীর ইহা ব্রাহ্মি সৃষ্টি নয়, তাহা প্রকৃতিক সৃষ্টি। যথাযোগ্য বিন্যাস করাই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব; ইহা তুমি আমি পারি না, তৎতুল্য ক্ষমতাশালীরাই পারে। ভৃগু আদি মহর্ষিবৃন্দ, চতুর্দ্দশ মনু প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি। ইহাদের মানস সৃষ্টি কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তুমি আমি যে নিয়মে মানস সৃষ্টি করি, উহারাও সেই নিয়মে মানস সৃষ্টি করেন। তুমি যেমন মানসিক চিন্তাদ্বারা নানাপ্রকার শিল্প উদ্ভাবন কর, ইহারাও তদ্রূপ মানসিক চিন্তাদ্বারা নানাপ্রকার মানস সৃষ্টি উদ্ভাবন করেন। তোমার আমার মন কৌলুষিত বিধায় সকল কার্য্যে সক্ষম হই না, ইহাদের মন বিশুদ্ধ হেতু সকল কার্য্যে সক্ষম হয়। মন বিশুদ্ধ হেতু ইহারা সত্য সঙ্কল্প। সত্য সংকল্প হেতু ইহারা যে বিষয়ে যে প্রকার সঙ্কল্প ধারণ করেন তাহাই সিদ্ধ হয়। তুমি যদি উপায়ের দ্বারা, সাধনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে পার, বিশুদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে তোমারও সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে, বুদ্ধিকে যথেচ্ছা নিয়োগ করিতে পারিবে, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ে সমর্থ হইবে, ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য ধারণ করিবে। বিশ্বের এমন কোন স্থান নাই যেখানে জীব নাই, বিশ্ব জীবে পূর্ণ হইল; ব্রহ্মারও সৃষ্টি শেষ হইল, হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসাজাতা যেষাংলোকইমা প্রজাঃ॥

মনুগণ ও ঋষিগণ আমারি মানসংজাত,যাহা হইতে এই সমস্ত প্রজা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

(৭) ব্রহ্মার বিষাদ।

সর্ব্বভোগের আস্পদ, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের আগার, সর্ব্বশোভার আধার ত্রিলোক, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক, ও শিবলোক, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল সৃষ্টি দৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না? দেখিলেন যতই ঐশ্বর্য্য থাক, যতই শোভা থাক, যতই ভোগ থাকুক, সমস্তই কিন্তু অপূর্ণ, সমস্তই সীমাবদ্ধ। ঐশ্বর্য্য ও ভোগাদি বাড়াইবার উপায় নাই, সীমা ছাড়াইবার সাধ্য নাই, সমস্তই বদ্ধ। সুতরাং মুক্তধাম নয়, সুতরাং অসন্তোষ হইয়া বিষণ্নমনে ভাবিতেছেন—এই ভোগাস্পদ প্রাণি কোথা হইতে আসিল, ইহার কেন্দ্র কোথায়? এই যে ভোগ ইহার মূল কারণ কি? যত কিছু ভোগ সমস্তই কর্ম্মানুযায়ী, কর্ম্মই তাহার মূল সুতরাং কর্ম্মস্থান থাকার প্রয়োজন। ত্রিভুবন সমস্তই

ভোগস্থান, তবে ইহাদের কর্ম্মভূমি কোথায়? ইহাদের ভোগের কর্ম্মকেন্দ্র কোথায়? ইহাদের মোক্ষ কেন্দ্র কোথায়? ইহাদের শোভা ও মাধুর্য্য কেন্দ্র কোথায়? ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্যের কেন্দ্র কোথায়? ব্রহ্মাদি বিবুধার, কীটাদি পতঙ্গের কর্ম্মকেন্দ্র কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মার বিশ্বকেন্দ্রে দৃষ্টি পড়িল, যাহা দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন; কেন স্তম্ভিত হইলেন? উল্লাসে। কেন উল্লাস? দেখিলেন বিশ্ব-কেন্দ্রে সমস্তেরই অসীমতা রহিয়াছে, ঐশ্বর্য্যবল মাধুর্য্যবল; শৈর্য্যবল; বীর্য্যবল; শোভাবল, সৌষ্ঠববল; সুখবল, আনন্দবল সমস্তই অপূর্ব্ব ও অসীম। আরও দেখিলেন, কেন্দ্রে সূর্য্য কোটী প্রতিকাশ, চন্দ্রকোটী সুশীতল, কি এক মহান্ মার্ত্তণ্ড ব্রহ্মলোকাতীত লোক স্নিগ্ধোত্তাপে প্রভাম্বিত করিতেছে সুতরাং স্তম্ভিত হইয়াছেন, যে সূর্য্যকিরণ ব্রহ্মলোকে ম্লান, সেই ব্রহ্মলোক ছাড়াইয়া যে কিরণ ব্রহ্মাতিলোক আলোকিত করিতেছে সুতরাং স্তম্ভিত হইয়াছেন, কেন্দ্র ছাড়িলে যাহা কিছু সমস্তই অপূর্ণ ও সসীম। বিশ্বকেন্দ্র কি? ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ কি? ভরত রাজর্ষি পালিত একমাত্র আদিস্থান, মহামোক্ষধাম আর্য্যভূমি, যাহা তাহাই 'ভারত-বর্ষ'। ঐ অদূরে সেই একমাত্র পবিত্রধাম, পুণ্যস্থান ভারতবর্ষ দেখা যাইতেছে।

ইতি প্রথমপাদ বিশ্বখণ্ড।

দ্বিতীয় পাদ।

আর্য্য খণ্ড।

ভারতবর্ষ।

ভা+রত+বর্ষ=ভারতবর্ষ। ভা=দীপ্তি, প্রভা বা ভাতি+রত=নিযুক্ত+বর্ষ=বর্ষণ করা বা স্থান; দীপ্তি বা প্রভা বর্ষণে রত যে স্থান তাহাই ভারতবর্ষ; যাহা সর্ব্ব প্রভার স্থান অর্থাৎ সকল পদার্থেরই ভাতি যে স্থানে যে স্থানে সকল পদার্থেরই প্রকাশ আছে, যে ভাণ্ডারে সকল পদার্থেরই সমাবেশ আছে তাহাই ভারতবর্ষ। তপঃ প্রভায় প্রভাবিত যে ব্রহ্মলোক, তাহা ভারতেরই প্রভা; সূর্য্য, চন্দ্র,ধ্রুব, নক্ষত্রাদির যে প্রভা তাহা ভারতেরই প্রভা, জ্ঞান, বিজ্ঞানে দীপিত যে মহর্লোকাদি, তাহা ভারতেরই দীপ্তি, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, জ্যোতিশাস্ত্রাদির জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান যে জগৎ তাহা ভারতেরই ভাতি, সুতরাং সর্ব্বপদার্থের আকর যে স্থান তাহাই ভারতস্থান বা সর্ব্ব প্রভাবর্ষণ কেন্দ্র যে বর্ষ তাহাই ভারতবর্ষ।

যাহা বিশ্বকেন্দ্র তাহাই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ বিশ্বকেন্দ্র কেন? কেন্দ্রস্থানেই সকল পদার্থের সংযোগ সকল পদার্থের প্রকাশ; পদার্থের যাহা কিছু শক্তি, যাহা কিছু ভাব, যাহা কিছু কার্য্য সমস্তই কেন্দ্র হইতে বহির্গত হয়, কেন্দ্রে যাহার প্রকাশ নাই, বিস্তারেও তাহার বিকাশ নাই, বিস্তারে যাহার প্রকাশ আছে, মনে করিতে হইবে কেন্দ্রেও তাহার বিকাশ আছে, সুতরাং বিস্তারিত বিশ্বে যে পদার্থের বিকাশ আছে, বিশ্বকেন্দ্রেও সেই পদার্থের প্রকাশ আছে। সকল পদার্থই কেন্দ্রাশ্রয়ী, সকল পদার্থেরই কেন্দ্র আছে, বিশ্ব যখন পদার্থ তখন বিশ্বেরও কেন্দ্র আছে, যাহা বিশ্বকেন্দ্র তাহাই ভারতবর্ষ; সুতরাং ভারতে সর্ব্ব পদার্থেরই সমাবেশ আছে। যা নাই ভারতে, নাই তা সৃষ্টিতে, যা আছে সৃষ্টিতে তা আছে ভারতে, সুতরাং ভারত বিশ্বকেন্দ্র। ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, কর্ম্মস্থান; ভারত ছাড়া, আব্রহ্ম নরকস্থান সমস্তই ভোগ স্থান। কর্ম্ম ব্যতীত ভোগ অসিদ্ধ। আব্রহ্ম কীট সকলই ভোগ দেহ, এক মাত্র আর্য্য জীবনই কর্ম্ম দেহ। ব্রহ্মলোকাদি যখন

ভোগ স্থান, ব্রহ্মকারাদি যখন ভোগ দেহ, তৎভোগ দেহ প্রাপক কর্ম্মদেহ থাকা চাই এবং তৎকর্ম্মস্থানও থাকা চাই ; তৎকর্ম্মস্থান কোথায় ? তাহা ভারতবর্ষ। তৎকর্ম্মদেহ কি ? তাহা আর্য্যকায়। যে ব্রহ্ম জ্ঞানপ্রভায় প্রভাবিত ব্রহ্মলোক, সেই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব প্রাপক কর্ম্মস্থান ভারত কর্ম্ম দেহ আর্য্য দেহ ; যে শতক্রতুর ফলত্ব ইন্দ্রত্ব তাহা ভারতের আর্য্যদেহেরই কর্ম্মত্ব, যে ধ্রুবজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান ধ্রুবলোক, সূর্য্য চন্দ্রাদিলোক, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, শিবের শিবত্বময়কীটপতঙ্গত্ব, সমস্তই আর্য্যের কর্ম্মত্ব। দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব,কীটের কীটত্ব এ সমস্তই ভারতের আর্য্যের কর্ম্মত্ব। এই বর্ষে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে সেরূপই ফল পাইবে ; সংকার্য্য কর ক্রমেই উর্দ্ধগতি ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি, মুক্তি পর্য্যন্ত পাইবে ; অসৎ কার্য্য কর ক্রমে অধোগতি কীটাদি নারকীগতি প্রাপ্ত হইবে।

মনুষ্য জীবশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী। এই মনুষ্য জন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি তদুপযুক্ত লোকেই গমন করেন। দেবের দেবত্ব প্রাপক, পশুর পশুত্ব প্রাপক শক্তি সমস্তই আর্য্যশক্তির অন্তর্নিবিষ্ট, সমস্ত শক্তিই মনুষ্য শক্তিতে নিহিত আছে, মনুষ্য সর্ব্বশক্তির আধার। ভারতেতর সমস্তই যখন ভোগ স্থান স্বর্গই হউক বা নরকই হউক, বিশ্ব যখন প্রাণিব্যাপ্ত দেবই হউক, পশুই হউক বা কীটই হউক সমস্তই ভারত হইতে আগত। বিশ্ব আর্য্যময়, আর্য্য প্রাণিময়। এই যে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দেব, যক্ষ, রক্ষ, ইহারা কে ? ভারতের আর্য্য জীবনের কর্ম্মের ফল হইতে উৎপন্ন ভোগাক্রান্ত তমগুণি জন্মই পশুপক্ষ্যাদি ভোগদেহ, সত্ত্ব গুণান্বিত দেহই দেবদেহ ইত্যাদি। বিশ্ব যখন প্রাণীব্যাপ্ত সুতরাং বলিতে হইবে বিশ্ব আর্য্যময় আর্য্য প্রাণীময়, সুতরাং ভারতবর্ষ বিশ্বকেন্দ্র। আর্য্য শক্তি কেন্দ্র। আর্য্য শক্তি কেন্দ্র কেন ? শুন।

যত কিছু শক্তি সমস্তই মনুষ্যে সমাবেশ, অন্য যত কিছু শক্তি সব বদ্ধ শক্তি। মনুষ্য শক্তিকে দেবগুণে উন্নতিকর দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে, পশুগুণে অবনতিকর পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্য কেন্দ্র হইতে দেবতাও নির্গত হইয়াছে, পশুও নির্গত হইয়াছে ; যার যেমন কর্ম্ম তার তেমনি জন্ম। শক্তি দুই প্রকার বদ্ধ শক্তি ও মুক্ত শক্তি। যে শক্তি বাড়াইবার উপায় নাই তাহাই বদ্ধ শক্তি, আর যে শক্তি বাড়াইবার উপায় আছে তাহাই মুক্ত শক্তি। একমাত্র মনুষ্যই মুক্ত শক্তির অধিকারী ; মনুষ্যেতর আব্রহ্ম কীট সকলই বদ্ধ শক্তির অধিকারী। দেব ও পশু যে শক্তি নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই শক্তিই ভোগ করিতেছে, তাহাদের সেই শক্তির উৎকর্ষ বা বর্দ্ধিত করিবার উপায় নাই, কারণ প্রকৃতি কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ ; ইন্দ্র যদি ইচ্ছা করে আমি ইন্দ্রত্বে অবস্থিতি করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া ব্রহ্মত্ব নিব, তাহা সে পারিবে না, পশুত নয়ই, কেননা আর্য্যেতর সৃষ্টি ভোগসৃষ্টি। আর্য্য ছাড়া অন্যান্য জীবগণের জ্ঞান কেবল আহার বিহারাদি ভোগমূলক, ইহারা যে জ্ঞানের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে যাবজ্জীবন তাহাই লইয়া বাস করে, সহজাত জ্ঞানের বৃদ্ধি করিবার শক্তি বা সহজাত জ্ঞানকে অতিক্রম করিবার সামর্থ ইহা-

সের নাই অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না, মনুষ্য কিন্তু তদ্বিপরীত।

স্থাবরেষু বিপর্য্যাসস্তির্য্যাস যোনিষ্বশক্তিতা।
সিদ্ধ্যাত্মানো মনুষ্যাস্তু তুষ্টির্দ্দেবেষু কৃৎস্নশঃ॥

স্থাবর অর্থাৎ উদ্ভিদ পদার্থ সমূহের বিপর্য্যয় অর্থাৎ বাধসৃষ্টি, তির্য্যগ অর্থাৎ পশু-পক্ষ্যাদির অশক্তি, দেবতাদের ধ্রুব তুষ্টি (এই ধ্রুব তুষ্টিই দেবতাদের উন্নতির অপায়) এবং মনুষ্যদিগের সিদ্ধিতেই তুষ্টি। সিদ্ধিতে তুষ্টি অর্থে শেষ সীমা ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা মুক্তি প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত নয়, সুতরাং বলিতে হইবে মনুষ্যশক্তি অসন্তুষ্ট হেতু শক্তির উৎকর্ষের দিকেই ধাবিত, সুতরাং শক্তিও ক্রমে বর্দ্ধিত, সুতরাং মনুষ্যশক্তি সর্ব্বোৎকর্ষ। দেবতারা মন্বন্তর জীবি; এখন মনে কর এই কালের মধ্যে রোগ ভোগুক,যন্ত্রনা ভোগুক ভোগিতেই হইবে, যদি মনে করে, মরিয়া রোগ যন্ত্রণার হাত এড়াইব, তাহা পারিবে না, কেননা মন্বন্তরের এদিকে কিছুতেই মৃত্যু নাই; আবার যদি মনে করে মন্বন্তরের অতীত বাঁচিব তাহাও পারিবে না, কারণ ভোগদেহ, কর্ম্ম রহিত, সুতরাং সহজাত ক্ষমতার বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্মা যদি মনে করে আমি মুক্ত হইব, নরজন্ম গ্রহণ করিব, তাহা সে পারিবে না, তাঁহার সীমাবদ্ধ আয়ুর অন্তে মুক্ত হইবে। পক্ষান্তরে মনুষ্য সকলই পারে; মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এ মুহূর্ত্তেও মরিতে পারে, ইচ্ছা করিলে দেবায়ুর উর্দ্ধেও বাঁচিতে পারে, ইচ্ছা করিলে এজীবনে দেবত্ব নিতে পারে, পশুত্ব নিতে পারে, ব্রহ্মত্ব নিতে পারে, মুক্তি পর্য্যন্ত পাইতে পারে। যদি বল দেবতারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী, তবে কেন মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে না? না হইবার কারণ এই—ঐ শক্তি সোপার্জ্জিত নয়, জ্ঞানোৎকর্ষ হেতু প্রাপ্ত নয়, প্রকৃতি দত্ত, যেমন মধুমক্ষিকা সুন্দর মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, মনুষ্য তাহা পারে না, তাই বলিয়া কি মনুষ্য শক্তিতে কি জ্ঞানে মধুমক্ষিকা হইতে ন্যূন? ইহাও তদ্রূপ। মনুষ্য যখন এজীবনে ঈশ্বরত্ব নিতে পারে, তখন অণিমাদি কোন ছাড়। বুঝা গেল শক্তিতে আর্যশ্রেষ্ট, স্থানে ভারত শ্রেষ্ঠ; তাই দেবতারাও ভারতে মনুষ্য জন্ম গ্রহণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন যথা—

গায়ন্তিদেবাকিল গীতকানি
ধন্যাস্তুতে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্ব্বাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাসুরত্বাৎ॥

স্বর্গের দেবত্ব অপেক্ষাও ভারতে মনুষ্যদেহ লাভ করা শ্লাঘ্য; কেন না সুকৃতিগণই এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গাপবর্গ লাভ করিয়া থাকেন।

অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধ জন্মভিঃ শুক্ল লোহিত কৃষ্ণবর্ণেন।
স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্য মানুষ নারক গতয়ো বহ্ব আত্মন
আনুপূর্ব্বেন সর্ব্বোহ্যেব সর্ব্বেষাং বিধিয়তে যথাবর্ণ
বিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি ॥

এই ভারতবর্ষে পুরুষগণ জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম দ্বারা যথাক্রমে আপনাদের দিব্য, মানুষ ও নরকগতি বিধান করে, যে হেতু এই বর্ষে সকল ব্যক্তির সকলপ্রকার গতিই কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। অপর ঐ স্থানে যে বর্ণের যেরূপ মোক্ষপ্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস বানপ্রস্থাদি বিহিত আছে, তাহার অনতিক্রমে নরমাত্রের মোক্ষলাভও এই বর্ষেই হইয়া থাকে।

এত দেবহি দেবা গায়ন্তি।

অতএব ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম সর্ব্বপুরুষার্থের সাধন বলিয়া দেবতারাও গান করিয়া থাকেন।

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষুভারতাজিরে
মুকুন্দ সেবৌপয়িকং স্পৃহাহিনঃ ॥

অহো! এই সকল মানব কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল, যেহেতু স্বয়ং ভগবান হরি সাধন ব্যতিরেকেও ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। অথবা এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি; এই সকল ব্যক্তি ভারতভূমির মধ্যে মানবকুলে মুকুন্দ সেবার উপযোগি জন্মলাভ করিয়াছেন, আমরা ভারতাঙ্গণে জন্মার্থ কেবল স্পৃহাই করিয়া থাকি।

কিং দুষ্করৈর্ণঃ ক্রতুভিস্তপো ব্রতৈ
দানাদি ভির্ব্বাদিদ্যু জয়েন ফল্গুণা।
ন যত্র নারায়ণ পাদ পঙ্কজ
স্মৃতিঃ প্রমুষ্ণাতি শয়েন্দ্রিয়োৎ সবাৎ ॥

হায়! আমাদের দুশ্চর যজ্ঞ, দুষ্কর তপস্যা, কঠিন কঠিন ব্রতানুষ্ঠান ও দানাদিদ্বারা কি ফল হইল এবং এই যে তুচ্ছ স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহাতেইবা কি ফল দর্শিতেছে? এখানে ভগবান নারায়ণের চরণ পঙ্কজ স্মরণ হয় না, কদাচিৎ যাহা হইত, আত্যন্তিক ইন্দ্রিয়সেবায় তাহাও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কল্পায়ুষাং.স্থান জয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারত ভুজয়ো বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্তেনকৃতং মনস্বিনঃ
সংন্যস্য সংযান্ত্যু ভয়ং পদং হরেঃ॥

অপর আমরা কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া এই যে স্থান জয় করিয়াছি, ইহার পরেওত আবার জন্মিতে হইবে, অতএব আমাদের এ স্থান জয় অপেক্ষা মানবগণ অল্পায়ু হইয়া যে ভারতভূমি জয় করে তাহা শ্রেষ্ঠ, কারণ সেই সকল ব্যক্তি মানব দেহ দ্বারা ক্ষণকালেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক ভগবান হরির অভয়পদ বা মুক্তিপদ সম্যক প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারে, যাহা আমরা কিছুতেই পারি না।

প্রাপ্তানৃজাতিং ত্বিহ যেচ জন্তবো
জ্ঞান ক্রিয়া দ্রব্য কলাপ সংভৃতাম্।
নচেদ্ যতেরন্ন পুনর্ভবায়তে
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তিবন্ধনম্॥

কিন্তু যে সকল প্রাণী এই ভারতভূমিতে জ্ঞান, তদর্থ ক্রিয়া ও দ্রব্য সমূহে পরিপূর্ণ মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষার্থ যত্ন না করে, তাহারা পক্ষিদিগের ন্যায় পুনরায় বন্ধন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জালবদ্ধ পক্ষিগণ ব্যাধ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াও পুনর্ব্বার যেমন অসাবধানতা প্রযুক্ত সেই বৃক্ষে বিহার করিতে গেলে বদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় ঐ সকল ব্যক্তি ভারত-ভূমিতে মোক্ষার্থ জন্মলাভ করিয়াও স্ব স্ব কর্ম্ম দোষে পুনর্ব্বার বদ্ধ হয়।

যদ্যত্র নঃ স্বর্গ সুখাবশেষিতং
স্বিষ্ঠস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনং।
তেনা জনাভে স্মৃতি মজ্জন্মনঃ স্যাদ্
বর্ষে হরির্যদ্ভজতাং শংতনোতি॥

অতএব আমরা সম্যক প্রকারে যে যাগ যজ্ঞ করিয়াছি, যাহা হইতে এই স্বর্গ সুখ ভোগ হইতেছে যদি তাহার কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকে তদ্বারা ভারতবর্ষে আমাদের জন্ম হউক, তাহা হইলে 'ভগবান হরিসেবা' ইহা স্মরণ হইবে। অধিকন্তু ভগবান হরি এই বর্ষে ভজনাকারিদিগের কল্যাণ বিস্তার করিয়া থাকেন, তাহাতে আমরা কুশলও দর্শন করিতে পারিব। বিশেষতঃ ভারত সর্ব্বকামবর্ষী স্থান, এ স্থানে যে যাহা কামনা করিয়া ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়,.তাহাই তাহার সফল হয়। বারিধি মেখলা মেদিনীর

মধ্যে ভারতবর্ষ প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি। ভারত প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি। ভারত প্রকৃতি রাজ্ঞীর ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার। প্রকৃতিতে যে কিছু ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য আছে ভারতে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। প্রকৃতি সমগ্র পৃথিবীর যে প্রদেশে যে ভাবে বিরাজিত, এই ভারতবর্ষে প্রকৃতির সেই রূপ, সেই দৃশ্য, সেই চিত্র, সেই ঐশ্বর্য্য, সেই মাধুর্য্য, সেই ভাব সমষ্টি বিরাজ করিতেছে। বিশ্বকর্ত্তা যেন,স্বভাবের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে যথাযোগ্যভাবে জীবের ভোগের নিমিত্ত অর্পণ করিয়া, পরে ঐ সকল ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশে কি প্রকার শোভা হয় দেখিবার জন্যই অশেষ ধরাধামের আদর্শস্বরূপে আর্য্যজাতির লীলাক্ষেত্র কর্ম্মভূমি ভারতভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই যাহার কিছু না কিছু আভাস ভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পৃথিবীতে এমত কোন স্থানই দৃষ্ট হয় না যে স্থানে ভারতের ন্যায় প্রকৃতির সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণ সমাবেশ লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য পূর্ণ সর্ব্ববিধ দৃশ্য একত্র ভারত ভিন্ন আর কুত্রাপি দর্শনপথে পতিত হয় না। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সম্বলিত তাদৃশ দৃশ্য সকল সৃষ্টির আদিকাল হইতে নিখিল-রস-বিলাসিনী জীব-হৃদয় বিনোদিনী ভারতভূমির অঙ্ক সমাশ্রিত ব্যক্তিবৃন্দের নয়ন ও মনরঞ্জন করিয়া আসিতেছে এবং প্রলয় কাল পর্য্যন্ত এইরূপই করিতে থাকিবে, স্বভাব দৃশ্য স্বভাবতই নিত্য নূতন, কাল কালান্ত ব্যাপিয়া ব্যবহারেও পুরাতন হয় না; উহা নিত্য নবীভূত হইয়া নূতন আনন্দ উদ্ভাবন করিতে থাকে।

ভারত যেমন সৃষ্টি বৈচিত্রের পূর্ণ লীলা ভূমি, এমন আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের ভূভাগ যত প্রকারের উদ্ভিদ ও শস্য প্রসব করিতে সমর্থ পৃথিবীর কোন একটী এমন দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যে তাহার প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গ-নিকুঞ্জ সহিত ভারতের পর্ব্বতমালার নিকট ভূমণ্ডলের সমস্ত শৈল-শিখর মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। গন্ধপুষ্পে সুশোভিত, বিচিত্র সৌরভে আমোদিত, চিত্রবিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত ভারতে কুঞ্জ-কানন-কদম্ব নাট্য নায়িকাবেশে ত্রিজগতের মন ভুলাইতে যেমন সক্ষম, পৃথিবীর কোন বন, উপবন তাদৃশরূপের ছটা লইয়া তাহাদের পরিচর্য্যার আসনও গ্রহণ করিতে পারে না। পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে একটী গৌরবর্ণ মনুষ্য জন্মান যেমন কঠিন, উত্তর প্রান্তেও তদ্রুপ একটী কৃষ্ণকায় মনুষ্য জন্মান অসম্ভব। পৃথিবীর যে দেশেরই ভৌতিক প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখা যায়, সেই দেশেই বাহ্য প্রকৃতির এক একটী অঙ্গ বিশেষ প্রবল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভগবানের বিচিত্র বিহার ভূমি ভারতবর্ষে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। কি জানি, ভগবান্ কিরূপ তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া তাহার অনন্ত শক্তি-রাশির অনন্ত বিকাশ ভাণ্ডার সাম্যাবস্থায় এই ভূমিতে স্তরে স্তরে থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য দেশের কোথাও কেবল কৃষ্ণবর্ণ কোথাও কেবল গৌরবর্ণ, কপিশবর্ণ আদির মেলা বসিয়াছে; কিন্তু ভারতে কৃষ্ণবর্ণ

শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, অথবা পৃথিবীর কোষে যত বর্ণমালা আছে, সকল বর্ণেরই ঢেউ খেলিয়া ভারত মহিমাকে অবর্ণনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অতি শীতে পৃথিবীর কত দেশ চিরদিন থর থর কাঁপিতেছে, অতিতাপের জ্বালা মালায় কত দেশ বিদগ্ধ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু ভারতের বিচিত্র প্রকৃতিতে সকল ঋতুই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, সখ্যভাবে সকলে হাত ধরাধরি করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক যথা সময়ে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। ভারত প্রকৃতির শিল্প-শালায় যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। একই স্থানে বসিয়া যদি পৃথিবীর সকল স্থানের শোভা সমৃদ্ধি সুখ সম্ভোগ করিতে হয়, তবে এক ভারতে বসিয়াই তাহা ভোগ করিতে পারা যায়। সকল রসই ভারত প্রকৃতির পদ সেবা করিয়া ঝির ঝির ধীর ধীর ধারায় বহিয়া যাইতেছে। যিনি যে রসের রসিক হউন না কেন, ভারতের বিচিত্র রসময়ী প্রকৃতি তাহার সাধ মিটাইতে সমর্থ। সকল বিষয়েরই আদিম তত্ত্বের মূল বীজ ভারতেই বিস্ফুরিত হইয়াছে। ভারত নিবাসীই আদিম মনুষ্য, আদিম শিক্ষিত, আদিম সভ্য, আদিম কবি, আদিম বিজ্ঞানবিৎ, আদিম ধার্ম্মিক, আদিম জ্ঞানী, আদিম যোগী, আদিম মননশীল, এবং আদিম ভগবৎ-ভক্ত। আদিম শাস্ত্র, আদিম ভাষা, ভারতবর্ষেই প্রথম সুপ্রচারিত হয়। এই সেই ভারতবর্ষ যেখানে মনু, যাজ্ঞবল্ক, বক্তা, বশিষ্ঠাদি উপদেষ্টা, শুকদেবাদি তপস্বী। এই সেই অগস্ত্য জন্মস্থান ভারতবর্ষ যিনি গণ্ডুষে সপ্ত সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির কোমল প্রকৃতি ও ভক্তিভাব, বশিষ্টের ক্ষমা ও শান্তভাব, কর্ণের বদান্যতা ও বৈরাগ্য জন্মস্থান এই ভারত। জানি না কি কুহকে, সমস্তই যেন নাট্যশালার অভিনয়ের ন্যায়, ক্ষণ জন্য কিয়ৎপরিমানে কার্য্য করিয়া—ক্রীড়া কৌতুক খেলা করিয়া লীলাময়ীর লীলাপটের অন্তরালে প্রবেশ করিল।

উপবাস ব্রত।

বা

আর্য্য ও অনার্য্য বিভাগ।

বিশ্বকেন্দ্র ভারত। বিশ্ব দুইভাগে বিভক্ত; এক আর্য্য বিশ্ব আর এক অনার্য্য বিশ্ব। শক্তিকেন্দ্র মনুষ্য। প্রাণি দুইভাগে বিভক্ত, এক আর্য্য, আর এক অনার্য্য। শক্তিও দুইভাগে বিভক্ত, এক আর্য্য শক্তি, আর এক অনার্য্য শক্তি। যে শক্তি সত্বগুণি তাহাই আর্য্য শক্তি, যাহা রজতম গুণি তাহাই অনার্য শক্তি।

আর্য্য কারে বলি? যাহাদের বিধিতে উপবাসের নিয়ম আছে তাহারাই আর্য্য। অনার্য্য কারে বলি? উপবাস বর্জ্জিত অর্থাৎ যাহাদের বিধিতে উপবাসের নিয়ম নাই তাহারাই অনার্য্য। উপবাস কারে বলি?

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তুবাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ॥

পাপ হইতে উপাবৃত্ত এবং সর্ব্বভোগ বর্জ্জিত যাহা তাহাই উপবাস। সাধারণত অনসনকেই উপবাস বলা হয়। এক মাত্র অনসনে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি অর্থাৎ রজতমঃ গুণ দমিত থাকে, সুতরাং সত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, উপবাস সত্বগুণ বর্দ্ধক, অনুপবাস তমগুণ বর্দ্ধক। সত্বগুণ বর্দ্ধক উপবাস বিধের বিধিবদ্ধ যে জাতি তাহাই আর্য্য জাতি। উপবাস বর্জ্জিত যে প্রাণি তাহাই অনার্য্য। উপবাস ব্রতী প্রাণি যে স্থানে বাস করে তাহাই আর্য্য বিশ্ব, আর উপবাস বর্জ্জিত প্রাণি যে স্থানে বাস করে তাহাই অনার্য্য বিশ্ব। আর্য্য বিশ্ব ভারত, অনার্য্য বিশ্ব ভারতেতর। আর্য বিশ্ব উপবাসাদি বিধি আচরনীয় কর্ম্মাত্মক স্থান অর্থাৎ কর্ম্ম ভূমি, আর অনার্য্য বিশ্ব সর্ব্ববিধি বর্জ্জিত, স্বেচ্ছাবিধি চালিত এক মাত্র ভোগ স্থান; যে হেতু ভোগস্থান, সে হেতু কর্ম্ম বর্জ্জিত সুতরাং বিধি বর্জ্জিত। আব্রহ্ম কীট সকলেই অনার্য্য যে হেতু উপবাস বর্জ্জিত। আর্য্য আশ্রয়, অনার্য্য আশ্রয়ী; আর্য্য দাতা, অনার্য্য গৃহীতা। অনার্য্য প্রাণি সকলেই আর্য্য দত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। উপবাস ব্রত, ভারতে আর্য্য ছাড়া আর কাহারো নাই। পশু বল পক্ষী বল; দেব বল, যক্ষ বল, অনার্য্য নর বল, কাহারই ব্রত উপবাসাদির বিধি নাই, বেদে তাহাদের জন্য এ বিধি দেয় নাই, কারণ তাহারা কর্ম্মী নয় প্রত্যুত ভোগী, যে হেতু

ভোগী সেই হেতু উপবাস বর্জ্জিত, সুতরাং বুভুক্ষু, যে হেতু বুভুক্ষু সেই হেতু সকলেই আর্য্যের শরণপ্রার্থী, আর্য্য গৃহে অতিথি। আতিথেয়তা আর্য্যেই বাস করে, আর্য্যেরই গুণ, এক মাত্র আর্য্যেই অতিথি সৎকারী, নিজে না খাইয়া অতিথিকে দেয়, আর্য্যগৃহে দেবতারাও অতিথি।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বাপুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তা নেন তে দেবা ভাবয়ন্তুবাঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান ভোগান্ হিবোদেবাদাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তেস্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জ্যত তেত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
যজ্ঞসহ সৃজি প্রজাবলেছিলা প্রজাপতি—
হউক ইহাতে তব ইষ্টসিদ্ধি, ক্রমোন্নতি;
ইহাতে দেবের বৃদ্ধি, দেবে বৃদ্ধি বৃদ্ধিতব,
বৃদ্ধি করি পরস্পরে পরম কল্যাণ লভ।
যজ্ঞেতে বর্দ্ধিত দেব তোমাদের ইষ্টভোগ
করিবে অর্পণ।
চোরসে, তাঁদের দ্রব্য না দিয়া তাঁদের,
ভোগ করে যেই জন॥
যজ্ঞশিষ্ট ভোগী হয় সর্ব্ব পাপে বিমোচন,
যেরাধে আপনা তরে, সে করে পাপ ভক্ষণ।

বুঝা গেল আর্য্যগৃহে দেবতারা অতিথি। দেবতাদিগকে আর্য্যেরা দিলে খায়, না দিলে নয়। দেবতাদের ব্রত উপবাস নাই, যে দিন দেও সেই দিনই খাইবে। দেবে ও নয় অনার্য্যে বিভিন্ন আছে; দেবতারা পোষক, নয় অনার্য্যনাশক, অথচ উভয়ই আর্য্যবিশ্বে অতিথি, আর্য্যের শরণ প্রার্থী। দেব গৃহীতাও বটে, দাতাও বটে, নয় অনার্য্য দাতা নয় মাত্র গৃহীতা। দেবকে দিলে খায়, না দিলে না খায়; পক্ষান্তরে নয় অনার্য্যকে না দিলে কেড়ে খায়, পারিলে গলায় ছুরি বসায়। আর্য্যবিশ্ব অকাতরে

অনার্য্য বিশ্বকে অন্নদানে পোষণ করিতেছে,পক্ষান্তরে অনার্য্যেরা আর্য্যকে পোষণ করা দূরে যাক, অন্ন দাতা পিতা মাতার রক্ত শোষণ করিতে, রক্ষককে ভোক্ষণ করিতে বিরত নয়। আর্য্যেরা রক্ষক, অনার্য্যেরা ভক্ষক। আর্য্যেরা নিজের গ্রাস ভক্ষকের মুখেও উঠাইয়া দেয়। ভারতের আর্য্যই শ্রেষ্ঠ,কেননা উপবাস ব্রতী; যে হেতু উপবাস ব্রতী,সেই হেতু সংযমী যে হেতু সংযমী, সেই হেতু শ্রেষ্ট। এক মাত্র আর্য্যই প্রাণবন্ত প্রাণি, জীবন্ত জীবও শ্রেষ্ঠ, বক্রী প্রাণ হীন, নির্জ্জিব, নিকৃষ্ট।

শুন অনার্য্য নরের গুণ—

(১) উপবাস বর্জ্জিত সুতরাং সত্ত্বগুণ রহিত, সুতরাং বিশ্বের বিধিবর্জ্জিত, স্বেচ্ছা বিধি চালিত, পশ্বচারী যে জাতি, জন্ম ও চরিত্র, তাহাই অনার্য্য জাতি, অনার্য্য জন্ম ও অনার্য্য চরিত্র।

(২) যাহারা সর্ব্বভূক তাহারাই অনার্য্য।

অনার্য্যেরা সর্ব্বভুক। কেন সর্ব্বভুক? অসংযমী বলিয়া। কেন অসংযমী উপবাস বর্জ্জিত বলিয়া কেন উপবাস বর্জ্জিত? ক্ষুধা তৃষ্ণা অসহিষ্ণু বলিয়া। যাহারা উপবাস বর্জ্জিত তাহারাই অসংযমী,যাহারা অসংযমী তাহারাই সর্ব্বভুক। ক্ষুধা তৃষ্ণা জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম, জঠরানল প্রাণিমাত্রেরই প্রজ্জলিত, যত আহুতি যোগাও সমস্তই ভস্ম করিতেছে, নিয়তই বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহার নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই, অদমনীয়। উপবাস সংযমের দ্বারা যাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাকে সংযমীত করিতে পারে না, তাহারা সদাই বুভুক্ষু। যাহারা সদাই বুভুক্ষু তাহারাই সর্ব্বগ্রাসী। সদা প্রজ্জলিত জঠরানলকে সংযমের দ্বারা সংযমীত না করিলে বিশ্বগ্রাসে উদ্যত হয়।

বুভুক্ষিতে কিং ন করোত্য কার্য্যং, বুভুক্ষুর কি অকরনীয় আছে? ইহারা সকলই করিতে পারে। লোকে পেটের জ্বালায় না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই। লোকে যে চুরি করে ডাকাতি করে তাহা পেটের দায়েই করে। পেটের দায় বড় দায় পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। সেই পেট যাদের সংযত নয় তাদের কোন ধর্ম্ম ভয়ই থাকে না, যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের গোবধ, ব্রহ্মবধ নাই, পেটের জ্বালায় নিজ শাবক মারিয়াও খায়। উপবাস ব্রতের দ্বারা যদি জঠরানল সমীত না থাকে তবে এবম্প্রকার ঘটনাই ঘটে। জঠরানল প্রজ্বলিত থাকিতে অকার্য্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। যাহাদের জঠর জ্বালা সংযমের দ্বারা সংযমীত নয়, ধৈর্য্যের দ্বারা প্রসমিত নয়, তাহারা ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় খাদ্যাখাদ্যের বাচবিচার করিতে অক্ষম, সুতরাং যাহা পায় তাহাই খায়, পশুই হউক বা পক্ষীই হউক, নরই হউক বা বানরই হউক, কোনটাই বাদ যায় না সুতরাং সর্ব্বভূক

(৩) যাহা ঘনীভুততম তাহাই অনার্য্য।

তিন তম শক্তির একীভুত পূর্ণতম প্রকাশক যে একাধার তাহাই অনার্য্য। তিন তমশক্তি কি? রাক্ষসিক, পৈশাচীক ও পাশবিক শক্তির সমষ্টিভুত যে একাধার তাহাই অনার্য্য। প্রাণি মধ্যে রাক্ষস, পিশাচ ও পশু ইহারাই তম গুণী।

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতা।
সিংহাব্যাঘ্রা বরাহশ্চ মধ্যমাতামসী গতি॥

হস্তী, তুরঙ্গ, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ইহারা তমগুণী।

অনার্য্যেরা কেন রাক্ষস? উপবাসরহিত, সুতরাং সংযমহীন যে হেতু সংযমহীন সে হেতু সর্ব্বভুক, যে হেতু সর্ব্বভুক সেই হেতু আহারে বাচবিচার হীন, যে হেতু বাচবিচার হীন সে হেতু খাদ্যাখাদ্যের দোষ গুণ বিচার বর্জ্জিত, যে হেতু বিচার বর্জ্জিত সেই হেতু যাহা পায় তাহাই খায়, সুতরাং রাক্ষস।

কেন পিচাশ? পূতিপর্য্যুষিত আহার প্রিয়, সুতরাং পিচাশ।

কেন পশু? হিংস্রক হেতু, হিংসাবৃত্তি দ্বারা অপর জীবের জীবন সংহার করিয়া জীবন ধারণ করে সুতরাং হিংস্রক। যে হেতু হিংস্রক সেই হেতু নির্ম্মম, যে হেতু নির্ম্মম সেই হেতু ধ্বংশক; যে হেতু ধ্বংশক সেই হেতু সকল প্রাণিরই ভীতিপ্রদ; প্রাণিমাত্রেই ইহাদের দ্বারা আতঙ্কিত; এমন কোন প্রাণি নাই যাহারা ইহাদের কাছে নিরাপদ। এই জাতি সকলেরই অশান্তিপ্রদ, নিজেরাও জঠরজ্বালায় সদাই অশান্তিগ্রস্থ কারে পাই কারে খাই, সদাই খাই খাই, সদাই হাহাকার, সদাই মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে; বিশ্বগ্রাসী মুখগহ্বরে যত দেও ততই খাইবে, উদরের কিছুতেই তৃপ্তি নাই। বুঝা গেল যাহা ঘনিভুত তম তাহাই অনার্য্য।

কেন তম? তমগুণী আহার হেতু। কোন আহার তমগুণী? শুন—

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপিচামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥
গত যাম, গত রস, পূতি, বাসি দিনান্তর।
উচ্ছিষ্ট অশুদ্ধ যাহা তামসের প্রিয় বড়॥

এই তমগুণী আহারের দ্বারা পুষ্ট, লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত যে তামসিক জাতি তাহাই অনার্য্য জাতি। আহারের দ্বারা পুষ্ট হইয়া শরীর ও মন কার্য্যক্ষম হয়। আহার সত্বগুণী হইলে শরীর ও মন সত্বের দ্বারাই পুষ্ট হয়, সুতরাং তাহা হইতে সত্বগুণী কার্য্যেরই বিকাশ, আর তমগুণী আহার হইলে তমেরই প্রকাশ হয়। আহার শরীর ও

মনের উপর ক্রিয়াকারী; সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক ক্রিয়াপ্রসূ, তামসিক আহার তামসিক ক্রিয়াপ্রসূ; মদ খাও মাতাল হইবে, বিষ খাও মরিবে, ঔষধ খাও আরোগ্য হইবে ইত্যাদি। তমগুণী আহারের দ্বারা যাহাদের মন পুষ্ট তাহাদের বুদ্ধি মলিন, যেহেতু মলিন সে হেতু বিমল প্রকাশ রহিত সুতরাং বিচারাক্ষম। তমগুণী বুদ্ধি হইতে তমগুণী বিজ্ঞানই আবিষ্কৃত হয়, ঐ বিজ্ঞান মারিবার, ধ্বংশ করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পটু। এই তমগুণী জাতি কমলে কণ্টকের স্থায় সুখময় শান্তিময় বিশ্বে প্রাণিগণের দুঃখময় অশান্তিপ্রদ হইয়া অবস্থিতি করে। অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্ব ন জায়তে। স্বভাব না যায় মৈলে। যাহার যাহা স্বভাব তাহার তাহা ব্যতিক্রম হয় না। অনার্য্য স্বভাব ভক্ষকরূপেই সৃষ্ট, সুতরাং ইহারা রক্ষক হইতে পারে না, রক্ষাকার্য্য ইহাদের অস্বাভাবিক। এই অনার্য জাতিকে অনেকেই রক্ষক স্বরূপ বিবেচনা করিয়া আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু পরিণামে সকলেই হতাশ হইয়াছে, সকলকেই হা হুতাশ করিতে হইয়াছে; যেমন নিদাঘকালীন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাপে প্রতপ্ত পথশ্রান্ত পথিক বিশ্রাম লালসায় আপাততঃ সুশীতল, পরিণাম বিষম অনর্থ বহুল কুপিত-ফণি-ফণাচ্ছায়াতলে প্রবেশ করত বিষম শঙ্কটে পতিত হয়। বিশ্বে একমাত্র আর্য্যই রক্ষক, অনার্য্যই ভক্ষক। বিমল সত্ত্বগুণ প্রসূ আর্য্যের মহাবিজ্ঞান রক্ষা পাইবার উপায় আবিষ্কারে ন্যস্ত, সকলকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত; নিজের গ্রাস অপরকে দিয়া অন্যের জীবন বাঁচাইতে অভ্যস্ত আর্য্য ভিন্ন আর কেহ নাই। আর্য্যের সত্ত্বগুণী বুদ্ধির বিমল বিকাশ হইতে বিমল মহাবিজ্ঞানই আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। আর্য্য বুদ্ধি হইতেই চান্দ্রায়নাদি মহাব্রত, জ্যোতিষ্টোমাদি মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্যাদি মহাতপ, সত্যাদি মহাধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর্য্য সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, চান্দ্রায়নাদি ব্রতপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সত্য ব্রহ্মচর্য্যাদি আর্য্য ভিত্তি। ঐ সব সত্য ভিত্তিতেই আর্য্য ধীর, স্থির, অচল, অটলভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। ঐ ভিত্তি অতি দৃঢ়; মহাপ্রলয়েও ঐ ভিত্তির লয় নাই, ক্ষয় নাই; মহাপ্রলয় হুহুঙ্কার মহাগর্জ্জন করিয়া আর্য্যকে ভয় দেখাইয়া অস্তমিত হইতেছে, আর্য্য কিন্তু অচল, অটল, সুতরাং এই পৌরণিক জাতির ধ্বংশ নাই। অনার্য্য তমগুণী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যুগান্তে, জন্ম যুগান্তেই লয়, কলিযুগের শেষে জন্ম, কলিযুগের শেষেই লয়। কালের অনুভব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের অস্তিত্ব তমগুণী বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইবে কোথা হইতে? তমগুণী মলিন বুদ্ধি অনাদি কালকে গণ্ডীর ভিতর আনিতে চায়; তমগুণী সীমা যাদের অতিক্রম করিবার অধিকার নাই, তমগুণী সীমার মধ্যে যাহাদের জন্ম, তাহারা অতীত সত্যযুগের সত্যসীমায় পৌঁছিবে কোথা হইতে? তাহাদের তমগুণীবুদ্ধি অনাদি কালকে দশবিশ হাজার বৎসর কল্পনা করিয়াই নিরস্ত হয়, মৌহূর্ত্তিক সন তারিখ কল্পনা করিয়াই ঐতিহাসিক সীমা আবিষ্কার করে।

গুণত্রয়ের অভিভাব্য অভিভাবকভাব চিরকালই আছে, সত্ত্বগুণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করা

হেতু তমগুণ অভিভূত ছিল,কালপ্রভাবে কিছুক্ষণের জন্য তমগুণ সত্বগুণকে অভিভব করিয়া রাখিবে আদ্যাশক্তির ইহাই আদেশ, চিরকাল সমান না যায় প্রকৃতির ইহাই নিয়ম। কাল প্রভাবে তমগুণ সত্বগুণকে অভিভব করে, যেমন প্রাবৃটকালে সামান্য মেঘখণ্ড অল্পক্ষণের জন্য বিপুল সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া লোকলোচনের অন্তরালে রাখে, কিন্তু সামান্য বাতাস আসিয়াই মেঘকে উড়াইয়া নিয়া যায়, শূন্য ভিত্তিতে স্থাপিত মেঘের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন কোথায় লীন হয় তাহার ঠিক থাকে না, কিন্তু সূর্য্য যেইকে সেই থাকে, তাহাকে উড়াইতে পারে না, ইহাও তদ্রূপ, কলিরূপ প্রাবৃটকালপ্রভাবে আর্য্য সত্ব সূর্য্যকে অনার্য্যতম মেঘ আচ্ছাদিত করিয়াছে, সামান্য যুগপ্রলয় বাতাসে ঐ মেঘ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে, খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ভূমিশায়ী হইবে, ভূগর্ভে, সমুদ্রতলে প্রোথিত হইবে, সত্ব সূর্য্য ঊর্দ্ধেই কিরণ বিকিরণ করিতে থাকিবে, কে তাহা রোধ করিবে।

ধন্য আর্য্য! যাহারা উপবাসমূলক সংযমের দ্বারা রাক্ষস গ্রাসকে গ্রাস করিয়া রক্ষ শক্তির গ্রাস হইতে রক্ষিত হইয়াছে; সংযমের দ্বারা পৈচাশিক প্রবৃত্তিকে সংযমিত করিয়াছে; দমের দ্বারা অদমনীয় পাশবিক প্রবৃত্তিকে দমিত করিয়াছে।

ধন্য আর্য্য! যাহারা মহাবিজ্ঞানে আরূঢ় হইয়া মৃতকে অমৃতময়, অশান্তিকে শান্তিময়, দুঃখকে সুখময় করিয়াছেন; রাক্ষসিক, পৈচাশিক ও পাশবিক তমগুণ হইতে রক্ষিত হইয়াছেন; সেই মহাবিজ্ঞান মহাব্রত সংযম ব্রহ্ম উপবাস ব্রতকে নমস্কার।

(৪) যাহারা শব্দ ব্রহ্মের অস্তিত্ব অজ্ঞাত, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণ্যাত্মক আনন্দ বর্জ্জিত, যাহাদের শব্দ পশু পক্ষ্যাদি তুল্য ধনাত্মক, সাত্বিক আনন্দ রহিত, জিঘাংসা বৃত্ত্যোত্থিত পৈচাশিক আনন্দাত্মক তাহারাই অনার্য্য।

(৫) যাহারা সত্যের নামে ভীত হয়, সত্য প্রকাশ হইলে অত্যন্ত ভয় বোধ করে, সত্য প্রকাশের ভয়ে যাহারা ছলে বলে কৌশলে অবিধিকে বিধিস্থানীয় করিয়া সত্য প্রকাশ হইতে দেয় না, নীচবিধি প্রণয়ন দ্বারা সত্যকে বাধা প্রদান করে, তাহারাই অসভ্য বর্ব্বর অনার্য্য। সত্যের নামে ভীত কারা? অসত্যে প্রতিষ্ঠিত যারা।

(৬) অতীন্দ্রিয়তত্ত্বে যাহাদের অনধিকার, ইন্দ্রিয় সেবনে ভোগবিলাসে যাহারা মত্ত তাহরাই অনার্য্য।

(৭) দরিদ্র দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারী, নরমের গরম, শক্তের ভক্ত, ন্যায় যাদের পদদলিত তাহারাই অনার্য্য।

(৮) যাহারা অহীগুণাক্রান্ত অর্থাৎ উপরে মনোজ্ঞ আবরণ, ভিতরে তীব্র হলাহল তাহারাই অনার্য্য।

(৯) নববল মধুপান মত্ত, হিতাহিত বোধহীন হিংস্র পশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদ মস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড় সহায়, ছলে বলে কৌশলে পরদেশ—পরধনাপহরণ-পরায়ণ, নিজ মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া পর

জননীর রুধির-পানাশক্ত, পরলোক বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈক জীবন জীবই অনার্য্য।

(১০) তাহারাই অনার্য্য যাহারা আধ্যাত্মিকতার অর্থ বুঝে না, পার্থিবতার আপাত মধুর মোহন আকর্ষণে সদাকৃষ্ট, অন্তর্মুখ হইবার অবসর পায় না বিষয় কামনা যাহাদিগকে অন্তর্মুখ হইতে দেয় না, তাই উহারা বহির্দ্দেশের সংবাদ দিতে পারিলেও অন্তর্দ্দেশের কোন সংবাদই জানে না, অন্তর্দ্দেশের তত্ত্ব লইবার তাহাদের অবকাশও নাই, প্রাকৃতিক প্রেরণায় ইচ্ছাও হয় না তাহারাই অনার্য্য। অনার্য্য জাতি আধ্যাত্মিকতার মর্ম্ম বুঝিবে কিরূপে? অবাধে ঐন্দ্রিয়িক তৃষ্ণা চরিতার্থ করাই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, পরলোকের রূপ ধ্যান করিতে যাইলে যাহাদের দুর্ব্বল ভোগৈশ্বর্য্য প্রশক্তচিত্ত বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসে, বাহিরে আস্তিকের ভাব ধারণ করিলেও অন্তর যাহাদের নাস্তিকতাকে সাদরে পোষণ করে, মুখে বৈরাগ্যের প্রশংসা করিলেও বিষয়াশক্তি যাহাদের হৃদয়বল্লভ, অর্থের জন্য যাহারা না করিতে পারে, এরূপ কার্য্য নাই, শাঠ্য যাহাদের চির সহচর, কপটতা যাহাদের পরিচ্ছদ, ধর্ম্মের গ্লানিতে যাহাদের চিত্ত ম্লান হয় না, তাহারাই অনার্য্য।

(১১) যাহাদের বিধিতে 'রাজদ্রোহ' নামক বিধান নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহারাই অনার্য্য। রঞ্জয়তীতি রাজা—যিনি প্রজারঞ্জক তিনিই রাজা, সুতরাং প্রজাদ্রোহের আশঙ্কা নাই, সুতরাং বিধিরও প্রয়োজন নাই। রাজা প্রজা পিতা পুত্র সম্বন্ধ। পুত্রের ন্যায় প্রজা সময়ে সময়ে অবাধ্য হয় বটে, তজ্জন্য তাহাকে দ্রোহীর মধ্যে আনিয়া কঠোর শাসন করা নিচাশয় নিষ্ঠুর কাপুরুষেরই লক্ষণ। সেই জন্য আর্য্যশাস্ত্রে ইহার বিধি নাই। তবে 'রাজদ্রোহ' বিধির উদ্ভব স্থান কোথায়? অনার্য্য হৃদয়। কেন? হিংসাত্মক বলিয়া। কেন হিংসাত্মক? শুন বলি,—অনার্য্য রাজা প্রজা শত্রু সম্বন্ধ। কেন শত্রুসম্বন্ধ? ঐশ্বর্য্য লুব্ধ বলিয়া। রাজা প্রজা উভয়েই ভোগবিলাসী, ঐশ্বর্য্যলুব্ধ। রাজা চায় প্রজার ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিতে প্রজা চায় রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে, সুতরাং দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্যা, সুতরাং বিদ্রোহ বিধির ব্যবস্থা। কেন দ্বন্দ্ব সমাস? ধর্ম্মহীন বলিয়া। অনার্য্য অন্তঃকরণে ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই, অসার ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্য্য ইহাদের পরম পুরুষার্থ, তৎলাভেই ব্যস্ত, সুতরাং দ্বন্দ্ব সমাসের আবির্ভাব, সুতরাং অশান্তির উৎপত্তি। কেন ধর্ম্মহীন? সত্ত্বগুণ রহিত বলিয়া। কেন সত্ত্বগুণ রহিত? উপবাস বর্জ্জিত বলিয়া। পক্ষান্তরে আর্য্য হৃদয়ে সদাই ধর্ম্মের অধিষ্ঠান, আর্য্য-হৃদয় ধর্ম্মের দ্বারা মণ্ডিত, ভোগবিলাসে বিরত, ঐশ্বর্য্যে অলুব্ধ, ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। রাজা চায় রাজত্বভার প্রজার হস্তে ন্যস্ত করিয়া ধর্ম্ম নিয়া জীবন কাটাইতে, পক্ষান্তরে প্রজা রাজত্বের ঝঞ্ঝাট নেওয়া দূরে থাক্, তাহার সংসারের ভার রাজার হাতে দিয়া, নিশ্চিন্তে ধর্ম্মালোচনায় জীবন কাটাইতে ইচ্ছুক, সুতরাং রাজা প্রজা উভয়েই নিস্পৃহ সমশ্রেণীতে বিরাজিত, সুতরাং হিংসা বর্জ্জিত সুতরাং

দ্বন্দ্ব রহিত, সুতরাং সদাই শান্তিতে বিরাজিত। আর্য্য দ্বন্দ্ব রহিত কেন? ঐশ্বর্য্যাত্মক মোহ বর্জ্জিত বলিয়া। কেন মোহ বর্জ্জিত? সত্বগুণী বলিয়া। কেন সত্বগুণী? উপবাস ব্রতী বলিয়া উপবাস ব্রতী বলিয়া সত্বগুণে মণ্ডিত, সদ্‌গুণে রঞ্জিত। আর্য্য প্রজা রাজাকে দেবতুল্য পিতৃতুল্য জ্ঞান করে, রাজাও প্রজাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করে; রাজাও প্রজাকে সন্দেহ নজরে দৃষ্টি করে না, সুতরাং সদাই শান্তিতে অবস্থিতি করে। আর্য্য রাজা প্রজারঞ্জনার্থ প্রাণাধিক প্রিয়তম ভার্য্যাকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন।

আর্য্য রাজা প্রজার নিকট দেবতা, পিতা; অনার্য্য রাজা প্রজার নিকট পিচাশ পীড়ক।

আর্য্য প্রজা রাজার নিকট পুত্র; অনার্য্য প্রজা রাজার নিকট শত্রু।

আর্য্য রাজা পোষক; অনার্য্য রাজা শোষক। আর্য্য রাজা রক্ষক, অনার্য্য রাজা ভক্ষক।

আর্য্য রাজার প্রাণ প্রজায় প্রদত্ত সুতরাং নিশ্চিন্ত; অনার্য্য রাজার প্রাণ ভয়ে শশঙ্কিত, আতঙ্কে ত্রাসিত।

অনার্য্য রাজা প্রজাকে শক্তিহীন করিতে সদাই উৎসুক, প্রজা যদি শক্তিহীন হয় তাহা হইলে তাহার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়, ইহাই মনে করে। রাজা প্রজা যে পরস্পর সম্বন্ধ, একজন শক্তিহীন হইলে আর একজন যে দুর্ব্বল হয় ইহা মনে করে না। শক্তি-হীন করিবার জন্য, প্রজার দস্যু হইতে আত্মরক্ষক অস্ত্র কাড়িয়া নিতে লজ্জা বোধ করে না; যে কোন প্রকারে হউক প্রজা শক্তিহীন হইলেই রাজা নিজের মঙ্গল মনে করে; প্রজাও রাজা শক্তিহীন হইলে মঙ্গল মনে করে। ইহাদের হৃদয়ের বল নাই, ইহাদের বলের মূল আসুরিক অস্ত্র, সুতরাং রাজা প্রজার অস্ত্র কাড়িতে ব্যস্ত, প্রজাও তাই। রাজা যখন তাঁহার আসুরিক প্রজার অস্ত্র কাড়িতে অশক্ত হয়, তখনই দায়ে ঠেকিয়া প্রজার হাতে অস্ত্র দেয়, কিন্তু নিতে পারিলে ছাড়ে না। কিন্তু এই অনার্য্য রাজার প্রজা যদি শান্ত শিষ্ট হয়, রাজাকে দেবতার ন্যায় মান্য করে, তবে তাহার মঙ্গলের ভান করিয়া অস্ত্র কাড়িয়া নিতে ছাড়ে না, সুতরাং অনার্য্য রাজা শিষ্টের বাঘ, অশিষ্টের ভেড়া। কেন ভেড়া? ভীরু বলিয়া ভেড়া। কেন ভীরু? দুর্ব্বল বলিয়া ভীরু। কেন দুর্ব্বল? সার শূন্য বলিয়া। সার শূন্য কেন? ধর্ম্ম বর্জ্জিত বলিয়া। ধর্ম্ম বর্জ্জিত কেন? সত্বগুণ রহিত বলিয়া। সত্বগুণ রহিত কেন? উপবাস বর্জ্জিত বলিয়া। অনার্য্য হৃদয় অন্তঃসার শূন্য। অন্তঃসার শূন্য বৃক্ষ যেমন সামান্য বাতাসে নত হইয়া পড়ে, অনার্য্য হৃদয়ও আসুরিক বলের কাছে নত হইয়া পড়ে। অনার্য্য জগতে বীর পদবাচ্য এমন কেহ জন্মে নাই যে, নিরস্ত্র শত্রুর হস্তে অস্ত্র দিয়া যুদ্ধ করিয়াছে; অস্ত্র দেওয়া দূরে যাক্, বরঞ্চ নিরস্ত্র, নিদ্রিতকে সংহার করিয়া বীরত্বের গর্ব্ব প্রকাশ করে। কেন এরূপ? ভীরুত্ব প্রযুক্ত এরূপ। যে ভীরু, মনে করিতে হইবে তাহার আভ্যন্তরিক শক্তি দুর্ব্বল,

বিকারী রোগীর ন্যায় বাহ্যশক্তি প্রবল, বিকারী রোগীর বাহ্যশক্তি ক্ষণস্থায়ী ক্ষণদা, তাহাকে বাহ্যে দশজনেও ধরিয়া রাখিতে পারে না, অথচ ভিতরে দুর্ব্বল; যে শক্তি আভ্যন্তরিক দুর্ব্বল, সে শক্তি বাহিরে যতই প্রবল হউক, তাহার পতন অনিবার্য্য। রাজা দুর্ব্বল হইতে পারে না, রাজা সেই যাতে সর্ব্ববল প্রবল, সুতরাং ভীরুত্ব বর্জ্জিত। যে ভীরু সে রাজা নয় দস্যু, আর্য্য নয় অনার্য্য। আর্য্য প্রজা রাজাকে ভয়ের পত্র মনে করে না, প্রত্যুত দেবতা ও পিতা বলিয়াই মনে করে. রাজাও প্রজাকে ভয়ের পাত্র শত্রু বলিয়া মনে করে না, প্রত্যুত পুত্র বলিয়াই মনে করে। তিনিই রাজা, যিনি সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রবল। সবলের ভয় কোথায়? ভয় রহিতের আশঙ্কা কোথা? আশঙ্কাহীনের দুর্ব্বল হৃদয় উৎস বিদ্রোহবিধি কোথা? সুতরাং আর্য্য রাজার সত্ত্বগুণী নির্ভীক হৃদয় হইতে বিদ্রোহবিধির মলিন উৎস বহির্গত হয় না. সেই হেতু আর্য্য রাজবিধানে ঐ বিধান নাই, আর্য্য ইতিহাসও রাজরক্ত কলঙ্কিত হয় নাই; যদি কখনো হয়, তবে এই বিধি শিক্ষাই তাহার মূল হইবে। একমাত্র অনার্য্যের হিংসাত্মক নিষ্ঠুর হৃদয়ই এই পৈচাশিক বিধির অধিষ্ঠানক্ষেত্র। উপবাস বর্জ্জিত চরিত্র দোষের আধার। উপবাস রহিত চরিত্রে বহু দোষ দৃষ্ট হয় যথা—ইহারা হিংস্রক, নিষ্ঠুর, মমতাহীন, পরানিষ্টকারী, দ্বেষী, শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যুক, কপট, কাপুরুষ ইত্যাদি বহু দোষে দূষীত। উপবাস বর্জ্জিত চরিত্র মনুষ্যগুণ বর্জ্জিত, উপবাস বর্জ্জিত পশু চরিত্রে যেমন যৎ সামান্য গুণ থাকে ইহাতেও তদ্রূপ যৎসামান্য গুণই অবস্থিতি করে।

উপবাস ব্রতী চরিত্রের গুণ যথা—ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, মার্জ্জব, সরলতা, আতিথেয়তা, কোমলতা, সবলতা, নির্ভীকতা, ধীরতা, স্থিরতা, পরোপকারিতা ইত্যাদি অনন্ত গুণ উপবাস চরিত্রে অবস্থিতি করে।

(১২) যাহারা স্বাধীনতা মর্য্যাদাহীন, স্বাধীনতা ধ্বংসকারী, স্বেচ্ছাচার প্রিয় তাহারাই অনার্য্য।

পক্ষান্তরে

আর্য্যজাতি স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন, কিন্তু দুর্বুদ্ধি দূষিত স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা বলিয়া বুঝিতেন না। তাহারা সেই সুখকে সুখ বুঝিতেন যে সুখ লাভ করিতে গেলে অন্যের অসুখ বা অনিষ্ট উৎপাদিত না হয় এবং কোন কালে তাহার বিচ্ছেদ না ঘটে। তাহারা সেই বল, সেই বীর্য্য, সেই পরাক্রমকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, যাহা দ্বারা মহাত্মাগণ পরিরক্ষিত, দুরাত্মাগণ ভীত ও সুশাসিত হইয়া থাকে এবং অন্তঃকরণের দুর্দ্দম্য বৈরীবর্গ বশীভূত হইয়া আসে। তাহারা সেই ধনকেই ধন মনে করিতেন, যাহা সদুপায়ে উপার্জ্জিত ও সৎকার্য্য সাধনার্থ ব্যয়িত হইত। তাহারা সেই বিদ্যাকে বিদ্যা মনে করিতেন, যাহার অভ্যাসে গর্ব্ব ও অভিমান বিচূর্ণিত, অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত, পরমার্থতত্ত্ব বিকশিত ও সত্য

প্রতিষ্ঠিত হইত। আর্য্যেরা সত্যের মর্য্যাদা যত জানে তত আর কেহই জানে না। রাজপুত্র রামচন্দ্র পিতার সত্য রক্ষার্থ বনবাস ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, পক্ষান্তরে অনার্য্য ধুরন্ধর পশু মাতৃবাক্য মিথ্যা করিবার জন্য উৎসাহী এই ধূর্ত্তই শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান ও আদরনীয়। অনার্য্য ক্ষেত্রে সুজন রামচন্দ্র জন্মে না; অনার্য্য রমণী ক্রূর, শঠ, ধূর্ত্ত, কাপুরুষ, মিথ্যা শ্লাঘী দুর্জ্জন পুত্র প্রসব করিয়াই জন্ম সফল করিয়া থাকে। আর্য্য ক্ষেত্রেই দাতাকর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অনার্য্যক্ষেত্রে গৃহীতা বিকর্ণই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর্য্যক্ষেত্রে সেই বীর যিনি হাসিতে হাসিতে শরশয্যায় শয়ন করিতে পারেন, যিনি পরোপকারার্থ সম্মুখ সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পক্ষান্তরে অনার্য্য-ক্ষেত্রে সেই বীর যিনি প্রাণভয়ে ভীত, গর্ত্তে লুক্কায়িত, সম্মুখ যুদ্ধের নামে কম্পিত হইতে পারে এবং নিদ্রিত, অস্ত্রহীন ও দুর্ব্বলকে সংহার করিতে পারে। অনার্য্য রমণী সীতা-সতী পান্না ধাত্রী জহর ব্রতী রাজপুত রমণী প্রসব করে না। অনার্য্য রমণী শান্ত, দান্ত, বদান্য, ক্ষমাশীল, ত্যাগশীল পুত্র প্রসব করে না; পক্ষান্তরে অশান্ত, অদান্ত, সর্ব্বশোষক, সর্ব্বগ্রাসক, সর্ব্বত্রাসক, ক্ষমা রহিত, সর্ব্বভুক সন্তানই প্রসব করিয়া থাকে। সুতরাং বলিতে হইবে বহুজন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য প্রভাবে ভারতে আর্য্য জন্ম লাভ হয়। ভারতে যখন আর্য্য জন্ম লাভ হইবে তখনই প্রাণ শীতল হইবে, জীবন কৃতার্থ হইবে মুক্তির অধিকারী হইবে।

এই সেই ভারতবর্ষ যাহার পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে, গুহায় গুহায় কত তেজপুঞ্জ মহাযোগীগণ ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে মহা ধ্যানে মগ্ন আছেন। হিংস্রজন্তু নিসেবিত যাহার বনে বনে যোগীগণ নির্ভীকহৃদয়ে বসিয়া দর্শন পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন।

এই সেই ভরত রাজর্ষিপালিত রত্নাকর বেষ্টিত রত্নবর্ষি ভারতবর্ষ, যেখানে আদ্যাশক্তি পতিতপাবনী গঙ্গা পতিতপাবন গাঙ্গেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়া ভীষ্মজননী নামে খ্যাত হইয়াছেন।

এই সেই ভারত, যেখানে সুরধ্বনি সুরলোক ত্যাগ করিয়া আর্য্যগলায় বরমাল্য দোলাইবার জন্য মর্ত্তে আগমন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

এই সেই ভারত যেখানে পুত সলিলা গঙ্গা কুল কুল নাদে প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার পবিত্র বারিতে কত পাপীতাপী উদ্ধার হইতেছে, যাঁহার তটে ঘাটে কত তপঃ তেজ পূর্ণ তাপসগণ, মুণিগণ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীযুক্ত সাম গান করিতেন, যে সামধ্বনিতে গন্ধর্ব্বলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক পুলকিত হইত, যে সামগানে পাষাণ বিগলিতা, শক্তি দ্রবীভূতা।

কোন পদার্থের নাম গঙ্গা?

গাঙ্গেয়াবির্ভাব।

গমধাতু করিয়া গঙ্গা নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহা গমন করে তাহাই গঙ্গা। যে শক্তি 'গাঙ্গেয়কে' গর্ভে ধারণ করিয়াছে তাহারি নাম গঙ্গা অথবা গাঙ্গেয় শক্তিকে প্রদান করিবার জন্য ভারতে গমন হেতু গঙ্গা নাম হইয়াছে। পুরাণে কথিত আছে গোলোকে রাধাকৃষ্ণ হরগৌরীর গানে দ্রবীভূত হওয়াতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে।

চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন॥

রাধাকৃষ্ণ চিৎশক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম পদার্থ, হরগৌরীর গান অর্থে শব্দ ব্রহ্ম সুতরাং বুঝা যাইতেছে শব্দ ব্রহ্ম কর্তৃক মথিতান্তর ব্রহ্মের দ্রবীভাবাবস্থাই গঙ্গা, সুতরাং গঙ্গা চিৎশক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম পদার্থ। শক্তিগর্ভে যেমন শক্তিমান বিরাজিত রহিয়াছেন, তদ্রূপ আদ্যাশক্তি পতিতপাবনী গঙ্গাগর্ভেও পূর্ণ শক্তিমান পতিতপাবন বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহারি নাম 'গাঙ্গেয়'। যেমন দুগ্ধ গর্ভে নবনীত রহিয়াছে, মথিত না হইলে তাহার বিকাশ হয় না, তদ্রূপ গঙ্গা মথিত না হওয়া পর্যন্ত গঙ্গাগর্ভস্থিত গাঙ্গেয় শক্তিরও বিকাশ হইতেছে না ; এই শক্তি মথনের পাত্র কে? সুরধুনি দেখিলেন অস্বাধীন বদ্ধসৃষ্টি সুরলোকে তাহার উপযুক্ত পাত্র নাই সুতরাং স্বাধীন মুক্তসৃষ্টি আর্য্যগলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

প্রকৃতি কোন পুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন? শান্তনুকে। কোন পদার্থের নাম শান্তনু? শান্তস্ত সর্ব্বপ্রকারেণ অহঙ্কার প্রশনৈকরূপ-সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার বর্জ্জিত যে ব্রহ্মভাব তাহাই শান্তভাব।

ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা
ন দ্বেষ রাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা।
রসঃ সশান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ
সর্ব্বেষু ভাবেষু সমপ্রমাণঃ॥

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেষ্যতি॥
শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্ম্মণাতেন শান্তনুঃ॥

যেথানে সুখ, দুঃখ, চিন্তা, দ্বেষ, রাগ, কামাদি ইচ্ছা বর্জ্জিত সর্ব্বত্র সমভাব এবং যে ভাব সামান্ত মাত্র স্পর্শ হইলেও নিরানন্দকে সদানন্দ, বৃদ্ধকে তরুণ করে এবং যাহা

অশান্তিবানকে শান্তি দেয় তাহাই শান্তভাব ব্রহ্মভাব ; এই শান্তভাব যে তনুকে আশ্রয় করিয়াছে তাহাই শান্তনু ; ইহা দ্বারা শান্তনু শব্দে ব্রহ্মই বুঝা যাইতেছে।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সমস্তই ব্রহ্ম ; স্থাবর বল, জঙ্গম বল, প্রকৃতি বল, পুরুষ বল, সমস্তই ব্রহ্ম পদার্থ। এক ব্রহ্মই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষরূপ ধারণ করিলেন সুতরাং প্রকৃতি ও ব্রহ্ম পুরুষও ব্রহ্ম ; প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে বিশ্বের উৎপত্তি, সুতরাং তাহাও ব্রহ্ম, সুতরাং বলিতে হয় ব্রহ্মই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ব্রহ্মই প্রসব করিতেছে।—

পূর্ণাৎ পূর্ণানুদ্ধরন্তি পূর্ণাৎ পূর্ণানিচক্রিরে।
হরন্তি পূর্ণাৎ পূর্ণানি পূর্ণমেবা বশিষ্যতে॥

পূর্ণই পূর্ণ স্বরূপকে যথাক্রমে উদ্ধার, নির্ম্মাণ ও সংহার করেন, সুতরাং পরিণামে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, গঙ্গা ব্রহ্ম, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে শান্তরসাশ্রিত তনু তাহাও ব্রহ্ম, সুতরাং প্রসবিত পদার্থও ব্রহ্ম, সুতরাং বলা যাইতে পারে গঙ্গা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ব্রহ্মকে প্রসব করিলেন, তাহারি নাম "গাঙ্গেয়"। ব্রহ্মের প্রাণ স্বরূপ, এক দেহ, এক আত্মার ন্যায় দ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্রহ্মব্রত ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্ম-হৃদয়ে লীন ছিল, তাহা শব্দ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে অবস্থিতি করিতে ছিল, তাহা শান্তনু কর্ত্তৃক মথিত হইয়া বিশ্ব কেন্দ্র ভারতে, শক্তি কেন্দ্র আর্য্যতে অবতীর্ণ হইলেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে ব্রহ্ম পদার্থই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ব্রহ্ম গর্ভ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইলেন ; পৌরাণিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় শান্তনুর ঔরষে গঙ্গার গর্ভে **"কুমারদেব-ব্রত গাঙ্গেয়"** জন্মগ্রহণ করিলেন। গঙ্গারাজার অনুমতি লইয়া কুমার গাঙ্গেয়কে নিজ ধামে লইয়া গেলেন এবং গঙ্গাপুত্রকে লালন পালন করিয়া প্রাপ্তবয়সে বিদ্যাশিক্ষার্থ বশিষ্ঠ সমীপে-গমন করিলেন।

বশিষ্ঠাশ্রম।

ব্রহ্ম বিদ্যাভ্যাস জনিত তেজঃ প্রভাবে আশ্রমমণ্ডল এমনি সমুজ্জল হইয়াছে যে, গগনতলস্থিত প্রদীপ্ত সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য।

সমস্ত আশ্রম এতাদৃশ সুশ্রী ও অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে, সকল প্রাণীই তথায় সুখেবাস করিতে পারে। ইহার রমণীয়তা দর্শনে অপ্সরোগণ ইহার সন্নিহিত প্রদেশে নৃত্যাদি করিয়া থাকে এবং তাহারা সময়ে সময়ে আশ্রমস্থিত ঋষিগণের সেবা শুশ্রূষাও করে। বিস্তৃত অগ্নিহোত্র গৃহ, সুদৃশ্য পবিত্র স্রুক স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞ সামগ্রী, বৃহৎ বৃহৎ জলের কলস ও বিবিধ ফল মূল সকল এই আশ্রম—মণ্ডলের সর্ব্বত্রই শোভা সম্পাদন করিতেছে, যে সকল বৃক্ষে নানাপ্রকার পবিত্র সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়, তাদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরণ্যবৃক্ষ ইহার চতুর্দ্দিকে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অভ্যন্তরভাগে বিচিত্র পুষ্পপাদপ সমূহ ও অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রফুল্ল পঙ্কজ—পরিশোভিত সরসী সকল, সকলেরই নয়ন মন হরণ করিতেছে। ইহার চতুর্দ্দিক পবিত্র বেদধ্বনি দ্বারা অনুনাদিত। ব্রহ্মভূত মহাভাগ ব্রাহ্মণগণও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত এই আশ্রমমণ্ডল ব্রহ্মলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকেই বিবিধ প্রকার মৃগগণ ইতস্তত বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে; এবং সর্ব্বত্রই বিবিধ বিহঙ্গমগণ শ্রবণ মনোহর সুমধুর রব করিতেছে।

কুমার দেবব্রতকে নিয়া গঙ্গাদেবী বশিষ্ঠাশ্রমের চতুর্দ্দিক নিরিক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, মহাতপা ধর্ম্মনিরত শান্তশীল ঋষিগণের অধিষ্ঠান বশতঃ ঐ আশ্রমপদ সর্ব্বদা সর্ব্ব সমৃদ্ধির নিদান, সর্ব্বপুণ্যের অধিষ্ঠান, সর্ব্ব কল্যাণের আধার, সর্ব্ব মঙ্গলের আস্পদ ও সর্ব্বতীর্থ বা দেবায়তনের একত্র সন্নিধান স্বরূপ সর্ব্বলোক সুখাবহ এবং সর্ব্ব কালরমণীয়তা পরিগ্রহ করিয়াছে। সকল ঋতু সুলভ ফল ও কুসুম সকল সর্ব্বদা ফলিত ও বিকসিত হওয়াতে সকল লোক প্রার্থনীয় সুষমালক্ষীর নিত্য সান্নিধ্য বশতঃ ধরাতলে উহার কুত্রাপি উপমালক্ষিত হয় না। পথশ্রান্ত দিক্‌ভ্রান্ত পথিক যেরূপ ক্রমাগত গমন করিতে করিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া কোন নিরাপদ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, সহসা, পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয় না, তদ্রূপ উহাতে প্রবেশ করিলে, স্বর্গ প্রবিষ্টের ন্যায় পুনরায় বহির্গমন বাসনা দূরীভূত হয়। কোথা হইতে কিরূপে তপোবনের ঈদৃশী সর্ব্বলোকমোহিনী অসীম শক্তি সমুদ্ভূত হইল? মানুষ সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিব বলিয়া,

স্বকীয় অভিনব কল্পনা বলে সাধ্যাতীত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে প্রাণান্ত সর্ব্বস্বান্ত স্বীকার করিয়াও, সুখ ও স্বস্তি সাধন কতই অভিনব বস্তুর উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করে; প্রসাদের উপরি প্রসাদ, অট্টালিকার উপরে অট্টালিকা, উপবনের উপরি উপবন এবং উদ্যানের উপরি উদ্যান সৃষ্টি করিয়াও শ্রান্ত বা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহাদের সেই অভিলষিত সুখ ও স্বস্তি কোথায়? ফলতঃ, সুখ ও স্বস্তি শান্তির প্রিয়লালিত দুর্ললিত পুত্র; কদাচ লোকালয়ের ঈর্ষ্যাদ্বেষে পরিপূর্ণ, অহংকার অভিমানে আকুলিত ও অনর্থক কল্পনায় বিষবৎ বিষমায়িত অতি দারুণ কোলাহল মধ্যে বাস করিতে পারে না।

মানুষ আকুল ও ব্যাকুল হইয়া, মনের দুরন্ত আবেগে ইতস্তত অভিধাবন পূর্ব্বক যতই অন্বেষণ করুক, কুত্রাপি তাহাদের সন্ধান পাইবে না যেখানে, তপস্যা, সাধুতা, অমৃত ও সাক্ষাৎ পরমার্থ অবস্থিতি করে, সুখ ও স্বস্তি তত্তৎ স্থানের নিবাসী হইয়া থাকে। বিষয় মধ্যে, বিভব মধ্যে, বিবাদ ও বিগ্রহ মধ্যে, ঈর্ষা ও অসূয়া মধ্যে, পরিবাদ ও নিন্দার মধ্যে, স্বার্থপরতা—বিদূষিত আত্মোদর পরিতৃপ্তি মধ্যে, স্বকীয় পরিবার মাত্রের ভরণপোষণের মধ্যে অথবা তৎসদৃশ অন্য স্থানে সন্ধান করিলে, সেই সুখও স্বস্তির সাক্ষাৎকার কখনই সম্ভবে না। বলিতে কি মানুষ যেরূপ সুখের অন্বেষণ করে, তাহাকে মত্ততা, ভ্রষ্টতা, নষ্টতা অথবা তাহাকে দুঃখের অন্বেষণ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ কালীদাস এই সম্বন্ধে রাজপ্রাসাদে ও তপোবনে কি বিভিন্ন তাহা দেখাইছেন, যথা—

মহাভাগকামং নরপতি রভিন্ন স্থিতিরসৌ
নকশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিত বিবিক্তেনমনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব॥

এই মহারাজ অত্যন্ত ভাগ্যবান, ইহার লোক মর্য্যাদারও শেষ নাই; চতুবর্ণের মধ্যে নিকৃষ্ট হইলেও কোনও ব্যক্তি অসদাচরণ করে না, তথাপি আমার মন আজীবন নির্জ্জন-বনসেবা করিয়াছে বলিয়া জনপূর্ণ রাজপ্রসাদ অগ্নি-আক্রান্ত গৃহের মত বোধ হইতেছে।

তপোবন কেমন শান্তি শীতলতাপূর্ণ আর রাজধানি রাজপ্রসাদ কত অশান্তি, কত উৎতপ্ত কবি এই শ্লোকে তাহা বুঝাইয়াছেন, এবং ঐ রাজপ্রসাদবাসী ও তপোরণ্য-বাসী কি বিভিন্ন তাহাও নিম্ন শ্লোকে দেখাইয়াছেন, যথা—

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ, শুচিরশুচিমিব, প্রবুদ্ধইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি॥

স্নাতব্যক্তি যেরূপ কৃতাভ্যঙ্গ ব্যক্তিকে, অর্থাৎ তেল মাখিয়াছে যে ব্যক্তি তাহাকে দেখিলে, শুচিব্যক্তি অশুচিকে দেখিয়া, জাগরিত ব্যক্তি যেমন সুপ্তকে দেখিয়া এবং স্বাধীন ব্যক্তি বদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ মনে করে, সংসার সুখে মগ্ন ব্যক্তিকেও তপোবন-বাসীরাও সেইরূপ মনে করে। ভট্টি মহাকাব্যে অশান্তিপ্রদ রাজপ্রসাদের রাজসিক জীবনেরও শান্তিপ্রদ আশ্রমবাসিক আরণ্যক জীবনের সুখকারিতা দেখাইতেছেন, যথা।—

অরণ্য যানে সুকরে পিতামাং
প্রাযুংক্ত রাজ্যেবত দুষ্করেত্বাং।
মাগাঃ শুচং বীরভরং বহামু
আভাষি রামেন বচঃ কনীয়ান্॥

রামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভরতকে বলিতেছেন হে ভরত! পিতা আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন তাই সুখযান যে অরণ্য তাহাই আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ নিশ্চিন্ত মনে শান্তি জীবনে আমি এখানে পরেশকে স্মরণ করিতে পারিব; আর সভীত, সচিন্ত অশান্তিময় রাজকার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এখন পিতার আজ্ঞা তোমার ও আমার পালন করা উচিত। আমি সুখবাস অরণ্য ত্যাগ করিয়া দুঃখবাস রাজপ্রসাদে যাইব না।

আশ্রমের পাদপ সকল সুস্বাদু ফলভরে অবনত হইয়া, গুণ গৌরব-গুম্ফিত অতি-বিনীত সাধুজনের অনুকরণ করিতেছে; বিকসিত-কুসুমানত লতা সকল লজ্জাভার-বিনমিত কুলবালার প্রতিযোগিতা করিতেছে; কলকণ্ঠ বিহঙ্গম সকল সুমধুর কলরব করিয়া, সৎকথার ন্যায়, সকলেরই মন হরণ করিতেছে, অতি স্বচ্ছ-সলিলগর্ভ জলাশয় সকল সাধু হৃদয় সদৃশ সুনির্ম্মল প্রতিভা বিস্তার করিতেছে; সিংহ ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদ সকল চির পরিচিত হিংস্র স্বভাব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বিচরণ করিতেছে, চন্দ্র উহাতে নিত্য, সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না বিকিরণ করিতেছে; জলাশয় সকল নিত্য কমলাদি সুগন্ধি কুসুম প্রসব করে, পাদপ সকল নিত্য সুমধুর ফল প্রদান করে, অতি সুরভি মলয়ানিল নিত্য প্রবাহিত হয়, এবং দিবাকর নিত্য অতি মাত্র সুখ সেব্য কিরণ বিতরণ করিয়া, সকলের চিত্ত বিনোদন সাধন করেন। তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, চিন্তা নাই, বিষাদ নাই, সর্ব্বত্রই প্রীতি, আনন্দ, হর্ষ, বিকাশ, শান্তি, মাধুর্য্য, ইত্যাদি যেন সাক্ষাৎ

বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে এবং ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, ক্ষমা ও দয়া প্রভৃতি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহাদের পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছে। আহা! সংসারে কোথায় এরূপ প্রদেশ আছে যে এই তপোবনের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে।

কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না এবং আধার ব্যতিরেকে আধেয় থাকিতে পারেনা, ইহা নিত্য সিদ্ধ সনাতন নিয়ম। এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটনা কদাচ সম্ভব নহে; কিন্তু ঋষিগণের অসামান্য তপশক্তি তাহারও অন্যথা সাধন করে। আশ্চর্য্য দেখা যায় তপোবনে নন্দন কানন নাই; কিন্তু আপনা হইতেই পারিজাত প্রাদুর্ভূত ও বিকসিত হইতেছে; কুবের সরোবর নাই, আপনা হইতেই স্বর্ণ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতেছে; ক্ষীরোদ সাগর নাই, আপনা হইতেই অমৃত উদ্ভূত হইতেছে; বৈকুণ্ঠ বা গোলক নাই, আপনা হইতেই কমলা দেবী বিরাজমান হইতেছেন; মানুষ সুলভ রাত্রিন্দিব পরিশ্রম ও যত্নের সম্পর্ক নাই, আপনা হইতেই সিদ্ধি সমাগত হইতেছে এবং বাসনা বা কামনার নাম মাত্র নাই, কিন্তু আপনা হইতেই পরম কাম্যফল পরিণত হইতেছে। যে কারণের যে কার্য্য, ঋষিগণের তপঃশক্তি তাহারও ব্যভিচার বিধান করে। তপোবনে বয়সের পরিণামেও লোকের পলিত বা গলিত দশা আপতিত হয় না; যৌবনের সমাগমেও কাম রাগ প্রাদুর্ভূত হয় না; সর্ব্ব সম্পদের সর্ব্বদা অধিষ্ঠানে ও অহংকার বা অভিমান সমুদ্ভূত হয় না; বিষয় বিভবের অভাব হইলেও সম্পন্নতার অভাব হয় না; এক পিতা হইতে জন্ম না হইলেও, ভ্রাতৃভাবের অসদ্ভাব হয় না; সজাতীয় বা সবংশীয় না হইলেও বন্ধুতার হানি হয় না; এবং এক দেহ না হইলেও, এক প্রাণতার অভাব হয় না।

এই তপোবন সর্ব্বলোক নিঃস্বার্থ হিত শিক্ষার সাক্ষাৎ আদর্শ। তত্রত্য তরুগণ অযাচিত ও অসেবিত হইয়াও, ফল মূল বল্কলাদি প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বদা অভিলষিত গ্রাসাচ্ছাদন বিধান করে; নির্ঝর সকল সুশীতল সলিল প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণ মাত্র পিপাসার শান্তি করে এবং শাদ্বল সকল বসিবার নিমিত্ত বিচিত্র আসন বিতরণ করে। অধিকন্তু পৃথিবী শয়নের জন্য সর্ব্বদা স্বকীয় ক্রোড় বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করে; অতি মনোজ্ঞ নিকুঞ্জ সকল সুরম্য হর্ম্ম্য অপেক্ষাও সুখবাস বিধান করে; মৃদুমন্দ সুগন্ধি সমীরণ মনোহর ব্যজন পদ পরিগ্রহ করে এবং তারকা স্তবক-শবলিত অতি মোহন গগন বিভাগ দিব্য বিচিত্র বিতানরূপে অনন্ত সুষমা বিস্তার করে; ইচ্ছা মাত্রেই এই সকল অক্ষয়, অকৃত্রিম ও দিব্য বিভব সকল কালে সকল ব্যক্তির অধিগত হইয়া থাকে। হত দগ্ধ ক্ষুদ্র মানুষ স্বপ্নেও ঈদৃশ অতি দিব্য বিশুদ্ধ সুখের বার্ত্তা মাত্র অবগত নহে। সে কেবল আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনাপূর্ব্বক অর্জ্জন করে, বর্দ্ধন করে, রক্ষণ করে ও সঞ্চয় করে; স্বার্থের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস, রিপুর দাস, ও পরিবারের দাস হইয়া আজীবন বিদ্ধ-নাসিক বলীবর্দ্দের ন্যায় ভার মাত্র বহন করে; হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া, গ্লানি, নিন্দা ও পরপীড়ন প্রভৃতি মহাপাপ সকল বন্ধুবৎ, আত্মবৎ ও দেববৎ পরম প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক তাহারই অনুসরণ

করে; হায়! সেই মানুষ হত বিড়ম্বিত দগ্ধ মানুষ কিরূপে তপস্বি সেব্য, দেব সেব্য তাদৃশী তপোরণ্যের ঐশ্বর্য্যের অধিকারি হইবে? হায়! মানুষ কি হতভাগ্য সে রাশি রাশি অর্থব্যয় এবং শতধা ও সহস্রধা শরীর প্রাণ ও মন ক্ষয় করিয়া, শান্তি লাভের অভিলাষে যে বিচিত্র প্রাসাদ, বাপী, কূপ, তড়াগ, উদ্যান ও গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মান করে, কোষাকার কৃমির ন্যায় তাহাতেই বদ্ধ হইয়া, অনন্ত যাতনা সহ্য করে। সে কুমুদ ও কমলাদির ন্যায় স্বচ্ছ কোমল বিচিত্র শর্য্যা নির্ম্মাণ করে, বিধাতা তাহার অন্তরে অন্তরে কুটিল কণ্টক নিহিত করেন। সেই জন্য সে শর্য্যা কণ্টক রোগীর ন্যায়, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া অতিক্লেশে নিশাযাপন করে; অথবা সে অতিমাত্র আয়াস চিন্তা সহকারে সুবর্ণ ও রজতাদি বিনির্ম্মিত দিব্যপাত্রে যে সঘৃত পলান্ন সঞ্চয় করে, বিধাতা তাহারও অন্তরে অন্তরে নিদারুণ রোগ বীজ বপন করেন। সেই জন্য সে তাদৃশ বহুমূল্য বহুপ্রিয় ও বহু যত্ন বিশুদ্ধ অন্ন সেবন করিয়াও, রোগের হস্ত অতিক্রম ও অরুচির যন্ত্রণা পরিহার করিতে সক্ষম হয় না। অথবা সে বিপুল যত্নাতিশয় সহকারে যে প্রীতিময় ও সুখময় বিচিত্র বিষয় সংগ্রহ করে, বিধাতা তাহারও অন্তরে অন্তরে রাশি রাশি দুঃখ বিষাদ সঞ্চিত করেন। সেই জন্য সে অতুল বিষয় লক্ষীর অধিকার মধ্যে দিবা নিশি বাস করিয়াও, অকিঞ্চন দরিদ্রের ন্যায় অথবা হৃত সর্ব্বস্ব পুরুষের ন্যায় ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ অবসন্ন দশা সম্ভোগ করে। ইহার নাম অতর্ক হেতু গহনা দৈবী যাতনা এবং মনীষগণ ইহাকেই আহার্য্য শোভার বিষম বি পরিণাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যাহারা কায়মনে প্রকৃতির পরিচর্য্যা করেন সেই ঋষিগণের সহিত ঈদৃশী দৈবী যাতনার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর চিন্তা ও পরমার্থ চিন্তার নিত্য সংযোগ জন্য তাঁহাদের দিবারজনী সমান সুখ বিতরণ করে, অথবা সমস্ত সংসার তাহাদের সুখের উপায় কল্পনা করিয়া থাকে। সংসারে যত প্রকার শোভা ও সমৃদ্ধি আছে, সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্য আছে, গুণ ও ধর্ম্ম আছে এবং সুখ ও সৌভাগ্য আছে, তপোবনে তৎসমস্তই তথায় একত্র সমবেত হইয়াছে। বিধাতা যেন আপনার শান্তি শোভাময়ী মনোহারিণী সৃষ্টি একত্র দর্শন করিবার অভিলাষে এই শান্ত রসাস্পদ আশ্রম পদের নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং স্বীয়লোক পারিহার পূর্ব্বক সাক্ষাৎ তপঃস্বরূপে প্রতিনিয়ত তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। এই জন্য বিরোধী গুণ সকলও পরস্পর সমভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবিরোধে তাহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্যাঘ্র সকল হরিণের গাত্রলেহন করিতেছে। বসন্ত সময় সমুদ্ভূত সুগন্ধি মলয়ানীল তথায় সকল কালেই প্রবাহিত হইতেছে। অথচ কাহারও তাহাতে অণুমাত্র চিত্ত বিকার বা মদনাবসাদ সমুপস্থিত হয় না। অন্যের কথা দূরে থাক, ইন্দ্রিয়ের চিরদাস কামমাত্র পরায়ণ অতিবিষয়ী ব্যক্তিও তথায় গমন পূর্ব্বক তাহার সেবা করিলে, অণুমাত্র বিকার অনুভব করে না। তথায় প্রবেশ করিলে, অতি দুরাচার পাষণ্ড হৃদয়েও দুষ্প্রবৃত্তির দারুণ স্রোত তৎক্ষণমাত্রে বল পূর্ব্বক রুদ্ধ এবং

অকৃত্রিক ধর্ম্মানুরাগ অজ্ঞাত সারে সমুদ্ভূত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু তদীয় আসঙ্গমাত্রেই পুত্র বিয়োগবিধুরা জননীর ও দুরপনেয় শোকভার সন্ত শিথিলিত এবং কামির ও অতি বদ্ধ কামরাগ পরিহৃত হইয়া যায়। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এই উভয়ের যে পার্থক্য, তপোবন ও উপবন এই উভয়ের তদনুরূপ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যাহা কৃত্রিম তাহা আপাত রমণীয় ও পরিণামে অতিমাত্র বিরস হইয়া থাকে; কিন্তু যাহা অকৃত্রিম, তাহা সকল কালেই মন হরণ করে। ফলতঃ তপোবন ধর্ম্ম ও তপস্যাদির পরিচর্য্যা নিমিত্ত, উপবন কাম ও ইন্দ্রিয়াদির সেবা নিমিত্ত; তপোবন বিরতি বনিতার ক্রীড়াভূমি, উপবন আসক্তি ললনার আবাস গৃহ। তপোবনের কুসুম গন্ধ অমৃত ময়, উপবনের পুষ্প সৌরভ প্রাণান্তিক বিষ। তপোবনের মৃদুমন্দ শীতল বায়ু স্বর্গের শান্তি বহন করে, উপবনের সুগন্ধে গন্ধবহ নরকের অবসাদ উদ্গার করিয়া থাকে। তপোবনে আত্মশক্তি সঞ্চিত হয়, উপবনে বিষয় শক্তি ক্ষয়িত হয়। তপোবনে আত্মভাব বৃত্তির দৃঢ়তা হয়, উপবনে অনাত্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। তপোবনে পরম পুরুষার্থের সেবা হয়, উপবনে অধম ইন্দ্রিয়ার্থের পরিচর্য্যা হয়। তপোবনে নিত্যতেজ ও নিত গৌরব, উপবনে নিত্য ক্ষীণতা ও নিত্য লাঘব। তপোবনে নিত্য অভয় ও নিত্য ক্ষেম, উপবনে নিত্য ভয় ও নিত্য হানি।

জাহ্নবী দেখিলেন বশিষ্টাদি মহর্ষিগণ নানা শাস্ত্রালাপে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে সুখময় কাল-যাপন করিতেছেন। মহর্ষিবৃন্দ শান্তির পরিবারের ন্যায়, ধর্ম্মের সন্ততির ন্যায়, সত্যের পোষ্যবর্গের ন্যায়, ক্ষমার আত্মীয়গণের ন্যায় এবং ন্যায়ের সহচর ও অনুচর সমূহের ন্যায়, বিচিত্র অদ্ভুত নিরুপম শোভা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই অসামান্য তপঃ-প্রভাব সম্পন্ন, সকলেই সত্যধর্ম্ম ও শান্তিনিরত, সকলেই দিব্য বিচিত্র অমানুষী ব্রহ্ম শ্রীতে পরিপূর্ণ এবং সকলেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, সমুদিত ভাস্করের ন্যায়, অথবা মূর্ত্তিমান তেজোরাশির ন্যায়, একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও দুরপনের প্রতাপবিশিষ্ট। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা ঈদৃশ তেজঃপুঞ্জ হইলেও, সকল লোকলোভন পৌর্ণমাসী শশাঙ্কের ন্যায়, ব্যক্তি মাত্রেরই নিতান্ত দর্শনীয়, শোকে শান্তনার ন্যায় ব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত স্পৃহনীয় এবং সন্তাপে শীতল ক্রিয়ার ন্যায়, ব্যক্তি মাত্রেরই সেবনীয়। তাঁহাদের শান্তি বিকসিত হসিত ছবির অন্তরালে যে বিশ্বজনীন বিশ্রম্ভ বিরাজ করিতেছে, তাহা শত্রু মিত্র সকলেরই সমান বশীকরণ এবং সরলতা ও শান্তিরূপ যে মহামূল্য বিচিত্র রত্ন তাঁহাদের প্রশস্ত হৃদয়ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিতেছে তাহা কুটিল হৃদয় কপট মানুষের অধ্যুষিত পাপময় সংসারে কখন ঐ রত্নের জন্ম সম্ভব হয় না। কেহ বলে ঐ রত্ন দেবলোকের সম্পত্তি, কেহ বলে উহা শান্তির প্রসূতি, কেহ বলে উহা তপোলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ প্রসাদ এবং কেহ বলে ঐ রত্ন ঈশ্বর সেবার মূর্ত্তিমান ফল। সেই সরলতারূপ অমূল্য রত্নের সুনির্ম্মল প্রতিভারাশি ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছলিত হইয়া ঋষিগণের স্বভাবসুন্দর লোচন পথে এবং সর্ব্ব-

কাল সুধশুভ্র মুগ্ধমোহন বদনমণ্ডলে প্রতিনিয়ত অপূর্ব্ব লিলাম্বিত সুন্দর বেশে নৃত্য করিতেছে। সংসারে ঐ লীলা ও সৌকুমার্য্যের উপমা নাই। ব্রহ্মবাদিরা বলেন; ঈশ্বরের যে জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ উল্লিখিত হয়, এই প্রতিভা তাহারই অংশ। যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সত্যপুরুষ পরমাত্মার পরিচর্য্যায় প্রগাঢ় প্রণয় প্রদর্শন করেন, তাদৃশ পরমাত্মকোবিদ আত্মরসজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণই ঈদৃশী প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আহা ঐ প্রতিভার কি মোহিনীশক্তি। দর্শনমাত্র অতি মলিন সন্তপ্তচিত্তেও সুশীতল সলিল সেকের ন্যায়, অনির্ব্বচনীয় শান্তিরস সঞ্চারিত হয় এবং অন্তরে২, পঞ্জরে২, শিরায়২ ও অস্থিতে২ অমৃতের দিব্য লহরীলীলা করিয়া থাকে। অধিকন্তু, মন ও প্রাণ আপনা হইতে উত্থিত হইয়া একান্ত অনুগত ও নিতান্ত বশংবদ হইতে অভিলাষী হয়। ঋষিগণ উক্ত প্রতিভাবলে বলপূর্ব্বক মায়া বা দৈবী শক্তির ন্যায় সকলেরই মন হরণ করেন, পরম আত্মীয় ও পরিচিতের ন্যায় সকলেরই প্রণয় বিশ্রম্ভ ও অনুরাগ আকর্ষণ করেন, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় সকলেরই মনেরও প্রভু হয়েন, ভক্তিভাজন জনক জননীর ন্যায় সকলেরই প্রীতি শ্রদ্ধা বহন করেন, অভীষ্ট দেব দেবীর ন্যায় সকলেরই পূজাপ্রাপ্ত হয়েন, অভিমত অর্থ সমৃদ্ধির ন্যায় সকলেরই স্পৃহনীয়তা সংগ্রহ করেন; মূর্ত্তিমতী ক্ষমা ও দয়ার ন্যায় সকলেরই অন্তরালিঙ্গন লাভ করেন; সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় সত্যের ন্যায় সকলেরই প্রীতিপাত্র হইয়া অব্যাঘাতে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

আহা! তাঁহাদের তপঃপ্রভাব কি অসামান্য! তাঁহাদের সেনা নাই, প্রহরী নাই রক্ষী নাই, বিষয় নাই, বিভব নাই; তথাপি তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষায় সুরক্ষিত, সুসমৃদ্ধ সুসম্পন্ন ও সুদৃঢ় স্থিতি সম্পন্ন। ঋষিগণ চিরকালই বলীয়ান, তেজীয়ান, মহীয়ান ও গরীয়ান। মনুষ্যগণ বিজ্ঞান বলে, বুদ্ধিবলে ও কৌশলে যাহার আবিষ্কার ও রক্ষা করিতে না পারে, ঋষিগণ সংকল্প মাত্রে অনায়াসেই তাহার সংগ্রহ ও ভোগ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের যত সঞ্চয় ও বর্দ্ধন হয়, ততই তাহার নব নব অভাব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং সে কোন কালেই আপ্তকাম ও সুখী হইতে পারে না। কিন্তু ঋষিগণের সঞ্চয় বা বর্দ্ধন নাই, অথচ কোন কালেই কোন বিষয়ের অসদ্ভাব নাই, নিত্য সুখ ও নিত্য সন্তোষ তাঁহাদের দাসবৎ সেবা করে। ফলতঃ বিষয়ী অন্ধকারে, ঋষিগণ আলোকে; মনুষ্য ছায়ায়, ঋষিগণ সত্তায়; মনুষ্য কল্পনায়, ঋষিগণ বস্তুতে; মনুষ্য দাসত্বে, ঋষিগণ প্রভুতায়; মনুষ্য অস্বত্বে, ঋষিগণ আত্মায়; মনুষ্য দৈবে ঋষিগণ পুরুষকারে; মনুষ্য দোষ সমূহে, ঋষিগণ গুণবিষয়ে অবস্থিতি করেন। ইহাই মনুষ্যত্বের ও ঋষিত্বের বৈশিষ্ট। অনাত্ম সেবা পরিহারপূর্ব্বক পরমাত্ম সেবায় প্রবৃত্ত হইলেই এই প্রকার ঋষিগুণ অধিগত হইয়া থাকে। অনবরত বিষয়ের সেবা করিলে মনের জড়তা এবং অবসাদ বিশেষ উপস্থিত হয় এবং কার্য্যশক্তিও আত্মশক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। কিন্তু তপস্বীগণের স্বভাব সেরূপ নহে। তাঁহারা একেবারেই বিষয়ের

দাসত্ব পরিহার করেন এবং অনাশক্ত হইয়া তাহাকে আয়ত্ত করিয়া থাকেন। সেই জন্য সুখ, সন্তোষ ও প্রফুল্লতা তাঁহাদের নিত্য অধিগত। ত্রিভুবন ইঁহাদের গৃহ ও পরিজন; প্রকৃতি ইঁহাদের সখা ও সখি; ঈশ্বর ইঁহাদের গুরু ও উপদেষ্টা; ধর্ম্ম ইঁহাদের ধন ও সমৃদ্ধি; সত্য ইঁহাদের সাধ্য ও সাধন; শান্তি ইঁহাদের পরিচ্ছদ ও ভূষণ; সদাচার ইঁহাদের আশ্রয় ও অবলম্বন; সৎপ্রসঙ্গ ইঁহাদের আমোদ প্রমোদ; লোকের অকৃত্রিম হিতকামনা ইঁহাদের স্বার্থ ও প্রয়োজন; এবং পরমার্থই ইঁহাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য। ইঁহারা যুগপৎ নম্র ও উন্নত, তেজস্বী ও শান্তিশীল, সরল ও গূঢ়, বিনয়ী ও উদগ্র; দুরবগাহ ও অধিগম্য; ভয় ও অভয়স্বরূপ, দুর্জ্জনের ভয় ও শিষ্ট জনের অভয়, দীপ্ত ও সুস্নিগ্ধ, বৃদ্ধ ও যবীয়ান, নিষ্কিঞ্চন ও সর্ব্বসম্পন্ন. এবং অগ্নি ও জল স্বভাব। শান্তচিত্ত ঋষিগণের সহিত, অশান্ত ও অসংযত চিত্ত মনুষ্যের কি প্রকারে তুলনা হইতে পারে? সেইজন্য মনুষ্য সর্ব্বদাই দগ্ধ, বিদ্ধ, রোগ শোকে জর্জ্জরিত দীন-হীন দুখীর ন্যায় জীবন যাপন করে। অথবা মনুষ্যের চক্ষু আছে, দৃষ্টি নাই; হস্ত আছে, কার্য্য নাই; পদ আছে গতি নাই; কর্ণ আছে শ্রুতি নাই; এবং শক্তি আছে সাধন নাই। তপোবনে স্থানে স্থানে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, স্থানে স্থানে হোম বহ্নি হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। স্থানে২ হোমাগ্নি নির্গত ধূম নীল চন্দ্রাতপের শোভা ধারণ করিতেছে; আহা! এই ধূম কতই পবিত্র ও কতই মঙ্গলকারী।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধিব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্মনিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
অন্নহতেভূতগ্রাম পর্জ্জন্য হইতে অন্ন,
পর্জ্জন্যের যজ্ঞ হতে, কর্ম্ম হতে যজ্ঞোৎপন্ন।
ব্রহ্ম হতে কর্ম্ম, ব্রহ্ম অক্ষরেতে উপজিত;
তাই সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। ঐ বৃষ্টি যজ্ঞরূপ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়? কর্ম্ম ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত। বেদ অক্ষর অচ্যুত হইতে উৎপন্ন, অতএব তাদৃশ যজ্ঞেতেই সর্ব্বগত অবিনাসী নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যজ্ঞাগ্নি ধূমেতে যে মেঘ জন্মে তাহাতে যে বর্ষণ হয় সেই বর্ষণই জীবের মঙ্গলকারী তাহা হইতে যে অন্ন উৎপন্ন হয় তাহাই জীবের শরীর মন ও বুদ্ধির পবিত্রতা সম্পাদন করে এবং সেই ধীসপন্ন বুদ্ধি হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, ধনু-

র্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, শরীর আধিব্যাধি হীন ছিল, সবল, সুস্থ, হর্ষ বিদ্যমান ছিল; তাহা আজ কবির কল্পনা বলিয়া মনে হইতেছে। কেন এমন হইল? আর্য্য গৃহে ত্রিদিব পবিত্রকারি সেই হোমাগ্নি; হোমধূম দৃষ্টি হইতেছে-না, পরিবর্ত্তে কলুষিত শরীর মন অপবিত্রকারী, আধিব্যাধির হেতু পুতিগন্ধ মৃন্ধূমাগ্নি নির্গত হইতেছে। আর্য্য তপোরণ্যের সে শোভা নাই, সে যজ্ঞ নাই, সে বেদ ধ্বনি নাই, সে শ্রীসম্পদ নাই, প্রকৃতি যেন কোন চোর ভয়ে, কোন দস্যুভয়ে, সেই শ্রীসম্পদ শোভা লুকাইয়া রাখিয়াছে, বেদ ধ্বনির পরিবর্ত্তে হিল হিলা কিল কিলা রব উত্থিত হইতেছে। কেন এরূপ হইল? কেহ কি বলিয়া দিবে, কিসে এমন হইল? আর কি দেবতারা আর্য্যদের নিকট হোমান্ন যাচ্ঞা করে? কোথা হইতে দিবে? আর্য্যেরাই অন্নের ভিখারি, দুর্ভিক্ষ ক্লীষ্ট। আজ আর সেই আর্য্যান্ন দেখা যাইতেছে-না, কোন রাক্ষস আর্য্য পবিত্রান্ন গ্রাস করিল, পবিত্র আর্য্য জীবন ক্লীষ্ট করিল? আর্য্য তপোবনে সেই শ্রবণ মনোহারী সামগান শ্রুত হইতেছেনা, পরিবর্ত্তে শৃগাল কুকুরের বিকট ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। আর সেই ত্রিদিববাসীরা মহানন্দে তপোবনে বিচরণ করে না। যে তপোবনে পবিত্র দেববালারা বিচরণ করিত তাহারা আর সেই তপোবনে বিচরণ করে না, আজ সেই তপোবনে ভুত প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। যে তপোবনে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু সকল হিংসা ভুলিয়া করী-শিশুর সহিত খেলা করিয়াছে, আজ সেই তপোবন হিংস্রভূমে পরিণত হইয়া চতুর্দ্দিকে হিংসা ব্যাপ্ত হইয়াছে; কোন হিংস্র পশুর আগমনে এরূপ হইল? কেহ কি বলিয়া দিবে, কোন মহাপাপে পবিত্র তপোবন হিংসাগার হইয়াছে? যে তপোবনে তাপস-বালারা কোমল পদে বিচরণ করিত, জানিনা কোন মহাপাপে, আজি সেই খানে শৃগাল কুকুর, মেষ, গণ্ডার, বরাহ মহিষ খরপদে দম্ভভরে বিচরণ করিতেছে। যাহাহউক এহেন তপোবনে বশিষ্ট সকাশে জহ্নুনন্দিনী তাহার প্রিয়পুত্র কুমার দেবব্রতকে বশিষ্ঠ হস্তে বিদ্যাশিক্ষার্থ সমর্পণ করিলেন।

তীক্ষ্ণধী কুমার সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া মাতৃসমীপে ফিরিয়া আসিলেন।

কুমার সম্মিলন।

ধীমান শান্তনু সত্যবাদী বলিয়া সর্ব্বলোক বিখ্যাত এবং দেব ও রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত ছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব শান্তনুতে দম, দান, ক্ষমা, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৈর্য্য ও উৎকৃষ্ট প্রভাব এই সমস্ত গুণ সতত বিদ্যমান ছিল। ঈদৃশ সদ্‌গুণ সম্পন্ন ধর্ম্মার্থ-কুশল সেই রাজা ভরতবংশের ও সর্ব্বজনের রক্ষিতা ছিলেন; তিনি কম্বুর ন্যায় গ্রীবা বিশিষ্ট, বৃহৎ-স্কন্ধযুক্ত, মত্তনাগ সদৃশ বিক্রমশালী এবং সম্পূর্ণার্থ ও সমস্ত রাজলক্ষণে ভূষিত ছিলেন। কোন পার্থিব ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার সাদৃশ লাভ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বাস্ত্র প্রয়োগ নিপুণ নৃপতি শান্তনু একদা এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে সমীপবর্ত্তিনী নদী ভাগীরথী গঙ্গাকে অল্পতোয়া দেখিতে পাইলেন।

সকদাচিন্মৃগং বিদ্ধা গঙ্গা মনুসরন্নদীম্।
ভাগীরথীমল্পজলাং শান্তনুর্দৃষ্টবান্নৃপঃ॥
তাং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস শান্তনুঃ পুরুষর্ষভঃ।
স্যন্দতেকিং ত্বিয়ং নাদ্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যথাপুরা॥
ততোনিমিত্ত মন্বিচ্ছন্ দদর্শ স মহামনাঃ।
কুমারং রূপ সম্পন্নং বৃহন্তং চারুদর্শনম্॥
দিব্যমস্ত্রং বিকুর্ব্বাণং যথাদেবং পুরন্দরম্।
কৃৎস্নাং গঙ্গাং সমাবৃত্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈরবস্থিতম্॥
তাং শরৈরাচিতাংদৃষ্ট্বা নদীং গঙ্গাং তদন্তিকে।
অভবদ্ বিস্মিতো রাজাদৃষ্ট্বা কর্ম্মাতিমানুষম্॥
জাতমাত্রং পুরাদৃষ্ট্বাতংপুত্রং শান্তনুস্তদা।
নোপলেভে স্মৃতিং ধীমানভিজ্ঞাতুং তমাত্মজম্॥
সতুতং পিতরং দৃষ্ট্বা মোহয়ামাস মায়য়া।
সংমোহ্যতুততঃ ক্ষিপ্রং তত্রৈবান্তর ধীয়ত॥

তদন্তু তং ততোদৃষ্ট্বা তত্ররাজা স শান্তনুঃ।
শঙ্কমানঃ সুতং গঙ্গা মব্রবীদ্দর্শয়েতিহ॥
দর্শয়ামাসতং গঙ্গাবিভ্রতীরূপ মুত্তমম্।
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণৌতংকুমার মলঙ্কৃতম্॥
অলঙ্কৃতা মাভরণৈ র্বিরজোঽম্বর সংবৃতাম্।
দৃষ্টপূর্ব্বামপি সতাং নাভ্যজানাৎ স শান্তনুঃ॥

গঙ্গোবাচ—যং পুত্র মষ্টমং রাজন্‌স্তং পুরামযাবিন্দথাঃ।
সচায়ং পুরুষোব্যাঘ্র! সর্ব্বাস্ত্রবিদনুত্তমঃ॥
গৃহাণেমং মহারাজ! ময়াসংবর্দ্ধিতং সুতম্।
আদায় পুরষোব্র্যাঘ্র! নয়স্বৈনং গৃহং বিভো॥
বেদানধি জগে সাঙ্গান্ বশিষ্ঠাদেষ বীর্য্যবান্।
কৃতাস্ত্রঃ পরমেষ্বাসো দেবরাজ সমোযুধি॥
সুরাণাং সম্মতো নিত্য মসুরাণাঞ্চ ভারত।
উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রময়ং তদ্‌বেদ সর্ব্বশঃ॥
তথৈ বাঙ্গিরসঃ পুত্রঃ সুরাসুর নমস্কৃতঃ।
যদ্বে দ শাস্ত্রং তচ্চাপি কৃৎস্ন মস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্॥
তব পুত্রে মহাবাহো সাঙ্গোপাঙ্গং মহাত্মনি।
ঋষি পরৈরনাধৃষ্যো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্॥
যদস্ত্রং বেদ রামশ্চ তদেতস্মিন্‌প্রতিষ্ঠিতম্।
মহেষ্বাস মিমং রাজন্! রাজ ধর্ম্মার্থ কোবিদম্॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ শান্তনু সরিৎবরাকে অল্পতোয়া অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই সরিদ্বরা গঙ্গাতে কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় স্রোত দেখিতে পাই না! অনন্তর তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে, বৃহৎকায়, চারু—দর্শনরূপ সম্পন্ন ও দেবরাজ পুরন্দর সদৃশ এক কুমার তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা সমস্ত গঙ্গাস্রোত অবরুদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে। রাজা স্ব সমীপেই গঙ্গানদীকে শরদ্বারা সমাচ্ছাদিতা দেখিয়া বালকের অলৌকিক অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্ময়াবিত হইলেন। ধীমান শান্তনু পূর্ব্বে জাতমাত্র পুত্রকে দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে

তাহাকে আত্মজ বলিয়া চিনিবার উপযোগী কোন লক্ষণ তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল না; কুমার পিতাকে দর্শন করিবামাত্র মায়াদ্বারা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রাজা শান্তনু সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া, শঙ্কান্বিত হইয়া, গঙ্গাকে কহিলেন যে, অন্তর্হিত ঐ কুমারকে আমাকে দেখাও। গঙ্গা উত্তমরূপ ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে সেই অলঙ্কৃত কুমারকে গ্রহণ করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নির্ম্মল বসনে সমাবৃতা ও নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা গঙ্গা তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্টা হইলেও তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন গঙ্গা কহিলেন, হে পুরুষ ব্যাঘ্র নৃপতে! পূর্ব্বে তুমি আমার গর্ভে যে অষ্টম পুত্র লাভ করিয়াছিলে, এটি সেই পুত্র; ইনি সমুদয় অস্ত্রবিদ্যায় সাতিশয় বিশারদ হইয়াছেন। হে বিভো মহারাজ! এই পুত্রকে আমি সম্বর্দ্ধিত করিয়াছি, ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও। এই কুমার যুদ্ধে দেবরাজ সদৃশ মহাধনুর্দ্ধারী, অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ এবং বীর্য্যবান; তোমার এই পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি হইতে ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। হে ভারত! ইনি সুর ও অসুর উভয়েরই প্রিয়; অসুরদিগের গুরু উশনা যে যে শাস্ত্র অবগত আছেন, এই পুত্র তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অঙ্গিরার পুত্র ও সুরাসুর গণের নমস্কৃত বৃহস্পতি যে যে শাস্ত্র জ্ঞাত আছেন, এই পুত্র সে সমুদয়ও শিক্ষা করিয়াছেন। প্রতাপবান দুর্দ্ধর্ষ ঋষি জামদগ্ন্য রাম যে সকল অস্ত্রবিদ্যা জ্ঞাত আছেন, এই মহাবাহু মহাত্মা পুত্রেতে সাঙ্গোপাঙ্গ সেই সমস্ত বিদ্যা অধিষ্ঠিত আছে। হে রাজন্! হে বীর! ধর্ম্মার্থকোবিদ মহা ধনুর্দ্ধারী এই তোমার স্বীয় বীর পুত্রকে আমি এক্ষণে প্রদান করিতেছি, ইঁহাকে গৃহে লইয়া যাও। রাজা শান্তনু গঙ্গা কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া দিবাকরের সদৃশ দেদীপ্যমান পুত্রকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বপুরে আগমন করিলেন এবং তিনি পুরন্দর-পুরসদৃশ পুরীতে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অতিশয় সমৃদ্ধ ও সিদ্ধকাম বোধ করিলেন। অনন্তর পৌরব বংশের রাজ্য পরিরক্ষার নিমিত্ত অভয় প্রদ ও গুণ সম্পন্ন মহাত্মা পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহা যশস্বী শান্তনুতনয় সুচরিত দ্বারা পিতা, পৌরবগণ ও প্রজাগণ সকলকেই অনুরক্ত করিয়াছিলেন। অমীত বিক্রম মহীপতি শান্তনু স্বীয় পুত্রের সহিত আমোদ প্রমোদে চারিবৎসর কাল অতিবাহন করিলেন।

ভীষ্মাভিধেয়।

—০০০—

একদা শান্তনু যমুনা তীরবর্ত্তী বনে গমন করিয়া এক প্রকার অনির্দ্দেশ্য উত্তম গন্ধের আঘ্রাণ পাইলেন চতুর্দ্দিক বিচরণ করিয়া পরিশেষে দেবরূপিণী এক দাশকন্যাকে দেখিতে পাইলেন; সেই কন্যাকে রূপমাধুর্য্যে শোভমানা, সুরভি গন্ধবতী ও দেবরূপিণী দেখিয়া মনে মনে কামনা করিলেন, পরে তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন; দাশরাজ কহিলেন যদি আপনি এই সত্যে অঙ্গিকার করেন যে ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে সেই রাজা হইবে তাহা হইলেই এই কন্যা আপনাকে দেই। রাজা শান্তনু তীব্রতর মনোজ বেদনায় দহ্যমান হইলেও দাশকে সেই বর দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি সেই দাশ কন্যাকে চিন্তা করিতে করিতে কামোপহতচেতন হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর একদা শান্তনু শোক বিহ্বল হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় পুত্র দেবব্রত আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনার সর্ব্ববিষয়ে কুশল দেখিতেছি, সমস্ত রাজগণ আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী আছেন, তথাপি আপনি কি নিমিত্ত দুঃখিত হইয়া অতিশয় শোক প্রকাশ করিতেছেন? আমার বোধ হয় যেন আমার বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন। হে রাজন্! আমাকে কোন কথা বলিতেছেন না, কিন্তু আমি দেখিতেছি, আপনি পাণ্ডুবর্ণ, বিবর্ণ ও কৃশ হইয়াছেন, আর অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন না, অতএব আপনার কি পীড়া হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা করি; আমি তাহার প্রতিকার করিব। পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, হে বৎস! আমি চিন্তাকুল হইয়াছি তাহার সন্দেহ নাই, তাহার কারণ শ্রবণ কর। হে পুত্র, ভরতকুলপ্রদীপ! আমাদের এই মহদ্বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান জন্মিয়াছ, পরন্তু তুমি সর্ব্বদা অস্ত্রচালনায় নিরত ও পৌরুষাকাঙ্ক্ষী, অতএব মনুষ্যের অনিত্যতা বিবেচনা করিয়া আমি শোকাবিষ্ট হইয়াছি। ধর্ম্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহার একমাত্র পুত্র সে অনপত্য। হে ভারত! তুমি শূর অমর্ষান্বিত ও শস্ত্র সঞ্চালনে নিরত নিযুক্ত থাক, তাহাতে যুদ্ধস্থলেই তোমার নিধন সম্ভাবনা দেখিতেছি, তাহা হইলে এই বংশের গতি কি হইবে? এ জন্যই আমি সংশয়াপন্ন হইয়াছি। মহাবুদ্ধি দেবব্রত রাজার নিকট সেই সমস্ত কারণ অবগত হইয়া বুদ্ধিদ্বারা কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ পরম হিতৈষী বৃদ্ধ অমাত্যের নিকট গমন করিয়া পিতার সেই শোক-কারণ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার যথাবৎ জিজ্ঞাসা করিলে সেই গন্ধবতী কন্যার নিমিত্ত দাশরাজ-কর্ত্তৃক যে বর প্রার্থিত হইয়া-

ছিল, অমাত্য তাহা কহিলেন। অনন্তর দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সহিত একত্র হইয়া স্বয়ং দাশরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। দাশ-রাজ কহিলেন, ঋষিসত্তম দেবর্ষি, অসিত পূর্ব্বে এই সত্যবতীর নিমিত্ত ভূয়ো ভূয়ো প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। হে কুমার! আমি কন্যার পিতা, এ নিমিত্ত এই কথা বলিতেছি যে, ইহাতে কেবল এক বলবান্ সাপত্ন্য-দোষ আছে।

যস্যহিত্বং সপত্নঃস্যাগন্ধর্ব্বস্যা সুরশ্যবা।
ন স জাতুচিরং জিবেৎত্বয়িক্রুদ্ধে পরন্তপ!॥

হে শত্রুপীড়ন! আপনি যাহার সপত্ন, সে যদ্যপি গন্ধর্ব্ব বা অসুর হয়, তথাপি আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে কখনই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। হে পার্থিব! এ বিষয়ে এইমাত্র দোষ আছে, অন্য কোন দোষ নাই; হে পরন্তপ! আপনার ভাল হউক, দানাদান বিষয়ে এইরূপ জানিবেন।

দেবব্রত দাশরাজের এই কথা শুনিয়া পিতার উপকারার্থ সকল বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে কহিলেন; হে সত্যবাদিন্! সত্যই আমার ব্রত জানিবে, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এরূপ বলিতে উৎসাহী হয় এমত ব্যক্তি জন্মে নাই ও পরে যে জন্মিবে তাহাও বোধ হয় না। তুমি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিব। আমি রাজ্য ত্যাগ করিলাম, তোমার এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সেই সন্তানই আমাদিগের রাজ্যাধিকারী হইবে। পুনর্ব্বার দাশরাজ বলিলেন, হে কুমার! এস্থলে আর এক বক্তব্য আছে, সে বিষয়ও আপনি বিবেচনা করুন।

হে অরিন্দম! আপনার যে সন্তান হইবে, তন্নিমিত্ত ও আমার মহৎ সংশয় হইতেছে। সত্যধর্ম্ম পরায়ণসত্যব্রত গাঙ্গেয় দাশরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পিতার প্রীতির নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিলেন যে, হে নৃপোত্তম, দাশরাজ! আমি পিতার নিমিত্ত এই রাজগণের সমক্ষে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। হে রাজগণ আমি পূর্ব্বেই রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে মৎপুত্রের রাজ্য প্রাপ্তি-বিষয়ে যে সংশয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্নিমিত্তও প্রতিজ্ঞা করিতেছি—

অদ্যপ্রভৃতিমে দাশ! ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি।
অপুত্রস্যাপি মেলোকা ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়াদিবি॥

হে দাশ! আমি অদ্য প্রভৃতি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম, ইহাতে আমি অপুত্রক হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ হইবে।

ধর্ম্মাত্মা দাশরাজ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদে পুলকিত হইয়া কন্যা-দানে সম্মত হইল।

ততোঽন্তরিক্ষেঽপ্সরসোদেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা।
অভ্যবর্ষন্তকুসুমৈ ভীষ্মোঽয়মিতিচাব্রুবন্॥

অনন্তর আকাশ হইতে অপ্সরোগণ, দেবগণও ঋষিগণ গাঙ্গেয় দেবব্রতের ঐ রূপ ভীষণ সঙ্কল্প দ্বারা "ইনি ভীষ্ম" এই বাক্য বলিয়া তদুপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ, দেবব্রত মহাজন,
দাশরাজ মুখে হেন শুনি।
অভিপ্রায় তার যাহা, অবগত হৈলা তাহা,
পলকেতে অমনি তখনি॥
জনকের প্রিয়কাজ, সাধিবারে যুবরাজ,
প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে কয়।—
শুন শুন দাসরাজ! এ সব রাজার মাঝ,
যাহা কহি সত্য তা নিশ্চয়॥
জনকের প্রিয় কাজ, সাধিবারে আমি আজ,
করি পণ, শুন সর্ব্বজন!
পূর্ব্বেই রাজ্য অধিকার, রাজ্যের প্রত্যাশা আর,
সমূলে দিয়াছি বিসর্জ্জন॥
এবে মম তনয়ের, রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ের,
যে সংশয় হৈল উপস্থিত;
এক্ষণে তাহার তরে, করিতেছি অকাতরে,
অচল প্রতিজ্ঞা সুনিশ্চিত॥
শুন শুন দাশরাজ, আমার প্রতিজ্ঞা আজ,
আজি হৈতে যাবত জীবন।
সুনিশ্চয় সুনিশ্চয়, না করিব পরিণয়,
"ব্রহ্মচর্য্য" করিনু গ্রহণ॥

দেবব্রত বলা মাত্র এ হেন বচন।
শূন্যে দেব ঋষি করে পুষ্প বরিষণ॥
দেবব্রত এই মত বচন কহিল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর বিস্মিত হইল॥
ধন্য ধন্য শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে কোন লোকে॥

স্বর্গ হতে ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈল শান্তনুনন্দন ॥
দেবাসুর নরে এই কর্ম্ম অনুপম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈল 'ভীষ্ম'তবনাম ॥
তেঁই ইনি আজি হৈতে ত্রিভুবন ময়।
"ভীষ্ম" নামে সুবিখ্যাত হ'বেন নিশ্চয় ॥

ভীষণ কর্ম্মত্বাৎ ভীষ্ম।

যাহা এপর্য্যন্ত কোন লোকে অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে, কোন জীবে অর্থাৎ যক্ষ, রক্ষ. অসুর, দেব, নর, তীর্য্যকে, পশু পক্ষী কীটে যে কর্ম্ম কেহ করিতে পারে নাই তাহাই 'ভীষণ কর্ম্ম' বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি, ব্রহ্মার ব্রাহ্মী শক্তি, শিবের শৈব শক্তি, আদি-দেবতাদের আদি শক্তি, প্রজাপতিদের প্রজাপত্য শক্তি, তাপসের তপঃশক্তি, যোগীর যোগ শক্তি, যাহা কোন প্রাণী বা জীব এ পর্য্যন্ত যে কার্য্য সাধন করিতে পারে নাই তাহা যে "ভীষণ কর্ম্ম" তাহা কেনা স্বীকার করিবে? এবং সেই ভীষণ কর্ম্মকারী যিনি তিনিই "ভীষ্ম"।

সেই কর্ম্ম কি? বলা যাইতেছে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অনবহিতে, বিনা মন সংযোগে ইহা বুঝিতে পারিবে না। না বুঝিবার কারণ দুইটি—একটি অনবধান আর একটি সংশয়।

অপ্রমত্তোভব ধ্যানাদাদ্যেহন্যস্মিন্ বিবেচনং।
কুরু প্রমাণ যুক্তিভ্যাং ততোরূঢ় তমোভবেৎ ॥

যদি তোমার না বুঝিবার কারণ 'অনবধানতা' হয়, তবে ধারণা ধ্যান দ্বারা তদ্বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হও, আর যদি সংশয় কারণ হয় তবে শাস্ত্র প্রমান এবং যুক্তি দ্বারা বিবেচনা কর তবে দৃঢ় হইবে।

সে কার্য্য "অখণ্ড—অস্খলিত—ব্রহ্মচর্য্য ব্রত" ধারণ

ব্রহ্মচর্য্য কি? শুন।

ইতি দ্বিতীয় পাদ আর্য্য খণ্ড।

তৃতীয় পাদ।

ব্রহ্মচর্য্য খণ্ড।

ব্রহ্মচর্য্য।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জন্মাদি যাহা হইতে হইতেছে, যিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে সদ্রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন বলিয়া তৎসমুদায়ের সত্তা স্বীকৃত হইতেছে, আর অবস্তুতে আকাশের পুষ্প বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদিতে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই একারণ সে সমুদায়ের সত্তাও স্বীকার করা যায় না, সুতরাং যিনি জগদ্যোনি এবং অভিজ্ঞ; অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, তথা স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান, আর যে জ্ঞানে জ্ঞানি সকলও মুগ্ধ, সেই বেদ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, অপর তেজঃ জল ও মৃত্তিকার বিকার কাচ এই তিনের পরস্পর ব্যত্যাস অর্থাৎ একবস্তুতে অন্যবস্তু বলিয়া যে প্রতীতি যথা, তেজে জলজ্ঞান, জলে পাষানজ্ঞান এবং কাচে জলবুদ্ধি, ইত্যাদি ভ্রম অধিষ্টানের সত্যতা হেতু যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয়ের ভূত ইন্দ্রিয় দেবতা সৃষ্টি, বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সত্যরূপে প্রতীতি হইতেছে, অথবা তেজে জলভ্রম যেমন বাস্তবিক অলিক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে সৃষ্টি সকলই মিথ্যা এবং স্বীয় তেজ প্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, অপর যাঁর সত্তায় সত্বাবান জ্ঞানচিদজ্ঞ, তেজাদি আনন্দ, যোগাদি ভক্তি, যে সত্তাবলম্বনে সচ্চিদানন্দ, প্রকৃতি পুরুষ বা চিৎশক্তি, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য অবস্থিতি করে, যাহার অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব, যাহা হইতে সব্রহ্ম বিশ্ব প্রপঞ্চ নির্গত হইয়াছে, যৎ প্রভায় সমস্ত কুহক নিরস্ত হয়, যৎলাভে পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক কথায়,

যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥
যাহা পেলে অন্য লাভ অধিক না হয় জ্ঞান।
মহৎ দুঃখেও যাতে না হয় বিকল প্রাণ ॥

যাহা লাভ করিলে কিছুই অপ্রাপ্ত রহেনা, সমগ্র ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য, শক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়, যৎ প্রতিষ্ঠায় সর্ব্ব শক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, যাহার স্থিতিতে সর্ব্বশক্তির স্থিতি সর্ব্ব জ্ঞানের স্থিতি, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অবস্থান, যাহার পোষণে সর্ব্ব শক্তি ও জ্ঞানের বৃদ্ধি, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বৃদ্ধি, যার পূর্ণ সত্তায় সত্ববান হইলে পূর্ণ সত্তায় অবস্থিতি করা যায়, সেই নিত্য সত্য "শুক্র-ব্রহ্মকে" ধ্যান করিয়া মহাবেদের মহাব্রত, মহৎ ব্রহ্মের মহা আচার, ব্রহ্মচারীর **ব্রহ্মচর্য্য** বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) ব্রহ্মণি চরতীতি ব্রহ্মচর্য্য।

দৃষ্ট, শ্রুত, ও অনুভূত প্রপঞ্চ হইতে যাহা কিছু বিশেষ তাহার নাম ব্রহ্ম; এবম্ভূত পদার্থ যাহাতে বিচরণ করে বা যাহা এবম্ভূত পদার্থে বিচরণ করে তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

(২) ব্রহ্ম ও যাহা ব্রহ্মচর্য্য ও তাহা।
(৩) যাহা ব্রহ্ম হৃদয় বা ব্রহ্ম প্রাণ তাহাই ব্রহ্মচর্য্য :
(৪) যে আচারে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।
(৫) যে আচার ব্রহ্মোতেই নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত, যে আচারে ও ব্রহ্মে অভেদে ওতপ্রোত গ্রথিত তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।
(৬) সমস্ত সৎগুণের বৃহত্ব আছে যে আচারে তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।
(৭) বিচার নিরপেক্ষ নিশ্চয়ও পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে বা সমস্ত সদগুণকে লাভ করা যায় যে আচারের দ্বারা তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

অথবা

(৮) বীর্য্য ধারণং, ব্রহ্মচর্য্যং; অর্থাৎ বীর্য্য বা শুক্র ধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলে বা অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। মূল কথা শুক্র ধারণই ব্রহ্মচর্য্য। শুক্র ধারণ, ব্রহ্মচর্য্য, অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ বা উর্দ্ধরেতা একই কথা। শুক্র ধারণে অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ সিদ্ধ হয়, অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগে শুক্র ধারণ সিদ্ধ হয়।

এখন দেখা যাক্ শুক্র কি, কোন পদার্থের নাম শুক্র।

শুক্র।

কোন পদার্থের নাম 'শুক্র'?

শুক্র অর্থে ব্রহ্ম, শক্তি, বীজ, বীর্য্য, চৈতন্য, পৌরুষ, তেজ, বল আনন্দ, সর্ব্ব ইত্যাদি।

(১) সব্রহ্ম বিশ্ব প্রপঞ্চ যাহাতে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয় তাহারি নাম শুক্র।

(২) শুক্র হইতে সকল পদার্থ উৎপত্তি, শুক্রের দ্বারা বর্দ্ধিতও শুক্রেই প্রতিষ্ঠিত।

(৩) যাহা আসিলে সকল আসে, যাহা থাকিলে সকল থাকে, যাহা যাইলে সকল যায় এমনটি যেটি সেইটিই শুক্র।

(৪) যাহা জ্ঞানের আধার, প্রজ্ঞার আধার, শক্তির আধার, আনন্দের আধার, তাহাই শুক্র।

(৫) শুক্রই চেষ্টাপ্রবর্ত্তক।

শুক্রং সর্ব্বচেষ্টাপ্রবর্ত্তকং।

শুক্র দ্বারা পুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টাশীল হয়, নচেৎ ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হয় এজন্য শুক্রই সর্ব্বচেষ্টাপ্রবর্ত্তক।

(৬) শুক্রই চৈতন্য।

শুক্রং চৈতন্যরূপং। শুক্রই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া চৈতন্যরূপ ধারণ করে। শুক্রই প্রাণাদি সংযোগে জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। শুক্র প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুর ও চক্ষু।

ন প্রাণেন না পানেন মর্ত্ত্যো জীবতিকশ্চন।
ইতরেণ তুজীবন্তি যস্মিনেতা বুপাশ্রিতৌ॥
স্ব সংবেদ্য হিতদ্ব্রহ্ম কুমারী স্ত্রীসুখং যথা।
অযোগী নৈবজানাতি জাত্যন্ধোহি যথা ঘটং॥

শুক্র আশ্রয়, চৈতন্য আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময় তাহাই চিন্ময়।

(৭) শুক্রই ব্রহ্ম।

তৎ শুক্রং বীজমিব বীজং বিশ্বোৎপত্ত্যাদি মূলকারণং।

এই শুক্র ব্রহ্ম বীজের ও বীজ বিশ্বোৎপত্তির মূল কারণ। এই শুক্রই বিশ্ববীজ। যাহার যাহা বীজ তাহাই তাহার শুক্র। সকল পদার্থের মূল বীজ সার পদার্থ যখন

ব্রহ্ম, শুক্র ও সর্ব্ব পদার্থের সার মূল বীজ, অতএব শুক্র ও যাহা ব্রহ্ম ও তাহা, শুক্র-রূপী ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের সনাতন মূল বীজ।

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম মৃত স্যাব্যয়স্যচ ॥
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈ কান্তিকস্য চ ॥

শুক্রই ঘনীভূত ব্রহ্ম স্বরূপ, অমৃত ও অব্যয় স্বরূপ, শুদ্ধ সত্বাত্মক অখণ্ডিত সুখ প্রতিমা সর্ব্বত্র এক স্বরূপ, সকল প্রাণির আত্মা স্বরূপ, সর্ব্ব শরীরের স্থিতি স্বরূপ। শুক্র আশ্রয়, ব্রহ্ম আশ্রয়ী। ব্রহ্মতনু শুক্রময়। যে তনু শুক্রময় তাহাই ব্রহ্ম-তনু।

(৮) শুক্রই জ্ঞান।

শুক্রই সর্ব্ব প্রকাশক জ্ঞান। শুক্র হ্রাসে জ্ঞানের নাশ স্বতঃ সিদ্ধ। শুক্র ধৃত রহিলে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় সুতরাং শুক্রই জ্ঞান। শুক্র দ্বারা পুষ্ট হইয়া জ্ঞান প্রকাশ সামর্থতা ধারণ করে, সর্ব্ব প্রকাশক ক্ষমতা প্রকাশ করে। শুক্র আশ্রয়, জ্ঞান আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময় তাহাই জ্ঞানময়।

(৯) শুক্রই আনন্দ।

শুক্রং আনন্দরূপং। শুক্রই আনন্দ স্বরূপ। শুক্রের হ্রাসে আনন্দের হ্রাস, শুক্রের বর্দ্ধনে আনন্দের বর্দ্ধন স্বতঃসিদ্ধ। এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতে উৎপত্তি, আনন্দের দ্বারা জীবিত এবং পুনঃ আনন্দেই প্রবেশ করে ;—তথাচ শ্রুতয়ঃ—

আনন্দাদ্ব্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দপ্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি। শুক্র আশ্রয়, আনন্দ আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময় তাহাই আনন্দময়।

(১০) শুক্রই তেজ।

তেজঃ শব্দে রেতঃ, অগ্নি, প্রভাব বীর্য্য, দীপ্তি, পরাক্রম, শুক্র, ব্রহ্ম ইত্যাদি ;

যচ্ছুক্রমহ জ্যোতির্দীপ্যমানং মহদ্ যশঃ।
তদ্বৈ দেবা উপাসন্তে তস্মাৎ সূর্য্যো বিরাজতে ॥
শুক্রাদ্ব্রহ্ম প্রভবতি ব্রহ্ম শুক্রেণ বর্দ্ধতে।
তচ্ছুক্রং জ্যোতিষাং মধ্যেঽতপ্তং তপতি তাপনম্ ॥
যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজোবিদ্ধিমামকম্।
যোগিনং তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনং ॥

সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশমান, জ্যোতির্ম্মাত্র দীপ্তিশীল মহাযশঃ নামক শুক্রকে দেবতারা উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের ব্রহ্মতেজ শুক্র হইতে উদ্ভূত এবং তাহা দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হন, অন্য দ্বারা অপ্রকাশিত সেই স্বয়ং জ্যোতি শুক্র সূর্য্যাদি জ্যোতি পদার্থ সকলের মধ্যে থাকিয়া সমুদয় প্রকাশিত করিতেছেন। সর্ব্বাবভাসক সূর্য্য চন্দ্রাগ্নি জ্যোতি যাহা পাইলে মুমুক্ষুরা সংসারাভিমুখে পুনঃ আবর্ত্তন করে না সেই সনাতন জ্যোতিশুক্র ব্রহ্মকে যোগীরা ভজনা করেন। মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ তেজ, শশভৃতির শীত রশ্মি, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মতেজ, সমস্ত শুক্র ব্রহ্মেরি তেজ। কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, তাবন্ত তেজের মূলই শুক্র। শুক্রই যখন ব্রহ্ম, জগৎ যখন ব্রহ্ম তেজেই জ্যোতিষ্মান সুতরাং তাহা শুক্রব্রহ্মেরই জ্যোতি। যার যত শুক্র তার তত তেজ।

অশরীরং বিগ্রহবদিন্দ্রিয় বদতীন্দ্রিয়ং।
যদ সাক্ষি সর্ব্বসাক্ষিতেজোরূপং নমাম্যহং॥

যিনি অশরীরি ইহারাও শরীরি, ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে ভাসমান, ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, অদৃষ্ট হইয়াও দৃষ্টব্যের ন্যায়, সাক্ষাৎ না হইলেও সর্ব্বসাক্ষীর ন্যায় সকলকে দেখিতেছেন, এবম্ভূত শুক্ররূপ তেজব্রহ্মকে নমস্কার। এবম্ভূত শুক্র ব্রহ্মের যে শরণ নেন, সমস্ত তেজই তাহাতে উদ্ভাষিত হয়। শুক্র আশ্রয়, তেজ আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময় তাহাই তেজময়।

শুক্রেই সত্য।

শুক্রোভুবনং বিভর্ত্তি অর্থাৎ শুক্রই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছে। জগৎকে ধারণ করিতেছে কে? সত্য। এই বিশ্ব সত্য হইতেই উৎপত্তি, সত্যতেই প্রতিষ্টিত এবং সত্যেতেই লয়।

আদ্যোবিধিশ্চ বিদ্যাচ সর্ব্বংসত্যে প্রতিষ্ঠিতং।
সত্যমূলং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং॥
অহমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞান মনন্তকং।
বিজ্ঞানমানন্দো ব্রহ্ম সত্তত্ত্বমসি কেবলং॥

সত্য কি? যাহার যাহা সার তাহাই তাহার সত্য। পৃথিবীর সার গন্ধ, জলের রস ইত্যাদি উহাই উহার সার। উহাই উহার সত্য।

জগৎ সর্ব্বস্তুনিঃ সারমনিত্যং দুঃখভাজনং।
উৎপদ্যতেক্ষণাদেতৎক্ষণাদেতৎবিপদ্যতে॥
যথৈবোৎপদ্যতে সারাম্নিঃসারং জগদঞ্জসা।

পুনস্তস্মিন্নিলীয়ন্তে মহাপ্রলয় সঙ্গমে।
নিবর্ত্ততে প্রাপ্য যন্নেহলোকেতদ্বৈসারং সারমন্যন্নচাস্তি ॥
যস্মাদেতজ্জায়তে বিশ্বমগ্র্যং যস্মাল্লীনং স্যাৎ
তৎপশ্চাৎস্থিতঞ্চ।
আকাশবন্মেঘজালস্য ধৃত্যা যদ্বিশ্বং বৈধ্রিয়তে তচ্চ সারং ॥

বুঝা গেল যাহার যাহা সার তাহাই তাহার সত্য। বিশ্ব সার শুক্র, সুতরাং শুক্রই সত্য। শুক্র কি? সাচ পৃথিব্যাদীনাং যঃ সারভাগঃ তদতিশয় রূপা অর্থাৎ পৃথিব্যাদীর যাহা অতিশয় সার তাহাই শুক্র, সুতরাং শুক্রই সার শুক্রই সত্য।

জগতে সত্য কি? যাহা ধ্বংশ হয় না তাহাই সত্য। পৃথিব্যাদী কার্য্যকে কারণে লীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সত্য, সুতরাং যাহার যাহা কারণ, যে কারণের লয় ক্ষয় নাই তাহাই সত্য; পৃথিব্যাদি কার্য্যকে কারণে লীন করিলে শক্তিই অবশিষ্ট থাকে সুতরাং শক্তিই সত্য, আবার সেই শক্তি চৈতন্যাশ্রিত সুতরাং চৈতন্যও সত্য। চেতন নিত্য সৎ; শক্তি নিত্যা সতী, আবার এই চিৎ শক্তি উভয়ই শুক্র, সুতরাং শুক্রই নিত্য সত্য। যে তনু শুক্রময় তাহাই সত্যময়।

(১১) শুক্রই শক্তি।

শক্তি শুক্র মূলক। যার শরীরে শুক্র যত ধৃত রহে, তার শক্তি তত বর্দ্ধিত হয়, শুক্র যার ক্ষয় প্রাপ্ত হয় শক্তিও তত হ্রাস হয় ইহা স্বতসিদ্ধ।

সাচ পৃথিব্যাদীনাং যঃ সারভাগঃ তদতিশয় রূপা।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের অতিশয় সাররূপ যে পদার্থ তাহাই শুক্র।
পঞ্চভুতের অতিশয় সাররূপ যাহা তাহা শক্তি, অতএব শুক্র শক্তিপদবাচ্য।
শুক্র আশ্রয়, শক্তি আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময় তাহাই শক্তিময়।

(১২) শুক্রই বিন্দু।

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।
তস্মাদতি প্রযত্নেন কুরুতে বিন্দু ধারণম্ ॥
জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্‌জ্ঞাত্বা সদা যোগীবিন্দু ধারণ মাচরেৎ ॥

সিদ্ধেবিন্দৌ মহারত্নে কিংন সিদ্ধ্যতিভূতলে।
ঈশত্বং যৎ প্রসাদেন মমাপিদুর্লভং ভবেৎ ॥
বিন্দু করোতি সর্ব্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতম্।
সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরা মরণ শালিনাম্ ॥

বিন্দুর রক্ষণে জীবন, পতনে মরণ। যাহার প্রসাদে ঈশ্বরত্ব লভ্য হয় তাহাকে অতি যত্ন পূর্ব্বক ধারণ করা উচিৎ। শুক্র স্খলনেই জরামরণ সংঘটিত হয়। জরামরণশালী বিমূঢ় সংসারিকে বিন্দুই সুখ দুঃখে সংস্থিত করে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু। যে সিন্ধু চায় বিন্দু রাখিবার যত্ন, বিন্দু ধরিবার চেষ্টা তাহার পূর্ব্বাহ্নেই করা উচিৎ। বিন্দু ধারণেই সিন্ধুর লাভ ঘটিবে। সিন্ধুর এক নাম রত্নাকর, রত্নাকর গর্ভে সকল রত্নই নিহিত আছে। যে রত্ন সিন্ধু গর্ভে রহিয়াছে, সেই সিন্ধু যৎগর্ভে নিহিত, তৎগর্ভে যে কত রত্ন আছে তাহার সংখ্যা কে করিবে? তাঁহার গুণ বর্ণনা কে করিবে?'

(১২) শুক্রই।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

শুক্রই গতি।

কাহার নাম গতি? এষাস্য পরমাগতিঃ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। যাহা লাভ করিলে গতাগতি শেষ হয় তাহাই গতি। যাতায়াত কেন? ভোগের জন্য। যাতায়াত শেষ কবে? ভোগ শেষ যবে। ভোগ শেষ কবে? যবে পূর্ণ পাবে। পূর্ণ ভোগের জন্যই দৌড়াদৌড়ি যাতায়াত। জীব যেখানে পূর্ণ ভোগ পাইবে, গতি শেষ সেখানেই হইবে। পূর্ণ ভোগ যেখানে যাতায়াত শেষ সেখানে। পূর্ণ ভোগ কোথায়? পূর্ণ শুক্রেই পূর্ণ ভোগ। শুক্রই শক্তি, শক্তিই ভোগ্য; যার শুক্র ধৃতি পূর্ণ রহিল, ভোগ্য শক্তিও সে পূর্ণ পাইল সুতরাং গতি ও শেষ হইল। অগতির যদি কেহ গতিদাতা থাকে, তবে একমাত্র ইনিই।

শুক্রই ভর্ত্তা।

ভর্ত্তা—পোষণকর্ত্তা বা সুখদাতা। বিশ্বের পোষক কর্ত্তা ইহার তুল্য আর কেহ নাই। ইনি যাকে পোষণ না করে, তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। ইনি পোষক নয় যার, কেহ ধারক নাই তার। সর্ব্বোপরি একমাত্র পোষণ কর্ত্তা ইনিই। ইহার ন্যায় সুখদাতা আর কেহ নাই, ইনিই সর্ব্বসুখের আগার।

শুক্রই প্রভু।

প্রভু—নিয়ন্তা। ইনিই বিশ্বনিয়ামক। ইনি না থাকিলে বিশ্ব নিয়ম অচল, ইনি যাকে নিয়মিত না করে তিনি অচলস্থন; ইনি যাকে নিয়মিত করে, তিনি অচল হইলেও সচল হন, সুতরাং প্রভু।

শুক্রই সাক্ষী।

সর্ব্বশরীরেষু সাক্ষীরূপত্বং—শরীরের সকলকার্য্যেই ইনি সাক্ষীরূপী।

স্থূলাৎ স্থূলতরং প্রাপ্তমতি সূক্ষ্মমদর্শনং।
স্থিতং সর্ব্বশরীরেষু সাক্ষীরূপমদৃশ্যকং॥
শরীরবন্তং সগুণমশরীররং গুণোৎ করং॥

জীবের কৃতাকৃতা বেক্ষক ইনিই, কেন না ইনি সর্ব্ব চেষ্টা প্রবর্ত্তক, শরীরের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক; সুতরাং কৃত অকৃত, শুভ অশুভ যে কোন কার্য্য হউক, ইহাকে ছাড়া হইবার উপায় নাই; সুতরাং সকল কার্য্যের ইনিই অবেক্ষক, সুতরাং সাক্ষী।

শুক্রই নিবাস।

নিবাস—আশ্রয়, ভোগস্থান। এমন নিরুপদ্রব শান্তি সুখ স্থান, এমন পূর্ণ নির্ম্মল আনন্দ ভোগের স্থান আর নাই। ইনিই পূর্ণাশ্রয়, এমন আশ্রয় স্থান আর নাই, মহাপ্রলয়েও এ আশ্রয়ের ধ্বংস নাই। ইহাকে যিনি আশ্রয় করিয়াছে, পরবাস তাঁহার ঘুচিয়াছে, স্ববাসে নিবাস স্থাপন করিয়াছেন।

শুক্রই শরণ।

শরণ—রক্ষক। শীর্য্যতে দুঃখম্ ইতি শরণম্; যিনি দুঃখ হইতে রক্ষা করেন। ইহার যিনি শরণ নেয় তাহার সকল দুঃখের অবসান হয়। সর্ব্বসুখদাতা ইহার ন্যায় আর কেহ নাই। ইনি যাহার রক্ষক, কাল তাঁহার কাছে ভিক্ষুক। ইনি যাহাকে রক্ষা করেন, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের মৃত্যু দণ্ড, ব্রহ্মার ব্রহ্মাস্ত্র, শিবের পাশুপত, বিষ্ণুর বৈষ্ণবাস্ত্র তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। এমন মহা শরণ আর কেহ নাই। ভীষ্ম জীবনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শুক্রই সুহৃৎ।

সুহৃৎ—প্রত্যুপকারানপেক্ষ উপকারী। ইহার ন্যায় প্রত্যুপকারের আশা নিরপেক্ষ কল্যানকারী বন্ধু আর নাই। ইহার সঙ্গে যিনি বন্ধুত্ব করেন, তাহার কল্যাণের পরিসীমা থাকে না। এমন কল্যানকারী বিশ্বে আর কেহ নাই।

শুক্রই প্রভব।

বিশ্বের উৎপত্তির মূল কারণ ইনিই সুতরাং প্রভব।

শুক্রই প্রলয় স্থান।

প্রলয় হইয়া গেলে যে স্থানে যাইয়া লয় হয় তাহাই প্রলয় স্থান।

শুক্রই নিধান।

মহাপ্রলয়ে পদার্থ সকল যেখানে সূক্ষ্ম রূপে অবস্থিতি করে, তাহাই নিধান।

শুক্রই অব্যয় বীজ।

বীজমিব বীজং, শুক্রই বীজের বীজ মহাবীজ, অবিনাশী বিশ্ব বীজ। ব্রীহি যবাদি প্ররোহান্তর ধ্বংশ হয়, এ বীজ তাহা হয় না সুতরাং এ বীজ নিত্য ও অব্যয়।

(১৪) শুক্রই মহাযশঃ।

সর্ব্ব যশ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যাহা থাকিলে সকল যশঃ আয়ত্ব হয়, সর্ব্বোপরি যশস্বী হওয়া যায় তাহাই মহাযশ।

(১৫) শুক্রই সর্ব্ব।

শুক্রই দার্শনিকের দর্শন ভিত্তি, কবির কল্প বৃক্ষ, জ্ঞানির জ্ঞান ভাণ্ডার, বলীর বলাধার, অন্ধের বিমল দিব্য চক্ষু, বধিরের দিব্য কর্ণ, গৃহীর পরমধন, ভিক্ষুর শরণ, কাঙ্গালের নিধি, দীনের দিন বন্ধু দিন নাথ, সন্ন্যাসীর অবলম্বন, ভক্তের হৃদয় ধন। তাহাই শুক্র, যাহা মূককে বাচালতা শক্তি প্রদান করেন, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন সামর্থ জন্মান। তিনিই শুক্র, যিনি দুর্ব্বলকে বলবান, ভীতকে সাহসী, নিস্তেজকে তেজীয়ান নিদ্রিতকে জাগ্রত ও মৃতকে পুনঃ জীবিত করেন।

তাহাই শুক্র, যাহা ভব সাগরের অটল পোত, যাহাতে আরোহন করিলে ভব সাগর অনায়াসে পার হওয়া যায়। এবম্প্রকারে ইনি সর্ব্ব।

(১৬) শুক্রের অখণ্ড বা অচ্যুতাবস্থাই ব্রহ্ম, আরচ্যুত বা খণ্ডাবস্থাই বিশ্ব।

মমযোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্মতস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
যোনিমম মহদ্ ব্রহ্ম করি তাতে গর্ভাধান,
যাতে জন্ম, হে ভারত। লভে সর্ব্বভূতগ্রাম॥

সকল যোনিতে হয় সেই মূর্ত্তি সম্ভাবিতা,
মহদ্ব্রহ্ম যোনি তার, আমি বীজপ্রদ পিতা।

ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে মহান পুরুষ মহাপ্রকৃতি গর্ভে বীর্য্যাধান করাতে মহাবিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং বির্য্যচ্যুতাবস্থাই বিশ্ব। শুক্র যেই চ্যুত হইল অমনি মায়াও আচ্ছন্ন করিল মোহও জন্মিল। শুক্র যেরূপ, যে পরিমানে চ্যুত হইবে, ত্রিগুণা প্রকৃতিও সেই রূপ সেই পরিমানে বিকৃতা হইবে। ত্রিগুণ যে পরিমানে বিকৃত হইবে বুদ্ধি, জ্ঞান, শম, দম, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, সুখ, দুঃখ, যশ, অযশ, ভাব, অভাব, বল, বীর্য্য ইত্যাদি সকল বিষয়ই সেই রূপ লাভালাভ হইবে।

(১৭) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই বিকার, অখণ্ডাবস্থাই নির্ব্বিকার।

শুক্র যেই চ্যুত হইল বিকার ও তৎসঙ্গে আশ্রয় করিল, যে পরিমাণ চ্যুত হইবে, বিকারও সেই পরিমান আশ্রয় নিবে।

(১৮) বীর্ষের অচ্যুতা বস্থাই স্বাধীন, চ্যুতাবস্থাই পরাধীন।

শুক্র যার খণ্ডিত হইয়াছে সে বিকৃত হইয়াছে, সুতরাং কালের ও অধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং মৃত্যুরও বশ হইয়াছে। বীর্য্য যার চ্যুত হয় নাই, সে বিকারও প্রাপ্ত হয় নাই, কালের ও বশ হয় নাই, মৃত্যুর অধীন হয় নাই, সুতরাং তিনিই অমৃত, স্বাধীন, মহা মৃত্যুঞ্জয়।

(১৯) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই জেয়, অখণ্ডাবস্থাই অজেয়।

শুক্র যেই খণ্ডিত হইল, অমনি কাল, মৃত্যু, রোগ, শোক, শীত, গ্রীষ্ম, তাহাকে জয় করিল শুক্র যাতে অখণ্ড, উপরুক্ত গুণের দ্বারা সে অস্পৃষ্ট সুতরাং অজেয়।

(২০) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ড শক্তি, অখণ্ডাবস্থাই পূর্ণ শক্তি।

শুক্র যেই খণ্ডিত হইল, শারীরিক ও মানসিক শক্তিও সেই হ্রাস পাইল।

(২১) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ডানন্দ, অখণ্ডাবস্থাই পূর্ণানন্দ।

(২২) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ড জ্ঞান, অখণ্ডাবস্থাই পূর্ণজ্ঞান।

(২৩) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই ব্যাধি, অখণ্ডাবস্থাই নির্ব্যাধি।

শুক্র যেই চ্যুত হইল বিকার ও আশ্রয় করিল, ব্যাধিও জন্মিল।

(২৪) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই নিদ্রা, অখণ্ডাবস্থাই জাগ্রত।

শুক্র যেই চ্যুত হইল মোহও আশ্রয় করিল, নিদ্রাও অমনি জন্মিল।

(২৫) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ড ভোগ, অখণ্ডাবস্থাই পূর্ণভোগ।

(২৬) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই জরা মৃত, অখণ্ডাবস্থাই অজরা, অমৃত।

(২৭) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই অসৎ, অখণ্ডাবস্থাই সৎ।

(২৮) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই দুঃখ, অখণ্ডাবস্থাই সুখ।

(২৯) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই অমঙ্গল, অখণ্ডাবস্থাই মঙ্গল।
(৩০) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই বিষম, অখণ্ডাবস্থাই শম, সম।
(৩১) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই বিষাদ, অখণ্ডবস্থাই হর্ষ।
(৩২) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই ভয়, অখণ্ডাবস্থাই অভয়।
(৩৩) শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ড তেজ, অখণ্ডবস্থাই পূর্ণ তেজ।

(৩৪) যত্তচ্ছুক্রং মহজ্জ্যোতি দীপ্যমানং মহদ্ যশঃ।
তদ্বৈদেবা উপাসন্তে তস্মাৎ সূর্য্যোবিরাজতে॥
যোগিনং তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনং
শুক্রাদ্ব্রহ্ম প্রভবতি ব্রহ্ম শুক্রেণ বর্দ্ধতে।
তচ্ছুক্রং জ্যোতিষাং মধ্যেঽতপ্তং তপতিতাপনম্॥

তথাচ গীতা—যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌতত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।
অপোঽথ অদ্ভ্যঃ সলিলস্য মধ্যেউভৌ দেবৌশিশ্রিয়াতেঽন্তরীক্ষে
অতন্দ্রিতঃ সবিতুর্ব্বি বিবস্বান্ উভৌ বিভর্ত্তি পৃথিবীং দিবঞ্চ॥
উভৌ চ দেবৌ পৃথিবীং দিবঞ্চ দিশঃ শুক্রোভুবনং বিভর্ত্তি।
তস্মাদ্দিশঃ সরিতশ্চ শ্রবন্তি তস্মাৎ সমুদ্রবিহিতা মহান্তা॥
ন সাদৃশ্যে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
মনীষয়াথো মনসা হৃদাচ যএনং বিদুর মৃতাস্তে ভবন্তি॥
দ্বাদশপূগাং সরিতং পিবন্তো দেবরক্ষিতাম্।
মধ্বীক্ষন্তশ্চতে তস্যাঃ সঞ্চরন্তীহঘোরম্॥
যোগিনং তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনং॥

বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের বীজস্বরূপ, সর্ব্ব চেষ্টা প্রবর্ত্তক, আনন্দরূপ, বৃত্তিরূপ উপাধিশূন্য, বিজ্ঞানময় সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশমান, জ্যোতির্ম্মাত্র দীপ্তিশীল মহাযশ নামক শুক্র আছেন; দেবগণ ও ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার উপাসনা করিতেছে; এবং সেই মূল কারণ হইতেই সূর্য্য অর্থাৎ জগৎ প্রশব ধর্ম্মামায়ারূপ উপাধিযুক্ত ঈশ্বর বিরাজমান হইতেছেন; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান শুক্রকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম শুক্র হইতে উদ্ভূত এবং তাহা দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হন; ব্রহ্ম অব্যাকৃত নিত্য বস্তু হইয়াও শুক্র অর্থাৎ আনন্দরূপ চৈতন্য প্রতিবিম্বকে প্রাপ্ত হইয়া জগজ্জন্মাদি কার্য্যে সমর্থ হন এবং তদ্বারাই

বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। ভীষণ বস্তু সকলেরও ভয়প্রদ, অন্য দ্বারা অপ্রকাশিত সেই স্বয়ং জ্যোতি শুক্র, সূর্য্যাদি জ্যোতি পদার্থ সকলের মধ্যে থাকিয়া সমুদায় প্রকাশিত করিতেছেন, যথা গীতায়—

যে আদিত্য তেজ করে বিভাবিত ত্রিভুবন,
চন্দ্রেতে অগ্নিতে যাহা, জানিবে সে তেজ মম।

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত সলিলের ন্যায় একরস ব্রহ্মেতে অবস্থিতি আছে; চৈতন্যরূপে দ্যোতমান জীবও ঈশ্বর সেই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহ মধ্যস্থ হৃদাকাশকে আশ্রয় করিয়া আছেন। সুষুপ্তিকালে জীব এবং প্রলয়কালে ঈশ্বরও তন্দ্রাযুক্ত হন, কিন্তু পরমাত্মা অতন্দ্রিত। সেই মায়াচ্ছাদন পরিশূন্য, সূর্য্যেরও সূর্য্য অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদ্রূপ নিত্যপ্রকাশ ও সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত শুক্র ঐ জীবও ঈশ্বরকে এবং পৃথিবী, স্বর্গ, দিঙ্মণ্ডল প্রভৃতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছেন। তাহা হইতে দিক ও নদী সমস্ত প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহা হইতেই মহাসমুদ্র সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইনি অনুপমস্বরূপ অর্থাৎ ইহার সাদৃশ্য নাই, যাহারা মনীষা তাহারাই ইহাকে জানিয়া মুক্ত হন। শুক্র নামক অধিষ্ঠানে ভাসমানা অবিদ্যানাম্নী তরঙ্গিনী মহাভয়ঙ্করী, উহা চিত্তাদি স্মরণাদি, শ্রোত্রাদি, শ্রবণাদি, বাগাদি, বচনাদি, শব্দাদি, বিষয়াদি, প্রাণাদি, শ্বসনাদি, সংস্কার স্মৃকৃতাদি এই দ্বাদশ প্রকার দ্বারা সতত প্রবাহবতী এবং চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক; তত্তদ্বিষয় প্রদর্শন দ্বারা অশেষ সংস্কার পরস্পর বিস্তারকারী সূর্য্যাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিতা, জীবগণ সেই অবিদ্যা তটিনীকে পান অর্থাৎ তৎকৃত অভীষ্ট পুত্র পশ্বাদি দ্বারা তৃপ্তিলাভ করতঃ তাহার মধু অর্থাৎ উক্ত পুত্র পশ্বাদি মধুর ফলের প্রতীক্ষায় ইহাতে বারংবার সঞ্চরণ করিতেছেন। জীবগণ সেই শুক্র নামক অধিষ্ঠানে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন শুক্র নামক ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

এবম্ভুত ওঁ তৎ সৎ ভূতভাবন! ভূতেশ লোক মহেশ্বর শুক্র ব্রহ্মকে নমস্কার।

(৩১) এবম্ভুত শুক্র মনুষ্য শরীরে কিরূপে অবস্থিতি করে এবং কিরূপে ক্ষরিত হয় তাহা শুন। শরীরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ শুক্র। শরীর পঞ্চভূতাত্মক। পঞ্চভূতের অতিশয় সারভাগ শুক্র।

রসাদ্রক্তং ততোমাংসো মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থিততো মজ্জাৎ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥

রসের সারভাগ রক্ত, রক্তের সারভাগ মাংস, মাংসের সারভাগ মেদ, মেদের সারভাগ অস্থি, অস্থির সারভাগ মজ্জা, মজ্জা মথিত সারভাগ শুক্র। চৈতন্য যদ্রূপ জীব শরীরে সর্ব্বব্যাপী, শুক্রও জীব শরীরে সর্ব্বব্যাপী।

পয়সি সর্পিস্তু গূঢ়শ্চেক্ষোরসো যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাং॥

যেমন দুগ্ধে ঘৃত, আখে রস, কাষ্ঠে অগ্নি গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে, শুক্রও তদ্রূপ সর্ব্ব দেহের শক্তাধার হইয়া অবস্থিতি করে। ঘৃত যেমন দুগ্ধে অলক্ষিতভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অথচ দেখা যায় না, তদ্রূপ শুক্র ও রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অথচ দেখা যায় না। যেমন দুগ্ধ মথিত হইলে ঘৃত বাহির হয়, কিন্তু মথনের পূর্ব্বে দুগ্ধে যে ঘৃত আছে তাঁহা অনুভব হয় না, তদ্রূপ শরীর মথিত হইলে শুক্র বাহির হয়, মথিতের পূর্ব্বে শুক্রের অস্তিত্বের অনুভব হয় না। যাহার শরীরে শুক্র বেশী, তাহার অল্প মথনে শুক্র বহির্গত হয়, যাহার অল্প, তাহার বেশী মথনে বহির্গত হয়। দুগ্ধ মথিত করিবার জন্য যেমন মন্থনদণ্ড রহিয়াছে, শরীর মথিত করিবার জন্যও মন্থনদণ্ড রহিয়াছে। তাহা কি? তাহা মন। যেমন মন্থনদণ্ড দ্বারা দুগ্ধ মথিত হইয়া ঘৃত নির্গত হয়, তদ্রূপ মন দ্বারা শরীর মথিত হইয়া শুক্র নির্গত হয়। যেমন দুগ্ধ মথিবার মন্থনদণ্ডে তীর্য্যকভাবে আটটা কাটি সংলগ্ন রহিয়াছে, তদ্রূপ শরীর মথিবার মন্থন দণ্ড মনেও আটটা অঙ্গ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই অষ্টাঙ্গযুক্ত মনের দ্বারা শরীর মথিত হয় বলিয়াই ইহার অষ্টাঙ্গ মৈথুন নাম হইয়াছে। এই অষ্টঅঙ্গের দ্বারা মন শরীরকে মথিত করিয়া শুক্র নির্গত করে। হৃদয়ের মধ্যভাগে এক মনোবহা নাড়ী আছে, সেই শিরা মানবগণের সর্ব্বগাত্র হইতে সংকল্প জন্য শুক্রকে সঞ্চরণ করত উপস্থাভিমুখে আনয়ন করে। সর্ব্ব গাত্র সন্তাপিনী শিরা সকল সেই মনোবহা নাড়ীর অনুগত হইয়া তৈজস গুণ বহনকরত নয়নদ্বয়ের সন্নিহিত রহে। দুগ্ধ মধ্যে অন্তর্হিত নবনীত যেমন মন্থনদণ্ড দ্বারা মথিত হয়, তদ্রূপ দেহস্থ সংকল্প ও ইন্দ্রিয় জন্য রমণী দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা শুক্র মথিত হইয়া থাকে। স্বপ্ন সময়ে যোষিৎ সঙ্গ বিরহেও মন যখন রমণী বিষয়ক সংকল্প জন্য অনুরাগ লাভ করে, তখন মনোবহা নাড়ী দেহ হইতে সংকল্প জন্য শুক্র ক্ষরণ করে। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সংকল্প এই তিনটি শুক্রের বীজ, এইজন্য উপবাসে শরীর রসহীন থাকা হেতু কামোদ্রেক থাকে না। এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন যিনি বর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি ঊর্দ্ধ রেতা হইতে পারেন, তাহারই ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়, তিনিই সর্ব্বজয়ী কন্দর্পকে জয় করিয়া বিশ্ব বিজয়ী হইতে পারেন। অষ্টাঙ্গ মৈথুন কি? বলা যাইতেছে।

(১৫) অষ্টাঙ্গ মৈথুন।

শ্রবনং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পো অধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেবচ॥

এতন্মৈথুন অষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

(১) শ্রবণ—রসপূর্ব্বক রমনী সম্বন্ধিয় কথা শ্রবণকে শ্রবণ বলে।

(২) কীর্ত্তন আগ্রহ পূর্ব্বক স্ত্রীলোক সম্বন্ধিয় কথা বার্ত্তাকে কীর্ত্তন বলে।

(৩) কেলি—স্ত্রীলোকের সহিত সরস ক্রিয়াকে কেলি বলে।

(৪) প্রেক্ষণ—রস পূর্ব্বক রমনী অঙ্গদর্শনকে প্রেক্ষণ বলে।

(৫) গুহ্যভাষণ—রস পূর্ব্বক রমনী সম্বন্ধিয় নানান্ গুহ্য রহস্য কীর্ত্তনকে গুহ্য ভাষণ বলে।

(৬) সঙ্কল্প—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভাব স্মরণ করিয়া তাহা করিব কি না ইত্যাদি মনে করাকে সঙ্কল্প বলে।

(৭) অধ্যবসায়—পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পভাবের পর, স্ত্রী সংসর্গ করিব ইত্যাকার যে নিশ্চয় বুদ্ধি তাহাকে অধ্যবসায় বলে।

(৮) ক্রিয়া নিষ্পত্তি—স্মরত ক্রিয়া বা মৈথুনান্তে শুক্র ত্যাগকে ক্রিয়া নিষ্পত্তি বলে।

মন এই আট অঙ্গের যে কোন অঙ্গের দ্বারা শরীরকে মথিত করিয়া শুক্র নির্গত করিয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তেজ নষ্ট করিয়া দেয়। এই অষ্ট-অঙ্গের পরিবর্জ্জণকে ব্রহ্মচর্য্য বলে অথবা এই অষ্ট অঙ্গের বিপরিত যাহা তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

পক্ষান্তরে ভক্ত সাধকেরা বলেন—মনকে এই অষ্টঅঙ্গ প্রাণ সখা ভগবানই দিয়াছেন, ভগবৎ দত্ত অঙ্গ কেন ধ্বংশ করিতে যাই? এই অষ্টঅঙ্গকে সৎ ব্যবহারে প্রয়োগ করিলেই হয়? এই অষ্টঅঙ্গকে ভগবদাঙ্গে নিযুক্ত করিলে ইহার সৃষ্টির সার্থকতাও থাকে, ব্রহ্মচর্য্য ও সিদ্ধ হয় এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মপ্রাপ্তিও ঘটে। ভগবৎ দত্ত পদার্থকে গ্রহণ না করিয়া কেন ত্যাগ করিতে যাই? যাহাতে বদ্ধাবস্থায়ও ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয় তাহাকে ত্যাগ না করিয়া গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব গ্রহণ করাই ভাল। ইহার ব্যবহার জানিলে ত্রিতাপ যন্ত্রনা দূর হয়, ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয় এবং ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়। ভক্ত সাধকেরা ইহাকে কিরূপে ব্যবহার করে শুন।—

(১) শ্রবণ—ভগবৎ তত্ত্ব কথা বা ভগবৎ গুণানুবাদ বা তাহার জন্ম, কর্ম্ম শ্রবণকে শ্রবণ বলে।—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরি প্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিন॥
জন্ম কর্ম্ম চমে দিব্য মেবং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সে হর্জ্জুন॥

ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে প্রণাম পূর্ব্বক প্রশ্ন ও সেবা করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিবে। তত্ত্ব দর্শী গুরু ভগবৎ জন্ম ও কর্ম্মরূপ দিব্যজ্ঞান উপদেশ করিবেন। তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করিবে। ইহাই শ্রবণ।

কৃষ্ণের মধুরবাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে,
কাণা কড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥

(২) কীর্ত্তন—ভগবৎ নাম গুণ কীর্ত্তনকে কীর্ত্তন বলে।

সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
সতত কীর্ত্তন করি যত্ন করি দৃঢ় ব্রতী,
সভক্তি প্রণাম করি, পুজা করে নিত্য যতী॥

(৩) কেলি—ভগবৎ ক্রিয়া স্মরণ বা মনন বা ভগবানের অঙ্গ স্পর্শাদিকে কেলি কহে

মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণাবোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চমাং নিত্যং তুষ্যন্তিচরমন্তিচ॥
মচ্চিত্ত, মদ্গত প্রাণা, দিয়া জ্ঞান পরস্পরে;
কহিনিত্য মম কথা তোষণ রমণ করে।

কৃষ্ণ কর পদ তল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি
তার স্পর্শ নাহি যার, যাউক্ সেই ছার খার
সেই বপু লৌহ সম জানি।
কৃষ্ণের অধারা মৃত, কৃষ্ণ গুণ সুচরিত,
সুধা সার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদু যেনা জানে, জন্মিয়া নামৈলেকেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম॥

(৪) প্রেক্ষণ—ভগবৎ প্রতিমা দর্শন এবং ভগবৎ রূপ স্মরণ।

যোমাং পশ্চতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচমেন প্রণশ্যতি।

যে আমাকে দেখে সর্ব্বে সর্ব্বত্র আমাতে আর,
হয় না অদৃশ্য মম, না হই অদৃশ্য তার,
বংশীগাণামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্ম স্থান,
যে না দেখে সে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথেবাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥

(৫) গুহ্য ভাষণ—ভগবৎ সম্বন্ধে নানা রকম গুহ্য কথাকে গুহ্য ভাষণ বলে।

সর্ব্ব গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণুমে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসিমে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামিতেহিতম্॥
মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্যাজীমাং নমস্কুরু।
মামে বৈষ্যসি সত্যং তেপ্রতি যানে প্রিয়োঽসিমে॥
যইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তে ষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বামামে বৈষ্যত্যসং শয়ং॥
পুণঃ গুহ্য তম কথা শুন মম, বীরর্ষভ।
তুমি অতি প্রিয় মম, কহিতেছি তবহিত।
মদ্ভক্ত, মদ্গতচিত্ত, হও মম উপাসক, কর নমস্কার।
আমাকে পাইবে সত্য-প্রিয় তুমি, তব কাছে প্রতিজ্ঞা আমার॥
এ পরম গুহ্য তত্ত্ব, যে মম ভক্তকে কয়।
পরম ভক্তিতে, পাবে আমাকে সে অসংশয়।

(৬) সঙ্কল্প—সংশয়াত্মক মনোভাব, ভগবৎ সংসর্গ করিব কি না ইত্যাদি।

সংকল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্তা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈরেন্দ্রিয়গ্রামঃ বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
কামনা সংকল্পজাত অশেষ করি বর্জ্জিত।
ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা করিপূর্ণ নিয়মিত॥

(৭) অধ্যবসায়—সংশয়ের পর ভগবানে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

ময্যেব মন আধৎস্বময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসিময্যেব অতউর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

আমাতে স্থাপিত মন, কর বুদ্ধি নিবেশিত,
আমাতে দেহান্তে বাস পাইবে তবে নিশ্চিত ॥

(৮) ক্রিয়ানিষ্পত্তি—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাব তাঁহাতে অর্পণ বা সমাধিকে ক্রিয়া নিষ্পত্তি বলে।

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামিমাশুচ ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যজ্য লও শরণ আমার।
সর্ব্ব পাপহর আমি, হবে সব পাপে উদ্ধার ॥

উপরোক্ত অষ্টভাব যদি ভগবানে অর্পণ করা যায় তাহা হইলে জগৎ প্রপঞ্চ ভুলিয়া যাইতে হয়, কামধ্বংশ হয়, ব্রহ্মচর্য্য আপনা হইতেই প্রতিষ্টিত হয়।

জ্ঞানিরা অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করে, পক্ষান্তরে ভক্তেরা অষ্টাঙ্গ মৈথুন গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করে; ধন্য ভক্ত। এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যোসনেরই অন্তর্গত।

কর্ম্মণামনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ॥
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥
ন ধ্যাতব্যং ন বক্তব্যং ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
এতৈঃ সর্ব্বৈর্বিনির্ম্মুক্তো যতির্ভবতিনেতরঃ ॥

কর্ম্ম দ্বারা বাক্য দ্বারা ও মন দ্বারা মৈথুন ত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য। অতএব যে ব্যক্তি স্ত্রীর চিন্তনাদি পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন, তিনিই যতি, তিনিই ব্রহ্মচারি। যেনতেন প্রকারেণ শুক্রধারণই ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়। যতকাল পর্য্যন্ত শুক্র ধৃত রহিবে, ব্রহ্মচর্য্যও সেই পরিমাণ সফলতা ধারণ করিবে, ব্রহ্মচর্য্য যে পরিমাণ সফলতা লাভ করিবে, সর্ব্ব শক্তিমত্তাও সেই পরিমাণ আয়ত্ব হইবে।

(১৬) সুদুষ্করং ব্রহ্মচর্য্যং—ব্রহ্মচর্য্য একমাত্র মহা সুদুষ্কর ব্রত।

নতপস্তপমিত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু সদেব নতু মানুষ ॥
তপমাত্র তপনহে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ তপ।
ঊর্দ্ধরেতা যেবা হয়, দেব সে নহে মানব ॥

(১৭) ব্রহ্মচর্য্য ধারণ ফল।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্য নিরোধ বিষয়ে সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ জন্মে। বীর্য্যের বা চরম ধাতুর কণা মাত্রও যদি বিকৃত বা বিচলিত না হয়, ভ্রমক্রমেও যদি তোমার মনে কামোদয় না হয়, স্বপ্নেও যদি তোমার কাম চাঞ্চল্য না জন্মে, তাহা হইলে তোমার চিত্তে এমন এক অদ্ভুত সামর্থ জন্মিবে যে তদ্বলে তোমার চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইবে। সর্ব্বপ্রকাশ শক্তি আবির্ভূত হইবে। শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্টিত থাকে বিকৃত না হয়, বিচ্যুত বা বিচলিত না হয়, কণামাত্রও যদি স্থানভ্রষ্ট বা স্খলিত না হয়, অচল, অটল বা স্থির থাকে, ধৃত থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশ শক্তি বাড়িয়া যায়। রাগদ্বেষ অন্তর্হিত হয় কামক্রোধাদি হ্রাস হইয়া পড়ে। অতএব শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিকৃত, অস্খলিত ও অবিচলিত রাখিবার জন্য তুমি রস পূর্ব্বক বা কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রীড়া, হাস্য ও পরিহাস বর্জ্জন করিবে। তাহাদিগের রূপ লাবণ্য মনেও করিবে না। আলিঙ্গন ও রেতঃসেকের ত কথাই নাই, সে অংশকে বিষবৎ জ্ঞান করিবে! কিছুদিন এইরূপ করিলে তোমার ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে, সুদৃঢ়ও হইবে। অনন্তর তাহা হইতে তোমার আত্মায় এক প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি যাহার অন্য নাম ব্রহ্মতেজ তাহার প্রাদুর্ভাব হইবে এবং তাহা হইতে তোমার মুখ শ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইবে। মানসিক সৌন্দর্য্যও সদগুণ সকল অপ্রতিহত হইয়া থাকিবে। স্ত্রীসঙ্গ রহিতের আয়ু, বর্ণ, বল স্থির থাকিবে, রোগ জন্মিবে না, ক্ষুধা, তৃষ্ণা শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু দ্বারা অভিভূত হইবে না, শরীরে জরা পলিত হইবে না অর্থাৎ অজর ও অমর হইবে। এ অনিত্য শরীরে নিত্যত্বলাভের সাহায্যকারী যদি কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহা শুক্র, যাহার ধারণে মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, কল্প-রস, কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ আকাঙ্খা,আশঙ্কা, বিশ্ব বিভ্রম, বিষমত্ব, পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশ মহাদোষ বর্জ্জিত হওয়া যায়।

শুক্রই দেহভাণ্ডারের পরম ধন; মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং তস্যরক্ষণে, মানবের জীবন স্বরূপ এই পদার্থ পুনঃ পুনঃ রক্ত মধ্যে পরিগৃহীত ও পরিচালিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হয় এবং মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পন্ন, সুরত্ব, ধীরত্ব, গাম্ভীর্য্যত্ব, একাগ্রত্ব, সুদৃঢ়াঙ্গ, সাহসী, কার্য্যশক্তিমান ও বীর-বীর্য্যবান করে। আর এই পদার্থের অপচয়ে মানুষকে ক্ষীণ বলবীর্য্যহীন ও নিতান্ত চপল চিত্ততায় দীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলে এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক প্রতিভা, শক্তি, সমস্তই হ্রাস হয়; তাহার আভ্যন্তরিক শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা ঘটে; কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বৃত্তি বিকৃত হয়, পেশী সমূহের কার্য্যও বিশৃঙ্খল হয়, স্নায়ু বিধান নিতান্ত হীনতা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে মৃত্যু

পর্য্যন্ত ঘটে। শুক্র দ্বারা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ বর্দ্ধিত হয়। আয়ুর্বৈ শুক্রং—আয়ুষ্করগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শুক্রই আয়ু। যিনি অটল ব্রহ্মচর্য্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত, তিনিই উর্দ্ধরেতা এবং শাস্ত্রমতে তিনিই ইচ্ছামৃত্যু ও সর্ব্বসিদ্ধির অধিকারী। কামজিৎ মানব কাম জয়ী হইতে পারিলে দিব্য দেহ ও দেবত্ব লাভে সমর্থ হন। আমরা ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি, পারি না কেন, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই তাহার কারণ।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় শরীর, মন ও আত্মায় তেজ আসে। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা পলায়ন করে।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা থাকিলে পরা ও অপরা বিদ্যা স্বতই হৃদয়ে উদ্ভাষিত হইয়া উঠে।

যদিদং ব্রহ্মণোরূপং ব্রহ্মচর্য্যমিতি স্মৃতম্।
পরং তং সর্ব্বধর্ম্মেভ্য তেন যান্তি পরাং গতিম্॥
লিঙ্গ সংযোগহীনং যচ্ছব্দ স্পর্শ বিবর্জ্জিতম্।
শ্রোত্রেণ শ্রবণং চৈব চক্ষুষা চৈব দর্শনম্॥
বাক্ সম্ভাষা প্রবৃত্তং যত্তন্মনঃ পরিবর্জ্জিতম্।
বুদ্ধ্যাচাধ্য বসায়িত ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষম্॥
সম্যগ্ বৃত্তি ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নুয়া ন্মধ্যমঃ সুরান্।
দ্বিজাগ্র্যো জায়তে বিদ্বান কন্যসীং বৃত্তিমাস্থিতঃ॥
আজন্ম মরণাদ্ যস্তু ব্রহ্মচারী ভবেদিহ।
ন তস্য কিঞ্চিদপ্রাপ্য মিতি বিদ্ধি নরাধিপ॥
ব্রহ্মচর্য্য দহেদ্রাজন সর্ব্ব পাপান্যুপাসিতম্।
ব্রাহ্মণেন বিশেষণ ব্রাহ্মণোহ্যগ্নি রুচ্যতে॥
প্রত্যক্ষং হি তথাহ্যেতদ্ ব্রাহ্মণেষু তপস্বিষু।
বিভেতিহি যথা শক্রো ব্রহ্মচারী প্রধর্ষিত॥
তদ্ব্রহ্মচর্য্যস্য ফল মৃষীণা মিহদৃশ্যতে।
সত্যে রতানাং সততং দান্তানা মূর্দ্ধরেত সাম্॥

ব্রহ্মচর্য্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, তাহাই সমস্ত ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মনুষ্য তদ্দ্বারা পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। যিনি পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গ শরীর সংযোগ বিহীন, যিনি শব্দ স্পর্শ বিবর্জ্জিত, শ্রোত্র দ্বারা যাহাকে

শ্রবণ এবং চক্ষু দ্বারা যাহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না, আর বাকশক্তি যাহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ নয়, যিনি বিষয়েন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল মনোমাত্রে অবস্থান করেন, সেই পাপ স্পর্শ বিরহিত ব্রহ্মচর্য্যকে জানিতে যে সুধী সে আপনি যত্নশীল হইবেন। যিনি সম্যকরূপে ব্রহ্মর্য্য আচরণ করিতে পারেন তিনি সর্ব্ব শক্তিমান ও মোক্ষবান হইতে পারেন, মধ্যমভাবে ব্রহ্মচর্য্যাচারী মানব সত্যলোকে গমন করেন, আর যিনি কনীয়সী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন সেই দ্বিজবর বিদ্বান হন। যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন ব্রহ্মাণ্ডে তাহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। ব্রহ্মচারী যত কিছু পাপ থাকে, ব্রহ্মচর্য্যাগ্নিতে সর্ব্বপাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়, ঋষিগণের মধ্যে ব্রহ্মচারীগণ বহু কোটি বৎসর ব্রহ্মলোকে বসতি করেন। হে রাজন্! সতত সত্য রত দান্ত ও উর্দ্ধরেতা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের উপাসিত ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বপাপ দহন করে, যেহেতু ব্রাহ্মণ অগ্নিরূপে উক্ত হন, ব্রহ্মণগণ তপস্বী হইলে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইন্দ্র ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইলে যে ভীত হন, ঋষিগণের সেই ব্রহ্মচর্যের ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তথাচ ছান্দোগ্য শ্রুতি যথা—

"অথ যদ্‌যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব
তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণহ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতে,
অথ যদিষ্ঠ মিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব
তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণহেষ্ট্বাত্মান মনুবিন্দতে,
অথ যৎসত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব
তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণহ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং
বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব
তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণহ্যেবাত্মান মনুবিদ্যমনুতে"।

ব্রহ্মচর্য্যই কর্ম্ম কাণ্ডোক্ত যজ্ঞ। তদ্দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ যজ্ঞের ফল ভূত পুরুষার্থ লাভ করেন। ব্রহ্মচর্য্যই ইষ্ট। তদ্দ্বারাই অধিকারী পুরুষ আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ব্রহ্মচর্য্যই সত্রায়ণ। তদ্দ্বারাই জীব জরা মরণ—সঙ্কুল সংসার হইতে আত্মার উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যই মৌন, তদ্দ্বারাই জীব আত্মার তত্ত্ব অবগত হইয়া পরমেশ্বরের মননে প্রবৃত্ত হয়েন।

ব্রহ্মচর্য্য কল্পবৃক্ষ। এই বৃক্ষ রোপণ করিয়া যে যে ফল কামনা করে সে সে ফলই প্রাপ্ত হয়।

আকাঙ্খার্থস্য সংযোগাদ্রস ভেদার্থিনামিব।
এবংহ্যেতৎ সমাজ্ঞায় তাদৃগ্ ভাবংগতাইমে॥

এই ব্রহ্মচর্য্যও ব্রহ্মচারীদিগকে আকাঙ্খা অনুসারে আকাঙ্খিত অর্থ প্রাপ্তি করায়. যে যেরূপ আকাঙ্খা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করে, তাহার সেই কামনানুযায়ী কাম্য লাভ করাও যাইতে পারে, তাহার অন্যথা হয় না এমন কি পরম পুরুষার্থ মুক্তি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয়।

এতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবা দেবত্বমাপ্নুবন্।
ঋষয়শ্চ মহাভাগা ব্রহ্মচর্য্যেণচাভবন্॥
এতেনৈব সগন্ধর্ব্বা রূপমপ্সরসোজয়ন্।
এতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ সূর্য্য অহ্নায় জায়তে॥

ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে দেবগণ দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, ঋষিগণ মহাভাগ হইয়াছেন, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ রূপ জয় করিয়াছেন, এবং জগৎ প্রকাশক সূর্য্য তাপাধিকার লাভ করিয়াছেন।

গৃহাশ্রমো জঘনে ব্রহ্মচর্য্যং হৃদোমম।
বক্ষস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসিস্থিতঃ॥

বৈরাজ পুরুষের জঙ্ঘা হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম জন্মিল।

বুঝা গেল বৈরাজ পুরুষের হৃদয়ের ধন ব্রহ্মচর্য্য সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য বৈরাজাংশ জীবেরও হৃদয়ের ধন। এহেন হৃদয়ের ধন হৃদয়ে না রাখিয়া, তাহা যে ত্যাগ করে, তদপেক্ষা মূঢ় আর কে হইতে পারে?

অসিদ্ধঃ তং বিজানীয়াম্নরম ব্রহ্মচারিণম্।
জরা মরণ সঙ্কীর্ণং সর্ব্বক্লেশ সমাশ্রয়ম্॥

যিনি জরামরণ সঙ্কীর্ণ ও সর্ব্ব ক্লেশভাজন হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে অসমর্থ তাহার জীবন নিষ্ফল। বুঝা গেল—

"ব্রহ্মচর্য্য-সারাৎসার"

ব্রহ্মের অষ্টগুণ যথা—দম, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা এবং অক্রোধ।
ব্রহ্মচর্য্যে ও ব্রহ্মে যখন অভেদ তখন ব্রহ্মচর্য্যও অষ্টগুণি।
ব্রহ্মচর্য্য সংসাধন পক্ষে 'দম' আবশ্যক। দম কি? শুন্।

দম।

(১৮) দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা, মন বশীভূত রাখা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তা।

ধর্ম্মস্য বিধয়োনৈকে যে বৈ প্রোক্তামহর্ষিভিঃ।
স্বং স্বং বিজ্ঞান মাশ্রিত্য দমস্তেষাং পরায়ণম্॥
দমংনিঃশ্রেয়সংপ্রাহু র্বৃদ্ধানিশ্চিত দর্শিনঃ।
ব্রাহ্মণস্যবিশেষেণ দমোধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
দমাত্তস্যক্রিয়াসিদ্ধির্যথাবদুপলভ্যতে।
দমোদানং তথা যজ্ঞানধীতং চাতিবর্ত্ততে॥
দমস্তেজোবর্দ্ধয়তি পবিত্রং চ দমঃ পরম্।
বিপাপ্মাতেজসা যুক্তঃ পুরুষোবিন্দতে মহৎ॥
দমেন সাদৃশংধর্ম্মং নান্যং লোকেষুশুশ্রুম।
দমোহি পরমোলোকে প্রশস্ত সর্ব্বধর্ম্মিণাম্॥
প্রেত্যচাত্র মনুষ্যেন্দ্র পরমং বিন্দতে সুখম্।
দমেন হি সমাযুক্তো মহান্তং ধর্ম্মমশ্নুতে॥
সুখংদান্তঃ প্রস্বপিতি সুখং চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং পর্য্যেতি লোকাংশ্চ মনশ্চাস্য প্রসীদতি॥
অদান্তঃ পুরুষঃ ক্লেশমভীক্ষ্ণং প্রতিপদ্যতে।
অনর্থাংশ্চ বন্ধনন্যান্ প্রসৃজত্যাত্ম দোষজান্॥
আশ্রমেষু চতুর্ষ্বাহুর্দ্দমমেবোত্তমং ব্রতম্।
তস্য লিঙ্গানি বক্ষ্যামি য়েষাং সমুদয়োদমঃ॥
ক্ষমাধৃতি রহিংসাচ সমতা সত্যমার্জ্জবম্।
ইন্দ্রিয়াভিজয়োদাক্ষ্যং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
অকার্পণ্যম সংরম্ভঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
অবিহিংসানুসূয়োচাপ্যেষাং সমুদয়োদমঃ॥

গুরুপূজাচ কৌরব্য দয়াভূতেষু পৌষুনম্।
জনবাদং মৃষাবাদং স্তুতিনিন্দা বিসর্জ্জনম্॥
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ দর্পংস্তম্ভং বিকত্থনম্।
রোষমীর্ষাবমানং চ নৈবদান্তো নিষেবতে॥
যচ্চপৈতামহংস্থানং ব্রহ্মরাশি সমুদ্ভবম্।
গুহায়াং পিহিতং নিত্যং তদ্দমেনাভি গম্যতে॥
দান্তস্য কিমরণ্যেন তথা দান্তস্য ভারত।
যত্রৈব নিবসেদ্দান্তস্তদরণ্যং সচাশ্রমঃ॥

মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞান বলে নানাপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযমই তাহাদের সকলের মতে সর্ব্বপ্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে মুক্তি লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। দমগুণ প্রভাবেই ব্রাহ্মণের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে, দমগুণ দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, লোকে দমগুণ প্রভাবেই পাপবিহীন তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে, দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারা যায়। দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রাসুখানুভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাহার অন্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণ বিহীন, তাহারে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে! চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি দমগুণ হইতে যে সমুদয় গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবন কর। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয় পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অনসূয়া গুরু পূজা প্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ, দমগুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রুর ব্যবহার মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বানিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ একবালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অনিত্য সুখ লাভে তাঁহার কখনই তৃপ্তি হয় না। দম গুণ প্রভাবেই হৃদপদ্ম নিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিতামহের তপোরাশি সমুদ্ভব গুহা মধ্যে আবৃত যে নিত্য লোক আছে, তাহা ইন্দ্রিয় বিজয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দমগুণ সম্পন্ন

ব্যক্তির অরণ্য গমনের প্রয়োজন কি? তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।

নিগৃহীতেন্দ্রিয় স্যাস্য কুর্ব্বাণস্য মনোবশে।
দেবতাস্তৎপ্রকাশন্তে হৃষ্টা যান্তিতমীশ্বরম্॥
ইন্দ্রিয়াণি মহৎপ্রেপ্সু নিয়চ্ছেদর্থ ধর্ম্ময়োঃ।
ইন্দ্রিয়ৈর্নিযতৈর্বুদ্ধির্বর্দ্ধতেঽগ্নিরিবেন্ধনৈঃ।
তাভিঃ সংযুক্ত মনসোব্রহ্মতৎ সম্প্রকাশতে।
শনৈশ্চাপগতে সত্ত্বে ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

যিনি ইন্দ্রিয় সমুদয়কে দমন এবং মনকে বশীভূত করেন, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়, প্রকাশানান্তর সংহৃষ্ট হইয়া পরমাহ্লাদে সেই যোগীশ্বরে প্রবেশ করে। যেমন ইন্ধন দ্বারা হুতাশন প্রবৃদ্ধ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত যাহার মন সংসক্ত হইয়াছে তাহার সকাশে সেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত হন এবং এই সমস্ত ইন্দ্রিয় অপগত হইলে সত্বমাত্রে অবস্থিত আত্মা ব্রহ্মরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন।

দান্তাঃ সর্ব্বত্র সুখিনো দান্তাঃ সর্ব্বত্র নির্বৃতাঃ।
যত্রেচ্ছা গামিনো দান্তাঃ সর্ব্ব শত্রু নিষুদনাঃ॥
প্রার্থয়ন্তি চযদ্দান্তা লভন্তে তন্ন সংশয়ঃ।
যুজ্যন্তে সর্ব্ব কামৈর্হিদান্তা সর্ব্বত্র পাণ্ডব।
ক্রোধো হন্তিহি যদ্দানং তস্মাদ্দানাৎ পরং দমঃ॥

দান্ত পুরুষেরা সর্ব্বত্র সুখ সম্ভোগ করেন এবং সকল স্থানেই নির্বৃত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যে স্থলে ইচ্ছা করেন তথায় গমন করিতে পারেন, তাঁহাদের কুত্রাপি গমনে প্রতিরোধ নাই অর্থাৎ অব্যাহত গতি, এবং সমস্ত শত্রুগণকে নিষুদন করেন, দান্ত পুরুষগণ যাহা প্রার্থনা করেন তাহা প্রাপ্ত হন সংশয় নাই। দান্ত পুরুষেরা সর্ব্ব কাম যুক্ত হইয়া থাকেন, দান অপেক্ষা দম বিশিষ্ট যে হেতু দাতা কুপিত হইতে পারেন কিন্তু দান্তা কুপিত হইতে পারেন না।

কামোলোভশ্চ দর্পশ্চ মন্যুর্নিদ্রা বিকত্থনম্।
মান ঈর্ষাশ্চ. শোকশ্চর্নৈতান্ দান্তো নিষেবতে

অজি ক্ষম শঠঃ শুদ্ধমেত দ্দান্তস্য লক্ষণম্।
আলোলুপস্তথাল্পেপ্সুঃ কামা নাম বিচিন্তিতা।
সমুদ্র কল্প পুরুষঃ সদান্ত পরিকীর্ত্তিতঃ॥

দান্ত ব্যক্তি কাম, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, আত্মশ্লাঘা, অভিমান, ঈর্ষা ও শোকের সেবা করেন না। যিনি কুটিলতা ও শঠতা পরিবর্জ্জিত, শুদ্ধ, অলোলুপ ও কামনা-পরাঙ্মুখ, তিনি সমুদ্র কল্প গভীর দান্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন।

(১৮) ব্রহ্মচর্য্য যাহা ব্রহ্ম ও তাহা। ইঁহার লয় নাই, ক্ষয় নাই, ছেদ, ভেদ, দাহ নাই, মহাপ্রলয়েও নিত্য, যাহা ভূলোক, দ্যুলোক, দেবলোকের ধ্বংসকালেও দেদীপ্যমান, যাহা সর্ব্ব কালের অতীত, কালের ধ্বংসে, স্থূল সূক্ষ্ম উভয়েরই সংহারে যাহার সত্তা সম-ভাবে বিদ্যমান।

আর্য্য প্রভাব

মহান্‌ব্রতাধিকারী।

যে ব্রত সর্ব্বশক্তি সমন্বিত, সর্ব্ব সিদ্ধি নিষেবিত, যাহাতে সুরত্ব, ধীরত্ব, দক্ষত্ব, গাম্ভী-র্য্যত্ব, একাগ্রত্ব, বিরাজিত, যাহা ধারণে রোগ; শোক জরা মৃত্যুও সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্ত হওয়া যায়, যাহার রক্ষণে ক্ষুদা, তৃষ্ণা, মোহ নিদ্রায় অভিভূত না হইয়া পারা যায় সেই ব্রতে অধিকারী কে?

সমুদ্র কল্প গম্ভীর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, ক্লেশ, পরিশ্রম, অসত্য, আকাঙ্খা, আশঙ্খা, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা বর্জ্জিত মহাদান্ত মহাব্রতী পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যধারী কেহ আছে? যে ব্রতে পূর্ণানন্দ, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণজ্ঞান বিরাজিত সেই ব্রতে সিদ্ধেশ্বর কেহ আছে? যদি থাকেন তবে তিনিই জীবনন্‌ শিব, প্রাণীনন্‌ মহাপ্রাণী, অনিত্যানন্‌ নিত্য, অসত্যানন্‌ সত্য। বিশ্বে এবম্ভূত ব্রহ্মতুল্য ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রতে মহাঅধিকারী মহাব্রতেশ্বর কে? ব্রহ্ম জাতি যে। সে কে? বলা যাইতেছে—

এই ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রতের সিদ্ধ ক্ষেত্র সপ্ত স্বর্গ সপ্তমর্ত্ত, সপ্ত পাতাল নয়, কেননা তাহা ভোগ স্থান। একমাত্র বিশ্ব কেন্দ্র ভারতই এই মহাব্রতের সিদ্ধ ক্ষেত্র, কেননা ভারত কর্ম্ম স্থান। ভারতের স্থানে এমহাব্রত ধৃত রহিবেনা, প্রত্যুত খণ্ডিতই হইবে।

দেব, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ এ ব্রতে অধিকারী নয় কেননা প্রকৃতি বার্য্যত্বাৎ। প্রকৃতি বারিত কেন ? ভোগ যোনীত্বাৎ। ইহারা ভোগ যোনী।তবে ইহার অধিকারী কে ? আর্য্য। কেন ? কর্ম্ম যোনীত্বাৎ। আর্য্যেরা কর্ম্ম যোনী, আর্য্যেরই কর্ম্মে অধিকার সুতরাং এত ধারণেও অধিকারী। আর্য্যেতর জাতি ভোগ জাতি অর্থাৎ ভারতের আর্য্য জাতির কর্ম্ম বৈষম্যত্বই আব্রহ্ম কীট ভোগ যোনি সুতরাং অনধিকারী। আর্য্য তর জাতি এই ব্রত ধারণ করিলে সিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত ভ্রষ্ট হইবে প্রকৃতির ইহাই নিয়ম। এই অখণ্ড অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত নাই ভূলোকে নাই দ্যুলোকে, নাই শিবলোকে নাই ব্রহ্মলোকে, নাই বৈকুণ্ঠে নাই গোলোকে, নাই চন্দ্রলোকে নাই ইন্দ্রলোকে, নাই সূর্য্যলোকে নাই যমলোকে, নাই গন্ধর্ব্বলোকে নাই প্রজাপতি লোকে একমাত্র আছে তাহা ভারতে। ইহা নাই, রক্ষে নাই যক্ষে, নাই সুরে নাই অসুরে নাই মানবে নাই দানবে একমাত্র আছে তাহা আর্য্যে। ইহার অংশিদার নাই, অন্য কেহ ছলে, বলে, কৌশলে ইহা অধিকার করিতে পারে না। সুতরাং ইহাই ভারতে আর্য্য জাতির অলৌকিক মহাসম্পত্তি। এই মহাসম্পত্তির মহাসম্রাট একমাত্র আর্য্যজাতি। ইহার অলৌকিক উত্তরাধিকারী একমাত্র আর্য্যজাতি। এই ব্রহ্ম তুল্য ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী আর্য্যজাতি সুতরাং ব্রহ্মজাতি। সুতরাং আর্য্যজাতি এই মহা ব্রহ্ম ব্রতের অধিকারী সুতরাং সর্ব্ব শক্তিমান। শৃগাল তাড়নে ভীত এই কি সেই সর্ব্ব শক্তি মান আর্য্য শক্তি ? সেই শক্তি কোথায় লুকাইল ? ব্রহ্মচর্য্য যেখানে লীন হইল। পুনঃ ব্রহ্মচর্য্য যবে জাগিবে, তবে ব্রহ্ম শক্তি আর্য্য শক্তি ও উদ্ভুত হইবে।

যাঁদের ব্রহ্মচর্য্য আছে, তাঁদের সকলি আছে ; যাদের ব্রহ্মচর্য্য নাই, তাদের কিছুই নাই। যাঁদের ব্রহ্মচর্য্য আছে, তাঁদের নাই স্থান শূন্য, যাদের ব্রহ্মচর্য্য নাই, তাদের আছে স্থান শূন্য। যাঁদের ব্রহ্মচর্য্য আছে, তাঁদের আছে বলিয়া সকলি আছে, যাদের ব্রহ্মচর্য্য নাই তাদের নাই বলিয়া কিছুই নাই।

আর্য্য মাত্রই সপ্রাণ, কেননা ব্রহ্ম প্রাণ যে ব্রহ্মচর্য্য তাহা আর্য্যতেই অবস্থিতি করে। ঈশ্বর একমাত্র আর্য্যকেই এই মহাপ্রাণ মহাশক্তির অধিকারী করিয়াছেন সুতরাং একমাত্র আর্য্যই প্রাণবন্ত ও নিত্য, সুতরাং প্রাগ্‌ধ্বংশাভাব রহিত, আর্য্যেতরের অধিকার নাই সুতরাং প্রাণ ও নাই, প্রাণ হীনের অস্তিত্ব কতক্ষণ ? আর্য্যেতর প্রাণি ক্ষণ ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী অনিত্য। আর্য্যের একের অভাবে সকল অভাব হইয়াছে, এখন আর্য্যের সেই বল নাই, বুদ্ধি নাই, মেধা নাই, স্মৃতি নাই, শক্তি নাই সামর্থ নাই, স্বাস্থ্য নাই, সুখ নাই। মুখ্য প্রাণ মহাশক্তি ব্রহ্মচর্য্য আজ আর্য্য হারাইয়াছে। তাই এত দুর্দশা কিন্তু অস্তিত্ব আছে, অন্য হইলে থাকিত না ; অনাদি নিধন আর্য্য কখনো ভগ্নাংশে অবস্থিতি করে, কখনো পূর্ণে অবস্থিতি করে এই মাত্র বিশেষ ; যখন ভগ্নাংশে অবস্থিতি করে তখনই মশা, মাছি, শিয়াল কুকুরে দংশন করে, আর যখন পূর্ণাংশে

অবস্থিতি করে তখন যম, কাল, মৃত্যু কেহই নিকটে ঘেঁসে না, সকলেই ত্রাসিত হয়। এই ভগ্নাংশ পূরণে আর্য্য যখন চেষ্টিত হইবে তখনই সমস্ত অভাব পূরণ হইবে, সর্ব্ব-শক্তিলাভ হইবে। হে আর্য্য! আর ভগ্নাংশে অবস্থিতি ক'র না, উঠ, নিদ্রাত্যাগ কর, শক্তি সঞ্চালন কর, জাগ, মহাশক্তিকে জাগাও, পশু শক্তি দমন কর; ইহার বেশী কি বলিব?

দ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রকাশ।

ব্রহ্মচর্য্যেও ব্রহ্মে অভেদ। ব্রহ্ম দুইভাগে বিভক্ত,—এক অখণ্ড আর এক খণ্ড। যদিও পূর্ণ পদার্থের খণ্ড বা বিভাগ নাই তথাপি মায়া দ্বারা অস্মদাদির জ্ঞানে খণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। গীতাতেও ব্রহ্মাংশ স্বীকার করিয়াছেন যথা—মমৈবাংশো জীব-লোকে জীবভূতঃ সনাতন। তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যও দুইভাগে বিভক্ত এক পূর্ণ বা অখণ্ড অস্খলিত আর অপূর্ণ খণ্ড বা স্খলিত ব্রহ্মচর্য্য। যাহার জীবনে মুহূর্ত্তের তরে এক বিন্দুও শুক্র ক্ষরিত হয় নাই তাহাই পূর্ণ অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ব্রত। আর যাহার জীবনে মুহূর্ত্তের তরে একবিন্দু শুক্রও ক্ষরিত হইয়াছে তাহা খণ্ড ব্রহ্মচর্য্য। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য একই প্রকার ইহার আর ভাগ নাই। আর খণ্ড ব্রহ্মচর্য্য বহুভাগে বিভক্ত; কেহ কেহ সাংবাৎসরিক, কেহ ষাণ্মাসিক, কেহ কেহ কোন কার্য্য উদ্ধার পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করে। ইহার কণিষ্ঠ বৃত্তি মাসেকের মধ্যে একদিন অর্থাৎ স্ত্রী-ঋতুর চতুর্থ দিনে একবার মাত্র স্ত্রীসহবাস, ইহার নীচে যাহা তাহা আচার নয় অনা-চার, দম নয় বেদম। যে চেতনের বিন্দুচ্যুত হইয়াছে তাহারই নাম জীব, আর যে চেতনের বিন্দুচ্যুত হয় নাই তিনিই শিব। অখণ্ড ব্রহ্মচারী আর পূর্ণব্রহ্ম একই পদার্থ। ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বশক্তিমান, অখণ্ড ব্রহ্মচারীও সর্ব্বশক্তিমান। শক্তি শুক্র মূলক। ব্রহ্মচর্য্য যার অখণ্ডিত, শুক্র যার অস্খলিত তার শক্তিও অখণ্ডিত সুতরাং পূর্ণ। আর যার ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডিত, শুক্র স্খলিত তার শক্তিও খণ্ডিত সুতরাং অপূর্ণ। যাহার শুক্র একবিন্দুও স্খলিত হইয়াছে তাহার ব্রহ্মচর্য্যও খণ্ডিত হইয়াছে; যে হেতু ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডিত হইয়াছে সেই হেতু অখণ্ড শক্তিমান হইতে ন্যূন শক্তিমানও হইয়াছে। জগতে সর্ব্বশক্তির মূল ব্রহ্মচর্য্য শক্তি, সেই আচার যদি খণ্ডিত হয় তাহা হইলে শক্তিও খণ্ডিত হইবে, আর তাহা যদি অখণ্ড হয় তবে শক্তিও অসীম হইবে। ব্রহ্মচর্য্য অনুযায়ী জগতে শক্তির তারতম্য হইয়াছে। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য থাকিলে পূর্ণব্রহ্ম শক্তিও আয়ত্ত থাকিবে, আর খণ্ড

ব্রহ্মচর্য্য থাকিলে খণ্ড শক্তিমান হইবে। অতএব অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য আর পূর্ণ ব্রহ্মশক্তি একই কথা। ব্রহ্মচর্য্য যতভাগে খণ্ডিত হইবে, শক্তিও তত ভাগে বিভক্ত হইবে, খণ্ড শক্তিতে ও অখণ্ড শক্তিতে তত বিভিন্ন হইবে। আমরা বিশ্বে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সমস্তই দেখি খণ্ড শক্তির খেলা। আব্রহ্ম কীট সকলেই খণ্ড শক্তিমান। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, স্বপ্নে হউক জাগ্রতে হউক সকলেরই বীর্য্য চ্যুত হইয়াছে সুতরাং শক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে সুতরাং খণ্ড শক্তিমান। যদি বল ইহার প্রমাণ? স্ব স্ব অন্তঃকরণ। নিজ নিজ অন্তঃকরণকে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহার মিমাংসা হইতে পারে। আব্রহ্ম কীট এমন কোন প্রাণী নাই যে বলিবে তাহার জীবনে মুহূর্ত্তের তরে এক বিন্দুও বীর্য্য স্খলিত হয় নাই। আব্রহ্ম কীট সকলের শুক্রই স্খলিত বীর্য্যবিচ্যুত, শক্তি খণ্ডিত সুতরাং অপূর্ণ। হরিহর বিরিঞ্চ্যাদি সকলেই দার পরিগ্রহী সুতরাং স্ত্রীসম্ভোগী সুতরাং বীর্য্য-বিচ্যুতি, সুতরাং পূর্ণশক্তি অধৃতী সুতরাং খণ্ড শক্তিমান।

আমরা শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে পাই বিশ্বে ত্রিশক্তি কার্য্য করিতেছে—বৈষ্ণবীশক্তি, ব্রাহ্মী শক্তিও শৈবীশক্তি, এই ত্রিশক্তির উপর কোন শক্তি নাই এবং এই ত্রিশক্তি না করিতে পারে এমন কোন কার্য্য নাই। যাহা এই ত্রিশক্তির উপর তাহা পূর্ণ ঈশ্বর শক্তি এবং যাহা এই ত্রিশক্তির অতীত কার্য্য তাহা ঈশ্বর কার্য্য।

বিশ্বে এমন কি কার্য্য আছে যাহা এই ত্রিশক্তি করিতে পারে নাই? বিশ্বে এমন কোন কার্য্য আছে যাহার কাছে এই ত্রিশক্তিও পরাহত? যাহা আদি শরীরি হরিহর ব্রহ্মাদি জন্য তৃতীয় ঈশ্বর বা করিতে পারে নাই, যে কার্য্যের নিকট এই ত্রিশক্তিও পরাহত তাহা যে ব্রহ্মকার্য্য এবং সে শক্তি যে ব্রহ্মশক্তি তাহা স্বতসিদ্ধ। এবং ইহা আরো স্বীকার করিতে হইবে সে কার্য্য যে করিতে পারিয়াছে সে দ্বিতীয় ব্রহ্ম। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অপূর্ণ শক্তি হইতে পূর্ণ শক্তি শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে অপূর্ণ তৃতীয় ঈশ্বর হইতে পূর্ণ দ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় ব্রহ্ম যদি পূর্ণ শক্তিমানই হইল তবে একমেবাদ্বিতীয়ং নাম না হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাম হইল কেন? জন্ম হেতু। পূর্ণ অখণ্ড শক্তির অখণ্ডাবির্ভাব যাহা তাহাই দ্বিতীয় ব্রহ্ম বা অখণ্ড শক্তির যাহা ব্যক্তাবস্থা তাহাই দ্বিতীয় ঈশ্বর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঈশ্বরে বিভিন্ন এই—দ্বিতীয় ঈশ্বর অখণ্ড পূর্ণ শক্তিমান, শক্তিতার বশ, শক্তির অধিপতি ও এক-মাত্র। পক্ষান্তরে তৃতীয় ঈশ্বর খণ্ড অপূর্ণ শক্তিমান, শক্তি বশ ও বহু অপিচ অস্মদাদির ন্যায় বলীবর্দ্ধ। এই দ্বিতীয় ব্রহ্ম শক্তিকে বিশ্ব হইতে পৃথক করিয়া নিলে যত কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে সকলই খণ্ড শক্তি। একমাত্র দ্বিতীয় ব্রহ্ম শক্তিই বিশ্বে পূর্ণ শক্তি।

একমাত্র মহান একমেবাদ্বিতীয়ং; পূর্ণব্রহ্ম জন্ম হেতু দ্বিতীয় ঈশ্বর নামধারণ করি-

য়াছেন। ভারতে আর্য্য ক্ষেত্রে এই শক্তির আবির্ভাব। আর্য্য ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এই মহান দ্বিতীয় ব্রহ্ম শক্তি প্রাকৃতিক শক্ত্যাতিত শক্তি প্রকাশ করিতেছেন এবং সহস্রাংশু প্রভায় ব্রহ্মলোকাতিত লোক উদ্ভাবিত করিতেছেন। এই শক্তির নাম কি? বিশ্বে এমন কি কার্য্য আছে যদ্বারা দ্বিতীয় ব্রহ্মত্বলাভ করা যায়? সে কার্য্য কি? বিশ্বে এমন কি কার্য্য আছে যাহার নিকট ত্রিলোকীর সকলেই পরাহত সে কার্য্যের নাম কি? তাহার নাম "অখণ্ড-অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বা চির কৌমার ব্রত"। ইহার নিকট ত্রিলোকীর সকলেই পরাহত।

এই ব্রতধারণ করিয়া চিরকুমার নাম গ্রহণ করিয়াছেন এমন কুমার কেহ আছেন? সে কে? বিশ্বে এই মহাব্রত ধারণ করিয়াছেন কে? দ্বিতীয় ব্রহ্ম যে। সুরাসুর অসাধ্য এই ভীষণ কর্ম্মচারী কে? "ভীষ্ম যে"। যিনি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছে: তিনিই একমাত্র "ভীষ্মদেব"। হনুমান ও ভীষ্মদেব ব্যতীত এই মহান্ ব্রত ধারণ এই মহাভীষণ কর্ম্ম—বিশ্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। তবে হনুমান দ্বিতীয় ঈশ্বর না হয় কেন? মোহাক্রান্ত পশু জন্ম হেতু। ভীষণ কর্ম্মত্বাৎ ভীষ্ম; যিনি সকল শক্তির অসাধ্য ভীষণ কর্ম্ম করিয়াছেন তিনিই ভীষ্ম। ভীষণং ভীষণানাং যিনি ভয়েরও ভয়, মৃত্যুর মৃত্যু, যে শক্তির নিকট ভয়ও ভয় পায়, মৃত্যু পরাহত হয়, মৃত্যুপতি আতঙ্কিত হয় তিনিই ভীষ্ম। তিনি বলিতেছেন—

"ব্রহ্মচর্য্য করিনু গ্রহন"॥

কাঁপাইল ত্রিভুবন।
প্রতিধ্বনি উঠিল গগনে।
ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধদেশে ব্রহ্মার ভবন।
কমল আসনে বসি, প্রতিধ্বনি কাণে পশি,
রোমাঞ্চিত কলেবর কমল আনন॥
প্রতিধ্বনি পশিল পাতালে।
মাতিল বলির প্রাণ, দ্বারে স্তব্ধ ভগবান,
কাঁপিল অনন্ত ফণা অনন্ত দেব আবাসে।
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা শুনি, হর্ষিত হয়ে অমনি,
সঙ্গে লয়ে যত দেবগণ।
আকাশ বিমানে থাকি, সঙ্গে মুনি ঋষি আদি,
পুষ্পবৃষ্টি করে বরিষণ॥
বিস্মিত অন্তরে জ্ঞানি, ধ্যান ছাড়ি যত মুনি,
পুলকিত সবার অন্তর।

রুদ্রাদিত্য ইন্দ্র চন্দ্র, সনকাদি যোগীবৃন্দ,
করিতেছে সবে বিশ্বয়ে দর্শন ॥

আজ মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোকবাসী দেব ঋষিবৃন্দ, সনকাদি যোগী-বৃন্দ পুলকিত, সকলে আনন্দে বেদধ্বনি করিতেছেন, গন্ধর্বলোক নৃত্য করিতেছে। কেন পুলকিত? অপূর্ণ সৃষ্টি পূর্ণ হইল বলিয়া! এতদিন সৃষ্টি অসামঞ্জস্য ছিল; অপূর্ণ ছিল, কি এক শক্তির অভাব ছিল, তাহা আজ পূর্ণ হইল। আমরা বিশ্বে যাহা কিছু অনুভব করি সকলই যেন যুগলরূপে দণ্ডায়মান, দুই পদার্থ পাশাপাশি, ঘেষাঘেষি হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, একজন থাকিলে আর একজনও আছে, যথা প্রকৃতি-পুরুষ; সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ; খণ্ড অখণ্ড; পূর্ণ অপূর্ণ ইত্যাদি। যেখানে একের অস্তিত্ব সেখানে দুইয়েরই অবস্থিতি; সুখ থাকিলেই দুঃখ; হর্ষ থাকিলেই বিষাদ ইহা অবশ্যম্ভাবী; খণ্ড থাকিলে অখণ্ড থাকিবে, অপূর্ণ থাকিলে পূর্ণও থাকিবে; কিন্তু এতদিন তাহা ছিল না, আজ তাহা হইল। এতদিন বিশ্বে খণ্ড, অপূর্ণ শক্তিই বিরাজিত ছিল, অখণ্ড পূর্ণ শক্তির অভাব ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইল। এতদিন বিশ্বে খণ্ডানন্দ, খণ্ডজ্ঞান বিরাজমান ছিল, খণ্ড শক্তিমানের বিকাশ ছিল, অখণ্ড শক্তিমানের অবিকাশ ছিল; আজ পূর্ণানন্দের পূর্ণজ্ঞানীর আবির্ভাব হইল; পূর্ণ শক্তিমানের পূর্ণপ্রকাশ প্রকাশিত হইল; সৃষ্টি পূর্ণ হইল।

অপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যধারী বিশ্বে, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যধারী-চির কৌমার ব্রতী -দ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রকটিত হইল, অব্যক্ত ব্যক্ত হইল, অবাঙ্মনসোগোচর বাক্মনের বিষয়ীভূত হইল অপূর্ণ সৃষ্টি পূর্ণ হইল, বিশ্ব পুলকিত হইল। সেই অখণ্ড অস্খলিত পূর্ণব্রহ্মচর্য্যধারী - চির কৌমার ব্রতী—দ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থের নাম "ভীষ্ম"

ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মে অভেদ। ব্রহ্মচর্য্য যে পরিমাণে ছেদ ভেদ, ব্রহ্মও সেই পরিমাণ ছেদ ভেদ; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য যে পরিমাণ অভেদ, অছেদ, ব্রহ্মও সেই পরিমাণ অভেদ অছেদ সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যও যাহা পূর্ণব্রহ্মও তাহা; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণাবয়ব ভীষ্মও যাহা পূর্ণব্রহ্মও তাহা; সুতরাং যাহা পূর্ণব্রহ্ম তাহাই "ভীষ্ম"।

ভীষ্ম।

—(☺)—

কোন পদার্থের নাম ভীষ্ম ?

(১) সপ্রপঞ্চ প্রকৃতিং ভিত্বা যৎতিষ্ঠতীতি "ভীষ্মঃ"। সগৌর বিশ্ব প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া অতীতে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন তিনিই ভীষ্ম। ত্রিগুণ মায়াডোরে যিনি বদ্ধ হন নাই, আদ্যাশক্তি মূলাপ্রকৃতি যাঁহাকে বশ করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে মহাশক্তিকে বশে রাখিয়া যিনি শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, সুতরাং ত্রিগুণ প্রপঞ্চাত্মক প্রকৃতি ভেদ করিয়া যে পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে তাহাই 'ভীষ্ম'।

(২) যাহা ব্রহ্মানুরূপ দ্বিতীয় পদার্থ তাহাই ভীষ্ম।

(৩) যে ব্রহ্ম সানুমেয় ও সপ্রত্যক্য তাহাই ভীষ্ম।

(৪) অব্যক্ত নিরাকার পূর্ণব্রহ্মের ব্যক্ত সাকার পূর্ণ আবির্ভাব যাহা তাহাই ভীষ্ম।

(৫) নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের মহাক্রিয়াবস্থাই ভীষ্ম।

(৬) সমস্ত পূর্ণত্বের একাধার যাহা তাহাই ভীষ্ম।

(৭) যাহা অচ্যুত তাহাই ভীষ্ম। বিকার হেতু যাহাতে কোন সদ্‌গুণের বিচ্যুতি নাই তাহাই অচ্যুত, সুতরাং সমস্ত সদ্‌গুণের একাধার যে পদার্থ তাহাই ভীষ্ম।

(৮) অবিভাজ্য যে শক্তি, জ্ঞান ও ভগ তাহাই ভীষ্ম।

(৯) ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণাবয়ব যাহা তাহাই ভীষ্ম! বিশ্বকেন্দ্র ভারতে আর্য্যকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া যিনি বলিতে পারেন আমি এক মুহূর্ত্তের তরেও বিন্দুচ্যুত হই নাই, বীর্য্য খণ্ডিত হই নাই বা ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হই নাই তিনিই ভীষ্ম। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক; সজ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, জাগ্রতে হউক স্বপ্নে হউক, বিশ্বে এমন কোন প্রাণি নাই, আব্রহ্ম কীট, যে বলিতে পারে আমার জীবনে একবিন্দুও বিন্দুচ্যুত হই নাই, যাহার তাহা নয় নাই, যিনি তাহা বলিতে পারেন তিনিই ভীষ্ম।

(১০) বীর্য্যময় বিগ্রহ বা সারাৎসার তনু যাহা তাহাই ভীষ্ম।

(১১) যাহা মহা আনন্দ অর্থাৎ পূর্ণানন্দের পূর্ণ আধার যাহা তাহাই ভীষ্ম।

(১২) যাহা মহামার্ত্তণ্ড অর্থাৎ যাহাতে পূর্ণ তেজের পূর্ণ সমাবেশ তাহাই ভীষ্ম।

(১৩) যাহা মহাশক্তি অর্থাৎ পূর্ণশক্তির পূর্ণাধার তাহাই ভীষ্ম।

(১৪) যাহা মহাপ্রাজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানের পূর্ণ আধার তাহাই ভীষ্ম।

(১৫) যিনি পূর্ণ ভগবান তিনিই ভীষ্ম।

(১৬) বিশ্বে একমাত্র অজেয় যে পদার্থ বা যিনি ষড়ূর্ম্মিরহিত অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, ব্যাধি, জরা, মৃত্যুবর্জ্জিত মহা মৃত্যুঞ্জয় তিনিই ভীষ্ম।

(১৭) বিশ্বে একমাত্র স্বাধীন যে পদার্থ বা যিনি অষ্টাদশ মহা দোষবর্জ্জিত তিনিই ভীষ্ম।

(১৮) যিনি পূর্ণ ভোগী তিনিই ভীষ্ম।

(১৯) যিনি পূর্ণ সন্ন্যাসী তিনিই ভীষ্ম।

(২০) যিনি মহা আপ্ত তিনিই ভীষ্ম।

(২১) বিশ্বোদ্যানে যাহা কল্পবৃক্ষ তাহাই ভীষ্ম।

ভীষ্মতনু ও বিশ্বতনু।

তন্+উ=তনু। তন্ ধাতু বিস্তৃত হওয়া, যাহা বিস্তৃত হয় তাহাই তনু।

নিষেক গর্ভ জন্মানি বাল্য কৌমার যৌবনং।
বয়োমধ্যং জরামৃত্যু রিত্যবস্থা স্তনোর্ণবঃ॥

নিষেক—জঠরে প্রবেশ, গর্ভ—জঠরে বৃদ্ধি, জন্ম—মাতৃজঠর হইতে নিক্রমণ, বাল্য—পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত, কৌমার—পৌগণ্ড ও কৈশোর ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, যৌবন—পঁয়তাল্লিশ বর্ষ পর্য্যন্ত মধ্য বয়স—পঁয়ষট্টি পর্য্যন্ত; তদুপরি জরা ও মৃত্যু এই নয় অবস্থা দ্বারা যাহা বিস্তৃত হয় তাহাই তনু।

তনু শব্দের অর্থ শরীর। শীর্য্যতে রোগাদিনাং যৎতৎ শরীরং অর্থাৎ যাহা রোগের দ্বারা শীর্ণ তাহাই শরীর। শরীর তিনপ্রকার—স্থুল শরীর, লিঙ্গশরীর ও কারণ শরীর। লয়ের দ্বারা লীন হয় বলিয়া লিঙ্গ শরীর নাম হইয়াছে। লিঙ্গ শরীরের আর এক নাম সূক্ষ্ম শরীর। স্থুল শরীর মৃত্যুতে ধ্বংস হয়, লিঙ্গ শরীর মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়, কারণশরীর মুক্তিতে ধ্বংস হয়। স্থুলশরীর স্থুল পাঞ্চভৌতিক, সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক কারণশরীর কারণ পাঞ্চভৌতিক। সকলেরই কারণ শরীর অব্যক্ত অনাত্মা মূলাপ্রকৃতি এবং সকলেরই সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়বাত্মক অর্থাৎ পঞ্চ সূক্ষ্মভৌতিক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ মন ও বুদ্ধি। সূক্ষ্ম শরীর আছে ইহার প্রামাণ? প্রাণিমাত্রেরই বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নয়; অবশ্য তাহার আশ্রয় আছে। অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত অস্থিপঞ্জরে অবস্থিত নহে, নিরুপাধিক আত্মাতেও অবস্থিত নহে; নিরুপাধিক আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নিধর্ম্মক, সুতরাং বুদ্ধির পৃথক আশ্রয় কল্পনীয় বা অনুমেয়। যাহা বুদ্ধির আশ্রয় তাহাই সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গ শরীর। সূক্ষ্ম শরীর যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম, অত্যন্ত সূক্ষ্মতা হেতু শিলামধ্যে প্রবেশক্ষম, সর্ব্বত্র অব্যাহত গতি, সেইহেতু ইহা চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোচ্য। যাহার মূর্ত্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ, কে তাহাকে দেখিতে পায়? কেই বা তাহাকে ছেদ, ভেদ, দাহ করিতে পারে? জীব সকল শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, যে কোন জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, সেই সমস্তই তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্ম শরীরে অতি সূক্ষ্মভাবে বীজে অঙ্কুর শক্তির ন্যায় থাকিয়া যাইতেছে। সে থাকার নাম বাসনা বা সংস্কার। সেই সকল সংস্কার বা বাসনা তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। জীবের

সমস্ত ক্রিয়াই সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গশরীরে অদৃশ্যরূপে অঙ্কিত থাকে, ছাপ বা দাগ লাগার ন্যায় হইয়া থাকে। কালক্রমে সেই সকল দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে অর্থাৎ জীবকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে। সেই সকল দাগের বা সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য ইত্যাদি। মধ্যে পশু, মানব, দেবতাদি জাতি, স্বর্গাদি দেশ, যুগাদিকালও শত শত নিদ্রাদি পরিবর্ত্তন হইয়া গেলেও সে কর্ম্ম, সে পাপ পুণ্য সে সংস্কার লুপ্ত হয় না, কালান্তরে, দেশান্তরে ও অবস্থান্তরে গিয়া উদ্বুদ্ধ হয়, স্মৃতি বা স্মরণ জন্মায়, মধ্যে ব্যবধান আছে বলিয়া ব্যহত বা লুপ্ত হয় না। মনে কর, তুমি মনুষ্য জীবনে অনেক পাপ পুণ্য করিয়াছ, তোমার মৃত্যু হইল, তুমি দেব কি পশু শরীর ধারণ করিলে তোমার মনুষ্য জীবনের বাসনা এখন লীন থাকিল, আবার যখন মনুষ্য শরীর ধারণ করিবে, তখন তোমার সেই বাসনা, মনুষ্যোচিত কর্ম্ম প্রবুদ্ধ হইবে। সেই কর্ম্মবীজ হইতেই আবার সেই সেই পূর্ব্বানুভূত কর্ম্মের অনুরূপ অঙ্কুর জন্মে এবং সেই সেই অঙ্কুর আবার শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পুনর্ব্বার তৎসদৃশ অন্যান্য কর্ম্ম-বীজ উৎপাদন করে; জীব এইরূপ নিয়মের অধীন হইয়াই সংসার চক্রে ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ নাই। সূক্ষ্ম শরীরের উপর ভোগায়তন ষাট্‌কৌশিক শরীর ধারণ করিয়া জীবের ভোগ নিষ্পন্ন হয়। সূক্ষ্ম শরীরই যাতায়াত করে। যাবৎ না প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎকাল ইহপরলোক গমনাগমন করে, ইহারি নাম জন্ম মৃত্যু। ষাট্‌ কৌশিক শরীর ত্বক, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা দ্বারা নির্ম্মিত। সকল জীবেরই ভিতরে লিঙ্গ দেহ, উপরে স্থূল দেহ। স্থূলদেহ ফেলিয়া লিঙ্গদেহ দেহান্তর গ্রহণ করে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
ন বানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহি ॥

লোক যেমন জীর্ণ বেশ ছাড়িয়া অন্য অভিনব নূতন বেশ গ্রহণ করে; লিঙ্গদেহের দেহান্তর গ্রহণও তদ্রূপ। রঙ্গালয়ের অভিনেতা রাজা প্রজা কত সাজে সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখা দেয়, লিঙ্গদেহও নানা সাজে নানা আকারে সংসারে দেখা দিয়া থাকে। এমন বিভিন্ন সাজসজ্জা প্রকৃতির প্রভাবেই মিলিয়া থাকে। বিনা ভোগে কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। কর্ম্মভোগের জন্যই শরীর ধারণ, জন্মগ্রহণ। জীবের যখন কর্ম্ম ভোগ শেষ হয় নাই, কর্ম্ম ধ্বংসও হয় নাই, প্রলয় হউক বা মহাপ্রলয়ই হউক তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে, অনিবার্য্য শরীর ধারণ করিবেই করিবে। তবে কিনা মহাপ্রলয়ে লিঙ্গ

শরীর ধ্বংস হইলেও কারণশরীর বর্ত্তমান থাকে; লিঙ্গ শরীরের সংস্কার, কর্ম্মবাসনা কারণ শরীরে লীন থাকে, পুনঃ সৃষ্টিকালে জীব কারণ শরীর হইতে কর্ম্মকূট সংগ্রহ করিয়া লিঙ্গ শরীর ও স্থূলশরীর ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে সংসারে আবির্ভূত হন। ইহারি নাম জন্ম বা সৃষ্টি। জীবের কারণশরীর ও লিঙ্গশরীর সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র ভোগায়তন স্থূল শরীরেরই পার্থক্য আছে। ভোগায়তন স্থূলশরীর চার প্রকার যথা— পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গমাদির শরীর পার্থিব পরমাণু বহুল। দৈব শরীর আট প্রকার যথা—ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, ঐন্দ্র, বারুণ, গান্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ ও পৈশাচ। এই আট শ্রেণীর দেহ পরস্পর বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ও বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন। বরুণ লোকবাসীদের শরীর জলীয় পরমাণু বহুল। ইন্দ্রাদির শরীর তৈজস পরমাণু বহুল। পিশাচাদির শরীর বায়বীয় পরমাণু বহুল: ব্রাহ্মপ্রজা-পত্যাদির শরীর কারণ তৈজস বহুল। এই সমস্ত শরীরই বিকারী ছেদ্য, ভেদ্য, দাহ্যাক্রান্ত, শ্রান্তি ক্লান্তিযুক্ত, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অভিভূত, ব্যাধির দ্বারায় ক্লেশিত, জরা দ্বারা জর্জ্জরিত, মৃত্যু কর্তৃক গ্রাসিত। এই সমস্ত শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন প্রপঞ্চ ভূতাতীত নির্ব্বিকারী আনন্দময় তনু আছে, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য তনু বা শুক্রময় তনু। এই শরীর ধারণ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সৃষ্টিতে মাত্র দুইজন এই শরীর ধারণ করিয়াছিলেন এক হনুমান আর ভীষ্মদেব। শুক্রময় তনু কি তাহা শুন—

শুক্রময় তনু

বা

অভেদ ভীষ্ম তনু ও ভেদ বিশ্ব তনু

শুক্রই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই শুক্র। ব্রহ্ম শরীর শুক্রময়। যে শরীর শুক্রময় তাহাই অবিকারী সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মতনু। কোন তনু শুক্রময়? যে তনু হইতে এক বিন্দুও শুক্র চ্যুত হয় নাই, বিকৃত ও হয় নাই তাহাই নির্ব্বিকারী শুক্রময় তনু। আর যে তনু হইতে এক বিন্দুও শুক্র ক্ষরিত হইয়াছে তাহাই বিকারী তনু। আব্রহ্ম কীট সকলেরই তনু হইতে শুক্রচ্যুত হইয়াছে, সার পদার্থ নির্গত হইয়াগিয়াছে সুতরাং সে সমস্ত তনুই অসার বিকারী তনু।

সাচ পৃথিব্যাদীনাং যঃ সারভাগস্তদতিশয়রূপা অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোমের অতিশয় সাররূপ যে পদার্থ তাহাই শুক্র। আমরা আহারের দ্বারা পঞ্চভূত হইতে সার পদার্থ আকর্ষণ করিয়া নিয়া শরীর পোষণ করি। সেই সার পদার্থ পুনঃ পুনঃ রক্ত মধ্যে পরিগৃহীত ও পরিচালিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপী হয়; যাহার সেই সার পদার্থ চ্যুত না হয় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই সারের দ্বারা গঠিত হয়, সুতরাং তাহার সর্ব্বাঙ্গই শুক্রময় বা সারময় সুতরাং সারাৎ সার; সুতরাং ভীষ্ম তনু সারাৎ সার। বুঝা গেল ঈশ তনু ও ভীষ্ম তনু শুক্রময় সুতরাং ঈশেভীষে অভেদ। পক্ষান্তরে ঈশে বিশ্বে ভেদ। কেন ভেদ? আব্রহ্ম কীট সকলেরই ব্রহ্মচর্য্য ধারা খণ্ডিত হইয়াছে সুতরাং অবিচ্ছিন্ন ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে সুতরাং ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশে বিশ্বে ভেদ বুঝি কিসে? দেখা যাইতেছে, আব্রহ্ম কীট সকলেরই আত্ম শক্তি পরশক্তি বশ, সকলেই জরামৃত্যু গ্রাসিত, কাম ক্রোধের বশীভূত। আত্মশক্তি পর শক্তির অধীন বুঝা যাইতেছে কি প্রকারে? মনে কর তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জান ক্রোধ মহাদোষ; তোমার আত্মশক্তি বলিতেছে ক্রোধ যখন দোষ তখন আমি উহা করিব না, তবু তুমি না করিয়া পারিতেছেনা; তোমার আত্ম শক্তি বুঝে পর স্ত্রী স্পর্শ মহাদোষ, বুঝিয়াও কেন মহারথিরা এরূপ করিয়াছেন? এখানে দেখা যাইতেছে আত্মশক্তি কোন পর শক্তি বশে এরূপ করিতেছে। এখানে দুই শক্তির স্ফুরণ হইতেছে এক আত্ম শক্তি আর পর শক্তি অর্থাৎ ঈশ শক্তি। ঈশ শক্তি পূর্ণ আত্মশক্তি অপূর্ণ; যে হেতু অপূর্ণ সে হেতু পূর্ণের অধীন, পূর্ণের বশ; একজন স্ববশ এক জন অবশ সুতরাং ভেদ।

পক্ষান্তরে ঈশেভীষে অভেদ। অভেদ বুঝি কিসে? শুন

ঈশ্বর কারে বলি? যিনি পূর্ণ শক্তিকে পূর্ণ বশে রাখিয়া কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ যিনি শক্তির অনধীন প্রত্যুত শক্তি যার অধীন তিনিই ঈশ্বর।

ভীষ্ম কারে বলি? যিনি পূর্ণ শক্তিকে পূর্ণ বশে রাখিয়া স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতেছেন যাঁহাকে কাম ক্রোধাদি পর শক্তি বশে আনিতে পারে নাই, যাঁর আত্ম শক্তি পর শক্তির অধীন নয়, পক্ষান্তরে পর শক্তিকে আত্ম শক্তির বশে আনিয়া; ঈশাত্ম শক্তিকে স্ববশে স্বেচ্ছায় পরিণামিত করিতেছেন তিনিই ভীষ্ম। সুতরাং বুঝা যাইতেছে ঐশ্বরীক শক্তি ঈশ্বরের অধীন ভীষ্মের ও অধীন, সুতরাং ভীষ্ম পূর্ণ শক্তিমান, পক্ষান্তরে ঈশ্বর ও পূর্ণ শক্তিমান সুতরাং অভেদ, সম সূত্রে গ্রথিত, সম ধারায় প্রবাহিত, পূর্ণাবেশে আবেশিত পূর্ণ শোভায় শোভিত, পূর্ণানন্দে আনন্দিত, পূর্ণ তেজে দীপিত, পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানবান, পূর্ণ ভগে ভগবান, পূর্ণ ভোগে ভোগবান, পূর্ণ সত্যে সত্যবান, পূর্ণরূপে রূপবান, পূর্ণ রসে রসবান এক কথায় ঈশে ভীষে অভেদ হেতু ঈশ পূর্ণাত্ম গুণ ভীষ্মেতেই অবস্থিতি করে।

বিশ্ব কেন ভেদ, ভীষ্ম কেন অভেদ? ব্রহ্মচর্য্য ধারা খণ্ডিত হেতু বিশ্ব ভেদ, ব্রহ্মচর্য্য ধারা অখণ্ডিত হেতু ভীষ্ম অভেদ। শুন শুক্রময় তনুর গুণ।

শুক্রময় তনুর গুণ।

শুক্রময় তনুতে যুগপৎ সমস্তভাবেরই আবেশ আছে যথা

কোটী সূর্য্য প্রতিকাশং চন্দ্রকোটী সুশীতলং।
বজ্রাদপি সুকঠিনং নবনীত মপিসুকোমলং।
তীগ্মাষুরিব দুষ্প্রেক্ষ শশীবৎ সুভদর্শনং॥

কোটী সূর্য্য তেজে তেজীয়ান অথচ কোটী চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ, বজ্রের ন্যায় কঠিন, অথচ নবনীতের ন্যায় কোমল, মহামার্ত্তণ্ডের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ অথচ মনোজ্ঞ দর্শন।

মল্লানা মশনিনৃনাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তাস্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পর দেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

মল্লানাং অশনি—কাম ক্রোধাদি বা বিপক্ষ যোদ্ধার পক্ষে বজ্রতুল্য। ভীমতনু নবনীত মপি সুকোমলং অতি সুকুমার সুশীতল সুরম্যাঙ্গ হইয়াও শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধার দ্বেষ দুষ্টান্তঃকরণে মহা কঠোর সুসন্তাপক কটু তরাঙ্গ বজ্রবৎ। ইহা রসাভাস।

নৃণাং নরবরঃ—মানবদিগের নরবর। দ্বেষ রহিত শুদ্ধ সত্ত্বময়ান্তঃকরণে নরবরস্বরূপে বিদিত। ইহা বিস্ময় রস।

স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তিমান—অনঙ্গাদি ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ। ইহা উজ্জলরস।

গোপানাং স্বজনো—জ্ঞানিদিগের স্বজন বা সখা। ইহা সখ্য রস।

অসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা—অসৎ নরপতিগণ শাসনকর্ত্তারূপে অনুভব করে। ইহা রৌদ্র রস।

স্বপিত্রোঃ শিশুঃ—নিজ পিতা মাতার নিকট শিশু। ইহা বাৎসল্য বা করুণরস।

মৃত্যুর্ভোজপতে—ভোজপতির মৃত্যুস্বরূপ অর্থাৎ কংসারি। ভোজপতি কে? কংস।

কংসশ্চপাতকে বিঘ্নে রোগে শোকেচ দানবে।
তেষামরি নিহর্ত্তাযঃ স কংসারি প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যিনি পাপ, বিঘ্ন, রোগ শোক, জরামৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ মহা মৃত্যুঞ্জয় বা ভোজপতে ভোগাধীপগণ; যিনি ভোগ বিরত, পূর্ণত্যাগী, পূর্ণ সন্ন্যাসী, তাঁহাকে দেখিলে ভোগাধীপগণ

মৃত্যুতুল্য অনুভব করিবে তাহা নিশ্চিত। সুতরাং ভীষ্মদেব ভোজপতির মৃত্যুতুল্য। ইহা ভয়ানক রস।

বিরাড় বিদুষাং—অবিদ্বজ্জনের পক্ষে ক্রোধ কামাদি দ্বারা আক্রান্ত ঘৃণাস্পদ মনুষ্য দেহ। ইহা ভয়ানব রস।

তত্বং পরং যোগিনাং—যোগীদিগের পরমতত্ব। ইহা শান্ত রস।

বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতিবিদিতো—সাধুর পক্ষে পরম দেবতা। ইহা দাস্য রস। ইহা দ্বারা ভীষ্মের সর্ব্বরস কদম্ব মূর্ত্তিত্ব সূচিত হইল।

রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ—এবম্ভূত মহানায়ক ভীষ্ম সর্ব্বাগ্রে গমন করিয়া কুরুক্ষেত্র রঙ্গে অঙ্গ ভাসাইলেন।

শুক্রময় তনু নিত্য নূতন, পিতামাতার নিকট মাধুর্য্যময়, পিত্রাদির নিকট প্রিয়দর্শন, স্ত্রীলোকের নিকট মনমোহন মোহন সাক্ষাৎ মনমথ মথন জ্ঞানির নিকট শান্তিপ্রদ, দুষ্টের ভীতপ্রদ, শিষ্টের আশাপ্রদ, অসৎ লোকের সাস্তা, যোদ্ধার পক্ষে মহাবীর, লোকের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, শ্রান্ত ক্লান্তরহিত, ছেদ্য ভেদ্য দাহ্যাদির অতীত ক্ষুধা তৃষ্ণায় অক্ষোভিত রোগ বর্জ্জিত, জরাহীন, মৃত্যুরহিত; অপিচ আনন্দময়, তেজময়, শক্তিময়, জ্ঞানময়, ভগময়, কল্পময়, সত্যময়, চিণ্ময় ইত্যাদি।

ভীষ্ম মহা আনন্দ

বা

ভীষ্মানন্দ ও বিশ্বানন্দ।

জ্ঞান ও আনন্দে যে প্রভেদ, সুখ ও আনন্দে সেই প্রভেদ। যে সুখের বিচ্ছেদ নাই তাহার নাম আনন্দ। সুখের আশ্রয় বিষয়, আনন্দের আশ্রয় আত্মা। সুখ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, আনন্দ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়। সুখের আবির্ভাব তিরোভাব আছে, আনন্দ চৈতন্যের সহচর, তাহা নিত্য, তাহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই। প্রকৃতি সংযোগ জন্য রূপ রসাদির অনুভবে সুখের উৎপত্তি। আত্মাতে যে আনন্দ তাহা অবিচ্ছিন্ন, সন্তত ও চিরাভ্যস্ত বলিয়া বিশেষ প্রণিধান ব্যতি-

রেকে অনুভব হয় না। আবরণের তারতম্যানুযায়ী আনন্দের ইতর বিশেষ হয়। প্রাণিমাত্রেই কিছু না কিছু আনন্দ আছে, আত্মা মাত্রেই আনন্দানুভব আছে। আত্মা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব ও অবস্থা সর্ব্বদা অনুভব করে, তেমনি সেই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি বা মধুর ভাবেরও অনুভব করে। আত্মার মধুর ভাবের অনুভবের প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে আত্মার স্বীয় অস্তিত্বানুভব সর্ব্বদাই মধুর ভাবময়, সেই মধুর ভাবের নামই আনন্দ। যখন মৃত্যু বা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন সেই মধুর ভাববিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য মরিতে চাহে না, কেননা তৎকালেও স্বীয় সত্তানুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দ প্রবাহ বিদ্যমান, মরিলে পাছে সেই অস্তিত্ব একেবারে দীপশিখার ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং তৎসহকৃত আনন্দের বিলোপ হয়, তজ্জন্যই মরণের ভয়। মরিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে, এরূপ বিশ্বাস জন্মিলে মরণের ভয় ঘুচিয়া যায়। যখন সুখ অনুভব হয়, তখন তাহার সঙ্গে যেন কিছু আনন্দ আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ এই যে দুঃখকে সকলেই দূর করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সুখকে কেহ ছাড়িতে ইচ্ছা করে না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, দুঃখ জীবের অত্যল্প আনন্দকেও দূর করিতে চায় অর্থাৎ দুঃখ আনন্দকে আবরণ করে, সেই জন্য লোকে দুঃখের আবরণ উন্মোচন করিবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে সুখ আনন্দের সাহায্যকারী, সেই হেতু সুখ পাইবার জন্য লোকের আগ্রহ; তাহার কারণ দেখা যায় যে, লোকে সৎকার্য্য করিয়া সুখ এবং আনন্দ দুই পায়, সেই জন্য সুখ আনন্দের আবরণকারী না হইয়া প্রত্যুত সাহায্যকারী হয়।

আনন্দাদ্ব্যেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ।
আনন্দ এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক্॥

বিশ্ব আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবিত রহে, এবং অন্তকালে আনন্দেতে বিলিন হয়, অতএব আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক হইবে?

কোন পদার্থের নাম আনন্দ? শুক্রই আনন্দ, আনন্দই শুক্র। শুক্রমূলী যে কাম তাহার স্মরণে আনন্দ ব্যবহারে আনন্দ, ত্যাগে আনন্দ। যে পদার্থ শরীর হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনন্দ দিতে বিরত হইতেছে না, যাহার স্মরণ হইতে ত্যাগ পর্য্যন্ত আনন্দ জন্মায় তাহা আনন্দময়। সেই আনন্দময় পদার্থ যদি শরীরে ধৃত রহে তাহা হইলে শরীর কত নীরোগী, মন কত পুলকিত থাকে তাহা সহজেই বুঝা যায়। আনন্দ দুই ভাগে বিভক্ত=পূর্ণানন্দ ও খণ্ডান্দ। খণ্ড শুক্রে খণ্ডানন্দ, অখণ্ড শুক্রে অখণ্ডানন্দ। বীর্য্যানুযায়ী আনন্দের তারতম্য কল্পিত হয়। যার যত বীর্য্য তার তত আনন্দ। যার যত বীর্য্য ধৃত আনন্দ তার তত রক্ষিত, যার যত বীর্য্যচ্যুত আনন্দ তার

ভত স্থিত। আব্রহ্ম কীট সকলেরই বীর্য্য স্খলিত, শুক্র পতিত সুতরাং আনন্দও খণ্ডিত সুতরাং আব্রহ্ম কীট বিশ্ব খণ্ডানন্দ। যাহার ব্রহ্মচর্য্যধারা খণ্ডিত হয় নাই, বীর্য্য স্খলিত হয় নাই,শুক্র পতিতহয় নাই সুতরাং তাহার আনন্দও খণ্ডিত হয় নাই সুতরাং তিনিই পূর্ণানন্দ এবং তাহাই দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ 'ভীষ্মানন্দ'।

আনন্দ বিভাগ—মনুষ্যের স্বাভাবিক আনন্দ এক, মনুষ্য হইতে মনুষ্য গায়কের একশত গুণ আনন্দ, মনুষ্য গায়ক হইতে শত গুণ গন্ধর্ব্বানন্দ, গন্ধর্ব্বানন্দ হইতে শত গুণ পিতৃ-লোকের, পিতৃলোক হইতে শত গুণ আজানজ দেবতাদের, আজানজ দেবতা হইতে শতগুণ দেবতাদের, দেবতাদের হইতে শত গুণ কর্ম্মদেবের, কর্ম্মদেব হইতে শতগুণ ইন্দ্রানন্দ, ইন্দ্রানন্দ হইতে শতগুণ বৃহস্পতির, বৃহস্পতি হইতে শতগুণ ব্রহ্মার বা ব্রহ্মলোক বাসীর; এই সমস্তই খণ্ডানন্দ; এতদূর্দ্ধ বাক্য মনের অগোচর যে আনন্দ তাহাই অখণ্ড পূর্ণ "ভীষ্মানন্দ"।

ভীষ্ম আনন্দময়। ভীষ্মও যাহা আনন্দও তাহা, আনন্দ যাহা ভীষ্মও তাহা ওতপ্রোত গ্রথিত। আনন্দ দ্বারা ভীষ্মতনু গঠিত। গ্লানি হইলেই আনন্দের হ্রাস, আনন্দ হইতেই গ্লানির নাশ অবশ্যম্ভাবী। সদানন্দ পদার্থে গ্লানি নাই, বিষাদ নাই, দৈন্য নাই। সদানন্দ পদার্থে ব্যাধি কোথায়, জরা কোথায়, দুঃখ কোথায়, বিষাদ কোথায়? নাই রোগ নাহি শোক, নাই দুঃখ নাহি ভোগ, নাই খেদ নাই শ্রান্তি, নাই কাম নাই ভ্রান্তি, নাই তৃষ্ণা নাই ক্লান্তি, নাই ক্ষুধা নাই শ্রান্তি, নাই ক্রোধ নাই লোভ, নাই ক্লেদ নাই ক্ষোভ।

আনন্দময় পদার্থ—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় দ্বারা অস্পৃষ্ট এক অসাধারণ অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত পুরুষবিশেষ। ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ।

পূর্ণানন্দ পদার্থে যখন শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই, দুঃখ নাই ক্লেদ নাই, ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই, ছেদ নাই ভেদ নাই, শোষণ নাই দাহ নাই সুতরাং তিনি "অজেয়"।

ভীষ্ম মহামার্ত্তণ্ড

বা।

ভীষ্মতেজ ও বিশ্বতেজ।

মার্ত্তণ্ড শব্দে সূর্য্য বা তেজস্পুঞ্জাধার ; যাহা মহাতেজস্পুঞ্জাধার তাহাই মহামার্ত্তণ্ড বা যাহা পূর্ণতেজের একাধার, যাহা পূর্ণ তেজের পূর্ণাবয়ব তাহাই মহা মার্ত্তণ্ড। যাহা মহামার্ত্তণ্ড তাহাই ভীষ্ম। ভীষ্ম মহামার্ত্তণ্ড কেন? শুন।

শুক্রই তেজ। শুক্রের খণ্ডাবস্থাই খণ্ড তেজ, পূর্ণাবস্থাই পূর্ণতেজ। শুক্র যার খণ্ডিত হইয়াছে, তার তেজও বিচ্যুত হইয়াছে সুতরাং তেজের অল্পতাও জন্মিয়াছে সুতরাং পূর্ণ তেজের অভাবও ঘটিয়াছে। শুক্র যার খণ্ডিত হয় নাই, যার বীর্য্যের বিচ্যুতি ঘটে নাই, তাঁর তেজও অচ্যুত রহিয়াছে, সুতরাং তেজের অল্পতাও জন্মে নাই পূর্ণ তেজের অভাবও ঘটে নাই, সুতরাং তেজ পূর্ণ মাত্রায় তাহাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে অচ্যুত পূর্ণ তেজ তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। আব্রহ্ম কীট সকলেরই বীর্য্য বিচ্যুতি ঘটিয়াছে ; সুতরাং তেজেরও লাঘবতা জন্মিয়াছে সুতরাং পূর্ণ তেজ কাহাতেও নাই। ঐ যে দীপ্যমান মার্ত্তণ্ড মণ্ডল, যার তেজে ত্রিলোক উত্তাপিত হইতেছে, তাহারও তেজের লাঘবতা জন্মিয়াছে, তৎপত্নি ছায়ার গর্ভে সন্তান জন্মিয়াছে, সুতরাং শুক্র বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, যেহেতু শুক্র বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেই হেতু পূর্ণ তেজ তাহাতেও নাই। ঐ যে নিশানাথ শশাঙ্ক শর্ব্বরীকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ বিকিরণে উজ্জ্বলিত করিয়া জীব জগৎকে পুলকিত করিতেছেন, তাহারও শুক্র চ্যুত হইয়াছে, যদ্‌হেতু যক্ষা রোগগ্রস্ত, সুতরাং পূর্ণ তেজ তাহাতেও নাই। যার বীর্য্য খণ্ডিত হয় নাই, শুক্র বিচ্যুত হয় নাই, অচ্যুত তেজ তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। সে কে? হনুমান ও ভীষ্মদেব। হনুমান ও ভীষ্মদেবের শুক্র চ্যুত হয় নাই, সুতরাং তেজও খণ্ডিত হয় নাই, সুতরাং পূর্ণ তেজ তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে।

হনুমৎ তনু ও ভীষ্মতনু শুক্রময়, সুতরাং তেজময়। ঐ তেজে দাহ নাই স্নিগ্ধতা আছে, উষ্ণতা নাই শীতলতা আছে ; এই তেজ সূর্য্য কোটী প্রতিকাশং চন্দ্রকোটী সুশীতলং। এই তেজে বিকার নাই, চ্যুতি নাই ; সুতরাং যাবন্ত বৈকারিক সূর্য্যাদির তেজ ঐ তেজের নিকট অভিভূত, অভিহত ; ঐ তেজ সর্ব্বত্র অব্যাহত ; ঐ তেজের নিকট কোটী সূর্য্য তেজ খদ্যোৎ বিশেষ। ঐ তেজের নিকট সসৌরী বিশ্বতেজ পরাভূত পরাহত। ঐ তেজের বিষয় আদি কবি আদি কাব্যে উজ্জ্বল বর্ণনা করিয়াছেন। মহাকবি মহাকাব্যে মহামার্ত্তণ্ডের মহাতেজের কিঞ্চিৎ তেজের তেজস্বিতা ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িয়াছেন, হনুমান হিমালয়ে ঔষধ আনিতে গমন করিয়াছেন, নিয়ম এই সূর্য্য উদিত হইলে লক্ষ্মণ বাঁচিবে না। সূর্য্যকে উদিত হইতে দেখিয়া হনুমান সূর্য্যকে স্তব করিলেন, হে দেব ! তুমি উদিত হইও না, তুমি উদিত হইলে লক্ষ্মণ বাঁচিবে না। সূর্য্যের ক্ষমতা নাই বিধাত্রি নিয়ম লঙ্ঘন করে, প্রাকৃতিক সীমার বাহির হয়, সুতরাং সে উদিত হইতে উদ্যত হইল ; হনুমান অমনি তাঁহাকে বগলে পুরিলেন। মহাকবি বুঝেন নাই তাঁহারি বংশধরেরা ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইয়া, শক্তি ও তেজ হারাইয়া জ্ঞানের লাঘবতা প্রযুক্ত ইহাকে অলীক কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে করিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাই যে, আমরা অসার গুরুর অসার শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া ভাই ভাই বলাবলি করিয়া থাকি উহা মিথ্যা সাজান। ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট জ্ঞান বুঝে না যে শুক্রময় তনু অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য, অশুচ্য। যখন আমাদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ছিল তখন আমরা ইহাকে অলীক কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে করিতাম না, প্রত্যুত সার সত্যের সমাবেশ বলিয়াই মনে বরিতাম, তেহিনো দিবসা গতা। এই তেজ ইচ্ছা করিলে মহামার্ত্তণ্ডরূপ ধারণ করিয়া আব্রহ্ম স্থাবরান্ত ত্রিলোকী দগ্ধীভুত করিয়া ফেলিতে পারেন। এ তেজের তুলনা নাই।

ভীষ্ম মহাশক্তি

বা

ভীষ্মশক্তি ও বিশ্বশক্তি।

———0:0:0———

শুক্রই শক্তি। খণ্ড শুক্রে খণ্ড শক্তি, পূর্ণ শুক্রে পূর্ণশক্তি। শুক্র যার খণ্ডিত হইয়াছে তাহার শক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং শক্তির হ্রাসতা হইয়াছে। শুক্র যার চ্যুত হয় নাই, সে শক্তি চ্যুতও হয় নাই, সুতরাং পূর্ণশক্তি তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং আব্রহ্ম কীট খণ্ড শক্তিমান, হনুমান ও ভীষ্ম পূর্ণ শক্তিমান। ভীষ্মশক্তি পূর্ণ শক্তি, বিশ্বশক্তি খণ্ড শক্তি সুতরাং ভীষ্ম মহাশক্তি, শক্তি তার বশ, তিনি শক্তিপতি।

ভীষ্ম মহাপ্রাজ্ঞ

বা

ভীষ্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান।

যে জ্ঞানে আবরণ বিক্ষেপাদি রহিয়াছে তাহা অপূর্ণ জ্ঞান। আর যে জ্ঞানে আবরণ বিক্ষেপাদি নাই তাহাই পূর্ণজ্ঞান। সেই পূর্ণ জ্ঞান আছে যাতে তিনি মহাপ্রাজ্ঞ।

প্রথম আবরণ—জ্ঞান আবরিত হয় কিসের দ্বারা? মোহের দ্বারা। কেন মোহের আক্রমণ? শক্তিচ্যুত বলিয়া। কেন শক্তিচ্যুত? বীর্য্যচ্যুত বলিয়া। যার শুক্র চ্যুত হইয়াছে, সে হীন শক্তি হইয়াছে সুতরাং মোহশক্তি তাহাকে আবরণ করিয়া ফেবিয়াছে অভিভূত করিয়াছে। পক্ষান্তরে যিনি শুক্রচ্যুত হয় নাই, তিনি শক্তিহীনও হন নাই, পূর্ণ শক্তিমানই রহিয়াছেন, সুতরাং মোহশক্তি তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, সুতরাং পূর্ণ প্রাজ্ঞই রহিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিক্ষেপ—বিক্ষেপ কার? পূর্ণ নাই যার। যেমন অপূর্ণ কলসীর জল নড়ে কিন্তু কলসী পূর্ণ থাকিলে নরে না অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না। যার জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ, যিনি পূর্ণ প্রাজ্ঞ তার চঞ্চলতা হইবে কেন? শক্তির রজগুণ হইতে বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, শক্তি যার বশ সুতরাং রজ গুণ যাহার কাছে দমিত সুতরাং সে সমিত সুতরাং বিক্ষেপ রহিত সুতরাং পূর্ণ জ্ঞানী, পূর্ণ প্রাজ্ঞ সুতরাং ভীষ্ম মহা প্রাজ্ঞ। বিশ্ব অজ্ঞান, ভীষ্ম মহাজ্ঞান।

ভীষ্মস্তু ভগবান পূর্ণ।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃশ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্যষন্নাং ভগইতীঙ্গনা॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয়টী 'ভগ' পদবাচ্য। পূর্ণমাত্রায় এই ছয়টী যাহাতে অবস্থিতি করে, তিনিই "পূর্ণ ভগবান"।

উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিং।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ সবাচ্যো ভগবানিতি॥

অপিচ প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশ, তদুভয়ের কারণ, ভবিষ্যৎ সম্পদ ও বিপদ্ বিদ্যা ও অবিদ্যাকে যিনি উত্তমরূপে বিদিত আছেন, সেই সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষই ভগবান শব্দের বাচ্য।

ঐশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি। যাহা ঐশ্বর্য্য তাহাই শক্তি, যাহা শক্তি তাহাই ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবীশক্তি। শক্তি আয়ত্ত যার, ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত তার। যে যেরূপ শক্তিশালী, সে সেরূপ ঐশ্বর্য্যবান। যাতে শক্তিপূর্ণ, তাতে ঐশ্বর্য্যও পূর্ণ; যাতে শক্তি অপূর্ণ, তাতে ঐশ্বর্য্যও অপূর্ণ। ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কাতে? শক্তিপূর্ণ যাতে। শক্তি পূর্ণ কাতে? বীর্য পূর্ণ যাতে বীর্য্যই শক্তি সুতরাং বীর্য্য পূর্ণে শক্তিপূর্ণ, শক্তি পূর্ণে ভগ পূর্ণ, ভগ পূর্ণে পূর্ণ ভগবান। বীর্য্যপূর্ণ কাতে? ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ যাতে। ব্রহ্মচর্য্য যার অস্খলিত, শুক্র তাতেই পূর্ণ, সুতরাং তিনিই পূর্ণ শক্তিমান, সুতরাং তিনিই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবান, সুতরাং তিনিই পূর্ণ ভগবান। যার ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডিত হইয়াছে তার শুক্র পতিত হইয়াছে সুতরাং শক্তি চ্যুত হইয়াছে সুতরাং পূর্ণত্ব ভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ঐশ্বর্য্যের লাঘবতা জন্মিয়াছে সুতরাং পূর্ণ ভগবান হইতে পারে না। ধর্ম্মের পূর্ণমাত্রা কাতে? অধর্ম্মের বিন্দুমাত্রও নাই যাতে। অধর্ম্ম নাই কাতে? শক্তি চ্যুত নাই যাতে। তাবস্তু অধর্ম্মের মূলই শক্তিহীনতা। দুর্ব্বলতা জন্মিলেই লোকে অধর্ম্মের আশ্রয় নেয়। যে দুর্ব্বল সে ছলে বলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করে, সুতরাং শক্তিহীনেই অধর্ম্ম অবস্থিতি করে। যার শুক্র স্খলিত হইয়াছে, তার শক্তির লাঘবতা জন্মিয়াছে, সুতরাং ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ধর্ম্মের পূর্ণতা তাতে নাই; যে ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, সে যশ ও শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সে পূর্ণ ভগবান নন্। পক্ষান্তরে যিনি পূর্ণ শক্তিমান তাঁহাকে কোন ছলনার আশ্রয় নিতে হয় না, কেননা তাহার কোন কার্য্যই অসিদ্ধ হয় না সুতরাং কোন

কার্য্যোদ্ধারে জন্য অধর্ম্মেরও আশ্রয় নিতে হয় না, সুতরাং পূর্ণ শক্তিমানেই পূর্ণধর্ম্ম আশ্রয় করে, পূর্ণ ধর্ম্মে পূর্ণ যশ ও শ্রী আশ্রয় করে, সুতরাং যিনি পূর্ণ শক্তিমান তিনিই পূর্ণ ভগবান।

জীবের উৎপত্তি বিনাশাদি জানে কে? জ্ঞানী যে। বিদ্যা ও অবিদ্যার মূল কারণ জানে কে? পূর্ণ প্রাজ্ঞ যে। পূর্ণ জ্ঞান কাতে? পূর্ণ শুক্র যাতে। শুক্রই জ্ঞান। শুক্র পূর্ণে জ্ঞানপূর্ণ। যার শুক্র খণ্ডিত হইয়াছে তার জ্ঞানও খণ্ডিত; যেহেতু জ্ঞান খণ্ডিত হইয়াছে সে হেতু জ্ঞান অপূর্ণ; যেহেতু জ্ঞান অপূর্ণ সে হেতু পূর্ণ ভগবান নন্। যাতে শুক্রপূর্ণ তাতে জ্ঞান পূর্ণ, যিনি পূর্ণজ্ঞানী তিনিই পূর্ণ ভগবান।

আব্রহ্ম কীট হরিহর বিরিঞ্চ্যাদি সকলেরই বীর্য্য খণ্ডিত হইয়াছে সুতরাং শক্তিচ্যুত হইয়াছে সুতরাং পূর্ণ শক্তির অধিকারী নন্ কেননা খণ্ডাধারে পূর্ণ পদার্থ অবস্থিতি করিতে পারে না, যেহেতু পূর্ণ শক্তির অধিকারী নন্ সেহেতু পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবান নন্। যে হেতু শক্তি চ্যুত হইয়াছে সেহেতু ধর্ম্মচ্যুতও হইয়াছে, যেহেতু ধর্ম্ম চ্যুত হইয়াছে সেহেতু ছলনারও আশ্রয় নিয়াছে কেননা দিলীপ রাজা যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া ইন্দ্র আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া ব্রহ্মার শরণ নিলেন, ব্রহ্মা বলিলেন তার ঘোড়া চুরি কর; যেহেতু ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে সেই হেতু যশ ও শ্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে। যেহেতু শুক্রচ্যুত সেহেতু জ্ঞান ভ্রষ্ট, যেহেতু জ্ঞান ভ্রষ্ট সেই হেতু পূর্ণ জ্ঞানী নন্, সুতরাং পূর্ণ ভবগান নন্। বুঝা গেল আব্রহ্ম কীট কেহই পূর্ণ ভগবান নন্।

ভাগবতের উক্তি—কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং হইতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণস্তু ভগবান পূর্ণ হইতে পারেন না। স্বয়ং শব্দে আপনি, কৃষ্ণ আপনি ভগবান, যেমন গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল, তদ্রূপ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, কিন্তু পূর্ণ নন কেননা কৃষ্ণেতে শক্তি পূর্ণ নাই, কেননা তাহার সন্তানাদি জন্মিয়াছে সুতরাং বীর্য্য চ্যুত হইয়াছে, যেহেতু বীর্য্যচ্যুত হইয়াছে সেই হেতু শক্তি খণ্ডিত হইয়াছে সুতরাং আধারও খণ্ডিত হইয়াছে; বীর্য্যচ্যুতি হেতু কৃষ্ণের পূর্ণ আধার অপূর্ণ হইয়াছে অখণ্ডিত আধার খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং অপূর্ণ বা খণ্ডিত আধারে পূর্ণ পদার্থের সমাবেশ অসম্ভব সুতরাং কোন পদার্থেরই পূর্ণমাত্রায় তাহাতে অবস্থান সম্ভব হয় না। যেহেতু বীর্য্য খণ্ডিত হইয়াছে সেহেতু শক্তি চ্যুত হইয়াছে, যেহেতু শক্তিচ্যুত হইয়াছে সেহেতু পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবান নন্, যেহেতু পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবান নন্, সেহেতু পূর্ণ ভগবান নন্। যেহেতু শক্তি চ্যুত সেহেতু ধর্ম্মচ্যুত, যে হেতু ধর্ম্মচ্যুত সেহেতু ছলাশ্রয়ী, কেননা ভীষ্মবধে ও দ্রোণবধে কৃষ্ণ অসত্যের ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, যেহেতু ধর্ম্মচ্যুত সেহেতু যশ ও শ্রী ভ্রষ্ট সুতরাং পূর্ণ নন্। যেহেতু শুক্র খণ্ডিত সেহেতু জ্ঞান ভ্রষ্ট সুতরাং পূর্ণ জ্ঞানী নন্ সুতরাং পূর্ণ ভগবানও নন্। কৃষ্ণের পূর্ণ ভগবানত্ব বিচারাসহ, প্রমাণাভাব।

বুঝা গেল হরিহর বিরিঞ্চ্যাদি, কৃষ্ণ বিষ্ণু মহেশ্বরাদি কেহই পূর্ণ ভগবান নন্।

তবে কি বিশ্ব অপূর্ণ? বিশ্বে কি পূর্ণ ভগবানের অপূর্ণতা? না,—বিশ্বে ভীষ্মপূর্ণ, বিশ্বে অপূর্ণ ভগবানের অপূর্ণতা। যিনি অচ্যুত ব্রহ্মচর্য্যশালী তাঁতেই পূর্ণবীর্য্য শুক্র অবস্থিতি করে, সুতরাং তিনিই পূর্ণ শক্তিমান ও পূর্ণ জ্ঞানবান; যিনি পূর্ণ শক্তিমান তাতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রী পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত; বৈরাগ্যের ত কথাই নাই যিনি অহং ত্যাগী, সাম্রাজ্যত্যাগী, তাঁহার ন্যায় বৈরাগ্যবান কে আছে? পূর্ণ প্রাজ্ঞে জ্ঞানের অভাব কোথায়? সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ ভগবান। এককথায় বিষ্ণু বৈষ্ণবীর, কালী কালার, শ্যামশ্যামার, হর গৌরীর সকলেরই ভগ খণ্ডিত, একমাত্র বিশ্বে ভীষ্মদেবেই পূর্ণ ভগবান সুতরাং ভীষ্মই ভগবান পূর্ণ।

অজেয় ভীষ্মশক্তি ও জেয় বিশ্বশক্তি।

বিশ্ব একটি যুদ্ধক্ষেত্র। ইহার যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই দেখি যুদ্ধ। আব্রহ্ম পিপীলিকা সকলেই যোদ্ধা; পরস্পর সকলেই যুদ্ধে ব্যাপৃত। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, প্রজায় প্রজায় যুদ্ধ, রাজা প্রজায় যুদ্ধ, দেব দৈত্যে যুদ্ধ, পশুতে পশুতে যুদ্ধ, নর-বানরে যুদ্ধ, নরে পশুতে যুদ্ধ, পক্ষীতে পক্ষীতে যুদ্ধ, সকলেই যুদ্ধ নিয়া ব্যস্ত। মাতৃগর্ভে প্রবেশ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন প্রাণিরই এক মুহূর্ত্তের তরেও যুদ্ধের বিরাম বিশ্রাম নাই। মাতৃগর্ভে যেই প্রবেশ করিলে অমনি কৃমী কীটে আসিয়া দংশন করিতে লাগিল! সেই কামড় তোমাকে সহ্য করিতে হইল, অথবা হাত পা ছুড়িয়া তাহাকে তাড়াইলে, এবম্প্রকার অনবরত যুদ্ধে গর্ভবাস কাটাইলে। তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইলে, ভূমিষ্ঠ হইয়াও যুদ্ধারম্ভ হইল। যেই ভূমিষ্ঠ হইলে অমনি প্রাকৃতিক শক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা আসিয়া আক্রমণ করিল, ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নে তুমি কাঁদিয়া আকুল, যুদ্ধে পারিলে না, হারিয়া গেলে, মায়ের শরণ নিলে। কখন মশা, মাছি, পিপীলিকা আক্রমণ করিতেছে, এবম্প্রকারে বাল্য গেল, যৌবন আসিল—এই কালে কাম, ক্রোধ, অভিমানাদির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলে, জীবন-সংগ্রাম দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল, হংসপুচ্ছ সহিত মসি-যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, কখনো কোন অজ্ঞাত প্রদেশে অসি বর্ম্ম ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলে; এইরূপে যৌবন কাটাইলে। আসিল বার্দ্ধক্য, বৃদ্ধাবস্থায় শক্তির হ্রাস হেতু ব্যাধি জরা আক্রমণ করিল, সেই আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিলে না; হারিলে, অমনি মৃত্যু আসিয়া হাত ধরিল, তুমি যাইবে না, সেও ছাড়িবে না, বলত দেখি কোন

মুহূর্ত্তে তোমার যুদ্ধের বিরাম ছিল? শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা বাত, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কাম ক্রোধ প্রভৃতির সঙ্গে অনবরতই যুদ্ধ চলিতেছে; কখনো তুমি হারিতেছ, সে জিতিতেছে, কখনো সে হারিতেছে, তুমি জিতিতেছ। জীবন সংগ্রামে কত জনকে পরাজয় করিয়াছ এবং কত জনের কাছে পরাজিত হইয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। আব্রহ্ম কীট সকলেরই এই দশা। বিশ্ব রণভূমে প্রাণিমাত্রেই যোদ্ধা।

জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত—এক অন্তর্জগৎ, আর এক বহির্জগৎ। যোদ্ধাও দুই ভাগে বিভক্ত। এক অন্তর্যোদ্ধা আর এক বহির্যোদ্ধা, অন্তর্জগতের যোদ্ধা শুক, নারদ, সনক প্রভৃতিরা ইহারা কাম ক্রোধাদির সহিত সদাই যুদ্ধ করিয়াছে, কখনো জয়ী হইয়াছে, কখনো হারিয়াছে, ইহারাও অজেয় নয়। বহির্যোদ্ধা দেব দৈত্য প্রভৃতি ইহারাও কখন হারিয়াছে, কখন জিতিয়াছে। হরি হর বিরিঞ্চ্যাদি আদি শক্তিমান যাহাদিগকে আমরা অজেয় মনে করি তাহারা দৈত্যযুদ্ধে কতবার হারিয়া পলাইয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। বুঝা গেল সংসার রণভূমে কেহই অজেয় নাই, শক্তি কর্ত্তৃক সকলেই পরাভূত। তবে কি শক্তি কর্ত্তৃক অজেয় কোন শক্তি নাই?

বিশ্বে কি এমন কোন শক্তি নাই, যে শক্তি শক্তিকে জয় করিয়াছে?

বিশ্ব দ্বন্দ্ব সমষ্টি; জেয় থাকিলে অজেয়ও আছে। জেয় অজেয় কথা কাণে পশিলেই মনে হয় কোথায় কি এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার বাধিয়াছে, যেন কে কাহাকে হারাইয়াছে। জেয় অজেয় স্মৃতিতে আসিলেই কল্পনা করে, যেন দুই যোদ্ধার মধ্যে একজন জয়ী হইয়াছে, আর একজন হারিয়াছে; অবশ্য দুই জনে বিগ্রহ বাধিলে দুই জনই জয়ী হয় না, একজন জিতে, আর একজন হারে। এখন দেখিতে হইবে, কে জিতে কে হারে, কি হইলে জিতে, কি হইলে হারে; বিশ্ব রণভূমে কে জেয়, কে অজেয়।

জেয় কে?

(১) বৈকারিক শরীর ধারণ করিয়া এমন কেহই নাই যিনি অজেয়। শুক্রের খণ্ডিতাবস্থাই বিকারী সুতরাং জেয়। জেয় কে? শক্ত নয় যে, শক্ত নয় কে? পূর্ণ নয় যে অর্থাৎ যাহার শক্তি খণ্ডিত হইয়াছে এমন যে খণ্ড শক্তিমান।

(২) সেই জেয় যিনি শ্রমাদি গ্লানিযুক্ত।

(৩) সেই জেয় যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় বিচলিত।

(৪) সেই জেয় যিনি ব্যাধি কর্ত্তৃক পীড়িত, জরা কর্ত্তৃক জর্জ্জরিত, মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রাসিত।

(৫) সেই জেয় যিনি ছেদ, ভেদ, দাহাক্রান্ত।

অজেয় কে?

(১) যিনি নির্ব্বিকারী তনু ধারণ করিয়াছেন তিনিই অজেয়। শুক্রময় তনুই

নির্ব্বিকারী। অজেয় কে? শক্ত যে। শক্ত কে? পূর্ণ যে অর্থাৎ যাহার শক্তি খণ্ডিত হয় নাই অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমান।

(২) তিনিই অজেয় যিনি শ্রমাদি গ্লানি রহিত।

(৩) তিনিই অজেয় যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্জ্জিত।

(৪ তিনিই অজেয় যিনি ব্যাধিহীন, জরা মৃত্যু রহিত।

(৫) তিনিই অজেয় যিনি ছেদ, ভেদ ও দাহের অতীত।

বিশ্বে এমন কে আছে যাহার শক্তি খণ্ডিত নয়? বিশ্বে এমন কে আছে যিনি শ্রমাদি গ্লানি রহিত, ক্ষুধাতৃষ্ণা বর্জ্জিত, ব্যাধিহীন, জরামৃত্যু অস্পৃষ্ট, ছেদ ভেদ দাহাতীত? তাহাই যদি না হয় তবে অজেয় হইতে পারিল কৈ? যিনি তাহা পারিয়াছেন তিনিই অজেয়।

জেয়াজেয়ের কারণ নির্ণয়।

(১) বিকারি পদার্থ অজেয় হইতে পারে না। বিকারি তাহাই যাহা একাবস্থায় স্থির থাকিতে পারে না, যাহা পরিবর্ত্তনশীল, একাবস্থা হইতে ভিন্নাবস্থায় পাতিত হইতেছে তাহাই বিকারি। যাহা বিকারি তাহাই অস্থির। যাহার স্বভাবই বিকারি অস্থির সে যে কোন অবস্থাই অস্থির; পক্ষান্তরে যাহার স্বভাবই নির্ব্বিকারী স্থির তিনি যে কোন অবস্থায়েই সুস্থির। যাহা অস্থির তাহাই জেয় যাহা সুস্থির তাহাই অজেয়। স্থিরাস্থিরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে স্থির ধীর যিনি তিনিই জয়লাভ করেন, অস্থির অধীর যিনি তিনিই পরাজিত হন। শুক্রই শক্তি, শক্তিই শুক্র। শুক্রের খণ্ডিতাবস্থাই খণ্ড শক্তিমান সুতরাং অপূর্ণ সুতরাং অশক্ত সুতরাং জেয়। সংসারে তাহারাই জেয় যাহারা অপূর্ণ খণ্ড শক্তিমান। শুক্রাচ্যুতাবস্থাই পূর্ণ সুতরাং শক্ত সুতরাং পূর্ণ শক্তিমান সুতরাং অজেয়। সংসারে তিনিই অজেয় যিনি পূর্ণ শক্তিমান। পূর্ণ শক্তিতে ও অপূর্ণ শক্তিতে বিগ্রহ উপস্থিত হইলে পূর্ণ শক্তিমানই জয়লাভ করেন, খণ্ড শক্তিমানই পরাজিত হন।

(২) শ্রমাদি গ্লানিযুক্ত যিনি তিনি জেয়। যুযুধান দুইশক্তির মধ্যে যে পক্ষ শ্রমে কাতর হইবে সে পক্ষই ক্লান্তি রহিতের কাছে পরাজিত হইবে। গ্লানি রহিত যিনি তিনি অনবরত অনন্তকাল শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন, পক্ষান্তরে খেদান্বিত যিনি তিনি অনবরত শক্তি চালনা করিতে পারিবেন না এবং সেই শক্তি ধারণেও সক্ষম হইবে না সুতরাং শ্রম হীনের নিকট শ্রমান্বিতকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে সুতরাং শ্রম রহিত যিনি তিনিই অজেয়, শ্রমান্বিত যিনি তিনিই জেয়।

(৩) ক্ষুদাতৃষ্ণা কর্ত্তৃক যিনি বিচলিত তিনি জেয়। ক্ষুদাতৃষ্ণা শক্তির হ্রাস জ্ঞাপক

ভূত। ক্ষুদাতৃষ্ণা থাকিলেই শক্তির হ্রাস অনুমেয়। যুদ্ধে শ্রম হেতু শক্তি হ্রাস কারণ ক্ষুধাকার্য্য সুতরাং বিচলিত সুতরাং জেয়। পক্ষান্তরে যুদ্ধে শ্রম রহিতের শক্তি হ্রাস রূপ কারণ নাই ক্ষুধারূপ কার্য্য ও নাই সুতরাং অবিচলিত সুতরাং অজেয়। বিচলিত ও অবিচলিত দুই শক্তির সংঘর্ষে বিচলিত জেয়, অবিচলিত অজেয়। ক্ষুদাতৃষ্ণা কর্তৃক যিনি জেয় হইলেন তিনি অজেয় হইতে পারিলেন কৈ?

(৪) ব্যাধি, জরা মৃত্যু কর্তৃক যিনি গ্রাসিত তিনি জেয়। শারীর শক্তির হ্রাসই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু। যখন শারীর শক্তি প্রাকৃতিক শক্তির সহিত যুদ্ধে অপারগ হইল তখনই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু গ্রাস করিল। যাহার ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু আছে তাহার শক্তির হ্রাস অনুমেয় সুতরাং জেয়। পক্ষান্তরে যিনি ব্যাধি, জরাও মৃত্যু বর্জ্জিত, তাহার শক্তির হ্রাস নাই সুতরাং অজেয়। যিনি ব্যাধি, জরাও মৃত্যু কর্তৃক জেয় হইলেন তিনি অজেয় হইতে পারিলেন কৈ?

(৫) যিনি ছেদ, ভেদ, দাহাক্রান্ত তিনি জেয়। যাহাকে অস্ত্রে শস্ত্রে ছেদ ভেদ করে, অগ্নিতে দাহ করে, বায়ুতে শোষণ করে তিনি অজেয় হইতে পারেন না কেননা যুদ্ধাস্ত্রের দ্বারা যাহার তনু ভেদ হয়, আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হন তাহাকে পরাজয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় সুতরাং জেয়। পক্ষান্তরে যিনি ছেদ, ভেদ, দাহের অতীত, অস্ত্র শস্ত্রের অনধীন তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় না সুতরাং অজেয়।

যিনি অস্ত্রের দ্বারা ছেদিত, জলের দ্বারা ক্লেদিত, অগ্নি দ্বারা দাহিত, বায়ু দ্বারা শোষিত, ভূত কর্তৃক জেয় সে অজেয় হইতে পারিল কৈ?

(১) কে জেয়? আব্রহ্ম কীট সকলেই জেয়, কেননা সকলেই বিকারি, খণ্ড শক্তিমান, অপূর্ণ, ও অশক্ত। কেন? শুক্রের খণ্ডিতাবস্থাই বিকারি, যে হেতু আব্রহ্ম কীট সকলেরই শুক্র চ্যুত হইয়াছে যে হেতু সকলেই দার গ্রহি সুতরাং বিকারি সুতরাং জেয়।

পূর্ণ শুক্র হইতে বিন্দু মাত্র ও যাঁহার চ্যুত হইয়াছে সেই অপূর্ণ, সুতরাং খণ্ডিত শক্তি, সুতরাং খণ্ড শক্তিমান সুতরাং অশক্ত সুতরাং জেয়!

কে অজেয়? হনুমানও ভীষ্মদেব। শুক্রের অখণ্ডিতাবস্থাই নির্ব্বিকারী সুতরাং অজেয়। শুক্রের বিন্দুমাত্রও যাহা হইতে চ্যুত হয় নাই তিনিই পূর্ণ শক্তিমান সুতরাং শক্ত সুতরাং অজেয়। খণ্ড শক্তিও অখণ্ড শক্তিতে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে পূর্ণ শক্তিরই জয়, খণ্ডশক্তিরই পরাজয়। সৃষ্টিতে মাত্র এই দুই শক্তিই অজেয়, আর সকল শক্তিই জেয়।

(২) কে জেয়? আব্রহ্ম কীট সকলেই জেয়, কেননা সকলেই শ্রমাদি গ্লানিযুক্ত। শ্রম আছে কার? শক্তি খণ্ডিত যার। শক্তির হ্রাসতাই শ্রম। শুক্রই শক্তি সুতরাং

শুক্র চ্যুত যার শক্তিচ্যুত তার। অপূর্ণেরই হ্রাস বৃদ্ধি সুতরাং শক্তি অপূর্ণ যার তারই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি। আব্রহ্ম কীট সকলেই শুক্রচ্যুত সুতরাং শক্তির হ্রাস সুতরাং শ্রমাদি গ্লানিযুক্ত সুতরাং জেয়। কে অজেয়? হনুমান ও ভীষ্মদেবই অজেয়, কেননা ইহারা শ্রমাদি গ্লানিহীন। শ্রম নাই কার? শক্তি খণ্ডিত নয় যার অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমানের। শুক্র অচ্যুত যার, পূর্ণ শক্তিতার। পূর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই সুতরাং শ্রম ও নাই। পূর্ণ শক্তির শ্রম কোথায়? শ্রম রহিতের গ্লানি কোথায়? গ্লানি রহিতের পরাজয় কোথায়? সুতরাং অজেয়। বিশ্বে মাত্র এই দুই শক্তি অজেয় আর সকল শক্তিই জেয়।

(৩) কে জেয়? আব্রহ্ম কীট সকলেই জেয়, কেননা সকলেই ক্ষুদাতৃষ্ণায় পীড়িত। ক্ষুদাতৃষ্ণা কার? শক্তি হ্রাস, যার। কোন পদার্থের নাম ক্ষুদাতৃষ্ণা? শক্তিমাপক যন্ত্রের নাম ক্ষুধাতৃষ্ণা ক্ষুদা একটি শক্তিমাপক যন্ত্র। শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি অপচয় যাহা দ্বারা ওজন হয় তাহারি নাম ক্ষুধা। তৃষ্ণাও তাই—শারীর রস শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি-অপক্ষয় পরিমাপক যন্ত্র। ক্ষুদা দ্বারা বুঝা যায় কি? ক্ষুদা পাইলেই বুঝা যায় শক্তির হ্রাস হইয়াছে। অত্যন্ত ক্ষুদা পাইলে শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়, শরীর কাঁপিতে থাকে। ক্ষুধা দ্বারা জানাইতেছে যে তোমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে তাহা পুরণ কর; অমনি বাহ্যপদার্থ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে পাক যন্ত্রে পরিপাক করাইয়া তাহা হইতে শক্তি আহরণ করিলে। যাহার শক্তির হ্রাস হইয়াছে তাহারি বুভুক্ষেচ্ছা জন্মিয়াছে, যাহার বুভুক্ষেচ্ছা জন্মিয়াছে তারি শক্তি হ্রাস অনুমেয়। বিশ্বে এমন কে আছে যিনি ক্ষুদাতৃষ্ণা বর্জ্জিত? কেহই নাই! আব্রহ্ম কীট সকলেই ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত, দেবতারা সকলেই যজ্ঞভুক, কেহ দীর্ঘকাল বাদে প্রচুর আহার করে, কেহ অল্প আহারে সন্তুষ্ট এই মাত্র বিশেষ আব্রহ্ম কীট সকলেই ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত সুতরাং শক্তি হ্রাস অনুমেয় সুতরাং জেয়। ক্ষুদাতৃষ্ণা জীব ব্যাপী। ক্ষুদাতৃষ্ণা জয় না করিয়াছে এমন কোন প্রাণি নাই, সুতরাং সমস্ত জীবই ক্ষুধাতৃষ্ণা কর্ত্তৃক জেয়।

কে অজেয়? সর্ব্বজয়ী ক্ষুদাতৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন যিনি তিনিই অজেয়। একমাত্র হনুমান ও ভীষ্মদেবই ক্ষুধাতৃষ্ণা বর্জ্জিত কেননা ইহারা পূর্ণ শক্তিমান। পূর্ণশক্তিমানের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নাই সুতরাং ক্ষুদাতৃষ্ণা নাই সুতরাং অজেয়। পূর্ণশক্তির ক্ষুদা কোথায়? পূর্ণরসের তৃষ্ণা কোথায়? তবে কি হনুমান ও ভীষ্মদেব কিছু খাইতেন না? হাঁ খাইতেন, লৌকিক ব্যবহারের জন্য খাইতেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা না খাইয়াও পারিতেন। তাঁহারা পূর্ণ তৃপ্ত। পূর্ণতৃপ্তের ক্ষুদাতৃষ্ণা কোথায়?

ক্ষুধাতৃষ্ণা বর্জ্জিত পূর্ণ শক্তিশালী অচ্যুত ভগবানের ভক্তেচ্ছায় ক্ষুধা জন্মে, ভক্ত যত দিতে পারেন তিনিও ততই খাইতে পারেন, না দিলে না খাইয়াও পারে; তদ্রূপ পূর্ণ শক্তিশালী হনুমান ও ভীষ্মদেব ক্ষুৎশক্তি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন, আবার যত ইচ্ছা কমাইতে পারেন; ক্ষুৎশক্তি এত বাড়াইতে পারেন যে অনন্তকাল বসিয়া অনন্ত

বিশ্ব খাইতে থাকিলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না, আবার এত কমাইতে পারেন যে অনন্ত কাল না খাইলেও ক্ষুদুদ্রেক হইবে না। ইহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ কবিশ্রেষ্ঠ কৃত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণে বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

একদিবস সীতাদেবী অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ করিয়া হনুমানকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন—

বানরেরে অন্ন দেন যতেক রমণী।
হনুমানে অন্ন দেন সীতা ঠাকুরাণী॥
অন্ন দিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন।
শুধু অন্ন খায় সব পবন নন্দন॥
শূন্য পাত্র ব্যঞ্জন কেমনে দিব পাতে।
ব্যঞ্জন লইয়া ফিরে যান দেবী সীতে॥
পুনর্ব্বার দেন অন্ন আনিয়া হনুকে।
ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খেয়ে বসে থাকে॥
এইরূপ যাতায়াতে শত শত বার।
দেখিয়া সীতার মনে লাগে চমৎকার॥
সীতা বলেন আমি কিছু বুঝিতে না পারি।
বিশ্বের পালনে অন্নপূর্ণা নাম ধরি॥
দৃষ্টে সৃষ্টি পূর্ণ করি নানা উপহারে।
অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে॥

ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু।

ব্যাধি।

(৪) কে জেয়? আব্রহ্ম কীট সকলেই জেয় কেননা সকলেই ব্যাধি কর্তৃক নির্জ্জিত। শারীর শক্তির হ্রাস ও বিকৃতাবস্থাই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু। এই তিন পরস্পর সহচর ও সাহায্যকারী। ব্যাধি জরা সূত, জরা মৃত্যু সূত। ব্যাধি কার? বৈকারিক শরীর যার। শরীরং ব্যাধিমন্দিরং শরীর ব্যাধির আগার। শরীর থাকিলেই ব্যাধি থাকিবে. বিশেষ এই অন্ন বিস্তর। যাহার যেরূপ শরীর তাহার সেইরূপ ব্যাধি।

স্থূল শরীরে স্থূল ব্যাধি যেমন বিস্ফোটকাদি, সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্ম ব্যাধি যেমন কাম, ক্রোধ, ঈর্ষাদি।

তৎদুঃখ সংযোগ ব্যাধিরিতি।

আত্মাতে দুঃখ সংযোগের নাম ব্যাধি।

'দ্বিবিধ জায়তে ব্যাধিঃ শারীরো মানসস্তথা।
পরস্পরং তয়োর্জন্ম নির্দ্বন্ধং নোপলভ্যতে ॥
শরীরা জ্জায়তে ব্যাধির্ম্মান সো নাত্র সংশয়।
মানসাজ্জায়তে বাপি শারীর ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

ব্যাধি দ্বিবিধ—শারীর ও মানসিক; ঐ উভয় বিধব্যাধিই পরস্পরের সাহার্য্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয়। একের সাহার্য্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলেই মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয় সন্দেহ নাই। বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোনিতের বৈষম্যতা প্রযুক্ত শারীর ব্যাধি; ক্ষুদা, তৃষ্ণা, জরা মৃত্যু ইহা শরীরের স্বাভাবিক ব্যাধি, আর মনের বৈষম্যতা প্রযুক্ত কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য শোক, ভয়, বিষাদ, দৈন্য, ঈর্ষা ইচ্ছা, দ্বেষ বা রাগ বিরাগ জাত চিত্ত বিক্ষোভিত মনের শান্তি নাশক ঘোর ও মূঢ়বৃত্তি প্রসূত দুঃখ সকল মানস ব্যাধি। দুঃখ পাপের ফল। পাপ করিলে রোগ যন্ত্রনা ভোগ করিতেই হইবে। এমন কোন প্রাণি নাই যে পাপ নাই, যে হেতু পাপ আছে সে হেতু রোগও আছে, পাপ বর্জ্জিত জীব নাই রোগবর্জ্জি দেহ নাই।

শুশ্রুত ঋষিকে তাঁহার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো! নির্ব্যাধি হইবার কোন উপায় আছে কি? শুশ্রুত বলিলেন;—নির্ব্যাধি হইবার কোন উপায় নাই, শরীর ধারণ করিলে রোগ ভোগ করিতেই হইবে, অল্প বিস্তর করিলেও করিতে হইবে, তবে ব্যাধিতে না পচাইয়া পারে তাহার উপায় আছে—

জ্ঞানে তপসাস্তৎ পরতাচযোগে।
যস্যাস্তে মতিনাসু পতন্তিরোগা ॥

জ্ঞান, তপস্যা বা যোগে এই তিনের একেতেও যাহার মতি আছে, রোগে তাহাকে পঁচায় না। দীর্ঘকাল বাদে সামান্য একটী রোগ হইল এই মাত্র বিশেষ। আব্রহ্ম কীট সকলেই বৈকারিক শরীরি সুতরাং ব্যাধিযুক্ত। পুরাণে হরিহর ব্রহ্মাদি সকলেরই ব্যাধি দৃষ্ট হয়; বিষ্ণুর বৈষ্ণব জ্বর, শিবের শৈব জ্বর, ব্রহ্মার ব্রহ্ম জ্বর, ইন্দ্রের ভগন্দর, চন্দ্রের যক্ষা ইত্যাদি। স্বর্গীয় কবিরাজ ধন্বন্তরী প্রভৃতীর নাম শুনা যায়, স্বর্গে যদি ব্যাধি না থাকিবে তবে কবিরাজের প্রয়োজন কি? ব্যাধি বর্জ্জিত প্রাণি নাই, সুতরাং

মৃত্যু বর্জ্জিত জীবও নাই। আব্রহ্ম কীট সকলেই ব্যাধি কর্ত্তৃক জেয়! সুতরাং শক্তি হ্রাস অনুমেয়, সুতরাং জেয়, সুতরাং বিশ্বশক্তি জেয়।

কে অজেয়? ব্যাধি নাই যার। ব্যাধি নাই কার? বৈকারিক শরীর নাই যার। বিশ্বে একমাত্র হনুমৎ ও ভীষ্মতনু সদানন্দক শুক্রময় সুতরাং নির্ব্বিকারী সুতরাং ব্যাধিমুক্ত সুতরাং শক্তিহ্রাস হীন সুতরাং অজেয়, হনুমৎ ও ভীষ্মতনু সার পদার্থের দ্বারা গঠিত, তাহাকে ব্যাধিরূপ ঘুণে ধরে না, সুতরাং শক্তির হ্রাস নাই সুতরাং অজেয়। বিশ্বব্যাধি কর্ত্তৃক জেয়, সেই ব্যাধি যৎকর্ত্তৃক জেয় সুতরাং তিনি অজেয়।

ভীষ্মদেবে শরীরের স্বাভাবিক ব্যাধি ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু নাই; বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোনিতের বৈষম্যতা প্রযুক্ত বিস্ফোটক, শূল, জরাদি ব্যাধি নাই আর মনের বৈষম্যতা প্রযুক্ত কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য, শোক, ভয়, বিষাদ, দৈন্য, ঈর্ষা, ইচ্ছা, রাগ বিরাগ জাত চিত্ত বিক্ষোভিত মনের শান্তি নাশক মানসিক ব্যাধি নাই। ভীষ্মদেব সর্ব্ব ব্যাধি বিবর্জ্জিত সুতরাং অজেয়। সুতরাং অজেয় ভীষ্ম শক্তি ও জেয় বিশ্ব শক্তি।

(ক) জরা।

কে জেয়? আব্রহ্ম কীট সকলেই জেয়, কেননা সকলেই জরা কর্ত্তৃকজরিত।

জরা মৃত্যুদূত। দূত দ্বারা যেমন সংবাদ প্রেরণ করা হয়, মৃত্যুও তদ্রূপ জরা দ্বারা সংবাদ প্রদান করে যে তোমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তুমি অচল হইয়াছ সুতরাং সচল হইবার জন্য শক্তির প্রয়োজন সুতরাং নূতন শরীর আবশ্যক অতএব আমি যাইতেছি যাইয়া নূতন শরীর প্রদান করিব, ইহাই জরার খবর। বাল্যকালের সুখ ভোগ সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই যৌবন সহসা উহাকে গ্রাস করে। আবার যৌবন ভয়ঙ্কর জরা কবলে সহসানিপতিত হইয়া থাকে। হিম যেমন পদ্মের, নদী যেমন তীরজাত তরুর, জরা তেমনি দেহের শক্তি বিধ্বংশ করে। জরা প্রভাবে তাড়িত হইয়া প্রজ্ঞা দেহ ত্যাগ করে। অন্ধকারের আবির্ভাবে পেচকের ন্যায়, জরার আবির্ভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। জরা যৌবনকে ভক্ষণ করিয়া উল্লাসিত হয়। বর্ষা যেমন জলাশয় কলুষিত করে, জরা তেমনি মন মলিন করে। অন্ধকার যেমন দৃষ্টি হরণ করে, জরা তেমনি জ্ঞান বিনাশ করে। এই জরার হাতে কেহরই রক্ষা নাই, জন্মিলেই জরা ধরিবে, সকলেই ইহার নিকট পরাজিত ও উপহসিত।

জীর্য্যতি অনয়া ইতি জরা—যাহা শারীর শক্তিকে জীর্ণ করে তাহাই জরা।

বিকারি পদার্থ-মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্ত্তন মাত্রেই জরা গ্রস্থ। বাল্যে তিল তিল শক্তিবর্দ্ধন যৌবন, যৌবনের তিল তিল শক্তি হ্রাস জরা। পরিবর্ত্তন দুই প্রকার তীব্রও মৃদু। তীব্র পরিনাম আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি, মৃদু পরিনাম সহজে অনুমান করা যায় না। মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি তীব্র পরিনামি, সূর্য্য, চন্দ্র, হরিহর বিরিঞ্চ্যাদি মৃদু পরিণামি, তাহাদের পরিবর্ত্তন আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি না সেই জন্য তাহাদিগকে আমরা অজরামরা মনে করি, প্রত্যুত শরীর ধারণ করিয়া কেহই অজরানয়।

জরাবস্তের শক্তি হ্রাস অনুমেয়, খণ্ড শক্তিমানের জরা অনুমেয়। আব্রহ্ম কীট সকলেই বিকারি খণ্ড শক্তিমান সুতরাং জরাবস্ত সুতরাং শক্তি হ্রাস অনুমেয় সুতরাং জেয়। পরিবর্ত্তন খণ্ড শক্তিরই, জরাও খণ্ড শক্তিরই।

কে অজেয়? যে অজরা; কে অজরা? নিত্যানন্দাত্মক নির্ব্বিকারী শুক্রময় তনুই অজরা। শুক্রময় তনু কার? হনুমান ও ভীষ্মদেবের। শুক্রময় তনু পূর্ণশক্তির আধার তাহাতে শক্তির হ্রাস নাই সুতরাং জরাও নাই। যে হেতু শক্তির হ্রাস নাই সেই হেতু অজেয়। সৃষ্টিতে মাত্র এই দুই প্রাণিই জরা রহিত সুতরাং অজেয়। সুতরাং "বিশ্ব শক্তি জেয়, ভীষ্ম শক্তি অজেয়"।

(খ) মৃত্যু

বা

কালাধীন বিশ্ব,—কালা নধীন ভীষ্ম।

কে জেয়? আব্রহ্ম কীট সকলেই জেয়, কেননা সকলেই কাল ভয়ে ভীত, মৃত্যু ভয়ে ত্রাসিত। যিনি ভীত তিনিই মৃত। ব্যাধি যার জরা তার, জরা যার মৃত্যু তার। ব্যাধি জরাও মৃত্যু সমস্তই শক্তির হ্রাসাবস্থা। মৃত্যু বিশ্ব ত্রাসিত নাম। প্রাণি মাত্রই যার

নামে কম্পিত, স্বয়ং মৃত্যুপতি আতঙ্কিত, যাহার স্মরণে দেব দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পশু পক্ষী, কীট, তৃণ গুল্মলতা যার ভয়ে ভীত, পৃথিবী নিজে, স্বয়ং সৌর জগৎ, এমন কি এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড যাহার বিশ্ব গ্রাসী করাল কবলের দিকে অজগর দৃষ্টি শক্তি সমাকৃষ্ট অবশ পক্ষীর ন্যায় আকৃষ্ট তাহারি নাম মৃত্যু বা কাল। জন্মও মৃত্যুর পরস্পর আপেক্ষিক, জাত হইলেই মরিতে হইবে।

জাতস্য হিধ্রুবোমৃত্যু ধ্রুবং জন্মমৃতস্যচ।
তস্মাদ পরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতুমর্হসি॥
জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু, মরিলে জন্ম নিশ্চিত।
অতএব অনিবার্য্যে শোক তব অনুচিত॥
মৃত্যু জন্মবতাং বীরদেহেন সহজায়তে।
অদ্যবাব্দ শতান্তেবা মৃত্যুবৈ প্রাণিনাং ধ্রুব॥

মৃত্যু দেহের সহিতই জন্ম গ্রহন করিয়াছে, আজ হউক, কাল হউক, শতাব্দিবাদে হউক একদিন না একদিন তার খর্পরে পড়িতেই হইবে। জন্মও মৃত্যু এক বস্তুরই দুই পিঠ, তাই জগৎ মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুরেবন সংশয়! মরণ নিশ্চয় নাহিক সংশয়। জগতের সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে সমস্ত অধ্রুবতার মধ্যে মৃত্যু একটি ধ্রুব বিষয়। আমরা যখন জগতে আসিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই একদিন ইহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে; জানিনা কোন বয়সে, কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে ঠিক যে একদিন মৃত্যু আসিবেই আসিবে। একদিন মরিতে হইবে মানুষ মাত্রেই তাহা জানে, সর্ব্বদা মনে না হইলেও একদিন যে মৃত্যুর কঠোর করাল কবলে অবশ ভাবে কবলিত হইতে হইবে, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রিয়তম ধন জনাদির মমতা পাশ ছেদন করিতে হইবে তাহা নিশ্চয়, তাই তাহার নামে আতঙ্ক, স্মরণে লোমাঞ্চ, চিন্তনে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যাহাদিগকে আমি এত ভালবাসি, এবং আমাকে যাহারা এত ভালবাসে, যাহাদিগের কাছ বা সঙ্গ ছাড়িতে হইবে ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, হৃদয় শোকে আভিভূত হয়, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিলে যাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়, মৃত্যুর পর তাহারই বা কোথায় যাইবে, আমিই বা কোথায় থাকিব? এ হেন সোনার সংসার স্ত্রী পুত্র, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া না জানি কি অত্যদ্ভুত জাগায় যাইয়া পড়িতে পারি তাহার ঠিক নাই; সুখে থাকি কি দুঃখে থাকি এ জগতের সঙ্গে এক প্রকার আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছি। এখানে যে সকল আত্মীয় স্বজনের প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুখে দিন কাটাইতেছি মরণের পর কি তাহাদের সহিত এইভাবে মিলিতে পারিব,

তাহারাই কি আমার সহিত মিলিতে পারিবে? মরিয়া কি তাহাদের সহিত দেখা হইবে? ইত্যাদি চিন্তায় মানুষকে মরণের নামে ব্যাকুল করিয়া ফেলে। বাস্তবিক পারলৌকিক রহস্য জীবন--যবনিকার চির অন্তরালে রহিয়াছে ও রহিবে।

কোন পদার্থের নাম মৃত্যু? মমতা বা ভয়ই মৃত্যু; ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোনরূপ মৃত্যু জগতে নাই। মমতা বা ভয় অজ্ঞান প্রসূত। যাহার অহংজ্ঞান জন্মিয়াছে তাহারই মমতা জন্মিয়াছে। অহংজ্ঞানই মমতা। যাহার শরীরে বা আত্মীয় স্বজনের উপর মমইতি মমতা জন্মিয়াছে সুতরাং তৎত্যাগে দুঃখও জন্মিয়াছে, দুঃখ হইবে বলিয়া ভয়ও জন্মিয়াছে সুতরাং মমতা বা ভয়ই মৃত্যু। মৃত্যু একটী পরিবর্ত্তন। কার পরিবর্ত্তন? শক্তির কালিক পরিবর্ত্তন। বাল্য শক্তি যেকালে বর্দ্ধিত হয় তাহা যৌবন কাল যৌবনশক্তি যেকালে হ্রাস প্রাপ্ত হয় তৎকাল জরা তৎপর মৃত্যুকাল। সুতরাং মৃত্যুর আর এক নাম কাল। বাল্যের পরিবর্ত্তন যৌবন, যৌবনের পরিবর্ত্তন জরা, জরার পরিবর্ত্তন মৃত্যু। সমস্ত সৌর জগৎ মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা মৃত্যুরই রূপান্তর।

দেহিনোঽস্মিন্‌যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীর স্তত্র নমুহ্যতি ॥

দেহীর এদেহে যথা কৌমার, যৌবন, জরা হয় সংঘটন।
দেহান্তর প্রাপ্তি তথা তাহাতে বিমুগ্ধ নাহি হয় ধীরজন ॥

স্থুল শরীরের ভোগ শক্তিও কার্য্য শক্তি ধ্বংস হইলে যে কাল শক্তি আসিয়া তাহাকে পুন নব শক্তিতে শক্তিমান করে তাহাই মৃত্যু। সাপে কামড়ান হউক, বজ্র পড়িয়া হউক ব্যাধিতে হউক যে কোন প্রকার মৃত্যুর কারণই স্থুল শরীরের ভোগ ও কার্য্যের অক্ষমতা।

কেন মৃত্যু? স্থুল শরীর যখন ভোগ ও কার্য্যে অক্ষম হয় তখন লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর স্থুলশরীরকে ত্যাগ করিয়া অভিনব নূতন শরীর ধারণ করে। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আত্মার উন্নতির জন্য। আত্মাতে জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই শরীর। ঐ শরীর যখন জ্ঞানোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তখন আত্মার জ্ঞানোৎপাদনার্থ নূতন শরীর হইয়া থাকে, ইহাই জন্ম মৃত্যুর রহস্য।

মৃত্যু একজন মহা উপকারী বন্ধু, পরম দয়াবান ও মহাদাতা।

মৃত্যু আত্মার জ্ঞানোন্নতির জন্য স্থুল শরীর হইতে লিঙ্গ শরীরকে পার্থক্য করেন, এইজন্য ইনি উপকারী মিত্র।

বার্দ্ধক্যে জীব বড় কষ্ট পায় সেই কষ্টকে ইনি দূর করেন এইজন্য ইনি পরম দয়াল।

মৃত্যু প্রাণিমাত্রেরই পুরাণ শরীর গ্রহণ করিয়া নূতন শরীর দান করেন এইজন্ম ইনি মহাদাতা।

মৃত্যুর অবস্থা কিরূপ? জীর্ণবস্ত্র ত্যাগের স্থায়, যথা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
ন বাণি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবাণি দেহী॥

যথা জীর্ণ বাস করি পরিহার, করে নর নব বসন গ্রহণ।
যথা পরিহরি দেহী জীর্ণদেহ, করে অন্য নব শরীর ধারণ॥

জীর্ণবাস ত্যাগে নব বস্ত্র পরিধানে লোকে আনন্দই বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু মৃত্যুর বেলায় পুরান শরীর ত্যাগে নব শরীর ধারণে আনন্দ বোধ করে না কেন? মনে কর তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার শরীর অপটু হইয়াছে, অপটু শরীর নিয়া কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, সেই সময় যদি কেহ আসিয়া বলেন যে তোমার শরীর নূতন করিয়া দিব, তাহা হইলে তুমি কি আনন্দিত হও না? অবশ্যই হও, কেননা তুমি নূতন শরীর পাইলে নিত্য নূতন ভোগ করিতে পারিবে। মৃত্যুও তোমাকে নূতন শরীর দিবে, তবে কেন মরণের নামে ভয় পাও? ইহার কারণ এই যে দেহের উপর, আত্মীয় স্বজনের উপর মমইতি মমতা জন্মিয়াছে সুতরাং তাহার ত্যাগে দুঃখও জন্মিয়াছে, দুঃখ পাইবে বলিয়া ভয়ও জন্মিয়াছে। বস্ত্রের উপর তোমার মমতা জন্মে নাই, সুতরাং বস্ত্র ত্যাগে দুঃখও জন্মে নাই, সুতরাং ভয়ও উৎপন্ন হয় নাই, প্রত্যুত আনন্দই জন্মিয়াছে; তদ্রূপ বিবেক বলে দেহের প্রতি যদি মমতা না জন্মে তবে তৎত্যাগে দুঃখেরও কারণ থাকে না; দুঃখাভাবে ভয়ও উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত অকর্মণ্য পুরান শরীর ত্যাগে আনন্দই জন্মিতে পারে; সুতরাং ভয়ই মৃত্যু; মৃত্যুই ভয়। অন্য কোন মৃত্যু জগতে নহে।

জগৎ কাল নাশ্য। বিশ্ব মহাপ্রলয়ে কাল কুক্ষিগত হইবে, ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে লীন হইবে, ইহার কিছুই থাকিবে না। বিশ্ব বাল্য অতীতে লীন হইয়াছে, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, যৌবনান্তে বার্দ্ধক্যে কাল কুক্ষিগত হইবে। জাগতিক শক্তি যখন হ্রাস প্রাপ্ত হইবে তখনই মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে।

জগৎ শব্দের অর্থ যাহা গতিশীল, অনন্ত কালাভিমুখে যাহার গতি অথবা যাহা গত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; অর্থাৎ যাহা থাকিবার নয় তাহাই জগৎ। মরণই নিয়তি, নিয়তিই প্রকৃতির গতি, এই গতিতে জগৎচক্র নিয়ত কালের পথে চলিয়াছে। অনিত্য সর্ব্বভূত নিত্যকালের ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। বাজীকর যেমন বিবিধ খেলনা—বস্তুর

দ্বারা বাজী দেখাইয়া, আবার সেইগুলিকে থলিয়ার মধ্যে পুরে, বিশ্ব বাজীকর কালও নিয়ত বিবিধ বিচিত্র ভৌতিক বাজী দেখাইতেছে ও এক একটা খেলনা অতীতের থলিয়াতে পুরিতেছে। কালেই সমস্ত লয়, এইজন্য লয় বা মরণের আর এক নাম কাল। কালপ্রাপ্তিই জগতের ব্যাপার, ইহাই একমাত্র সমাচার।

বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "কাচবার্ত্তা" সমাচার কি? যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন—

আসর্ত্তু দর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন
সূর্য্যাগ্নি না রাত্রি দিবেন্ধনেন।
অস্মিন মহামোহময়ে কুটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥

ঘোটন কারণ হল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে, পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥

অর্থাৎ কালে সকলই যাইবে, কিছুই থাকিবে না, ইহাই জগতের একমাত্র খবর, ইহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য, জগতের অনিত্যতাই বিষয়। এই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপারটী মায়াজাত মহামোহেরই মোহিনী শক্তির ফল। জগতে যিনি যত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, রূপ, গুণ, যশ সৌরভ, পদ গৌরবাদিতে বিভূষিত হউন না কেন, মরণ হরণের উপায় করিতে না পারিলে সব বৃথা, সব বিড়ম্বনা। এ সংসারখানা কসাইখানা। আমরা নিতান্ত দীন হীন ছাগমেষাদির ন্যায় কর্ম্ম ডোরে বদ্ধ হইয়া মহাকালের কসাইখানায় নীত হইতেছি; সময় কালে একটু ছট্‌ফটানি ভিন্ন আর কোন ক্ষমতাই নাই, কোন শক্তিই নাই, কি শোচনীয় অবস্থা।

রাম প্রসাদী একটী গান আছে—

আর খাবনা পাতা নেঙ্গুর নেড়ে।
আমার ছোড়ার কথা মনে পড়ে॥
এ সংসার কসাই খানা, (কসাই) শমন উদ্দীন আসছে তেড়ে।
বিএ, এমে, জজ্ মাজিষ্টার নির্ভাবনায় নেঙ্গুর নাড়ে।
(যেন) যো নাই আনার, কসাই খানার ছাগল ভেড়াই সকল ভেড়ে।
নিত্য নূতন ঘাস পাতা খড় খাচ্ছে আর ঘুমাচ্ছে পড়ে।
(কচি) শিং ল্যাজের বাহারে বিহার, জবাইর চিন্তা সবাই ছেড়ে॥

ছোরা মারা যানলে যারা; ভাগল তারা দড়া ছিঁড়ে।
আমি রোগা ভ্যাড়া, পাকা দড়া, টানলে আরো এঁটে পড়ে॥

এ সংসারে বুদ্ধি মত্তার বিশেষ খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু কালের কাল আসিলে সকলের বুদ্ধিই ফুরায়, তখন আর কেহর বুদ্ধিই বেরয় না, যাহার বুদ্ধি তৎপ্রতিকারে সমর্থ সেই বুদ্ধিমান নচেৎ নেঙ্গুর নাড়াই সার। মহাপ্রলয়ে দেহলয় অবশ্যম্ভবী। অনিত্যের নিত্যবস্তাতি মহাপ্রলয়ে থাকে না। কালে ভূতের উপর কালের অধিকার হইবেই। পুরুষ কার প্রয়োগ দ্বারা যত ইচ্ছা তত কাল বাঁচিতে পার, অসাধারণ শক্তি বলে আসন্ন মৃত্যুর আক্রমন অতিক্রম করিলেও একদিন দেহের উপর কালের অধিকার আসিবেই আসিবে।

সমানং জরা মরণাদিজং দুঃখম্। সাঙ্খ্য।

কি উর্দ্ধ লোকের জীব, কি অধোলোক গত জীব; জরা মরণাদি জনিত দুঃখ ক্লেশ সকলেরি সমান। অশ্বত্থামাদি সাত জন চিরজীবী, দেবতারা অমৃত পানে অমর, এক একটি মন্বন্তরে, এক একটা ইন্দ্র পতনে লোমশ মুনির এক এক গাছি লোম খসে, সমস্ত লোম খসিলে তাহারও মৃত্যু। দ্বিপরার্দ্ধ কালাবসানে মহাপ্রলয়ে আদি শরীরি হরিহর ব্রহ্মাদি জন্য ঈশ্বর সকল ও কাল কুক্ষি গত হইবেন। ইহারা ইচ্ছা করিলেও দ্বিপরার্দ্ধ কাল সংখ্যাতীতে অবস্থিতি করিতে পারিবেন না। চির জীবিত্ব অমরত্ব বিরাট্ কালের এক ক্ষুদ্র অংশ ব্যাপী মাত্র। মৃত্যুর শক্তি সর্ব্বনাশী, কালের কবল বিশ্ব গ্রাসী তাহাতে আর সংশয় নাই। বুঝা গেল আব্রহ্ম কীট সকলেই মৃত্যু ভয়ে ভীত। যে হেতু ভীত সে হেতু মৃত। পুরাণে ব্রহ্মার ভয়ের কথা উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। প্রলয় অন্তে ব্রহ্মা জাগ্রত হইয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইলেন না কেবল চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ শূন্যময় তখন তিনি ভীত হইলেন, সে অবধি লোকে একাকী থাকিতে ভয় পায়।

ভয় কার? মমতা যার। মমতা কার? মোহ যার। মোহ কার? জ্ঞান অপূর্ণ যার। জ্ঞান অপূর্ণ কার? বীর্য্যচ্যুত যার। আব্রহ্ম কীট সকলেরই শুক্র চ্যুত, সুতরাং জ্ঞান খণ্ডিত, সুতরাং মোহ গ্রস্থ, সুতরাং মমতা কৃষ্ট, সুতরাং ভয়ত্রস্ত সুতরাং মৃত্যু গ্রস্থ।

আব্রহ্ম কীট সকলেই বিকারী, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু গ্রস্থ। যার ব্যাধি, জরা, মৃত্যু আছে তারি শক্তি হ্রাস অনুমেয়, যার শক্তির হ্রাস আছে তারি ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু অনুমেয়। শক্তি হ্রাস কার? বীর্য্য চ্যুত যার।, যার শুক্র স্খলিত, সেই শক্তি চ্যুত, সুতরাং তিনি জেয়। সুতরাং আব্রহ্ম কীট সকলেই জেয়। সুতরাং বিশ্ব শক্তি জেয়।

অজেয় কে ? নির্ভয় যে। নির্ভয় কে ? মমতাহীন যে। মমতাহীন কে ? মোহ হীন যে। মোহহীন কে ? পূর্ণ জ্ঞানী যে। পূর্ণ জ্ঞানী কে ? বীর্য্য অচ্যুত যে। শুক্রই জ্ঞান, সুতরাং শুক্রময় তনু যাহা জ্ঞানময় তনু তাহা। জ্ঞানেতে অজ্ঞান সম্ভবেনা সুতরাং অজ্ঞান প্রসূত মমতা ও ভয় সম্ভবেনা। যাহার মমতা নাই তাহার দুঃখ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, সুতরাং মৃত্যু ও নাই। পূর্ণজ্ঞানে অজ্ঞান কোথায় ? পূর্ণ শক্তিতে ভয় কোথায় ? সুতরাং অভয় সুতরাং অমৃত। অমৃতকে ? মমতাশূন্য যে যাহার শরীরে মমইতি মমতা নাই, সুতরাং তৎত্যাগে দুঃখও নাই শোক ও নাই, সুতরাং দুঃখ প্রাপ্তির ভয় ও নাই সুতরাং তিনিই নির্ভীক। যিনি নির্ভীক তিনিই হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিতে পারেন। যিনি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিতে পারিয়াছেন তিনিই কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয় এবং তিনিই অমৃত, ইহা ছাড়া কাল নাশ্য বিশ্বে দ্বিতীয় অমৃত আর কিছু নাই। যিনি মৃত্যু সময়ে সহাস্য মুখে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় নিতে পারেন, মনে করিতে হইবে মর্ত্তে তিনিই পুণ্যবান, নচেৎ দাঁত খিটাইয়া মরণ অপমৃত্যুরই তুল্য, মনে করিতে হইবে তাহারি জীবন পাপ জীবন।

মনুষ্য যদি সংসারে আসিয়া হাসিয়া মরিতে না পারিল, তবে মনুষ্য জীবন ধারণ করিল কেন ? মরিবার সময় পশুরাও দাঁত খিটাইয়া মরে, তবে মনুষ্য ও পশুতে বিভিন্ন কি ? যিনি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া, কালের মুখে কালী দিয়া, কালকে জয় করিয়া "মহামৃত্যুঞ্জয়" নাম ধারণ করিয়াছেন তিনি কে ? শুন তিনি কে।

মহাশ্মশান।

বিশ্বনাট্যের বিরাম স্থান, উল্লম্ফন, অভিমান, গর্ব্ব, দুঃখ, শোক, তাপ, আধি, ব্যাধি, জ্বালা, যন্ত্রণার অবসান নিকেতন ; ধনী, নির্ধনী, দুঃখী, সুখী, রাজা, প্রজা, দীন, ভিখারী যেখানে সমভাব তারি নাম শ্মশান।

বিশ্ব একটী মহা শ্মশান, কেননা জগতে অদাহ স্থান নাই তবে কেন শ্মশানের নামে এত ভয় ? বিশ্ব শ্মশানময়, আমি ত শ্মশান ছাড়া নই তবে কেন শ্মশানের নামে এত ভয় ? পৃথিবীতে যদি কোন পবিত্র স্থান থাকে তাহা এই শ্মশান। যে পুতধামে পুতমনা সদানন্দে বিরাজিত সেই স্থানের নাম 'শ্মশান'।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবী! আমি পবিত্র স্থান অন্বেষণ করিয়া, অত্যাপিও সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোন স্থানই পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। এইজন্য শ্মশান বাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। পবিত্র স্থান লাভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র শ্মশানেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা পবিত্রমনা পবিত্রধাম শ্মশানেই তাঁহারা আনন্দানুভব করেন।

ভাবুকশ্রেষ্ঠ কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের উক্তি যথা—

১

চির সহচরী মোর, কোমল কল্পনে!
আরো কিছু দূর চল পদ ফেলি ধীরে,
তুমি আমি দুই জনে আজিগো নয়নে
দেখিয়া গঙ্গার মূর্ত্তি ভ্রমি গঙ্গাতীরে।
চল চল—থাম থাম—যেয়ো নাকো আর,
দেখ দেখ, অহো একি গম্ভীর মুরতি!
হৃদয় স্তম্ভিত হল আতঙ্কে আমার;—
চলিতে না পারি; স্তব্ধ চরণের গতি!
সকলিত জান তুমি,—ত্বরা তবে চল,
কি হেতু অচল পদ—হৃদয় চঞ্চল?

২

এমন সময় মোর অন্তস্তল হতে,
কে যেন হৃদয় ভাণ্ডস্থিত রক্তরাশি
শিরা পথে বিক্ষেপিয়া ভর ভর স্রোতে,
কহিয়া উঠিল, শুন ওরে মর্ত্ত্যবাসী!
যা দেখিছ গঙ্গা তটে সম্মুখে তোমার,
"শ্মশান" উহার নাম। চমকিনু আমি!
কি যে এক মহাচিন্তা বিঁধিল আমার
হৃদয়ের মূলস্থল, জানে অন্তর্য্যামী,
চিরকাল দৃষ্ট বিশ্ব দেখিনু আঁধার,
শ্মশানের নামে যেন সবি শূন্যাকার।

৩

আশৈশব কত কি যে মনের ভিতরে
গাঁথা ছিল অবিচ্ছিন্ন সুদৃঢ় বন্ধনে,
শ্মশানের নাম শুনি সাংঘাতিক ভরে
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ! —বলিব কেমনে ?
যে আশারে প্রাণাপেক্ষা যতন করিয়া
পুষিয়া ছিলাম, হায়, যাহার মায়ায়,
বলিতে কি, আজো আমি রয়েছি বাঁচিয়া,
কোথায় সে আশা গেল ফেলিয়া আমায় !
ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, প্রণয়
শ্মশানের নামে সবি হল শূন্যময় ।

৪

শ্মশান ! শ্মশান ! অহো কি ভীষণ নাম !
শ্রবণে পশিয়া মোরে ফেলিল কি করি ;
অস্থিরতা চির সঙ্গী ;—পালাল বিরাম,
অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মোর গেল, হরি হরি !
আমি জীব, কিন্তু জীবশূন্য এ শ্মশান,
পরস্পরে কি সম্বন্ধ ? কিছুই ত নাই,
তবে কেন হয় মোর ব্যাকুল পরাণ ?
কেন মন বলিতেছ, পালাই পালাই ?
আবার হৃদয় তলে আঘাত হইল,
কোথায় পালাবে তুমি ? কে যেন কহিল ।

৫

এখন পালাবে বটে, রে অবোধ নর !
যে দিকে বাসনা তব, সে দিকে ছুটিয়া
কিন্তু তুমি করিতেছ যারে এত ডর,
অমর হইতে ইচ্ছা যাহারে স্মরিয়া,
সে শ্মশান, সুনিশ্চয়, কখন তোমারে
ছাড়িবেনা। এর সহ সম্বন্ধ তোমার

অখণ্ড; কি সাধ্য তুমি খণ্ডিবে তাহারে?
পালাও-পালাও, কিন্তু নাহিক নিস্তার!
কি সম্বন্ধ আছে তব শ্মশানের সনে,
এক দিন বুঝিবেই আপনার মনে।

৬

চিন্তার গভীর সিন্ধু উঠিল উথলি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল লাগিল ঘুরিতে,
আবদ্ধ ভবিষ্য দ্বার ক্ষণে গেল খুলি,
চিন্তার অনন্ত স্রোত, লাগিল ছুটিতে
কভু ক্ষীণালোকে দেখি, কভু অন্ধকার,
কভু আশা বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশ,
কভু ধূ ধূ করে উঠে সৃষ্টি বিধাতার,
কভু ঘন ঘুরে উঠে অনন্ত আকাশ!
কভু কত মূর্ত্তি দেখি আঁখি পালটিতে,
আবার সে সবলয় শ্মশান ভূমিতে।

৭

দেবি গঙ্গে! তবতীরে এ ঘোর শ্মশান
গম্ভীর মুরতি ধরি আছে দাঁড়াইয়া।
ইহার এ মূর্ত্তি ছায়া করিছে প্রদান
জগতের নশ্বরত্ব বিশেষ করিয়া।
এ ছায়ারে, অয়ি দেবি! বারেক কারণে
ধনীর সে উপবনে করহ স্থাপন
দেখুক সে ধনী ইহা বারেক নয়নে,
বুঝুক অস্তিত্ব তার সে নির্ব্বোধ জন।
কি সম্বন্ধ আছে তার শ্মশানের সনে,
দেখুক সে মূঢ় বসি বৈটক ভবনে।

৮

দেখ দেখি মূঢ়! যেই শ্মশান দেখিয়া,
আধ্যাত্মিক ভাবে চিত্ত চির মগ্ন হয়,
ঈশ্বরের মহামূর্ত্তি জাগ্রত থাকিয়া
হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজিত রয়,

সেই শ্মশানেরে তুই, অজ্ঞানের দাস।
দেখিতে না চাস্, পুন প্রকাশিস্ ঘৃণা,
শ্মশান ধূলিতে তোর নাহি অভিলাষ,
শ্মশানের দৃশ্যে তোর বসে না বাসনা।
নির্জ্জনে—অনেক দূরে, এই সে কারণ;
রয়েছে শ্মশান তোর ছাড়িয়া নয়ন।

৯

যে শ্মশানে নিরখিলে পাপ দূরে যায়,
পাপেরে ছুঁইতে চিত্ত না হয় ধাবিত,
অন্তর শীতল হয় পুণ্যের ছায়ায়,
স্বর্গের দুয়ার চক্ষে রহে অবারিত,
এ হেন শ্মশান ছাড়ি দূর দূরান্তরে,
পাপ লিপ্ত হয়ে তুই করিস্ নিবাস।
অন্তরস্থ শ্মশানেরে ভুলেও অন্তরে
অন্তর না করি, ভাব আপন নিবাস।
যেখানে শ্মশান, তুই থাক্ সেইখানে,
হন্‌নে শ্মশান ছাড়া ক্ষণেরো কারণে।

১০

ধন্য সেই যোগিবর মানব জগতে,
সংসারের ছায়াবাজী ভুলিয়া যে জন,
চিরবাস করে এই শ্মশান ভূমিতে,
নিশ্চয় সে পায় পরমেশের দর্শন।
এই না শ্মশান সেই? যোগীর প্রধান
মহাদেব হেথায় না করিতেন যোগ?
কুবের ভাণ্ডারী যাঁর মহৈশ্বর্য্যবান্,
শক্তি যাঁর জায়া, তাঁর কেন কর্ম্মভোগ?
প্রকৃতির লীলাভূমি রজত কৈলাস
সুখের নিবাস যাঁর, তাঁহার নয়নে
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কেন শ্মশান নিবাস?
বিশ্ব ভুলে, প্রাণ খুলে কি ভাবেন মনে?
সে ভাবনা তুমি আমি কেমনে বুঝিব?
বুঝিলে শ্মশান ছাড়ি কি হেতু রহিব?

১১

সাম্য বৈষম্যের যথা তারতম্য নাই,
তুমি বড়—আমি ছোট নাহিক যথায়,
না আছে যেখানে স্বার্থপরতা বালাই;
পরনিন্দা নাহি যায় যাহার সীমায়,
বিদ্বান্ নির্ব্বোধে যথা অভিন্ন হৃদয়,
নানাদিক প্রবাহিত নদীকূল যথা
সমুদ্রে মিশিয়া গিয়া একধর্ম হয়,
সেরূপ যথায় হয় সবার সমতা,
পৃথিবীতে সেই স্বর্গ; সে এই শ্মশান।
সেই স্বর্গবাসী, ইহা যাহার ধেয়ান্।

শুনিয়াছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি তাহা জানি না—কখন দেখি নাই, হয়ত কখন দেখিবও না। কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এ স্থান স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র।

নেহক্রোধো ন মাৎসর্য্যং লোভঃ কামোধৃতির্ভয়ম্।
হিংসা কুটিলতা গর্ব্বো নিন্দা সূয়াশুচিঃ ক্বচিৎ॥

এখানে ক্রোধ নাই, মাৎসর্য্য নাই, কাম নাই, ভয় নাই, লোভ নাই, ক্ষয় নাই; নাই হিংসা, নাই কুটিলতা; নাই অসূয়া, নাই অশুচি; তাই এই শ্মশানে মহাপুরুষেরা আনন্দে অধিষ্ঠান করেন।

কে বলে কদর্য্য শ্মশান।
এ যে পরম পবিত্র চরম যোগের স্থান॥
পাপী কি পুণ্যবান, মূর্খ কি বিদ্বান,
সবে সমভাবে একত্রে শয়ান।
অন্ধ খঞ্জ বধির গলিত কুষ্ঠধারী,
কন্দর্প সমান রূপের দর্পকারী,
রাজা ও ভিখারী এক শয্যার বিধান।
জাতিভেদ হেথা নাহি কোন কালে,
এক শয্যায় শয়ান ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে,
কৃপণ আর দাতা সবলে দুর্ব্বলে,
হেথা এলে দশা সবারই সমান।

পুষ্পশয্যা যার পরম কুতুহলে,
তৃণ শয্যা যার বনতরুতলে,
সমান কুশপত্র ঘৃতায় আর জলে,
সমভাবে তৃপ্তি হয় সবার প্রাণ।
পরপুরুষ পরশে যে নারী নর্ম্মদা,
হারায় নারে সতী সতীধর্ম্ম হেথা,
বন্ধ্যা, পুত্রবতী, অবিরা, অসতী,
পায় তুল্য গতি কেহ নয় প্রধান।
জন্মের মত ঘুচে যায় রোগ শোক,
চির শান্তির চির হয়রে উপভোগ,
শ্মশান মাত্র নাম কিন্তু শান্তিধাম,
চির দুঃখের সুখের চির অবসান।
প্রাণায়াম সিদ্ধ হেথা এলে হয়,
বিনারোধে বায়ু কুম্ভকের উদয়,
শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া একেবারে লয়,
সমাধীর অধীন হয় সবার প্রাণ॥

মহাশ্মশানে মহামৃত্যুঞ্জয়।

অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী মহাবীরের মহা বিশ্রাম স্থান চির শান্তি নিকেতন এই সেই কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশান। এ মহাশ্মশানে, মহাশয্যায়, মহাশয়নে, মহাশয় কে? পাশে একটী বালক দণ্ডায়মান, বালকটি বলিতেছে, পিত! এস; ক্রোড়ে একটি বালিকা শায়িত ও নিদ্রিত, মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেছে আর বলিতেছে বাবা! চল, যন্ত্রণা সয়না, মহাপুরুষ বলিতেছেন, বৎস! এখনো নিশা অবশান হয় নাই, চতুর্দ্দিক গাঢ় নিস্তব্ধ, ঘোর অন্ধকার, আমি এ নিশায় তোকে নিয়া কোথায় যাইব? আমি কি তোদের ছেলে মানুষের কথায় যাইব? যখন আমার ইচ্ছা হইবে, যাইবার উপযুক্ত সময় বোধ করিব, তখনই তোকে নিয়া যাইব, তোর যদি যন্ত্রণাহইয়া থাকে, আয়! তোর গায়ে হাত বুলাইয়া দি, মহাপুরুষ বালিকার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন, বালিকা পুনঃ নিদ্রিত হইল। বালিকা আবার চমকিয়া উঠিয়া বলিল, পিতঃ! আর যন্ত্রনা সয়না, এবার

চল, এ শয্যা আমার পক্ষেও যন্ত্রণা দায়ক, বাবা! তুমি প্রফুল্লমনে কেমনে শুইয়া রহিয়াছ? যদি তুমি না যাও, তবে আমি তোমাকে ফেলিয়াই চলিয়া যাইব, আমার আর এ যন্ত্রণা সয়না, তুমি কেমন করিয়া সহ্য করিতেছ? বাবা! তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না, তুমি কি ভাবছ? বালিকা যথার্থই বলিয়াছে, মহাপুরুষ কি ভাবিতেছে, মহাপুরুষকে দেখিলে বোধ হয় যেন কি এক মহা চিন্তায় নিমগ্ন, যেন কন্যাদায় গ্রস্ত; মাগ নাই তার পুত্রের কিরার ন্যায় এই মহাপুরুষও কন্যাদায়গ্রস্ত; মহাপুরুষ এবার হাসিয়া বলিলেন,—তোর বিবাহের কথা ভাবিতেছি, কার সঙ্গে তোর বিয়ে দেই, তোকে কেহই বিবাহ করিতে রাজি হয় না, তুই যে বড় দুরন্ত, তোর নামে বিশ্ব ত্রাবিত হয়, সুরাসুর, নরবানর, দেবদেবী সমভাবে কাঁপে, তাই ভাবিতেছি তোকে বিয়েই বা করিবে কে! তোর বিয়ে নিয়ে আমি মুস্কিলেই পড়িয়াছি, তোর কাছে কেহ স্বেচ্ছায় ঘেসে না, তোর রাক্ষস গণ, পাত্র জুটে না, যার সঙ্গে বিবাহ দিব তাকেই খেয়ে বসিবি, সুতরাং বিবাহ দেওয়া না দেওয়া মিথ্যা, যেখানে বিবাহ দিলে নিশ্চয় বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে জানিয়া শুনিয়া কি প্রকারে সেখানে বিবাহ দেই। বালিকার জন্য মহাপুরুষ ত্রিভুবন খুঁজিল, কোথাও পাত্র জুটিল না, অগত্যা পাশের বালকটির সহিত বিবাহ দিল, উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পাত্রী ন্যাস্ত হইল। বালক স্থির যৌবন, মৃত্যুরহিত, সুতরাং বালিকাকে আর বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

মহাপুরুষ ত্রিভুবন নিমন্ত্রন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আসে নাই। দেবাসুর, যক্ষ, রক্ষ কেহই বরযাত্র কন্যাযাত্র হইয়া আসেন নাই। হরিহর বিরিঞ্চি নামে ত্রাসিত বাজনা বাজাবে কে? লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রি, দুর্গা ভয়ে কম্পিত হুলু দিবে কে? শাঁক বাজাবে কে? পাঠক! এ বিবাহে দেবাসুর কেহ আসিল না, তোমরা কেহ বরযাত্র যাইতে রাজি আছ? দেখ, সাবধান, কন্যা দেখিলে সকলেরই চক্ষুস্থির হইবে, কেহই কিন্তু ঘরে ফিরিতে পারিবে না, শেষে যেন আমি গালাগালি না খাই। লক্ষ্মী আদি দেবীরা এ বাসরে কেহ আসিল না, বঙ্গলক্ষ্মীরা কেহ বাসরে যাইতে রাজী আছ? মনে রাখিও, এখন আসিলে না বটে, কিন্তু একদিন এ বাসরে বাসর জাগিতে হইবে।

চিনিলে সুধী! এই মহাশ্মশানে, মহাশয্যায়, মহাশয়নে, মহাশয় কে?

চিনিলি কি? এই মহাপুরুষ কে? যিনি এ মহাশ্মশানে প্রফুল্লমনে বিবাহকার্য্য সমাধা করিতেছেন? আর ঐ বালক বালিকাকে কি চিনিলে?

মহাশয্যা শরশয্যায় শায়িত মহাপুরুষ 'ভীষ্মদেব'; সম্মুখে দণ্ডায়মান বালকটি 'কাল', ক্রোড়ে শায়িত বালিকাটি 'মৃত্যু'। নিত্য বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ভোগ করিতেছে যে পদার্থ তাহাই কাল ও মৃত্যু, সুতরাং বালকবালিকা বলা যায়। পুত্র কন্যা যেমন পিতামাতার আজ্ঞাধীন বশীভূত, এই বালকবালিকা বা কাল ও মৃত্যু ভীষ্মদেবের আজ্ঞাধীন বশীভূত। বিশ্বে এমন কোন প্রাণি নাই যার মহাকাল মহামৃত্যু বশীভূত। মহা-

কাল মহামৃত্যু সকলকেই কেশে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তাহারা আজ ভীষ্মদেবের আজ্ঞাবহ। কাল ও মৃত্যু বলিতেছে চল, ভীষ্মদেব বলিতেছেন যাইব না, আমার যখন ইচ্ছা হইবে তখন যাইব। আব্রহ্ম কীট মৃত্যুকে কে বলিতে পারিয়াছে আজ যাইব না কাল যাইব, বা যখন ইচ্ছা তখন যাইব এবং মৃত্যুই বা কার কথায় প্রতীক্ষা করিয়াছে? কিন্তু সেই মৃত্যু বিষদাঁত ভাঙ্গা সর্পের ন্যায় শান্তমূর্ত্তিতে ভীষ্মদেবের আজ্ঞা প্রতিক্ষা করিতেছে, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতেছে, আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে। মৃত্যু যে শয্যায় মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সেই শর শয্যায় ভীষ্মদেব মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া মহানন্দে মহাশয়নে উত্তরায়ণ দিবা অপেক্ষা করিতেছেন। ধন্য মহামৃত্যুঞ্জয় জগদেক বীর। বিশ্ব যার নামে ত্রাসিত, সে আজ কাতরকণ্ঠে আজ্ঞা যাচিত, পিত! আর আমার শর যন্ত্রণা সয়না, ভীষ্মশরে যেন মৃত্যুই ক্লেশিত হইতেছে, মহাপুরুষ কিন্তু প্রফুল্ল। মৃত্যু বলিতেছে, পিত! যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাও, তবে তুমি থাক আমি যাই; এমন মহাপুরুষ কে আছে যাঁকে মৃত্যুদায়ে ঠেকিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছে, পক্ষান্তরে যিনি করুণা বশ হইয়া মৃত্যুকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না প্রত্যুত তার আবদার রক্ষার্থে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ভীষ্মদেব মৃত্যুর গায় হাত বুলাইতেছেন আর বলিতেছেন, বৎস! এখনো দক্ষিণায়ণ নিশা অবসান হয় নাই, নিশা অবসান হইলে উত্তরায়ণ দিবা আগমন করিলেই আমি তোরে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব, অমনি মৃত্যুকন্যা নতশির, ভীষ্মদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কিছু করিতে পারিল না, করিবার সাধ্যও নাই, ভীষ্মদেবের ইচ্ছানুযায়ীই অপেক্ষা করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা মহামৃত্যুঞ্জয় আর কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যু কালজয়ী, সুতরাং কাল বশীভুত আজ্ঞাধীন সুতরাং পুত্রস্থানীয়। পুত্র যার কাল, কন্যা যার মৃত্যু, তিনিই কালজয়ী 'মহামৃত্যুঞ্জয়'।

বিশ্বে একমাত্র মহামৃত্যুঞ্জয় ভীষ্মদেব মহানন্দে মহাশ্মশানে মহাধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। আব্রহ্ম সুরাসুর মহাভিক্ষার আশে যার কাছে ভিখারী আজ সে ভীষ্মক্রোড়ে দীনা, হীনা, কাঙ্গালিনী, অনন্তের অনন্ত ফণা যার নামে চূর্ণিত, সে আজ আর্য্যক্রোড়ে ঘূর্ণিত, লুণ্ঠিত; বিশ্ব যার ক্রোড়ে নিদ্রিত, সে আজ আর্য্যক্রোড়ে শয়িত; বিশ্ব মৃত্যুক্রোড়ে মৃত্যু ভীষ্মক্রোড়ে; বিশ্ব যার নামে ত্রাষিত, সুরাসুর কম্পিত, সে আজ ভীষ্মক্রোড়ে সৌম্যমূর্ত্তি, কি অদ্ভূত অপূর্ব্ব দৃশ্য। দেখ, আর্য্য! মন খুলিয়া, নয়ন মেলিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখ, আর্য্যক্রোড়ে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। হনুমৎতনু ও ভীষ্মতনু শুক্রময়, সুতরাং জ্ঞানময়, সুতরাং মমতাদ্বারা অস্পৃষ্ট সুতরাং তৎত্যাগে অক্লীষ্ট। শুক্রময় তনু শক্তিময়, সুতরাং নির্ভয়, সুতরাং হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিতে তিনিই সক্ষম। শুক্রময় তনু নির্ব্বিকারী, পরিবর্ত্তন রহিত, যে হেতু পরিবর্ত্তন রহিত, সেই হেতু ব্যাধি, জরা, মৃত্যুবর্জ্জিত সুতরাং অজেয়।

ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যু। যিনি ইচ্ছামৃত্যু তিনি দ্বিপরার্দ্ধ কালাতীত ইচ্ছা করিলেও বাঁচিতে পারেন, কারণ তিনি প্রাকৃতিক বিধির গণ্ডীর বাহির, সুতরাং কালজয়ী, সুতরাং কালের মুখে কালী ইনিই দিয়াছেন, হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ইনিই করিয়াছেন, সুতরাং ভীষ্মদেব মহামৃত্যুঞ্জয়, সুতরাং অজেয়। সুতরাং অজেয় ভীষ্মশক্তি ও জেয় বিশ্বশক্তি।

কে জেয়? আব্রহ্মকীট সকলেই জেয়, কেন না সকই ছেদ, ভেদ, দাহাক্রান্ত।

যিনি অস্ত্রের দ্বারা ছেদিত, অগ্নির দ্বারা দাহিত হয় তাহার জেয়ত্ব অবসম্ভাবী।

বিকারী মাত্রেই ছেদিত, ভেদিত, দাহিত সুতরাং জেয়। আব্রহ্ম কীট সকলেই বিকারী সুতরাং অস্ত্রসস্ত্রের অধীন সুতরাং জেয়। যিনি বজ্রের অনধীন হয়ত তিনি সুদর্শনের অধীন, যিনি সুদর্শচক্রের অনধীন হয়ত তিনি পাশুপতাস্ত্রের অধীন, যিনি পাশুপতাস্ত্রের অনধীন তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের অধীন। বিকারী শরীর কোন না কোন অস্ত্রের অধীন থাকিবেই, যেহেতু অস্ত্রের অধীন সেহেতু জেয়। দেবদৈত্যের যুদ্ধে হরিহর ব্রহ্মাদি যে কতবার হারিয়া পলাইয়াছেন তাহার ঠিক নাই; হারিল কেন? অস্ত্রের দ্বারা ক্লীষ্ট বলিয়াই হারিল। মহাপ্রলয়ে আব্রহ্ম বিশ্ব প্রপঞ্চত্রিলোকী শঙ্কর্বনাগ্নি দ্বারা দাহিত হয়, সুতরাং ছেদিত, ভেদিত, দাহিত, সুতরাং জেয়; সুতরাং বিশ্বশক্তি জেয়।

কে অজেয়? হনুমান ও ভীষ্মদেবই অজেয়, কেন না তাঁহারা ছেদ, ভেদ, দাহাতীত।

যে পদার্থ অস্ত্রের দারা ছেদ ভেদ হয় না, জলের দ্বারা ক্লেদিত, অগ্নির দ্বারা দাহিত, বায়ুদ্বারা শোষীত হয় না তাহাকে কে জয় করিতে পারে?

কোন তনু ছেদ, ভেদ, দাহাতীত? নির্ব্বিকারী তনু।

কোন তনু নির্ব্বিকারী? শুক্রময় তনু।

বৈকারীকানুবারা গঠিত পার্থিবাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র নির্ব্বিকারী তনুতে প্রবেশানিষ্ক, সুতরাং অজেয়।

শুক্রময় তনু কে—নৈনং ছিন্দন্তিশস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
না পারে ছেদিতে অস্ত্র, দহিবারে হুতাশন।
সলিলে করিতে আর্দ্র শুকাইতে প্রভঞ্জন॥

কবিগুরু বাল্মিকী শুক্রময় তনুর উজ্জল গুণ বর্ণনা তাঁহার মহাকাব্য রামায়ণে বরদান ছলে হনুমৎ তনুতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

বর ও শাপ তাহাই যাহা তোমার জীবনে ঘটিবে তাহা সিদ্ধমুখ হইতে নির্গত হওয়া। মহাকবী কি বলিতেছেন তাহা শুনুন—

অহমস্য প্রদাস্যামি পরমং বরমদ্ভুতম্।
ইতঃ প্রভৃতি বজ্রস্য মমাবধ্যোভবিষ্যতি॥
বরুণশ্চবরং দদ্যান্নাস্য মৃত্যু র্ভবিষ্যতি।
বর্ষাযুত শতেনাপি মৎপাশাদুদকাদপি॥
যমোদণ্ডাদবধ্যত্ব মরোগত্বং চ দত্তবান্।
বরংদদামি সন্তুষ্টঃ অবিষাদং চ সংযুগে॥
গদেয়ংমামিকানৈন্যং সংযুগেষু বধিষ্যতি।
ইত্যেবং ধনদং প্রাহতদাহ্যেকাক্ষিপিঙ্গলঃ॥
মত্তোমদায়ুধানাং চ অবধ্যোয়ং ভবিষ্যতি।
ইত্যেরং শঙ্করেণাপি দত্তোস্য পরমোবরঃ॥
বিশ্বকর্ম্মা চ দৃষ্টেমং বালংপ্রতি মহারথঃ।
মৎকৃতানি চ শস্ত্রানি যানি দিব্যানিতানি চ
তৈরবধ্যত্বমাপন্নশ্চিরজীবী ভবিষ্যতি॥
দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ব্রহ্মাতং প্রাব্রবীদ্বচঃ।
সর্ব্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যত্বং ভবিষ্যতি॥
অমিত্রানাং ভয়ঙ্করো মিত্রানাম ভয়ঙ্করঃ।
অজেয়োভবিতা পুত্রস্তবমারুত! মারুতিঃ॥
কামরূপঃ কামচারী কামগঃ প্লবতাম্বরঃ।
ভবত্যব্যাহতগতিঃ কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবিষ্যতি॥

ইন্দ্র হনুমানকে বর দিলেন আজি হইতে আমার বজ্র দ্বারা ইহার মৃত্যু হইবে না। বরুণ বর দিলেন আমার পাশে শতবৎসর বদ্ধ থাকিলেও ইহার প্রাণবিয়োগ হইবে না, এবং জলেও ইহার মৃত্যু ভয় থাকিবে না। যম বর দিলেন আমার যমদণ্ডে ইহার মৃত্যু হইবে না চিরজীবন অরোগী হইবে এবং যুদ্ধে কখনো অবসন্ন হইবে না। কুবের বর দিলেন আমার গদায় ইহার আশঙ্কা নাই। শঙ্কর বর দিলেন আমার ও আমার অস্ত্রশস্ত্র হইতে ইহার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অনন্তর শিল্পীপ্রবর মহামতি বিশ্বকর্ম্মা বর দিলেন আমি দেবতাদের জন্য যে সকল অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি ও করিব সেই সকল দিব্যাস্ত্রের অবধ্য হইয়া চিরজীবী থাকিবে। পিতামহ কহিলেন ইনি মহাত্মা ব্রহ্মজ্ঞ হইবে, ব্রহ্মশাপে ও ব্রহ্মাস্ত্রে ইহার মৃত্যু হইবে না এবং শত্রুগণের ভয়ঙ্কর ও অজেয় হইবে এবং

সুহৃদগণের প্রিয়দর্শন হইবে, কামরূপ ও কামচারী হইয়া অপ্রতিহত গতিতে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিবে এবং ইহার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র সুপ্রচার হইবে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল ব্রহ্মচর্য্য সংস্থিত শুক্রময় তনু প্রপঞ্চাতীত। শুক্রময় তনুতে এই সব গুণ স্বাভাবিকই বর্ত্তিবে, বর দিলেও বর্ত্তিবে না দিলেও বর্ত্তিবে।

ব্রহ্মচর্য্যের অজেয়ত্ব হনুমৎ প্রসঙ্গে আদি কবি আরও ব্যক্ত করিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্য ধারণে না থাকে এমন গুণ নাই, না থাকে এমন শক্তি নাই, না আছে এমন পদার্থ নাই।

শৌর্য্যং দাক্ষং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতানয় সাধনম্।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনুমতি কৃতালয়াঃ ॥

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা অর্থাৎ ক্ষিপ্রকারিতা, নীতি সাধন, প্রজ্ঞা, বিক্রম ও প্রতাপ এ সমস্তই হনুমানে বসতি করিয়াছে।

ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্বিত্তপস্যচ।
কর্ম্মাণি তানিশ্রুয়তে যানি যুদ্ধে হনুমতঃ ॥

হনুমান যুদ্ধে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছে, আমরা যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা কুবেরে সম্বন্ধেও সেইরূপ কার্য্য শ্রবণ করি নাই।

পরাক্রমোৎসাহ মতিপ্রতাপ.
সৌশীল্যমাধুর্য্য নয়ানয়ৈশ্চ।
গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্য সুবীর্য্য ধৈর্য্যৈ
র্হনুমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তিলোকে ॥

পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সৌশীল্য, মাধুর্য্য, নয়ানয় অর্থাৎ জ্ঞান, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য বীর্য্য, ধৈর্য্য ও চতুরতায় ত্রিলোকীতে হনুমানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই।

অসৌ পুন র্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্
সূর্য্যোন্মুখঃ প্রষ্টুমনাঃকপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরেরস্তগিরিম্জগাম
গ্রন্থং মহদ্ধারয়ন প্রমেয়ঃ ॥

হনুমান ব্যাকরণ শিক্ষা করিবার জন্য সূর্য্যমুখী হইয়া বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে করিতে উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত সূর্য্যের অনুসরণ করিতেন।

স সূত্র বৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং।
স সংগ্রহং সিধ্যতি বৈকপীন্দ্রঃ।
ন হ্যস্যকশ্চিৎ সদৃশোঽস্তিশাস্ত্রে
বৈশারদেচ্ছন্দ গতৌ তথৈব ॥

ইনি সূত্র, বৃত্তি, অর্থপদ, মহাভাষ্য ও সংগ্রহে অতিমাত্র ব্যুৎপন্ন। পাণ্ডিত্য ও বেদার্থ নির্ণয়ে ইহার সমকক্ষ কেহ নাই।

সর্ব্বাসুবিদ্যাসুতপোবিধানে
প্রস্পর্ধতেঽয়ংহি গুরু সুরানাম্।
প্রবীবিবিক্ষোরিব সাগরস্য
লোকান্দিধক্ষোরিব পাবকস্য ॥
লোকক্ষয়েষ্যেব যথান্তকস্য।
হনুমতঃ স্থাস্যতিকঃ পুরস্তাৎ ॥

ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী। ইনি সমস্ত বিদ্যা ও তপোবিধান বিষয়ে সুরগুরু বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জলপ্লাবনে প্রবৃত্ত মহাসমুদ্র বিশ্বদাহে উদ্যত প্রলয়বহ্নি ও সর্ব্বসংহারে কৃতনিশ্চয় কৃতান্তের নিকট যেমন কেহই তিষ্টিতে পারে না; তদ্রূপ হনুমান ক্রুদ্ধ হইলে, বোধ হয় যেন মহাসাগর জগৎ প্লাবিত করিতে উত্থিত হইয়াছে, যেন প্রলয়পাবক সৃষ্টি দাহে উদ্যুক্ত হইয়াছে যেন সাক্ষাৎ কালান্তক সর্ব্বসংহারে প্রস্তুত হইয়াছেন; তখন কাহার সাধ্য, ইহার সম্মুখে অবস্থিতি করে।

ভীষ্মযুদ্ধে অর্জ্জুন বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া গুরুর উপদেশ ভুলিয়া, ব্রহ্মাস্ত্র, রুদ্রাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র প্রভৃতি মহাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে লাগিল, তখন ভীষ্মদেব হাসিয়া বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এই সব মহাস্ত্র সকল মনুষ্যের উপর প্রয়োগ করিতে তোমার নিষেধ ছিল, তবে কেন গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এ প্রকার অন্যায় যুদ্ধ করিলে? ভাগ্যে তুমি মহাস্ত্র সকল আমার উপর প্রয়োগ করিয়াছ, নচেৎ অন্য কোথাও প্রয়োগ করিলে কত অনর্থ ঘটিত। এক দিবস যুদ্ধে অর্জ্জুন ভীষ্মদেবের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন তাহা ভীষ্মশরীরে লীন হইল, তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ভাব এই, অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র কি প্রকারে ব্যর্থ হইল? তখন কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, খদ্যোতপ্রভা যেমন সূর্য্যকিরণের নিকট কোন কার্য্যকারী হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যধারীর শরীরে ব্রহ্মাস্ত্রও কোন কার্য্যকারী হয় না। এক দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মদেব গাণ্ডীবের ছিলা কাটিয়া ফেলিলেন, অর্জ্জুন

কৃষ্ণেরমুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাব এই—দেবনির্ম্মিত গাণ্ডীব যাহা সুরাসুরের যুদ্ধেও অজেয়, সুরাসুরের মহাযুদ্ধে যে গাণ্ডীবের ছিলা কেহ কাটিতে পারে নাই, সেই গাণ্ডীবের ছিলা অদ্য কাটা গেল। অর্জ্জুন ভাবিলেন যাহা কোনকালে কোন যুদ্ধে হয় নাই অদ্য কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মযুদ্ধে তাহা হইল। ধন্য জগদেক বীর।

শুক্রময় ব্রহ্মচর্য্য তনু যদি ছেদ, ভেদ, দাহের অতীত হয় তবে কেন ভীষ্মতনু অর্জ্জুনাস্ত্রে ছেদিত, ভেদিত হইয়া শরশয্যাশায়ী হইল? অগ্নি সৎকারে কেন তাহা দগ্ধীভূত হইল?

তাহার কারণ এই যে, যখন ইহারা নিত্যধামে আরোহণের ইচ্ছা করেন, তখন ঐ পবিত্র তনুকে সত্য সংকল্পতা শক্তি সাহায্যে পার্থিবাণু দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, তখনই ছেদ, ভেদ, দাহ দৃষ্ট হয়; যেমন ভগবৎ তনু অপার্থিব হইয়াও ব্যাধ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইল এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দগ্ধ হইল তদ্রূপ। আব্রহ্ম কীট অন্তর্যুদ্ধে ও বহির্যুদ্ধে দুই স্থানেই জেয়। ভীষ্মদেবই অন্তর্যুদ্ধে ও বহির্যুদ্ধে দুই স্থানেই অজেয়। বহির্যুদ্ধে কোন অস্ত্র শস্ত্রের অধীন নয় সুতরাং অজেয়, অন্তর্যুদ্ধেও ভীষ্মদেব কামজয়ী, কালজয়ী, ক্রোধজয়ী, লোভজয়ী, ক্ষুধাজয়ী, তৃষ্ণাজয়ী, মোহজয়ী, নিদ্রাজয়ী, জরাজয়ী, মৃত্যুজয়ী, এক কথায় সর্ব্বজয়ী। অতুলনীয় সর্ব্বজয়ী বীর সৃষ্টিতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ভীষ্ম তুল্য আর নাই।

এই অজেয় ভীষ্মশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তি বিশ্বে নাই। ইঁহার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারে, অন্য কোন শক্তি জগতে নাই।

হনুমৎশক্তি ও ভীষ্মশক্তি তুল্য শক্তি, হনুমান ও ভীষ্মদেব তুল্য শক্তিমান ও তুল্য গুণবান। যে গুণ হেতু ভীষ্মদেব অজেয়, সেই গুণ হনুমানেরও আছে সুতরাং তিনিও অজেয়।

আজ্ঞাবহশক্তি ও আজ্ঞাকারীশক্তি

বা

বিশ্বশক্তি, ভীষ্মশক্তি ও হনুমৎশক্তির তারতম্য।

আজ্ঞাবহ যে শক্তি তাঁহাই বিশ্বশক্তি, আজ্ঞাকারী যে শক্তি তাহাই হনুমৎ শক্তি ও ভীষ্মশক্তি।

কোন শক্তি আজ্ঞাবহ, আর কোন শক্তি আজ্ঞাকারী?

যে শক্তি পরাশক্তির আজ্ঞাবশে চালিত তাহাই আজ্ঞাবহ শক্তি;

আর সেই পরাশক্তি যে শক্তির আজ্ঞা বহন করে তাহাই আজ্ঞাকারী শক্তি।

পরাশক্তি ঐশ্বরীক শক্তি, অপরা শক্তি জৈবীক শক্তি। ঈশ্বর এই পরাশক্তিকে বশে রাখিয়া আজ্ঞাদ্বারা কার্য্য করাইতেছেন, ভীষ্মও এই পরাশক্তিকে বশে রাখিয়া দাসীর ন্যায় আজ্ঞাবহন করাইয়াছেন সুতরাং আজ্ঞাকারী শক্তি। ঈশে ভীষে অভেদ হেতু দুই পূর্ণ শক্তি। আজ্ঞাকারী শক্তি প্রভুশক্তি, আজ্ঞাবহ শক্তি পত্নীশক্তি।

কোন শক্তি প্রভুশক্তি, আর কোন শক্তি পত্নীশক্তি?

যে শক্তি বিভাজ্য, তাহাই পত্নীশক্তি; আর যে শক্তি অবিভাজ্য তাহাই প্রভুশক্তি যে পদার্থ যত বিভাগ হবে, ততই তাঁহার শক্তির হ্রাস হবে; আর যে পদার্থ যত অবিভাগ হবে, ততই তার শক্তি বর্দ্ধিত রহিবে, ইহা স্বতসিদ্ধঃ; সুতরাং বিভাজ্যশক্তিই বশশক্তি বা পত্নীশক্তি, আর অবিভাজ্য শক্তিই অবশ শক্তি বা প্রভুশক্তি। পত্নীশক্তি ও প্রভুশক্তির বিভিন্ন বুঝি কিসে? এমন একটী শক্তির অনুমান পাওয়া যাইতেছে যে সে শক্তি যাবন্ত বিভাজ্য শক্তির উপরই আধিপত্য করিতেছে, আবার সেই শক্তিই অবিভাজ্য শক্তির উপর আধিপত্য করিতে যাইয়া প্রতিপদেই প্রতিহত হইয়াছে; আধিপত্য দূরে যাক্; প্রত্যুত আজ্ঞাই বহন করিয়াছে; দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করিয়াছে। সে শক্তি কি? বিশ্বশক্তি ও ভীষ্মশক্তি। সসৌর আব্রহ্ম বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্ত শক্তিই বিভাজ্য বা ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট, আর একমাত্র হনুমৎ শক্তি ও ভীষ্মশক্তিই অবিভাজ্য বা ব্রহ্মচর্য্য অভ্রষ্ট। আমরা শাস্ত্র দৃষ্টে ও অনুমানে এমন এক শক্তির অস্তিত্ব পাই যে, যে শক্তি আব্রহ্ম সৌরাসরী শক্তিকে কাম ক্রোধাদিদ্বারা অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, যাহা আজ্ঞা করিতেছে তাহাই মস্তকে বহন করিতেছে, যে শক্তি নর নারী, দেব দানব, কীটপতঙ্গে হিংসাদ্বেষাদি দ্বারা উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই আজ্ঞাবহ শক্তি বা বিশ্বশক্তি পক্ষান্তরে আর এক শক্তির প্রত্যক্ষ পাই, যে শক্তির নিকট মহাশক্তির

মহাপ্রভাব কাম ক্রোধাদি প্রতিহত হইয়া আজ্ঞা বহনে বাধ্য হইয়াছে তাহাই অবিভাজ্য পরিপূর্ণ ঈশ শক্তি বা হনুমৎশক্তি ও ভীষ্মশক্তি। জাগতিক শক্তির উপর যেমন হিরণ্যগর্ভের আধিপত্য আছে, তদ্রূপ তাবন্ত হিরণ্যগর্ভের উপরও এই শক্তির আধিপত্য আছে। আব্রহ্ম সুরাসুর, প্রজাপত্যাদি বিভূদার তাবন্ত শক্তিই, এই অবিভাজ্য শক্তির নিম্নে অবস্থিতি করিবে। ইতি অন্তের ভীষ্মশক্তি।

স্বাধীন আত্মশক্তি ও অধীন বিশ্বশক্তি।

বিশ্ব শক্তির খেলা। বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি কোন এক মহাশক্তি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, দ্যুলোক, ভূলোক, গোলক, ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া, আব্রহ্ম কীট সকলেরই উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যে দিকে যে ভাবে ইচ্ছা সে দিকে সে ভাবে চালাইতেছে, শক্তি চক্রে কুলুর বলদের ন্যায় আব্রহ্ম কীট ঘুরিতেছে, যেন কেহরই স্বধীনতা নাই, সকলেই শক্তিবশ, সকলেই শক্তির অধীন। বিশ্ব যেন শক্তি বশে চলিতেছে, শক্তি বশেই কার্য্য করিতেছে। সংসারে সকলেই স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্ম লালায়িত, কেবল পরবশ থাকিতে ইচ্ছা করে? সংসারে স্বতন্ত্র হইতে ইচ্ছুক সকলেই, ইচ্ছা কয় জনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, এবং কয় জনে স্বাধীন হইতে পারে? কেহই না, কেননা সংসার কামের দাস, কামনার অধীন, সুতরাং পরাধীন। সংসারে কামের অধীন থাকিয়া কে কবে স্বাধীন হইতে পারিয়াছে? কামাধীনই পরাধীন। যতদিন কাম বশঃ তত দিন পরাধীন পরবশ সুতরাং পরতন্ত্র। কামনার অধীন থাকিয়া কেহ স্বাধীন হইতে পারে নাই, পারিবেও না। কামনা মুক্ত যে দিন, স্বাধীন সেই দিন। সংসারে কে আছে যে কামনাহীন? ঐ যে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি তাহারও কোন না কোন রিপুর, কোননা কোন ভাবের অধীন আছেই। কেহ লোভের অধীন, কেহ ক্রোধের অধীন, কেহ অভাবের অধীন, কেহ স্বভাবের অধীন, কেহ ভোগের অধীন, কেহ রোগের অধীন, কেহ শোকের অধীন, কেহ মোহের অধীন ইত্যাদি। অধীনতাশৃঙ্খলে বিশ্ব শৃঙ্খলিত; কেহর সোনার বেড়ী, কেহর রূপার বেড়ী, কেহর লোহার বেড়ী এইমাত্র বিশেষ। তবে কিসে বলিব বিশ্ব স্বাধীন? কেমনে বলিব তুমি স্বতন্ত্র? তুমি যে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেছ, বলত দেখি তোমার জীবনে কোন মুহূর্ত্ত স্বধীনতা ভোগ করিয়াছ? আজীবনই দেখিতেছি তুমি পরাধীন।

মাতৃ কুক্ষিতে আবির্ভূত হইতে পুনঃ মাতৃ গর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত তোমার ধারা বাহিক জীবনই পরাধীন। যবে তুমি মল, মূত্র, পুঁষ, রক্ত, কৃমী কীটের আগার অন্ধকূপ মাতৃ-কুক্ষিতে প্রবেশ করিলে, কৃমী, কীট আসিয়া দংশন করিতে লাগিল, বলত দেখি কে স্ব ইচ্ছায় সে স্থানে প্রবেশ করিতে চায়? বুঝা গেল তুমি স্ব ইচ্ছায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ কর নাই, কোন অজ্ঞাত শক্তি ঘাড় ধরিয়া যন্ত্রনা গার মাতৃ গর্ভে প্রবেশ করাইয়াছে; এই কি তোমার স্বাধীনতা? তবে অধীনতা কারে বলি? এইরূপে বাল্যকাল কাটাইলে। আসিল বিষম যৌবন কাল, এই কালে উদ্দাম রিপু বশে, কাম ক্রোধের বিকারে অভিমান মদে সদাই অভিভূত থাকিলে, কখন তুমি স্বাধীন ছিলে? গেল যৌবন এল বার্দ্ধক্য, এই সময়ে চলিতে ফিরিতে খাইতে পরিতে সকল বিষয়ই পরাধীন। কন্যাপুত্র আসিয়া খাওয়াইলে খাইতে পার নচেৎ নয়। আসিল মৃত্যুকাল; মৃত্যু যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করিতেছ তবু মরিতে চাহিতেছ না, তবু যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি আসিয়া ঘাড় ধরিয়া লইয়া গেল; ইহা কেহই কি বলিবে স্বাধীনতা? অবোধ আর কারে বলি। সুদীর্ঘ জীবন শক্তি বশে দীনহীনের ন্যায় পরাধীন ভাবে কাটাইলে, বলত দেখি কোন মুহূর্ত্ত তুমি স্বাধীনতা ভোগ করিলে? তবে কিসে বলিব তুমি স্বাধীন? মাতৃগর্ভ হইতে পরতন্ত্র হইয়া বাহির হইলে, পুন মাতৃগর্ভে পরতন্ত্র হইয়া প্রবেশ করিলে, বলত দেখি কখন তুমি স্বতন্ত্র ছিলে?

আশা তৃষ্ণার জোরে, কামতন্দ্রার ঘোরে বিশ্বে সকলেই মোহাভিভূত; এই যে আব্রহ্ম কীট ক্ষুদাতৃষ্ণার জোরে, বাতশ্লেষ্মার বিকারে, রোগ শোকের তাড়নে, শীত গ্রীষ্মের পীড়নে ছট্ ফট্ করিতেছে তাহা কি স্ববশে কি অবশে, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় অবশ্য বলিতে হইবে অবশে ও অনিচ্ছায়। এমন অবোধ কে আছে, যে ইচ্ছা পূর্ব্বক এই সব বৈকারিক জ্বালা যন্ত্রনার অধীন হইতে চায়? অবশ্য কেহ নয়; সুতরাং বলিতে হইবে অবশেও অনিচ্ছায়। যদি অবশেও অনিচ্ছায় সকলকেই যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইল তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বাধীন বলিব কিরূপে? সুতরাং বলিতে বাধ্য, বিশ্ব শক্তি পরাধীন।

তবে কি জগতে স্বাধীন শক্তি নাই? বিশ্বে কি পূর্ণ শক্তিরই অপূর্ণতা? পূর্ণ শক্তির অভাব হইলে পূর্ণের আদর্শ কোথায় পাব! কোন আদর্শে আমরা পূর্ণাভিমুখে ধাবিত হইবে? কোন আদর্শে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিব? অতএব জগতে যখন অধীন শক্তি আছে তখন স্বাধীন শক্তি ও আছে, অপূর্ণ থাকিলে পূর্ণও আছে।

সর্ব্ব শক্তির উপর আধিপত্যকারী স্বাধীন শক্তি কোথায় আছে? দ্যুলোক, ভূলোক, গোলক, শিবলোক, ব্রহ্মলোক খুঁজিলাম, কোথাও স্বাধীন শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না। আব্রহ্ম কীট সকলকেই দেখি অষ্টাদশ মহাদোষের অধীন। তবে কি এই অষ্টাদশ মহাদোষের অনধীন কোন স্বাধীন শক্তি বিশ্বে নাই? হাঁ আছে।

সর্ব্বাধিপত্য স্বাধীন পূর্ণ শক্তি গোলক, ব্রহ্মলোক, শিবলোকে নাই,—আছে তাহা মর্ত্তে; বিশ্বে নাই,—আছে বিশ্ব কেন্দ্রে, দেব যক্ষ নরে নাই,—আছে তাহা আর্য্যে। বিশ্ব কেন্দ্র ভারতে, শক্তি কেন্দ্র আর্য্যতে একমাত্র এই স্বাধীন শক্তির সমাবেশ। এই শক্তির নাম "স্বাধীন—ভীষ্মশক্তি"।

বিশ্ব শক্তি পরাধীন ও ভীষ্মশক্তি স্বাধীন কিসে?

শুক্রই শক্তি; যাহার শুক্র চ্যুত তাহার শক্তি খণ্ডিত, যাহার যত পরিমান শুক্র চ্যুত, তাহার তত পরিমান শক্তি খণ্ডিত, যাহার শক্তি যে পরিমানে খণ্ডিত হইয়াছে, সে সেই পরিমানে পরতন্ত্র ও পরাধীন হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহার বীর্য্য অচ্যুত, তাহার শক্তি অখণ্ডিত। যাহার শক্তি খণ্ডিত হয় নাই, তিনিই অখণ্ড শক্তিমান। অখণ্ড শক্তিমান, পূর্ণশক্তিমান, সর্ব্বশক্তিমান একই কথা। যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাতে শক্তি বশ শক্তিও বিরাজমান সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। আব্রহ্ম কীট সকলেরই শুক্রচ্যুত সুতরাং শক্তি খণ্ডিত সুতরাং শক্তি বশ শক্তি বিচ্যুত সুতরাং অষ্টাদশ মহাদোষ সংযুক্ত সুতরাং অধীন। এই মহাদোষ সকল প্রাণী মাত্রকেই অধীন করিয়া রাখিয়াছে। এই মহাদোষের হাত এড়াইতে না পারিলে কেহই স্বাধীন হইতে পারিবেনা। যিনি এই মহাদোষের হাত এড়াইতে পারিয়াছেন, তিনিই স্বতন্ত্র হইতে পারিয়াছেন সুতরাং তিনি স্বাধীন। তিনি কে? 'তিনি ভীষ্মদেব'। ভীষ্মদেবের শুক্র অচ্যুত সুতরাং শক্তি অখণ্ডিত সুতরাং শক্তি বশ শক্তি বিরাজিত সুতরাং সর্ব্ব দোষ বিবর্জ্জিত সুতরাং অষ্টাদশ মহাদোষ মুক্ত সুতরাং স্বাধীন। অষ্টাদশ মহাদোষ কি তাহা শুন—

মোহতন্দ্রাভ্রমরুক্ষ্ম রসতা কামউল্বন।
লোলতামদমাৎসর্য্যহিংসাখেদ পরিশ্রমৌ।
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্খা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রম
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ॥

মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষ্ম-রস, উল্বন-কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্খা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশ দোষ।

(১) মোহ।

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নাম মোহ: আত্মেতর কোন বস্তুতে আত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করার নাম মোহ। মুগ্ধত্বই সমস্ত দুঃখের মূল। প্রকৃতি নানা সাজে, হাবে ভাবে পুরুষকে মোহিত করিতেছে, পুরুষ তাতে মুগ্ধ হইতেছে, ইহারি নাম মোহ; অজ্ঞান অবিদ্যা

ইত্যাদি। যাবন্ত দুঃখের মূল ইহাই। হর্ষ, বিচ্ছেদ, দুঃখ, ভয় এবং বিষাদাদি হইতে মনের যে মূঢ়তা, দৈন্যাদি হইতে কাতরতা তাহারি নাম মোহ। প্রকৃতি কাকে মুগ্ধ করে? লোভিকেই মুগ্ধ করে, লোভীরই মোহ, মোহগ্রস্তেরই পতন।

মোহ একটি বৃক্ষ--পাপরূপী লোভ ইহার বীজ, মিথ্যা তাহার স্কন্ধ, মায়া তাহার সুবিস্তীর্ণ শাখা, দম্ভ ও কুটিলতা তাহার পত্র, কুকার্য্যরূপ পুষ্পদ্বারা সদাই পুষ্পিত, পৈশুন্য গন্ধের দ্বারা সুরভিত, অজ্ঞানরূপ ফলের দ্বারা ফলিত, মোহরূপ বৃক্ষে মায়ারূপ শাখাকে ছদ্ম, পাষণ্ড, চৌর, কূট, ক্রুর পাপি সকল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; সেই অজ্ঞান রূপ ফল হইতে অধর্ম্মরূপ রস নির্গত হইতেছে অধর্ম্মরূপ মধু তাহা হইতে ক্ষরিত হইতেছে; যে লোক এই বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়া তাহার ফল খাইয়া দিন দিন পুষ্ট হইতেছে, মৃত্যুরূপ পতনে তাহারা রসাতলগামী হয়।

মোহ কার? লোভ যার। লোভ কার? অভাব যার। অভাব কার? অপূর্ণ যার। অপূর্ণ কার? ভাগ যার। মোহ নাই কার? লোভ নাই যার। লোভ নাই কার? অভাব নাই যার। অভাব নাই কার? অপূর্ণ নাই যার? অপূর্ণ নাই কার? ভাগ হয় নাই যার।

যাহার পূর্ণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, ভাগ হইয়াছে তার অভাব হইয়াছে, যার অভাব হইয়াছে তার অভাবপূরণের জন্য লোভ হইয়াছে সুতরাং মোহ জন্মিয়াছে। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলেই খণ্ডিত ভগ্নাংশ সুতরাং স্বভাব নষ্ট, সুতরাং অভাবগ্রস্থ সুতরাং লোভতন্ত্র সুতরাং মোহগ্রস্থ, মোহ নাই কার? একমাত্র ভীষ্মদেবেরই মোহ নাই কেন না তিনি অখণ্ডিত, পূর্ণ সুতরাং স্বভাবে অবস্থিত। পূর্ণের অভাব নাই সুতরাং লোভ নাই সুতরাং মোহও নাই। বিশ্বে আব্রহ্ম কীট সকলেই মোহাভীভূত, একমাত্র ভীষ্মদেবই মোহ বর্জ্জিত।

(২) তন্দ্রা।

তন্দ্রা শব্দে নিদ্রা—ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসংবিত্তি গৌরবং জৃম্ভণংক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহাতস্যতন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

কার্য্য হেতু ইন্দ্রিয়ের ক্লম উপস্থিত হইলেই আলস্য জৃম্ভণ আগমন করে, তৎপরেই নিদ্রা আবির্ভূত হয়।

কোন বৃত্তির নাম নিদ্রা?—অভাব প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তি নিদ্রা।

যাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে তখন তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়। প্রকাশ স্বভাব সত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা

অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন। যখন তমোময় অজ্ঞানাত্মক নিদ্রাবৃত্তির উদয় হয়– তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্ত্বগুণটী অভিভূত থাকে। সুতরাং তৎকালে কোনও প্রকার প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেই জন্যই লোকে বলে, আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না। বস্তুতঃ তখন তাহার কোনও জ্ঞান ছিল না এরূপ নহে, অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছিল। সেই জন্যই সে নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞানবৃত্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময়বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রা ভঙ্গের পর তাহা তাহার স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণের দ্বারাই নিদ্রার বৃত্তিত্ব নির্ণয় হয়। বিশ্বে এমন কোন প্রাণি নাই, যিনি নিদ্রার অধিন নয়। আব্রহ্মকীট সকলেই নিদ্রাবশ। কেহ অল্পক্ষণ নিদ্রা যায়, কেহ দীর্ঘ সময় নিদ্রা যায়। দিনরাত্র সকলেরই আছে, জাগ্রত সময় দিন, নিদ্রার সময় রাত্র।

যাহাদের হ্রস্ব রাত্র তাহাদের হ্রস্ব নিদ্রা, যাহাদের দীর্ঘরাত্র তাহাদের দীর্ঘ নিদ্রা। মনুষ্যের নিদ্রার সময় চারিপ্রহর, পিতৃলোকের পনের দিন, দেবলোকের ছয় মাস, ব্রহ্মা প্রভৃতির চতুর্যুগ সহস্র পরিমান নিদ্রার সময় এইমাত্র বিভিন্ন। প্রাণিমাত্রেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন। নিদ্রার ক্ষমতা অসীম, রাজা প্রজা, দীন ভিখারী, ইন্দ্র চন্দ্র, হরিহর, ব্রহ্মাবিষ্ণু কেহ কেই ইনি ছাড়িয়া কথা কন না, সকলেই ইহার বশ। বিশ্ব নিদ্রাবশ, নিদ্রার অধীন। কবিশ্রেষ্ঠ যদুপ্রতিভায় নিদ্রাবৃত্তি যথা—

রজনীর সহচরী নিদ্রে মায়াবিনি !
চেতনে মুহূর্ত্তে তুমি কর অচেতন !
জীব শব্দ-শব্দময়ী এই যে মেদিনী
তোমার প্রভাবে মৌনী হয়েছে কেমন।

বীতরাগ বিহঙ্গম সঙ্গীত আলাপে,
মোহাবেশে পশিয়াছে কুলায় মাঝারে
অবহেলি নবফুল্ল মলিকা গোলাপে,
মত্ত মুগ্ধ শিলীমুখ বিমুখ ঝঙ্কারে।

নব তৃণ বিমণ্ডিত ভূমি খণ্ডে গাভী
চরেনা সম্বিৎহারা, নাই হাম্বারব,
উন্নতককুদ, মেঘ-গম্ভীর-আরাবী
শিথিল শরীর গ্রন্থি বৃষভ নীরব।

স্পন্দহীন শিশুগণ সহজ অস্থির,
খেলা ভুলে নীরবেতে করেছে শয়ন।

অস্মৃতি চেতনা শূন্য নিস্পন্দ শরীর,
শিশু প্রতি নাই তার সতর্ক নয়ন।

বিষয়ী বিভব যার সদা অনুধ্যান,
ধন লোভে অতি শ্রমে কাতর না হয়;
এখন সে শ্রমশীল, অলস প্রধান,
দেখেনা বিফলে তার যেতেছে সময়।

রাখাল মুরলীযন্ত্র করেনা বাদন
করতালি তালে গীত না গায় কৃষক,
পল্লীবাল ভুলিয়াছে ধাবন-কূর্দ্দন,
উচ্চহাস হাসেনাকো রসিক যুবক।

ধন্য নিদ্রে, তোমার কুহক বিমোহন!
শোক দুঃখ দূরীভূত তোমার পরশে!
সুস্থির হৃদয়ে নিশা করিছে যাপন
অশ্রুজল অভিষিক্ত যেজন দিবসে।

নয়ন নন্দন-প্রিয়-পুত্র-শোকাতুরা
অভাগিনী জননী ভুলেছে শোক-জ্বালা!
জীবন-সর্ব্বস্ব-পতি-বিয়োগ-বিধুরা
মরম-বেদনা তার ভুলিয়াছে বালা।

আশ্চর্য্য সে ইন্দ্রজাল! হে নিদ্রে! তোমার,
স্বপন সম্ভূত যাহে, অদ্ভুতের শেষ,
এ হেন যোগ্যতা আর নাহি দেখি কার,
মিথ্যারে সাজাতে দিয়া সত্যের সুবেশ।

দরিদ্র কুটীরে শুয়ে ভুঞ্জে রাজসুখ,
সুধা ধবলিত-গৃহে ভিখারী ভূপতি,
বন্ধ্যানারী আনন্দেতে দেখে পুত্রমুখ,
সন্তান হলোনা বলে ক্ষুণ্ণা পুত্রবতী।

বিথারিয়া মায়া সত্তঃ—সংজ্ঞা-বিঘাতিনী,
মূক জড় করি নিদ্রা মুখর জঙ্গম,
এই যে প্রকৃতি, স্পষ্ট চৈতন্যরূপিণী,
প্রত্যক্ষ প্রমাণে তার জন্মাইছে ভ্রম।

নিদ্রা মায়াবিনী, কুহকিনী ; এই মায়ার কুহকে সকলেই মোহিত, অবশে বশীভূত। স্ববশে অবশীভূত নিদ্রা জয়ী কোন বীর আছে ? বিশ্ব মহানিশায় মোহ নিদ্রায় সকলেই নিদ্রিত। এ নিশায় জাগ্রত কে ? মোহহীন যে। মোহহীন কে ? সংযমী যে। সংযমী কে ? জিতেন্দ্রিয় যে। জিতেন্দ্রিয় কে ? ভীষ্মদেব। ভীষ্ম শান্তনবো বীর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। জিতেন্দ্রিয় যে সংযমী সে, সংযমী যে জাগ্রত সে—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
সর্ব্বভূত নিশা যাহা জাগ্রত তাহে সংযমী ॥
কামোলোভশ্চ দর্পশ্চ মন্যুনিদ্রা বিকত্থনম্।
মান ঈর্ষাশ্চ শোকশ্চ নৈতান্দান্তোনিষেবতে ॥

দান্ত ব্যক্তি কাম লোভ দর্প, 'নিদ্রা' আত্মশ্লাঘা, অভিমান ঈর্ষা ও শোকের সেবা করেন না। ভীষ্মদেব মহাব্রতধারী পূর্ণদান্ত, সংযমী, জিতেন্দ্রিয় সুতরাং নিদ্রাজয়ী। নিদ্রা নাই কার ? যাহার মোহ নাই, শ্রম নাই। মোহ তমোগুণেরই অঙ্গ, ভীষ্মদেব পূর্ণসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং তমহীন সুতরাং মোহবর্জ্জিত সুতরাং নিদ্রাজয়ী। ভীষ্মদেব পূর্ণ শক্তিমান সুতরাং শ্রমরহিত সুতরাং নিদ্রাজয়ী। যিনি শ্রমরহিত, মোহহীন, তমবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, সংযমী ও দান্ত তিনিই জিতনিদ্র ; তিনিই ভীষ্মদেব। বিশ্ব মহানিশায় আব্রহ্ম কীট সকলেই সুপ্ত ; একমাত্র ভীষ্মদেবই জাগ্রত কি আত্মতত্ত্বে কি বিশ্বতত্ত্বে। সুতরাং স্বাধীন ভীষ্মশক্তি ও অধীন বিশ্বশক্তি। ভীষ্মদেব যে সদা জাগ্রত ব্যাস তাহা প্রচ্ছন্নে রাখিয়াছেন—দুর্য্যোধন গভীর নিশীথে ভীষ্ম শিবিরে গেলেন তখন তিনি জাগ্রত, অন্যদিন দুর্য্যোধন গেলেন, তাহার অনেকক্ষণ পরে অর্জ্জুন মহাকালশর আনিতে গেলেন। আর একদিন পঞ্চপাণ্ডব গেলেন। একদিনও দ্বারী আসিয়া বলে নাই যে তিনি নিদ্রিত। যদি ভীষ্মদেব নিদ্রিত থাকিতেন তবে দ্বারী উঠাইতে সাহস করিত না ; এবং মহাগুরুজনকে নিদ্রিত জানিয়া দুর্য্যোধন কি পঞ্চপাণ্ডব কেহই নিদ্রাভঙ্গ করিত না। দুর্য্যোধন এবং পাণ্ডবেরা সকলেই জানিত ভীষ্মদেব জিতনিদ্র, তমগুণের অনধীন সুতরাং সদা জাগ্রত।

(৩) ভ্রম।

ভ্রম শব্দে ভ্রান্তি, মিথ্যা জ্ঞান, অপ্রমা, বুদ্ধি বিপর্য্যয় ইত্যাদি।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যা জ্ঞানম তদ্রূপ প্রতিষ্ঠম্।

যে জ্ঞান মিথ্যা—যাহা তদ্রূপে স্থায়ী হয় না অর্থাৎ যাহা বিষয় দর্শনের পর অন্যথা হইয়া যায় সেই জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়।

ভ্রম দুই প্রকার—এক সম্বাদি ভ্রম আর এক বিসম্বাদি ভ্রম।

অপ্রমা বা সম্বাদি ভ্রম—রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি;—আর বিসম্বাদি, বিপর্য্যয় বা সংশয় ভ্রম—ইহা নর কি স্থাণু।

সর্ব্বোপরি দেহেতে আত্মবুদ্ধি মহাভ্রম। যত কিছু অনর্থের মূলভ্রম।

ভ্রমের মূলশক্তি বিপর্য্যয়। দেখার ভুল, শোনার ভুল, বুদ্ধির ভুল, সমস্তই শক্তি বিপর্য্যয়। দেখার ভুল দৃষ্টি শক্তির হ্রাস, শোনার ভুল শ্রবণ শক্তির হ্রাস, বুদ্ধির ভুল ধারণাশক্তির হ্রাস ইত্যাদি। মূলে শক্তির হ্রাসই ভ্রমের কারণ। শক্তি হ্রাস কার? শুক্র খণ্ডিত যার। আব্রহ্ম কীট সকলেরই শুক্র খণ্ডিত, সুতরাং শক্তি হ্রাস স্বীকার্য্য, সুতরাং ভ্রম প্রমাদ অনিবার্য্য। মুনিণাঞ্চ মতিভ্রমং। বুদ্ধিতে যাহার পূর্ণশক্তি নাই, ইন্দ্রিয়ে যাহার পূর্ণশক্তির অভাব, মনে করিতে হইবে তাহারই শক্তি বিপর্য্যয় এবং সেই ভ্রমের অধীন। পক্ষান্তরে যাহার বুদ্ধি শক্তিপূর্ণ, ইন্দ্রিয় শক্তিপূর্ণ তিনি ভ্রম প্রমারাহিত্য একমাত্র ভীষ্মদেবই পূর্ণ শক্তিমান সুতরাং ভ্রমপ্রমাদের অনধীন সুতরাং স্বাধীন। ভীষ্মাপ্ত বাক্যে ভীষ্মদেবের ভ্রমপ্রমাদ রাহিত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

(৪) রুক্ষ-রস।

যাহার বাক্য কঠোর কর্কশ তাহাই রুক্ষ-রসাশ্রিত। ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধই রুক্ষ বাক্যের কারণ। বিকারী জগতে ক্রোধ নাই কার? ক্রোধের কারণ ইচ্ছার ব্যাঘাত, ইচ্ছা ব্যাঘাতের কারণ, ইচ্ছা পুরণের শক্তির অভাব। খণ্ডাংশ অপূর্ণ শক্তিমানেরই ইচ্ছা পুরণের শক্তির অভাব। ইচ্ছা পূরণ শক্তির অভাবে ক্রোধের উদয়, ক্রোধোদয়ে যে বাণী তাহাই রুক্ষরসান্বিত। আব্রহ্ম কীট সকলেই বিকারি, খণ্ড শক্তিমান, সুতরাং ইচ্ছার ব্যাঘাত আছে, সুতরাং ক্রোধ আছে সুতরাং বাক্যে রুক্ষরস আছে। একমাত্র ভীষ্ম বাক্যই রুক্ষরস বর্জ্জিত, কেননা তিনি পূর্ণ শক্তিমান, পূর্ণ শক্তিমানের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক নাই, সুতরাং ক্রোধ নাই সুতরাং রুক্ষবাক্য নাই, প্রত্যুত ভীষ্ম বাক্য স্নিগ্ধ, গম্ভীর, লালিত্যপূর্ণ, প্রাণ শীতলকারী। ভীষ্মদেব অপ্রকট হইলে পর এমন মধুর গম্ভীর, লালিত্যসংযুক্ত, উপদেশ পূর্ণ, জ্ঞানপূর্ণ প্রাণারাম বাক্য শ্রুতিগোচর হইল না।

(৫) উল্বণ-কাম।

অনুকূল বিষয়ে যে অনুরাগ তাহার নাম কাম। উল্বণ অর্থাৎ রোগ অর্থাৎ যে কামে রোগ শোক দুঃখ জন্মে। আদি রিপু কাম, ইহা ষড়রিপুর অগ্রগণ্য। কাম অর্থে সাধারণতঃ কামনা, বাসনা জীবের বিষয় ভোগেচ্ছা। আবার কামনা অর্থে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের যৌবন সংযোগেচ্ছাও বুঝায়। কামই ভুতগণের সমষ্টিস্বরূপ বলিয়া 'বিশ্বরূপিণী' শব্দে উল্লিখিত হয়। কোন স্থলে কামই কেবল অবস্থিতি করে, তদুত্তর প্রবৃত্তি জন্মে

না। কোনস্থলে কাম হইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ও কোনস্থলে কামাভাবেও প্রকৃতি কোতরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। সকল কর্ম্মই কাম জন্য। এই কর্ম্মাত্মক জগতের যত কিছু কর্ম্ম তাহার মূল কারণ কাম বা কর্ম্মেচ্ছা। স্নান, সন্ধ্যা প্রভৃতি কার্য্য কলাপ প্রত্যবায় পরিহাররূপ ফল কামনায় অনুষ্ঠিত হয় ও যোগাদি কার্য্য কলাপ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ ফল কামনায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জগতে এতাদৃশ কোন কার্য্যই নাই যাহা কামেতর কারণে অনুষ্ঠিত হয়।

সেই কাম সকল স্বরূপ। ইহা না থাকিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, ভাস্কর প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যজ্ঞ, শিল্প, স্বাধ্যায়, জ্ঞান, দান, শ্রুতি, স্মৃতি, পরপীড়া, স্বর্গ, মুক্তি, পরিগ্রহ, স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল যাহার প্রভাবে উদ্ভূত হয়, তিনিই মনোভব। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, অষ্টবিধ দেবযোনি, মানব যোনি পঞ্চবিধতির্য্যকযোনি সকল কামবশতই সৃষ্ট, পালিত ও সংহৃত হইয়া থাকে। ইনিই চতুর্দ্দশ প্রকার যোনি সম্বন্ধী মিথুন সকল পরস্পর আসক্ত হইলে, তাহাদিগের মনোমধ্যে বিভক্তরূপে স্থিতি করিয়া থাকে। এই অনাদি সংসারমার্গে রমণীয় নিঃসার কুসুমোপম বিষয়াভিলাষী ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, দানব, ভোগী, অমুক্তি, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণের উপর ইহার প্রভুত্ব অব্যাহতভাবে বিরাজ করিতেছে। ইনি কাহারও অধীন নহেন, ইনি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। আমরা যাহাদিগকে বন্ধু, আচার্য্য, রক্ষক, নায়ক, অর্থদাতা, গুরু, কল্পবৃক্ষ, ভ্রাতা, মাতা, পিতা, যম, বৈতরণী, স্বাদুজল, নরক ও নন্দন কানন বলিয়া বোধ করিয়া থাকি, সে সকল কাম ভিন্ন আর কিছুই নহে; কামই সকল বিকল্পস্বরূপ ও স্বকীয় কল্পনাবলে উৎপন্ন হইয়াছেন। কেহই ইহর স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে না, কেবল বুদ্ধি দ্বারা ইহার প্রতীতি হইয়া থাকে ও ইনিই সকলপ্রকার আনন্দের পরাকাষ্ঠারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং যাহা এতদ্ভিন্ন তাহা অনশ্বর জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তাহাকেই তত্ত্ববেত্তারা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মানন্দ শব্দে উল্লেখ করেন। সেই ব্রহ্ম হইতেই ইচ্ছাত্রয়াত্মক অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞানও কৃতিস্বরূপ কাম উৎপন্ন হইয়াছে; এই কাম অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং অতীন্দ্রিয়। সর্ব্বপ্রামাণিক সর্ব্বারাধ্য জগৎপূজ্য গীতায় বলিয়াছেন—

কামএষ ক্রোধএষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যে ন মিহবৈরিণম্॥
ধূমেনা ব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনা বৃতো গর্ভস্তথাতেনে দমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণা নলেন চ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধির স্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমো হয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥
এই কাম, এই ক্রোধ, রজোগুণে সমুদ্ভূত,—
মহাভোগী মহাপাপী, জানিবে শত্রুর মত।
ধূমেতে আবৃত বহ্নি, মুকুর মলেতে যথা,
জরায়ুতে গর্ভ, জ্ঞান ইহাতে আবৃত তথা।
আবৃত সতত জ্ঞান, জ্ঞানীদের শত্রুপ্রায়,
কৌন্তেয়! দুষ্পূরণীয় অগ্নিতুল্য কামনায়।
ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন, ইহারই অধিষ্ঠান;
ইহাতে মোহিত করে দেহীকে, আবরি জ্ঞান।

দেহরাজ্যে কামই রাজা, ক্রোধ তার সেনাপতি, লোভ তার মন্ত্রী, মোহ তার মহিষী, মদ তার পুত্র, মৎসরতা তার কন্যা।

হৃদি কাম দ্রুমশ্চিত্রোমোহ সঞ্চয় সম্ভবঃ।
ক্রোধমান মহাস্কন্ধো বিধিৎসা পরিষেচন ॥
তস্যচ জ্ঞান মাধারঃ প্রমাদঃ পরিষেচনম্।
সোহভ্য সূয়াপসোশো হিপুরা দুষ্কৃত সারবান ॥
সম্মোহ চিন্তা বিটপঃ শোক শাখা ভয়াঙ্কুরঃ।
মোহনীভিঃ পিপা সাভির্লতা ভিরনুবেষ্টীত ॥
উপাসতে মহাবৃক্ষং সুলুব্ধাস্তৎ ফলেপ্সবঃ।
আয়সৈঃ সংযুতাঃ পাশৈঃ ফলদং পরিবেষ্ঠ্যতম্ ॥
যস্তান পাশান্ বশে কৃত্বাতং বৃক্ষমপ কর্ষতি।
গতঃ স দুঃখয়োরন্তং ত্যজমান স্তয়োর্দ্ধয়োঃ ॥
সংরোহত্য কৃত প্রজ্ঞঃ সদা যেন হিপাদপম্।
সত মেবততো হন্তি বিষ গ্রন্থিরিবাতুরম্ ॥
তস্যানু গত মূলস্য মূলমুদ্ধ্রিয়তে বলাৎ।
যোগ প্রসাদাৎ কৃতিনা সাম্যেন পরমাসিনা ॥

এবং যোবেদ কামস্য কেবলস্য নিবর্ত্তনম্।
বন্ধং বৈকাম শাস্ত্রস্য স দুঃখান্যতিবর্ত্ততে ॥

হৃদয় ক্ষেত্রে মোহ মূলক এক বিচিত্র কামতরু বিরাজিত রহিয়াছে; ক্রোধও মান তাহার স্কন্ধ, বিধিৎসা বা কর্ত্তব্যাভিলাষ উহার আলবাল, অজ্ঞান তাহার আধার. প্রমাদ উহার সেচন সলিল, অসূয়া তাহার পত্র, পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত পাপ উহার সার সংমোহও চিন্তা তাহার পল্লব, শোক তাহার শাখা, ভয় তাহার অঙ্কুর; সেই বৃক্ষ মোহিনী-পিপাসা রূপ লতাজাল দ্বারা নিয়ত বেষ্টিত রহিয়াছে। নিতান্ত লুব্ধ মানবগণ আয়স অর্থাৎ লৌহময় বৎ দৃঢ়তর পাশ দ্বারা সংযত হইয়া সেই ফলদ মহাবৃক্ষের ফল-লাভে অভিলাষ করত তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সেবা করে। যিনি সেই সমুদয় পাশকে বশীভূত করিয়া উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করেন, তিনি বৈষয়িক সুখ দুঃখ ত্যাগ করিতে বাসনা করিলে অনায়াসে সুখ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। অকৃতজ্ঞ অজ্ঞপুরুষ যে স্রক চন্দন বনিতাদি দ্বারা সতত সেই কামতরুকে সংবর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই, বিষ যেমন আতুরকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাহারে বিনিষ্ট করিয়া থাকে। কৃতীব্যক্তি সেই বদ্ধ মূল বৃক্ষের অজ্ঞান রূপ মূল যোগ প্রসাদে সমাধিরূপ অসি দ্বারা বলপূর্ব্বক ছেদন করেন। এইরূপে যিনি কেবল কামের নিবর্ত্তন করিতে জানেন, তিনি কাম শাস্ত্রের বন্ধন বিমোচন পূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করেন।

কাম অর্থে স্ত্রীপুরুষের যৌবন-সংযোগেচ্ছাও বুঝায়। সচরাচর কাম শব্দে মনসিজকেই বুঝায়। দেব, নর, তীর্য্যকাদি শারীর সৃষ্টির মূল কারণ কাম, ফলে সাধারণ বিশেষ ভেদে কামই জীব জগতের মূল উপাদান। দেহীর হৃদয়ে দেহ উৎপাদনের মূল কারণ স্বরূপ কামবৃত্তি প্রকৃতিদত্ত প্রয়োজনীয় উপাদান! অতএব ভগবদিচ্ছায় যাহা সৃষ্টি রক্ষার হেতু ভূত হওয়ায় ঈশ্বরাভিপ্রেত--প্রকৃতি--প্রণোদিত, সুতরাং শাস্ত্রসম্মত বৈধ তাহা অবশ্য 'কাম-রিপু' নামে গণ্য নহে, পরন্তু তাহারই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অভিচার, ব্যভিচার ও অপব্যবহারই উহার রিপুত্ব পরিণতির হেতু। অবৈধ কামের এই সর্ব্বজনীন বিপুল রিপুত্ব প্রাণী শ্রেষ্ঠ মানব সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইতর প্রাণী সমাজের বিবাদ বিপত্তি সমূহও প্রায়শঃ ইহারই দৌরাত্ম্যের ফল। দেব মধ্যে ইন্দ্র চন্দ্রাদির রোগ, দুঃখ, শাপের ইহাই কারণ। পশু-পক্ষ্যাদিতে পরস্পর প্রাণপণ জিঘাংসার প্রবল হেতু প্রায়ই ইহাই। নর সমাজে স্থান বিশেষে জাতিবিশেষে মূলতঃ ইহারই অত্যাচারে উৎসন্ন গিয়াছে। কত মহালোক ক্ষয়কর মহাসমর, রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজ বিপ্লব পূর্ব্বোক্ত বিশেষার্থক অবৈধ কামের রিপুত্ব হেতু মূলেই সংঘটিত হইয়াছে। অতীত সাক্ষী ইতিহাসের কুক্ষী-কন্দভাণ্ডারে উদাহরণের অভাব নাই।

কাম বালকে অবিকসিত, যুবকে সুবিকসিত, পৌঢ়ে অবসাদিত বৃদ্ধে নিদ্রিত, আর

সাধকে শমিত-সংযত-সংহত; ফলে রিপুত্ত পরিহারে মিত্রত্বে পরিণত। শত্রু মিত্র রূপে পরিণত হইলে আর তাহার বধের আয়োজনের প্রয়োজন কি? কাম শরীরের উৎপাদক ও বটে উচ্ছেদকও বটে। কিন্তু হায়! কামের কি মোহোন্মাদিনী কুহকিনী-শক্তি! লোকে জানিয়া শুনিয়াও প্রবৃত্তি পিশাচির পূজায় এই করাল কাম খড়্গে আত্ম সর্বস্ব উৎফুল্লচিত্তে বলিদান করে।

কাম ত্রিভুবন বিজয়ী। ইনি অনঙ্গ, অশরীরি। অর অর হল শরীর অশরীরপ্রহারে অনঙ্গ হইল অঙ্গ অনঙ্গ প্রহারে। ইহার গর্ব্ব ও দর্প কত, হইবারই কথা কারণ সর্ব্বজয়ী, ইনি কেহকেই ছাড়িয়া কথা কন নাই, সকলেই ইহার অধীন, সকলেই ইহার জেয়। পুরাণে আব্রহ্ম কীট সকলেরই কাম কিঙ্করত্ব বর্ণিত আছে; তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, ইনি সর্ব্বজয়ী। যিনি সর্ব্বজয়ীকে পরাজয় করিয়াছেন তিনি যে অজেয় ইহা স্বতসিদ্ধ এবং সর্ব্বজয়ী যাহার কাছে অধীনতা স্বীকার করিয়াছে তিনি যে স্বাধীন ইহা স্বতসিদ্ধ। এমন কে আছে যাহার নিকট এই দুর্জ্জয় সর্ব্বজয়ী বীর পরাস্ব স্বীকার করিয়াছে? এমন কে আছে যাহার নিকট ইহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, দর্প চূর্ণ হইয়াছে? পুরাণে বর্ণিত আছে এই ছয় ব্যক্তি 'কামজীৎ'---সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, হনুমান ও ভীষ্মদেব। তাহার মধ্যে ভীষ্মদেবেই বিশেষ বিশেষত্ব আছে। কাম, সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতনও হনুমানের নিকট পরাহত হইয়াছেন বটে কিন্তু পরাজিত হন নাই সুতরাং গর্ব্বও খর্ব্ব হয় নাই, দর্প ও চূর্ণ হয় নাই; পক্ষান্তরে ভীষ্মদেবের নিকট ইনি পরাজিত হইয়াছেন সুতরাং গর্ব্বও খর্ব্ব হইয়াছে, দর্প ও চূর্ণ হইয়াছে। তাহা কিরূপ? শুন—

প্রথম চারিজন সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতনকে কামদেব আক্রমন করিলেন, ইহারা দেখিলেন কামের আক্রমণ প্রতিহত করা ইহাদের সাধ্য নয়, সুতরাং ইহারা দুর্গ আশ্রয় করিলেন; যেমন কোন পক্ষ অন্য পক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহা যদি প্রতি-রোধ করিতে না পারে, তবে দৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকে, কেন করে? বিপক্ষ আক্র-মন করিলেও কিছু করিতে পারিবে না এই বিশ্বাসে এবং যে পক্ষ দুর্ব্বল সে পক্ষই দুর্গ আশ্রয় করে, সবল হইলে দুর্গ আশ্রয় কেহই করে না তদ্বিপরিতে আক্রমণই করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইহারাও দুর্ব্বলত্ব প্রযুক্ত দুর্গ আশ্রয় করিয়াছেন। ইহাদের কাম পরাহত দুর্গ কি? পঞ্চম বর্ষীয় কৌমার বয়সই ইহাদের কাম পরাহত দুর্গ অর্থাৎ পঞ্চবর্ষীয় বালকের যেরূপ আকৃতি আজীবন তদাকৃতি হইয়াই রহিলেন, বালকে কাম অবিকসিত, সুতরাং কাম এখানে পরাহত হইলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন না, সুতরাং গর্ব্বও খর্ব্ব হইল না দর্পও চূর্ণ হইল না।

দ্বিতীয় কন্দর্প হনুমানকে আক্রমন করিলেন, হনুমান নিজে তাহাকে পরাস্ব করিতে না পারিয়া এবং উপযুক্ত দুর্গাশ্রয় না পাইয়া, প্রবলের শরণাপন্ন হইলেন, শরণাপন্ন হও-

যাই দুর্ব্বলতার লক্ষণ ; প্রবল শরণ কে ? ভগবান যিনি সর্ব্ব শরণ, যেমন কোন পক্ষ অন্ত পক্ষকে আঁটিতে না পারিলে কোন প্রবল পক্ষের শরণ নেয় তদ্রূপ ইনিও ভগবানের শরণ নিলেন, সুতরং কাম পরাহত হইল, কিন্তু পরাস্ত হইল না, সুতরাং গর্ব্বও খর্ব্ব হইল না, দর্পও চূর্ণ হইল না।

তৃতীয় মনসিজ ভীষ্মদেবকে আক্রমণ করিলেন, ভীষ্মদেব অসমর্থতা প্রযুক্ত কোন দুর্গও আশ্রয় করিলেন না বা কেহর শরণও গ্রহণ করিলেন না, নিজ শক্তিতেই কামকে পরাস্ত করিলেন, সুতরাং এখানে কামের গর্ব্বও খর্ব্ব হইল, দর্পও চূর্ণ হইল। ধন্য বীর যিনি ত্রিভুবন বিজয়ীকে জয় করিয়া 'অজেয়' নাম ধারণ করিয়াছেন। ধন্য বীর যিনি ত্রিভুবনবশীকে বশ করিয়া স্বাধীন হইয়াছেন। ভীষ্মদেব নিষ্কাম অথচ পূর্ণ কাম, সকল কামনাই তাহাতে পূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণ তৃপ্ত। এই অনঙ্গ প্রতাপে কৃষ্ণ-বিষ্ণু অন্ধ, শিব উন্মত্ত, ব্রহ্মা মোহিত, ত্রিদশ উদ্ভ্রান্ত, মুনি ভ্রান্ত, পশুপক্ষী ক্ষীপ্ত, মনুষ্য মুগ্ধ, তৎতুল্য প্রতাপী আর কে আছে ? এ হেন প্রতাপীর প্রতাপ যৎসকাশে প্রতীহত, গর্ব্ব খর্ব্বিত, দর্প চূর্ণিত, তৎতুল্য বীর জগতে কে আছে ? সুতরাং তিনিই অজেয়, তিনিই স্বাধীন, অন্য সমস্তই কামকিঙ্কর পরাধীন, সুতরাং স্বাধীন ভীষ্মশক্তি ও অধীন বিশ্বশক্তি।

(৬) লোলতা।

লোলতা শব্দে চঞ্চলতা বা রাগ দ্বেষাদির নিমিত্ত চিত্তের লঘুতা।

বৈকারিক জগতে রাগহীন প্রাণি নাই সুতরাং চাঞ্চল্য বর্জ্জিত জীব নাই। রাগ দ্বেষাদি নিয়াই সংসার। যতক্ষণ সংসার ততক্ষণ রাগ দ্বেষ, যতক্ষণ রাগ দ্বেষ ততক্ষণ সংসার। রাগ কার ? অতৃপ্তের অতৃপ্ত কার ? অপূর্ণের। যিনি অপূর্ণ, যার অভাব তিনিই অতৃপ্ত যে হেতু অতৃপ্ত সে হেতু রাগান্বিত, যে হেতু রাগান্বিত সে হেতু চিত্ত চাঞ্চল্য যুক্ত। কলসী যদি বারিপূর্ণ থাকে তবে নড়ে চড়ে না, কিঞ্চিৎ বারিও যদি অপূর্ণ থাকে তবেই নড়ে চড়ে। আব্রহ্ম কীট সকলেই অপূর্ণ সুতরাং অতৃপ্ত সুতরাং রাগান্বিত সুতরাং লোলতা যুক্ত। আরো বিশেষ এই আব্রহ্ম কীট সকলেরই শুক্রচ্যুত সুতরাং চিত্ত কলসীতে শক্তিবারি অপূর্ণ সুতরাং চাঞ্চল্য যুক্ত সুতরাং অধীন।

পক্ষান্তরে যিনি পূর্ণ তিনি তৃপ্ত সুতরাং রাগরহিত সুতরাং চাঞ্চল্য বর্জ্জিত। একমাত্র ভীষ্মদেবই পূর্ণ সুতরাং তৃপ্ত সুতরাং লোলতা রহিত। আরো বিশেষ এই ভীষ্মদেবের শুক্র অচ্যুত, সুতরাং চিত্ত কলসীতে শক্তি বারিপূর্ণ সুতরাং লোলতা রহিত সুতরাং স্বাধীন। ভীষ্মদেব চঞ্চলতা বর্জ্জিত স্থির, ধীর, গম্ভীর।

(৭) মদ ।

মদ শব্দে মত্ততা, গর্ব্ব ইত্যাদি। অহংকার হইতে মদের উৎপত্তি। অহংকার অজ্ঞান প্রসূত।

মদলক্ষণ—অহং মতাত্মা ধনবান্ মত্তুল্যঃ কোঽস্তি ভূতলে।
ইতি যজ্জায়তে চিত্তং মদঃ প্রোক্তঃ সকোবিদৈ ॥

জ্ঞান নাশক আহ্লাদের নাম মদ। যেমন মদ খাইয়া মত্ততা, তাহাতে জ্ঞানের নাশ অথচ আহ্লাদও আছে; তদ্রূপ বিষয় মদে মত্ততা বা গর্ব্বও মদের ইতুল্য তাহাতেও জ্ঞানের নাশ অথচ আহ্লাদ আছে। আব্রহ্ম কীট হরি, হর, বিরিঞ্চ্যাদি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে মত্ত, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের আধিপত্যে গর্ব্বিত, অথচ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃতিক সুতরাং বৈকারিক, আধিপত্যও ক্ষণিক অথচ উহা নিত্য অপ্রাকৃতিক ব্রহ্মৈশ্বর্য্য ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান নাশক, আমরা যেমন বৈকারিক ক্ষণস্থায়ী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ঐশ্বর্য্যে মত্ত, দুই একজন পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করিয়া গর্ব্বিত, অহংকারে স্ফিত, উহাদের নয় দুইচার দশ হাজারের উপর কর্তৃত্ব; সমগ্র শক্তির উপর কর্তৃত্ব নাই, অথচ ইহাতেই মত্ত, ইহাতেই গর্ব্বিত, ভুলেও ব্রহ্মৈশ্বর্য্য ব্রহ্মানন্দের দিক মন দেয় না, ইহা হইতে জ্ঞান নাশক আহ্লাদ আর কারে বলি? অহংকার যার আছে তারি মদ আছে। আব্রহ্ম কীট সকলেই অহংকারী সুতরাং মত্ত সুতরাং মদাধীন।

মদ নাই কার? একমাত্র ভীষ্মদেবেই মদ নাই। যাহার জ্ঞানধারা, আনন্দধারা, শক্তিধারা খণ্ডিত হয় নাই, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে মণ্ডিত, পূর্ণৈশ্বর্য্যে সজ্জিত, পূর্ণানন্দে প্লাবিত, সুতরাং মদ বর্জ্জিত সুতরাং স্বাধীন।

(৮) মাৎসর্য্য ।

মাৎসর্য্য অর্থে মৎসরতা, পরশ্রী কাতরতা। বিকারী জগতে কে মৎসরতা হীন? যাহারা খণ্ডশ্রী তাহারা পূর্ণশ্রী দেখিলে কাতর হইয়াই থাকেন এবং পূর্ণশ্রী লাভে ঈর্ষান্বিতও হয়েন। আব্রহ্ম কীট সকলেরই শ্রী খণ্ডিত, সুতরাং ঈর্ষান্বিত সুতরাং মাৎসর্য্য যুক্ত সুতরাং অধীন। পক্ষান্তরে একমাত্র ভীষ্মদেবই পূর্ণ শ্রীমান সুতরাং ঈর্ষা রহিত সুতরাং মাৎসর্য্য বর্জ্জিত। ইনি কাহার শ্রী দেখিয়া ঈর্ষা করিবেন? ঈর্ষা জন্মে সমকক্ষের উপর আর ঊর্দ্ধতনের উপর, নিম্নশ্রেণীর উপর কেহর ঈর্ষা জন্মে না সুতরাং ইহাঁর কেহর উপর ঈর্ষা নাই কারণ সকল শ্রীই অপূর্ণ সুতরাং ভীষ্ম শ্রীর নিম্নে সুতরাং ঈর্ষামুক্ত বিশেষত নির্ব্বিকারী সুতরাং স্বাধীন।

(৯) হিংসা।

হিংসা অর্থাৎ পরপীড়ন। পরপীড়নের উদ্দেশ্য কি? কোন একটা ঈপ্সিত বিষয়ে কেহ যদি প্রতিবন্ধক হয় তবে সেই প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিবার জন্য পরপীড়ন আবশ্যক হয় সুতরাং হিংসার মূল স্বার্থ, আবার স্বার্থের মূল কাম। আব্রহ্ম কীট সকলেই বিকারী সুতরাং সকাম সুতরাং স্বার্থপর সুতরাং হিংস্রক, সুতরাং হিংসাধীন।

তবে অহিংস্রক কে? একমাত্র ভীষ্মদেব। যিনি কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জিত, স্বার্থ-পরার্থে ক্ষান্ত, সুতরাং লোভ হীন, সুতরাং নিষ্কামী সুতরাং নিস্পৃহ, সুতরাং নির্ব্বিকারী, সুতরাং মুক্ত, সুতরাং স্বাধীন। তবে যে ভীষ্মদেবে যুদ্ধরূপ পরপীড়ন দেখা যায়। উহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম—

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্য পলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, দাক্ষ্য, যুদ্ধেতে স্থিরনির্ভীক,
দান ধর্ম্মভাব,—কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক।

ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রধর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধই তাহার ধর্ম্ম, উহা প্রতিপালন না করিলে প্রত্যবায় আছে সুতরাং ইহা দোষাবহ নহে; যুদ্ধক্ষেত্রে হিংসা অহিংসার মধ্যে গণ্য।

(১০) খেদ।

খেদ শব্দে ক্লেশ, শোক, দুঃখ, বিষাদ ইত্যাদি।

ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার অজ্ঞান—যাহা আত্মাচিত্তের সহিত একীভূত হইয়া ভোগ করিতেছে। জগৎ বিকারী সুতরাং পাঁচ প্রকার ক্লেশে ক্লেশিত। জগতে যত কিছু ক্লেশ এই পাঁচেরই অন্তর্গত। যার অবিদ্যা তারি অস্মিতা যার অস্মিতা তারি রাগ, যার রাগ তারি দ্বেষ, যার দ্বেষ তারি অভিনিবেশ। ইহারা কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই, পরস্পর জড়িত, এই পাঁচের একের অভাব হইলে সকলেরই অভাব।

অবিদ্যা হেতু ক্লেশ—বিষয়, ভোগ। বিষয় ভোগ বাস্তবিক দুঃখ পরন্ত তাহাকে আমরা যারপর নাই সুখ মনে করিয়া তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। আব্রহ্ম কীট এ দুঃখে দুঃখীত। আব্রহ্ম কীট সকলেই ভোগী সুতরাং রোগী ভোগে রোগ ভয়; সুতরাং এ দুঃখে দুঃখী।

অস্মিতা হেতু ক্লেশ—অপমানাদি। যার মান আছে তার মান নাশে বিষাদও

আছে। আদি শরীরিরা দৈত্যের কাছে [illegible] অপমানিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই সুতরাং আব্রহ্ম কীট সকলেরই অহংকার আছে সুতরাং বেদনাও আছে। তবে নির্ব্বেদী কে?

রাগ হেতু ক্লেশ—স্ত্রীসম্ভোগাদি। আব্রহ্ম কীট এই ক্লেশে ক্লেশিত।

দ্বেষ হেতু ক্লেশ—ক্রোধ, হিংসা, বিপ্রলিপ্সা ইত্যাদি। ইহা দ্বারাও জগৎ বিষাদগ্রস্ত ক্লেশিত।

অভিনিবেশ হেতু ক্লেশ—ত্রাস, ভয়, মরণ যন্ত্রণা ইত্যাদি। ইহা দ্বারাও জগৎ ত্রাসিত, শোকাভিভূত।

আব্রহ্ম কীট সকলেই এই পঞ্চ ক্লেশের অধীন। তবে স্বাধীন কে? একমাত্র ভীষ্মদেব।

ভীষ্মদেব নির্ব্বিকারী, সদানন্দময় সুতরাং কোন প্রকার ক্লেশ বিষাদই তাঁহাকে আশ্রয় পায় না সুতরাং নির্ব্বেদ। নির্ব্বেদী কে? অহংকার বর্জ্জিত যে। নির্ব্বেদ বৈরাগ্য মূলক, যিনি সর্ব্বভোগ বিরাগ সুতরাং তিনি অহংকার ভোগেও বিরাগ সুতরাং অপমান হেতু ক্লেশ রহিত সুতরাং নির্ব্বেদ। ইনি রাগ হেতু ক্লেশ স্ত্রীসম্ভোগাদী রহিত, দ্বেষ হেতু ক্লেশ ক্রোধ, হিংসা রহিত; অভিনিবেশ হেতু ক্লেশ ভয় ত্রাস, মরণ রহিত সুতরাং সর্ব্বক্লেশ বিবর্জ্জিত সুতরাং স্বাধীন।

(১১) পরিশ্রম।

কার্য্যান্তে ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতারূপ যে গ্লানি তাহাই পরিশ্রম। বিন্দু বিন্দু শক্তি হ্রাস হইয়া অত্যধিক হইলেই অনুভব যোগ্য হয়। কার্য্যের মূল শক্তি, শক্তির হ্রাসাবস্থাই পরিশ্রম। শক্তির মূল কি? শক্তির মূল শুক্র। যার শুক্র যত ধৃত, তার শক্তিও সেই পরিমাণে রক্ষিত, পরিশ্রমেও সেই পরিমাণে শক্ত। জগতে অনবরত কার্য্যক্ষম কেহই নাই। আব্রহ্ম কীট সকলেরই শুক্র খণ্ডিত, সুতরাং শক্তি বিচ্যুত, সুতরাং ক্লান্ত। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন। শক্তি অনুযায়ী কেহ অল্পেই গ্লানি বোধ করে, কেহ দীর্ঘ সময়ে ক্লেশ বোধ করে এইমাত্র বিশেষ। বিশ্বশক্তি ক্ষয়শীল সুতরাং পরাধীন।

শ্রমের শ্রম কে ঘটাইতে পারিয়াছেন? সৃষ্টিতে মাত্র দুই বীর শ্রমের শ্রান্তি ও ক্লমের ক্লান্তি ঘটাইয়াছেন এক হনুমান আর ভীষ্মদেব। এই দুই বীরে শুক্রধারা অখণ্ডিত সুতরাং শক্তিধারা অচ্যুত সুতরাং অক্লান্ত। ইহারা পূর্ণ শক্তিমান, ইহাদের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নাই, সুতরাং পরিশ্রমও নাই। অনবরত অনন্তকাল কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে ইহারা তাহা পারে, কোনকালেই শ্রম বোধ হইবে না। এই দুই বীর, কি শারীরিক কি মানসিক কার্য্যে উভয়েই ক্লমবর্জ্জিত। আমরা ব্রহ্মচর্য্য

পরিভ্রষ্ট, ব্রহ্মচর্য্য শক্তি কত অসীম তাহা অনুভব করিতে পারি না। পূর্ব্ব মণিষিগণ ব্রহ্মচর্য্যশক্তি দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই, বেদভাণ্ডারে তাহার বর্ণনাও অপ্রতুল নাই; আমাদের শিক্ষার দোষে, বুদ্ধির দোষে সর্ব্বোপরি ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট দোষে তাহাকে অলীক মনে করি। ব্রহ্মচর্য্যের পরিশ্রম রাহিত্যতা আদি কবি রামায়ণে উজ্জ্বলভাবে দেখাইয়াছেন, দিবান্ধ উলুকের সূর্য্যমণ্ডলে অন্ধকার কল্পনার ন্যায় তাহাকে আমরা মনে অলীক কল্পনা করি। অন্ধান্ধ আমরা শক্তিমানের শক্তি দেখিতে পাই না। রামায়ণে কবি-কোকিল যাহা দেখাইয়াছেন তাহা এই—রাবণ যুদ্ধে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে মূর্চ্ছাপন্ন। সুষেণ বৈদ্যের উপদেশ যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিশল্যাকরণি ঔষধ আনিতে পারে তবে লক্ষ্মণ বাঁচিতে পারে নচেৎ নয়। বিশল্য আছে কোথায়? হিমালয়ে; কোথা হিমালয়, কোথা লঙ্কা। লঙ্কা হইতে হিমালয়ে এক রাত্রিতে কে যাইতে পারে? বিদ্যুতেরও সাধ্য নাই, মনুষ্য কোন ছার। মারুতী মনোজবে আরোহণ করিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন; উপদিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ মিলিল না, রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছে, হনুমান ইতস্তত করিতেছে কি করি, তবে কি রামানুজ লক্ষ্মণ মারা যাইবে যাক্ আমি পর্ব্বত শুদ্ধ লইয়া যাই, তাহারা বাহির করিয়া লইতে পারে লইবে, এই বলিয়া পর্ব্বত মাথায় করিলেন, ওদিকে সূর্য্য উদয় হইতেছে দেখিয়া তাহাকে বগলে পুরিলেন। ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট আর্য্যের এখানে তিনটী সংশয় উপস্থিত—

প্রথম সংশয়—লঙ্কা হইতে হিমালয় লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত, একরাত্রে কি প্রকারে যাওয়া আসা হইতে পারে।

দ্বিতীয় সংশয়—প্রাদেশ পরিমাণ হনুমৎ শরীরের একাংশে অর্থাৎ বগলে, পৃথিবী হইতে চতুর্গুণ বৃহৎ সূর্য্য কি প্রকারে স্থান পাইল।

তৃতীয় সংশয়—যে সূর্য্য লক্ষ লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে থাকিয়া পৃথিবীকে সন্তাপিত করে, তাহার স্পর্শে হনুমান কেন দগ্ধ হইল না।

প্রথম সংশয়ের সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্মচর্য্যধারীরা মনোজব অর্থাৎ মনের ন্যায় অত্যধিক গতিবিশিষ্ট; আমরা যেমন মনকে সংকল্প প্রভাবে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হিমালয়ের উত্তরে নিতে পারি কিন্তু শরীর নিতে পারি না; পক্ষান্তরে যারা মনোজব তাহাদের মন যে মুহূর্ত্তে যে স্থানের কল্পনা করিবে, তাহাদের শরীর সে মুহূর্ত্তে সে স্থানে উপস্থিত হইবে।

দ্বিতীয় সংশয়ের মীমাংসা এই—খণ্ড ব্রহ্মচর্য্যধারীরাই অণিমা মহিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাতে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যধারীর ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার তুলনাই নাই, সুতরাং হনুমান ইচ্ছা করিলে কোটী সূর্য্য থাকিতে পারে এমন শরীর ধারণ করিতে পারেন, আবার সত্যসঙ্কল্প প্রভাবে ইহাও পারেন যে সূর্য্য সহিত পৃথিবীকে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিয়া একটি বালুকার মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারেন। সুতরাং একটি সামান্য সূর্য্যকে বগলে পোরা আশ্চর্য্য নয়।

তৃতীয় সংশয়ের খণ্ডন এই—হনুমানেতে এত তেজ নিহিত আছে যে হনুমান ইচ্ছা করিলে কোটি কোটি সূর্য্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারেন। একদা অর্জুন হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার শক্তি কত? হনুমান হাসিয়া উত্তর করিলেন, আমার শক্তি কত তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে এইরূপ অগণিত বিশ্ব অনন্তকাল ভরে শরীরের একটি লোমেতে ধরাইয়া রাখিব তাহাতে আমি জানিতে পারিব না কোন একটা ভার আমার শরীরে আছে, যেমন কাশ্মিরী জামার উপর একটি পীপড়া বা মাছি বসিলে, জামাধারক যেমন জানিতে পারে না, তাহার উপর কোন ভার আছে। ইহা অত্যুক্তি নয়, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য শক্তি অনন্ত ব্রহ্ম শক্তি তুল্য। এই দুই বীরের শক্তির ইয়ত্তা নাই। অসীম শক্তির কার্য্য দেখাইবার স্থান সসীম জগতে নাই, সুতরাং শক্তিমানরাই অসীম শক্তি দেখান নাই, সুতরাং কবি চূড়ামণিও দেখান নাই। কবি চূড়ামণিও অসীম শক্তির বিন্দু শক্তির মাত্র পরিচয় দিয়াছেন! ভীষ্মদেব পূর্ণ শক্তিমান সুতরাং শ্রমবর্জ্জিত সুতরাং স্বাধীন।

(১২) অসত্য।

যাহা সৎ নয় তাহাই অসৎ, যাহা সত্য নয় তাহাই অসত্য।

সৎ যাহা সার তাহা, সার যাহা শুক্র তাহা; সুতরাং শুক্রচ্যুত সারচ্যুত, সারচ্যুত সত্যচ্যুত সুতরাং অসত্য। আব্রহ্ম কীট সকলেরই শুক্র স্খলিত, সুতরাং সার বিচ্যুত সুতরাং সত্য পরিভ্রষ্ট, সুতরাং অসত্য। সুতরাং জগৎ অসৎ। একমাত্র ভীষ্মদেবই সৎ, যেহেতু শুক্র ধৃত, সুতরাং সার অচ্যুত, সুতরাং সত্য অভ্রষ্ট সুতরাং পূর্ণ সত্যময়। সত্যই ভীষ্ম, ভীষ্মই সত্য, ভীষ্ম শান্ত নবোবীর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। ভীষ্মদেব অসত্য বর্জ্জিত, পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

(১৩) ক্রোধ।

কামের প্রতিবন্ধকই ক্রোধ অর্থাৎ ঈপ্সিত পদার্থলাভের প্রতিবন্ধক বা ইচ্ছার প্রতিঘাতে যে আক্রোশ তার নাম ক্রোধ। ক্রোধ আছে কার? কাম আছে যার। কাম থাকিলে তাহার প্রতিবন্ধকও আছে সুতরাং ক্রোধও আছে। আব্রহ্ম কীট সকলেই বিকারী সুতরাং কাম দাস সুতরাং ক্রোধান্বিত বিশ্ব ক্রোধাধীন। ক্রোধ নাই কার কাম নাই যার। কাম নাই কার? আপ্তকামের। ভীষ্মদেব আপ্তকাম, সুতরাং নিষ্কাম সুতরাং ক্রোধ রহিত। বিশ্বে এমন কোন শক্তি নাই যাহা ভীষ্মদেবের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হইতে পারে, সুতরাং ভীষ্মশক্তি স্বাধীন।

(১৪) আকাঙ্খা।

আকাঙ্খা শব্দে লোভ, আশা, পরদ্রব্যাভিলাষ ইত্যাদি।

পরবিত্তাদিকং দৃষ্টানেতু যো হৃদিজায়তে।
অভিলাষোদ্বিজ শ্রেষ্ঠ সলোভঃ পরিকীর্ত্তিত॥
লোভ প্রমাদ বিশ্বাসোঃ পুরুষোনশ্যতে ত্রিভিঃ।
তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ প্রমাদেন ন বিশ্বসেৎ॥
ত্রিবিধং নরক স্যেদং দ্বারং নাশন মাত্মনং।
কাম ক্রোধস্তথা লোভ তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥
কামস্যান্তং হিক্ষুত্তৃড়ভ্যাং ক্রোধস্যৈতৎ ফলোদয়াৎ।
জনো যাতি ন লোভস্য জিত্বাভুক্ত্বা দিশোভুবঃ॥
পণ্ডিতা বহবো রাজন্ বহুজ্ঞাঃ সংশয় চ্ছিদঃ।
সদা সম্পতয়োহপ্যেকে অসন্তোষাৎ পতন্ত্যধঃ॥

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা লোকে কামের অন্ত পাইতে পারে এবং ক্রোধের ফল যে হিংসা তাহার নিষ্পত্তি করিয়া ক্রোধের ও অন্ত পাইতে পারে, কিন্তু সকল দিক জয় এবং সমুদয় পৃথিবী ভোগ করিয়াও, লোভের অন্ত, আশার পার বা আকাঙ্খার নিবৃত্তি পাইতে পারে না। কাম, ক্রোধ, ও লোভ তিনিই আত্মনাশক, নরকের দ্বার স্বরূপ, বুধগণ এই তিনকেই ত্যাগ করিবে। বহুজ্ঞ এবং সংশয় ছেত্তা বহু বহু পণ্ডিত এবং অনেক মহাজনগণ অসন্তোষ হেতু অধঃপতিত হইয়াছেন। আকাঙ্খা হইতে চিত্ত বিক্ষেপ হয়, সত্বগুণ হ্রাস হয় এবং অন্য গুণ বিষমতা ধারণ করে এবং নানা ক্রিয়া উদ্ভূত হইয়া জীবকে স্বরূপ হইতে পাতিত করে।

বিশ্বে সকলেই দীন, কেননা সকলেই খণ্ড শক্তিমান, সুতরাং পূর্ণশক্তির অভাব, সুতরাং দীন। অপূর্ণ যে দীন সে, দীন যে আকাঙ্খী সে, আকাঙ্খী যে অধীন সে। আব্রহ্ম কীট সকলেই অপূর্ণ সুতরাং অভাবী, সুতরাং দীন, সুতরাং অধীন।

দীনেতে দীন কে? অখণ্ড যে। আকাঙ্খা নাই কার? অপূর্ণ নাই যার। তিনি শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব পূর্ণ কাম, পূর্ণ তৃপ্ত, পূর্ণানন্দে আনন্দিত তাহাকে সংসারের কোন বিকারী পদার্থ আনন্দ জন্মাইতে পারে? সর্ব্বসিদ্ধির অন্তর্গত একাঘ্য সিদ্ধি যাহাকে দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে তাঁহার কোন পদার্থের অভাব? পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা শ্রীগুরুদেবকে প্রলোভিত করিয়া আকাঙ্খা জন্মাইতে পারে। ইনি নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্লোভ, নিরাকাঙ্খ, সুতরাং দীনেহীন, সুতরাং স্বাধীন।

(১৫) আশঙ্কা।

আশঙ্কা অর্থাৎ ত্রাস, ভয়। বিশ্বে ত্রাসিত নয় কে? ভীত নয় কে? ত্রাস বা ভয়ের মূল শক্তির হ্রাস। বিদ্যুৎ পাতে, বজ্রনিনাদে তুমি ত্রাসিত হও, কেন হও? তোমার শক্তি হইতে বিদ্যুতের শক্তি বেশী বলিয়া তোমার শক্তিকে সে পেশিত করিতে পারে, এই জন্ত ত্রাসিত হও। ব্যাঘ্র দেখিলে ভয় পাও, কেন পাও? তোমার শক্তি হইতে ব্যাঘ্রের শক্তি অধিক, সে তোমাকে খাইতে পারে। তুমি তাহার কিছুই করিতে পার না, সেই জন্ত তুমি ভয় পাও, যদি তোমার শক্তি বেশী হইত তাহা হইলে ভয় পাইতে না। যাহা হইতে যাহার শক্তি কম সেই তাহাকে দেখিয়া ভয় পায়। বিশ্বে কে আছে যে আশঙ্কা হীন? কে বল কাল ভয়ে ভীত নয়? মৃত্যু ভয়ে ত্রাসিত নয়? দ্বিপরার্দ্ধ অবসানে আদি শরীরিরাও কাল ভয়ে ভীত, মৃত্যু ভয়ে ত্রাসিত হন। মৃত্যুকে ভয় করে বলিয়াই লোকে মরিতে চাহে না। ভয় কার? শক্তি হ্রাস যার। শক্তি হ্রাস কার? বীর্য্যচ্যুত যার। আব্রহ্ম কীট সকলেরই বীর্য্যচ্যুত, সুতরাং শক্তি খণ্ডিত, সুতরাং ভয়ত্রস্ত, সুতরাং আশঙ্কাগ্রস্থ সুতরাং অধীন।

নির্ভীকত্ব কার? শক্তি অখণ্ডিত যার। শক্তি অখণ্ডিত কার? বীর্য্য অচ্যুত যার। একমাত্র ভীষ্মদেবই পূর্ণ শক্তিমান, সুতরাং নির্ভীক, সুতরাং আশঙ্কা বর্জ্জিত সুতরাং স্বাধীন।

এমন মহাপুরুষ পৃথিবীতে কেহ জন্মে নাই, যিনি নিজ মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিয়াছেন; একমাত্র ভীষ্মদেবই যুধিষ্ঠিরকে নিজ মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। নির্ভীকেরি ইহা সম্ভবে।

[১৬] বিশ্ব-বিভ্রম।

বিশ্ব সম্বন্ধে যে ভ্রম তাহাই বিশ্ব-বিভ্রম। বিশ্ব কি, বিশ্ব আছে কি নাই এবম্প্রকার যে ভ্রম তাহাই বিশ্ব বিভ্রম। ষড় দর্শনের যখন বিশ্ব সম্বন্ধে ভ্রম জন্মিয়াছে, কোন দর্শন বলছেন বিশ্ব আছে, কেহ বলছেন নাই, তখন অন্তপরে কা কথা। আব্রহ্ম কীট সকলেরই বিশ্ব ভ্রম আছে। ভ্রম কার? জ্ঞান খণ্ডিত যার। জ্ঞান খণ্ডিত কার? বীর্য্যচ্যুত যার। আব্রহ্ম কীট সকলেরই বীর্য্যচ্যুত, সুতরাং জ্ঞান খণ্ডিত সুতরাং ভ্রম গ্রস্থ, সুতরাং ভ্রমাধীন, ভ্রম নাই কার? জ্ঞান খণ্ডিত হয় নাই যার। জ্ঞান খণ্ডিত হয় নাই কার? বীর্য্যচ্যুত হয় নাই যার। একমাত্র ভীষ্মদেবই অচ্যুত বীর্য্য সুতরাং পূর্ণজ্ঞানী, সুতরাং মোহবর্জ্জিত সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং ভ্রম রহিত সুতরাং স্বাধীন।

(১৭) বৈষম্য।

সব বিষম গতিতে, সব বিষমভাবে জগৎ যন্ত্র চলিতেছে, বিশ্ব কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। জগতে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় সেইদিকেই বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। কেহর সঙ্গেই কেহর সমতা নাই, সর্ব্ব বস্তুই বিষমতা ভাবাপন্ন, যেন বিষমতাই জগতের ধর্ম্ম। মনুষ্যে মনুষ্যে বিষমতা, পশুতে পশুতে বিষমতা, স্থাবরে স্থাবরে বিষমতা। একজন মনুষ্যের সহিত আর একজন মনুষ্যের কোন না কোন বিষয়ে বৈষম্য থাকিবেই, সমতা কিছুতেই হইতে পারে না, কারণ সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণের বিষমতাতে সৃষ্টি ; ত্রিগুণ সমতা হইলে জগৎ প্রলয় দশাপ্রস্থ হয়; কাজেই প্রকৃতির সৃষ্টির নিয়মই বিষমতা। বৈষম্যের আর এক হেতু স্বার্থপরতা ; যেখানে স্বার্থপরতা, সেইখানেই বিষমতা। বৈষম্য কার? স্বার্থ যার। স্বার্থ কার? কাম যার। কাম হইতে স্বার্থ, স্বার্থ হইতে বৈষম্য। আব্রহ্ম কীট সকলেই কামী সুতরাং স্বার্থপর সুতরাং বিষমস্থ। একমাত্র ভীষ্মদেব নিষ্কামী সুতরাং স্বার্থহীন সুতরাং বিষমতা রহিত। জগতের কোন পদার্থই যাহার বাঞ্চিত নয় তাহার স্বার্থপরতা সম্ভূত বিষমতা কেন জন্মিবে?

(১৮) পরাপেক্ষা।

পর+অপেক্ষা=পরাপেক্ষা অর্থাৎ পরকে অপেক্ষা করে যাহাতে বা যে কোন কার্য্যে। যাহাতে বা যে কোন কার্য্যে পরের সাহার্য্য প্রার্থী হইলেই সুতরাং ভিখারী। অতএব পরাপেক্ষীও যে ভিখারীও সে। আমরা সংসারে যতকিছু কার্য্য করি, তাহার কোনটাই একাএক নিজের সাহার্য্যে হয় না, অন্যের সহায়তার প্রয়োজন খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, অপরের অপেক্ষা করে। যবে তুমি মাতৃ গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, ম্লান মুখে মাতৃ মুখ তাকাইতে লাগিলে, তোমার দরবিগলিত ধারা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তোমার নিজের কোন শক্তি নাই, কার যেন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছ, কার সাহার্য্য না পাইলে প্রাণ যায়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অস্থির হইয়াছ, কাতরে কাঁদিয়া বলিলে মাগো দুটী ভিক্ষা পাই, মাতা অনুগ্রহ করিল, স্তন মুখে দিল, ভিক্ষা পাইয়া কৃতার্থ হইলে ; এই তোমার জীবনের প্রথম ভিক্ষা প্রথম পরাপেক্ষা আরম্ভ হইল। এবম্প্রকারে বাল্যকালে কেহ উঠাইলে উঠিতে পার, শোয়াইলে শুইতে, বসাইলে বসিতে পার, খাওয়াইলে খাইতে পার নচেৎ নয়। এবম্প্রকারে বাল্যকাল ভিখারী বেশে পরাপেক্ষায় কাটাইলে। আসিল যৌবন কাল এই সময় তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় পটু, সর্ব্ব কার্য্যক্ষম তবু পরাপেক্ষী ; কি যেন তোমার অভাব, কার সাহার্য্য না পাইলে তোমার চলে না, সংসার শ্মশান বৎপ্রতীয় মান হইতেছে, সংসারে সুখ নাই শান্তি নাই ; সুখ লালসে শান্তির আশে ভিখারী বেশে পরাপেক্ষী হয়ে পরের দ্বারে

দণ্ডায়মান; তুমিও [illegible] নিকট হইয়া ভিক্ষা চাহিয়া ছিলে, এখন জামা জোড়া মাথায় মুকুট পড়িয়া বর বেশে ভিক্ষা চাহিতেছ—মাগো ছুটী ভিক্ষা পাই, পান্থশালায় অতিথী-ফিরে না, শাশুড়ী তাহার কন্যাটীকে তোমাকে ভিক্ষা দিল, তুমি কৃতার্থ হইলে; এবম্প্রকারে ভিখারীবেশে পরাপেক্ষায় যৌবন কাটাইলে; ক্রমে যৌবনে ভাটা পড়িল, আর যৌবনে জোর নাই, ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিল, শক্তির হ্রাস হইল, রোগ আক্রমণ করিল, উত্থান শক্তি রহিত, এই সময় কেহ খাওয়াইলে খাইতে পার নচেৎ নয়, তৃষ্ণায় কেহ জল দিলে পাও নচেৎ নয়, কেহ মশক তাড়াইয়া দিলে মশক দংশন হইতে রক্ষা পাও নচেৎ নয় প্রত্যেক কাজেই প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই পরাপেক্ষী; আজীবন ভিক্ষুক বেশে, দীনহীনের ন্যায় পরাপেক্ষাতে সুদীর্ঘ জীবন কাটাইলে, কবে তুমি স্বাপেক্ষ হইয়াছিলে? সুতরাং কবেই বা তুমি স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলে? কবে তুমি ভিখারীত্ব ঘুঁচাইয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলেন?

পরাপেক্ষী কে? শক্তিহীন যে। শক্তিহীন কে? বীর্য্যচ্যুত যে। যে কোন পরাপেক্ষীর প্রতিই শক্তিহীনতা অনুমেয়। আব্রহ্ম কীট সকলেই বীর্য্যচ্যুত, সুতরাং শক্তিহীন, সুতরাং ভিখারী, সুতরাং পরাপেক্ষী, সুতরাং পরাধীন। পরাপেক্ষী নয় কে? অপেক্ষা নাই যার অর্থাৎ যাহার কোন প্রয়োজন নাই, যিনি আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত তাঁহার কোন কার্য্য নাই সুতরাং পরাপেক্ষাও নাই; যিনি সত্য সংকল্প, সংকল্প মাত্র কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য পরের অপেক্ষা করে না। তিনি কে? ভীষ্মদেব। একমাত্র ভীষ্মদেব শুক্র অচ্যুত, সুতরাং পূর্ণশক্তি রক্ষিত, সুতরাং সার্ব্বভৌম, সুতরাং স্বাপেক্ষ, সুতরাং স্বাধীন। সুতরাং বিশ্বশক্তি পরাধীন, ভীষ্মশক্তি স্বাধীন। বুঝা গেল আব্রহ্ম কীট সকলেই বিশ্বশক্তির অধীন ও জেয়; একমাত্র ভীষ্মদেবই বিশ্বশক্তির অনধীন ও অজেয়; সুতরাং "সপ্রপঞ্চ প্রকৃতীংভিত্বা যৎ তিষ্ঠতীতি ভীষ্মঃ" অর্থাৎ সপৌর বিশ্বপ্রপঞ্চ ভেদ করিয়া অতীতে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন তিনি "ভীষ্ম"।

আর্য্যক্ষেত্রে কেন ভীষ্মশক্তি সার্ব্বভৌম অজেয়ত্ব, কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয় "দ্বিতীয় ব্রহ্মত্ব" লাভ করিল? বুঝিলে আর্য্য কেন? "মূল ব্রহ্মচর্য্য"।

ইতি স্বাধীন ভীষ্মশক্তি।

জীবভোগ ও বিশ্বভোগ।

এ বিশ্বে যত কিছু পদার্থ সমস্তই ভোগার্থ। ভোগার্থই সৃষ্টি, ভোগার্থই জন্ম। ভোগ পাঁচপ্রকার—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। পঞ্চভোগের জন্য পঞ্চ উপকরণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক রহিয়াছে। এই পঞ্চ ভোগের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ভোগ নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও থাকিত, তাহা যখন নাই, তখন মনে করিতে হইবে পাঁচের অতিরিক্ত ভোগও নাই; যাহা আছে তাহা শব্দাদির অগোচর, তাহা যোগী নাং যোগগম্য যোগানন্দ, ব্রহ্মানন্দ,' তাহা পঞ্চ ভোগের অতিরিক্ত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা শক্তি। শক্তি ভোগ্য। সাংখ্য বলেন সংহত পদার্থই ভোগ্য। একাধিক পদার্থের মিলনকে সংহত বলে। শক্তি একাধিক পদার্থের মিলন অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণের একাধার সুতরাং ভোগ্য। ত্রিগুণা প্রকৃতি অশেষ বিশেষরূপে পুরুষের ভোগ জন্মাইতেছে অর্থাৎ পুরুষ অশেষ বিশেষরূপে প্রকৃতিকে ভোগ করিতেছে। অশেষ বিশেষ যতরূপেই ভোগ করুক, তাহা পঞ্চ ভোগেরই অন্তর্গত, তদতিরিক্ত নয়।

ভোগ দুইপ্রকার—এক পূর্ণ ভোগ আর অপূর্ণ ভোগ। শক্তি যখন ভোগ্য তখন শক্তি যদি খণ্ডিত হয়, তবে ভোগও খণ্ডিত হইবে, শক্তি যদি পূর্ণ হয় তবে ভোগও পূর্ণ হইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ খণ্ড শক্তিতে খণ্ডভাবে রহিয়াছে, পূর্ণ শক্তিতে পূর্ণভাবে রহিয়াছে, সুতরাং খণ্ড শক্তিমান যাহারা, তাহারা শক্তিকে খণ্ডভাবে ভোগ করিতেছে, আর পূর্ণ শক্তিমান যিনি তিনি শক্তিকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতেছেন। কৃষ্ণ বিষ্ণু, শিব ব্রহ্মা, ইন্দ্র চন্দ্র, সকলেই খণ্ড ভোগী এক কথায় আব্রহ্ম কীট সকলেই খণ্ড ভোগী। খণ্ড ভোগ কার? শক্তি খণ্ডিত যার। শক্তি খণ্ডিত কার? শুক্রচ্যুত যার। আব্রহ্ম কীট সকলেরই শুক্রচ্যুত সুতরাং শক্তি খণ্ডিত সুতরাং ভোগ অপূর্ণ। প্রাণি-মাত্রেরই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ শক্তি ভোগ হইতেছে। যাহার শক্তি খণ্ডিত হইয়াছে তাহার চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণ ইত্যাদি সকল শক্তিই খণ্ডিত হইয়াছে সুতরাং সে যদি ইচ্ছা করে আমি পৃথিবীতে বসিয়া স্বর্গীয় পাতালীয় দৃশ্য দেখিব কি তাহাদের শব্দ শুনিব, তাহা হইবে না কেননা শক্তি চ্যুত হেতু দর্শনশক্তি শ্রবণশক্তির গতি ব্যাহত হইবে, তোমার আশা মিটিবে না সুতরাং শুক্রচ্যুত হেতু শক্তিচ্যুত ও ভোগচ্যুতও হইলে, সুতরাং তোমার দর্শন, শ্রবণাদির পূর্ণ ভোগ হইল না, অপিচ অপূর্ণ খণ্ড ভোগই হইল; তোমার যদি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে

হয় তবে স্বর্গে যাইতে হইবে, মর্ত্তে বসিয়া তাহা সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে যাহার শক্তি খণ্ডিত হয় নাই, যিনি পূর্ণ শক্তিমান তাঁহার চক্ষুর দর্শনশক্তি, কর্ণের শ্রবণশক্তি ইত্যাদি সমস্তই পূর্ণ সুতরাং অব্যাহত, তিনি যদি ইচ্ছা করেন আমি ঘরে বসিয়া ব্রহ্মলোকবাসীদিগকে দেখিব তাহাই তিনি দেখিবেন, তাঁহাকে শরীর নিয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে হইবে না, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, পৃথিবীর এক প্রান্তে কি শব্দ হইতেছে তাহা শুনিব, তাহাই শুনিতে পাইবেন, পৃথিবীর একপ্রান্তে যাইতে হইবে না, তিনি যদি ইচ্ছা করেন চন্দ্র সূর্য্য স্পর্শ করিব তাহাই পারিবেন, কারণ শক্তি অব্যাহত, পূর্ণ শক্তিমানের শক্তি কোথাও ব্যহত হইবে না, পাষাণেও রোধ হইবে না অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমানের দর্শনশক্তি পর্ব্বতেরও পার্শ্বে কি পদার্থ আছে তাহা দেখিতে পাইবে, পাষাণে দর্শনশক্তি রোধ করিতে পারিবে না এবম্প্রকার সকল শক্তিই। সুতরাং পূর্ণশক্তি ভোগী। তিনি কে? ভীষ্মদেব। ভীষ্মদেবের শুক্র অচ্যুত সুতরাং শক্তি অখণ্ডিত সুতরাং ভোগ পূর্ণ। একমাত্র ভীষ্মদেবই শক্তির পূর্ণ ভোক্তা, আব্রহ্ম কীট খণ্ড ভোক্তা। পূর্ণ শক্তিমানের স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালের ভোগ একস্থানেই সিদ্ধ। ভোগাধিকারে একমাত্র ভীষ্মদেবই পূর্ণ ভোগী।

ভীষ্ম সন্ন্যাস।

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, শিবের শিবত্ব ভোগ, কৃষ্ণের ভোগ, ইন্দ্র চন্দ্রাদির ভোগ সমস্ত ভোগই ভীষ্ম ভোগের অন্তর্গত। তদতিরিক্ত পূর্ণ ভোগ ভীষ্মতেই পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত অথচ তিনি পূর্ণ উদাসীন, পূর্ণ ত্যাগী, পূর্ণ বিরাগী, পূর্ণ সন্ন্যাসী।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী যোনদ্বেষ্টি নকাঙ্ক্ষতি।

জেনো সে নিত্য সন্ন্যাসী নাহি দ্বেষাকাঙ্ক্ষা যার॥

যিনি কোন পদার্থে দ্বেষও করেন না এবং কোন পদার্থের আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। নিত্য তৃপ্তের আকাঙ্ক্ষা কোথায়? নিত্যানন্দের দ্বেষ কোথায়? সুতরাং ভীষ্মদেব পূর্ণ সন্ন্যাসী। সংসার ত্যাগ করিলেই যে প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায় তাহা নয়, অহংত্যাগী যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি। ভীষ্মদেব অহংত্যাগী কেননা মদবর্জ্জিত। জীব অহঙ্কারের অধীন, ভীষ্মদেব অহঙ্কারের অনধীন। জীবের কার্য্য অহং মূলক স্বার্থপর, ভীষ্ম কার্য্য অনহং মূলক, পরার্থপর। জীবের অহংতত্ত্ব স্বার্থ

যাহা সঙ্কীর্ণ, জীব অহংত্বের নিঃস্বার্থ পরার্থে যাহা প্রশস্ত। ভীষ্ম জীবনে যত কিছু কার্য্য সমস্তই পরার্থ। ভীষ্মদেব রাজ্য শাসন করিয়াছেন তাহা পরার্থ, যুদ্ধ করিয়াছেন তাহা পরার্থ, জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাহাও পরার্থ। ভীষ্মদেব নিজরাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, ভোগ বিরত হইয়া, অহংমমেতি আবরণ ছিন্ন করিয়া পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারে যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী কেহ থাকে তিনি ভীষ্মদেব। ভীষ্মদেব অহংমমেতি বংমমেতিকে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পূর্ণত্যাগী, পূর্ণসন্ন্যাসী হইয়াছেন, ইনি সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, যোগীরাজ। সন্ন্যাসীর প্রধান লক্ষণ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ সুতরাং সন্ন্যাসী; দার পরিত্যাগ হেতু কামিনী ত্যাগ, সাম্রাজ্য ত্যাগ হেতু কাঞ্চন ত্যাগ সিদ্ধ হইল।

পক্ষান্তরে ভীষ্মদেব পূর্ণ গৃহী, পূর্ণ কামিনী কাঞ্চনাধিপতি। ভীষ্মদেব কাঞ্চন ত্যাগী বটে অথচ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী, ভীষ্মদেব স্বর্ণ কোদণ্ড ধারী; স্বর্ণ রথে আরোহী, নির্লিপ্ত হেতু সন্ন্যাসী। ভীষ্মদেব কামিনীত্যাগী বটে, কিন্তু সর্ব্বশক্তি পতি। ভগবান ত্রন্ম গায়ত্রীও সাবিত্রী পতি, বিষ্ণু লক্ষ্মী, সরস্বতীপতি, শিব দশ মহাবিদ্যাপতি, কৃষ্ণ ষোড় সহস্র গোপী পতি, কিন্তু ভীষ্মদেব সর্ব্ব শক্তিপতি, সুতরাং সর্ব্ব শক্তি ভোগী সুতরাং পূর্ণ গৃহী। একমাত্র ভীষ্মদেবই সর্ব্ব শক্তি পতি ভীষ্মেতর আব্রহ্ম কীট সকল পতিই পত্নি, সকল পত্নিই পতি সুতরাং সব বেটাই মাগের ভেড়া, তাই বৃন্দাবনে রাই রাজা। ভীষ্ম তুল্য গৃহী ও নাই এমন সন্ন্যাসীও নাই; এমন ত্যাগী ও নাই এমন ভোগীও নাই।

প্রকৃত সংন্ন্যাসী কি পদার্থ? উপনিষদে আছে— যে পুরুষ সন্ন্যাস পুরঃসর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মবিদ হইয়াছেন এবং তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন। শব্দ স্পর্শাদি গুণ পঞ্চক, পৃথিব্যাদি ভূত পঞ্চক, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, প্রাণাপানাদি বায়ু পঞ্চক, সন্ন্যাস প্রাপ্ত—তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ এই সকল বস্তুর স্বরূপ ভূত হইয়া থাকেন, এক কথায় সর্ব্ব জগৎ স্বরূপ হন। তত্ত্ববিদ্ পুরুষ ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া সত্যময়। তিনি মহাত্মান—তেজোময়—স্বয়ং প্রকাশশীল, তিনি মায়াময় সংসারের উর্দ্ধে বাস করেন, অতএব গুণ দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, তিনি দোষ গুণ বর্জ্জিত হন।

নহুষ্করতরং দানান্নাতি মাতরাশ্রমঃ।
ত্রৈবিদেভ্যঃ পরং নাস্তি সন্ন্যাসঃ পরমং তপঃ॥

আত্মদান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম জগতে আর কিছুই নাই, জননীকে অতিক্রম করিয়া আশ্রমান্তর গমনে ধর্ম্ম নাই, বেদজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নহে এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। দুর্ব্বল চিত্ত সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, সবল চিত্ত সংসার ভোগী সন্ন্যাসী। ভীষ্মদেব সবলচিত্ত সুতরাং সংসার ভোগী সন্ন্যাসী।

ত্যাগ শব্দে বৈরাগ্যের অর্থ বুঝা যায়।
কিন্তু ত্যাগ শব্দ অর্থ বুঝা বড় দায়॥
এই বাক্য শ্রেষ্ঠ গণি কত মহাশয়।
সংসার ত্যজিয়া ঘোর কাননেতে রয়॥
অতি জ্ঞান দোষে দোষী সে সকল হয়।
স্বার্জ্জিত ভ্রমকে মনে দিয়াছে আশ্রয়॥
অশ্রেষ্ঠ ফলের স্বত্ব তাহারা করিবে।
শ্রেষ্ঠ ফল সদা কাল দূরেতে রহিবে॥
ত্যাগ শব্দের দুই অর্থ করে বুধগণ।
লিপ্সার অভাব আর সংসার বর্জ্জন॥
লিপ্সাহীন হওয়া জ্ঞান হয় শ্রেষ্ঠতর।
অধিক শক্তির কার্য্য জ্ঞান ভক্তবর॥
সংসারেতে থাকি লোভে করে পরাজয়।
বিরাগী তাহারে শ্রেষ্ঠ কহি মহাশয়॥
লোভেতে বেষ্টিত হয়ে বাঞ্ছা নাহি করে।
সে জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাহি আর নরে॥
ভীষ্ম জনকাদি সবে এই সে প্রণালী।
অবলম্বী এ বৈরাগ্য রাখে গৃহস্থালী॥
জ্ঞানিবর শুকদেব পরীক্ষা করিল।
বৈরাগী গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ মনেতে জানিল॥
যে জন সন্ন্যাস লয় ত্যজিয়া সংসার।
তাহার অন্তর জ্ঞান দুর্ব্বল অসার॥
প্রলোভনে ভয় করি হেন স্থানে রয়।
যথা প্রলোভনে নাহি দেখিবে নিশ্চয়॥
উভয় সন্ন্যাসে কিন্তু উদ্দেশ্য সমান।
পাপ হতে মুক্ত থাকা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
অশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি সংসার বর্জ্জন।
সংসারী বৈরাগী হয় শ্রেষ্ঠ মহাজন॥

ভীষ্ম সন্ন্যাসের দ্বারা এই প্রমানিত হইল যে, ত্রিগুণাশক্তি এই মহাসন্ন্যাসীকে বদ্ধ করিতে পারে নাই, সুতরাং সপ্রপঞ্চ প্রকৃতীং ভিত্বা যৎ তিষ্ঠতীতি ভীষ্মঃ।

ভীষ্মাপ্ত।

আপ্ত কারে বলি? যিনি, ভ্রম প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণা পাটবের অনধীন ও যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় বধ ও সপ্তদশ বুদ্ধি বধাদি দোষ বর্জ্জিত তিনিই আপ্তপুরুষ বা যাহার কোন শক্তিই ব্যতিক্রম হয় নাই তিনিই আপ্তপুরুষ। যাহার বাক্য সত্য এবং যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনিই আপ্ত। আপ্ত দুই প্রকার—এক নিত্যাপ্ত আর এক জন্যাপ্ত। সাধন প্রভাবে যাহাদের আপ্ততা জন্মিয়াছে তাহারা জন্যাপ্ত। নিত্যাপ্ত ঈশ্বর ও ভীষ্মদেব। ভীষ্ম শান্তন বোবীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। ভীষ্মনিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্য নিত্য ভীষ্মে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং ভীষ্ম নিত্যাপ্ত। খণ্ড শক্তিরই বিকার সম্ভবে, পূর্ণ শক্তির বিকার নাই, ভীষ্মদেব পূর্ণ শক্তিমান সুতরাং পূর্ণাপ্ত! সত্য কারে বলি? যথার্থ, তথ্য, ঋত, সম্যক, অবিতর্থতার নাম সত্য।

যথার্থং কথনং যচ্চ সর্ব্বলোক সুখপ্রদং।
তৎসত্য মিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ং॥
সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ না নৃতং ব্রুয়াৎ এ সধর্ম্ম সনাতনঃ॥
সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
অপ্রিয়াঞ্চ হিতঞ্চৈব প্রিয়ায়াপি হিতং বদেৎ॥

সত্যের আকার যথা।

সত্যঞ্চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমাৎ সর্য্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষা ন সূয়তা॥
ত্যাগো ধ্যান মথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া।
অহিংসা চৈবরাজেন্দ্র সত্যাকারা ত্রয়োদশ॥
যথাভূত প্রসাদন্ত সত্য মাহুর্ম্মণীষিণঃ।
সত্যেন লোকং জয়তি সত্যন্তু পরমং তপঃ॥
সত্য মূলং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং।
সিদ্ধিং লভন্তে সত্যেন ঋষয়ো বেদপারগাঃ॥
সত্যং ব্রহ্ম যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ংতপঃ।

সর্ব্বস্যবশী সর্ব্বস্যেশানঃ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্
পৃথিব্যা অন্তরঃ সোঽকাময়ত বহুস্যাৎ সঈক্ষত
ততেজোঽসৃজৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
অহমাত্মা পরংব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকং।
বিজ্ঞানমানন্দো ব্রহ্ম সত্তত্বমসিকেবলং॥
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ং।
যোঽসা বাদিত্য পুরুষঃ সোঽসাবহম খণ্ডতঃ॥

যে তত্ত্ব নিয়ত স্থির, যাহার ধ্বংস নাই, যাহা নষ্ট হয় না, তাহা সৎ; এবং যাহা সৎ, যাহা অব্যাভিচারী তাহাই সত্য। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ী ভূত হয়, যদি তাহা কদাচ সেরূপ ত্যাগ না করে, সে রূপের যদি কখন অন্যথা না হয়, ব্যাভিচার না ঘটে, তবে তাহাই সত্য। যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে, মরণ ধর্ম্মী জীব সত্যস্ব অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দুঃখ সঙ্কুল ভবধাম অতীক্রম করিয়া নিত্যানন্দ অমৃতধামে উপনীত হয় সেই সত্যপথ সত্যদ্বারা বিস্তৃত, সত্য দ্বারা বিস্তীর্ণ, সত্যই তৎপথের প্রতিষ্ঠা যিনি সত্যাশ্রয়ী, সত্যবান, জয়লাভ বা কর্ম্ম সিদ্ধি তাহারই হইয়া থাকে, অনৃত বা মিথ্যাবাদীর কদাচ জয় হয় না, মিথ্যাবাদী যে সর্ব্বত্রই সত্যবাদীর দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকেন তাহালোক প্রসিদ্ধ নিয়ম, এ নিয়মের কখন ও বিপর্য্যয় হয় না। সত্যই বাক্যের প্রতিষ্ঠা-স্থিরাবস্থান, প্রামাণিক ব্যবহার জাত সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্য বচনই স্থিরভাবে সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। মিথ্যার প্রতিষ্ঠা বা স্থিরাবস্থান নাই, মিথ্যা ব্যাভিচারী, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না। জগৎ সত্যেই বিধৃত। মূলে যাহার সত্য নাই' তাহা মিথ্যা, তাহার স্থায়িত্ব নাই। ঈশ্বর যে উদ্দেশে মনুষ্যকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে শক্তিকে ঠিক তদুদ্দেশে ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ঈশ্বর সকল প্রাণি হইতে মনুষ্যকে নিজ ও পরোপকার প্রয়োজনার্থ বিশেষ বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছেন; অসত্য কথন দ্বারা তাহার ব্যাভিচার মূঢ় ছাড়া কে করিবে? যে বাক্য পর প্রতারনার্থ প্রযুক্ত হয়, যাহা ভ্রান্তিজ, যে বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ হয় না, অবোধ্য এবং যাহা সর্ব্বভূতের উপকারার্থ উচ্চারিত না হয় তাহা মিথ্যা বাক্য। তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কার্য্যের অনুরোধে বা অন্য কোন স্বার্থ সাধনার্থ সত্যকথা বলিলে বটে, কিন্তু তোমার মনোমধ্যে মিথ্যা বা দুরভিসন্ধি থাকিয়া গেল, এরূপে বা সেরূপে তোমার সত্যানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে না। রাজ সভায় ধর্ম্ম সভায় কি সমাজিক সভায় বসিয়া এরূপ পদবিন্যাস করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলে যাহাতে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলা যাইতে পারে না অথচ যাহার ফল মিথ্যা বলা ফলের সঙ্গে সমান, এতদ্রূপ কুটিল সত্যের দ্বারাও তোমার কোন উপকার সাধিত

হইবে না, সত্য সিদ্ধ হইবে না। পরের সর্ব্বনাশ লক্ষ্য করিয়া যদি সত্য উচ্চারণ কর, তবে সে সত্যেও উপকার হইবে না। পরের অকপট হিত জন্য, সরল হইয়া ছলপরি ত্যাগ করিয়া, দুরভি সন্ধি বর্জ্জন করিয়া যাহা উচ্চারিত হইবে তাহাই সত্য বাক্য, তদ্বারাই সত্য সফলতা লাভ হইবে। সত্য স্থায়ী হইলে কি ফল লাভ হইবে? তাহা বলা যাইতেছে।

সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া ফলাশ্রয়ত্বম্, পাতঞ্জলদর্শন।

সত্য ব্রত পালন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াফল লাভ হয়। যজ্ঞাদি, তপস্যাদি, দানাদি-ক্রিয়া দ্বারা যে ফল যে স্বর্গ লাভ হয়, যাগ তপস্যাদি না করিলেও কেবল মাত্র সত্যদ্বারা সে ফল প্রাপ্তী হয়। যিনি সত্যপরায়ন-যিনি সত্যব্রত পালন করেন, তিনি সত্য সংকল্প, তাঁহার বাক্য অমোঘ, অব্যর্থ ও অবিতথ ফলপ্রদ হয়। তাহার কার্য্যের ফল তাহার অধীন থাকিবে অর্থাৎ যে কোন কার্য্য করুক তাহারই সম ফল পাইবে, বাক্‌সিদ্ধ হইবে। তাহার অমোঘ বাক্‌শক্তি যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই সিদ্ধ হইবে। মিথ্যাচারী, শঠ, শঠ, বা অতি পাপাচারীকেও সে যদি বলে ধার্ম্মিক হও তাহা হইলে সে ধার্ম্মিক হইবে, যদি বলে স্বর্গে যাও পুণ্য না থাকিলেও সে স্বর্গে যাইবে।

বুঝা গেল সত্য বাক্যই আপ্ত বাক্য, আর আপ্তপুরুষের বাক্যই সত্য বাক্য। এবম্ভূত আপ্তপুরুষকে? আপ্তপুরুষ অনেক আছেন, কিন্তু নিতান্ত ভীষ্মদেব।

সত্যেতে ও ভীষ্মেতে ওতপ্রোত. সত্যভীষ্ম ছাড়িয়া নই, ভীষ্ম সত্য ছাড়িয়া নই, সত্যই ভীষ্ম, ভীষ্মই সত্য। সত্য প্রতিষ্ঠিতঃ ভীষ্মঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

ভীষ্মোক্তি আদিপর্ব্ব ১০৩ অধ্যায় যথা—

বিমাতা সত্যবতী ভীষ্মদেবকে বংশ রক্ষার্থ বিবাহ করিতে বলিলেন তখন তিনি যাহা বলিলেন তাহা এই, হে মাত! আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধর্ম্ম্য বটে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু অপত্যোৎপাদন বিষয়ে আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা আপনি অবগত আছেন। হে রাজ্ঞি সত্যবতী! আপনার নিমিত্ত যে সত্যপণ হইয়াছিল তাহাও আপনি জ্ঞাত আছেন; অতএব সেই সত্য রক্ষার নিমিত্ত এক্ষণেও পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, দেবলোকের রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্টতম আরো অধিক যাহা কিছু হইতে পারে তাহাও ত্যাগ করিতে পারি. কিন্তু কদাচ সত্যকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

পৃথিবীর যাহা সার ভাগ বা সত্য তাহাই গন্ধ, পৃথিবী যদি তাহার গন্ধ ত্যাগ করে, জলের যাহা সার ভাগ বা সত্য তাহাই মধুর রস, জল যদি সেই সত্য ত্যাগ করে শশী সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করে, জ্যোতি যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শ ত্যাগ করে, অগ্নি যদি উষ্ণতা ত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দ গুণ পরিত্যাগ করে শীতাংশু

যদি শীত রশ্মিতা পরিত্যাগ করেন, দেবরাজ যদি বিক্রম ত্যাগ করেন, ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্যকে কোন প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কবি শ্রেষ্ঠ কাশীদাসের উক্তি যথা—

এতেক শুনিয়া বলে শান্তনু নন্দন।
বেদের সদৃশ মাতা তোমার বচন॥
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে।
অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে॥
যাবৎ শরীরে মম আছয়ে পরাণ।
না ছুঁইব রামা সত্য নহে মম আন॥
ত্রিভুবন কেহ যদি দেয় অধীকার।
তথাপি না লব রাজ্য মম অঙ্গীকার॥
দেবলোক রাজ্য আমি ছাড়িবারে পারি।
ত্রিলোকের আধিপত্য তাও পরি হরি॥
সৌভাগ্য সম্পত্তি যদি এর চেয়ে থাকে॥
অনায়াসে ত্যজিতে পারি পলকে তাহাকে॥
তথাপি সত্যকে কোন প্রকারে নন্দন।
কিম্বা ত্যজি বারে নাহি পারিব কথন॥
যদিও পৃথিবী গন্ধ পারয়ে ত্যজিতে।
যদিও সলিল রস পারয়ে ছাড়িতে॥
প্রভাত্যজি বারে পারে যদি ও তপন।
স্পর্শ গুণ যদি পারে ত্যজিতে পবন॥
যদিও পারয়ে জ্যোতিরূপ ত্যজিবারে।
যদিও উষ্ণতা অগ্নি পারে ছাড়িবারে॥
শব্দগুণ ছাড়িবারে পারয়ে গগণ।
যদিও চন্দ্রমা ছাড়ে শীতল কিরণ॥
দিনকর ত্যজে তেজ, শীতাংশু শীত ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দেবরাজে॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন॥

ভূরিবল ভীষ্মদেব উৎসাহ পূর্ব্বক এইরূপ বাক্য বলিলে পর, মাতা সত্যবতী বলিলেন।

জানামিতেঽস্থিতিং সত্যে পরাং সত্যপরাক্রম !
ইচ্ছন্ সৃজেথা স্ত্রীন্‌লোকানন্যাংস্ত্বং স্বেনতেজসা ॥

হে সত্যপরাক্রম ! সত্যেতে যে তোমার পরম নিষ্ঠা আছে, সত্যের প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি ও যথার্থ প্রীতি আছে তাহা আমি জ্ঞাত আছি এবং তুমি ইচ্ছা করিলে স্বীয় তেজ প্রভাবে অন্য নূতন ত্রিলোকের সৃষ্টি করিতে পার তাহাও আমি বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছি।

সত্য সংকল্পতা প্রযুক্ত ভীষ্মদেব সৃষ্টি সংকল্প করিলে নূতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহাই এই বাক্যে সূচিত হইল। ব্যাসদেব মাতৃবাক্য দ্বারা ভীষ্মদেবের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সামর্থ সূচিত করিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, ক্লান্ত হইলেন কেন ? শক্তি খণ্ডিত বলিয়া। যদি খণ্ডশক্তিমানেরা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে ক্লম রহিত পূর্ণ শক্তিমান কত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার ইয়ত্তা কে করিবে। সত্য যাহা ভীষ্মও তাহা, ভীষ্ম যাহা সত্যও তাহা, সুতরাং ভীষ্মদেব সত্যময়।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্তে।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

(১) সত্যব্রতং—সত্যই হইয়াছে ব্রত যার অর্থাৎ সত্য সংকল্প, সত্যপ্রতিজ্ঞ।

(২) সত্যপরং—সত্যই শ্রেষ্ঠপ্রাপ্ত সাধন বা সত্য প্রিয় যার

(৩) ত্রিসত্যং—সৃষ্টি হইতে লয় পর্য্যন্ত সত্য যাতে অব্যভিচারে বর্ত্তমান বা জ্ঞান বল ও ক্রিয়াশক্তি যার সত্যাশ্রয়ী

(৪) সত্যস্য যোনিং—সত্যের যাহা উদ্ভূত স্থান অর্থাৎ সুনৃতাবাণী যাহা হইতে নির্গত হয় বা সমদর্শী।

(৫) নিহিতঞ্চ সত্যে—সত্যে যিনি অবস্থিত অর্থাৎ প্রলয়েও যিনি সত্যে নিহিত থাকেন।

(৬) সত্যস্য সত্যং—সত্যেরও সত্য অর্থাৎ প্রকাশক বা প্রবর্ত্তক।

(৭) ঋত সত্যনেত্র—নেত্র দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয় সূচিত হইয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বইন্দ্রিয় যাহার সত্যময়, বাক্য, মন ও শরীর ধর্ম্মের অব্যভিচারিত্ব এক কথায় সত্যময় শরীর, সত্যময় বাক ও সত্যময় ইন্দ্রিয়।

(৮) সত্যাত্মক—বিকার রহিত সচ্চিদানন্দ ঘন।

যিনি সত্য সংকল্প, সত্যপ্রিয়, উৎপত্তি-স্থিতি ও লয় পর্য্যন্ত সত্য যাতে অব্যভিচারে নিত্য বর্ত্তমান বা জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া যাহার সত্যাশ্রয়ী, সত্যের যিনি যোনীস্বরূপ অর্থাৎ যাহা হইতে সুনৃতাবাণী নির্গত হয় এবং যিনি সমদর্শী, যিনি সত্যে নিহিত ও স্থিত, যিনি সত্যের প্রকাশক ও প্রবর্ত্তক, যাহার সমস্তই সত্যময় অর্থাৎ যাহার শরীর সত্যময়, বাক্য সত্যময় ও ইন্দ্রিয় সকল সত্যময় এবম্প্রকারে যিনি সত্যাত্মক, সকলেরই সেই সত্যস্বরূপের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

বুঝা গেল সত্য ভীষ্মে নিত্য অব্যভিচারে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং ভীষ্মদেব নিত্যাপ্ত।

ভীষ্মবাক্য।

জনসমাজে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদয় সার্থক, প্রসিদ্ধ পদযুক্ত, প্রসাদগুণ সম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর, অসন্দিগ্ধ ও শোভন হওয়া আবশ্যক।

শোভন বাক্য কি ?—নাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নানৃতঞ্চবদেৎকচিৎ।
নাহিতং নাপ্রিয়ং বাক্যং নস্তেনঃ স্যাৎ কদাচন॥
স্বর্গাপবর্গ সিদ্ধ্যার্থ ভাষিতং যৎ সুশোভনং।
বাক্যং মুনিবরৈঃ শান্তৈস্তদ্বিজ্ঞেয়ং সুভাষিতং॥
যৎশ্রুত্বাজায়তে পুণ্যং রাগহীনাঞ্চ সংক্ষয়ঃ।
নিরুদ্ধ মপিতদ্বাক্যং বিজ্ঞেয় মতিশোভনং॥

যে বাক্য হিংসাদি রহিত, হিত, প্রিয়, যাহা শুনিলে পুণ্য হয়, স্বর্গপ্রদ, সংসার তাপ শীতল হয় তাহাই শোভন বাক্য। বাক্য কারে বলি ? সৌক্ষ্য, সাঙ্খ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গ পদযুক্ত শব্দাখ্য শক্তিই বাক্য বলিয়া অভিহিত হয়:

(১) যাহা সংশয় বাচক তাহার নাম 'সৌক্ষ্য'।

(২) যাহা দ্বারা গুণ দোষ সংখ্যা করা যায় তাহা 'সাঙ্খ্য'।

(৩ ইহা পূর্ব্বে বক্তব্য, ইহা পরে বক্তব্য তাহার নাম 'ক্রম'।

(৪) পূর্ব্বপক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয় তাহা 'নির্ণয়'।

(৫) ঔৎসুক্য ও দ্বেষ নিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে তাহা 'প্রয়োজন'।

বাক্য দুই প্রকার—সদোষ ও নির্দ্দোষ; সদোষ বিশ্বে, নির্দ্দোষ ভীমে।

বাক্য অষ্টাদশ দোষযুক্ত—রাগদ্বেষানৃত ক্রোধ কাম তৃষ্ণানুসারি যৎ।

বাক্যং নিরয় হেতুত্বাৎ তদভাষিত মুচ্যতে॥
সংস্কৃত নাপিকিং তেন মৃদুনা ললিতেন বা।
অবিদ্যা রাগবাক্যেন সংসার ক্লেশ হেতু না॥

যে বাক্য ১ কাম, ২ ক্রোধ, ৩ লোভ, ৪ ভয়, ৫ দৈন্য, ৬ দর্প, ৭ দয়া, ৮ লজ্জা, ৯ অভিমান বশতঃ উচ্চারিত হয় তাহা দোষযুক্ত বাক্য, যে বাক্যে গুরুতর ১০ শ্রুতিকটু অক্ষর আছে, যাহাতে অশ্লীল অমঙ্গল ও ১১ ঘৃণাকর শব্দ আছে, যাহা অমূলক, অনৃত, অসংস্কৃত, ধর্ম্ম-অর্থ-১২ কাম ত্রিবর্গ বিরুদ্ধ, যাহা ১৩ অসঙ্গত পদযুক্ত, যাহাতে ১৪ পদান্তরের অধ্যাহার করিতে হয় এতাদৃশ শব্দ আছে, ১৫ লক্ষণা করিয়া যাহার অর্থ বোধ করিতে হয় তদ্রূপ কোন পদ আছে, যাহা ছন্দ ও ১৬ ব্যাকরণ দোষ যুক্ত, যাহা ক্লিষ্ট অর্থাৎ বহুকষ্টে অর্থবোধ্য এবং ১৭ ক্রম বর্জ্জিত পদযুক্ত ও নিষ্প্রয়োজন ও ১৮ যুক্তিহীন সেই বাক্যই সদোষ বাক্য। জীবমাত্রের বাক্যেই এই অষ্টাদশ দোষের কোন না কোন দোষ আছেই, একমাত্র নির্দ্দোষ আপ্ত ভীমবাক্যই অষ্টাদশ দোষ বর্জ্জিত।

ভীমবাক্য বর্ষাকালীন সজলজলদ নিবিড় জলধরের ন্যায় গম্ভীর-স্বর-সম্বলিত, অলুপ্ত পদ-পদার্থ, সার্থক, প্রসিদ্ধ পদযুক্ত, অবাধিতার্থ জড়তা রহিত, প্রসাদ গুণ সম্পন্ন, সুন্দর হেতু সংযুক্ত, সংক্ষিপ্ত, মধুর, অসন্দিগ্ধ ও উৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক।

ভীমবাক্য কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, দৈন্য, দর্প, লজ্জা ও অভিমান রহিত।

ভীমবাক্যে গুরুতর শ্রুতিকটু অক্ষর নাই, অশ্লীল, অমঙ্গল ও ঘৃণাকর শব্দ নাই;

অমূলক, অনৃত, অসংস্কৃত, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ত্রিবর্গ বিরুদ্ধ শব্দ নাই, অসঙ্গত পদ নাই;

ছন্দ ও ব্যাকরণ দোষযুক্ত শব্দ নাই, ক্লিষ্ট ও ক্রম বর্জ্জিত পদ নাই;

পদান্তরের অধ্যাহার করিতে হয় এতাদৃশ শব্দ নাই, লক্ষণা করিয়া যাহার অর্থবোধ করিতে হয় তদ্রূপ কোন পদ নাই, নিষ্প্রয়োজন ও যুক্তিহীন শব্দ নাই। ভীমবাক্য অপূর্ব্ব।

ভীষ্মগুণ।

নিম্নলিখিত গুণ পূর্ণ শক্তিতে পূর্ণ মাত্রায়, খণ্ড শক্তিতে খণ্ড মাত্রায় অবস্থিতি করে।

খণ্ডশক্তি আবার যৎপরিমানে খণ্ডিত, গুণ ও তৎপরিমানে অবস্থিত।

একাধারে সমস্ত গুণ পূর্ণ মাত্রায় কোন জীবেতে নাই, কেন না সকল জীবই খণ্ড-শক্তিমান।

এই সব গুণ ব্রহ্মচর্য্য প্রধান। যার ব্রহ্মচর্য্য সামর্থ যত, গুণ আয়ত্ব তার তত।

ব্রহ্মচর্য্য যাতে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত, এই সব গুণ পূর্ণ মাত্রায় তাতেই অবস্থিত।

একমাত্র ভীষ্মদেবই পূর্ণব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত, সুতরাং শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত, সুতরাং গুণ পূর্ণরূপে বিকসিত। আব্রহ্মকীট কাহাতেই ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত নাই, সুতরাং গুণও পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত নাই।

সত্যং সৌচং দয়াক্ষান্তিস্ত্যাগ সন্তোষ আর্জ্জবং।
শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃশ্রুতং।
জ্ঞান বিরক্তিমৈশ্চর্য্যং শৌর্য্যং তেজবলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তিধৈর্য্যং মার্দ্দবমেবচ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহওজোবলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্ম্মানো অনহংকৃতিঃ।
ধ্যানং চোদ্যমস্তেয় মৌদার্য্যং প্রভুত্বং সমাধানতা॥
অয়ংনেতাসুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্ব সল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসাযুক্তোবলীয়ান্‌ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকাল সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরোদান্তঃ ক্ষমাশীলোগম্ভীরোধৃতিমান্‌সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণোমান্যমানকৃৎ॥

দক্ষিণো বিনয়ীহ্রীমান শরণাগত পালকঃ।
সুখীভক্ত সুহৃৎপ্রেবশ্য সর্ব্বশুভঙ্কর॥
প্রতাপীকীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ মনোহারী সর্ব্বারাধ্য সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সদাস্বরূপ সম্প্রাপ্ত সর্ব্বজ্ঞ নিত্যনূতন॥
সচ্চিদানন্দ্র সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহঃ॥

১—সত্য।

সত্য—যথার্থ, সার, মূল।

সত্যমূলং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বং সত্যেপ্রতিষ্ঠিতং।
সত্যঃ স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্যনৈরিব॥
সত্যেনলভ্যস্তপসাহ্যেষ আত্মা॥

২—শৌচ।

শৌচ—শুদ্ধত্ব, সদাচারত্ব।

শৌচঞ্চদ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যংভাব শুদ্ধিরথান্তরং॥
সত্য শৌচং মনঃ শৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত দয়াশৌচং জলশৌচঞ্চপঞ্চমং।
যস্য সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ তস্য স্বর্গোনদুর্ল্লভঃ॥

৩—দয়া।

দয়া—পরদুঃখ অসহন।

যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যাহৃদি জায়তে।
ইচ্ছাভূমি সুরশ্রেষ্ঠ সাদয়া পরিকীর্ত্তিতা॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যোহিতায় শুভায়চ।
বর্ত্তভে সততং হৃষ্টং ক্রিয়াহ্যেষা দয়াস্মৃতা॥

পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যংহি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥

৪—ক্ষান্তি।

ক্ষান্তি—ক্ষমা।

প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাম্।
ক্ষমাসৈবেতিবিদ্বদ্ভির্গদিতা বেদবাদিভিঃ॥
ক্ষমাহিংসা ক্ষমাধর্ম্মঃ ক্ষমাচেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ক্ষমা দয়া ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা ধৈর্য্য মুদাহৃতম্॥
ক্ষমাবান্ প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গঃ ক্ষমাবান্ প্রাপ্নুয়াদ্‌যশঃ।
ক্ষমাবান্ প্রাপ্নুয়ান্মোক্ষং ক্ষমাবান্‌স্তীর্থমুচ্যতে॥
ক্ষমাশস্ত্রং করে যস্য দুর্জ্জন কিংকরিষ্যতি।
অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেবো পৈশাম্যতি॥

৫—ত্যাগ।

ত্যাগ—দান, বদান্যতা, রাজ্য ত্যাগ, আত্মত্যাগ ইত্যাদি।

৬—সন্তোষ।

সন্তোষ—স্বতৃপ্তি। প্রারব্ধেন যথালাভ তৃপ্তিঃ সন্তোষউচ্যতে।

৭—আর্জ্জব।

আর্জ্জব—ঋজুতা, সরলতা, অবক্রতা ইত্যাদি

বিহিতেষুত দন্যেষু মনোবাক্ কায়কর্ম্মণাম্।
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা এক রূপত্ব মার্জ্জবম্॥

৮—শম।

শম—অন্তঃ করণের বিষয় প্রবৃত্তি নিবারণ করার শক্তি, মনের নিশ্চলতা, শান্তি ইত্যাদি।

৯—দম।

দম—মন বশীভূত রাখা। যম--বাহ্যেন্দ্রিয় দমনের নাম যম।

কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চচিত্ত নিবারণং।
সকীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্ত তত্ত্ব দর্শিভিঃ॥

১০—তপস্যা।

তপস্যা—স্ব ধর্ম্ম রক্ষণ, ক্ষত্রিয়ত্বাদি লীলাবতার রূপ স্বধর্ম্ম। যাহা দুষ্কর, যাহা দুর্ল্ভ, যাহা দূরবর্ত্তী, যাহা দুরতিক্রম, সে সকলই তপঃ সাধ্য, যে হেতু তপস্যা দুর্ল্ঘনীয়। এই দেব মানুষ পূর্ণ জগতই তপোমূলক। তপস্যাই ইহার আদি, মধ্য, অন্ত। ইহা তপস্যা দ্বারাই আবৃত। তপস্যা দ্বারা যে যাহা প্রার্থনা করে সে তাহাই পায়; বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ু প্রর্থী আয়ু এবং শ্রীপ্রার্থী মহতী শ্রী প্রাপ্ত হন।

তপঃ কায় শোষণং। বৈধক্লেশ জনকং কর্ম্ম।

অহিংসা সত্যবচনং দানমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতেভ্যোহি মহারাজ তপোনানশনাৎ পরম্॥
তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং নাসাধ্যংহিতপস্যতঃ।
দুর্ভগত্বং বৃথালোকোবহতে সতি সাধনে॥
তপসা ক্ষীয়তে পাপং মোদতে সহদৈবতৈঃ।
তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ॥
তপসা সর্ব্বমাপ্নোতি তপসা বিন্দতে পরং।
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্নঃ সৌভাগ্যং রূপমেবচ॥
যদ্দুশ্চরং যদ্দুরাপং যদ্দূরং যচ্চদুষ্করং।
সর্ব্বং তৎ তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্॥
তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকংজগৎ।
তপো মধ্যং তপোঽন্তঞ্চ তপসা চ তথাবৃতম্॥

তপসস্যা ত্রিবিধ—শারীরিক, বাচিক, ও মানসিক যথা—

দেবদ্বিজ গুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপউচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনংচৈব বাঙ্ময়ং তপউচ্যতে॥
মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেত তপোমানসমুচ্যতে॥

তপস্যা সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ—শ্রদ্ধয়াপরয়াতপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধংনরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥
সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেনচৈব যৎ।
ক্রিয়তেতদিহপ্রোক্তং রাজসংচলমধ্রুবম্॥
মূঢ় গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥

যাহা দ্বারা—শম, দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি ব্রহ্ম প্রকৃতি লাভ করা যায় তাহাই ব্রাহ্মণের তপস্যা যথা—

শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশীগুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ সবৈব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথোহদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপাঘৃণা।
তপশ্চদৃশ্যতে যত্র সব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

যদ্বারা তেজ, বল, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, স্থিরতা, ব্রহ্মণ্য, প্রভুত্ব প্রভৃতি ক্ষত্রিয় প্রকৃতি লাভ করা যায় তাহাই ক্ষত্রিয়ের তপস্যা যথা—

তেজো বলংধৃতিং শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রাহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষাত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

সর্ব্বতপোত্তমঃ ব্রহ্মচর্য্য মহাতপ যথা—

নতপস্তপমিত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতাভবেদযস্তু সদেবোনতুমানুষঃ॥
তপমাত্র তপ নহে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ তপ।
ঊর্দ্ধরেতা যেবা হয়, দেব সে নহে মানব॥

ব্রহ্মচর্য্য যাতে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত তিনিই মহাতপা তপোধন।
ভীষ্মতুল্য মহাতপাও নাই, এমন তপোধনও নাই।

১১—সাম্য।

সাম্য—শত্রুমিত্রাদি বুদ্ধ্যাভাব বা সমতা।

[৩৭]

১২—তিতিক্ষা।

তিতিক্ষা—সহ্য, পরাপরাধ সহন, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, মান অপমান সহ্য করা।

১৩—উপরতি।

উপরতি—উপরমন, লাভ প্রাপ্তিতে উদাসীন, ভোগ প্রাপ্তিতে বৈরাগ্য।

১৪—শ্রুত।

শ্রুত-শাস্ত্রবিচার।

১৫—জ্ঞান।

জ্ঞান· বস্তুতত্ত্ব জানা। জ্ঞান পঞ্চবিধ যথা—বুদ্ধিমত্ব, কৃতজ্ঞত্ব, দেশকাল পাত্রজ্ঞত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, আত্মজ্ঞত্ব।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপিমাংবিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতংমম॥
অমানিত্বমদম্ভিত্ব মহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এবচ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারাগ্রহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টামিষ্টোপ পত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশ সেবিত্বমরতির্জ্জন সংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

জ্ঞানও আবার সাত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ যথা—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিসাত্বিকম্॥

পৃথক্ত্বেনতু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তিসর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিরাজসম্॥
যত্তুকৃৎস্নবদেকস্মিনকার্য্যে সক্তমহৌতুকম্।
অতত্ত্বার্থ বদল্পঞ্চতত্তাম সমুদাহৃতম্॥

১৬—বিরক্তি।

বিরক্তি—বিতৃষ্ণা, বৈরাগ্য। যিনি ধনে তৃষ্ণা রহিত, বিষয়ে রাগ রহিত তিনিই বিরক্তিবান্।

১৭—ঐশ্বর্য্য।

ঐশ্বর্য্য—নিয়ন্তৃত্ব। ঐশ্বর্য্য অষ্ট প্রকার—অণিমা, লঘিমা, গরিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ইশিত্ব, বশিত্ব।

১৮—শৌর্য্য।

শৌর্য্য—শক্তি, সংগ্রামোৎসাহ ইত্যাদি।

১৯—তেজ।

তেজ—প্রভাব, দৃষ্টি মাত্র পরচিত্ত জানা।

২০—বল।

বল—দক্ষত্ব, দুষ্কর ক্রিয়াকারিত্ব।

২১—স্মৃতি।

স্মৃতি—কর্ত্তব্যানুসন্ধান।

২২—স্বাতন্ত্র্য।

স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা।

২৩—কৌশল।

কৌশল—ক্রিয়া নিপুণতা, যুগপদ্ভূরি সমাধান কারিতা লক্ষণ চাতুরী।

২৪—কান্তি।

কান্তি—সৌন্দর্য্য, বপুঃকান্তি অমলং; অনেন নারীগণ মনোহারিত্ব।

২৫—ধৈর্য্য।

ধৈর্য্য – ধৃতি, অব্যাকুলতা। বিষয় সন্নিধান সত্ত্বে ও তাহাতে ইন্দ্রিয় প্রেরণ না করা।

ক্ষোভে সত্যপ্যচলনং সঙ্কল্পাদ্ধৈর্য্যমুচ্যতে।

ক্ষোভের কারণতা সত্ত্বেও ব্যবসায় হইতে অচলনের নামই ধৈর্য্য।

ধৃতিযোগ সমুৎপন্নঃ প্রাজ্ঞঃ সংহৃষ্টমানসঃ।

বাকদুকঃ সভায়াঞ্চ সুশীলোবিনয়ান্বিতঃ॥

২৬—মার্দ্দব।

মার্দ্দব--চিত্ত কোমলতা, প্রেমাদ্রচিত্ততা।

২৭—প্রাগল্‌ভ্য।

প্রাগল্‌ভ্য—প্রতিভাতিশয়। ইহা দ্বারা বাবদূকত্ব সূচিত হইল।

২৮—প্রশ্রয়।

প্রশ্রয় - বিনয়, প্রিয়, বদত্ব। ইহা দ্বারা হ্রীমত্ব সূচিত হইল।

২৯—শীল।

শীল—সুস্বভাব, রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ। এই ত্রয়োদশ শীলগুণ—ব্রহ্মণ্যতা, দেবপিতৃ-ভক্ততা, সৌম্যতা, অপরোপ তাপিতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য, প্রশান্তি।

৩০—সহ।

সহ-- মনের বল।

৩১—ওজ।

ওজ—প্রকাশ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকাশতা।

৩২—বল।

বল—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা, শক্তি, সামর্থ! একই বল নানা পাত্রে, নানাধারে, নানা কার্য্যে, নানাভাবে প্রয়োগ হইতেছে।

বিদ্যাভিজনমিত্রাণি বৃদ্ধি সত্ত্বধনানিচ।

তপসহায় বীর্য্যাণি দৈবঞ্চ দশমং বলং॥

অবলস্য বলং রাজা বালস্য রুদিতং বলং।
বলং মূর্খস্য মৌনন্তু তস্করস্যানৃতং বলং॥
ক্ষত্রিয়ানাং বলং যুদ্ধং ব্যাপারশ্চ বলং বিশাং।
ভিক্ষাবলং ভিক্ষুকানাং শূদ্রানাং বিপ্রসেবনং॥
হরৌভক্তির্হরেদাস্যং বৈষ্ণবানাং বলং হরিঃ।
হিংসাবলং খলানাঞ্চ তপস্যাচ তপস্বিনাং॥
বলং বেশশ্চবেশ্যানাং যোষিতাং যৌবনং বলং।
বলং প্রতাপভূপানাং বালানাং রুদিতং বলং॥
সতাং সত্যং বলং মিথ্যাবলমেবা সতাং সদা।
অনুগানামনুগমঃ স্বল্পস্যানাঞ্চ সঞ্চয়ঃ॥
বিদ্যাবলং পণ্ডিতানাং বাণিজ্যং বণিজাং বলং।
শশ্বৎসুকর্ম্মশীলানাং গাম্ভীর্য্যং সাহসং বলং॥
ধনং বলঞ্চধনীনাং শুচীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
বলং বিবেকঃ শান্তানাং গুণিনাং বলমেকতা॥
গুণোবলঞ্চগুণিনাং চৌরাণাঞ্চৌর্য্যমেবচ।
বিপ্রবাক্যঞ্চ কাপট্যমধর্ম্মমংণিনাং বলং॥
হিংসাচহিংস্রজন্তূনাং সতীনাং পতিসেবনং।
বরশাপৌ সুরাণাঞ্চ শিষ্যাণাং গুরুসেবনং॥
বলং ধর্ম্মোগৃহস্থানাং ভৃত্যানাং রাজসেবনং।
বলং স্তবঃস্তাবকানাং ব্রহ্মচব্রহ্মচারিণাং॥
য়তীনাঞ্চ সদাচারোন্যাসঃ সন্যাসিনাং বলং।
পাপং বলং পাতকিনাং সুভক্তানাং হরির্ব্বলং॥
পুণ্যং বলং পুণ্যবতাং প্রজানাং নৃপতির্ব্বলং।
ফলংবলঞ্চ বৃক্ষাণাং জলধীনাং জলং বলং॥
জলংবলঞ্চ শস্যানাং মৎস্যানাঞ্চা জলং বলং।
শান্তির্ব্বলঞ্চ ভূপানাং বিপ্রানাঞ্চা বিশেষতঃ॥

৩৩—ভগ।

ভগ—ভোগাস্পদ ঐশ্বর্য্য। ইহা ত্রিবিধ—ভোগাস্পদত্ব, সুখিত্ব, সর্ব্বসমৃদ্ধিত্ব।

৩৪—গাম্ভীর্য্য।

গাম্ভীর্য্য—অক্ষোভতা।

৩৫—স্থৈর্য্য।

স্থৈর্য্য—অচঞ্চলতা। কার্য্য বিঘ্নাকুল হইলেও তাহা হইতে বিচলিত না হওয়া।

৩৬—আস্তিক্য।

আস্তিক্য—শ্রদ্ধা, শাস্ত্রচক্ষুষ্ট।

৩৭—কীর্ত্তি।

কীর্ত্তি—যশ, খ্যাতি।

দানাদিপ্রভবাকীর্ত্তিঃ শৌর্য্যাদিপ্রভবং যশ।
জীবতঃ খ্যাতির্যশো, মৃতস্যখ্যাতিঃ কীর্ত্তি॥

৩৮—মান।

মান—পূজ্যত্ব, চিত্ত সমুন্নতি।

চিত্তস্য সমুন্নতিরক্ষুদ্রতামানঃ॥
অধমাধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌহিমধ্যমাঃ।
উত্তমামানমিচ্ছন্তি মানোহিমহতাং ধনং॥
মানোহিমূলমর্থস্য মানেম্লানেধনেন কিং।
প্রভষ্টমান দর্পস্য কিংধনেন কিমায়ুষা॥

৩৯—অনহঙ্কৃতি।

অনহঙ্কৃতি—গর্ব্বাভাব।

৪০—ধ্যান।

ধ্যান—মনের একাগ্রতা।

৪১—চোদ্য।

চোদ্য—আমি কে, কাহার আমি, কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব ইত্যাকার অনুসন্ধান অর্থাৎ আত্মতত্ত্বানুসন্ধান।

৪২—অস্তেয়।

অস্তেয়—অচৌর্য্য, চোর না হওয়া। চোর কারে বলি?

কর্ম্মনা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিস্পৃহা।
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্ত ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

মনের দ্বারা, বাক্য দ্বারা, বা কার্য্য দ্বারা পরদ্রব্যে নিস্পৃহার নামই অস্তেয়।

চোর দুই প্রকার—এক আত্মচোর, আর এক পরদ্রব্য চোর। আত্মতত্ত্ব না জানাকে আত্মচোর বলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক প্রকার আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অন্য প্রকার জানে অর্থাৎ দেহাদির অতীত আপন আত্মাকে দেহাদি বিশিষ্ট বলিয়া জানে সেই ব্যক্তি আত্মচোর। এই আত্মচোর বা আত্মাপহ্নবকারী নর কি পাপ না করিতেছে? যত কিছু পাপ আত্মাপহ্নব হইতেই উৎপত্তি। আত্মা নিত্যতৃপ্ত, তাহাকে অতৃপ্তের ন্যায় বোধ করিয়া দীন ও অভাবগ্রস্থের ন্যায় অনুভব করে। আত্মচোর সকলেই। অভাব বোধ হইতেই আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা হইতে লোভ, লোভ হইতে চৌর্য্যবৃত্তি উৎপন্ন হয়; লোকে কথায় বলিয়া থাকে অভাবে স্বভাব নষ্ট। চৌর্য্যবৃত্তি কার? স্বভাব নষ্ট যার। স্বভাব নষ্ট কার? আকাঙ্ক্ষা যার। আকাঙ্ক্ষা কার? লোভ যার। লোভ কার? অভাব যার। অভাব কার? অপূর্ণ যার। প্রাণি মাত্রই সকর্ম্মক; কর্ম্মের মূল অভাব, অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সুতরাং বিশ্ব অভাবগ্রস্থ সুতরাং অসন্তুষ্ট সুতরাং মনকষ্ট সুতরাং স্বভাব নষ্ট সুতরাং চোর। মনে কর তোমার কোন একটা পদার্থের অভাব আছে, এবং তাহা পাইবার স্বতই ইচ্ছা আছে, অথচ কোন বৈধ উপায়ে তাহা পাইতেছ না, সুতরাং তোমার চুরি করিবার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা মনোধর্ম্ম। একই উপাদানে সকলেরই মন গঠিত, চোরের মন যে উপাদানে গঠিত, সাধুর মনও সেই উপাদানে গঠিত, আব্রহ্ম কীট সকলের মনই সেই উপানে গঠিত, সকলের মনেই চৌর্য্য উপাদানও আছে, অস্তেয় উপাদানও আছে; যখন চৌর্য্য উপাদানে গুণক্ষোভ হয় তখনই লোকে চুরি করিয়া থাকে। আব্রহ্ম কীট সকলেই অপূর্ণ সুতরাং অভাবগ্রস্থ, সুতরাং স্বভাব নষ্ট সুতরাং চোর। দিলীপ রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন, ঘোড়া রক্ষার্থ রঘুকে নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্রের হিংসা জন্মিল, যজ্ঞ যাতে নষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল কৃত্তিবাস পণ্ডিতের উক্তি যথা—

পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভন॥
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিল রঘুবরে।
যে স্থানে সেস্থানে যাবে নিকটে কি দূরে॥

ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাঁই।
যজ্ঞ পূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই॥
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল প্রয়ান।
সঙ্গেতে চলিল তুল্য সৈন্য-বলবাণ॥
মহেন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি।
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী॥
কিসে নিবারণ হয় কহ কৃপা করি॥
বিরিঞ্চি বলেন তার ঘোড়া কর চুরি॥
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে।
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে॥
দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি।
লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ অশ্ব হরি॥

বলিহারি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব।

জ্ঞানে ধ্যানে যখন তোমার অভাব বোধ থাকিবে না, পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করিবে, তখনই পূর্ণতা লাভ করিবে, অভাব নষ্ট হইবে, সন্তোষলাভ করিবে, মনকষ্ট দূর হইবে, স্বভাব রক্ষিত হইবে, সুতরাং চৌর্য্যবৃত্তিও ধ্বংশ হইবে।

চৌর্য্যবৃত্তি ধ্বংশের স্বরূপ কি?

অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থাপনম্।

যখন অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তখন সর্ব্বরত্ন আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে, সর্ব্বরত্ন লাভের তৃপ্তি জন্মিবে। যত্র তত্র ভূগর্ভে যখন রত্ন নিহিত দেখিতে পাইবে তখনই মনে করিবে তোমার চৌর্য্যবৃত্তি ধ্বংস হইয়াছে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি চোর; কেন বলা যাইতেছে।

তুমি একজন লক্ষপতি। কার সাধ্য তোমাকে চোর বলে। তুমি দুচার হাজার চুরি না করিতে পার কিন্তু লক্ষ স্থানে বিশলক্ষ পাইলে চুরি কর। যদি বল মনের অগোচর পাপ নাই, আমি মনেতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মনেতে চুরির ইচ্ছা জন্মিতেছে না, অতএব আমি চোর নই। না—তাহা নয়, মনের চৌর্য্যবৃত্তি এখন সুপ্ত। তুমি সুপ্ত থাকিলে তোমার যেমন কার্য্য বন্ধ থাকে, তদ্রূপ মনের চৌর্য্যবৃত্তি সুপ্ত বলিয়া এখন চৌর্য্য প্রবৃত্তি নাই, যদি সুপ্ত না হইয়া ধ্বংস হইত তবে সর্ব্বরত্ন লাভ হইত। চৌর্য্যবৃত্তি যে সুপ্ত তাহা তুমি দেখিতে পাইবে না, তাহা একমাত্র প্রকৃতি দেখিতেছে, তুমি যেমন চোরের ভয়ে সিন্দুকে রত্ন লুকাইয়া রাখ, প্রকৃতিও তদ্রূপ তোমার আমার দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য সিন্দুকে রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছে, যখন চৌর্য্যবৃত্তি ধ্বংস হইবে, তখন প্রকৃতিও ভাণ্ডার খুলিয়া দিবে, যত্র তত্র ভূগর্ভে রত্ন নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। হরিদাস

সাধুকে একজনে একখানা স্পর্শমণি দিয়াছিলেন, তিনি তাহা যমুনায় ফেলিয়া দেন, যিনি দিয়াছিলেন, তিনি দুঃখ অনুভব করিলেন; অন্তর্যামী হরিদাস তাহা বুঝিলেন, দাতাকে সঙ্গে করিয়া একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, বনের একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন তুমি যে মণি হারাইয়াছ তদতিরিক্ত মণিও ইচ্ছা করিলে নিতে পার। তিনি দেখিয়া অবাক। তিনি ভাবিলেন ফণির মণি আমাদের কাছে এই, না জানি ফণির মণির মণি কিরূপই।' তৎপরেই তিনি হরিদাসের শিষ্য হইলেন। কেন এরূপ হল? হরিদাসের অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়াই এরূপ হইল। বুঝা গেল আব্রহ্ম কীট সব বেটাই চোর॥ তবে বিশ্বে কে চোর নয়? একমাত্র ভীষ্মদেব। তিনি সদানন্দ,— নিত্যতৃপ্ত, আত্মারাম তাহাকে কোন বিকৃত প্রাকৃতিক পদার্থ আনন্দ জন্মাইতে পারে? যিনি পূর্ণ তাঁহার কিসের অভাব? সুতরাং কিসেরই বা লোভ বা কিসেরই বা আকাঙ্ক্ষা কিসেরই বা চৌর্য্য। সুতরাং একমাত্র ভীষ্মদেবই নির্লোভ, নিরাকাঙ্ক্ষ, নিস্পৃহ সুতরাং "অস্তেয়-স্বরূপ"।

৪৩—ঔদার্য্য।

ঔদার্য্য—উদারতা, মহত্ত্ব, বদান্যতা, দাতৃত্ব ইত্যাদি।

৪৪—প্রভুত্ব।

প্রভুত্ব—আধিপত্য।

৪৫—সমাধানতা।

সমাধানতা -সমাধি, যিনি সদাই আত্মতৃপ্ত তিনিই সমাধিস্থ।

৪৬—নেতা।

নেতা—নেতৃ শক্তিশালী, কর্তৃপদবাচ্য। প্রকৃতি নর্ত্তকী অনন্ত বিশ্বে অনন্তকাল ভরে দেব যক্ষ রক্ষ স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে অনন্ত অঙ্গে, অনন্ত রঙ্গে, অনন্ত ভঙ্গে, অনন্ত অভিনয় করিতেছে, নাট্যভূমে দর্শকেরও অভাব নাই, অভিনয়েরও বিরাম নাই, এবম্ভুত অনন্ত বিশ্বের এক বিশ্বের নেতা ভীষ্মদেব, অথবা মহা কুরুক্ষেত্রের একাদশ অক্ষৌহিনী নেতা।

শুন সুধী এই নেতার গুণ।

এই নেতা——৪৭—সুরম্যাঙ্গ

সুরম্যাঙ্গ -প্রশংসিতরূপে অঙ্গের যে সন্নিবেশ অর্থাৎ সুগঠন তাহাকে সুরম্যাঙ্গ বলে, যথা ভীষ্মবদন চন্দ্রতুল্য, উরুদ্বয় করি শুণ্ডের ন্যায়, ভুজযুগল স্তম্ভসদৃশ, করদ্বয় প্রশস্ত পদ্ম সদৃশ, বক্ষস্থল কবাট তুল্য বিস্তৃত, নিতম্বযুগল নিবিড়, মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ।

৪৮—সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত।

সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত—ভীমঅঙ্গ দ্বাত্রিংশৎ সল্লক্ষণ যুক্ত যথা—
সাত স্থান রক্তিমা যথা—নেত্র, পদ, করতল, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ।
ছয় অঙ্গ তুঙ্গতা—বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ।
তিন অঙ্গে বিস্তার—কটি, ললাট ও বক্ষঃ।
তিন অঙ্গে খর্ব্বতা—গ্রীবা, জঙ্ঘা, শিশ্ন।
তিন অঙ্গে গভীরতা—নাভি, স্বর, বুদ্ধি।
পাঁচ অঙ্গে দীর্ঘতা—নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু ও জানু।
পাঁচ স্থানে সূক্ষ্মতা—ত্বক, কেশ, লোম, দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব্ব।
এবং সর্ব্ব গাত্রে পদ্মগন্ধতা, এই বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষের লক্ষণ।

৪৯—রুচির।

রুচির- সৌন্দর্য্যের দ্বারা নয়নের যে আনন্দ কারিতা তাহাকে রুচির বলে।

৫০—তেজসাযুক্ত।

তেজসা যুক্ত—প্রভাব। দুর্দ্ধর্ষতা ও সর্ব্ব পরাজয়কারি প্রভাবকে তেজ কহে।

৫১—বলীয়ান।

বলিয়ান—বলবান।

৫২—বয়সান্বিত।

বয়সান্বিত—বৃদ্ধোচিত বয়স হইলেও তরুণের ন্যায় দেখায়।

৫৩—বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ।

বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ—প্রাণিমাত্রেরই ভাষাভীজ্ঞ। যে ব্যক্তি নানাদেশীয় ভাষা তথা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পশ্বাদি ভাষা সকলে সুপণ্ডিত। যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি সকল ভাষাভীজ্ঞ।

৫৪—সত্যবাক্য।

সত্যবাক—সত্যবাদী, যাহারি বাক্য মিথ্যা হয় না।

৫৫—প্রিয়ম্বদ।

প্রিয়ম্বদ—অপরাধিজনের প্রতি ও যিনি সান্ত্বাবাক্য প্রয়োগ করেন।

৫৬—বাকদূক।

বাকদূক—শ্রবণপ্রিয় ও অখিলগুণান্বিত শব্দার্থ পরিপাটী যুক্ত বাক্যকে বাকদূক বলে।

৫৭—সুপাণ্ডিত্য।

সুপাণ্ডিত্য—বিদ্বান এবং নিতিজ্ঞ। ষড়ঙ্গবেদ বিদ্যায় পটুকে বিদ্বান ও যথাযোগ্য কর্ম্মকারীকে নীতিজ্ঞ কহে।

৫৮—বুদ্ধিমান।

বুদ্ধিমান—মেধাবী ও সূক্ষ্ম ধারণাক্ষম।

৫৯—প্রতিভান্বিত।

প্রতিভান্বিত—নব নব বুদ্ধিযুক্ত।

৬০—বিদগ্ধ।

বিদগ্ধ—নিপুণ, শিল্পকলাদিতে নৈপুণ্য, যুদ্ধ পক্ষে দুর্গাদি, সৈন্যসংস্থানাদি।

৬১—চতুর।

চতুর একক‍ালে অনেক কার্য্য সমাধানকারী। অল্পসময়ের মধ্যে বেশী চিন্তা করিয়া বুঝিয়া ফেলা।

৬২—দক্ষ।

দক্ষ—যে ব্যক্তি দুঃসাধ্য কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত করিতে পারে।

অর্জ্জুনে দুরপাতিত্বং দ্রোণেচ লঘুহস্ততা।
কর্ণে দৃঢ় প্রহারস্তু ত্রিনেতানি পিতামহে॥

৬৩—কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ—উপকারীর প্রত্যুপকারকারী।

৬৪—সুদৃঢ়ব্রত।

সুদৃঢ়ব্রত—প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম যাহার সত্য হয়, কিছুতেই খণ্ডিত হয় না। ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা ছিল দার পরিগ্রহ করিবেন না, পরশুরাম ভীষ্মদেবকে দারপরিগ্রহ করাইবার জন্য একুশদিন মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিছুতেই ভীষ্মপ্রতীজ্ঞা টলাইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না, ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইয়া অস্ত্র ধরাইবেন, তাহাই করিয়াছিলেন।

৬৫—দেশকালসুপাত্রজ্ঞ।

দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ—যে ব্যক্তি দেশ, কাল, পাত্র চিনিতে পারে এবং তদুপযুক্ত কার্য্য করিতে পারে। সন্ধি প্রার্থনায় যুধিষ্ঠির যখন ব্রাহ্মণ দূত পাঠাইয়াছিলেন, তখন তাহার বাক্য শুনিয়া প্রজ্ঞা বৃদ্ধ মহাদ্যুতি ভীষ্মদেব বলিলেন—

ভবতা সত্যমুক্তন্তু সর্ব্বমেতন্নসংশয়ঃ।
অতিতীক্ষ্ণন্তুতে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতিমেমতিঃ॥

আপনি যে কথা বলিলেন, এ সমস্তই সত্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার বাক্য অতিশয় তীক্ষ্ণ বোধ হইল; বোধ হয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই আপনি এরূপ উগ্রভাব প্রকাশ করিলেন।

৬৬—শাস্ত্রচক্ষু।

শাস্ত্র চক্ষু—যে ব্যক্তি শাস্ত্র দ্বারা পদার্থ অনুমান করে এবং শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করে। অজ্ঞ লোকেরা ভ্রান্তচক্ষু দ্বারা, চার দ্বারা দেখে, কিন্তু বিজ্ঞ যারা তাহারা শাস্ত্র দ্বারা দেখে। চক্ষু দ্বারা ও চার দ্বারা দেখা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র দ্বারা দেখা অভ্রান্ত। যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতবাস বর্ষে দুর্য্যোধন চার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধান করিল, খুঁজিয়া পাইল না, মনে করিল মারা গেছে। চারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল কোন রাজ্যের কি অবস্থা, কিরূপ সমৃদ্ধি, চার সকল যথাযথ বলিল। ভীষ্মদেব শুনিলেন এবং বুঝিলেন কোন রাজ্যে যুধিষ্ঠির প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন; ইহা আর কেহ বুঝিল না কারণ সকলেই শাস্ত্র চক্ষু বর্জ্জিত। ভীষ্মদেব শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা দেখিলেন যুধিষ্ঠির যে রাজ্যে অবস্থিতি করেন সেই রাজ্যের লক্ষণ—এই আচার্য্য বাক্যাবসানে অশেষ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন, দেশকালজ্ঞ, যথার্থ দর্শী, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, ভারতগণ পিতামহ, শান্তনুনন্দ ভীষ্ম কুরুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কুরুকুলের হিতার্থ ধর্ম্মানুরক্ত যুধিষ্ঠির বিষয়ক যে বাক্যের প্রসঙ্গ করিলেন তাহা সর্ব্বথাই ধর্ম্ম সম্বন্ধ এবং সাধুদিগের সতত সম্মত ও আদরনীয়; অসৎ লোকেরা সে কথার মর্ম্মগ্রহ করিতেই পারে না।

তিনি কহিলেন—হে তাত! বৃদ্ধদিগের অনুশাসনে স্থিত সত্যশীল বিজ্ঞ ব্যক্তি সভামধ্যে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মলাভ বাসনায় অবশ্যই যথার্থ বলিবেন; অতএব যথার্থ কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় পাণ্ডবেরা সকলেই সৌর্য্য সম্পন্ন, বুদ্ধিমান, কৃতবিদ্য ও জিতেন্দ্রিয়; তাদৃশ পুরুষেরা কখন পলায়িত বা পরাভব প্রাপ্ত হইবার নহেন।

তাহারা যে রাজ্যে অবস্থিতি করিবেন, সেই রাজ্যের অবস্থা এই—

দ্রোণের বচন শুনি কহে ভীষ্মবীর।
সজল জলদ তুল্য বচন গভীর॥
অকারণে চরগণে পাঠাও আবার।
ইহারা চিনিবে কোথা পাণ্ডুর কুমার॥
বেদ বিজ্ঞ দ্বিজ হবে সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
সত্য বৃত্তি তপঃপর হবে যেই জনে॥
সেই সে জানিতে পারে পাণ্ডুপুত্রগণে।
মরিল বলিয়া কেন বল অকারণে॥
তের বর্ষ সুদারুণ তপস্যা করিল।
তার ফল ফলিবার সময় হইল॥
যেই দেশে থাকিবেক পাণ্ডুর নন্দন।
তার চিহ্ন কহি এবে শুন চরগণ॥
ন ব্যাধি ন দুঃখ শোক সে দেশের জনে।
দুষ্টের নিগ্রহ শিষ্ট পালন যতনে॥
দানশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ধীর।
যেই রাজ্যে থাকিবেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রিয় বাক্য ধর্ম্মশীল শাস্ত্র অনুগত।
ব্রহ্মচর্য্য পুণ্য কর্ম্ম যজ্ঞ হোম ব্রত॥
উত্তম হইবে শস্য মেঘের পালন।
বহু ক্ষীরবতী হবে যত গবীগণ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যথায় থাকিবে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু সদাই বহিবে॥
শরীরে জন্ময়ে ব্যাধি সে করে বিপদ।
বন্ধু হয়ে হিত করে বনের ঔষধ॥
পর হয়ে বন্ধু হয় যদি হিত করে।
জ্ঞাতি হয়ে শত্রু হয় অধর্ম্ম আচারে॥
সেই মত দেখি দুর্য্যোধনের আচার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার॥
আমার এতেক বলা নাহি প্রয়োজন।
সমান আমার কুরু পাণ্ডুর নন্দন॥
কিন্তু আর চর পাঠাইবে কি কারণ।
শীঘ্রই নিকটে আসিবেক পঞ্চজন॥

ত্রয়োদশ বর্ষ এই হৈল আসি শেষ।
নিজ রাজ্যে না আসিয়া যাবে কোন্ দেশ॥
আসি মহাভয় দেখাইবে সর্ব্বজনে।
যেরূপে বাহির কৈলে যথা ধ্যান মনে॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥

চার মুখে নানা রাজ্যের সমৃদ্ধি শ্রবণ করিয়া ভীষ্মদেব বুঝিতে পারিলেন, কোন রাজ্যে যুধিষ্ঠির আছেন। আশৈশব নিজ হস্তে যাহাদিগকে স্নেহে লালনপালন করিয়াছেন, দীর্ঘকাল অদর্শনে দেখিবার জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়াছে, কোন সুযুগ উপস্থিত হইলেই কৃতকার্য্য হন, ইত্যবসরে সুযোগ উপস্থিত হইল, বিরাটের গো হরণার্থ উত্তর গোগৃহে দুর্য্যোধন সসৈন্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদির সহিত যাত্রা করিলেন। বিরাট রাজ্যে যে যুধিষ্ঠির অবস্থিতি করিতেছেন, চার মুখে তাহার সমৃদ্ধি শুনিয়া শাস্ত্রচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইতেছেন তাহা ভীষ্মদেব নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—অর্জ্জুন যখন গোধন রক্ষার্থ যুদ্ধে আগমন করিলেন, তখন সারথি উত্তরকে বলিলেন, ভীষ্মদেবের সম্মুখে রথ উপস্থিত কর—

কালানল প্রায় এই দেখ ভীষ্মবীর।
কুরুসৈন্য মীন যেন সাগর গভীর॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থ দেখি আশু হৈল ভীষ্ম বীরবর।
পিতামহ পদ ধৌত বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে॥
দেখি দুই অস্ত্র ভীষ্ম মারেন তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন॥
ভীষ্মদেব আসিলেন করিতে সংগ্রাম।
আশু হয়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম।
পার্থ বলিলেন দেব ভদ্র আপনার।
কি হেতু এ মৎস্য দেশে গমন তোমার॥
বিরাটের গবী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমত কুকর্ম্ম কি তোমার শোভা পায়॥

পর গবী লইলে যতেক হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ ॥
তথাপিহ লোভ নাহি পার সম্বরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পর গবী নিতে ॥
ভীষ্ম বলে নাহি আসি গবীর কারণ।
তুমি আছ হেথায় কহিল দূতগণ ॥
বহুদিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত।
দুর্য্যোধন সহ আসিলাম এ নিমিত্ত ॥
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পর রাজ্য ধন ॥
আমার এ ধন রাজ্যে কোন প্রয়োজন
যতেক করি যে তোমা সবার কারণ।

৬৭—শুচি।

শুচি—বাহ্য ও অভ্যন্তর দুই যার পবিত্র।

৬৮—বশী।

বশী—ইন্দ্রিয় বশীভূতকারীকে বশী বলে।

৬৯—স্থির।

স্থির—ফলোদয় পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম করে। যিনি রোমে রোমে বান বিদ্ধ হওয়াতেও স্থির ধীর, তৎতুল্য কে আছে?

৭০—দান্ত।

দান্ত—উপযুক্ত ক্লেশ দুঃসহ হইলেও যিনি সহ্য করেন, সংযত বাহ্যেন্দ্রিয়।

৭১—ক্ষমাশীল।

ক্ষমাশীল—অপরাধ সহনকারী। ভীষ্মতুল্য ক্ষমাবান কে আছে? যিনি রোমে রোমে বান বিদ্ধ হইয়াও শক্তিসত্বে জিঘাংসু শত্রুকে ক্ষমা করিতেছেন। সৃষ্টি বহির্ভূত ক্ষমা এই।

৭২—গম্ভীর।

গম্ভীর যাহার অভিপ্রায় অতিশয় দুর্ব্বোধ। সমুদ্রাতীশয় গম্ভীর

৭৩—ধৃতিমান।

ধৃতিমান—যিনি নিস্পৃহ, নিরাকাঙ্ক্ষ, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও শান্ত। ধৈর্য্যে বসুমতী।

৭৪—সম।

সম—যিনি রাগ ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত। শত্রু মিত্রে যার সমান! যাতে কোন অনিষ্ট বর্ত্তে না তাহার শত্রুতা কে করিবে? যাহাতে পূর্ণ ইষ্ট বিরাজিত, তার মিত্রে [illegible] । ?

৭৫—বদান্য।

বদান্য—দাতা, অভয়দাতা--ভূতাভয় প্রদানস্য কলাংনার্হন্তি ষোড়শী। ভীষ্মতুল্য আত্মদান, রাজ্যদান করি কে আছে?

৭৬—ধার্ম্মিক।

ধার্ম্মিক—ধর্ম্ম আচারী।

৭৭—শূর।

শূর—যুদ্ধবিষয়ে উৎসাহীও অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে বিচক্ষণ।

৭৮—করুণ।

করুণ—পর দুঃখ কাতর—সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা সাগর।

পাণ্ডবে কাতর দেখি করিল উত্তর॥
বলিলেন শান্ত হও ধর্ম্মনৃপবর।
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার॥
বাস্তবিক মোরে কেহ না পারে জিনিতে।
তব জয় নাহি হবে আমার জীবিতে॥
তেঁই আমি আজ্ঞা দিনু বধহ আমার।
আমি মৈলে কুরুকুল না রবে ধরায়॥

করুণা বশে পরার্থ জীবন উৎসর্গ ভীষ্মতুল্য কে আছে?

৭৯—মান্যমানকৃৎ।

মান্যমানকৃৎ—যিনি গুরুবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের মান দেন।

৮০—দক্ষিণ।

দক্ষিণ—যে ব্যক্তি স্বীয় সুস্বভাব দ্বারা কোমল চরিত্র হয়েন।

৮১—বিনয়ী।

বিনয়ী—যে ব্যক্তি আপন ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করেন।

৮২—হ্রীমান।

হ্রীমান—দুষ্কর্ম্মে লজ্জা যুক্ত।

৮৩—শরণাগতপালক।

শরণাগতপালক—শরণাগত পাতা।

৮৪—সুখী।

সুখী—যাহাকে দুঃখের গন্ধমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না।

৮৫—ভক্তসুহৃৎ।

ভক্তসুহৃৎ—ধার্ম্মিকের বন্ধু ও প্রতিপালক।

৮৬—প্রেমবশ্য।

প্রেমবশ্য—প্রেম, সরলতা দ্বারা বশ্য।

৮৭—সর্ব্বশুভঙ্কর।

সর্ব্বশুভঙ্কর—যিনি শত্রু মিত্র সকলেরই শুভকারী।

৮৮—প্রতাপী।

প্রতাপী—যিনি আপন পরুষ দ্বারা শত্রুকে প্রতপ্ত করেন।

৮৯—কীর্ত্তিমান।

কীর্ত্তিমান—যিনি দানাদি দ্বারা এবং শৌর্য্যাদি দ্বারা কীর্ত্তিমান ও যশস্বী হয়েন।

৯০—রক্তলোক।

রক্তলোক—যিনি সকলের অনুরাগ ভাজন।

৯১—সাধুসমাশ্রয়।

সাধু সমাশ্রয়—যিনি সাধুগণের অসাধারণ পক্ষপাতী।

৯২—নারীগণ মনোহারী।

নারীগণ মনোহারী—কোটীকন্দর্পমোহন সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ।

৯৩—সর্ব্বারাধ্য।

সর্ব্বারাধ্য—যিনি সকলেরই আরাধনীয়।

৯৪—সমৃদ্ধিমান।

সমৃদ্ধিমান—যে ব্যক্তি মহা সম্পত্তিশালী।

৯৫—বরীয়ান।

বরীয়ান—শ্রেষ্ঠ।

৯৬—ঈশ্বর।

ঈশ্বর দুই প্রকার এক স্বতন্ত্র, দ্বিতীয় দুর্ল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞ অর্থাৎ যাহার আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘনে সমর্থ নয়।

৯৭—সদাস্বরূপ সংপ্রাপ্ত।

সদাস্বরূপ সংপ্রাপ্ত—যিনি সদানন্দে বিরাজমান।

৯৮—সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্বজ্ঞ—সকল বেত্তা।

৯৯—নিত্য নূতন।

নিত্য নূতন—যিনি স্বীয় মাধুর্য্য দ্বারা নব নব বলিয়া অনুভূয়মান হইয়াও অননুভূতের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করেন।

১০০—সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ।

সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ—আনন্দময় তনু।

১০১—সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত।

সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত—অণিমাদি হইতে নিখিল সিদ্ধিগণ যাহার বশীভূত।

১০২—অবিচিন্ত্য মহাশক্তি।

অবিচিন্ত্য মহাশক্তি—যাঁহার শক্তি সামর্থ চিন্তা দ্বারাও অনুমান করা যায় না।

১০৩—কোটীব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ।

কোটীব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ—যিনি ক্ষমতা বলে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন, এবং কোটী কোটী শরীর ধারণ করিতে পারেন। ইহা দ্বারা কায়ব্যূহ সূচিত হইল।

যিনি এই সবগুণে পূর্ণ অধিকারী তিনিই পূর্ণ শক্তিমান বা যিনি পূর্ণ শক্তিমান তিনিই এই সব গুণে পূর্ণ অধিকারী। যাহাতে এই সব গুণ পূর্ণ মাত্রায় অবস্থিতি করে তিনি সমুদয় পৃথিবী শাসন করিতে এবং সমুদয় দৃশ্য প্রপঞ্চ আত্মবশে স্থাপন করিতে সমর্থ হন ও সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে সমর্থ হন এবং তেঁহ দ্বিতীয় ব্রহ্ম হন।

ভীষ্মকল্পতরু।

ভারতে আর্য্যোদ্যানে ভীষ্মকল্পতরু নিকটে যে যে ফল চাহিবে তাহাই পাইবে। ঐশ্বর্য্য চাও, রাজ্য চাও, কুবেরের ধন চাও, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, শিবের শিবত্ব, মর্য্য সন্ন্যাসীত্ব, ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যত্ব মর্য্য মুক্তিত্ব যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। রাজনিতি, সমাজনিতি, ধর্ম্মনিতি, অর্থনিতি, যুদ্ধনিতি, যাহা চাহিবে তাহাই মিলিবে, কোন পদার্থেরই অভাব নাই। এ বৃক্ষেতে নাই এমন ফল নাই, এ ফলেতে নাই এমন রস নাই। সুধীগণ যথেচ্ছা পান কর। পিবত রসমালয় মুহুরহো রসিকা ভুবিভাবুকা।

অমৃতময় ব্রহ্মচর্য্য কল্পবৃক্ষ।

আর্য্যেরা ভীষ্মকল্পতরুর নিকট কোন ফল পাইল?

"অমৃতময় ব্রহ্মচর্য্য কল্পবৃক্ষ" ফল পাইল।

অমৃতময় ব্রহ্মচর্য্য কল্পবৃক্ষ কি? ঐ কল্পবৃক্ষ অমৃতময় কেন?

কোন পদার্থের নাম অমৃত? যাহা পান করিলে মৃত হয় না তাহাই অমৃত।

যাহা পান করিলে মৃত্যু হয় না, ক্ষণস্থায়ী মৃত্যুময় সংসারে, চিরস্থায়ী অমৃতময় হওয়া যায়, এমন মহান পদার্থ কি আছে? তাহার নাম কি? তাহার নাম অমৃত, তাহার নাম 'শুক্র'। "শুক্রই অমৃত", "অমৃতই শুক্র"। উহা যে পান করে সেই অমৃত হয়; উহাই আত্মার আহার্য্য। আমরা যেমন আহার করিলে পুষ্ট হই, না করিলে ক্ষীণ হই, তদ্রূপ আত্মাও আহার করিলে পুষ্ট হন, না করিলে ক্ষীণ হন। আত্মার আহার কিরূপ? "শুক্রধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্যই" আত্মার আহার তদ্দারাই আত্মার আহার সিদ্ধ হয়; তদ্দারাই আত্মা পুষ্ট হন, তুষ্ট হন, হৃষ্ট হন ও অমৃতময় হন। গীতায় বলিয়াছেন আত্মাকে অমৃত পান করাইয়া উদ্ধার কর যথা—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বেবর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

আমরা যেমন আহারের দ্বারা পুষ্ট করিয়া শরীরকে নিকট মরণ হইতে উদ্ধার করি, আত্মাও অমৃত পান করিয়া অমর হন। যে আত্মা আত্মাকে ব্রহ্মচর্য্যামৃত পান করাইয়া মৃত্যু হইতে উদ্ধার করে, যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্য পুরঃসর জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মজিত হইয়াছে, যে আত্মা অমৃতবর্ষী ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে আপনাকে জন্মজরা মরণাদি শোক সংকুলাগার হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যময়, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, অপিপাস, অবিজিঘৎস, অপহতপাপ্মা, বিশোক, বিজর, বিমৃত্যু অর্থাৎ অমৃতময় করিয়াছেন, সে আত্মাই আত্মার বন্ধু, আর তাহা যে করে নাই, সে আত্মাই আত্মার শত্রু।

এই মৃত্যুময় সংসার সাগরে বহিস্থ শত্রু আমাদের যে অনিষ্ঠ সাধন করে, তাহা অকিঞ্চিৎকর, মিথ্যা ও ক্ষণধ্বংসী। বহিস্থ মিত্র আমাদের যে প্রীতি বর্দ্ধন করে, তাহা ক্ষণিক, কল্পিত এবং সামান্য মাত্র। কিন্তু আপনি আপনা যে ইষ্টানিষ্ট সংসাধিত করা যায়, তাহা অমেয়, স্থায়ী ও সবিশেষ ফলপ্রসূ।

বিষাদনিমজ্জিত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন আত্মার বা আর্য্যের পক্ষে, অমৃতময় ব্রহ্মচর্য্য কল্পবৃক্ষ ধ্রুব, বিমল, স্নিগ্ধ, সর্ব্বভাসক দিব্যজ্যোতি। যিনি যাহার আত্মাকে শুক্ররূপ অমৃত পান করায় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যধারণ করে, সে আত্মাই অমৃত; আর যিনি তাহা না করিল, সে আত্মাই ক্ষীণ হয়, সে আত্মাই মৃত, তাহাই মৃতাত্মা। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে মৃতাত্মা শক্তি হইতে অমৃতাত্মশক্তি স্বতসিদ্ধ অতি প্রবল। সুতরাং ইহাও স্বীকার্য্য যে আর্য্যামৃতাত্মশক্তির নিকট, মৃতানার্য্যিক শক্তি অতি হেয়। ব্রহ্মচর্য্য যে পদার্থের মূল নয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী ও অলীক। তুমি জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে মারিবার কল, বাঁচাইবার কল যাহাই কেন আবিষ্কার কর না, ব্রহ্মচর্য্য মহাবিজ্ঞানের আবিষ্কারের নিম্নে থাকিতেই হইবে। ব্রহ্মচর্য্যোত্থিত যাহা তাহাই বিজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য অনুত্থিত যাহা তাহা অজ্ঞান। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত যাহা উৎপত্তি, তাহা উৎপত্তি নয় প্রলয়, উত্থান নয় পতন। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত যে উন্নত হইবার উপায় তাহা অবান্তর, তাহা পতনেরি নামান্তর। বুঝা গেল অমৃতাত্মশক্তি অতি শক্তি ও প্রবল শক্তি। তবে কেন হীন? যে হেতু অমৃতপানে দীন। উহা ক্ষীণ কখন? অমৃতপান না করে যখন।

অমৃত পানে আত্মা পুষ্ট হইলে কি উপকার সাধিত হয়, কি লাভ ঘটে?

সকলশক্তিই আয়ত্ত হয়। এ বৃক্ষে সকল ফলই ফলে, সকল শক্তিই ধরে; কোন শক্তিরই অভাব নাই। এ বৃক্ষ হইতে যে শক্তি বাহির হইবে তাহাও অমৃতময় হইবে

অর্থাৎ সে শক্তিকে কোন শক্তি পরাহত করিতে পারিবে না সুতরাং অমৃতময়। এ বৃক্ষ হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা ধীর, স্থির, নির্ভীক ও বহুপ্রসারিণী শক্তি আবির্ভূত হইবে।

আয়াসৈর্ব্রহ্মচর্য্যস্ত্বমৃতময় ফলোরোপিতঃ কল্পশাখী।
স্নিগ্ধছায়াংতদীয়াং হৃতশমনভয়াং শীতলাংতাপহন্ত্রীং॥
আশ্রিত্যার্য্যাহিপূর্ব্বাঅভিহিতমুনয়ো যোগিনো জ্ঞানবন্তঃ।
ভূদেবা! আশ্রয়ন্তোবিষয় বিযরতা! দেবত্বংপ্রাপ্নুতৈবং॥

যে কল্পবৃক্ষের ছায়াতে ত্রিতাপী আর্য্য শীতল হইত, যাহা অতি স্বাদু অমৃতবর্ষী; অতি আয়াসে সেই "অমৃতময় ব্রহ্মচর্য্য কল্পবৃক্ষ" রোপণ করিলাম। হে বিষাদদগ্ধ বিষয় বিযরত আর্য্য! ইহার আশ্রয় নেও, তাপিত প্রাণ শীতল কর, অমৃতময় ফলভোগ করিয়া অমর হও। পুনঃ হাস, পুনঃ নাচ। এই নিরব সাধনায় ভারত জাগ, আর্য্য উঠে পড়ে লাগ। এই অসীমের গুণ বর্ণনায় হত বোধ হইয়া, সসীম স্বসীমে প্রত্যাবর্ত্তিল।

ওঁ তৎসৎ ভূতভাবন, ভূতেশ, সর্ব্ববরেণ্য, আদিবীজ, জগন্নিবাস, পরম পবিত্র, দিব্য অজ, অজিত, অমৃতময় ব্রহ্মচর্য্য কল্পবৃক্ষের জয় জয়,। ইত্যপর মহাশক্তির মহাক্রীড়া বর্ণিত হইবে।

ইতি তৃতীয় পাদ ব্রহ্মচর্য্য খণ্ড।

চতুর্থ পাদ।

যুদ্ধ খণ্ড।

বিশ্ব-নাট্য-রঙ্গভূমে মহানেতার মহা অভিনয়।

কুরুক্ষেত্র।

—:*:-

'কুরুক্ষেত্র' ইহা কি? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বলিয়া থাকে 'একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড' অবশ্য ইহার কিছু মূল আছে, নচেৎ কুরুক্ষেত্র তুল্য অন্য স্থানওত আছে, তাহা কেন এত প্রসিদ্ধ নয়? কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ হইবার অসামান্য বিশেষ কোন কারণ আছে। কেহ কেহ বলেন কুরু নামক রাজর্ষি এই ভূমি চাস করিতেন বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে অন্যান্য রাজারাওত ভূমি চাস করিত যেমন জনক রাজর্ষির চাসে সীতা উঠিয়াছিলেন, তবে তাহা কেন প্রসিদ্ধ হয় নাই? অবশ্য ইহার কোন কারণ আছে। এ সময়ের রাজারা পূর্ব্বকার রাজাদের চাসের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এবং এখনকার রাজরাজাদের কাছে চাসের নাম করিলে কুরুক্ষেত্র বাঁধাইবে, কি আমি চাসা? বলি! চাসা নয় কে? আব্রহ্ম কীট সকলেই চাসা। চাসা কারে বলি? যে ক্ষেত চাস করিয়া তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়া ভোগ করে বা করায়। গীতা বলিয়াছেন—

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যোবেত্তিতং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞমিতিতদ্বিদঃ॥

এই শরীর সংসাররূপ শস্যের উৎপত্তি ভূমি বলিয়া ইহার নাম ক্ষেত্র, আর এই শরীরের মধ্যে থাকিয়া যিনি 'আমি' ও 'আমার' অভিমান করেন তিনিই কৃষকের ন্যায় ক্ষেত্রের ফল ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞ বা চাসা। অর্থাৎ অহংকাররূপী চাসা এই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া উর্ব্বর মনভূমিতে মহা উৎসাহে নানাপ্রকার শুভাশুভ বাসনাবীজ বপণ করিতেছে, মহাহ্লাদে তদুৎপন্ন শস্য সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে মহানন্দে হাসিতেছে,

মহাস্ফুর্ত্তিতে কাঁদিতেছে, এটা স্ফুর্ত্তির কান্না, দুঃখের কান্না হইলে দুঃখ পরিহারের চেষ্টা হইত। মন বড় উর্ব্বর ভূমি, অনুর্ব্বর ভূমিতে বীজ নষ্ট হয় বা শস্য সামান্য পরিমাণে জন্মে, কিন্তু মন ভূমিতে একটী বীজও নষ্ট হয় না, যদি নষ্ট হইত তবে বাঁচা যাইত, বরঞ্চ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া জন্মে, কি বালাই। বুঝা গেল আব্রহ্ম কীট সকলেই চাসা, কেন না সকলেরই শরীর রহিয়াছে, মনভূমিও পড়িয়া আছে, বাসনা বীজও মজুত, অহংকার চাসাও উপস্থিত সুতরাং যখন ইচ্ছা যত ইচ্ছা বীজ ছড়াইতেছে, যত ইচ্ছা ফল ভোগ করিতেছে, ফলেরও অভাব নাই, ভোগেরও বিরাম নাই, ভোক্তারও তৃপ্তি নাই। বুঝা গেল সকলেই চাষা, চাসারূপে সকলেই সমান, তবে কিছু চাসের বিভিন্নত্ব আছে; কেহ মুগ, ছোলা, কলাই বপণ করে, কেহ ধান, পটল, পাট বপণ করে এই মাত্র বিভিন্ন। আর চাসায় চাসায়ও বিভিন্নত্ব আছে; কেহ ধনী রাজ চাসা, কেহ নির্ধনী গরীব চাসা। নির্ধন গরীব চাসীর বীজ সঞ্চয় কম, সুতরাং দিনের ভিতরই কাজ শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে অগাধে নিদ্রা যায়, পক্ষান্তরে ধনীরাজ চাসীদের বীজ সঞ্চয় প্রচুর, দিন রাত বপণেও ফুরায় না সুতরাং নিশ্চিন্তও হইতে পারে না, নিদ্রাও যাইতে পারে না, রাত্রে কেবল এ পাশ ওপাশ, হা হুতাশ, কি বিড়ম্বনা। যে দক্ষ চাসী সে দিন থাকিতেই ভাল বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখে, উপযুক্ত সময়ে তাহা বপণ করে, এবং তদুৎপন্ন শস্য ভোগে নিজেও আনন্দিত হয় এবং অপরের আনন্দ জন্মায়; আর যে দুর্ভাগা চাসী সে ভাল বীজ সংগ্রহ করিতে পারে না সুতরাং নিজেও বিড়ম্বিত হয়, অপরকেও বিড়ম্বিত করে। তবে শ্লাঘ্য চাসা কে? এত চাসার মধ্যে কৃতার্থ হইয়াছে কে। সকল চাসাই চাস করিয়া তিক্ত কসায়, কটু অম্ল ফলভোগ করিতেছে, ইহাদের মধ্যে চাসা জন্ম সার্থক কার? যিনি মন ভূমিতে ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া, বনফুলের মলা গাঁথিয়া বনমালীর গলায় দোলাইয়াছেন, তাহারই চাসা জন্ম সার্থক, তিনিই শ্লাঘ্য চাসা।

ভীষ্মই কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রই ভীষ্ম। ভীষ্মহেতু কুরুক্ষেত্রের গৌরব, কুরুক্ষেত্র হেতু ভীষ্ম-মহিমার প্রকাশ। সৃষ্টি ব্যাপারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু ইহা এত প্রসিদ্ধ।

সৃষ্টি ব্যাপারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বড় কিসে? সময় ব্যাপী তারতম্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অতি ছোট; কেননা চতুর্দ্দশ মন্বন্তরব্যাপী মধুকৈটভের যুদ্ধ হইয়াছিল, রক্তবীজ, শুম্ভ নিশুম্ভ, বলি প্রভৃতির যুদ্ধ কোনটা মন্বন্তর ব্যাপী, কোন যুদ্ধ অর্দ্ধ মন্বন্তর ব্যাপী হইয়াছিল, আর অষ্টাদশ দিনমাত্র ব্যাপী কুরুক্ষেত্র যুদ্দ হইয়াছিল সুতরাং কালব্যাপী হিসাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ছোট। স্থানব্যাপী হিসাবেও তাই, দৈত্যাদি, রামরাবণাদির যুদ্ধ কত অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী স্থান ব্যাপিয়াছিল তাহার ইয়ত্বা নাই।

যদি বল 'কবন্ধ' উঠাই বড় যুদ্ধের পরিমাপক, তাহা রক্তবীজের যুদ্ধে এত উঠিয়াছিল যে তাহার সংখ্যা করা যায় না, সৈন্যের সংখ্যা কে করিবে? পক্ষান্তরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অতি অল্প সংখ্যক কবন্ধ উঠিয়াছিল সুতরাং উহা ছোট যুদ্ধ—

'কবন্ধ'—নাগানাং অযুতং তুরঙ্গ নিযুতং সার্দ্ধ রথানাং শতং।
পত্তিনাং দশকোটয় নিপতিতা এক কবন্ধ রণে॥

দশহাজার হস্তী, দশলক্ষ ঘোটক, দেড়সত রথী, দশকোটী পদাতি অর্থাৎ ১০১০১০১৫০ দশ কোটী দশ লক্ষ দশহাজার দেড় শত প্রাণী নিহত হইলে তদ্‌রক্তে একটি কবন্ধ উঠে সুতরাং সৈন্য সমাবেশ যেখানে অত্যধিক সেখানে কবন্ধেরও প্রাচুর্য্য, সৈন্য প্রাচুর্য্য হেতু যুদ্ধ বড় হইতে পারে না। অধুনা আর্য্যেরা কবন্ধের নাম শুনিলেই অবিশ্বাস করে, মরা মনুষ্যের রক্তে জীবন্ত প্রাণী উদ্ভূত হয় কি প্রকারে ইহাই অবিশ্বাসের কারণ; অতায় অনুধাবন করিলেই এ সংশয় দূর হয়; কবন্ধ এক রকম পোকা বিশেষ, যেমন বিষ্ঠার মধ্যে সজীব পোকা জন্মে, তদ্রূপ বীরের রক্তে যে সজীব প্রাণি জন্মে তাহাই কবন্ধ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অল্প সংখ্যক কবন্ধ উঠিয়াছিল বলিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছোট হইতে পারে না, কারণ সৈন্য সংখ্যা নিয়া যুদ্ধের তারতম্য হয় না, বীরত্বে শৌর্য্যাদি নিয়াই যুদ্ধের তারতম্য হয় সুতরাং যুদ্ধের নায়কাদি যদি শৌর্য্যাদি সম্পন্ন হয় তবে সেই যুদ্ধই বড়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়ক শ্রেষ্ঠ, অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই বড়।

শুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বড় কিসে—

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একদিকের নায়ক অজেয় ভীষ্মশক্তি, অন্যদিকের নায়ক বিশ্বরূপী বিশ্বশক্তি, দেব দৈত্যাদির যুদ্ধ জেয় নায়কের যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অজেয় নায়কের যুদ্ধ; জেয় অজেয়ের তুলনা হয় না সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও তুলনা হয় না সুতরাং বড়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একদিকের নায়ক আর্য্যশক্তি, অন্যদিকের নায়ক সমষ্টিভূত বিশ্বশক্তি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্বশক্তির সহিত নরশক্তির যুদ্ধ আর কোন যুদ্ধেই ঘটে নাই। দেবদৈত্যের যুদ্ধ, দেব রাক্ষসের যুদ্ধ একমাত্র দেবশক্তির যুদ্ধ, নরবানরের যুদ্ধ নরশক্তি ও দেবশক্তির যুদ্ধ, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একদিকে মনুষ্যশক্তি, অন্যদিকে বিশ্বের যাবতীয় শক্তি সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুন দেবদৈত্য-দিগকে যুদ্ধের সাহায্যার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রতিশ্রুত পালন করিয়া-ছিলেন। দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেবশক্তি, দৈত্যশক্তি, যক্ষ রক্ষশক্তি, নরশক্তি সকল শক্তির সমাবেশ, এক কথায় আর্য্য মানবীয় ভীষ্মশক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বের যাবতীয় শক্তির মহাসমর ক্রীড়ার রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্র। এই সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মহাসেনা সমাগমের রঙ্গভূমি, যাহা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামাদি প্রতাপবান মহাবীর-বর্গের জ্যা—নির্ঘোষে যে আকাশমণ্ডল ঘন ঘোররবে নিনাদিত হইয়াছিল, যেখানে কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুন ভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদের সহিত দেবদত্ত শঙ্খধ্বনিতে ত্রিলোক পুল-কিত ও বৈরিবর্গের হৃদয় বিকম্পিত করিয়াছিলেন, এই সেই লীলাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। এই

সেই,—বিশ্ববাসীর হিতার্থ মহাগীতার মহাপ্রকাশের অভীনয়ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। এই সেই কুরুক্ষেত্র যাহা চির আকাঙ্ক্ষিত ব্রহ্মর্ষি সিদ্ধর্ষিগণের বিশ্বরূপ দর্শনের সিদ্ধক্ষেত্র। এই সেই মহাকালজয়ীর লীলাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র; এই সেই মহামৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুজয়ী ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রের মহিমা কে বর্ণনা করিবে? যাহা গীতা প্রকাশ হেতু মুক্তধামাতীতধাম, সে ধামের তুলনা কোথায়? সুতরাং সর্ব্বধামাতীতধাম কুরুক্ষেত্রধাম এই হেতু প্রসিদ্ধ।

সৈন্যসংস্থান।

আজ কুরুক্ষেত্র প্রান্তর বিপুল শোভা ধারণ করিয়াছে; বিচিত্র বিচিত্র শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, নানাপ্রকার গজ, বাজী, পতাকায় কুরুক্ষেত্র অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। উভয় পক্ষীয় যোধবৃন্দ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে। রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সেই একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য যথা নিয়মে বিভক্ত করিলেন এবং নর, হস্তী, রথ ও অশ্ব সকলের উত্তম, মধ্যম ও অধম নির্ব্বাচন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত সৈন্যগণ মধ্যেই অগ্রে, মধ্যভাগে ও পশ্চাতে থাকিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অনুকর্ষ (রথের নিম্নদেশে নিবদ্ধভগ্ন সংস্কারার্থ কাষ্ঠ,) তূণীর (রথ বাহ্য বিশালবাণ-কোষ), বরূথ (রথাচ্ছাদন ব্যাঘ্র চর্ম্মাদি), তোমার (হস্তদ্বারা ক্ষেপনীয় শল্যযুক্ত দণ্ড), উপাসঙ্গ (অশ্ব গজ বাহ্যবান কোষ), শক্তি (লৌহদণ্ড,) নিষঙ্গ (পদাতি-বাহ্যবাণ-কোষ), ঋষ্টি (গুরুতর কাষ্ঠ দণ্ড, ধ্বজ, পতাকা, শরাসন, তোমার ধনুকের দ্বারা ক্ষেপনীয় স্থূলবাণ, নানাপ্রকার রজ্জু, পাশ (বন্ধন রজ্জু,) আস্তরণাদি পরিচ্ছদ, তৈল, গুড়, বালুকা, সসর্পকুম্ভ, ধূনক-চূর্ণ, ঘণ্টফলক ঘণ্টাযুক্ত ফলান্বিত শস্ত্র); অয়ো গুড় (লৌহগুলি), জলোপল (জলক্ষরণশীল প্রস্তর) সশূল ভিন্দিপাল মধূচ্ছিষ্ট (মোম), মুদ্গর, কণ্টকময় দণ্ড, লাঙ্গল বিষদিগ্ধ তোমার, শূর্প, পিটক (বেত্র নির্ম্মিত বৃহৎ করণ্ড, পরশু প্রভিতি দাত্র, অঙ্কুশাকার তোমার শৃঙ্গ, ভল্ল, কুঠার, কুদ্দাল, তৈল ক্ষৌম তৈলাক্ত বস্ত্র-বিশেষ, প্রহার স্থলে যাহার ভস্ম প্রদত্ত হয়,) সর্পিঃ ক্ষেত শোধনার্থ পুরাতন ঘৃত) প্রভৃতি অশেষবিধ সামরিক সামগ্রী সমান্বিত অশেষবিধ সুদৃশ্য সৈন্যগণ স্বর্ণজালে অলঙ্কৃত ও নানারত্নে বিভুষিত হওয়ায় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কবচধারী, সুশিক্ষিত শস্ত্র, অশ্বজাতি তত্ত্বজ্ঞ, সৎকুলোদ্ভব শূরেরা সারথ্য কার্য্যে নিবেশিত হইলেন। রথ সকলেতে উত্তম উত্তম চারি চারি অশ্বযোজিত হইল; অশুভ নিবারণার্থ যন্ত্র ও ঔষধাদি, অশ্বগণের শিরোভূষণার্থ-ঘণ্টামালা মৌক্তিক-গুচ্ছাদি, ধ্বজ, পতাকা, মুকুট, আভরণ, অসি, চর্ম্ম, ও পট্টিশ সমস্ত নিবদ্ধ হইল এবং প্রাস, ঋষ্টিক ও এক এক শত শরাসন বিন্যস্ত হইল। সম্মুখস্থ প্রধান অশ্ব যুগলে একজন এবং চক্র সন্নিহিত পশ্চাতভাগস্থ হয়দ্বয়ে দুইজন সারথি নিযোজিত হইল। ঐ দুই সারথি রথীশ্রেষ্ঠ এবং রথী ও হয়তত্ত্বজ্ঞ।

এইরূপ সুরক্ষিত নগরের ন্যায় শত্রুগণ কর্ত্তৃক দুর্দ্ধর্ষনীয়, সুবর্ণ মালামণ্ডিত সহস্র সহস্র রথ সর্ব্বদিকে সমাকীর্ণ হইল। রথের ন্যায় হস্তী সকল ও বদ্ধকক্ষও সমলঙ্কৃত হইল এবং প্রত্যেকের উপরে সাতজন সৈনিক পুরুষ আরোহণ করায় যেন রত্নযুক্ত গিরিনিকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সাতজনের মধ্যে দুইজন অঙ্কুশধারী; দুইজন উত্তম ধনুর্দ্ধারী, দুইজন উৎকৃষ্ট খড়্গধারী আর একজন শক্তি ও ত্রিশূলধারী। এক এক রথের প্রতি দশ দশ হস্তী, এক এক হস্তীর প্রতি দশ দশ অশ্ব এবং এক এক অশ্বের প্রতি দশ দশ জন পদাতি পাদরক্ষক স্বরূপ নিয়োজিত রহিল। রথের পঞ্চাশৎগুণ হস্তী, হস্তীর শতগুণ অশ্ব এবং অশ্বের সপ্তগুণ মনুষ্য, ইহারা ভিন্ন সন্ধানকারী অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন সৈন্য-গণের পুনর্ব্বার সংযোজনার্থ নিযুক্ত হইল। পঞ্চশত গজ ও পঞ্চশত রথে এক সেনা, দশ সেনায় এক পৃতনা, দশ পৃতানায় এক বাহিনী এবং সেনা বাহিনী, পৃতনা, ধ্বজিনী, চমু, বরূথিনী ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে এক অক্ষৌহিণী নিরুক্তা হইল। এক অক্ষৌহিণী সেনার ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতি সর্ব্বশুদ্ধ ২১৮৭০০ বুঝায়। এতদ্‌গণনানুসারে কৌরব পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণীতে ২৪০৫৭০ হস্তী, ২৪০৫৭০ রথ, ৭২১৭১০ অশ্ব, ও ১২০২৮৫০ পদাতি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪০৫৭০ সেনা। এবং পাণ্ডবপক্ষে সপ্তদশ অক্ষৌহিণীতে ১৫৩০৯০ হস্তী, ১৫৩০৯০ রথ, ৪৫৯২৭০ অশ্ব ও ৭৬৫৪৫০ পদাতি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩০৯০০ সেনা। অথবা কুরুক্ষেত্র-মহারণে উভয় পক্ষে ৩৯৩৬৬০০ সেনা সমবেত হইয়াছিল।

পঞ্চ পঞ্চাশৎ মনুষ্যে এক পত্তি, তিন পত্তিতে এক সেনা মুখ বা গুল্ম এবং তিন গুল্মে এক গণ বিহিত হয়; মহাবাহু রাজা দুর্য্যোধন সম্যক বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে শৌর্য্য-শালী বুদ্ধিমান মানবগণকে সেনাপতি করিলেন; কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শকুনী ও বাহ্লীক এই সকল মহাবল নরোত্তমগণকে যথানিয়মে পৃথক পৃথক অক্ষৌহিণীর নায়ক করিয়া সমুচিত অভিসম্ভাষণ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ বহুবিধ পূজা করিতে লাগিলেন। তৎকালে যোধরূপ চন্দ্রোদয়ে উদ্ধূত কুরুরাজ-রূপ মহার্ণব, চন্দ্রোদয়ে বাস্তবিক অর্ণবের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। উক্ত মহাসমুদ্রে জন সমূহ জল ও আবর্ত্তস্বরূপ হইল; রথ, কুঞ্জর ও তুরঙ্গ সকল মীনরূপ ধারণ করিল; শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ প্রবাহ নির্ঘোষ হইল কোষ-সঞ্চয় রত্নচয়ের স্থানীয় হইল; বিচিত্র আবরণ ও বর্ম্ম সকল তরঙ্গ এবং উজ্জ্বল শস্ত্র সমস্ত নির্ম্মল ফেণপুঞ্জ স্বরূপ হইল; উন্নত প্রাসাদশ্রেণী তীরস্থ পর্ব্বতাবলীর সদৃশ্য প্রাপ্ত হইল এবং পথ ও আপণ সমস্ত হ্রদাকার ধারণ করিল।

সেনাপতি নির্ব্বাচন।

অনন্তর দুর্য্যোধন সকল মহীপালগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শান্তনু-তনয় ভীষ্মকে কহিলেন, হে পিতামহ! সেনানায়ক ব্যতীত সুমহতী সেনাও সমর প্রাপ্ত হইয়া পিপীলিকা সংঘাতের ন্যায় বিদীর্য্যমানা হয়; কেন না দুইজনের বুদ্ধি কোন ক্রমেই কখন সমান হয় না। এবং পৃথক পৃথক বল নায়কদিগের শৌর্য্যও পরস্পর স্পর্দ্ধা করে। যাঁহারা সুদক্ষ, শূর, হিতৈষী ও পাপশূন্য কোন পুরুষকে সেনাপতি করে, তাহারা সংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকে। আপনি শুক্রাচার্য্য তুল্য, অভেদ্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিশেষত সততই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী; অতএব যেমন কিরণশালীগণের আদিত্য, ঔষধি সকলের চন্দ্রমা, যক্ষগণের কুবের, দেবগণের বাসব, পর্ব্বত সকলের সুমেরু, পক্ষিদিগের সুপর্ণ, অমরগণের কার্ত্তিকেয় এবং বসুগণের হুতাশন প্রধান নায়ক, সেইরূপ আপনিই আমাদিগের প্রধান সেনাপতি হউন; কেন না ইন্দ্র রক্ষিত অমরবৃন্দের ন্যায় আমরা আপনার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া দেবগণের ও অধর্ষনীয় হইব, সন্দেহ নাই। আপনি দেব সৈন্যের অগ্রযায়ী কুমারের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে অগ্রে প্রয়াণ করুন, আমরা মহাবৃষভের অনুগামী বৎসগণের ন্যায় আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা এইরূপই বটে; কিন্তু আমার পক্ষে তোমারও যেরূপ, পাণ্ডবরাও সেইরূপ। অতএব হে নরাধিপ! আমাকে তাহাদিগেরও শ্রেয়বাক্য বলিতে হইবে এবং স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে তোমার নিমিত্তও যুদ্ধ করিতে হইবে। সেই একমাত্র ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে পৃথিবীর মধ্যে আমার তুল্য যোদ্ধাও আর দেখিতে পাই না। মহাবুদ্ধি পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় অনেকানেক দিব্যাস্ত্রের অভিজ্ঞ, সুতরাং সমরে আমার সদৃশ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধস্থলে প্রকাশিত হইয়া কখনই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

অহঞ্চৈবক্ষণেনৈব নির্ম্মনুষ্যমিদং জগৎ।
কুর্য্যাং শস্ত্র বলেনৈব সসুরাসুররাক্ষসম্‌॥

শস্ত্রবল সহকারে আমি ক্ষণকালমধ্যেই সুরাসুর রাক্ষস সম্বলিত এই সমস্ত জগৎকেই নির্ম্মনুষ্য করিতে পারি; কিন্তু হে জনাধিপ! পাণ্ডুপুত্রদিগকে উৎসাদিত করা আমার কোন ক্রমে সাধ্য নয়, অতএব আমি শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা প্রতিদিন অন্য দশ সহস্র যোধগণকে নিহত করিব। সম্মুখ সংগ্রামে যদি পূর্ব্বেই তাহারা আমাকে আহত না করে, তবেই এই রীতিক্রমে তাহাদিগের নিধন সাধন করিব। অনন্তর দুর্য্যোধন বহুল-দক্ষিণা

প্রদান পূর্ব্বক ভীষ্মকে যথাবিধি সেনাপতি করিলেন এবং তিনি ও অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে বাদকগণ অব্যগ্র হইয়া শত শত সহস্র সহস্র ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিল।

আপগেয়ং মহাত্মানং ভীষ্মং শস্ত্রভৃতাং বরম্।
পিতামহং ভারতানাং ধ্বজং সর্ব্বমহীক্ষিতাম্॥
বৃহস্পতি সমং বুদ্ধ্যাক্ষময়া পৃথিবী সমম্।
সমুদ্রমিব গাম্ভীর্য্যে হিমবন্তমিব স্থিরম্॥
প্রজাপতি মিবৌদার্য্যেতেজসাভাস্করোপমম্।
মহেন্দ্রমিব শত্রুণাং ধ্বংসনং শরবৃষ্টি ভিঃ॥॥
রণ যজ্ঞে প্রবিততে সুভীমে লোমহর্ষণে।
দীক্ষিতং চিরবাত্রায় শ্রুত্বাতত্র যুধিষ্ঠিরঃ॥

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবী তুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগর সম, স্থৈর্য্যে হিমালয় প্রতিম ঔদার্য্যে প্রজাপতি নিভ, তেজে ভাস্করোপম, শরবর্ষণ দ্বারা মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রুকুলের সংহার কারী, সকল মহীপালগণের উপরিবর্ত্তী, শস্ত্রধারি শ্রেষ্ট, ভারতগণ পিতামহ গঙ্গানন্দন মহাত্মা ভীষ্মকে মহাভয়ঙ্কর লোমাঞ্চ কর প্রবিতত যুদ্ধ যজ্ঞে দীর্ঘকালের নিমিত্ত দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধাধিপতি সহদেব, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী এই সপ্ত মহাভাগ বীরগণকে আনয়ন করিয়া বিধি পূর্ব্বক সেনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; যিনি দ্রোণ বিনাশার্থ সমিদ্ধ হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্ব সেনাপতি করিলেন এবং সেই সমস্ত মহাত্মা সেনাপতিগণের উপরে গুড়াকেশ ধনঞ্জয়কে আধিপত্য প্রদান করিলেন। বলরামানুজ মহাবাহু শ্রীমান জনার্দ্দন সেই অর্জ্জুনের ও নায়ক ও অশ্বনিয়ন্তা হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বল ও উৎসাহ অনুসারে রথিগণকে সমাবেশ করিলেন। কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনকে, দুর্য্যোধনের প্রতি ভীমকে, শল্যের প্রতি ধৃষ্টকেতু, কৃপের নিমিত্ত উত্তমৌজা, অশ্বত্থামা নকুলে, কৃতবর্ম্মা শৈব্যে, জয়দ্রথ যুযুধানে, ভীষ্ম জন্য শিখণ্ডী, দ্রোণের জন্য নিজে, অন্যান্য রাজরাজাদের জন্য অভিমন্যুকে নিযুক্ত করিলেন।

রথাতিরথ সংখ্যান।

ভীষ্ম সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্লাদিত করত এই কথা বলিলেন, আমি শক্তিপাণি সেনানী কুমারকে নমস্কার করিয়া অদ্য তোমার সেনাপতি হইব, সন্দেহ নাই। আমি সেনা কর্ম্ম ও বিবিধ ব্যূহ রচনা বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভৃত ও অভৃত অর্থাৎ বেতনপ্রাপ্ত ও মিত্রতা হেতুক সমাগত সৈনিকদিগকে কিরূপে কর্ম্ম করাইতে হয় তাহাও জানি। হে মহারাজ! যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ ও পরাস্ত্র প্রতিকার বিষয়ে আমি বৃহস্পতির ন্যায় সমধিক পারদর্শী। আমি দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানুষ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ব্যূহ রচনা জানি তদ্দ্বারাই পাণ্ডবদিগকে মোহিত করিব; অতএব তুমি চিন্তা দূর কর। হে রাজন! তোমার বাহিনীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করত আমি শাস্ত্রানুসারে অকপটে যুদ্ধ করিব; অতএব তোমার মানসজ্বর অপনীত হউক।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কৌরব! সম্প্রতি শত্রুদিগের ও আপনার কিয়ৎ সংখ্যক রথী ও অতিরথী আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। পিতামহ আত্মপর উভয় পক্ষেরই অভিজ্ঞ; একারণ আমি এই অখিল রাজবর্গের সহিত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি। ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! উভয় সেনার মধ্যে বহু সহস্র, বহুলক্ষ রথী আছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগেরই কথা শ্রবণ কর।

একাদশ সহস্রাণ যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণশ্চঃ মহারথ ইতিস্মৃতঃ॥
অমিতান্ বোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তুসঃ।
রথীচৈকেন যো যোদ্ধাঃ তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথস্তুসঃ॥

যিনি একাকী দশসহস্র ধনুর্দ্ধরের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ ও শস্ত্র শাস্ত্রে প্রবীণ তাহাকে মহারথ বলে। যিনি অগণীত বীরের সহিত রণ করিতে সমর্থ হন তাহাকে অতিরথ বলে। যিনি একজন যোদ্ধার সহিত রণ করেন তিনি রথী, ও যিনি দুর্ব্বলের সহিত রণ করেন তাবাকে অর্দ্ধরথী বলে।

অতিরথ—কৃতবর্ম্মা, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বাহ্লীক। অর্জ্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শ্রেণিমান, পুরুজিৎ।

মহারথ—কৃপাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সত্যবান, অলম্বুষ। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ঘটোৎকচ, দ্রুপদ, বিরাট, জয়ন্ত, অমিতৌজা, সত্যজিৎ, অজ, ভোজ, বার্দ্ধক্ষেমি, চেকিতান, সত্যধৃতি পাণ্ড্যরাজ, দৃঢ়ধন্বা।

অষ্টরথ—ভীম, ক্রোধহন্তা, সত্যজীৎ।

দ্বিগুণরথ—জয়দ্রথ। অভিমন্যু, সাত্যকি, ক্ষত্রদেব, চিত্রায়ুধ,ব্রাত্র, চন্দ্রসেন, সেনাবিন্দু।

রথী—দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা, শল্য, সুদক্ষিণ, নীলবর্ম্মা, বিন্দ, অনুবিন্দ, ত্রিগর্ত্ত, লক্ষণ, দণ্ড ধার, শকুনি, কোশল রাজ, সত্যকীর্ত্তি, বৃষসেন, জলসন্ধ, অচল, বৃষক, যুধিষ্টির ~~নকুল~~ সহদেব, উত্তর, উত্তমৌজা, শিখণ্ডী, বিক্রান্ত, কাশিক, সুকুমার, নীল, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ, মদিরাশ্ব, কাশীরাজ।

মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সকল ধন্বীর অতিক্রমকারী, সমরে চিত্রযোধী ও দৃঢ়াস্ত্র। মহারাজ! গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের ন্যায় ইঁহার শরাসন বিনির্ম্মুক্ত সায়ক সমস্ত সংসক্ত হইয়া প্রস্থিত হয়। আমি এই রথ সত্তম মহাবীরের গুণ সংখ্যা করিতে অসমর্থ; এই মহারথ ইচ্ছা করিলে ত্রৈলোক্য দহন করিতে পারেন। ইনি আশ্রমবাসী হইয়া তপস্যা দ্বারা ক্রোধ ও তেজ উভয়ই পোষণ করিয়াছেন এবং উদার ধীসম্পন্ন হওয়ায় দ্রোণ কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্র সমূহদ্বারা ও অনুগৃহীত হইয়াছেন; কিন্তু হে ভরতর্ষভ! ইহার একটি মহাদোষ আছে, তাহাতে আমি ইঁহাকে রথ বা অতিরথ বলিয়া মনে করিতে পারি না। হে রাজন! এই ব্রাহ্মণ নিত্যই আয়ুষ্কামী সুতরাং জীবন ইঁহার নিতান্ত প্রিয়। যাহা হউক উভয় সেনার মধ্যে ইঁহার সাদৃশ কোন যোদ্ধাই বিদ্যমান নাই। ইনি এক রথে দেবগণের বাহিনীকেও নিহত করিতে পারেন এবং তলনির্ঘোষ দ্বারা পর্ব্বত সকলকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হন। ক্রোধে যুগান্ত সদৃশ মহাদ্যুতি, সিংহগ্রীব অশ্বত্থমা ভারত যুদ্ধের পৃষ্ঠপ্রশমিত করিবেন।

হে ভারত! তোমার এই প্রিয়তম সখা, মন্ত্রী, নায়ক, বন্ধু, অভিমানী, অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, আত্মশ্লাঘাকারী, নিত্য রণ কর্কশ, নীচ পুরুষ, সূর্য্যতনয় কর্ণ। যিনি সর্ব্বদাই তোমাকে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন, ইহাকে সংগ্রামে না রথ, না অতিরথ, কিছুই বলা যায় না। ইনি অনভিজ্ঞ ও সতত দয়ালু হওয়ায় সহজাত দিব্য কবচ ও কুণ্ডল যুগলে বিযুক্ত হইয়াছেন; অতএব রামের অভিশাপ, ব্রাহ্মণের উক্তি ও কবচাদি সাধন সকলের বিয়োগ হেতুক অর্দ্ধরথ বলিয়া আমার অভিমত। সমরে অর্জ্জুনের সন্নিহিত হইয়া ইনি কদাচ জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবেন না। অনন্তর দ্রোণাচার্য্যও কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! আপনি যাহা বলিতেছেন যথার্থ বটে; কর্ণ প্রতি সমরেই অভিমানী হন, কিন্তু বিমুখ হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকেন; অতএব এই ঘৃণী ও প্রমাদী ব্যক্তি আমারও অর্দ্ধরথ বলিয়া অভিমত। কর্ণ কহিলেন, হে পিতামহ! আমি নিরপরাধ হইলেও তুমি কেবল দ্বেষ হেতুক এইরূপ বাক্যবান সহকারে আমাকে ইচ্ছানুসারে পদে পদে ছেদন করিয়া থাক; তথাপি দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমি সে সকলই সহ্য করি হে পিতামহ! জগতে সকলেই জানে ভীষ্মদেব

সত্যবাদী, সুতরাং তোমার মুখ হইতে যখন কর্ণ অর্দ্ধরথ বলিয়া বাণী নির্গত হইয়াছে তখন জগতে সকলেই বলিবে কর্ণ অর্দ্ধরথী; অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাবৎ পর্য্যন্ত তুমি কুরুক্ষেত্র সমরে অস্ত্রধারণ করিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত আমি অস্ত্র ধরিব না। দুর্য্যোধন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গাঙ্গেয়! যুধিষ্ঠিরের প্রভূত পদাতি, হস্তী ও অশ্বনিকরে পরিকীর্ণ, মহারথ সমাকুল, ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোগম, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল সম্পন্ন লোকপাল তুল্য মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, অপ্রধৃষ্য, উদ্বৃত্ত সাগর সদৃশ, মহারণে দেবগণেরও অক্ষোভনীয় এই যে অসীম সৈন্যসাগর উদ্যত হইয়াছে, আপনি কতকালে ইহার ক্ষয় করিতে পারেন? মহাধনুর্দ্ধারী আচার্য্য, সুমহাবল কৃপ সমরশ্লাঘী কর্ণ ও জিতসত্তম অশ্বত্থামা, ইঁহারাই বা কতকালে পারেন? কেন না আমার সৈন্য মধ্যে আপনারা সকলেই দিব্যাস্ত্রকোবিদ।

এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল॥
হেন কেহ ধনুর্দ্ধর আছে এ সংসারে।
এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে॥
ভীষ্ম বলে আমি যদি যুদ্ধে দেই মন।
একদিনে দুই সৈন্য করিনি পাতন॥
দ্রোণাচার্য্য যদি ধরে করে ধনুর্ব্বাণ।
তিন দিনে দুই দল করে সমাধান॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্য লয় যমঘর॥
দ্রোণ পুত্র যদি রণে দেন নিজ মন।
তিন দণ্ডে দুই দলে নাশে সর্ব্বজন॥
যদ্যপি করয়ে মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমেষ করে সবার সংহার॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল।
পুনরপি পিতামহে কহিতে লাগিল॥
এমত অর্জ্জুন যদি জান মহাশয়।
কিপ্রকারে হইবেক তাহার বিজয়॥

ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা।

ভীষ্ম কহিলেন শুন কৌরব ঈশ্বর।
দশ দিন ভার মম হইল সমর ॥
মম পরাক্রম রাজা জান ভালমতে।
সুরাসুর আসে যদি সমর করিতে ॥
আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যেরে নাশিব ॥
রথী দশ সহস্রেক প্রত্যহ মারিব ॥
অর্জ্জুন সহিত যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
রথী দশ সহস্রেক করিব নিপাত।

যুদ্ধ বিধি।

যুগান্তকালীন মহার্ণব যুগলের ন্যায় সেই ভারত সেনাদ্বয়ের সমাগম অদ্ভুতরূপ হইল। কুরুপাণ্ডবেরা সৈন্য সমূহ সংগ্রহ করাতে বসুন্ধরা শূন্যপ্রায় রহিল; কেবল বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীবৃন্দমাত্র সর্ব্বত্র স্ব স্ব দেশে অবশিষ্ট ছিল।

কুরু, পাণ্ডব ও সোমকগণ যুদ্ধের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন যে, সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবে; কেহই কোন প্রকারে ছল প্রয়োগ করিতে পারিবে না; ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হইলে আমাদিগের উভয় পক্ষেরই পরস্পর প্রীতি হইবে। যাহারা বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে; তাহাদিগের সহিত বাক্যদ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে। যাহারা সৈন্য মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে আঘাত করা হইবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতিক পদাতিকের সহিত যুদ্ধ করিবে। যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎসাহ ও পরাক্রম অনুসারে সম্ভাষণ করিয়া প্রহার করিতে হইবে। বিশ্বস্ত, বিহ্বল অথবা নিদ্রিত ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিবে না। অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত, শরণাপন্ন, যুদ্ধপরাঙ্মুখ, ক্ষীণশস্ত্র, অথবা বর্ম্মহীন লোকদিগকে কোন প্রকারে প্রহার করা হইবে না, এবং সারথি, বাহন শস্ত্রবাহক ও ভেরী শঙ্খাদি বাদ্য-

কয়ের প্রতি কোন প্রকারে আঘাত কর্ত্তব্য হইবে না। কুরু, পাণ্ডব ও সোমকগণ এই-রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থে সমুৎসুক রহিলেন।

যুদ্ধানুমতি।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া শরশক্তি সমাকুল শত্রুসৈন্য অবগাহন পূর্ব্বক শীঘ্র ভীষ্মসমীপে উপনীত হইলেন এবং যুদ্ধ নিমিত্ত সমুপস্থিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মের চরণদ্বয় করদ্বয় দ্বারা দৃঢ়ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! আপনার সহিত আমরা যে যুদ্ধ করিব, তাহাতে আপনি আমাকে অনুমতি করুন এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করুন। ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, তুমি যুদ্ধ কর, যুদ্ধে জয়লাভ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন—

কথং জয়েয়ং সংগ্রামেভবন্তম পরাজিতম্।
এতন্মেমন্ত্রয় হিতং যদি শ্রেয়ঃ প্রপশ্যসি॥

আপনি সংগ্রামে অপরাজেয়, আমি আপনার নিকট কি প্রকারে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনি শ্রেয় ও হিতকর যদি কিছু দেখিতে পান, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ভীষ্মদেব বলিলেন—নৈনং পশ্যামি কৌন্তেয় যোমাং যুদ্ধস্তমাহবে।
বিজয়েতপুমান্‌কশ্চিৎ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ॥

হে কুন্তীনন্দন! আমি সংগ্রামে যুদ্ধ করিলে কোন পুরুষ যে আমাকে পরাজয় করিতে পারে, এমত কাহাকেও আমি দেখিতেছি না; সাক্ষাৎ শতক্রতুও আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে প্রণাম করি, আমি ঐ নিমিত্তই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি সমরে শত্রু কর্ত্তৃক আপনার পরাজয়ের উপায় বলুন।

ভীষ্মদেব কহিলেন—নস্মতংতাত পশ্যামি সমরে যো জয়েতমাম্।
নতাবন্ম্‌ত্যুকালোঽপি পুনরাগমনং কুরু॥

হে তাত! সমরে আমাকে যে কেহ জয় করিতে পারে, তাহা আমি দেখিতেছি না, এবং এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনর্ব্বার একবার আমার নিকট আগমন করিও।

রাজা যুধিষ্ঠির তৎপরে দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের অনুমতি নিয়া নিজ সৈন্যে প্রস্থান করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয়ের যুদ্ধ সংবাদ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া আছেন, এমন সময়ে সঞ্জয় দ্রুত গমনে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভরতপ্রবর! আপনাকে নমস্কার করি, আমি সঞ্জয়; ভারতপিতামহ ভীষ্ম হত হইয়াছেন।

ককুদং সর্ব্ব যোধানাংধাম সর্ব্ব ধনুষ্মতাম্।
শরতল্প গতঃ সোঽদ্যশেতে কুরু পিতামহঃ॥
যস্য বীর্য্যং সমাশ্রিত্য দ্যূতং পুত্র স্তবাকরোৎ।
স শেতে নিহতে রাজন্ সংখ্যে ভীষ্ম শিখণ্ডিনা॥
যঃ সর্ব্বান্ পৃথিবীপালান্ সমবেতা মহা মৃধে।
জিগায়ৈ করথেনৈব কাশিপুর্য্যাং মহারথং॥
জামদগ্নং রণে রামং যোঽযুধ্যদপ সম্ভ্রমঃ।
ন হতো জামদগ্নেন স হতোঽদ্য শিখণ্ডিনা॥
মহেন্দ্র সদৃশঃ শৌর্য্যে স্থৈর্য্যেচ হিমবানিব।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে সহিষ্ণুত্বে ধরা সমঃ॥
শরদংষ্ট্রো ধনুর্ব্বক্ত্রঃ খড়্গ জিহ্বো দুরাসদঃ।
নরসিংহঃ পিতা তেঽদ্য পাঞ্চাল্যেন নিপাতিতঃ॥
পাণ্ডবানাং মহাসৈন্যং যং দৃষ্ট্বোদ্যত মাহবে।
প্রাবেপত ভয়োদ্বিগ্নং সিংহং দৃষ্টেব গোগণঃ॥

পরিরক্ষ্য সসেনাং তে দশ রাত্রি মনীকহা।
জগামাস্তমিবাদিত্য! কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্॥
যঃ স শক্র ইব ক্ষোভ্যো বর্ষন্‌ বাণান্ সহস্রশঃ।
জঘান যুধিযোধানামর্ব্বুদং দশভির্দিনৈঃ॥
স শেতে নিহতো ভূমৌবাত ভগ্ন ইব দ্রুমঃ।
তব দুর্ম্মন্ত্রিতে রাজন্ যথা নার্হঃ স ভারত॥

সকল যোদ্ধার প্রধান ও সর্ব্বধনুর্দ্ধারীর তেজঃস্বরূপ সেই কুরুপিতামহ অদ্য শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনার পুত্র যাহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম যুদ্ধে শিখণ্ডী কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ান হইয়াছেন। যে মহারথ কাশীপুরীতে সমবেত সমস্ত মহীপালদিগকে এক রথেই জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি জামদগ্ন্যরামের সহিত অসম্ভ্রম চিত্তে সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে জামদগ্ন্যরাম নিহত করিতে পারেন নাই, সেই ভীষ্ম অদ্য শিখণ্ডী হস্তে নিহত হইয়াছেন। যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্র সদৃশ, স্থৈর্য্যে হিমালয় তুল্য, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর সমান ছিলেন এবং যার শর দংষ্ট্রাস্বরূপ ধনুকবক্ত্রস্বরূপ এবং খড়্গ জিহ্বাস্বরূপ ছিল, সেই দুরাসদ নরসিংহ ভীষ্ম পাঞ্চাল রাজপুত্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। যে প্রকার গোগণ সিংহকে দেখিয়া বেপমান হয় সেইরূপ উদ্যত মহৎ পাণ্ডবসৈন্য রণস্থলে যাহাকে দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া কম্পবান হইয়াছিল; তিনি দশ দিবস আপনার সৈন্য রক্ষাপূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য নিপাত করিয়া অতি দুষ্কর কর্ম করিয়া অস্তগত আদিত্যের ন্যায় অদ্য অস্তগত হইয়াছেন। যিনি ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষোভ রহিত হইয়া সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করত দশদিবসে সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছেন, তিনি বাতভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া অদ্য ধরাশায়ী হইয়াছেন। মহারাজ! সেই ভরত কুলতিলক ভীষ্ম এই ঘটনার অযোগ্য হইয়াও আপনারই দুর্মন্ত্রণাতে তাঁহার এইরূপ দুর্ঘটনা হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পিতা ইন্দ্র সদৃশ কুরু পিতামহ ভীষ্মকে শিখণ্ডী কিপ্রকারে নিহত করিল? তিনি কি প্রকারে রথ হইতে নিপতিত হইলেন? যিনি পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই দেবকল্প বলশালী ভীষ্ম ব্যতিরেকে আমাদিগের যোদ্ধাগণ কিরূপ হইল?

তস্মিন হতে মহাপ্রাজ্ঞে মহেষ্বাসে মহাবলে।
মহাসত্বে নর ব্যাঘ্রে কিমু আসীন্মনস্তব॥

সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল মহাসত্ব নরব্যাঘ্র নিহত হইলে, তোমাদের মন কিরূপ হইল? সঞ্জয়! সেই অবিচলিতচিত্ত কুরুবীর, পুরুষপ্রবরকে নিহত শ্রবণ করিয়া

আমার মন সাতিশয় ব্যথিত হইতেছে। সঞ্জয়! তাঁহার যুদ্ধ গমনকালে কোন কোন ব্যক্তিরা অনুগামী, কোন কোন ব্যক্তিরা অগ্রগামী, কোন কোন ব্যক্তিরা সমভিব্যাহারী কোন কোন ব্যক্তিরা নিবৃত্ত এবং কোন কোন ব্যক্তিরা অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

কেশূরা রথশার্দ্দূল মচ্যুতং ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
তথানীকং গাহমানং সহসা পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ॥
যস্তমোঽর্ক ইবা পোহন্ পর সৈন্যমমিত্রহা।
সহস্ররশ্মি প্রতিমঃ পরেষাং ভয় মাদধৎ॥

সৈন্যগণের প্রতি আক্রমনকারী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, 'অচ্যুত' সেই মহারথ-পুরুষের পৃষ্ঠরক্ষা কোন কোন শূরগণ করিয়াছিল? সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী শত্রুঘাতী যে পুরুষ, সূর্য্য কর্তৃক তমোবিনাশের ন্যায় সংগ্রামে পর সৈন্য বিনাশ করিয়া পরপক্ষের ভয়োৎপাদন করত পাণ্ডুপুত্রদিগের বিপক্ষে অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই সৈন্যগ্রাসকারী পুরুষকে কোন ব্যক্তিরা নিবারণ করিয়া ছিল? হে সঞ্জয়! বাণবর্ষণকারী সেই কৃতী দুরাধর্ষ শান্তনুনন্দনকে পাণ্ডবেরা সমীপস্থ হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধে নিবারণ করিয়াছিলেন? যাহার শর দংষ্ট্রাস্বরূপ, শরাশন কৃতব্যাদন মুখস্বরূপ, খড়্গ জিহ্বাস্বরূপ ছিল এবং যিনি—

অনর্হং পূরুষব্যাঘ্রংহ্রীমন্তমপরাজিতম্।
পাতয়া মাস কৌন্তেয়ঃ কথং তমজিতং যুধি॥

কখন পরাজিত হয়েন নাই; এতাদৃশ ভীষণরূপ যুদ্ধে নিপাতিত হইবার অযোগ্য, লজ্জাশীল, মহানুভব, ভীষণরূপ সেই অজিত পুরুষ ব্যাঘ্রকে কুন্তীপুত্র কি প্রকারে যুদ্ধে নিপাতিত করিলেন? যিনি প্রধান রথে অবস্থিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা শত্রুদিগের মস্তক সমূহ চয়ন করিতেছিলেন এবং পাণ্ডবদিগের বৃহৎ সৈন্যদল সংগ্রাম মধ্যে যে উগ্রধন্বা উগ্র শরবাণ উদ্যমশীল দুর্দ্ধর্ষ পুরুষকে দেখিয়া সর্ব্বক্ষণই কালাগ্নি তুল্য বোধকরত সচেষ্ট থাকিত, তিনি দশদিবস পরসৈন্য পরিকর্ষণপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া অতি দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তগত হইয়াছেন। যিনি যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষয্য শরজাল বর্ষণ করিয়া দশদিনে অর্ব্বুদ সংখ্যক যোদ্ধা নিপাত করিয়াছেন; তিনি অদ্য রণে নিহত হইয়া বাতরুগ্ন মহীরুহের ন্যায় শয়ন করিয়াছেন। সেই ভরতকুল চূড়ামণির পক্ষে এই অনুচিত ঘটনা কেবল আমারই দুর্মন্ত্রনা হেতু হইয়াছে। আচার্য্য দ্রোণ জীবিত থাকিতে, অশ্বথমা কৃপ সন্নিহিত থাকিতে প্রহারক প্রধান ভীষ্ম কি হেতু নিধনপ্রাপ্ত হইলেন? দেবগণের ও দুরাসদ সেই অতিরথ ভীষ্মকে পাঞ্চাল্য শিখণ্ডী কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত করিল? যাঁহার মৌর্ব্বী মেঘগর্জ্জনস্বরূপ বাণ সকল জলবিন্দু সমূহ এবং ধনুকের শব্দ বজ্রধ্বনি সদৃশ; এতাদৃশ উন্নত মহামেঘস্বরূপ সে বীর, বজ্রধারী ইন্দ্রের দানবদল বিনাশের

ন্যায়, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথদিগকে বাণ বর্ষণ করিয়া নিহত করিয়াছিলেন এবং যিনি সমরে অজস্র গমনশীল অস্ত্র সমূহের ভয়ানক সাগরস্বরূপ হইয়াছিলেন; যে সাগরে বাণ সকল হিংস্র জলজন্তু ও কার্ম্মুক সকল তরঙ্গ হইয়াছিল এবং যাহাতে আশ্রয় স্থান দ্বীপ ও তরণী ছিল না; যাহা গদা ও অসিস্বরূপ মকরের আলয়; যাহার আবর্ত্ত অশ্ব সকল; যাহা গজগণে সমাকুল; পদাতিস্বরূপ মৎস্য সংঘে পরিপূর্ণ, দুরাসদ ও অক্ষোভ্য; এবং যাহার শব্দ শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনিস্বরূপ হইয়াছিল; এবং যে সাগর বহুল হয়, গজ, পদাতি ও রথী সকলকে বেগে নিমগ্ন করিতেছিল এবং ক্রোধ-স্বরূপ বাড়বানলে দগ্ধ হইতেছিল; সেই বীর শত্রুহন্তা শত্রুতাপন ভীষ্মরূপ অস্ত্র সাগরকে, বেলাভূমির সমুদ্র নিরোধের ন্যায়, কোন কোন যোদ্ধারা অবরোধ করিয়াছিল?

সঞ্জয়! যখন অরিহন্তা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হিত নিমিত্ত সমর কার্য্য করিয়াছিলেন, তখন কে কে তাহার অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল? সেই অমিততেজস্বী ভীষ্মের দক্ষিণ চক্র কোন কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক হইয়া প্রধান বীর দিগকে নিবারণ করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অগ্রভাগ রক্ষার নিমিত্ত বর্ত্তমান ছিল? কোন বীরেরা সেই যুদ্ধমান বীরের উত্তর চক্র রক্ষা করিয়াছিল? কোন সকল যোদ্ধা তাঁহার বামচক্রে থাকিয়া সৃঞ্জয়গণকে প্রহার করিয়াছিল? কাহারা তাঁহার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের দুরাক্রম্য অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা দুর্গমগতি স্বীকার করিয়া তাঁহার পার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিল? এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাহারাই বা সমবায় যুদ্ধে প্রধান বীরদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল?

সর্ব্বলোকেশ্বরস্যেব পরমেষ্ঠী প্রজাপতে।
কথংপ্রহর্ত্তুমপিতে শেকুঃ সঞ্জয় পাণ্ডবাঃ॥
যস্মিনদ্বীপে সমাশ্বস্য যুধ্যন্তে কুরবঃপরৈঃ।
তংনিমগ্নং নরব্যাঘ্রং ভীষ্মং সংশসি সঞ্জয়॥
যঃ পুরাবিবুধৈঃ সর্ব্বৈঃ সহায়ে যুদ্ধদুর্ম্মদঃ।
কাঙ্ক্ষিতো দানবান্ঘ্নদ্ভিঃ পিতা মম মহাব্রতঃ॥
প্রোক্তং পরায়ণং প্রাজ্ঞং স্বধর্ম্ম নিরতং শুচিম্।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং কথং শংসসিমেহতম্॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিনয়োপেতং শান্তংদান্তং মনস্বিনম্।
হতং শান্তনবং শ্রুত্বামন্যে শেষং হতং বলং॥

শংসমেতদ্ যথা চাসীৎ যুদ্ধং ভীষ্মস্য পাণ্ডবৈঃ।
যোষেবহতবীরামে সেনা পুত্রস্য সঞ্জয় ॥
অগোপমিব চোদ্ভ্রান্তং গোকুলং তদ্বলংমম।
পৌরুষং সর্ব্বলোকস্য পুরং যস্মিন্ মহাহবে ॥

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা, সর্ব্বলোকেশ্বর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সদৃশ সেই ভীষ্মের প্রতি কি প্রকারে প্রহার করিতে সমর্থ হইল? যিনি মহাসমুদ্রে আশ্রয়ভূত দ্বীপস্বরূপ ছিলেন, যাঁহার অবলম্বনে আশ্বাসিত হইয়া কুরুগণ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, সেই নর-সিংহ ভীষ্মরূপ দ্বীপের নিমজ্জন আমার নিকট ব্যক্ত করিতেছ।

পুরাকালে সমস্ত দেবগণ, দানবগণ-হনন কালীন যে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাব্রত মৎপিতা ভীষ্মকে সাহায্য নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিখ্যাত পরমাশ্রয়প্রাজ্ঞ স্বধর্ম্ম-নিরত শুচিবেদ বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মকে কি প্রকারে আমার নিকট হত বলিয়া তুমি ব্যক্ত করিতেছ। সঞ্জয়! সর্ব্বাস্ত্রকুশল বিনয়ী শান্তদান্ত সেই মহানুভব শান্তনুনন্দনকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমি অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যকেই নিহত মনে করিতেছি।

মৎপুত্র দুর্য্যোধনের সেনা এক্ষণে হতবীরা-পতিপুত্র বিহীনা যোষার ন্যায় হইয়াছে। মৎপক্ষীয় তৎসমস্ত সৈন্যই গোপাল রহিত গোযূথের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মহারণে যাঁহার সর্ব্বলোক অপেক্ষায় পরম পৌরুষ প্রকাশ পাইত, সেই মহাপুরুষ যখন রণশায়ী হইলেন, তখন তোমাদিগের মন কিরূপ হইল?

হে সঞ্জয়! যে পুরুষ সিংহে অপ্রমেয় অস্ত্র শৌর্য্য, ধৈর্য্য, তপস্যা, মেধা ও নীতি বিদ্যমান ছিল, তুমি সেই নরশ্রেষ্ঠের মৃত্যু আমার কাছে কি প্রকারে ব্যক্ত করিতেছ।

যস্মিনধৃতির্ব্বুদ্ধি পরাক্রমৌজঃ
সত্যংস্মৃতির্ব্বীরগুণাশ্চ সর্ব্বে।
অস্ত্রাণি দিব্যান্যথ সন্নতির্হি
প্রিয়াচ বাগান সূয়াচ ভীষ্মে ॥
নেহধ্রুবং কিঞ্চনজাতুবিদ্যতে লোকে
হ্যস্মিন্কর্ম্মণো নিত্য যোগাৎ ॥
সূর্য্যোদয়ে কোহি বিমুক্ত সংশয়ে
ভাবং কুর্ব্বীতাদ্য মহাব্রতেহতে ॥

যে প্রকার চন্দ্রের চিহ্ন চিরকাল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ যাঁহাতে ধৃতি, বুদ্ধি, পরা-ক্রম, সার, সত্য, স্মৃতি, সমস্ত বীরগুণ, দিব্য অস্ত্র সকল, সন্নতি, প্রিয়বাক্য ও অসূয়া-

স্নাহিত্য সর্ব্বদা ছিল, সেই মহাব্রত দেবব্রত যখন হত হইয়াছেন, তখন কল্য যে সূর্য্য উদয় হইবে তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। পৃথিবী শশাঙ্কপ্রভা রহিতা ও দিবাকর করহীনা হইলেও হইতে পারে, তথাপি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ সেই পুরুষেন্দ্রের বিনাশ সম্ভাবিত নহে।

সেই অমিতৌজের পরাজয় তুমি আমার নিকট কি প্রকারে ব্যক্ত করিতেছ?

হে সঞ্জয়! সেই মনুজেন্দ্র কি প্রকারে শরতল্পে শয়ান রহিয়াছেন তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

সঞ্জয় কহিলেন—শরতল্পে মহাত্মানংশয়ানমমিতৌজসম্।
মহাবাত সমূহেন সমুদ্রমিব শোষিতম্॥
স্রোতসা যামুনেনেবশরৌঘেন পরিপ্লুতম্।
মহেন্দ্রেণেব মৈনাকমসহ্যংভুবিপাতিতম্॥
নভচ্যুত মিবাদিত্যং পতিতং ধরণীতলে।
শতক্রতুমিবা চিন্ত্যং পুরাবৃত্রেণ নির্জ্জিতম্॥

অমিতৌজস সর্ব্বক্ষত্রিয়ান্তক গুরুমহাত্মা মহাধনুর্দ্ধর পিতামহ ভীষ্মকে মহাবাত শোষিত সমুদ্রের ন্যায় অর্জ্জুন কর্তৃক দিব্যাস্ত্র দ্বারা পাতিত, শরতল্পে শায়িত, অতলস্পর্শ অপার সাগর পারেচ্ছু ব্যক্তিদিগের দ্বীপ স্বরূপ থাকিলেও তাঁহাকে যমুনা-জলস্রোত-স্বরূপ শরসমূহে পরিপ্লুত, ইন্দ্র কর্তৃক ভূতল পাতিত অসহ্য মৈনাক পর্ব্বত সদৃশ, ধরণী-তলে পতিত নভচ্যুত আদিত্যের ন্যায়, বৃত্রাসুর কর্তৃক পাতিত ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল।

হে রাজন! আপনার পিতা দশদিবস পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংশ করিয়া, দুর্য্যোধনকে বিষাদিত করিয়া, পাণ্ডবদিগকে হর্ষিত করিয়া যে প্রকারে শরতল্পে শয়ন করিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

যুদ্ধক্ষেত্র।

মহাসমরাভিনয়।

সৈন্য সকল ব্যূহরচনাক্রমে অবস্থিত ও সযত্ন হইলে, দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে কহিলেন,—এই রণে ভীষ্মের রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, যে হেতু ইনি রক্ষিত হইলে, পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে পারিবেন।

বিশুদ্ধাত্মা ভীষ্ম মহাশয় কহিয়াছেন "আমি শিখণ্ডীকে হনন করিব না, শিখণ্ডী স্ত্রীজাতি, অতএব যুদ্ধে শিখণ্ডী আমার পরিত্যাজ্য"। অতএব ভীষ্মকে বিশেষরূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং মৎপক্ষীয় সকলে শিখণ্ডীর বধে যত্নবন্ত হউক। অপর, সর্ব্বশস্ত্র বিশারদ বীরগণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া পিতামহকে রক্ষা করুন। মহাবল সিংহও যদি অরক্ষমান হয়, তবে বৃকও তাহাকে হনন করিতে পারে, অতএব দুঃশাসন! শৃগাল কর্ত্তৃক সিংহ হননের ন্যায়, যেন শিখণ্ডী দিয়া ভীষ্মকে হনন করে না। যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন এবং অর্জ্জুনের বামচক্রে যুধামন্যু ও দক্ষিণ চক্রে উত্তমৌজা রক্ষক হইয়াছেন, অতএব অর্জ্জুন এতাদৃশরূপে রক্ষিত হইয়া যে শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন, বিশেষত পিতামহ মহাশয় যাহাকে আঘাত করিবেন না, এমত স্থলে শিখণ্ডী যেরূপে পিতামহ মহাশয়কে নিহত করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর। তদনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে, মহীপালগণ 'যোজনাকর, যোজনাকর' এইরূপ মহাশব্দ করিতে লাগিলেন; সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, অশ্বগণের হ্রেষারব, গজগণের বৃংহিত, রথ সকলের নেমিস্বন দ্বারা যেন বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইল; গর্জ্জনকারি-যোধগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎক্রুষ্ট রবে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূরিত হইল। স্বর্ণ বিভূষিত রথ ও নাগ সকল সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ভূরিভূরি রথের সহিত সৈন্য সমূহ যেন নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তন্মধ্যে ভীষ্ম পিতামহ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অতীব শোভা পাইতেছিলেন। সুবল পুত্র শকুনি, শল্য, জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কৈকেয়গণ, সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, জয়ৎসেন, বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা এই দশ সংখ্যক শূরভূপতি এক এক অক্ষৌহিণীপতি হইয়াছেন ও আয়ুধধারণ পূর্ব্বক চমূমুখে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন। পাণ্ডবপক্ষেও বিরাট, দ্রুপদ প্রভৃতি অক্ষৌহিণীপতি হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

তদ্ভিন্ন কৌরবদিগের ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় এক অক্ষৌহিণী মহাসৈন্যে উক্ত দশ অক্ষৌহিণী সেনার অগ্রবর্ত্তী ও একাদশ সংখ্যার পূরণীভূত হইয়াছে এবং শান্তনু পুত্র ভীষ্মমহাশয় উহার প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন।

শ্বেতোষ্ণীষং শ্বেতহয়ং শ্বেতবর্ম্মাণমচ্যুতং।
অপশ্যাম মহারাজ ভীষ্মং চন্দ্রমিবোদিতম্ ॥
হেমতালধ্বজং ভীষ্মং রাজতেস্যন্দনেস্থিতম্।
শ্বেতাভ্রইব তীক্ষ্ণাংশুং দদৃশুঃ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥
সৃঞ্জয়াশ্চ মহেষ্বাসা ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
জৃম্ভমাণং মহাসিংহং দৃষ্টাক্ষুদ্রমৃগা যথা ॥

সেই অক্ষয় পুরুষ ভীষ্মের শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ, শ্বেতঅশ্ব ও শ্বেতবর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে উদিত চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। যাহার হেমময় তালধ্বজ শোভা পাইতেছিল, সেই রজতময় রথে অবস্থিত ভীষ্মকে কৌরব ও পাণ্ডবেরা শুভ্র মেঘ মধ্যস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। পুরোবর্ত্তি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে চমুমুখে অবস্থিত দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। যে প্রকার জৃম্ভমান মহাসিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র মৃগগণ উদ্বিগ্ন হয়, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই পুনঃপুনঃ উদ্বেগাবিষ্ট হইলেন। এই উভয় পক্ষের দুইদল সৈন্য যেন উন্মত্ত মকর সমূহে আবর্ত্তিত ও মহাগ্রাহবৃন্দে সমাকুল যুগান্ত-কালীন সাগরদ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এতাদৃশ সৈন্যসমাবেশ পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট হয় নাই এবং শ্রুতও হয় নাই।

যুদ্ধভূমি—সমরক্রীড়া।

দেবব্রত কুরুপিতামহ ভীষ্ম, সমুদায় রাজাদিগকে আনাইয়া এই কথা কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমাদিগের নিমিত্ত এই মহৎ স্বর্গদ্বার অনাবৃত রহিয়াছে, এই দ্বার দিয়া ইন্দ্র ও ব্রহ্মলোকে গমন কর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ তোমাদিগের নিমিত্ত এই সনাতন পথ বিধান করিয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা অব্যগ্রচিত্ত হইয়া আপনাকে যুদ্ধে নিয়োজিত কর। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নৃগ, এই সকল রাজা ঈদৃশ কর্ম্মদ্বারা সংসিদ্ধ হইয়া পরমধাম লাভ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়দিগের পীড়া দ্বারা গৃহেতে যে মরণ, তাহা তাহাদিগের পক্ষে অধর্ম্ম এবং যুদ্ধে যে নিধনপ্রাপ্তি, তাহাই তাহাদিগের পক্ষে সনাতন ধর্ম্ম। মহীপালগণকে ভীষ্ম মহাশয় এইরূপ কহিলে, তাহারা উত্তম উত্তম রথে আরোহণ করত শোভমান হইয়া স্ব স্ব সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন।

ব্যূহ রচনা।

শান্তনু পুত্র কোন দিবসে মানুষ ব্যূহ, কোন দিবসে দৈব ব্যূহ, কোন দিনে গান্ধর্ব্ব ব্যূহ, ও কোনদিন বা আসুর ব্যূহ রচনা করেন। প্রথমদিন সর্ব্বতোমুখ দারুণ ব্যূহটি রচনা করেন, ঐ ব্যূহের অঙ্গ হস্তীগণ, মস্তক রাজগণ ও পক্ষ অশ্বগণ হইল; সর্ব্বতোমুখ ঈদৃশ দারুণ ব্যূহটি যেন হাস্য করত উৎপতিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টির ঐ ব্যূহের প্রতিপক্ষে বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় কুরুসৈন্য পূর্ব্বদিকে থাকিয়া পশ্চিমাভিমুখ এবং পাণ্ডবসৈন্য পশ্চিমদিকে থাকিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইল। কুরুসৈন্য দৈত্যেন্দ্র সেনার ন্যায় এবং পাণ্ডবসেনা দেবেন্দ্রসেনার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বায়ু পাণ্ডবদিগের পশ্চাৎ হইতে প্রবাত হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে দুই দলে, সংগ্রাম অনল জ্বলে,
বীরগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
কাঁপি উঠে রণস্থল, অস্ত্র করে ঝলমল,
হয় হস্তী ছাড়য়ে চীৎকার॥
বিবিধ বাজনা বাজে, সৈন্য নাজে রণসাজে,
সে ব্যাপার না হয় বর্ণন।
ক্রমে দুই পক্ষে রণ, বাধি উঠে সুভীষণ.
হেন রণ ঘটেনি কখন॥

যুদ্ধভূমি।

প্রথমদিনের যুদ্ধ।

প্রতাপবান কুরুপিতামহ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদন করতঃ উচ্চৈঃশব্দে শঙ্খধ্বনি করিলেন। অনন্তর রণস্থলের সর্ব্বত্র সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদিত হইয়া তুমুল শব্দ উঠিল। তদনন্তর সেই মহারথেরা পরস্পর জাতক্রোধ ও বধৈষী হইয়া স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক ব্যায়াম করিতে লাগিলেন। সেই সকল রাজাদিগের সৈন্যসহ রণস্থলে আপতনকালে হস্তী ও অশ্বের রব, বীরগণের সিংহনাদ এবং শঙ্খ ও ভেরীর বাদ্যধ্বনি একত্র মিশ্রিত হওয়াতে বাতকম্পিত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের শব্দ সদৃশ হইয়া উঠিল ; ঐ ক্ষুব্ধ সমুদ্রের কুম্ভীর, বাণ সকল ; সর্প, ধনুক সকল ; কচ্ছপ, খড়্গ সকল এবং পবন প্রবাহ অগ্রভাগে যোধগণের তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক লম্ফনাদি। সৈন্যসমাগম উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরই ঘোররূপ হইল। সেই সকল সৈন্যের সমাগমে দিবাকর ধূলিপটলীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তস্মিংস্তু তুমুলে যুদ্ধ বর্ত্তমানে মহাভয়ে।
অতি সর্ব্বাণ্যনীকানি পিতামহোঽভিব্যরোচত ॥

সেই মহাভয়ঙ্কর সুতুমুল যুদ্ধস্থলে সমরশ্লাঘী ভীষ্ম তাদৃশ অতি বহুল সৈন্য সকল অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে রাজাদিগের দেহ কর্ত্তনকর মহাঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শান্তনু-পুত্র স্বয়ং কালদণ্ড সদৃশ ভয়ানক কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয়ও লোকবিখ্যাত গাণ্ডীব লইয়া রণমুখে ধাবন করিলেন ; সেই উভয় কুরুশার্দ্দূলই পরস্পর বধৈষী হইলেন। বলশালী গঙ্গাপুত্র রণে পার্থকে বিদ্ধ করিয়া বিকম্পিত করিতে পারিলেন না এবং সেইরূপ অর্জ্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারিলেন না। গলিতমদ বৃহৎ বৃহৎ গজসকল বৃহদাকারগজ সকলের সহিত মিলিতও পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তাঘাতে বহুধা ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। কোন কোন মনুষ্যেরা শক্তুদ্বারা বিদারিত, কেহ পরশ্বধ দ্বারা সংছিন্ন, কোন কোন মনুষ্যেরা হস্তী কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, কেহ বা তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণ, কেহ কেহ বা রথচক্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া স্ব স্ব বান্ধব-দিগকে আহ্বান করত ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পুত্রকে

অনেকে পিতাকে, অনেকে সখাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। বহু মনুষ্যের অস্ত্রবিকীর্ণ, উরুদেশ ভগ্ন, বাহু ছিন্ন ও পার্শ্বদেশ বিদারিত হওয়া প্রযুক্ত তাহাদিগকে জীবিতাভিলাষে ক্রন্দন করিতে দৃষ্ট হইল। কোন কোন অল্পসত্ত্ব মনুষ্যেরা তৃষ্ণার্ত্ত ও ভূমিতে পতিত হইয়া জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। সেই মহাবীর ক্ষয়জনক ভীষণ সংগ্রামে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, সখা সখাকে, বান্ধব বান্ধবকে নিহত করিতে থাকিল। এইরূপে কুরুপাণ্ডবীয় সৈন্যক্ষয় পাইতে পাগিল।

বর্ত্তমানে তথাতস্মিন্নির্ম্মর্য্যাদে ভয়ানকে।
ভীষ্মমাসাদ্যপার্থানাং বাহিনীসমকম্পত॥
কেতুনা পঞ্চতারেণ তালেন ভরতর্ষভ।
রাজতেন মহাবাহু রুচ্ছ্রিতেন মহারথে।
বভৌভীষ্মস্তদারাজংশ্চন্দ্রমাইবমেরুণা॥

হে ভরতেন্দ্র! সেই মর্য্যাদা শূন্য দারুণ মহাসংগ্রামে পাণ্ডবদিগের সৈনিকগণ ভীষ্ম সমীপে কম্পিত হইতে লাগিল। যেরূপ চন্দ্রমা মেরুগিরি দ্বারা শোভমান হয়, সেইরূপ মহাবাহু ভীষ্ম তখন মহারথে সমুচ্ছ্রিত রজতময় পঞ্চতারান্বিত তালধ্বজ দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন।

সেই অতি ভয়ানক দিবসে পূর্ব্বাহ্নের বহু অংশ গত হইলে নরবীর ক্ষয়কারী সেই ভীষণ সংগ্রামে দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য ও বিবিংশতি, ইহরা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীষ্মের সমীপে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথী ভীষ্ম এই পঞ্চ-অতিরথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্যমথিত করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের তালধ্বজ চেদি, কাশি, করুষ ও পাঞ্চাল দেশীয় সৈন্যমধ্যে বহুধা বিচলিত হইতে দৃষ্ট হইল। সেই বীর নতপর্ব্ব মহাবেগশীল ভল্ল সমূহ দ্বারা যুগ ও ধ্বজের সহিত রথসকল ও যোধগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন; তখন যেন তিনি রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে থাকিলেন। কতকগুলি নাগ ভীষ্ম কর্ত্তৃক মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অভিমন্যু অতি ক্রোধান্বিত হইয়া ভীষ্মের রথ সমীপে প্রয়ান করিলেন এবং ভীষ্ম ও তাঁহার রক্ষক সেই পঞ্চরথি প্রধানের প্রতি শর বর্ষণ করিলেন। সেই বীর ভীষ্মের ধ্বজ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা আহত করিয়া ভীষ্ম ও তাঁহার পঞ্চরক্ষকের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কৃতবর্ম্মাকে এক বাণ ও শল্যকে পঞ্চবাণ প্রহার করিয়া প্রপিতামহের প্রতি অগ্রভাগ শাণিত নয়বাণ নিক্ষেপ করিলেন; তৎপরে একবাণে কৃপাচার্য্যের স্বর্ণ-ভূষিত ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তাহার হস্তলাঘব দেখিয়া দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত রথী ধনঞ্জয় পুত্রের লক্ষবেধ নৈপুণ্য হেতু তাঁহাকে

সাক্ষাৎ ধনঞ্জয়ের ন্যায় সত্ত্ববান বোধ করিলেন। অভিমন্যু একবাণে ভীষ্মের তালধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তদ্দৃষ্টে ভীম হৃষ্ট হইয়া সুভদ্রানন্দনের হর্ষোৎপাদন করত শব্দ করিয়া উঠিলেন। সমস্ত পাণ্ডবপক্ষ অভিমন্যু রক্ষার্থে ধাবিত হইল। ভীষ্ম শর-সমূহ দ্বারা পাঞ্চাল, মৎস্য, কেরল ও প্রভদ্রকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। রাজা দ্রুপদের সৈন্য সকলকে শিশিরান্তে অগ্নিদগ্ধ বনের ন্যায় শরদগ্ধ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীষ্ম তৎকালে ধূমশূন্য পাবক সদৃশ হইয়া অবস্থিত রহিলেন।

মধ্যন্দিনে যথাদিত্যং তপন্তমিবতেজসা।
ন শেকুঃ পাণ্ডবেয়স্য যোধাভীষ্মং নিরীক্ষিতুম্॥
বীক্ষাঞ্চক্রুঃ সমন্তাত্তে পাণ্ডবাভয় পীড়িতাঃ।
ত্রাতারং নাধ্য গচ্ছন্ত গাবঃ শীতার্দ্দিতাইব॥
সাতু যৌধিষ্ঠিরী সেনা গাঙ্গেয় শরপীড়িতা।
সিংহেনেব বিনির্ভিন্না শুক্লাগৌরিব গোপতে॥
হতে বিপ্রদ্রুতে সৈন্যেনিরুৎসাহে বিমর্দ্দিতে।
হাহাকারো মহানাসীৎ পাণ্ডুসৈন্যেষু ভারত॥
ততোভীষ্মঃ শান্তনবো নিত্যং মণ্ডলকার্ম্মুকঃ।
মুমোচ বাণান্দীপ্তাগ্রাণহীনাশীবিষানিব॥
শরৈরেকায়নী কুর্ব্বন্দিশঃ সর্ব্বাযতব্রতঃ।
জঘান পাণ্ডব রথানাদিশ্যাদিশ্যভারত॥
ততঃসৈন্যেষু ভগ্নেষু মথিতেষু চ সর্ব্বশঃ।
প্রাপ্তেচাস্তং দিন করেন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥
ভীষ্মং চ সমুদীর্য্যন্তং দৃষ্ট্বা পার্থামহাহবে।
অবহারমকুর্ব্বন্ত সৈন্যানাং ভরতর্ষভ॥

যে প্রকারে মধ্যাহ্ন সময়ে তপন্ত তেজস্বান্ সূর্য্যকে সহ্য করা যায় না, তদ্রূপ পাণ্ডব-পক্ষীয় যোধগণ ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না, ভয়ার্ত্ত হইয়া শীতার্দ্দিত গো-যূথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিরিক্ষণ করিয়া কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না। সৈন্য সকল হত, বিমর্দ্দিত, নিরুৎসাহ ও বিদ্রুত হইলে তাহাদিগের মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। শান্তনুনন্দন অনবরত আশীবিষ ভুজঙ্গ সদৃশ দীপ্তাগ্রবাণ সমূহ মোচন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ধনুক মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে

লাগিল। তিনি যতব্রত হইয়া শরদ্বারা সমস্তদিক্ একমাত্র পথ করত পাণ্ডবপক্ষীয় রথিদিগকে বলিয়া বলিয়া নিহত করিতে থাকিলেন ; তাহাতে সৈন্যসকল মথিত ও ভগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর দিবাকর অস্তগত হইল, কিছুই আর দৃষ্টিগোচর রহিল না। তৎকালে পার্থগণ ভীষ্মকে সেই মহাসংগ্রামে উগ্রভাবে উদীর্য্যমান দেখিয়া সৈন্যগণের অবহার করিলেন।

কবি চূড়ামণি কাশীদাসের উক্তি যথা—

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সৈন্য কোলাহল যেন সমুদ্র প্রলয়॥
দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি।
আগু হইলেন যত রথী নৃপমণি॥
অর্জ্জুনেরে বলিলেন দেব নারায়ণ।
ভীষ্মের সহিত তুমি আজি কর রণ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
অর্জ্জুন সম্মুখে আসে করিবারে রণ॥
পিতামহে প্রণমিল তবে ধনঞ্জয়।
কল্যাণ করেন ভীষ্ম বলি হোক জয়।
রণসজ্জা বিভূষিত দেখি ভীষ্ম বীরে।
বিজয় বিনয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসেন ধীরে।
কোন হেতু যুদ্ধ সজ্জা দেখি মহাশয়।
তোমার সমান কুরু পাণ্ডুর তনয়॥
দুর্য্যোধন সাহায্যেতে গেল তব মন।
তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ॥
ভীষ্ম কহিলেন পার্থ কহিলে প্রমাণ।
ক্ষত্র ধর্ম্ম আছে হেন না করিব আন।
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনুনন্দন।
সারথি হইলে প্রভু ভক্তের কারণ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিদশ ঈশ্বর যার সারথি হইল॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম ধরে ধনুঃশর।
দুই বাণ মারিলেন অর্জ্জুন উপর॥
গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়।
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয়॥

পুন ভীষ্ম দশ অস্ত্র করিল সন্ধান।
সেই অস্ত্র কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়।
দোঁহে অস্ত্র নিবারেণ সমরে দুর্জ্জয়॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর।
ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর॥
ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে
নিবারয়ে ভীষ্মবীর হাতে ধনুঃশরে॥
কাটিয়া ভীষ্মেরধ্বজ ভুমিতে পাড়িল।
সৈন্য মধ্যে দেবগণ তাহে প্রশংসিল।
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
অভিমন্যু রথধ্বজ সারথি কাটিল॥
দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে অর্জ্জুনতনয়॥
তবে মহারথী সব লয়ে অস্ত্রগণ।
অভিমন্যু রক্ষা হেতু ধায় সর্ব্বজন।
ভীষ্মের উপরে করে বাণ বরিষণ।
নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন॥
সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিন্ধিল।
পাণ্ডবের সেনাগণে জর্জ্জর করিল॥
ব্যাকুল পাণ্ডব সৈন্য রণে নহে স্থির।
দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর॥
যেন দুই অগ্নি আসি একত্র মিলিল।
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে মেশামিশি যুদ্ধ হৈল॥
ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ।
অতি ক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন॥
পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ॥
তিনলোক কম্পবান দেখি অস্ত্রবর।
দশদিক অন্ধকার কাঁপে চরাচর॥
দেখি হইলেন ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন কমললোচন॥

নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয়।
নহে সব সৈন্য আজি মরিল নিশ্চয়॥
শুনি পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে কাটি করিলেন খান খান॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
বাণে নিবারিল তাহা শান্তনু নন্দন॥
দুইজন দিব্য শিক্ষা মহাপরাক্রম।
কেহ কারে জিনিতে না পারে করি শ্রম॥
দোঁহাকার ছিদ্র দোঁহে খুজিয়া বেড়ায়।
না পায় সন্ধান দোঁহে সমরে দুর্জ্জয়॥
হেনকালে ভীম মহা বিক্রম করিল।
অনেক কৌরব সৈন্য রণে বিনাশিল॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট মন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকোদর।
প্রলয় হইল যুদ্ধ মহা ভয়ঙ্কর॥
ধনু ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি।
চাহিয়া দেখেন তাহা অর্জ্জুন আপনি॥
এই অবসর পেয়ে গঙ্গার কুমার।
রথি দশ সহস্রেরে করিল সংহার॥
রথি মারি দর্প করি জয় শঙ্খ দিল।
প্রথমদিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার স্থান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের খেদ।

শুচাপরময়াযুক্ত শ্চিন্তয়ানঃ পরাজয়ম্।
বার্ষ্ণেয় মত্রবীদ্রাজন্ দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য বিক্রমম্॥
কৃষ্ণপশ্য মহেস্বাসং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্।
শরৈর্দ্দহন্তং সৈন্যং মেগ্রীষ্মেকক্ষমিবানলম্॥
কথমেনং মহাত্মানং শক্ষ্যামপ্রতিবীক্ষিতুম্।
লেলিহ্যমানং সৈন্যং মে হবিষ্মন্তমিবানলম্॥
এতং হি পুরুষব্যাঘ্রং ধনুষ্মন্তং মহাবলম্।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতং সৈন্যং সমরে মার্গণাহতম্॥
শক্যোজেতুং য়মঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিশ্চ সংযুগে।
বরুণঃ পাশভৃদ্বাপি কুবেরোবা গদাধরঃ॥
নতুভীষ্মো মহাতেজাঃ শক্যো যেতুং মহাবলঃ।
সোহহমেবং গতেমগ্নো ভীষ্মাগধ জলে প্লবে॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের প্রভাব ও পরক্রম এবং দুর্য্যোধনের হর্ষ দেখিয়া সাতিশয় শোকান্বিত হইয়া আপনার পরাজয় চিন্তা করত কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! দেখ ভীষ্ম যেরূপ ভীষণ পরাক্রম ও মহাধনুর্দ্ধর। উনি গ্রীষ্মকালে অনল কর্ত্তৃক শুষ্কতৃণ দহনের ন্যায় শর দ্বারা সৈন্য দগ্ধ করিতেছেন; ঘৃতযুক্ত অগ্নির ন্যায় মদীয় সৈন্য লেহন করিতে-ছেন। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে রণস্থলে কি প্রকারে নিরীক্ষণ করি? মহাবল-শালী ঐ পুরুষ ব্যাঘ্রকে কার্ম্মুকহস্ত দেখিয়া শরাহত আমাদিগের সৈন্য সকল পলায়িত হইতে লাগিল। ক্রুদ্ধ যম, বজ্রহস্ত ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ ও গদাধারী কুবের, ইহাদিগকেও রণে জয় করা যায়; কিন্তু মহাবল মহাতেজা ভীষ্মকে কোন প্রকারেই পরাজিত করিতে পারা যাইবে না। এইরূপ অবস্থায় আমি ভীষ্মরূপ অগাধ জলে মগ্ন হইয়া আপ্লুত হইয়াছি, সুতরাং আপনার বুদ্ধি দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত সংগ্রামে ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আমার বনেই জীবিত থাকা শ্রেয়, অতএব আমি বনে যাই। এই রাজগণকে ভীষ্মস্বরূপ যমের হস্তে দেওয়া উচিৎ নহে; মহাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম আমার সেনাক্ষয় অবশ্য করিবেন। যে প্রকার পতঙ্গগণ আত্মবিনাশের নিমিত্তই ধাবিত হইয়া প্রজ্বলিত বহ্নিতে পড়িতে যায়, আমার সৈনিকজনেরা সেইরূপই ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহাশয় ।
রণবেশ ছাড়ি সবে বসিল সভায় ॥
ভীষ্ম পরাক্রম সবে বাখানে বিস্তর ।
দশ সহস্র মহারথী নিল যমঘর ॥
না হয় নিমেষ পূর্ণ অবসর পায় ।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন ।
বড়ই দুষ্কর পিতামহ সনে রণ ॥
মহা পরাক্রম বীর দুর্জ্জয় সংসারে ।
দেবাসুর যার নামে সদা কাঁপে ডরে ॥
হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ ।
কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা নাহি মনে ।
কালি সেনাপতি কর বিরাট নন্দনে ॥
অর্জ্জুন করিবে কুরুসৈন্যের সংহার ।
শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্ম্মের কুমার ॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার প্রবোধ পাইয়া সেই নিশা বঞ্চিত করিলেন ।

দ্বিতীয়দিনের যুদ্ধ।

ব্যূহসংস্থান।

যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন! ক্রৌঞ্চারুণ নামে সর্ব্বশত্রু-সূদন একটি ব্যূহ আছে, বিপক্ষ সৈন্যবিনাশক সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ যথাবিধানে প্রতিব্যূহিত কর।

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রত্যূষকালে ধনঞ্জয়কে সর্ব্বসৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিলেন। মহতীসেনাতে সমাবৃত পাঞ্চালরাজ সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহের মস্তক হইলেন। কুন্তিভোজ ও চেদিপতি এই দুই রাজা উহার চক্ষু হইলেন। দাশেরকগণের সহিত প্রয়াগ, দশার্ণ, অনূপ ও কিরাতদেশীয় রাজাগণ উহার গ্রীবা হইলেন। পটচ্চর, হুণ্ড, কৌরবক ও নিষাদপ্রদেশীয়গণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির উহার পৃষ্ঠ হইলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, মহারথ অভিমন্যু ও সাত্যকি, ইহারা উহার উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। পিশাচ, দরদ, পৌণ্ড্র, কুণ্ডীবৃষ, মারুত, ধেনুক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লীক, তিত্তির, চোল ও পাণ্ড্য, এই সকল দেশীয় যোদ্ধাগণ দক্ষিণ পক্ষ, আর অগ্নি বৈশ্য, গজতুণ্ড, মলদ, দাশকারি, শবর, কুন্তল, বৎস ও নাকুলদেশীয় যোধগণের সহিত নকুল ও সহদেব বামপক্ষ আশ্রয় করিলেন। পক্ষভাগে অযুত, শিরোভাগে নিযুত, পৃষ্ঠভাগে এক অর্ব্বুদ বিংশতি সহস্র এবং গ্রীবাভাগে এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ থাকিল। পক্ষকোটি, প্রপক্ষ ও পক্ষান্তে চলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় বারণগণ পরিবৃত হইয়া রহিল। কেকয়গণের সহিত বিরাট এবং তিন অযুত রথের সহিত কাশিরাজ ও শৈব্য উহার জঘনদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ এইরূপ মহাব্যূহ ব্যূহিত করিয়া বদ্ধসন্নাহ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিত রহিলেন। তৎপরে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৌরবেরা পার্থদিগের ব্যূহের প্রতিপক্ষে এক মহাব্যূহ সজ্জিত করিলেন। মহতীসেনায় চতুর্দ্দিকে পরিবারিত হইয়া ভীষ্ম, মহাসৈন্যদল প্রকর্ষণ করত দেবরাজের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। প্রতাপশালী মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেকল প্রাবরগণের সহিত ভীষ্মের অনুগামী হইলেন। এবং সর্ব্বসৈন্যের সহিত গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, শিবি ও বশাতিদেশীয় যোধগণ যুদ্ধশোভী ভীষ্মের পশ্চাদ্গামী হইলেন। শকুনি স্বকীয় সৈন্যের সহিত, ভরদ্বাজ নন্দনকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি, সুশর্ম্মা, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, সাত্বত, কৃতবর্ম্মা, নানাদেশীয় রাজগণ, কেতুমান, বসুদান এবং বিভু কাশীরাজ পুত্র মহতীসেনার

সহিত, সেনাপৃষ্ঠে অবস্থিত হইলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষীয় সকলেই হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিলেন। সমস্ত সোদরগণে সমবেত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষান্বিত হইয়া অশ্বাতক, বিকর্ণ, চামল, কোশল, দরদ, শক, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত পাণ্ডববাহিনীর উপর অভিক্রান্ত হইলেন। স্বর্ণপুঙ্খ, সুতেজিত ও অগ্রভাগ অকুণ্ঠিত বাণ সকল রথীগণ কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইয়া নাগ ও অশ্বগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। তথাবিধ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পরিহিত বর্ম্মা ভীম পরাক্রম কুরুপিতামহ মহাবাহু বিভু ভীষ্ম, মহারথ অভিমন্যু, ভীমসেন, অর্জ্জুন, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি ও মৎসরাজ, এই সকল নরবীরের সমীপে গমনপূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অরিহন্তা ভীষ্মবীরের সমাগমে পূর্ব্বোক্ত মহাব্যূহ কম্পিত হইতে লাগিল; পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্যেরই মহা ব্যতিক্রম সংঘটিত হইল; সাদী রথী ও প্রবর বাজী সকল হতাহত হইতে লাগিল। রথ সেনা সকল বিপ্রবাত হইতে থাকিল। তখন নরসিংহ অর্জ্জুন মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, কৃষ্ণ! যেখানে পিতামহ আছেন সেখানে রথ লইয়া চল। স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, দুর্য্যোধন হিতৈষী ঐ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের সেনাক্ষয় করিবেন। দ্রোণ, কৃপ শল্য, বিকর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ইহারা দৃঢ়ধন্বা ভীষ্মের রক্ষিত হইয়া পাঞ্চালদিগকে সংহার করিবেন, অতএব আমি সৈন্য রক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মকে বধ করিব। বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি সযত্ন হও, এই আমি তোমাকে পিতামহ রথ সমীপে লইয়া যাই।

কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে এই বলিয়া সেই লোক বিশ্রুত রথ ভীষ্মের রথ সমীপে লইয়া গেলেন। ধনঞ্জয় চঞ্চল বহু পতাকান্বিত, বকশ্রেণী সবর্ণ বাজি সংযোজিত, মহা ভীষণ নিনাদকারী বানরাধিষ্ঠিত সমুচ্ছ্রিত কেতু বিরাজিত, আদিত্য কান্তিবিশিষ্ট মহৎ রথ দ্বারা মেঘ গম্ভীর শব্দে শূরসেন ও অন্যান্য কৌরব সেনা ধ্বংস করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। সিন্ধু, প্রাচ্য, সৌবীর ও কৌকয়গণে সুরক্ষিত শান্তনুনন্দন-ভীষ্ম রণস্থলে শূরগণকে ত্রাসিত ও নিপাতিত করিতে করিতে বেগ সহকারে আগমনশীল প্রভিন্ন বারণের ন্যায় দ্রুতবেগে আগচ্ছন্ত, সেই সুহৃদগণের হর্ষবর্দ্ধন ধনঞ্জয়ের সম্মুখে সহসা প্রত্যুদ্গত হইলেন। পরে ভীষ্ম সপ্তসপ্ততিনারাচ, দ্রোণ পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চাশৎ, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নব, সিন্ধুরাজ নব, শকুনি পঞ্চশর ও বিকর্ণ দশ ভল্লদ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহাবাহু অর্জ্জুন চতুর্দ্দিক হইতে শানিত শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও ভিদ্যমান অচলের ন্যায় ব্যথিত হইলেন না। অমেয়াত্মা কিরিটী ভীষ্মকে পঞ্চবিংশতি, কৃপকে নব, দ্রোণকে ষষ্টি, বিকর্ণকে তিন, শল্যকে তিন এবং রাজা দুর্য্যোধনকে পঞ্চবাণ দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অভিমন্যু ইহারা ধনঞ্জয়ের নিকট পরিবৃত হইলেন। তদনন্তর

ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণের সহিত গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের প্রিয়কার্য্যেরত মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের নিকট সমাগত হইলেন। পরন্তু রথিপ্রধান ভীষ্ম সত্বর হইয়া অশীতি সংখ্য শাণিত বাণ ধনঞ্জয়ের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন, তাহা দেখিয়া কুরুপক্ষীয়গণ হর্ষ সহকারে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে রথিসিংহ প্রতাপবান্ ধনঞ্জয় সেই হর্ষোৎফুল্ল যোধগণের নিনাদ শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রহৃষ্টের ন্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। পরে সেই সকল রথিপ্রবরদিগের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকের দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে স্ব সৈন্যদিগকে পার্থ দ্বারা পীড়ামান দেখিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! আপনি এবং দ্রোণ রথিগণের প্রধান, আপনারা উভয়ে জীবিত থাকিতে ঐ বলী অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত আমাদিগের সৈন্য সমস্ত নিপাতিতকরত আমাদিগের মূল কৃন্তন করিতে লাগিলেন। কর্ণ আমাদিগের হিতৈষী, উনি আপনার নিমিত্তই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রণে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ফাল্গুন হত হয়, আপনি এমত উপায় করুন। দেবব্রত এইরূপে দুর্য্যোধনের আদিষ্ট হইয়া, 'ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে ধিক্' বলিয়া পার্থের রথের নিকট গমন করিলেন।

উভয় শ্বেতাশ্ববানকে যুদ্ধে সংসক্ত দেখিয়া ভূপালগণ অত্যন্ত সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। দ্রোণপুত্র, দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন। সেইরূপ পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও সকলে ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া মহা যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত রহিলেন। তদনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইল। গঙ্গানন্দন নয় শর পার্থের প্রতি, পার্থও মর্ম্মভেদী দশ বাণ গঙ্গানন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সমরশ্লাঘী অর্জ্জুন সহস্রশর প্রয়োগ করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্মও তখন শরজাল দ্বারা অর্জ্জুনের সেই শরজালকে নিবারণ করিলেন। উহারা উভয়েই যুদ্ধনন্দিত- উভয়েই পরম হর্ষ সহকারে পরস্পর কৃত প্রতীকারার্থী হইয়া নির্ব্বিশেষরূপে রণ করিতে লাগিলেন। যে সকল শরজাল ভীষ্ম শরাসন হইতে প্রমুক্ত হইতে থাকিল, তাহা অর্জ্জুন বাণে ছিন্ন ও শীর্য্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই প্রকার যে সকল শরজাল অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে প্রমুক্ত হইতে লাগিল, তাহা ভাগ ভাগ হইয়া ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইতে দৃষ্ট হইল। অর্জ্জুন পঞ্চবিংশতি শরে ভীষ্মকে প্রহার করিলেন, ভীষ্মও নব সংখ্য বাণে পার্থকে প্রহার করিলেন। সেই অরিন্দম দুইবীর পরস্পর অবলীলাক্রমে পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথের ঈশা ও চক্রবেধকরত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যোধবর ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন সারথি বাসুদেবের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে তিন বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন। মধুসূদন ভীষ্ম শরাসনচ্যুত বাণত্রয়ে বিদ্ধ হইয়া সেই রণস্থলে সপুষ্প কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন॥ অর্জ্জুন মাধবকে নির্ব্বিদ্ধ দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মের সারথিকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে সেই দুই বীর সযত্ন হইয়া পরস্পর রথ মধ্য হইতে পরস্পরকে লক্ষিত

করিতে সমর্থ হইলেন না, কেননা উভয়েই সারথির নৈপুণ্য সামর্থ্যবশতঃ লাঘব প্রযুক্ত রথের বিচিত্র মণ্ডলকারিত গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রহার করিবার অবকাশবর্ত্ম অনুসন্ধানে পুনঃ পুনঃ অন্তর পথস্থ হইতে লাগিলেন। এবং সিংহরব সহকারে শঙ্খশব্দ ও শরাসন নির্ঘোষ করিতে থাকিলেন। তাহাদিগের শঙ্খধ্বনি ও রথনেমি সব্দে পৃথিবী সহসা দারিতা, কম্পিতা ও অনুনাদিতা হইল। তাঁহারা উভয়েই উভয়ের সদৃশ, শূর ও বলবান উভয়ের মধ্যে কেহই কিছুমাত্র অবকাশ দেখিতে পাইলেন না। কৌরব পক্ষীয়েরা তাদৃশ যুদ্ধ সময়ে যে ভীষ্মের রক্ষার্থে সমীপে গমন করিলেন, তাহা কেবল ভীষ্মের চিহ্নমাত্র দ্বারা, সেইরূপ পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও পার্থের চিহ্ন মাত্র দ্বারাই তাহার রক্ষার্থে সমীপস্থ হইলেন। সেই নরসিংহদ্বয়ের সংগ্রামে তাদৃশ পরাক্রম দেখিয়া সকল প্রাণীই বিস্ময়াপন্ন হইল। যে প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কদাপি কেহ পাপ দেখিতে পায় না, সেই প্রকার কেহই সেই রণস্থলে তাঁহাদিগের রন্ধ্র-দর্শনে সমর্থ হইল না॥ উভয়েই কখন শরজালে অদৃশ্য, কখন বা অতি শীঘ্র প্রকাশিত হন। উভয়ের পরাক্রম দেখিয়া তত্রস্থ দর্শক, দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই দুই সংবৃদ্ধ মহারথকে সমস্ত লোক, দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমবেত হইয়াও যুদ্ধে পরাজয় করিতে কোন প্রকারে সমর্থ নহে। লোক মধ্যে এই যুদ্ধ আশ্চর্য্যভূত অতি অদ্ভুত ব্যাপার, এতাদৃশ যুদ্ধ কখনই আর হইবার সম্ভাবনা নাই। উহাদিগের প্রতি এইরূপ স্তুতি বাক্য ইতস্তত প্রচারিত হইতে শ্রুত হইল।

ভীষ্ম শরসমূহে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি বিদিক্, কি ভূমিতল, কি ভাস্কর, কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না। দিক সকল তিমিরময় হইল। অনেক হস্তীর ধ্বজ অবসাদিত, অনেক রথীর অশ্ব হত এবং অনেক রথ-যূথপতির রথ সকল সাতিশয় ধাবমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন রথীদিগকে রথবিহীন হইয়া বলয় হস্তে আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতে দেখা গেল। গজারোহী গজ এবং হয়ারোহী হয় পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইতে লাগিল। রাজগণকে রথ হইতে, গজ হইতে ও অশ্ব হইতে পাতিত ও পাত্যমান দেখিতে লাগিলাম। পরিঘ, মুদ্গর, প্রাস, ভিন্দিপাল, নিস্ত্রিংশ, তীক্ষ্ণ পরশ্বধ, তোমর, চর্ম্ম, কবচ, ধ্বজ, সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত অন্যান্য শস্ত্র, দণ্ড, হেমদণ্ড, অঙ্কুশ, প্রতোদ, কশা ও যোক্ত্রের রাশি রাশি বিদীর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণভূমিতে ইতঃস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রণমধ্যে অলৌকিক রূপে বিচরণ করত শত্রুগণের ক্ষোভ ও ভয় প্রবর্দ্ধিত করিতে থাকিলেন। যেমন বিদ্যুৎ মেঘমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরূপ তাঁহার স্বর্ণপরিষ্কৃত কোদণ্ড ভ্রমণশীল রথরূপ মেঘ মধ্যে পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সত্যবান প্রাজ্ঞ ধর্ম্মনিষ্ট বীর যুগান্তকালের নিয়ন্তার ন্যায় ভয়ানক নদী প্রবাহিত করিলেন। সেই নদী অমর্ষরূপ বেগ হইতে সমুৎপন্না হইল; তাহার চতুর্দ্দিকে মাংসাশীগণ বিচরণ করিতে লাগিল। সেই নদী সৈন্যরূপ জলবেগে

পরিপূর্ণা হইয়া বীররূপ বৃক্ষ সকলকে প্রবাহ দ্বারা লইয়া যাইতে লাগিল। তাহার জল কেবল শোণিত; আবর্ত্ত, রথ সকল; তীর, হস্তী ও অশ্বগণ; উৎপল, কবচনিচয়; পঙ্ক, মাংসরাশি; বালুকা, মেদ, মজ্জা ও অস্থিসকল; এবং ফেণরাশি, পতিত উষ্ণীষ সমূহ হইল। সংগ্রামরূপ মেঘে পরিব্যাপ্ত সেই নদীর মৎস্য, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রবৃন্দ; জলজন্তু, নর, নাগ ও অশ্ব; প্রবাহ, শরবেগ; ভাসমান কাষ্ঠ সকল, শরীরচয়; কচ্ছপ, রথসকল পাষাণ নির্ম্মিত তট, মস্তকনিচয়; মীনধ্বজা নিকর এবং তাহার হ্রদ, রথ ও হস্তী যূথ হইল। মহারথ সকল নানাভরণে বিভূষিত সেই নদীর আবর্ত্ত; এবং ভূমিরেণু সকল, তাহার উর্ম্মিমালা হইল। ঐ শোণিত নদী মহাবীর্য্যবানগণের অনতিকষ্টে তরণীয়া এবং ভীরুগণের দুস্তরনীয়া হইল। উহার শোণিতজলে শত শত শরীরের সম্বাধ হইতে লাগিল। কঙ্ক ও গৃধ্রগণ তাহাতে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার বেগে সহস্র সহস্র মহারথ যমসদনে উপনীত হইতে লাগিল। শূরগণ ব্যালরূপে তাহাতে সমাকীর্ণ হইলেন। তাহাতে ছিন্ন ছত্র সকল মহাকায় হংসের ন্যায় প্রকাশিত, মুকুট সকল বিবিধ পক্ষীরূপে শোভিত এবং চক্র সকল কূর্ম্মরূপে, গদা সকল কুম্ভীররূপে ও শর সকল ক্ষুদ্র মৎস্যরূপে বিরাজিত হইল। মহাসত্ত্ব দেবব্রত এতাদৃশী ভয়ঙ্কর কাক, গৃধ্র, শৃগাল সমূহের নিষেবিতা শত শত শরীরের সম্বাধ-সমন্বিতা কেশরূপ শৈবালবতী ভীরুজন ভয়-প্রদায়িনী নদী উৎপাদন করিয়া শত শত প্রাণীদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক সেই নদীর প্রবাহ দ্বারা যমালয়ে উপনীত করিলেন। তদনন্তর সূর্য্য অস্তগত হইলে, মহারথ ভীষ্ম সৈন্যগণের অবহার করিলেন। সায়ংসময় আগত দেখিয়া উভয়পক্ষেরই সৈন্যাবহার হইল।

মহাকবি কাশীরামের উক্তি—

তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
সেনাপতি শঙ্খে দেখি সবিস্ময় মন॥
সিংহনাদ করি বীর করে শঙ্খধ্বনি।
ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি।
অগ্র হয়ে শঙ্খবীর সিংহনাদ করে।
সন্ধান পূরিল বাণ ভীষ্মের উপরে॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়ে দশ বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীষ্ম তাহা করে খান খান।
যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীষ্মবীর।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর॥
বাণাঘাতে বিরাটের পুত্র মূর্চ্ছা গেল।
সারথি লইয়া রথ পশ্চাৎ করিল॥

ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
সহস্র সহস্র সৈন্য করিল সংহার॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রুষে ভীষ্মবীর॥
অর্জ্জুন সম্মুখে আসি ধনু অস্ত্র ধরি।
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি॥
অসাক্ষাতে মারিলে যে মম বহু সেনা।
সাক্ষাতে যুঝহ তবে জানি বীরপনা॥
এত বলি দিব্যঅস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান॥
পুনঃ দিব্যঅস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
যেন জলধর ঘন করে বরিষণ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারেন অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
বহু সৈন্য মারি বীর করে খণ্ড খণ্ড॥
হেনমতে যুঝে দোঁহে নাহি দিশ পাশ।
না লয় নিমেষ দোঁহে না ছাড়ে নিশ্বাস॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায়।
তিল আধ অবসর কদাচ না পায়॥
ব্রহ্ম অস্ত্র তেজ যবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল॥
এই অবসরে বীর শান্তনুনন্দন।
রথী দশ সহস্রেরে করিল নিধন॥
জয়শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান।
দ্বিতীয়দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান॥
কৌরব পাণ্ডবদলে যত যোদ্ধা বীর।
সবে চলি গেল তবে আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তৃতীয়দিনের যুদ্ধ।

বিশ্বপতির বিশ্ববিভ্রম বা দেবর্ষিগণের মহাক্রন্দন।

শ্রুতির উপদেশ—বিশ্বপতি, জগৎপালক কৃষ্ণের বিশ্ববিভ্রম নাই।

কিন্তু আজ একি দেখি? আজ দেখা যাইতেছে, জগৎই বা কোথা রহিয়াছে, তাহার পালকই বা কোথায় রহিয়াছেন; আজ বিশ্বই বা কোথা, বিশ্বপতিই বা কোথা; আজ দেখা যাইতেছে, আর্য্যপতি জগৎপতির পতিত্ব পাতিত করিতেছেন; আজ বিশ্ব-রক্ষক নিজ রক্ষার্থ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন। ঐ দেখা যাইতেছে, ভীষ্মদেব সমন্তাৎ দশ যোজন বাণময় করিয়া ফেলিয়াছেন। মহারণের রঙ্গালয় কুরুক্ষেত্র বাণময় দৃষ্ট হইতেছে। পশু নাই, পক্ষী নাই; কীট নাই, পতঙ্গ নাই; নর নাই, সুর নাই; দেব নাই, দানব নাই; যক্ষ নাই, রক্ষ নাই; দিবানিশি জ্ঞান নাই, কেবল দিগন্ত প্রসারিণী বাণের অস্তিত্বই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দিগন্তব্যাপী বাণ বর্ষণে মহাব্যোম অস্তিত্ব হারাইয়াছে, চিন্ময়ের চৈতন্য লোপ পাইয়াছে, সুতরাং ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। আজ দিগন্ত প্রসারিণী বাণ বর্ষণ দৃষ্টি করিয়া বিশ্বপতির বিশ্ব বিভ্রম ঘটিল। যেদিকে দেখে সেইদিকেই বাণ, উর্দ্ধে বাণ, অধে বাণ; দক্ষিণে বাণ, বামে বাণ; সম্মুখে বাণ, পশ্চাতে বাণ; দশদিকে বাণ, কেবল বাণময় জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং রঙ্গনাথে রঙ্গ উপস্থিত হইল, জগৎ আধার দেখিল; বাণ ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; বিশ্ব কোথায় রহিয়াছে তাহাও দেখা যাইতেছে না; নিজে কোথায় রহিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইতেছে না; আজ বিশ্বইবা কোথা, বিশ্বপতিই বা কোথা। আজ জগৎ পালক, বিশ্বরক্ষক কৃষ্ণের রক্ষাকর্ত্তা কেহকে পাওয়া যাইতেছে না; বিশ্বপালক জগৎ-কর্ত্তা আজ যায় যায়। ব্রহ্মলোকবাসীগণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতেছেন; ব্রহ্মচারিকগণ বেদধ্বনিতে স্বস্তিবাচন করিতেছেন,—স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি; রক্ষা হউক, রক্ষা হউক, রক্ষা হউক; আজ জগৎকর্ত্তাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর; আমাদের মহাপ্রভুকে মেরনা, মেরনা, মেরনা। দেবগণ, ঋষিগণ, ব্যাসাদি শিষ্যগণ, নারদাদি মুনিগণ কেঁদে আকুল, আজ বুঝি কৃষ্ণ যায় যায়, আজ বুঝি কৃষ্ণ কৃষ্ণ পায়; আজ বুঝি ব্যাসাদি মহাশিষ্যদের মহাগুরু নিপাত হয়, কালাশৌচ বা জন্মে; আজ বুঝি ভূতময় ভূতনাথের ভগবান ভূত হয়।

ঐ দেখা যাইতেছে, আর্য্যপতি বিশ্বপতির কি দশা করিতেছেন--

অর্জ্জুনে দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপর॥
রথ অশ্ব না দেখি না রথী ধনঞ্জয়।
দশদিক জুড়ি সব করে অস্ত্রময়॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে।
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে॥
যেমন বরিষাকালে বরিষয়ে ঘনে।
ততোধিক শরবৃষ্টি করে ক্রোধ মনে॥
প্রাণপণে যুঝে বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিবারিতে না পারেন বড়ই দুষ্কর॥
চোখ চোখ শরে বিন্ধে পার্থের হৃদয়॥
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয়।
বাণে বাণে আচ্ছাদিয়া করে শরজাল।
অন্ধকারময় দেখে দশ দিকপাল॥
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জ্জুনে।
চমকিত হয়ে চাহে যত যোদ্ধাগণে॥
দিবানিশি জ্ঞান নাহি সূর্য্যের প্রকাশ।
দশদিক রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার।
আকাশে অমরগণ কাঁদে অনিবার॥
দেখি মহা কোপান্বিত গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
বাণে বাণে দোঁহাকারে করিল জর্জ্জর॥
শূন্য মার্গ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস।
বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ॥
গগন ছাইয়া হৈল বাণের সঞ্চার।
রবি তেজ আচ্ছাদিয়া হইল আঁধার॥
বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবরিল।
কুজ্ঝটিতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সমর্থহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কোঙর।
শরাঘাতে জর জর হৈল কলেবর॥
বাসুদেব বিন্ধে ভীষ্ম চোখ চোখ বাণ॥
হলেন কাতর তাহে দেব ভগবান।
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল শ্যামধন।
দশদিক বাণময় করেন দর্শন॥
নাহিক জগৎচিন্তা কিছু মনে আর।
নাহিক পাণ্ডব রক্ষা অন্তরে তাঁহার॥
কোথায় আছেন কিছু নাহি তাহা মনে।
আপনা আপনি জ্ঞান নাহি সেই ক্ষণে॥
শোকাকুল হয়ে কান্দে দেব ঋষিগণ।
কৃষ্ণার্জ্জুন হল বুঝি সমরে নিধন॥

অর্জ্জুন বলিলেন, ঠাকুর! আমায় কোথায় আনিলে? একি বাণ সমুদ্রে আনিয়া আমায় ডুবালে, অথবা কোন অজ্ঞাত বাণময় বিশ্বে আনিলে; এ বিশ্বে কি চন্দ্র সূর্য্যের উদয় নাই, সদাগতির গতি নাই? নভঃ বাণাচ্ছন্নময় দেখিতেছি, অমরগণ পলায়ন করিয়াছেন, আজ বুঝি নিস্তার নাই। একি দেখিতেছি? এমন যুদ্ধও দেখি নাই, এমন যোদ্ধাও দেখি নাই। আমি সুরাসুরের সহিত মহা মহা যুদ্ধ করিয়াছি; আমার চতুর্দ্দিগে, ঊর্দ্ধে, অধেঃ সুরাসুরে বেষ্টন করিয়াছে, আমি সমস্তই নিরাকৃত করিয়াছি, কিন্তু কেহই আমাকে বাণের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই; কিন্তু আজ একি দেখি? এ মহাযোদ্ধা চতুর্দ্দিকে, ঊর্দ্ধে, অধে সমন্তাৎ দশযোজন বাণ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, বাণময় রূপ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছেন, ইহার প্রতিদ্বন্দ্বীও কেহকে দেখিতে পাইতেছি না; বাণময় ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগম্য হইতেছে না সপক্ষ,

বিপক্ষ কোন প্রাণিই দেখা যাইতেছে না; প্রাণাধিক ভ্রাতাগণ আছে কিনা জানিনা; স্নেহের পাত্রগণ, ভক্তিভাজন গুরুজন, ভালবাসার সঙ্গীগণ আকুল হইয়া ভাবিতেছে আমরা আছি কি নাই, আমরাও ভাবিতেছি তাহারা আছে কি নাই, বিশ্ব আছে কি নাই, জগৎ আছে কি গেছে; বাণময় ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। একি? এমনটিত দেখি নাই? এ বাণ সমুদ্র কি উদ্ধারের উপায় নাই? আর কি ভাইদের দেখিব না, আর কি মাকে হেরিব না? এ বাণ সমুদ্র কি তরিব না? ঠাকুর! আজই মরণ নিশ্চয়, বাঁচ যদি পুনর্জ্জন্ম। আজ রক্ষা নাই, কৃষ্ণও কৃষ্ণ পাবে। ঠাকুর! তুমি মরিলে তর্পণ করিবে কে? ব্যাসাদি শিষ্যগণের সঙ্গে সঙ্গেই সহমরণ। ধন্য ঠাকুর! তোমার জগৎপতি বিশ্বপালক নাম, তুমি নিজেই রক্ষা পাও না, বিশ্বকে রাখিবে কি; নিজেরই কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত, পাণ্ডবে বাঁচাবে কি; শিষ্যদের তরাবে কি। আর কি ধেনু চড়াবে না, আর কি ননী চৌরীবে না; আর কি বাঁশী বাজাবে না, আর কি ওরূপ হেরিব না, এ সাগর কি তরিব না?

অর্জ্জুন বলিলেন, ঠাকুর! এ চুরি বিদ্যার স্থান নয়; এ ননীময় গোকুল নয় যে ননী চুরি করিবে, হাঁড়ি ভাঙ্গিবে; এ বাণময় কুরুক্ষেত্র, এখানে নেত্রে বারি বহিবে, হাড় ভাঙ্গিবে।

ঠাকুর! এ গোকুল নয় যে বেণু বাজাবে; এ কুরুক্ষেত্র, এখানে শিঙ্গা ফুঁকিবে। এ বৃন্দাবন নয় যে অদর্শনে সুদর্শন ঘটিবে; এ কুরুক্ষেত্র, এখানে সুদর্শন অদর্শন হইবে।

এ বৃন্দাবন নয় যে বনমালা শোভিবে; এ কুরুক্ষেত্র, এখানে অসিমালায় সাজিবে এ বৃন্দাবন নয় যে বাঁশী বাজাবে; এ কুরুক্ষেত্র, এখানে অসি বসিবে, বাঁশী খসিবে। এ শ্রীময় বৃন্দাবন নয় যে গোপী ভুলাবে; এ দিশেহারা কুরুক্ষেত্র, এখানে আপনা ভুলিবে। অর্জ্জুন বলিলেন, সখা! এ বড় বিষম স্থান মহাকুরুক্ষেত্র, এখানে সামান্যে পার পাইবে না, এখানে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইয়াছে।

ঠাকুর! এ গোকুল নয় যে ননী চুরি করিয়া, হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া বাহাদুরি নিবে। ঠাকুর! আমি শুনিয়াছি, একদিন গোপীর ঘরে ননী চুরি করিতে যাইয়া শিকা ছিঁড়িয়া পড়িল, হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেল; গোপীগণ আনন্দে আটখানা, কেন? আমাদের কৃষ্ণ বড় বীর, হাঁড়ি ভেঙ্গেছে; ব্যাসাদি মুনিগণ, নারদাদি ঋষিগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, আমাদের মহাপ্রভু কতবড় বীর, এমন বীর জগতে নাই, হাঁড়ি ভেঙ্গেছে, ননী চুরি করেছে; বীর না হলে চুরি করে। এই বীর এসেছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে; মরণ আর কারে বলি।

ঠাকুর আজ নিস্তার নাই। আজ তুমি গোঁড়াদের মুখে কালী মাখাবে; কালীমাখা কালময় কালাচাঁদের কাল মুখে কালী কত মাখিবে। পার্থ বলিলেন, সর্ব্বময় তোমার গুণে বালাই লয়ে মরি, তোমার সকল গুণই আছে, এক কাজ কর; ভীষ্মদেবের

প্রতিজ্ঞা আছে,—নারীবধ করিবেন না; অধিকন্তু স্ত্রীলোকের মুখ দেখিলেও অস্ত্র ধরেন না; অতএব নারিবেশ ধর, ঘুমটা দেও বিশ্ব জয়জয়াকার করুক।

ঠাকুর! তোমার স্ত্রীবেশ ধারণ করা বিচিত্র নয়; এ বেশ পূর্ব্বে বহুবার ধারণ করিয়াছ। তুমি গীতায় শ্রীমুখে বলিয়াছ, তুমি জগদ্যোনি, বিশ্বমাতা, জগদম্বা, সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গ, সুতরাং ঘুমট দিতে কেহ আপত্য করিবে না, গোঁপের উপর ঘুমট মানাবে ভাল। যখন তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তখনই তুমি নারীবেশে সাজিয়াছ, লোকেরও অনুগ্রহ পাইয়াছ, মহা মহা বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছ। আমি শুনিয়াছি,—তোমারি এক কর্ত্রীঠাকুরাণী তোমার উপর একদিন্ রাগ করিয়াছিল, তুমি তাঁহার রাগ কিছুতেই ভাঙ্গাইতে পার নাই, জগৎ অন্ধকার দেখিতেছিলে; শেষে স্ত্রীবেশে দাঁতে কুট নিয়ে, নাকে খৎ দিয়ে বলিলে,—হুজুর স্ত্রীবধ করিবেন না, তখন মান ভাঙ্গিল। পূর্ব্বে বিদেশিনী সাজিয়াছ, এখন স্বদেশিনী সাজ, আমরাও অঞ্চল ধরা বীরের অঞ্চল ধরে রক্ষা পাই, জগৎ ধন্য ধন্য করিতে থাকুক, আমরা ওদিক ফিরেও চাহিব না। আর একবার, এক মহাধনীর মহামাণিক এই কালমাণিক চুরি করিতে গিয়াছিল, চোর আসিয়াছে মনে করিয়া গৃহস্বামী তোমাকে তাড়া করে, তুমি বনে লুকও, সেই লোকটাও তোমার পেছন লয়, বনের মধ্যে সেই লোকটাকে দেখেই ত্রাসে লিঙ্গ লোপ হইল, ভয়ে 'কালী' হয়ে গেলে; সেই লোকটা তোমাকে স্ত্রীবোধে, নারীবধ পাতক মনে করে কিছু বলিল না, প্রত্যুত আদরেই পূজা করিল। নারীবেশে এই এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলে। তোমার মহাশিষ্যেরা এ মহাবীরত্ব দেখিয়া প্রমাদ গনিলেন, পরস্পর চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন, এ বীরত্ব কিসে ঢাকি? নাম দেওয়া যাক "কৃষ্ণ-কালী লীলা" কালীময় কালরূপে কালা কালী সাজিল, মহাকালী শোভিল, শ্রুতি জয় জয় করিল, বিশ্ব চমকিল, বেদান্ত অন্ধ হইলেন, সাঙ্খ্য হাসিলেন এই বীর আসিয়াছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, আশ্বাস দিচ্ছে পাণ্ডবকে, তোমায় রক্ষা করিব; বেহায়া আর কারে বলি; পাণ্ডবদেরও গলায় দড়ি ঘুচে না।

অর্জ্জুন বলিলেন, ঠাকুর! আজ এ মহাবিপদের কুলকিনারা দেখিতেছি না, যদি আজ রক্ষা পাওয়া যায় তবে পুনর্জ্জন্ম; অতএব যেরূপে অপার পারাবার পারাপার হওয়া যায় তাহা করাই কর্ত্তব্য। আমি এ মহাবিপদের এক মহা উপায় আবিষ্কার করিয়াছি, যদি করিতে পার তবে বাঁচিতে পারি; সেই অমোঘ উপায় এই,—তুমি "গোরূপ ধর, হাম্বারব কর"; এ যদি করিতে পার তবেই বাঁচোয়া নচেৎ নয়; অতএব একবার "গোরূপ ধর, হাম্বারব কর"; ভীষ্মদেব গোবধ ভয়ে পালাক, বিশ্ব জয়জয়াকার করুক, আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাচি, মনে করিব গোময় গোদেবের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

যদি বল, ইহা বড় লজ্জার কথা, তোমার লজ্জা কোন বিষয়ে আছে? ইহা যদি নূতন

হইত তবে লজ্জার কথা হইত. ইহাত নূতন নয়, এত একবার নয়, এ বারবার শতবার, সুতরাং লজ্জাও লজ্জার ভয়ে তোমার কাছ হইতে পালাইয়াছে। ঠাকুর! মনে পড়েকি! যখন দৈত্যেরা স্বর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, দৈত্য ভয়ে পালাইবার স্থান না পাইয়া, পাতালে যাইয়া লুকাইয়াছিলে, তাতেও দেখিলে নিস্তার নাই; কালরূপ ফুটে বাহির হইতেছে, রূপ ঢাকিবার উপায় নাই, কত খড়ী গুলিলে, তাতেও ঢাকা পড়িলনা, উপায়ন্তর না দেখিয়া অগত্যা দিব্য "বরাহ" মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে বরাহ মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল; বীরত্ব ছটায় দিগ্বলয় উদ্ভাসিত হইল, জগৎ ধন্য ধন্য করিল, যশসৌরভে বিশ্ব পুরিয়া গেল। ঠাকুর! তোমার সেই বরাহ মূর্ত্তির শোভা কিরূপ হইয়াছিল, আর আজ তোমার গোরূপের শোভাইবা কিরূপ হয় একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। বরাহরূপ হইতে গোরূপ নিন্দার নয়, বরঞ্চ পূজনীয়, তবে যবনের কাছে কিছু ভয় আছে, তখন শিং নাড়া দিবে, উপস্থিত বাঁচা যাক; অতএব গোরূপ ধর, হাম্বারব কর। প্রভু! তোমার স্বরূপ গো, চড়াই গো, রাথ গো, ধর গো, বেড়াও চতুষ্পদে, স্বয়ং চতুষ্পদি; এতগুল গো সমষ্টি আসিয়া যে আধারে মিলেছে, সে মহা গৌর কোন বিষয়ে লজ্জা আছে, তাহা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সুতরাং লজ্জা তোমারও নাই, তুমি যাদের ঘাড়ে চেপেছ তাদেরও নাই।

এই মহাপ্রভু গোঁড়াদের কাঁধে এম্নি চোপবশেছেন, আর এম্নি ভুলান ভুলায়াছেন যে কিছুতেই তাঁহারা লজ্জা বোধ করে না; বলে কি না, বেহায়া হয়েছি না হতে আছি, যে যত পারে বলুক, যখন শিষ্যেরা দেখিলেন প্রভু বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, জাজ্বল্যমান লেজ দেখা যাইতেছে, তখনই বুঝিলেন কালীমাথা আছে; এখন ঢাকি কিসে? বলা যাক্ প্রভুর বরাহ অবতার'; হদ্দ বেহায়া।

এই মহাবীর আসিয়াছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, আশ্বাস দিচ্ছে পাণ্ডবকে তোমায় রক্ষা করিব; গবচন্দ্র আর কারে বলি। এই চতুষ্পদি গবচন্দ্রের গুণবর্ণনায় যাদের জিহ্বায় জল ধরে না তারাও চতুষ্পদি; এর নাম নিতে যে উন্মত্ত হয় সেও চতুষ্পদি হয়ে দাঁড়ায়, এমনি এ নামের মহিমা, এ নামের বিশেষ গুণ জানেন্ ভূতনাথ। এই নাম, ভূতনাথকে ভূতবানা যে, ভূতের বোঝা চাপায়ে ভূতের নাচন নাচাচ্ছে; শ্মশানে ঘুরায়ে, হাড়ের মালা পরায়ে, লেঙ্গট করিয়ে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছে। এই পাগলের নাথ পাগলের পাগল মহাপাগল পেয়ে বসেছেন সনক সনন্দ ভোলানাথ দিকে, সুতরাং তাঁহারাও দিশেহারা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়াছে।

এই মহাপাগলে ভর করেছে ব্যাস বশিষ্ঠ নারদাদির কাঁধে, সুতরাং তাঁহারা বদ্ধ পাগল হয়ে দাঁড়ায়াছে। ঐ বদ্ধ পাগলের এক পাগল ব্যাস এত গোঁড়া কেন জান?

একদিন ব্যাস যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন; দাড়ি গোঁপময় কালরূপের আলো দেখে একটা কচ্ছপে তাড়া করে; ব্যাস কমণ্ডলু ফেলে দৌড়; যে যে মহাগুরুর স্মরণ নিলেন।

তখন গুরুশিষ্যে মসীধারী ও বংশীধারী দুই কালাচাঁদে মিলে কচ্ছপটাকে মারে তখন চাঁদে চাঁদে কোলা কোলী, চাওয়া চায়ি, হাসাহাসি। কেন হাসা হাসি জান? দুই জনেই মনে করিতেছে আমাদের ন্যায় বীর নাই,কেননা কচ্ছপ মেরিছি। গুরু শিষ্যে দুই সমানবীর,তুলনায় কেহ কম নয়; এ বলে আমারে দেখ,ও বলে আমারে দেখ; কালোমাণিকের আলো দেখে জলের কচ্ছপে তাড়া করেছিল,ভয়ে দৌড় দিয়েছিলে; আর কালাচাঁদের আলো দেখে বনের আয়ান তাড়া করেছিল, ভয়ে কালী হয়ে গেছিলেন; সুতরাং বীর কেহই কম নয়।

ব্যাস বলিলেন ঠাকুর! তোমার সে মহাবীরত্ব আমাকে কচ্ছপের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহার যদি গুণ বর্ণনা না করি,তবে নিমকহারামি হয়; অতএব ভাগবতে গজেন্দ্র মোক্ষণে তোমার জয়জয়াকার করিলাম; তুমি যেমন গজরাজ, এ বীরত্বের সাক্ষীও তেমন গজরাজ। এবম্ভূত কচ্ছপ মারা দুই বীরের এক বীর আসিয়াছেন কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে, আশ্বাস দিচ্ছে পাণ্ডবকে তোমায় রক্ষা করিব; পাণ্ডবের কি বিষ মিলে নাই? আজ আর্য্যপতি, ভূতপতির পতিকে পাতিত্ত করিতেছেন, শ্রীপতিকে ধরাপতিত করিতেছেন, ভূপতিকে ভূপতিত করিতেছেন, ভূপতি সকল ভূপতিত হইয়া ভূপতির জন্য ভূমে গড়াগড়ি দিতেছেন; তাই আজ ত্রিলোকীতে কান্নার রোল পড়িয়াগিয়াছে।

ব্যাস কমণ্ডলু ফেলে কাঁদিতে লাগিলেন, হায় প্রভু! আমাদের ছাড়িয়া চলিলে, কে হাড়ি ভাজিবে? কার জয়ে ভাগবত পূর্ণ করিব? কে আমাকে কচ্ছপ হইতে উদ্ধার করিবে? হে আর্য্যবীর আমাদের কচ্ছপ মারা বীরকে মের না, মের না। নারদ বীণা ফেলে কাঁদিতে লাগিলেন, হারে বীণে! আর কি গুণ শুনাবিনে? আর কি গুণ গাহিবিনে? আমাদের অশেষ গুণের গুণাকর গুণমণি আজ গুণ ছিড়িবে। হায় প্রভু! গুণ ছিড় না, ছিড় না। দেবগণ মাথে হাত দিয়ে কাঁদিতে লাগিলেন, হে দেব! কে কিল খেয়ে কিল চুরি করিবে? কে দৈত্যের গুঁত পিঠ পেতে নিবে? কে সুদর্শন ফেলে দৌড় দিবে? আর কি জগৎ হাসাবে না? মহর্লোকবাসীগণ কাঁদিতেছেন, হে শ্রীনাথ! আমাদের অনাথ করনা, করনা। জনলোকবাসীগণ কাঁদিতেছেন, হে আর্য্যস্বামী! স্ত্রীবধ করনা, করনা; ইনি বিদেশিনী প্রকৃতি। তপোলোকবাসীগণ কাঁদিতেছেন, হে আর্য্যবর! গোবধ করনা, করনা; ইনি গোরূপী। ব্রহ্মচারিকগণ কাঁদিতেছেন, হে আর্য্যপতি! আমাদের জগৎপতিকে জগৎপতিত করনা, করনা। গোপীগণ কাঁদিতেছেন, হে আর্য্যদেব! আমরা দাঁতে তৃণ নিয়ে পরিহার মানি, আমাদের কালমাণিক কেলেসোনাকে ননীচোরা, পায়ে ধরা বীরকে মেরনা, মেরনা; বীর না হলে চুরি করে; পায়ে ধরে। মহিষীরা কাঁদিতেছেন, হে আর্য্যদেব! জরাসন্ধ ভয়ে যে বীর পলাইয়া আমাদের অঞ্চলে লুকাইয়াছিল, এমন অজেয় বীরকে মেরনা, মেরনা; অজেয় না হলে অঞ্চল ধরে। গ্রন্থকর্ত্তা কাঁদিতেছেন, গোঁড়াদের মুখে কালী দিয়না, দিয়না। গোঁড়াদের মুখে কালী দিতে উদ্যত দেখিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, ঠাকুর সার কথা

বলি শুন, যত পারে মারুক, কিল খেয়ে কিল চুরি কর, চুরি করা বিদ্যায় পটু আছ; যত গুঁতয় গুঁতুক; গুঁতয় গুঁতয় জীবন গেছে; গুঁত খেতে নাগর পটু আছে; কোন রকমে সূর্য্যনি অস্ত যায়। ঐ অদূরে দেখা যাইতেছে,—ভীষ্ম মহামার্ত্তণ্ডোদয়ে কৃষ্ণার্জ্জুন দিবান্ধ উলুকের ন্যায় রথকোটরে বসিয়া চিঁ চিঁ করিতেছে।

কে কে এমন? মুল ব্রহ্মচর্য্য।

ব্যূহ সংস্থান।

সর্ব্বরী প্রভাতা হইলে শত্রুতাপন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম গারুড় নামক মহাব্যূহ করিলেন। সেই গারুড় ব্যূহের তুণ্ডস্থলে দেবব্রত স্বয়ং থাকিলেন। চক্ষুর্দ্বয়ে দ্রোণ ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা রহিলেন। সমবেত ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বাটধানদেশীয়গণের সহিত অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য এই দুই যশস্বী উহার শিরঃস্থলে অবস্থিত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত ও জয়দ্রথ ইহারা মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদদেশীয়গণে সমবেত হইয়া উহার গ্রীবাপ্রদেশে সন্নিবেশিত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন অনুগত ও সহোদরগণে পরিবৃত হইয়া উহার পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ, শক ও শূরসেনদেশীয় যোধগণ উহার পুচ্ছদেশে অবস্থিত হইলেন। মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরকগণ উহার দক্ষিণ পক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কারুষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডীবৃষগণ বৃহদ্বলের সহিত উহার বামপক্ষ আশ্রয় করিলেন।

পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন, গারুড়ব্যূহের প্রতিপক্ষে অর্দ্ধচন্দ্র নামে অতি দারুণ ব্যূহ রচনা করিলেন। উহার দক্ষিণ অগ্রভাগে নানা শস্ত্র সমূহ সম্পন্ন নানাদেশীয় নৃপগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন বিরাজমান হইলেন। তাহার পশ্চাৎ মহারথ বিরাট দ্রুপদ, তাহাদিগের পরেই নীলায়ুধ-সম্পন্ন নীল রাজা, নীলের পর চেদি, কাশি, করূষ ও পৌরবগণে সমাবৃত মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ মহৎ সৈন্যদলের সহিত উহার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও গজবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সেই স্থলেই বিরাজিত রহিলেন। তাহার পরেই সাত্যকী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অভিমন্যু রহিলেন। তাহাদিগের পরেই ইরাবান। তৎপরে ঘটোৎকচ, তৎপরে মহারথ কৈকেয়গণ ত্বরা সহকারে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রহিলেন। তাহাদিগের পরেই বাম অগ্রভাগে, সকল জগতের রক্ষক জনার্দ্দন যাহার রক্ষক, সেই মানবেন্দ্র ধনঞ্জয় অবস্থিত হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা মহাব্যূহ প্রতিব্যূহিত করিলেন।

যুদ্ধারম্ভ।

তদনন্তর উভয় পক্ষেরই রথী ও গজারোহিগণের সহিত পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাহারা পরস্পর হতাহত করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে রথী ও গজারোহীদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর হনন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন বাণে পীড়িত হইয়া কৌরব সৈন্য ইতঃস্তত ধাবিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে প্রভগ্ন দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, পিতামহ! আমি যাহা আপনাকে বলি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি পুত্র ও সুহৃদ্গণ সহিত অস্ত্রজ্ঞ-প্রধান দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে যে, সৈন্যসকল পলায়মান হয়, ইহা আপনাদিগের যে অনুরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা বিবেচনায় হয় না। সংগ্রামে কোন প্রকারেই পাণ্ডবদিগকে কি আপনার, কি আচার্য্য দ্রোণের, কি অশ্বত্থামার, কি কৃপাচার্য্যের প্রতিযোগী মনে করি না। যখন সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়াও আপনি ক্ষমা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি পাণ্ডবদিগকে অনুগ্রহ করিতেছেন। অতএব পূর্ব্বে সমাগম কালে আমাকে আপনার বলা কর্ত্তব্য ছিল যে, "আমি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি বা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিব না," তাহা হইলে আপনার ও আচার্য্য মহাশয়ের ঐ কথা শুনিয়া তখনই আমি কর্ণের সহিত কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া একটা নিশ্চয় করিতাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে যদি এই উপস্থিত সংযুগে আমি আপনার ও আচার্য্য মহাশয়ের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে স্ব স্ব বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন। দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম, মুহুর্মুহু হাস্য করত ক্রোধে চক্ষু বিঘূর্ণিত করণ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, রাজন্। আমি বহুবার আপনাকে এই হিতকর ও পথ্যবাক্য বলিয়াছিলাম যে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে সবাসব দেবগণেরও অজেয়। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই সংগ্রামে আমার যতদূর সাধ্য তাহা সামর্থ্যানুসারে করিতেছি, আপনি বান্ধবগণের সহিত দেখুন আজি সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে বান্ধব ও সৈন্যগণের সহিত বীর পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিব। সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্নের ভূয়িষ্ট কাল গতে, দিবাকর কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিগবলম্বী এবং মহাত্মা জয়প্রাপ্ত ও হৃষ্ট হইলে, সর্ব্বধর্ম্ম বিশেষজ্ঞ চিরকুমার দেবব্রত মহতী সেনা সমভিব্যাহার, বেগবান অশ্ব দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যদিগের উপর ধাবমান হইলেন। তখন পর্ব্বত বিদারণ ধ্বনির ধনুষ্টঙ্কার ও তলাঘাতের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল এবং তিষ্ঠ, আছি, ইহাকে জ্ঞাত হও, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, রহিয়াছি, প্রহার কর, এইরূপ শব্দ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চন-তনুত্রাণ, কিরীট ও ধ্বজ সকলের পতন ধ্বনি, শৈলে শিলা পতনের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও ভূষণ-শোভিত বাহু সকল ভূতলে পড়িয়া বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। কোন কোন পুরুষপ্রবর গৃহীতাস্ত্র, কেহ কেহ বা উদ্যত শরাসন হইয়াই ছিন্ন-মস্তক হইয়া তদবস্থ রহিল। রণক্ষেত্রে মনুষ্য,

অশ্ব ও নাগ শরীর হইতে সমুৎপন্না, গৃধ্র ও গোমায়ুর হর্ষবর্দ্ধিনী রুধির বাহিনী মহাস্রোতস্বতী ঘোরানদী উৎপন্না হইল। মাতঙ্গের অঙ্গ সকল ঐ নদীর শিলা, মাংস শোণিত উহার কর্দ্দম এবং উহা পরলোকরূপ সাগরাভিমুখে বহমানা হইতে লাগিল। এই প্রকার যুদ্ধ কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। সেই রণস্থলে নিপাতিত যোধগণের শরীরে রথ গমনের পথ থাকিল না, পতিত গজশরীর দ্বারা সেই রণক্ষেত্র যেন নীলবর্ণ গিরিশৃঙ্গে সমাবৃত হইয়া উঠিল। পরিকীর্ণ বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ সমূহ দ্বারা রণস্থল, শরৎ-কালের নভস্তল সদৃশ শোভমান হইল। অনেকে সমরভূমিতে পতিত হইয়া পিত! ভ্রাত! সখা বন্ধু! বয়স্য! মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিওনা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনেকে, আইস, নিকটে আইস, কি ভীত হইতেছ? কোথায় যাইবে? আমি সমরে আছি, তুমি ভয় করিওনা বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এতাদৃশ সংগ্রামক্ষেত্রে শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম নিরন্তর মণ্ডলাকার ধনুক হস্তে আশীবিষ সর্পসদৃশ দীপ্তাগ্র বাণ সকল প্রহার করিতে ছিলেন। সংযতব্রত ভীষ্ম মহাশয়, শরদ্বারা সমস্তদিক্ এক পথ করত পাণ্ডব পক্ষীয় রথীদিগকে বলিয়া বলিয়া নিহত করিতেছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বস্থলেই হস্ত লাঘব প্রদর্শন করত অলাতচক্র সদৃশ হইয়া যেন রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার লাঘব নৈপুণ্য হেতু পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমরস্থলে সেই এক বীরকে বহু শত সহস্র দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া তত্রস্থ সকলে মনে করিতে লাগিল। তাঁহাকে পূর্ব্বদিকে দেখে; আবার ক্ষণমাত্রেই পশ্চিমদিকে দেখে; আবার ক্ষণমাত্রেই উত্তরদিকে নিরীক্ষণ করে এবং তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ-দিকে অবলোকন করে। পাণ্ডবদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না; কেবল তাঁহার কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত বাণ সমূহই দেখিতে লাগিল। বীরগণ তাঁহাকে সমরে সৈন্যবিনাশ ও সুদারুণ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বহুবিধ বহুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়গণ, অমানুষরূপে বিচরণকারী সেই সংক্রুদ্ধ ভীষ্মরূপ অগ্নিতে শলভের ন্যায় প্রমোহিত হইয়া আত্ম বিনাশার্থ পতিত হইতে লাগিল। সেই লঘুহস্তে যুদ্ধশীল বীরের বহুত্ব হেতুও সমরে কোন একটী শর নর, নাগ বা অশ্বশরীরে ব্যর্থ হইল না। একটী বিমুক্ত বাণেই বর্ম্ম-সংবদ্ধ হস্তীকে যেন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত ভেদের ন্যায় ভেদ করিয়া ফেলেন। সুতীক্ষ্ণ এক নারচ দ্বারা একত্রিত বর্ম্মিত দুই তিন গজা-রোহী সংহার করেন। যুদ্ধে যে কেহ সেই নর ব্যাঘ্রের সমীপস্থ হয়, সে মুহূর্ত্তকাল মাত্র দৃষ্ট হইয়াই ভূতলে পতিত দৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের মহাসৈন্য দল অতুল বীর্য্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইল; মহাত্মা বাসুদেবও পার্থের সাক্ষাতেই শরবর্ষণে পীড়িত হইয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবপক্ষ মহারথগণ ভীষ্মবাণে পীড়িত হইয়াপলায়ন পর হইতে লাগিল; সেনাপতি বীরগণ যত্নবান হইয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারি-লেন না। প্রধান সৈন্য সমস্ত ও মহেন্দ্র সম বীর্য্যবান ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া রণ-

স্থল হইতে ভগ্ন হইতে লাগিল। দুইজন একত্রে ধাবিত হইল না অর্থাৎ ধাবিত হইতে কেহ কাহার অপেক্ষা করিল না। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল হাহাভূত ও সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িল এবং তাহাদিগের রথ, নাগ, অশ্ব, ধ্বজ ও কুবর পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষীয় অনেক যোদ্ধাকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া ধাবিত হইতে দেখা গেল। পাণ্ডবী সেনাকে গোযূথের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে ও তাহাদিগের রথ-যূথপ-সকলকে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দেখা গেল। যদু বংশ নন্দন কৃষ্ণ সৈন্যগণ ভগ্ন দেখিয়া রথবর নিবৃত্ত করণ পূর্ব্বক পার্থকে কহিতে লাগিলেন, হে নর সিংহ পার্থ! তুমি যে সময় প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই সময় এই উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে ঐ ভীষ্মের প্রতি প্রহার কর, নচেৎ মোহ প্রাপ্ত হইবে। ঐ দেখ, স্বপক্ষ সৈন্য সকল ইতস্তত ভগ্ন হইতেছে। ঐ দেখ, যুধিষ্ঠির পক্ষ রাজগণ রণ হইতে পলায়ন করিতেছে। উহারা সমরে ভীষ্মকে কৃত ব্যাদন-মুখ যম স্বরূপ বোধ করিয়া সিংহ দর্শনে ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভয়ার্ত্ত হইয়া প্রণষ্ট হইতেছে। অর্জ্জুন এইরূপে অভিহিত হইয়া বাসুদেবকে প্রত্যুত্তর করিলেন, যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেই স্থানে তুমি এই রণ-সাগর অবগাহন করিয়া অশ্ব চালনা কর; আমি দুর্দ্ধর্ষ কুরু পিতামহ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।

তদনন্তর যে স্থানে সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্মের রথ ছিল, কৃষ্ণ সেই স্থানে রজত-প্রভ অশ্ব চালনা করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মহাসৈন্য সকল, মহাবাহু অর্জ্জুনকে ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। তৎপর কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ করতঃ সত্বর হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা ধনঞ্জয়ের রথ পরিব্যাপ্ত করিলেন, সেই রথ ক্ষণকাল মধ্যে ভীষ্মের মহৎ শরবর্ষণে ধ্বজ ও সারথির সহিত সমচ্ছিন্ন হইয়া অপ্রকাশিত হইল। সত্ত্ববান কৃষ্ণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভীষ্মবাণে ব্যথিত অশ্ব সকল চালনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পার্থ মেঘধ্বনি বিশিষ্ট দিব্য ধনুক গ্রহণ করিয়া শাণিত শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া পাতিত করিলেন। ধনুক ছিন্ন হইলে অরিহন্তা ভীষ্ম নিমিষ মাত্রে অন্য ধনুক জ্যা যুক্ত করিলেন। তৎপরে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় জলদানস্বন ধনুক দুই হস্তে বিকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের ধনুক পুনর্ব্বার ছেদন করিলেন। শান্তনুনন্দন অর্জ্জুনের হস্ত লাঘবের প্রতি প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহু পাণ্ডু-নন্দন। সাধু; সাধু। এইরূপ মহৎ কর্ম্ম তোমার উপযুক্তই বটে। বৎস! তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত দৃঢ় যুদ্ধ কর। তিনি পার্থকে এইরূপ প্রশংসা করিয়া অন্য এক মহাধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক পার্থের রথের উপর শর সমূহ পরিত্যাগ করিলেন।

তখন বাসুদেব লাঘব ক্রমে মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ বিফল করত অশ্ব চালনায় পরম নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন॥ পরন্ত ভীষ্ম পুনর্ব্বার শাণিত বাণ সমূহ দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের সর্ব্বগাত্র বিদ্ধ করিলেন। সেই উভয় নর সিংহ ভীষ্মবাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, শৃঙ্গাঘাতে অঙ্কিত গাত্র এবং নিনাদকারী গো-বৃষের ন্যায় শোভ-

মান হইলেন। ভীষ্ম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ শত শত সহস্র সহস্র শর দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের চতুর্দ্দিক সমাবৃত্ত করিলেন এবং রোষ-পরবশ হইয়া সশব্দে হাস্য করত বিস্ময় উৎপাদন করিয়া কৃষ্ণকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বীর শত্রু হন্তা মহাবাহু অমেয়াত্মা ভগবান কেশব সমরে ভীষ্মের পরাক্রম ও অর্জ্জুনকে কাতর ও মৃদু যুদ্ধ দেখিয়া ভীষ্ম যে উভয় সেনার মধ্যে উত্তাপপ্রদ প্রভাকর সদৃশ হইয়া রণ স্থলে নিরন্তর শর বর্ষণ বৃষ্টি করিতেছেন, যৌধিষ্টির সৈন্যের পক্ষে প্রলয় কাল উপস্থিত করিতেছেন, সেই সকল সেনামধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, তাহা অসহমান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যুধিষ্টির পক্ষ সেনা আর থাকে না। ভীষ্ম একদিবসেই সমরে দৈত্য দানবদিগকে বিনাশ করিতে পারেন, ইহাতে সসৈন্য সপদানুগ পাণ্ডবদিগকে যে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথা কি আছে! মহাত্মা যুধিষ্টিরের সেনা পলায়ন পরায়ন হইতেছে; ঐ সকল কৌরবেরাও সোমক-দিগকে রণে ভঙ্গ দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ভীষ্মের হর্ষোৎপাদন করত যুদ্ধাভিমুখে সত্বর অভিদ্রুত হইতেছে। অতএব আজি আমি মহাত্মাপাণ্ডবদিগের নিমিত্ত বদ্ধ সন্নাহ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করি। আমি এই কার্য্য করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের ভার অপনয়ন করি কেননা অর্জ্জুন সংগ্রামে তীক্ষ্ণবাণ সমূহে ব্যথিত হইয়া বুদ্ধি ভ্রংস হইয়া পড়িয়াছে, কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হইয়া হিতাহিত বুঝিতে পারিতেছেনা। কৃষ্ণ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ও দিকে ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন রথের প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতেছেন। ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত শর-সমূহের অত্যন্ত বাহুল্য হেতু সকল দিক্‌ই আচ্ছন্ন হইয়া গেল; কি অন্তরিক্ষ, কি দিক সমস্ত, কি ভূমিতল কি রশ্মিমালী দিবাকর, কিছুই আর দৃষ্টি গম্য রহিল না। বায়ু সধুম হইয়া তুমুলরূপে বহমান ও দিক সমস্ত ক্ষুভিত হইতে লাগিল। দ্রোণ বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা কৃপ শ্রুতায়ুধ, রাজা অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ সুদক্ষিণ, পূর্ব্ব দেশীয়গণ, সমস্ত বশতি, ক্ষুদ্র কওমালবগণ, ইহারা ভীষ্মের নিদেশানুসারে ত্বর মাণ হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। শিনি পৌত্র সাত্যকি অর্জ্জুনকে শত শত সহস্র সহস্র গজ যুথপ, অশ্ব, পদাতি ও রথজালে সম্যক্ প্রকারে সমাবৃত্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি শস্ত্রধারি-প্রবর কৃষ্ণার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে রথ, অশ্ব, নাগ ও পদাতিগণে পরি সমাক্রান্ত দেখিয়া ত্বার পূর্ব্বক সমীপস্থ হইলেন। যে প্রকার বিষ্ণু বৃত্রাসুর নিসূদনে ইন্দ্রের সাহার্য্য করেন, সেই প্রপ্রার ধনুর্দ্ধর প্রধান সাত্যাকি, সহসা সেই সকল অনীক মধ্যদিয়া গমন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। শিনি প্রবীর, যুধিষ্টির পক্ষ অনীক মধ্যে নাগ, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সমুহ বিশীর্ণ এবং সর্ব্ব যোধগণকে ভীষ্ম ভয়ে বিত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় যাইতেছ? প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন রণ হইতে পলায়ন করা সাধু-দিগের ধর্ম্ম নহে। হে বীরগণ! তোমরা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না, আপনা-

দিগের বীর ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। সেই মহারণে পদাতি, রথ, অশ্ব ও নাগ সমূহ শরাঘাতে সমাহত হওয়াতে ভেদিত কবচ ও ভেদিত দেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করত শস্ত্রহস্তেই রণস্থলে শীঘ্র শীঘ্র পতিত হইতে লাগিল।

তদনন্তর সেই রণাঙ্গনে অতি ঘোরা নদী উৎপন্না হইয়া অতিবেগে বিপুল প্রবাহে বহিতে লাগিল। নরদেহের রুধির উহার জল; নরগণের মেদ উহার ফেণা; মৃত নাগ ও অশ্বের শরীর সকল উহার তীর মনুষ্যগণের অস্ত্র, মজ্জা ও মাংস উহার পঙ্ক; নরশিরকপাল-সমাকুল কেশ সকল উহার শাদ্বল; দেহ সমূহ উহার সহস্র মালা; বিস্তীর্ণ নানাবিধ কবচ সকল উহার তরঙ্গ; নর, অশ্ব ও নাগগণের নিকৃত্ত অস্থি সকল উহার শর্কর এবং উহা প্রভৃত রাক্ষসাদি ভূতগণের সেবিতা হইল। গোমায়ু, শালাবৃক, গৃধ্র ও তরক্ষু প্রভৃতি মাংসাশী জীব সকল উহার কূলে বিচরণ করিতে লাগিল।

তৎপরে কৌরবপক্ষগণ দিবাকরকে কিরণজাল সংবৃত করিতে দেখিয়া সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। মধুবর্ষি কবির মধুবর্ষণ—

পরদিন প্রভাতেতে মিলিল দু-দল।
নানাবাদ্য বাজে বসুমতী টলমল॥
করিল গরুড়ব্যূ-হরাজা কুরুবর।
অগ্রেতে রহিল ভীষ্ম সমরে তৎপর॥
দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা শকুনির মিল।
দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুইবীর বর।
বক্ষদেশ রক্ষাহেতু হাতে ধনুঃ শর।
ভূরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগদত্ত।
পুচ্ছদেশে রহিলেন বীর জয়দ্রথ॥
পৃষ্ঠে রাজা দুর্য্যোধন সোদর সহিত।
বিন্দ অনুবিন্দ বহুবীর সমন্বিত॥
বামপাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জ্জয়।
মগধ কলিঙ্গ সৈন্য দক্ষিণেতে রয়॥
পক্ষদেশে রহে বৃহদ্বল ধনুর্দ্ধর।
গরুড় সদৃশ ব্যূহকৈল কুরুবর॥
প্রতিব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি।
অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি॥
দক্ষিণ ভাগেতে রহে বীর বৃকোদর।
তার পার্শ্বে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্দ্ধর॥
নীল নামে হর্হরাজ ধৃষ্টকেতু সনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী রহে অনুক্রমে॥
মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকি সহিত।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বীর সমন্বিত॥
সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ সারথি যার সমরে দুর্জ্জয়॥
পরস্পর দুইদলে হৈল হানাহানি।
সৈন্য-কোলাহলে কর্ণে কিছু নাহি শুনি॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্ববর।
পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর॥
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল।
নারাচ ভূষণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র ভিন্দি পাল॥
নানা বাণ বরিষয় সমরে দুর্জ্জয়!
শোণিতে কর্দ্দম ভূমি দেখি লাগে ভয়॥
অস্ত্রাঘাতে মহাশব্দ উঠিল গগনে।
বিনা মেঘে সৌদামিনী দেখি ঘনে ঘনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ।
ক্রোধে সব সেনাপতি যেমত সুপর্ণ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল।
তাহা দেখি আগু হৈল পাণ্ডবের দল॥

অতঃপর ভীষ্মবীর সিংহনাদ করে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল।
কালান্তক যম যেন সাক্ষাৎ হইল॥
যুধিষ্ঠির সৈন্য যত করে ঘোর রণ।
সহিতে না পারে কেহ ভীষ্মের বিক্রম॥
বড় বড় যোদ্ধাপতি সাহস করিল।
বাণ বৃষ্টি করি সবে ভীষ্মে আবরিল॥
সবাকার অস্ত্র কাটি গঙ্গার নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন॥
সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর।
ভীষ্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির॥
বনে সিংহ দেখি যথা গজেন্দ্র পলায়।
পাণ্ডবের সৈন্য তথা রণ ছাড়ি ধায়॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি রুষে বীর ধনঞ্জয়।
ভীষ্মের সম্মুখে আসিলেন সুদুর্জ্জয়॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপর॥
রথ অশ্ব না দেখি না রথী ধনঞ্জয়।
দশ দিক যুড়ি সব করে অস্ত্রময়॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে।
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে॥
দিব্য অস্ত্র দিয়া তবে পার্থ মহামতি।
পিতামহ অস্ত্র কাটিলেন শীঘ্রগতি॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ।
ভীষ্মের কার্ম্মুক করিলেন খান খান॥
অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয়॥
ভীষ্ম তারে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে ভীষ্ম আর ধনু ধরি॥
যেমন বরিষাকালে বরিষয়ে ঘনে।
ততোধিক শরবৃষ্টি করে ক্রোধমনে॥

প্রাণপণে যুঝে বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিবারিতে না পারেন বড়ই দুষ্কর॥
চোখ চোখ শর বিন্ধে পার্থের অন্তর।
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয়॥
বাসুদেবে বিন্ধে বীর চোখ চোখ বাণ।
হলেন কাতর তাহে দেব ভগবান॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস।
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস॥
হইলেন অর্জ্জুন রণে অতীব কাতর।
তাহাকে আশ্বাস করিলেন গদাধর॥
কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্যে পাইয়া সম্বিত।
ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে পূর্ণিত॥
বিন্ধেন সন্ধান পূরি ভীষ্মের শরীর।
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর॥
বাণে বাণ নিবারিয়া করে শরজাল।
অন্ধকারময় দেখে দশদিকপাল॥
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জ্জুনে।
চমকিত হয়ে চাহে যত যোদ্ধাগণে॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রঅস্ত্র এঁড়ে শর করেন সংহার॥
বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্যঅস্ত্র নিয়া।
রথধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া॥
সারথির মুণ্ড করিলেন খণ্ড খণ্ড।
দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ডভণ্ড॥
লজ্জিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর।
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অর্জ্জুন উপর॥
দিবানিশি জ্ঞান নাহি সূর্য্যের প্রকাশ।
দশদিক রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার।
কাটিলেন সব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার॥
ভারত সমুদ্র তুল্য কত্তেক লিখিব।
যাঁহে মহাবীর্য্যবন্ত নহে পরাভব॥

সমস্ত দিবস হেনরূপে যুদ্ধ হৈল।
বেলা অবসানে পার্থে ঘর্ম্ম উপজিল॥
মুছিবার অবকাশ না পান অর্জ্জুন।
টানেন আকর্ণ পূরি যবে ধনুর্গুণ॥
অস্ত্রসহ গুণ বীর টানিবার কালে।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম্ম যাহা ছিল ভালে॥
সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার।
রথীদশসহস্রেক নিল যমদ্বার॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয়শঙ্খ বাজাইল।
শুনি সব যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল॥
তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন চাহি নারায়ণ।
পিতামহ সহ মম যুদ্ধ অনুক্ষণ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে কার নাহি অবসর।
বাজাইল কেন শঙ্খ কহ দামোদর॥
শ্রীহরি বলেন তুমি শুনহ কারণ।
যুদ্ধকালে ঘর্ম্মজল মুছিলে যখন।
সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথীগণ।
জয় শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন মনে বিস্ময় হইল।
নিজ দলবলে সব শিবিরে চলিল॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
তৃতীয় দিনের যুদ্ধ সমাপন করি॥
এ ভীষ্ম পর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন॥

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ।

মহাত্মা ভীষ্ম, রাত্রি প্রভাতা হইলে সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষ ভারতী সেনা প্রমুখে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। এ দিন তিনি দৈবব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। পাণ্ডব পক্ষ এই দৈব ব্যূহের বিপক্ষে ব্যাল ব্যূহ সজ্জিত করিলেন।

তদনন্তর রণস্থলে সমুদয় সৈন্য মধ্যেই সহস্র সহস্র ভেরী মহাবেগে সমাহত হওয়াতে মহা শব্দ উৎপন্ন এবং শঙ্খধ্বনি, তূর্য্যরব ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। তৎপরে ক্ষণ কাল মধ্যে বীরগণের সশর শরাসনের বিস্ফারণে উৎপন্ন মহারব এবং শঙ্খধ্বনিতে পণবাদির শব্দ অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সারথি, অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত রথী রথী দ্বারা, গজ গজ দ্বারা এবং পদাতি পদাতি দ্বারা সমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এই প্রকারে যখন সাদী ও পদাতিগণ অত্যন্ত ক্ষয় পাইতে ছিল এবং নাগ, অশ্ব ও রথীসকল ভয়জনিত ত্বরান্বিত হইতেছিল, সেই মুহূর্তে মহারথিগণে পরিবার্য্যমান ভীষ্ম, কপিরাজ-কেতু অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। বিশাল তাল-পরিমিত উচ্ছ্রিত তালকেতু শান্তনু-পুত্র, অর্জ্জুনের রথ উত্তম ঘোটকের বেগে অদ্ভুত বীর্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাহার মহাস্ত্র বেগে অশনি সমপ্রভা প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎপরে অদীনসত্ব ভীষ্ম, সমরে শত্রুদিগের রুধিরোদফেণা নদী সৃষ্টি করিয়া ত্বরা-সহকারে অভিমন্যুকে অতিক্রমকরত মহারথ পার্থের সমীপে গমন করত তাহার উপর শরজাল মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসহ্যকর্ম্মা কপিরাজকেতন মহাত্মা কিরীটমালী হাস্যপূর্ব্বক অদ্ভুত দর্শন গাণ্ডীব মহানির্ঘোষ সহকারে শরজাল দ্বারা সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ভীষ্মের মহাস্ত্রজাল বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ বিমল ভল্ল-শরপুঞ্জ বর্ষণ করিলেন। তাবকীন পক্ষীয় সকলে, যে প্রকার দিবাকর দ্বারা তম অভিভূত হয়, সেইরূপ অর্জ্জুনের সেই মহাস্ত্র জাল অন্তরীক্ষে ভীষ্মাস্ত্র দ্বারা আহত ও বিশীর্ণ অবলোকন করিলেন। কৌরব, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য লোকসকল, প্রধান ও সৎপুরুষ ভীষ্ম ও ধনঞ্জয়ের ঐ প্রকার প্রবল-কার্ম্মুক ভীম নিনাদ সহকারে দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম প্রচণ্ডতর শরজাল সমস্ত বিসর্জ্জন করিতেছেন। সেই দিব্যাস্ত্র-বেত্তা বীরবর, চেদি, কাশি, পাঞ্চাল, কারুষ, মৎস্য ও কৈকেয় সৈন্যগণকে শরসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার শরাসন বিনিঃসৃত, পরদেহ বিদারণকারী অবক্রগামী সুবর্ণ পুঙ্খ বাণ সমূহে আকাশমণ্ডল পরিপূরিত হইতেছে। তিনি এক এক

মুষ্টি দ্বারা অর্থাৎ এক প্রসঙ্গে মহাবলসম্পন্ন একত্র সমবেত একলক্ষ নরকুঞ্জর সংহারপূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ নিহত করিতেছেন। সমরে তিনি যে সকল বাণ পরিত্যাগ করিতেছেন, তৎসমুদয় দোষাশ্রিত নয়প্রকার গতি পরিহারপূর্ব্বক দশমী গতিতে গমন করিয়া, অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ সমস্ত বিনষ্ট করিতেছে।* তিনি সংগ্রামে রুদ্র ও নারায়ণের সদৃশ আকাররূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সৈন্য নিগৃহীত ও ছিন্ন ভিন্ন করিতেছেন। মন্দমতি সুযোধন তরণী শূন্য বিপদসাগরে মগ্ন হইতেছিল, তাহাকে উদ্ধৃত করিতে অভিলাষী হইয়াই তিনি চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়াদি ভূপালগণকে বিনিহতকরত অশ্ব-গজ-রথ সমাকীর্ণা পাণ্ডবীসেনা সংহার করিতেছেন। তিনি তাপপ্রদ ভাস্করের ন্যায় সমরে সেইরূপ বিচরণ করিতে থাকিলে, উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী সহস্র সহস্র কোটী পদাতি বিশিষ্ট সৃঞ্জয়গণ ও অন্যান্য মহী-পাল সকল তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হয় নাই। পরন্তু ভীষ্ম একাকী সমরে সমুদয় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিয়া রণস্থলে অদ্বিতীয় বীরত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন।

মহা মহা রথ সকলের রথী অশ্ব ও সারথী সকল নিহত, উপকরণ ও সমভিব্যাহারী পদাতী সকল চূর্ণ এবং ধ্বজ পতাকা বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল; নগর সকল শত্রু কর্তৃক নিহত ও ছিন্ন ভিন্ন হইলে পৃথিবী যেমন দেখায় ঐ সকল চূর্ণিত রথ দ্বারা রণস্থল সেই-রূপ দেখাইতে ছিল। অনেকানেক আরোহীর সহিত অশ্ব এবং রথের অশ্ব সকল নিহত ও তাহাদিগের কাহারো জিহ্বা, কাহারো দশন, কাহারো অন্ত্র ও কাহারো চক্ষু নিক্ষিপ্ত এবং অলঙ্কার ও আস্তরণ সকল প্রবিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; পৃথক পৃথকরূপ ঐ সকল নিপতিত অশ্বে ধরাতল বিকট দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। মহার্হ শয্যায় শয়ন যোগ্য রাজগণ ও কুমারগণ তৎকালে নিহত হইয়া অনাথের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন। তৎকালে রণাঙ্গণের মধ্য দিয়া ভয়াবহ বৈতরণী নদীর ন্যায়, যোধবরগণ কর্তৃক প্রবর্ত্তিতা শরীর সংঘাত প্রবাহিণী এক অতি ভয়ানক নদী বহিতেছিল। রক্ত উহার জল, রথ উহাতে উড়ুপ, কুঞ্জর উহার শৈল সঙ্কট, মানুষের মস্তক উহার উপলখণ্ড, মাংস উহার কর্দ্দম এবং ছিন্ন ভিন্ন নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র উহাতে মাল্যস্বরূপ হইয়াছিল এবং মৃত ও অর্দ্ধ মৃত প্রাণীসকল উহাতে প্রবাহিত হইতেছিল এবং স্থানে স্থানে কবন্ধ সমূহ সমুত্থান ও উল্লম্ফনপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছিল। এমৎ সময়ে দিবাকর অস্তপর্ব্বতের পদ্মাকৃতি মুকুট-স্বরূপ হইয়া অবলম্বমান হইলেন; শিবারবে ভয়ঙ্কর অশিব ও অদ্ভুতরূপ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। দিবাকর উত্তম অসি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, চর্ম্ম ও অলঙ্কার রাশির প্রভাকে ভৎর্সনা করত আকাশ ও পৃথিবীকে যেন একরূপ করিয়া প্রিয়তনু পাবকে প্রবেশ করিলেন। উভয়পক্ষের সৈন্য অবহার হইল।

প্রতিভান্বিত কবির উক্তি—

শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীহরি। দুই বীরে দেখা দেখি সংগ্রাম হইল।
ভীষ্মের সম্মুখে যান অতি ত্বরা করি। দোঁহে দোঁহাকার অঙ্গে সন্ধান পূরিল।

দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ।
দোঁহে মহা ধনুর্দ্ধর কেহ নয় ঊন॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
শূন্য মার্গে চমকিত যতেক অমর॥
সন্ধান করিয়া সাত বাণ কুন্তীসুত।
দুই বাণে রথ ধ্বজ কাটেন অদ্ভুত॥
আর দুই বাণে কাটিলেন ধনুর্গুণ।
আর তিন বাণ অঙ্গে করেন বাতন॥
শীঘ্র হস্তে ভীষ্ম বীর গুণ চড়াইল।
নানা বাণ বৃষ্টি পার্থ উপরে করিল॥
কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশ বাণ।
হনুমানে কুড়ি বাণ করিল সন্ধান॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর॥
পঞ্চ বাণ মারিলেন কুন্তির কুমার।
সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তার॥
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা।
মারেন সহস্র রথী গজ অগণনা॥
তবে ভীষ্ম রথ সারী হয়ে অগ্রসর।
পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর॥
মহা পরাক্রম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এবে নিজ রথ রক্ষা কর দামোদর॥
এতেক বলিয়া বীর দিব্য অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল॥
কপিধ্বজ রথ তাহে গোবিন্দ সারথি।
বাণেতে ত্রিপাদ পাছু করে মহামতি॥
সাধু সাধু বলি প্রশংসেন নারায়ণ।
তাহা শুনে জিজ্ঞাসেন কুন্তির নন্দন॥
মম বাণে সহস্র চরন রথ গেল।
মম রথ পিতামহ ত্রিপদ টানিল॥
কি কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপা নাথ কহ বিবরণ॥
হাসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফাল্গুনী।
ভীষ্ম রথ সারথী আর চারী অশ্ব গনী॥
ইহাতে সহস্র পদ করিলে চালন।
কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ॥
সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বসে হনুমান।
রথ বেড়ি আছে যত দেবতা প্রধান॥
পর্ব্বত সদৃশ ভারী রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আমি রথের উপর॥
ইহাতে ত্রিপদ পাছু চলিল স্যন্দন।
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন॥
বিস্ময় মানেন শুনি কুন্তির নন্দন।
ভীষ্ম রথী দশ সহস্র মারে সেই ক্ষণ॥
জয় শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল।
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল॥
পাণ্ডব নিবর্ত্তি রণে সহ যদুবীর।
সৈন্য সহ আসিলেন আপন শিবির॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

পঞ্চমদিনের যুদ্ধ।

দেবগণের পলায়ন।

ও কি দেখা যায়? যাহা কেহ দেখে নাই তাহাই দেখা যায়।

কি দেখা যায়? "কপিধ্বজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকায়"।

ওকি দেখা যাইতেছে? আজ দেখা যাইতেছে দেবতারা পলায়নপর হইয়াছেন, সুরাসুর টলিয়াছে, বিশ্বম্ভর কাঁপিয়াছে, বিশ্বমূল নড়িয়াছে, বাসুকীনাগের ফণা টলমল করিতেছে; নারায়ণ চিন্তান্বিত হইয়াছেন পৃথিবী যায় যায়, ধরা রসাতলে যায়, অকালে প্রলয় হয়; দেবগণ জয় জয়, রক্ষ রক্ষ, ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, কেন ত্রাহি ত্রাহি রক্ষ রক্ষ? বিশ্ব যায় যায়। কেন যায় যায়? ঐ দেখা যায়। "ও কি দেখা যায়? "কপিধ্বজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকায়"। দেখে নাই কভু কেহ ঘটিতে চলিল তাই; হয় নাই বিশ্বে যাহা হইতে চলিল তাই; ব্রহ্মা সৃষ্টি রক্ষার্থ চিন্তিত হইয়াছেন, বুঝি অকালে মহাপ্রলয় ঘটিল। ঋষিগণ স্বস্তিবাচন করিতেছেন,—স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি; কেন স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি? বিশ্ব যায় যায়। কেন যায় যায়? ঐ দেখা যায়। কি দেখা যায়? "কপিধ্বজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকায়"। নারদাদি ঋষিগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ বিশ্ববিনাশ পরিহার নিমিত্ত স্বস্তি আবাহন করিতেছেন। কেন এমন? শুন কারণ, কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ;—যে রথ মন ও পবনতুল্য বেগশালী, পাণ্ডুরমেঘ সদৃশ রজতপ্রভ কাঞ্চনমালাবিভূষিত, গন্ধর্ব্বনগরীয়-অশ্বগণে আকৃষ্যমাণ হইয়া থাকে, যাহা দিব্যাস্ত্র ও সর্ব্বোপকরণে সমন্বিত এবং দেবদানবগণের অজেয়, যাহার নির্ঘোষ বহুদূর হইতেও শ্রুতিগোচর হয়, যাহা ভুবন প্রভু প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা সুমহৎ তপস্যা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার রূপ ভাস্করের ন্যায় অনির্দ্দেশ্য, যাহাতে প্রভু সোম আরোহণ করিয়া দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, যাহার কান্তি অতি প্রদীপ্ত, যাহার কিরণ দূর হইতে উপলব্ধ হয়, যাহা নভস্তলস্থ নবমেঘের ন্যায় দৃশ্য হইয়া থাকে, যাহা সর্ব্বত্রই অব্যাহত, যাহার শিরোদেশে ইন্দ্রধনু তুল্য বিরাজমান সুমনোহর পরমোৎকৃষ্ট হিরণ্ময়ধ্বজ যষ্টির উপরিভাগে সিংহশার্দ্দূল সদৃশ পরাক্রান্ত দিব্যবানর, সর্ব্বলোক দহনেচ্ছু হইয়াই যেন দীপ্তি পাইতেছে, এবং যাহার ধ্বজপতাকায় আবির্ভূত বিবিধভূত সকলের গভীর নিনাদ শ্রবণে শত্রুসেনাগণ সংজ্ঞাহীন হয়, এতাদৃশ কপিবরকেতন রথকেই কপিধ্বজ রথ কহে।

সেই মহারথ স্বর্ণ ভূষণে ভূষিত।
রক্তবর্ণ গান্ধর্ব্বতুরঙ্গে সংযোজিত ॥
সর্ব্ববিধ রণদ্রব্য শোভে সেই রথে।
গভীর গর্জ্জন তার ধায় দূর পথে ॥
সুরাসুর নারে সেই রথ জিনিবারে।
সর্ব্বরত্ন শোভে সেই রথের চারিধারে ॥
উজ্জ্বল কিরণ রাজি বিরাজিত তায়।
কপিধ্বজ রথচূড়া বড় শোভা পায় ॥
বিশ্বপ্রভু বিশ্বকর্ম্মা করি মনোমত।
নির্ম্মান করিয়াছিল সেই মহারথ ॥
সেই রথে আরোহিয়া সোম মহারাজ।
জিনিয়াছিলেন রণে দানব সমাজ ॥

সে রথের ধ্বজযষ্টি জাম্বুনদময়।
তদুপরি শোভে এক বানর দুর্জ্জয় ॥
শার্দ্দূল সমান সেই কপি ভয়ঙ্কর।
দেখিতে বিশাল মূর্ত্তি ভীম কলেবর ॥
ধ্বজে রহে নানা জীবজন্তুর মূরতি।
রথধ্বনি শুনি শত্রু হয় লুপ্তমতি ॥
সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বসে হনুমান।
রথ বেড়ি আছে যত দেবতা প্রধান ॥
পর্ব্বত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি কৃষ্ণ তাহার উপর ॥
ইহাতে স্যন্দন ভীষ্ম করিল প্রথিত।
ধন্য সাধু মহাবীর শান্তনুর সুত ॥

এ হেন কপিধ্বজ রথ ভীষ্মদেব মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন, বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি নড়িল বিশ্ব সঘনে কাঁপিয়া উঠিল, বিশ্ব যায় যায় দেখিয়া ঋষিগণ স্বস্তি আবাহন করিলেন। যখন রথ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছে তখন রথস্থ দেবতারা দেখিলেন, যদি রথে অবস্থিতি করেন তবে রসাতলে যান, সুতরাং রথ ফেলিয়া পলায়নপর হইলেন। বিশ্বে যাহা কখন ঘটে নাই, যাহা কেহই এ পর্য্যন্ত কি দানবে, কি মানবে, কি দেবে, কি রক্ষে কি যক্ষে করিতে পারে নাই, ভীষ্মদেব আজ তাহাই করিলেন; ধন্য জগদেক বীর। অদূরে ঐ দেখা যাইতেছে ভীষ্মদেব কি করিতেছেন।

কেন এমন? মূল ব্রহ্মচর্য্য।

ব্যূহসংস্থান।

রাত্রি প্রভাতা ও দিবাকর উদিত হইলে উভয়পক্ষ সেনা যুদ্ধ যাত্রা করিতে লাগিল। ভীষ্ম মকর ব্যূহ নির্ম্মিত করিয়া চতুর্দ্দিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও আপনাদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মব্রত রথিপ্রবর ভীষ্ম রথিসমূহে সমাবৃত হইয়া মহৎ রথিসৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নিঃসৃত হইলেন। অন্যান্য রথী, সাদী, গজারোহী ও পদাতিগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া তাহার অনুগামী হইল। যশস্বী পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে দেখিয়া শত্রুগণের অজেয় আপনাদিগের মহৎ শ্যেনব্যূহে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। সেই শ্যেন-ব্যূহের মুখে মহাবল ভীমসেন, নেত্রে দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিরঃপ্রদেশে সত্যবিক্রম বীর সাত্যকি থাকিলেন। পার্থ; গাণ্ডীব প্রকম্পন করত উহার গ্রীবাস্থলে রহিলেন। মহাত্মা পাঞ্চাল রাজ শ্রীমান দ্রুপদ; পুত্রগণ ও এক অক্ষৌহিণী সেনাসহ উহার বাম পক্ষে অবস্থিত রহিলেন। অক্ষৌহিণীপতি কৈকেয় রাজ উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত হইলেন। দ্রৌপদীপুত্রেরা ও বীর্য্যবান অভিমন্যু উহার পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন এবং চারুবিক্রমবীর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যমজ দুই ভ্রাতার সহিত তাহাদিগের পশ্চাৎ স্থিতি করিলেন।

যুদ্ধ।

ভীমসেন তখন বিপক্ষের মকর ব্যূহমুখে প্রবেশ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমনপূর্ব্বক শায়ক সমূহে তাহাকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। বীর্য্যবান্ ভীষ্ম, পাণ্ডুপুত্রদিগের ব্যূহিত সেনাকে বিমোহিত করত মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ ভীষ্ম শরে মোহপ্রাপ্ত হইলে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ হইয়া রণমুখে ভীষ্মকে সহস্র শরে প্রহার করিলেন এবং ভীষ্ম প্রমুক্ত অস্ত্র সকল নিবারিত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে হর্ষিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শাণিত বাণে যোধগণের মস্তক সকল সমরস্থলে পাত্যমান হওয়াতে যেন আকাশ হইতে শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কুণ্ডল ও উষ্ণীষ শোভিত স্বর্ণোজ্জ্বল নরশির সকল রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল। শর-মথিত কুণ্ডল-ভূষিত মস্তকে ও হস্তাভরণ ও অন্যান্য ভরণযুক্ত শরীরে পৃথিবী আচ্ছাদিত হইল; কবচোপহিত দেহ, অলঙ্কৃত, হস্ত রক্তাক্ত-নয়নসংযুক্ত চন্দ্রসন্নিভ বদন ও গজবাজি মনুষ্যের সমস্ত অবয়বে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমস্ত রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। বিপুল রজোরূপ মেঘ, শস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ

ও অস্ত্র শস্ত্রের নির্ঘোষে যেন মেঘগর্জ্জন শব্দ বোধ হইতে লাগিল। কুরুপাণ্ডবদিগের সেই তুমুল কূট যুদ্ধে শোণিতের জলাশয় উৎপন্ন হইল। যুদ্ধ দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ, সেই মহাভয়াবহ লোমহর্ষণ ঘোরতর তুমুল যুদ্ধে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের কুঞ্জরগণ শরপীড়িত হইয়া চীৎকার-শব্দ করিতে লাগিল, সেই শব্দে এবং অমিততেজা সংবদ্ধ বীরগণের ধনুর্গুণ বিস্ফারণ রব ও তলধ্বনিতে কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। সর্ব্বত্র রুধীর জলাশয়ে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল, এতাদৃশ রণস্থলে নৃপগণ শত্রুবধে উদ্যত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। অমিততেজা পরীঘবাহু সুরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ দ্বারা সমরে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর ও অশ্বগণ শরবিদ্ধ ও আরোহিবিহীন হইয়া দিগ্বিদিগ ধাবিত হইতে লাগিল। এই ভীষ্ম ও ভীমের যুদ্ধে বাহু, মস্তক, কার্ম্মুক, গদা, পরীঘ, হস্ত, উরু, পদ ও কেয়ুর প্রভৃতি ভূষণের রাশি রাশি সর্ব্বত্র অবলোকিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অনিবৃত্ত অশ্ব, কুঞ্জর ও রথ সকলের একত্র সংঘাত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়েরা কালপ্রেরিত হইয়া পরস্পরকে গদা, অসি, প্রাস ও নতপার্ব্ব বাণসকলে হনন করিতে লাগিল। উভয়পক্ষের অনেক বীর মুষ্টি, জানু, করতল ও কফোনি দ্বারা পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা স্থানে স্থানে ভূতলে পতিত, পাত্যমান বিচেষ্টমান হইয়াও ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক রথি, রথবিহীন হইয়া উত্তম খড়্গ ধারণপূর্ব্বক পরস্পর বধৈষী হইয়া ধাবমান হইল।

সেই সকল যোধগণের মধ্যে কোন যোধগণের বাহন শ্রান্ত, কোন যোধগণের বাহন হত হইলে, তাহারা ভগ্ন চিত্ত, পরস্পর সংহত ও দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া ভীষ্মের শরণাগত হইলেন। সেই রণে শান্তনুনন্দন ভীষ্মই তাহাদিগের পরিত্রাতা হইলেন। তখন ত্রাসান্বিত হইয়া রথিগণ রথ হইতে, সাদিগণ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ও পদাতিগণ ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপ স্থানে স্থানে চতুর্দ্দিকে দল দল ভ্রমণশীল নাগ, রথ ও বেগশীল অশ্ব পরস্পর সংগ্রামাসক্ত হইল। তখন বিনা মেঘে তীব্র বিদ্যুৎ ও নির্ঘাতের সহিত মহোল্কা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। দিক্ সকল ধূলি সমাবৃত হইল। মহাবাত্যা প্রাদুর্ভূত ও পাংশু বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। সূর্য্য সৈন্যগণের ধূলিতে সমাবৃত হইয়া নভস্থলে অন্তর্হিত হইলেন। যোধগণের অস্ত্রজাল দ্বারা সমীরিত ধূলি পটলী, সমস্ত প্রাণীকে অভিভূত করিয়া তাহাদিগের অতীব মোহ উৎপাদন করিল। বীরগণের বাহু-বিমুক্ত সর্ব্বাবরণ ভেদী শরজালের অতীব শব্দ হইতে লাগিল। নক্ষত্র সদৃশ বিমল প্রভাযুক্ত শস্ত্র সকল বীরগণের ভুজবর হইতে উচ্ছ্রিত হইয়া আকাশমণ্ডল প্রকাশিত করিতে লাগিল। সুবর্ণ জালাবৃত বিচিত্র আর্ষভ চর্ম্মসকল রণস্থলের সকল দিকে পতিত হইতে লাগিল। যোধগণের শরীর ও মস্তক সকল সূর্য্যবর্ণ খড়্গ দ্বারা পাত্যমান হইয়া সর্ব্বত্র সমস্ত দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারথীদিগের রথের চক্র, অক্ষ ও নীড় সকল

ভগ্ন, মহাধ্বজ সকল পতিত ও অশ্ব সকল নিহত হওয়াতে সেই সকল মহারথী স্থানে স্থানে ভূতলগত হইলেন। তোরণ ও মহামাত্রের সহিত অনেক হস্তী নারাচাস্ত্রে অভিহত হইয়া মৃত ও পতিত হওয়াতে তদ্দারা রণক্ষেত্র সংচ্ছন্ন হইল। অনেক হস্তী রথিদিগের রথ চূর্ণ করিয়া তাহাদিগের কেশকলাপ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্ষেপণকরত পেষণ করিতে লাগিল এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল অন্যান্য রথে সংলগ্ন রথ সকল বিকর্ষণ করিতে করিতে দিম্বিদিগ গমন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই মহৎ রণস্থল সাদী, পদাতি, মহারথ ও রথধ্বজে সমাচ্ছন্ন হইল; অনেক হস্তী দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা বড় বড় সচক্র রথ সকল রথিগণের সহিত উৎক্ষেপণ করিয়া চক্রবিহীন করিল। রথসকল রথীবিহীন হইল এবং অশ্বসকল মনুষ্যবিহীন ও মাতঙ্গ সকল আরোহীবিহীন হইয়া ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে বধ করিতে লাগিল। এইরূপে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিছুই আর বোধগম্য হইল না। মনুষ্য সকল গুল্‌ফ পর্য্যন্ত লোহিত কর্দ্দমে অবসন্ন হইতে লাগিল। যেমন মহাবৃক্ষগণ দীপ্যমান দাবানল দ্বারা প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকাসকল শোণিতসিক্ত হওয়াতে তত্রস্থ সমস্তই রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইল। সৈন্যসকল গমনশীল, গজসমূহরূপ মহাবেগে, মৃত নরগণরূপ সৈবালসমূহে ও ভ্রমনশীল রথসমূহরূপ তুমুল আবর্ত্তে সাগররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল! যোদ্ধাস্বরূপ বণিকগণ জয়স্বরূপ ধনলাভের অভিলাষী হইয়া বাহনস্বরূপ পোতসকল দ্বারা সেই সাগরে অবগাহন করিয়া নিমগ্ন হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হইল না। শরবর্ষণদ্বারা যোধগণের চিহ্ন সকল বিলুপ্ত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে কেহ কাহাকেও আত্মপক্ষ, কি পরপক্ষ বলিয়া বোধ করিতে পারিল না। এইরূপ ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, যেমন সুরাসুর পূজিত বিষ্ণু দৈত্যগণকে মর্দ্দিত করেন, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্যদিগকে অতিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সত্যবাদী, প্রাজ্ঞ, বলবান, সত্যবিক্রম, মহানুভব শৌর্য্যসম্পন্ন ভীষ্ম প্রলয়কালীন রুদ্রদেব নির্ম্মিত প্রাণিসংহারিণী নদীর ন্যায় ভীরুজনের ভীষণরূপা নদী সৃষ্টি করিলেন। সেই নদীর তরঙ্গ, কবচ নীচয়; আবর্ত্ত ধ্বজসমূহ; ধ্বংশনশীল মহাকুল যোধগণ; মহাগ্রাহ গজ ও তুরঙ্গগণ মীন, অসিবৃন্দ; শর্করা, বীরগণের অস্থিচয়; কচ্ছপ ও ভেরী মুরজ সমূহ; নৌকা, চর্ম্ম ও বর্ম্মনিবহ; শৈবাল শাদ্বল, কেশচয়; প্রবাহ, শরসমূহ; স্রোত, ধনুসমূহ; সর্পসকল, ছিন্ন বাহুসমূহ; প্রবাহ, রণভূমি; পাষাণ, মনুষ্য শির; মৎস্যবিশেষ, শক্তি অস্ত্রসকল; ভেলা, গদাসকল; ফেণ, উষ্ণীষ ও বসনসমূহ; শরীসৃপ, বিকীর্ণ অস্ত্রসকল; কর্দ্দম, মাংসশোণিতরাশি; ক্ষুদ্র গ্রাহ, ক্ষুদ্র হস্তীগণ; তীরস্থ বৃক্ষ, ধ্বজ সকল এবং কুম্ভীর সাদীসমূহ হইল। দুরাক্রমনীয়া মৃতদেহ সম্বাদ-সংযুক্তা ঘোররূপা ভীষণ দর্শনা তীব্রা বীরসংহারিণী যমালয় পর্য্যন্ত-প্রবাহিণী-দুর্গম্যা সেই নদীতে ক্ষত্রিয়গণ নিমগ্ন হইতে লাগিল এবং রাক্ষস কুক্কুর ও শৃগালাদি মহা ভীষণ মাংসাশীগণ ঐ নদীতে ইতস্তত ভ্রমণ

করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগত হইল, দেবব্রতের বাহন শ্রান্ত হইয়াছিল সুতরাং তিনি সৈন্যের অবহার করিলেন। শাস্ত্র জ্ঞান প্রদাতা কবির উক্তি :—

আর দিন প্রভাতে মিলিল দুই দল।
মকর সদৃশ ব্যূহ করে কুরুবল॥
রচিয়েন শ্যেন ব্যূহ নামে যুধিষ্ঠির।
দুই শৃঙ্গে রহে যে সাত্যকি ভীম বীর॥
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণ বেশ।
কৃষ্ণ সঙ্গে ধনঞ্জয় রহে মধ্যদেশ॥
তার পাশে যুধিষ্ঠির মাদ্রী পুত্র সনে।
অভিমন্যু ও বিরাট রহে অনুক্রমে॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রহে তার পাছে।
ঘটোৎকচ মহাবীর রহে তার কাছে॥
প্রতিব্যূহ করি সবে উঠানি করিল।
বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল॥
নানা অস্ত্র লয়ে সবে আস্ফালেন যোধ।
পরস্পর দুই দলে লাগিল বিরোধ॥
যুদ্ধ হয় নানা অস্ত্র ধরি দুই দলে।
বিদ্যুৎ চমকে যেন গগন মণ্ডলে॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জ্জন।
যুগান্তের ঘন যেন করিছে গর্জ্জন॥
দেখিবার কার্য্য থাক কর্ণে নাহি শুনি।
পরাপর নাহি জ্ঞান অস্ত্রে হানাহানি॥
অশ্ব গজ পড়ে কত পদাতি বিস্তর।
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল ভীষ্ম বীরবর॥
বাসব হইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে ঊন।
হাতেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিল গুণ॥
যতেক পাণ্ডবদল সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড॥
কার কাটে অশ্ববর কার কাটে গজ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে ধ্বজ॥
কাহার মুকুট কাটে কার কাটে দণ্ড।
কাহার ধনুক কাটে কার কাটে মুণ্ড॥
কার হস্ত পদ কাটে কার কাটে স্কন্ধ।
ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর।
ভীষ্মে মারিবারে ধায় সক্রোধ অন্তর॥
গদা হাতে ভীম সেন ধায় অতি বেগে।
খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে॥
ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়।
ভীষ্মের সারথি মারি নিল যমালয়॥
ধনুক ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারয়ে শর।
এক ঘায়ে রথ অশ্ব নিল যমঘর॥
লাফ দিয়া ভীষ্মবীর চড়ে অন্য রথে।
অস্ত্র বৃষ্টি করে মহাপণ্ডিত রণেতে॥
নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি॥
অন্তরীক্ষে পার্থ তবে কাটে সব বাণ।
দেখি ক্রুদ্ধ হন ভীষ্ম অগ্নির সমান॥
দেখা দেখি দুইজনে বাধে ঘোর রণ।
চমকিত হয়ে দেখে যত দেবগণ॥
অর্জ্জুন সহস্র বাণ করেন প্রহার।
অর্দ্ধ পথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার॥
অগ্নি বাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শূন্য পথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর॥
রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার।
দেখি বরুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার!
মুষল ধারেতে জল হয় বরিষণ।
অগ্নি সব নিমেষেতে হৈল নির্ব্বাপণ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসি বুলে জলে।
রথ গজ অসোয়ার পদাতি বহুলে॥

অর্জ্জুন মারেন বাণ পবন সঞ্চার ;
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার ॥
পবন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে ।
যেমন প্রলয় কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে ॥
হাসি ভীষ্ম বলে শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
তোমার যতেক শক্তি করহ সমর ॥
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ ।
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ ॥
এত বলি সর্প বাণ এড়ে বীরবর ।
লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগন উপর ॥
নিমেষেতে ঝড় সব করিল আহার ।
গর্জ্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবার ॥
শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার ।
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার ॥
শত শত শিখী উড়ে গগন উপর ।
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর ॥
ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আত্মপর ।
নিশা জানি শিখিগণ গেল দিগন্তর ॥
মহা অন্ধকারে সৈন্ত দেখিতে না পায় ।
দেখিয়া ভাস্কর অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয় ॥
সূর্য্যোদয় হৈল ঘুচে যত অন্ধকার ।
উদিত দ্বিতীয় রবি দেখিল সংসার ॥
দেখি গঙ্গাপুত্র মহাকুপিত হইল ।
ধনুক টঙ্কারি আট বাণ নিক্ষেপিল ॥
এমত সে আট বাণ তীক্ষ্ণবেগে গেল ।
অর্জ্জুনের রথ অশ্ব জর্জ্জর হইল ॥
সাতবাণ মারে আর ধ্বজার উপরে ।
আশী বাণে বিন্ধিলেন প্রভু দামোদরে ॥
আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে ।
কপি ধ্বজ রথ চক্র পোতে মৃত্তিকাতে ॥
তবে হরি অশ্বগণে করেন প্রহার ।
বহু কষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধী হয়ে অতিশয় ।
পঞ্চ বাণে বিন্ধিলেক ভীষ্মের হৃদয় ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার ।
সারথির মাথা কাটি লন যমদ্বার ॥
একবাণে ধ্বজ তাঁর কাটেন অর্জ্জুন ।
করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলে ভীষ্ম অতি ক্রোধ করি ।
নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি ॥
এত বলি অস্ত্র বরিষয় বীরবর ।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর ॥
সব বাণ কাটি পার্থ করে খান খান ।
ভীষ্মের উপরে পুনঃ পূরেন সন্ধান ॥
এই রূপে দুইজন নিবারয়ে বাণ ।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান ॥
পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে ।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহাতে সঞ্চারে ॥
মন্ত্রে অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন ।
দেখি সব দেবগণ হৈল ভীত মন ।
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতেতে আবরে আকাশ ।
শূন্য পথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস ॥
ভাদ্রমাসে নিশা কেন ঘোর অন্ধকার ।
দেখি সব সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
সাগর মন্থনে যেন মহা কোলাহল ।
মহাশব্দ করি আসে যত কুলাচল ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল ।
শূন্যপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল ॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল সহ নৃপবর ।
তিন মহারথী রহে সংগ্রাম ভিতর ॥
বৃকোদর ধনুঞ্জয় অভিমন্যু বীর ।
এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির ॥
দেখি যত দেবগণ করে হাহাকার ।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার ॥

হুহুঙ্কার ছাড়ি বীর ছাড়ে বজ্রবাণ।
যতেক পর্ব্বত তাহে বজ্রের সমান॥
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল॥
যতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
সমরেতে আসিলেন সব যোদ্ধাগণ॥
সাধু সাধু বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল।
সন্ধান পুরিয়া পুনঃ দিব্যাস্ত্র মারিল॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কেহ পরাজয় নহে বিক্রমে দোসর॥
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না পান বিশ্রাম।
দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম॥
দৈবে দেখিলেন পার্থ কৃষ্ণের শরীর।
সমরে প্রতিজ্ঞা নিজ রাখে কুরুবীর॥
সংহারী অযুত রথী শঙ্খ বাজাইল।
দেখিয়া পার্থের মনে বিস্ময় জন্মিল॥
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন নিবর্ত্তিল রণে।
দুইদলে চলি গেল নিজ নিকেতনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরিবে ভববারি॥

ষষ্ঠদিনের যুদ্ধ।

নরনারায়ণের পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

দুর্য্যোধন বলিলেন, হে জগদেক বীর! জগতে একমাত্র তুমিই অজেয়, আর সকলেই জেয়; পাণ্ডবগণ জেয় হইয়াও কেন অজেয়ের স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে? ইহাতে কি মনে ক্ষোভ হইতে পারে না? তুমি অজেয় নায়ক থাকিতে আমরা কেন দিন দিন নিহত হইতেছি? তোমার স্থায় কল্পতরুর আশ্রয়ে যে শীতল হইল না, সে আর কোন তরুর ছায়ায় শীতল হইবে?

কাম্যফল পাব এই আশা করি,
গেলেম কল্প তরুর কাছ;
কোথা ফল লাভ অনুতাপে মরি,
যাচিতে হল সে এরণ্ড গাছ।

পূর্ণশক্তির শরণ নিয়াও যদি আশা পূর্ণ না হয়, তবে কি খণ্ড শক্তির শরণ নিলে আশা পূর্ণ হইবে? আমি বিষাদগ্রস্থ হইয়াছি, এখন শ্রেয় উপদেশ করুন। ভীষ্মদেব বলিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি শুনিয়াছ অর্জ্জুনের এক নাম 'জিষ্ণু' অর্থাৎ কেহই ইহাকে ধর্ষিত বা পরাভূত করিতে পারে না, এইজন্য ইহার নাম জিষ্ণু; এক নাম বিজয় অর্থাৎ যুদ্ধে গমন করিলে সমর দুর্ম্মদ অরাতিদিগকে পরাভূত না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না এই জন্য এক নাম বিজয়; উহার আর এক নাম 'বীভৎসু' অর্থাৎ যুদ্ধস্থলে বীভৎস অর্থাৎ ঘৃণিত কর্ম্ম করে না বলিয়া বীভৎসু নামে প্রসিদ্ধ। যুদ্ধে বীভৎস কর্ম্ম কি? "পৃষ্ঠ প্রদর্শন"। তুমি শুনিয়াছ,—'যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কাপুরুষের লক্ষণ।' অর্জ্জুনকে এ পর্য্যন্ত কেহই কোন যুদ্ধেই ধর্ষিত বা পরাভূত করিতে পারে নাই সুতরাং জিষ্ণু নাম ঠিক রহিয়াছে; অর্জ্জুন এ পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধেই অরাতিগণকে পরাভূত না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই, সুতরাং বিজয় নামও কেহ ব্যর্থ করিতে পারে নাই।

অর্জ্জুন মহা মহা সমরে মহা মহা রথির; মহা মহা ধানুকির সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, কোন যুদ্ধেই ইনি বীভৎস কাণ্ড করেন নাই, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই সুতরাং ইহার বীভৎসু নাম আজও অখণ্ড অটল অচল রহিয়াছে। তুমি শুনিয়াছ,—খাণ্ডবের মহারণে ইন্দ্র যমাদি দেবগণ, ব্রহ্মাদি শিবগণ, রুদ্রাদি গ্রহগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ সজ্জ হইয়াছিল, দেবগণই হারিয়া গেল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, তখনই বুঝা গেল অর্জ্জুনের জিষ্ণু ও

বীভৎসু নাম সার্থক। যখন অর্জ্জুনের কালকেয় দৈত্যদানব গন্ধর্ব্বাদির সহিত যুদ্ধ হয়, তখন দেখা গেল দৈত্যগণই হারিয়া গেল; পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল তখনই বুঝা গেল অর্জ্জুনের বিজয় ও বীভৎসু নাম অব্যর্থ।

যখন শুনিলাম হনুমানের সহিত অর্জ্জুন দ্বন্দ্ব করিয়া বাণের দ্বারা সাগর বন্ধন করিয়াছেন, তখনই বুঝিলাম অর্জ্জুন অদ্বিতীয় বীর।

যখন শুনিলাম অর্জ্জুন পশুপতির সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছে, তখনই মনে করিলাম অর্জ্জুন অজেয় বীর।

যখন শুনিলাম অর্জ্জুন পাতালে প্রবেশ করিয়া অনন্তদেবের ভার নিজে নিয়া অনন্তদেবকে রাজসূয় যজ্ঞে পাঠাইয়াছেন তখনই বুঝিলাম অর্জ্জুনের শক্তি অসীম।

যখন দেখিলাম দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, লক্ষ লক্ষ রথি অতিরথির সহিত কর্ণ অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিল. অর্জ্জুন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল না, তোমরা সকলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে, তখনই বুঝা গেল অর্জ্জুন অজেয় ও বীভৎসু। যখন উত্তর গোগৃহে আমাদিগকে অর্জ্জুন একাই পরাস্ত করিল তখনই বুঝা গেল অর্জ্জুন অজেয় ও বীভৎসু।

হে রাজন! শান্ত হও, যদিও অর্জ্জুন এবম্প্রকার, তবুও সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়া আমার কিছুই করিতে পারিবে না. প্রত্যুত যাহা এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই তাহাই করিব; কৃষ্ণার্জ্জুনের কৃষ্ণজিষ্ণু নাম কেহ ঘুচাইতে পারে নাই তাহা ঘুচাইব. বিজয় নাম ব্যর্থ করিব, বীভৎসুকে বীভৎস করাইব, তবে ভীষ্ম নাম রাখিব।।

প্রতিজ্ঞা আমার আজি শুন দুর্য্যোধন, শুন কৃষ্ণার্জ্জুন, শুন মহীপাল, শুন বীরবর্গ, শুন ত্রিদিববাসি দেবগণ প্রতিজ্ঞা আমার "কৃষ্ণার্জ্জুনকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাইব"। প্রতিধ্বনি পশিল শ্রবণে,—চমকিল কৃষ্ণার্জ্জুন, কৃষ্ণার্জ্জুন বক্ষ কাঁপিল সঘনে? চমকিল দেবগণ, বলে একি অঘটন। বজ্র নির্ঘোষ শুনিয়া কৃষ্ণের দিকে অর্জ্জুন চায়, অর্জ্জুনের দিক কৃষ্ণ চায় "বলে ওকি শুনা যায়, পৃষ্ঠপ্রদর্শন"? এমন কথাতো কস্মিনকালে শুনি নাই,— আমাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইবে; ধরিত্রী যদি রসাতলে যায়, সাগর শুকায়ে যায়, সূর্য্য নভচ্যুত হয়, তবু অর্জ্জুনের ইহা অসম্ভব, সেই অসম্ভব ঘটিবে? যাহা কোনকালে হয় নাই, সেই অর্জ্জুনের পৃষ্ঠপ্রদর্শন? যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কাপুরুষের লক্ষণ, সুরাসুর জয়ী অর্জুন কাপুরুষ? আজ বুঝি তাহাই ঘটালে। চমকিত সুরগণ,—একি শুনি অঘটন "কৃষ্ণার্জুনের পৃষ্ঠপ্রদর্শন" যদি হয় সম্ভবন, 'তবে অতি অঘটন'। অর্জুন বলিলেন ঠাকুর! আমার পক্ষে যাহা কোনকালে ঘটে নাই তাহাই ঘটিতে চলিল? আমিত কোন কালেই কোন যুদ্ধেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি নাই, আমার অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইতেছে, কারণ এইরূপ বীভৎস কাণ্ড আমি কস্মিনকালেও করি নাই; ঠাকুর তুমিই ইহাকে বীভৎস বলিয়া মনে নাও করিতে পার, কারণ তোমার ইহা অভ্যাস আছে, জরাসন্ধাদির যুদ্ধে তোমার ইহা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ঠাকুর আমার দশাও কি তাই করিলে? ধন্য তোমার

ঠাকুরালি, তোমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কোথায় লুকাল। ঠাকুর আর কথা বলিবার সময় নাই, ঐ দেখ ভূত ভাগাইয়া দিতেছে।

ঐ দেখা যাইতেছে, আর্য্যভূতনাথ পাঁচভূতের ভূতনাথের ভূত ভাগাইয়া দিতেছে। ঐ দেখা যাইতেছে, ভীষ্ম মহাসমরে অর্জুন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে, কৃষ্ণের অসীম গুণ আর কত বলব। দশ চক্রে ভগবান ভূত; কৃষ্ণও দশভূতের চক্রে স্বয়ং ভগবান; তিনি আজ আর্য্যের পূর্ণ ভগবানের নিকট পরাহত, পর্য্যুদস্ত, অধিকন্তু বীভৎস। ব্যাস দেখিলেন আমাদের দশভূতের ভগবানের মান কাম ঘুচে যায়, নাক কাণ কাটা যায়, আর প্রভুত্ব টীকেনা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মান যায়, মান বাঁচাইবার জন্ত ছলনার আশ্রয় নিলেন। এত গুণের গুণবান বলিয়াই মুনি ঋষিরা রাঙ্গাপদ কোকনদে পুষ্পাঞ্জলি দেন। কৃষ্ণ দেখিলেন আর পৃষ্ঠ না দেখাইয়া পারা গেল না, এখন ছুঁত পাই কি? ভীমকে আচ্ছানের ছুঁত করা যাক্ ভীমকে আচ্ছাদনের ছুঁত করিয়া কৃষ্ণ সরিয়া পড়িলেন; অর্জুন কৃষ্ণের শপথের নাম করিয়া পাশ কাটাইলেন; এখন ধরা দিবে কে? কেন এমন? "মূল-ব্রহ্মচর্য্য"।

ব্যূহ সংস্থান।

তৎপরে কুরুপাণ্ডবেরা নিশাসমুচিত কার্য্যে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ধৃষ্টদ্যুম্ন মকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ধনঞ্জয় ও দ্রুপদ তাহার মস্তক, নকুল ও সহদেব তাহার দুই চক্ষু, মহাবল ভীমসেন তাহার তুণ্ড, সুভদ্র ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ তাহার গ্রীবা, বাহিনীপতি বিরাট মহতীসেনা সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তাহার পৃষ্ঠ, কৈকেয়-দেশীয় ভূপতি পঞ্চভ্রাতা তাহার বামপক্ষ, নরব্যাঘ্র ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান চেকিতান তাহার দক্ষিণ পক্ষ, মহারথ শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও শতানীক মহতীসেনায় সমাবৃত হইয়া তাহার পদদ্বয় এবং সোমকগণ, সংবৃত্ত মহা ধনুর্দ্ধর বলবান্ শিখণ্ডী ও রাজা ইরাবান্ তাহার পুচ্ছপ্রদেশে অবস্থিত হইলেন। পাণ্ডবেরা সূর্য্যোদয় সময়ে এইরূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ বর্ম্মিত হইয়া সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ, ছত্র, বিমল শাণিত শস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পত্তিগণের সহিত কৌরবদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চিরকৌমার দেবব্রত সেই মকরব্যূহ দেখিয়া সৈন্যগণের মহৎ ক্রৌঞ্চব্যূহ প্রতি সজ্জিত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভরদ্বাজনন্দন উহার তুণ্ড, অশ্বত্থামা ও কৃপ উহার চক্ষু,

সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য নরবর শ্রেষ্ঠ,কৃতবর্ম্মা, কাম্বোজ দেশীয় নৃপতি ও বাহ্লিকের সহিত উহার শিরঃস্থল, বহুরাজগণে পরিবৃত মহারাজ দুর্য্যোধন ও শূরসেন উহার গ্রীবা, মদ্র, সৌবীর ও কেকয়গণের সহিত প্রাগজ্যোতিষ নাথ মহতীসেনায় সমাবৃত হইয়া উহার উরঃস্থল, প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা স্বসেনায় পরিবৃত ও বর্ম্মিত হইয়া উহার বামপক্ষ, তুখার যবন, শক ও চুলিকগণ বহুসন্নাহ হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষ এবং শতায়ুধ, শতায়ু, সৌমদত্তি ইহারা পরস্পর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া উহার জঘনদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ।

সূর্য্যোদয়কালে উভয় পক্ষ যোধগণ এইরূপে ব্যূহ সজ্জা করিয়া পরস্পরের সহিত সমবেত হইলেন, তাহার পর মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রথীগণ নাগারোহীগণের, নাগারোহীগণ রথীগণের, অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীগণের, রথীগণও অশ্বারোহীগণের, অশ্বারোহীগণ, অশ্বারোহী ও রথী ও কুঞ্জরগণের এবং রথিগণ গজারোহী, রথী ও অশ্বারোহীগণের সহিত যুদ্ধে অভিক্রত হইলেন। এবং রথীগণ পদাতিগণের সহিত ও পদাতিগণ সাদীগণ ও পদাতিগণের সহিত সমবেত হইয়া অমর্ষপূর্ব্বক পরস্পর ধাবমান হইল। যে প্রকার নক্ষত্র সমূহ দ্বারা শর্ব্বরী শোভা পায়, সেইরূপ পাণ্ডবীসেনা ভীম' ', অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের রক্ষিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; এবং কৌরবীয়সেনা ও গ্রহগণ সংবৃত আকাশের ন্যায়, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, শল্য ও দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃ রক্ষিতা হইয়া শোভমানা হইল। যে প্রকার অগ্নি তৃণরাশি দহন করে, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডবীসেনা দহন করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কৈকেয়গণ গাঙ্গেয় কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। কৌরবীয়সেনা ও ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইয়া মদগর্ব্বিতা বরাঙ্গনার ন্যায় স্ব স্ব স্থানে বিমোহিত হইয়া পড়িল। সেই বীরক্ষয়জনক সংগ্রামে কুরুপাণ্ডবপক্ষীয়দিগের ঘোরতর বিপর্য্যয় সমুপস্থিত হইল, উভয়পক্ষের ব্যূহই ভগ্ন হইতে লাগিল। উভয়পক্ষ সকলেই যে একায়নগত হইয়া বিপক্ষসহ রণ করিতে লাগিল, তাহা অদ্ভুত দৃশ্য হইল। কৌরব ও পাণ্ডববীরগণ সেই মহাযুদ্ধে পরস্পরের অস্ত্র সকল প্রতিসন্ধান করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। যেমন প্রদীপ্ত পাবকের প্রতি কেহই সহসা দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারে না, তদ্রূপ শত্রুপক্ষীয়েরা ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। শৈলসানু-সন্নিহিত অভিনব জলধারাশ্রেণী সূর্য্যরশ্মি সহযোগে যেমন বিচিত্র বর্ণ ধারণ করে, ভীষ্মের শরাঘাতে গলিত শোণিতধারা দ্বারা যোদ্ধৃবর্গের শরীর সকলও সেইরূপ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন অশোকবন সমস্তই বিকসিত কুসুম নিচয়ে সুশোভিত হইয়াছে; অথবা যেন হিরণ্ময় পুষ্পমাল্য সকল ভীষ্মবাণানলে পরি-

শুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তৎকালে সমীরণ, অস্ত্রচ্ছিন্ন ছত্র ও পতাকা সকল যেন আকাশ-মণ্ডলে ধারণ করিল! রথযোজিত অশ্বগণ স্বপক্ষ-বিক্ষোভ দর্শনে ভীত হইয়া যুগ, অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ডে তাহারা বদ্ধ থাকে, তাহা ভগ্ন করণ পূর্ব্বক ছিন্ন রথাঙ্গ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। করিযূথেরা, কর্ণ, কক্ষ, দন্ত ও অধরাদি মর্ম্মস্থানে আহত হইয়া সমরস্থলেই পতিত হইতে থাকিল। হস্তীনিচয়ের সংজ্ঞাশূন্য কলেবর সমূহে আবৃত হওয়ায়, রণস্থলে ক্ষণকালের মধ্যে যেন মেঘ পরিবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় বিরাজিত হইল। ফলত যুগপ্রলয়কালে প্রচণ্ডতর শিখাবিশিষ্ট হুতাশন যেমন কালপক্ক স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ ভীষ্মানল রিপুকুল দহন করিতে লাগিলেন; ব্যাধ কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট বিহঙ্গগণের ন্যায় শোণিতাশন গগণসঞ্চারী সুতীক্ষ্ণাগ্র শরসমূহে আকাশমণ্ডল আবৃত করিতে থাকিলেন। কোন ক্ষুদ্র পাত্র মধ্যে প্রখর-কর প্রভাকরে কর-নিকর প্রবিষ্ট হইলে যেমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তৎকালে দিঙ্মণ্ডলব্যাপী ভীষ্মের সেই অসংখ্য সায়ক সমস্ত ও সেইরূপ অপর্য্যাপ্ত হইতে লাগিল। শত্রুপক্ষীয়েরা সমীপাগত ভীষ্মের সেই সুবর্ণময় রথখানিকে কেবল একবার মাত্র নিরীক্ষণ করিতে পারে; যে হেতু পরক্ষণেই তিনি তাহাদিগকে রথ হইতে অশ্ব সহিত কৃতান্তনিকেতনে প্রেরণ করিয়াছেন; সুতরাং তাহা আর কি প্রকারে তাহাদিগের নেত্রগোচর হইবে? সৈন্যসাগরে পতিত হইয়া যখন তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল, যেন ভুজঙ্গরাজ বাসুকিই অনন্ত ফণা বিস্তার করিয়া মহার্ণবে ক্রীড়া করিতেছেন। শত্রুরা কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার শরাসনই দৃষ্টিগোচর করিতে থাকিল। শরাহত অরাতিকুল তৎকালে ইহাই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, প্রজাকুল নির্ম্মূল করিবার মানসে সর্ব্বসংহারকারী কালই ভীষ্মরূপ ধারণ করিয়া শত্রুকবলিত করিতেছেন। কৃষকেরা যেমন অনায়াসে ধান্যাদি ঔষধি সমস্ত ছেদন করে, গঙ্গানন্দনও সেইরূপ অবলীলাক্রমে শত্রুদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। শত্রুরূপ বন সমস্ত ভীষ্মরূপ প্রবল ঝটিকায় ছিন্নভিন্ন হইয়া লোহিতরূপ নির্য্যাস প্রবাহে ধরণীকে শোণিতময়ী করিয়া ফেলিল। সমীর-সঞ্চালিত শোণিতাক্ত ধুলিপটল দ্বারা সূর্য্যরশ্মিও অধিকতর লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। ক্ষণকাল মধ্যে সূর্য্যসহ আকাশমণ্ডল এরূপ লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল যে, বোধ হইল যেন সন্ধ্যা সময় উপস্থিত হইয়াছে। নরসিংহ ভীষ্ম সংগ্রামে সেই বহুরূপাপহারিণী, পিতৃ-সদনবাহিনী, উদার-চরিত বীরগণের অনায়াসে তরণীয়া, ভীরুদিগের দুস্তরা, ঘোররূপা নিম্নগা প্রবর্ত্তিতা করিলেন। প্রচণ্ডরূপা বৈতরণী নদী যেমন অকৃতাত্মা লোকদিগের দুস্তরা, ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধিনী ঐ ঘোররূপিনী রুধির-তরঙ্গিণীও সেইরূপ দুস্তরনীয় হইল। সেই নদীর জল, শোণিত, রথ সকল আবর্ত্ত, হস্তীউরু ও যোধগণগ্রাহ, মনুষ্যেরা মৎস্য, অশ্ব সমস্ত কুম্ভীর, কেশ সকল শৈবাল ও শাদ্বল, ছিন্নবাহু গদা ও পরিঘ সমুদয় সর্প, মজ্জা সকল পঙ্ক, মস্তক সকল প্রস্তর, শর ও শরাসন সকল উড়ুপ

ছত্র ও ধ্বজপুঞ্জ হংস, উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ সমূহ কেশরাশি, হারশ্রেণী পদ্মিনী, এবং রণভূমি-সমুত্থিত ধূলিপটল তরঙ্গমালাস্বরূপ হইল। মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সৈন্যদিগের অবহার করণে আদেশপূর্ব্বক স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

শুন কবি কোকিল কূজিত কুসুম —

আর দিন প্রভাতেতে সাজে দুই দল।
নানা বাদ্য বাজে সৈন্য করে কোলাহল॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরেতীক্ষ্ণ মারিলেন শর॥
শরে শরে নিবারিয়া গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন॥
পাঁচ দিন যুদ্ধ করি গেলে সবে ঘর।
আজি হইবেক যুদ্ধ মহা ভয়ঙ্কর॥
ইহা জানি পার্থ আজি রণে দেহ মন।
বুঝিব কি মতে আজি রাখ সৈন্যগণ॥
ইহা বলি ভীষ্ম বাণ করিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে মারে চোখ চোখ বাণ॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত নর॥
তবে ভীষ্ম পঞ্চ বাণ মারে অতি রোষে।
মূর্ত্তি মন্ত হয়ে বাণ শূন্য পথে আসে॥
দেখি পার্থ দুই বাণ পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে কাটি তাহা করে খান খান॥
দেখি মহা কোপান্বিত গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
বাণে বাণে দোঁহাকারে করিল জর্জ্জর॥
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ।
কাটিলেন সারথি ও রথী শরাসন॥
আট বাণে মারিলেন আর চারি হয়ে।
আশীবাণে বিন্ধিলেন গঙ্গার তনয়ে॥
লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে।
হয় গজ রথী সব গেল যম ঘরে॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর আর ধনু লয়ে।
বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাঁইয়ে॥
শূন্য মার্গ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস।
বাণে অন্ধকার হল রবির প্রকাশ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল সংহার।
শত শত গজ মারে কত আসোয়ার॥
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান।
ভীষ্মের ধনুক কাটি করে খান খান॥
সারথির মাথা কাটিলেন অশ্ব চারি।
ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী॥
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লজ্জা পেয়ে মনে।
আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে॥
ভীষ্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয়।
করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয়॥
এবে মম পরাম দেখ গদাধর।
সাবধান হয়ে বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ।
বড়ই দুষ্কর অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল মহাশর।
নারায়ণ নাম তার খ্যাত চরাচর॥
সেই শরে অভিষেক গাঙ্গেয় করিল।
মন্ত্র পূত করি তাহা ধনুকে বসাল॥
বিষ্ণু তেজঃ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারী করিতে সংহার॥
সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্দ্ধর।
সবারে সংহার করিলহ যম ঘর॥
এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সন্ধান পূরিল॥

বাণ হতে বিষ্ণু তেজঃ হইল প্রকাশ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ॥
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল।
সসৈন্য পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল॥
ভূমি কম্পহয় ঘন নড়ে চলাচল।
বাসুকি নাগের ফণা করে টল মল।
দেখি পাইলেন ভয় প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন॥
জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বেতে নাহি ধরে টান॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ কর শুন বীরবর।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুন বলেন দেব না হয় উচিত।
ক্ষত্র ধর্ম্ম ত্যাজি কেন প্রাণে এত ভীত॥
শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময়।
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয়॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে।
নারায়ণ ডাকি তবে বলে সর্ব্বলোকে॥
পাণ্ডব সৈন্যেতে যত জন অস্ত্রধর।
বিমুখ হইয়া সবে ত্যজ ধনুশর॥
উচ্চৈঃ স্বরে বাসুদেব বলে ঘনে ঘন।
শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্ব্বজন॥
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণ।
বিমুখ হইল সবে বিনা ভীম সেন॥
তাহা দেখী শ্রীগোবিন্দ কহে বৃকোদরে।
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে॥
এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল।
অস্ত্র ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল॥
ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে।
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ।
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন॥

কি কারণে প্রাণ ভয়ে রণে ভঙ্গ দিব।
নিজ ধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব॥
এত বলি গদাধরি রহে মহাবীর।
দেখিয়া হইল চিন্তা শ্রীবনমালীর॥
মহা তেজোময় অস্ত্র গগনে উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্য অস্ত্রধারী না পাইল॥
ভীম হস্তে গদা দেখি কোপে আসে বাণ।
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন পর্ব্বত সমান॥
ঘোর নাদে গর্জ্জে বাণ ভীমে বিনাশিতে।
নারায়ণ দেখি বড় চিন্তিলেন চিতে॥
রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বরে।
ভীমে আচ্ছাদিল দেব নিজ কলেবরে॥
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসারে ব্যাপিল।
কৃষ্ণের পরশে সব তেজঃ সম্বরিল॥
আপনার তেজঃ হরি আপনি ধরিয়া।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া॥
স্বর্গে দেবগণ সব করে জয় জয়।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয়॥
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন।
ধনু ছাড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন॥
জয় জয় নারায়ণ ভুবন পালন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি জগত তারণ॥
সাধু পাণ্ডু সাধুকুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর।
আপনার রথে তবে যান গদাধর॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন মুষল ধারে অস্ত্র বরিষণ॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
বাণে কাটি লইলেন শমন সদন॥
ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
নিমেষেতে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ॥

দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করেন ছেদন।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করেন বারণ॥
ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চ শর সন্ধান পূরিল।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল॥
করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির।
অযুতেক রথি মারে ভীষ্ম মহাবীর॥
জয় শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন রণে নিবর্ত্তিল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
হেন মতে ছয় দিন হইল সমর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের খেদ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয়।
কহেন গোবিন্দ প্রতি করিয়া বিনয়॥
পিতামহ করিলেন সৈন্যের নিধন।
কি করি উপায় এবে কহ নারায়ণ॥
নারায়ণ অস্ত্র ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
দেবাসুরে কেহ যার নাহি জানে নাম॥
মহাকোপে আসিল সে ভীমে মারিবার॥
আপনী করিলে রক্ষা সংসারের সার॥
মম মনে লয় যাহা শুন হৃষীকেশ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি বনে করিব প্রবেশ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর॥
আমা সবে রক্ষা যিনি করে সর্ব্বকাল।
তিনিই করিবে রক্ষা শুন মহীপাল॥
এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধর্ম্ম-নৃপে।
রজনী বঞ্চিল নানা কথার আলাপে॥

সপ্তমদিনের যুদ্ধ।

ব্যূহসংস্থান।

প্রভাতে ব্যূহবিশারদ বীর্য্যবান বীর ভীষ্ম স্বয়ং প্রধান প্রধান যোধগণে পরিপূর্ণ, নানা শস্ত্র সমাকুল, প্রাস ও তোমরধারী বৃহৎ বৃহৎ, সাদী, দন্তী ও পদাতি ও সহস্র সহস্র রথিগণে চতুর্দ্দিকে পরিবারিত স্বকীয় সৈন্য দ্বারা মণ্ডল ব্যূহ সজ্জিত করিলেন। প্রতি নাগের নিকট সাত সাত রথি, প্রত্যেক রথির নিকট সাত সাত সাদী, প্রত্যেক সাদীর নিকট সাত সাত চর্ম্মী এবং প্রত্যেক চর্ম্মীর নিকট সাত সাত ধানুক অবস্থিত হইল। এইরূপে মহারথগণের সহিত ভীষ্ম যুদ্ধার্থ সৈন্য ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রু-ঘাতীদিগের দুর্ভেদ্য ভীষ্মরচিত অতিমহান্ সেই মণ্ডল ব্যূহ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। শত্রু-দুরাসদ সেই মণ্ডলব্যূহ গমনকালে সর্ব্বতোভাবে শোভা বিস্তার করিল। স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির বিপক্ষদিগের পরম নিদারুণ মণ্ডল ব্যূহ দেখিয়া বজ্র-ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে রথী ও সাদীগণ সেই বজ্রানীকের যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেনা সমবেত প্রহারপটু উভয় পক্ষ শূরগণ পরস্পর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরের ব্যূহভেদ করিবার মানসে গমন করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ।

অনন্তর উভয়পক্ষ পরস্পরের প্রতিধাবিত হইল। পরপুর বিজয়ী ভীষ্ম আশীবিষ সদৃশ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যোধগণের লৌহ, তাম্র ও রজতাদি নির্ম্মিত বক্ষোপরি ঘন ঘন শরপতন দ্বারা সুমহান্ শব্দ উঠিতে লাগিল। কি সাদী, কি নিষাদী, কি রথী, নিশিত শরাঘাত-পতিত প্রভৃত বীরবর্গের মৃত শরীরে রণভূমি একবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সমরক্ষেত্রে ইতস্তত সুবর্ণমাল্য বিভূষিত, কুণ্ডল ও উষ্ণীষধারী মস্তক সমস্ত পতিত হইতে লাগিল। কেবল মস্তক নহে, কোনখানে শরাসনসংযুক্ত বাহু, কোনখানে সায়ক জর্জ্জরিত গাত্র, কোনখানে বা অলঙ্কার ভূষিত হস্ত, সর্ব্বত্রই এইরূপ ছিন্ন অবয়ব সমূহে আকীর্ণ হওয়ায় মেদিনীর একটি মহতী শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। গাঙ্গেয় রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাণ্ডবীসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। কেহরই সাধ্য হইল না তাঁহাকে নিরীক্ষণ করে, তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হয়। বিজয়ি-শ্রেষ্ঠ পরপুরঞ্জয় ভীষ্মদেব এইরূপে মহারথগণকে পরাঙ্মুখ এবং সমস্ত সৈন্যগণকে বিত্রা-

লিত করিয়া সংগ্রামস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমর প্রভাবে তথায় একটি ঘোররূপা মহাভয় বিবর্দ্ধিনী শোণিতময়ী তরঙ্গিণীর সৃষ্টি হইল। তাহাতে মেদ, বসা ও রক্ত সমুদায় জলস্বরূপ, মাংস ও শোণিত কর্দ্দমস্বরূপ, বর্ম্ম ও উষ্ণীষ সকল ফেনপুঞ্জস্বরূপ, কেশ সকল শৈবালস্বরূপ রথসকল আবর্ত্তস্বরূপ, শর ও শরাসন উড়ুপসরূপ, মাতঙ্গ, কূর্ম্ম ও কুম্ভীরস্বরূপ, সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমূহ মহাগ্রহস্বরূপ, বৃহদাকার রথ সমুদায় মহাদ্বীপস্বরূপ এবং শঙ্খনাদ ও দুন্দুভিধ্বনি সকল কল কল শব্দস্বরূপ হইল। মুক্তাহার সকল লহরী লীলা প্রকাশ করিতে লাগিল; বিচিত্র অলঙ্কার সকল বুদ্বুদাকারে শোভিত হইল; অসংখ্য শরসংঘ্য আবর্ত্তস্বরূপ প্রতীত হইতে লাগিল এবং মাংসভোজী শৃগালাদি শ্বাপদগণ তথায় ভয়ঙ্কর চীৎকারশব্দ করিতে লাগিল। যুগান্তকালে কালরূপী কৃতান্তের ন্যায় পরপুরঞ্জয়ী পরন্তপ ভীষ্ম ঈদৃশী রৌদ্ররূপিণী সুদুস্তর মহতী লোহিত নদীর উৎপত্তি করিলেন। অনন্তর ভাস্কর অস্তগিরি আরোহণ করিয়া অপ্রকাশিত হইলে উভয়পক্ষের সৈন্য অবহার হইল। শুন ভ্রমর কবির গঞ্জন—

প্রভাতেতে দুই দল সাজিল সমরে।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জ্জন।
ধনুক টঙ্কার ঘোর রথের নিঃস্বন॥
রথিকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে॥
দুই দলে বাঁধে যুদ্ধ মহা কোলাহল।
যেমন প্রলয় কালে সমুদ্রে কল্লোল॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনের যুদ্ধ নাহিক তুলনা।
বাণ বৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা॥
মুসলের ধারে হেন বরিশয়ে ঘনে।
তাদৃশ আয়ুধ বৃষ্টি করে দুই জনে॥
শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে বীর বরিষেন শর॥
বাণে বাণে নিবারেন গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে কাটী পার্থ তাহা করে নিবারণ।
পুনঃ দিব্য দশ বাণ করেন ক্ষেপণ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করেন সংহার।
বানাঘাতে ভীষ্ম বীর ব্যথিত অপার॥
তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে॥
পার্থের বিক্রম দেখে ভীষ্ম ধরে ধনু।
আশী বাণ দিয়ে বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু॥
অঙ্গেতে প্রবেশে শর রক্ত বহে ধারে।
আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে॥
সহস্রেক বাণ বীর মারিলেক ধ্বজে।
বাণাঘাতে কোপিধ্বজ অধিক গরজে॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
গাণ্ডীব ধনুক হতে কাটিলেন গুণ॥
ধনুকেতে আর গুণ দিতে সদাশয়।
রথি দশ সহস্রেরে মারে মহাশয়॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন শিবিরে চলিল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
কাশী কহে সাতদিন হইল সমর॥

অষ্টমদিনের যুদ্ধ।

ব্যূহসংস্থান।

শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বাহনরূপ তরঙ্গযুক্ত সাগর সদৃশ ঘোর ব্যূহরচনা করিয়া সর্ব্বসৈন্যময় সেই ব্যূহের অগ্রে মালব, দাক্ষিণাত্য ও আবন্ত্যগণে সমন্বিত হইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রতাপশালী দ্রোণ, পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রবলপ্রতাপ ভগদত্ত যত্ন পরায়ণ হইয়া মাগধ, কালিঙ্গ ও পিশাচগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্‌বল মেকল, ত্রৈপুর ও চিকুলগণে সমন্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন। বৃহদ্‌বলের পশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত বহুকাম্বোজ ও সহস্র সহস্র প্রবরগণের সহিত প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ দ্রোণপুত্র বেগশীল শূর অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করত প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন সোদরগণে পরিবৃত হইয়া সমুদয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলেন; এবং তাঁহার পশ্চাৎ শারদ্বত কৃপ যুদ্ধে প্রযাত হইলেন। সাগর সদৃশ সেই মহাব্যূহের গমন সময়ে শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, মহার্হবিচিত্র অঙ্গদ ও শরাসন সকল দীপ্তিমান্ হইল।

যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় শূর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ ব্যূহবিনাশন সুদারুণ শৃঙ্গাটক ব্যূহরচনা করিলেন। মহারথ ভীমসেন ও সাত্যকি অনেক সহস্র রথী, সাদী ও পদাতিগণের সহিত ঐ ব্যূহের উভয়শৃঙ্গস্থলে রহিলেন। নরপ্রধান শ্বেতবাহন কৃষ্ণ-সারথী অর্জ্জুন উহার নাভিপ্রদেশে অবস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীপুত্রদ্বয় উহার মধ্যস্থলে অবস্থান করিলেন। ব্যূহশাস্ত্র-বিশারদ অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণ ঐ শৃঙ্গাটক ব্যূহের যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া উহা পরিপূর্ণ করিলেন। তৎপশ্চাৎ মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদেয়গণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন।

যুদ্ধ।

শৌর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবেরা এইরূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া জয়াভিলাষে যোদ্ধকাম হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্খধ্বনিমিশ্রিত তুমুল ভেরীশব্দ বীরগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎক্রুষ্ট শব্দের সহিত একত্রিত হইয়া অতি ভয়ানকরূপে সর্ব্বদিক পরিপূর্ণ করিল শূরগণ পরস্পর সকাশে গমনপূর্ব্বক নিমেষ রহিত নেত্রে পরস্পরকে অবলোকন করিল। যোধগণ

প্রথমত পরস্পরকে নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর তাহাদিগের ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল; উভয় পক্ষ যোধগণ পরস্পর হতাহত হইতে থাকিল; সুশাণিত নারাচ সকল ব্যাদিত মুখ ভয়ানক সর্পের ন্যায় রণস্থলে সর্ব্বত্র পতিত হইতে লাগিল; তৈল-ধৌত বিমল শক্তি সকল, যেমন মেঘ হইতে দীপ্যমান বিদ্যুৎ সকল পতিত হয়, তদ্রূপ রণ স্থলে চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে থাকিল। উভয় পক্ষীয় সেনা সমুদ্ধত পরস্পর যুধ্যমান হইয়া দেব সেনাও দৈত্য সেনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ রণক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিক্রুত হইল। সেই তুমুল সংগ্রামে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রথিগণ পরস্পর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রথ যুগ দ্বারা বিপক্ষ রথীর রথ যুগ সংশ্লেষ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র যুধ্যমান দন্তিগণের দন্ত সংঘর্ষে সধূম অগ্নি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। কোন কোন গজ যোধী প্রাসাস্ত্রে অভিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। শূর পদাতিগণ নখর ও প্রাস অস্ত্রে যুদ্ধ করিয়া পরস্পর নিহত ও বিচিত্র মূর্দ্ধধারী দৃষ্ট হইতে লাগিল। কুরু পাণ্ডবদিগের সৈনিক পুরুষেরা পরস্পরের নিকট গমন পূর্ব্বক নানাবিধ ঘোরতর শস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে যমালয়ে উপনীত করিতে লাগিল। তদনন্তরপর পুরঞ্জয় শান্তনু নন্দন ভীষ্ম রথ ঘোষে পৃথিবীকে নিনাদিত এবং ধনু শব্দে সকলকে মোহিত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিগমন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ রথিগণও সযত্ন হইয়া ভীষণ রব করিয়া তাঁহার অভিমুখে অভিক্রুত হইলেন। তদনন্তর কুরুও পাণ্ডব পক্ষীয় নর, অশ্ব, রথ ও নাগগণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

যখন ভীষ্ম সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন পাণ্ডবেরা ভাস্করের ন্যায় তপন্ত ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য ধর্ম্ম পুত্রের শাসনানুসারে সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা সৈন্য মর্দ্দনকারী ভীষ্মের প্রতি-ধাবমান হইল। রণ শ্লাঘী ভীষ্ম মহা ধনুর্দ্ধর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালদিগকে শায়ক সমূহ দ্বারা এক কালেই নিপাতিত করিতে লাগিলেন। সোমকগণের সহিত পঞ্চালগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অভিমুখে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। বীর্য্যবান শান্তনু পুত্র ভীষ্ম বহুল রথীর মস্তক ছেদন এবং রথীদিগকে বিরথী করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের অস্ত্র দ্বারা সাদিদিগের মস্তক সকল অশ্ব হইতে পতিত এবং মাতঙ্গগণকে বৃক্ষ রহিত পর্ব্বতের ন্যায় মনুষ্য রহিত ও প্রমোহিত দৃষ্ট হইল। রথি শ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ব্যতীত পাণ্ডবদিগের পক্ষে এমন কোন পুরুষ ছিল না যে, ভীষ্মকে নিবারণ করে; তিনিই ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ভীমের সংগ্রাম দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্য মধ্যে ঘোরতর ভয়ানক কোলাহল হইতে লাগিল। রথীবর ভীম সেন ভীষ্মের সারথিকে সংহার করিলেন, তাহাতে ভীষ্মের রথ ঘোটক চতুর্দ্দিকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রক্রান্ত হইতে লাগিল।

তদনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সংবদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইল। মহাত্মা বীর ভীষ্ম পাণ্ডু নন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অতি বিচিত্র রথ, ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। সহদেব ও নকুলকে রণে বিমুখ করিয়া পাণ্ডবী সেনা হনন করিতে লাগিলেন। যেমন বসন্তকালে অরণ্য কুসুম নিচয়ে আচ্ছন্ন হয়, সেই রূপ পতিত ভগ্ন রথ ছিন্ন ধ্বজ ও নিকৃত্ত মহাস্ত্র, চামর, ব্যজন, অতি মহা প্রভা বিশিষ্ট ছত্র, হার, নিষ্ক, কেয়ুর, কুণ্ডল শোভিত শীর্ষ্য, উষ্ণীব, পতাকা, রথনিম্নস্থ শোভন কাষ্ট ও রশ্মি সহিত যোক্ত্র, এই সকল বস্তুতে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। শান্তনব ভীষ্ম, রথি প্রধান দ্রোণ, অশ্বত্থমা কৃপও কৃত বর্ম্মা ক্রুদ্ধ হওয়াতে পাণ্ডব পক্ষীয়দিগের ঐ রূপে ক্ষয় হইতে লাগিল এবং পাণ্ডব পক্ষ সকল ক্রুদ্ধ হওয়াতে কৌরব পক্ষও ঐ রূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শত্রু তাপন ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাকে কম্পিত করত মর্ম্ম ভেদী বাণ সমূহ দ্বারা মহারথদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির সৈন্যের বহুল মনুষ্য, দন্তী, সাদী, রথী ও অশ্ব বিনাশ করিলেন। তাদৃশ ভীষণ সংগ্রামে উভয় পক্ষ বীরগণ সংবদ্ধ হইয়া যেন রাক্ষস বা ভূতগণে আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দৈত্য সংগ্রাম সদৃশ সেই বীরাক্ষয় জনক সংগ্রামে কাহাকেও আপনার প্রাণ রক্ষায় যত্ন পর দেখিতে পাওয়া গেল না॥ যোধগণ শ্রান্ত; ভগ্ন ও মর্দ্দিত হইলে রাত্রি উপস্থিত হইল; রণ ব্যাপার আর কিছুই দৃষ্টি গম্য রহিল না। মহাভয় জনক সুদারুণ ঘোর নিশামুখে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। শুন কবিরাজের কবিত্ব বর্ণন—

প্রভাতে উভয় সৈন্য করিয়া সাজন।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন॥
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ।
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্ব্বজন॥
মহারথিগণ তবে করে অস্ত্রাঘাত।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্র বৃষ্টি করিলেন যেন জলধর॥
ভীষ্ম পার্থ দুই বীর করেন সমর।
চমৎকৃত হয়ে চাহে যতেক অমর॥
মহাকোপে ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল!
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল॥
পাণ্ডবের সেনা বহু বিনাশিল রণে।
হয় হস্তী পদাতিক পড়ে অগণনে॥

যত যোদ্ধাগণ সব করে ঘোর রণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
তোমর ভূষণ্ডী শেল মুষল মুদ্গর।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
অর্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
দেবাসুর নরে তাহা দিতে নারে সীমা॥
পূর্ব্বে যথা রণ করে মিলি দেবাসুর।
দোঁহাকার অস্ত্রাঘাতে কাঁপে তিনপুর॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে দশ খান॥
পুনঃ শত শর এড়ে গঙ্গার কুমার।
বাণে কাটি ধনঞ্জয় করে ছারখার॥
যত বাণ এড়েন ভীষ্ম কাটেন অর্জুন।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু সমরে নিপুণ॥

তবে পার্থ দশবাণ পুরিয়া সন্ধান।
গন্ধর্ব্ব ভীষ্মের যে করে খান খান॥
দুই বাণে কাটি তবে পাড়ে রথধ্বজ।
দুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ॥
হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
সহস্রেক মহারথী করেন নিধন॥
দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়।
গগন ছাইয়া বীর বাণ বরিষয়॥
নাহি দেখি দিবাকরে রজনী প্রকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
দেখি ইন্দ্র অস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন।
নিবারণ করিলেন সব শরগণ।
কোপে ভীষ্ম দিব্য শর সন্ধান পুরিল।
দশবাণ অর্জ্জুনের হৃদয়ে হানিল॥
বাণাঘাতে ব্যথা পায় বাসব তনয়।
ষাটি বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়॥
আট বাণে চারি অশ্ব বিন্ধিল সত্বর।
রথী দশ সহস্রেরে নিল যমঘর॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি গেল যমঘর।
বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর।
নদী ফেণ সম ভাসে শ্বেতচ্ছত্রগণ।
কচ্ছপ হইল চর্ম্ম অসি মীন সম॥
শৈবাল সমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে।
শুশুক সমান গজ ডুবিছে তাহাতে॥
গ্রাহ সম মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে।
হস্ত পদ তৃণ সম ভাসে চতুর্দ্দিকে॥
শোণিতের নদী বেগে বহে ভয়ঙ্কর।
অস্ত্রগণ বৃষ্টি ধারা পড়ে নিরন্তর॥
ভয়ঙ্কর রণস্থল দেখি লাগে ভয়।
ডাকিনী যোগিনী প্রেত পিশাচ ক্রীড়য়॥
কবন্ধ উঠিয়া শত শত করে রণ।
কাহার সামর্থ আছে করিতে বর্ণন॥
প্রচণ্ড সমর দেখি আসেন চামুণ্ডা।
দিগম্বরী মুক্তকেশী হস্তে শোভে খাণ্ডা॥
সঙ্গেতে যোগিনীগণ বিস্তার বদনা।
নরমুণ্ড গলে দোলে বিলোল রসনা॥
গজমুণ্ড লয়ে কর্ণে পরিল কুণ্ডল।
করতালি দিয়া নাচে হাসে খল খল॥
নরমুণ্ড মালা কেহ গাঁথি পরে গলে।
গেঁড়ুয়া খেলায় কেহ মহাকুতূহলে॥
হাতেতে খর্পর করি রক্ত করে পান।
ক্রীড়ায় যোগিনীগণ আনন্দ বিধান॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে আনন্দেতে ধায়।
শকুনি গৃধিনী কঙ্ক উড়িয়া বেড়ায়॥
জয় শঙ্খ বাজাইল হৈল সন্ধ্যাকাল।
শিবিরে চলিল রণ ত্যজি মহীপাল॥
কৌরব পাণ্ডবগণ গেল নিকেতন।
অষ্টমদিনের যুদ্ধ হৈল সমাপন॥

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

নবমদিনের যুদ্ধ।

বেদের বিপদোদ্ধার
বা
আর্য্যশক্তির প্রাধান্য প্রতিপাদন।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের নবমদিনের সঙ্কুল যুদ্ধের প্রতিপাদ্য কি ?

বেদসিদ্ধান্ত খণ্ডন ও আর্য্যসিদ্ধান্ত স্থাপন করাই এই যুদ্ধের প্রতিপাদ্য।

বেদসিদ্ধান্ত কি ? বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বশক্তি, জগৎপতি, পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণ 'সত্যসংকল্প'। সত্যসংকল্প কারে বলি ? যাহার সংকল্প মিথ্যা হয় না। বেদ ইহাও বলেন, মহাতেজা মহাপুরুষ ভীষ্ম 'সত্যপ্রতিজ্ঞ'। সত্যপ্রতিজ্ঞ কারে বলি ? যাহার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় না। সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা একই কথা। সত্যসংকল্পের সংকল্প খণ্ডিত হইলে বেদ মিথ্যা হয় সুতরাং সৃষ্টিও মিথ্যা হয় এবং সত্যপ্রতিজ্ঞের প্রতিজ্ঞা খণ্ডিত হইলেও বেদ মিথ্যা হয়, সৃষ্টি মিথ্যা হয়। সত্যসংকল্পের সংকল্প যদি সত্য হয়, তবে সত্যপ্রতিজ্ঞের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় ; আর যদি সত্যপ্রতিজ্ঞের প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তবে সত্যসংকল্পের সংকল্প মিথ্যা হয়। উভয়েই বিষম সমস্যা। বেদ সত্যসংকল্পের সংকল্পও মিথ্যা করিতে পারেন না, সত্যপ্রতিজ্ঞের প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা করিতে পারেন না। ভগবানের সংকল্পও মিথ্যা হয় না, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা হয় না, লোকে কথায় বলিয়া থাকে "ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা" যাহা কিছুতেই মিথ্যা হইবার নয়। সত্যসংকল্প ভগবান প্রতিজ্ঞা করিলেন "অস্ত্র ধরিব না" সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা করিলেন "অস্ত্র ধরাইব"। বেদের উভয় সঙ্কট, বেদ মহা ফাঁফড়ে পড়িয়াছেন, কোন কুল রাখি, এ কুল রাখি কি ও কুল রাখি, শ্যাম রাখি কি ভীষ্ম রাখি ; এ কুল রাখিলে ওকুল হারাই ; ওকুল রাখিলে এ কুল হারাই ; এ কুল রাখিয়া ও কুল হারাইলেও বিপদ, ওকুল রাখিয়া এ কুল হারাইলেও বিপদ। এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিতে বেদ পারিলেন না, বেদান্ত ও অপরাগ, দর্শন অদর্শন, স্মৃতি পুরাণ নিস্তব্ধ ; তবে ইহার মীমাংসা করিবে কে ? বেদাতীত ভক্তি শাস্ত্র বলিতেছেন, আয় ! আমার কাছে আয়। আমি ইহার মীমাংসা করিব। ভক্তিশাস্ত্র বলিলেন—'অহং ভক্ত পরাধীনো' আমি ভক্তের অধীন ; ভক্ত শক্তিমান, সকল শক্তিই ভক্তের অধীন, সুতরাং বিশ্বশক্তির

ভাগবতী শক্তিও ভক্তের অধীন ; শক্তিমান ভক্তের কাছে আমার সংকল্প শক্তিও নষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ভক্তের প্রতিজ্ঞাই রক্ষিত হয়, ইহাই আমার সত্য সংকল্প ; সুতরাং ভগবানের সত্যসংকল্পও ঠিক থাকিল, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইল, বেদ হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই গেল বেদান্তসিদ্ধান্ত।

এখন আর্য্যসিদ্ধান্ত কি তাহা শুন—

আর্য্য সিদ্ধান্ত কি ? বিশ্বে যত কিছু শক্তি আছে, আর্য্যশক্তি সর্ব্বশক্তির উপর, ইহাই আর্য্য সিদ্ধান্ত। বিশ্বনিয়ন্তা জগৎপতির বিশ্বশক্তি ও আর্য্যশক্তির নিয়ে, ইহার প্রমাণ করাই আর্য্যসিদ্ধান্ত স্থাপন। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বশক্তি, জগৎপতি কৃষ্ণের সংকল্প বিচ্যুত করিয়া, প্রতিজ্ঞা ধ্বংস করিয়া, আর্য্য সংকল্প অচ্যুত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণই আর্য্যসিদ্ধান্ত স্থাপন ; তাহা কিরূপ শুন—

সত্যসংকল্প কৃষ্ণ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—"আমি ভারত যুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না" ; পক্ষান্তরে মহাতেজা মহাপুরুষ সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন, জগৎনিয়ন্তাকে নিয়মিত করিয়া, চিন্তামণিকে চিন্তান্বিত করাইয়া; বিশ্বপতিকে বিস্ময়ান্বিত করিব, "কৃষ্ণকে অস্ত্র ধরাইব।"

"প্রতিজ্ঞা আমার আজি শুন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয়॥
কহিনু নিশ্চয় অস্ত্র কৃষ্ণে ধরাইব।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি যদি নাহি করি।
শান্তনুনন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি॥

সুরাসুর চমকিত, জগৎ স্তম্ভিত। কেন চকিত ? 'কৃষ্ণে ধরাইবে অস্ত্র'। প্রতিধ্বনি উঠিল গগনে 'কৃষ্ণে ধরাইবে অস্ত্র' নাদিল জীমূত মন্দ্র ; প্রতিধ্বনি পশিল পাতালে, দমিল সহস্র ফণা, কাঁপিল অনন্ত, নড়িল অচলাচল ; প্রতিধ্বনি উঠিল ত্রিদিবে, চকিত ত্রিদিবেশ্বর ; বিস্মিত অন্তর জগতের যোনি ; শুনি সেই মহাধ্বনি,—পঞ্চানন হতভম্ব, বৃষভ কাঁপিল ঘন, খসিল হাতের শূল ; মোহিল সে মহাকাল, কালদণ্ড পড়িল অমনি ; বিবানী আসন হইল আসনচ্যুত, খসিল হাতের পাশ ; চমকিত ত্রিভুবন, একি শুনি অঘটন,—"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব" বিস্মিত সব মহারথি, অতিরথি বিস্মিত সানন্দ, শুনি সেই মহাধ্বনি। নারদাদি ঋষিগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ শুনি অসম্ভববাণি কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব, কম্পিত অন্তর ; কাঁপিল অর্জ্জুন কৃষ্ণ,—শুনি সেই মহাধ্বনি, মাথে বজ্র পড়িল অমনি ; শুনি সেই বজ্রপাণি,—কৃষ্ণার্জ্জুন বক্ষ কাঁপিল, নয়নে, বিশ্ব দেখিল আঁধার, দেখিল উদিত নভে তারকা নিচয় ; চলেনা বাজির রথ, কৃষ্ণ না দেখয়ে পথ, রথ গতি রোধিল তখনি।

আজ কি হবে উপায় ? ভাবিতেছে কৃষ্ণার্জ্জুন।

আজ ভাবগতিক ভাল নয়, অর্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন।

অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, হে যাদুবীৎ। আজ সঙ্কট বিষম, যাদু দ্বারা যদি সঙ্কট মোচন হইতে পার, তবেই তাহার উপায় দেখ। তুমি অনেক রকম যাদু জান, তুমি যাদুবিদ্যায় পটু, তুমি একজন ভোজবাজীকর। তুমি অনেক অনেক বিপদে ভোজবাজী দেখাইয়া রক্ষা পাইয়াছ; কোন জায়গায়ই সম্মুখ যুদ্ধে পৃষ্ঠ না দেখাইয়া ছাড় নাই, আজও সেই মামুলী ক্রিয়াই করিবে; যাদুমণির গুনের পার নাই; এ বীর এয়েছেন ভীষ্ম সমরে; আর সম্মুখ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, যদি পিঠ দেখাইয়া রক্ষা পাওয়া যায় তাহার উপায় দেখ; আজও সেরূপ একটা ভোজবাজী দেখাইয়া বাজী মাৎ কর।

আমি শুনিয়াছি—তুমি জন্মিয়াই এক ভোজবিদ্যা প্রকাশ করিলে, তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই একেবারে চতুর্ভুজের ন্যায় দেখালে, দেবকী ভয়ে আরষ্ট; ভাবিতে লাগিল সৃষ্টি ছাড়া কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিই প্রসব করিয়াছি, এযে সৃষ্টি ছাড়া ছেলে। বিধাতা ভাবিতে লাগিলেন, এ সৃষ্টির বিধি, বিধাতার বিধিতে নাই, সুতরাং এ ভূত কোথা হইতে আসিল ? এ যে সৃষ্টি ছাড়া ভূত। এত সোজা বাজী নয় ? একেবারে নির্ভুজকে চতুর্ভুজ, নিভুতকে ভূতের ন্যায় দেখালে; ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণ ভয়ে স্তুতি নতি করিয়া কেঁদে ফেললে; ব্যাস দেখিলেন প্রজাপতিদের এ দুর্দ্দশা, ভূত দেখে একেবারে কেঁদে বসেছ, এখন মান বাঁচাই কিসে ? বলা যাক্ প্রেমে গদ গদ। ব্রহ্মাদি মোহিত যে যাদুতে। ধন্য যাদুর যাদুয়ালী; আজ যাদুয়ালী বের হবে; যাদু ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নাই।

একদিন দেখিয়াছি,—মথুরাধামে, কংসকারাগারে তুমি বন্দি ছিলে, যখন দেখিলে পালাইবার কোন উপায় নাই, অমনি ভোজবিদ্যা প্রকাশ করিলে, মেঘ ডাকালে, বিদ্যুৎ চমকালে, বজ্র পড়ালে, বিপদ বাঁচালে।

ওহে যশোদাদুলাল ! আর একদিন দেখিয়াছি, তুমি যশোদার কোলে দুলালী করিতেছিলে, যশোদা তোমার হাত দুখানি ধরিয়াছিল, তুমি একেবারে হাঁ করিয়া পড়িলে, যশোদা দেখিয়া অবাক, ভাবলেন আমার যাদু কি যাদুই জানে। আজ দুলালের দুলালী ঘুচিবে, গোপাল হাম্বারব করিবে। একদিন দেখিয়াছি এ নীলমণি ফণির মণি হরিতে গিয়াছিল, আজ সে মণিহর নীলমণি মণি হারাবে, জগৎ আঁধার দেখিবে।

আর একদিন দেখিয়াছি,—কংস রঙ্গালয়ের মহারঙ্গে অঙ্গ ভাসাইলে, যে যে রকম ভূত সে সেই রকম দেখিল। ধন্য যাদুকর।

আর একদিন দেখিয়াছি,—ভোজরাজের অন্তঃকক্ষে ভোজরাজ প্রবেশ করিয়া, মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, ঔষধ নাই, পত্র নাই একবার দৃষ্টিমাত্র একটা কুঁজির কুঁজ অন্তর্দ্ধান করিয়া দিল। এত সোজা বাজী নয় ধন্য বাজীকর।

আর একদিন দেখিয়াছি—হস্তীনার রাজসভায় এক যাদু দেখালে; যখন তুমি

শুনিলে দুর্য্যোধন তোমায় বন্দী করিতে চাহিতেছে তুমি প্রমাদ গণিলে, উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া এক বাজী দেখাইয়া সকলকে মোহিত করিলে, সকলে স্তম্ভিত ; দুর্য্যোধন বলিলেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে এ বুজরুকি টিকিবে না। দুর্য্যোধন যথার্থই বলিয়াছিল কারণ ইতিপূর্ব্বে আমাকেই এক মহা যাদু দেখাইয়াছ, আমি ত দূরে থাক, প্রজাপতিগণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে ; অনন্ত সূর্য্যতেজ দেখাইয়া আমাকে কাঁদায়েছ ; তোমার সেই সহস্র সূর্য্যতেজ কোথায় গেল ? আমাকে কি বিশ্বরূপ দেখাইয়া বিষাদ জন্মায়েছ ? আমাকে যেমন হবা শিষ্য পেয়েছ, তেমন গবা বিশ্বরূপই দেখায়েছ ; মাগের কাছে পেগের বড়াই করিয়াছ, এখানে বড়াই টিকিবে না, পাগ হারাইয়া মাগ হইতে হইবে ; এ মহাকুরুক্ষেত্র ; আর বুঝি বিশ্বরূপখানা বেরয় না ; যত হবাকে গবা দেখাইয়া তবা বানায়েছ ; গুরু গবার গবরালী। আজ গবার গবরালী বেড়বে, গবা গোঁ গোঁ করিবে।

ঠাকুর ! তোমার সুদর্শন কোথায় অদর্শন হইল ? আমি শুনিয়াছি, তুমি অনেকবার সুদর্শন দ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদন করিয়া অন্ধকার করিয়াছ, আজও কেন তাই কর না। ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা আছে, সূর্য্য অস্ত গেলে যুদ্ধ করিবেন না, অতএব চক্রদ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদন করিয়া সন্ধ্যার ন্যায় প্রতিভাত কর, ভীষ্মদেব অস্ত্র সম্বরণ করুক আমরা হাপছাড়িয়া বাঁচি। আজ সেই বুজরুকী প্রকাশ কর।

আমি দেখিয়াছি,—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে তুমি সুদর্শন দ্বারা দ্রোণ কর্ণাদির বাণ আবরিত করিয়াছিলে, আজ কেন ভীষ্মবাণ আবরিত কর না ? এ যে বড় শক্ত বাণ। এখানে সুদর্শন চূর্ণ হইবে, এ যুদ্ধক্ষেত্র এখানে যাদু টিকিবে না ; দুর্য্যোধন যথার্থই বলিয়াছেন। তোমার সুদর্শন সূর্য্যকেই আচ্ছাদন করিতে পারে বটে, কিন্তু মহাসূর্য্যকে নয় ; এ যে ভীষ্মমহাসূর্য্য, এ যে মহা মার্ত্তণ্ড। তোমার চক্র দ্রোণ কর্ণাদির বাণ আবরিত করিতে পারে, কিন্তু মহাবাণকে নয়, এ যে ভীষ্মের মহাবাণ। মহামার্ত্তণ্ড তেজে সুদর্শন অদর্শন হইবে মহাবাণে সুদর্শন চূর্ণ হইবে। ঐ দেখা যাইতেছে ভীষ্ম মহামার্ত্তণ্ড ত্রিলোকী দগ্ধীভূত করিতেছে, বাণে বাণে বিশ্ব আবরিত করিয়াছে, এ তেজ রোধিবে কে ? তোমার সুদর্শনের সাধ্য নয়। তাই তুমি পূর্ব্ব হইতে সেনাপতি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছ, আমি ভীষ্ম যুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না, অস্ত্র ধরিলে পাছে সবেধন নীলমণি সুদর্শনখানা খুয়াও সে ভয়েই সুদর্শন লুকাইয়া রাখিয়াছ ; সুদর্শন হারাইলে জগতে কি নিয়া আধিপত্য করিবে ? ব্যাস বশিষ্ঠের কাছে কি নিয়া ঠাকুরালী করিবে ? যেমন হবা ব্যাস, তেমনি গবা ঠাকুর। এই সুদর্শন লুকান বীর আসিয়াছেন ভীষ্ম সংগ্রামে, আশ্বাস দিচ্ছে পাণ্ডবকে তোমায় রক্ষা করিব, কিমাশ্চার্য্যমতঃপরং আজ শিষ্য প্রশিষ্য ব্যাস বশিষ্ঠ নারদাদিরাও কোন ছুঁত খুঁজিয়া পাইতেছে না কিসে মান বাঁচায়, কিসে ভগবান ভূত না হয়। আজ পাঁচভূতের ভগবান ভূত হইবে ; আজ গূঢ় ব্যক্ত হইবে ; যে চক্রে

চক্রধর জগৎ চূর্ণ করিতেছেন, সে চক্রীর চক্র আজ চূর্ণ হইবে। পরে ঘোরে চক্রীর চক্রে, আজ চক্রী ঘুরবেন ভীষ্মচক্রে ; একবার ঘুরেছিলেন রাধাচক্রে আর আজ ঘুরবেন ভীষ্মচক্রে ; আজ ভীষ্মচক্রে চক্রধর চক্র ধরিবেন।

অর্জুন বলিলেন, ঠাকুর! আজ গতিক খারাপ, আজ ভীষ্ম মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি, ঐ সাগর অপার, কুল কিনারাহীন, উহাতে আশ্রয়স্বরূপ কোন দ্বীপ মিলিতেছে না, চতুর্দ্দিক অন্ধকার, তরী নাহি দেখি আর, কিসে পার হব অপার।

আজ ভীষ্ম মহাসাগরে কৃষ্ণার্জুন ডুবুডুবু ; ভব-কর্ণধার উন্মজ্জিত, নিমজ্জিত ; আজ ভব কর্ণধারের পারের কর্ণধার মিলিতেছে না ; আজ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ভাবিতেছেন, পূর্ণ ভগবান ভীষ্ম যাহা করেন; অর্জুন বলিলেন, ঠাকুর! আমাদের সকল গুণপণাই বাহির হইয়াছে, কিছুই করিতে বাকি রাখে নাই। যাহা কখন ঘটে নাই তাহা ঘটাইয়াছে, যাহা কেহ করে নাই তাহা করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন বীর জন্মে নাই, যিনি গাণ্ডীবের ছিলা কাটিয়াছেন ; এ পর্য্যন্ত কোন বীর ভূমিষ্ঠ হয় নাই, যিনি কপিধ্বজকে নাড়িয়াছে, পুঁতিয়াছে, এ মহাশয় তাহা করিয়াছেন ; দৌড় দিতে হয় দিয়াছি, পিঠ দেখাইতে হয় দেখাইয়াছি, তবু ক্ষান্ত নাই; আজ আবার অস্ত্র ধরাইবে ; কান কাটা হয়েছে নাক কাটা বাকি, আজ সেটুকু হবে। এক কাণকাটা যায় গ্রামের বাহির দিয়া, দু কাণকাটা যায় গ্রামের ভিতর দিয়া ; আমাদের দুকাণই কাটা গিয়াছে, আর লজ্জা কোরে ফল কি? ঠাকুর! তোমার কাণমলা খাওয়া অভ্যাস আছে, সুতরাং লজ্জার মাথাও খাওয়া অভ্যাস আছে! পায়ে ধরা, নাকে খত দাতার লজ্জা কোন বিষয়ে? সুতরাং গুণপনার কিছু বাকি নাই, প্রকাশও যথেষ্ট হইয়াছে ; তোমার বিশেষ গুণ কিল খেয়ে কিল চুরি করা অভ্যাস আছে, তবে আর কেন? সাবেক মামুলী ক্রিয়াই করা যাক্ জগৎ ধন্য ধন্য করিতে থাকুক, আমরা ওদিক ফিরেও চাহিব না। সার কথা এই,—অস্ত্র ধরিও শান্ত করিও ; "অস্ত্র ধরিও"।

ঠাকুর! আর একটা রগড় দেখ! যেদিন সকালে উঠি সেদিন কেহই দেখে না, যেদিন উঠিতে বিলম্ব হয় সেদিন সকলেই দেখে ; যেদিন ঘোড়ায় চড়ি সেদিন কেহই দেখে না, যেদিন মোট হাতে থাকে সেদিন সকলেই দেখে; ঐ দেখ! অস্ত্র ধরাইবে শুনিয়া ত্রিদশ সকলেই চোক বাহির করিয়া রহিয়াছে, আর লুকাইবার উপায় নাই ; আজ বড় বেগতিক ; গাণ্ডীব উটে না, অশ্ব চলে না।

সাবধানে ধর অশ্বডুরি, হইবে তুমুল রণ, বিশ্ব কাঁপিবে সঘনে, কাঁপিবে যে সুরাসুর, টলিবে সে কৃষ্ণার্জুন ভীষ্মার্জ্জুন সমাগমে।

আজ আর্য্যশক্তি বিশ্বশক্তির উপর শক্তি প্রকাশে উদ্যত হইয়াছে। বিশ্বপতির বিশ্বশক্তিকে নিয়মিত করিয়া তদুপরি আধিপত্য বিস্তার করিতে আজ আর্য্যশক্তি প্রবৃত্ত হইয়াছে। আজ দেখা যাইবে কোন শক্তি শ্রেষ্ঠ, আর্য্যশক্তি কি বিশ্বশক্তি ; আজ দেখা

যাইবে বিশ্বপতির প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়, কি আর্য্যপতির প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়, আজ দেখা যাইবে কাহার প্রতিজ্ঞা স্থির। অপূর্ব্ব এ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। আজ কুরুক্ষেত্রে আর্য্য-শক্তি ও বিশ্বশক্তির মহা সমর ক্রীড়া। বিশ্বশক্তি বলিতেছেন 'অস্ত্র ধরিব না', আর্য্যশক্তি বলিতেছেন 'অস্ত্র ধরাইব', দেখা যাক্ কার কথা ঠিক হয়, কার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়।

আজ বিশ্ব ত্রাসিত, জগৎ স্তম্ভিত, সুরাসুর কম্পিত মহা সংগ্রাম মহাক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দেখিতে পাইব। আজিকার সংগ্রামে আর্য্যপতি ভীষ্মশক্তির ও বিশ্বপতি ভাগবতী-শক্তির পরিমাণ নিরুপিত হইবে।

আজ প্রমানিত হইবে ব্রহ্মচর্য্য বড় কি, ব্রহ্মশক্তি বড়।

আজ প্রমানিত হইবে ভারত আর্য্য শ্রেষ্ঠ, কি বিশ্বব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ।

আজ প্রমাণিত হইবে ব্রহ্মচারি শ্রেষ্ঠ, কি স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ।

আজ পূর্ণ শক্তিমান ভীষ্মের শক্তির প্রকাশ পূর্ণ শক্তিমানের উপর দেখিতে পাইব। আজ ভীষ্মমহামার্ত্তণ্ড আর্য্যগগণে উদিত হইয়া মহোত্তাপে ত্রিলোকী দগ্ধিভূত করিতে-ছেন, বিশ্বশক্তিকে ত্রাসিত করিতেছেন, পূর্ণশক্তিকে কম্পিত করিতেছেন দেখিতে পাইব।

কেন এমন? মূল ব্রহ্মচর্য্য।

দুর্য্যোধনের মন্ত্রনা।

রাজা দুর্য্যোধন, সুবল-পুত্র শকুনি, দুঃশাসন ও দুর্জ্জয় কর্ণ, ইহারা একত্র হইয়া সগণ পাণ্ডবদিগকে কিরূপে জয় করা যায়, ইহার মন্ত্রনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন মহাবল কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন করিয়া সেই সকল মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ শল্য ও সোমদত্ত-পুত্র ইহারা পাণ্ডবদিগকে যে কি কারণে যুদ্ধে নিবারিত করেন না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহারা ইহাদিগের কর্ত্তৃক অবধ্যমান হইয়া আমার সৈন্যক্ষয় করিতেছে, অতএব হে কর্ণ! যুদ্ধে আমার সৈন্যও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল এবং অস্ত্রশস্ত্রেরও ক্ষয় হইতে লাগিল। কর্ণ! দেবগণের ও অবধ্য শূর পাণ্ডবদিগের কর্ত্তৃক আমি প্রবঞ্চিত হইলাম; তাহাদিগকে কি প্রকারে রণে প্রহার করিব, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে।' কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ ভরত-নন্দন! আপনি শোক করিবেন না, শান্তনুনন্দন এই মহারণ হইতে শীঘ্র অবসৃত হউন, তাহা হইলেই আমি আপনার প্রিয় কার্য্য করিব। আমি আপনার সমীপে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভীষ্ম ন্যস্ত-শস্ত্র হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাতেই আমি সমুদয় সোমকগণের সহিত পাণ্ডবদিগকে সংহার করিব। ভীষ্ম সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন, তিনি মহারথ পাণ্ডবদিগকে রণে পরাজয় করিতে পারিবেন না; এবং তিনি রণবিষয়ে অভিমানী, সমরশ্লাঘী, সর্ব্বদা রণ করিতে ভালবাসেন, অতএব যুদ্ধ-সজ্জ পাণ্ডবদিগকে কি জন্য পরাজিত করিয়া যুদ্ধ শেষ করিবেন? হে ভরত কুলপাল! আপনি শীঘ্র ভীষ্মশিবিরে গমন পূর্ব্বক গুরু ভীষ্মকে সম্মত করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন, তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন, আমিই একাকী পাণ্ডবদিগকে তাহাদিগের সুহৃদ বান্ধবগণের সহিত নিহত করিয়াছি। কর্ণ দুর্য্যোধনকে ঐরূপ বলিলে, তিনি ভ্রাতা দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন! তুমি আমার আনুযাত্রিকগণ যেরূপে সর্ব্বপ্রকারে সজ্জীভূত হয়, শীঘ্র তাহার বিধান কর। রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে ইহা বলিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আমি ভীষ্মকে উক্ত বিষয়ে সম্মত করিয়া শীঘ্র তোমার নিকট আসিতেছি, ভীষ্ম যুদ্ধ হইতে অবসৃত হইলে তুমি যুদ্ধ করিবে। তদনন্তর দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণে সমভিব্যাহারিত হইয়া, দেবগণ সহ দেবরাজের ন্যায় সত্বর প্রয়ান করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাবরণে ভূষিত হইয়া পথিমধ্যে গমন করত শোভা পাইতে লাগিলেন। মঞ্জিষ্ঠা পুষ্পসঙ্কাশ সুবর্ণ সবর্ণে উত্তম সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত নির্ম্মলাম্বর পরীধাম সিংহ-খেলন গতির ন্যায় গমনশীল রাজা গমনকালে অম্বরস্থ নির্ম্মল কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন। নরব্যাঘ্র

রাজা দুর্য্যোধনকে ভীষ্মের শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে দেখিয়া সর্ব্বলোক মধ্যে মহাধনু-র্দ্ধর ধ্বিগণ এবং মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণ. যে প্রকার দেবগণ ইন্দ্রের অনুগমন করে, সেইরূপ তাহার অনুগামী হইলেন। অনেকে অশ্বে, অনেকে গজে, এবং অনেকে রথারোহণে রাজাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিলেন। যেমন স্বর্গে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করি-বার নিমিত্ত অনুগামী হন, সেইরূপ রাজার সুহৃদ্গণ গৃহীত-শস্ত্র হইয়া সৌহার্দ্দভাব প্রকাশ করত রাজার রক্ষার্থে অনুগামী হইলেন। কৌরবদিগের মহাবল দুর্য্যোধন কুরু-গণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া যশস্বী গঙ্গা-নন্দনের সদনে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অনুগামী সোদরগণে নিরত পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে নানা-দেশবাসী মনুষ্যেরা অঞ্জলি উন্নত করিয়া মধুর বাক্যে তাহাকে বিনয় করিতে লাগিল। তিনি অনুকূলভাবে সর্ব্ব শত্রু-বিনাশন হস্তিশুণ্ডোপম অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন স্বকীয় দক্ষিণ ভুজ উন্নত করিয়া তাহাদিগের উন্নত অঞ্জলি গ্রহণ করিতে করিতে মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সূত ও মাগধগণ মহাযশা রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রাজপুরুষেরা সুগন্ধি তৈল-সেচিত কাঞ্চন প্রদীপ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন সেই সকল কাঞ্চন প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় প্রভা সম্পন্ন হইয়া শোভমান হইলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষধারী বেত্র ও বর্ব্বর হস্ত রাজপুরুষেরা সমস্তদিকে জনসকলকে শনৈঃ শনৈঃ উৎসারিত করিতে লাগিল। এইরূপে রাজা গমন করিয়া ভীষ্মের শোভনশিবির সমীপে গমনান্তর অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর উত্তম আস্তরণ সংবৃত কাঞ্চনময় সর্ব্বতোভদ্র পরমাসনে আসীন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভীষ্মকে কহিলেন, হে শত্রু সূদন! আমরা সংগ্রামে আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুরপতির সহিত সুরাসুরগণকেও পরাজয় করিতে উৎসাহ করি, তাহাতে যে সুহৃদ্ও বান্ধবগণের সহিত বীর পাণ্ডবদিগকে জয় করিব, তাহার আর কথা কি? অতএব হে প্রভু গঙ্গানন্দন? আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, হে মহারাজ! যে প্রকার ইন্দ্র দানবগণ[illegible] করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি পাণ্ডবগণকে নিহত করুন। হে ভরতবংশভূষণ! [illegible] বলিয়াছিলেন "আমি সমস্ত সোমক, পাঞ্চাল, কৈকেয় ও করূষদিগকে সংহার করিব"। আপনার সেই বাক্য সত্য হউক; আপনি সমাগত পার্থ ও সোমকদিগকে নিহত করিয়া সত্যবাদী হউন। হে প্রভো! যদি পাণ্ডবদিগের প্রতি আপনার দয়া বা আমার মন্দভাগ্য বশত আমার প্রতি আপনার দ্বেষ প্রযুক্ত আপনি পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে যুদ্ধশোভী কর্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করুন, তিনিই পাণ্ডবদিগকে তাহাদিগের সুহৃদ বান্ধবগণের সহিত পরাজিত করিবেন। রাজা দুর্য্যোধন সত্যপরাক্রম ভীষ্মকে এইরূপ বলিয়া তুষ্ণী

অবলম্বন করিলেন। লোক-স্বভাবজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য মহামনা ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের বাক্য-রূপ শল্যে অতিবিদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত মহাদুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া অণুমাত্র ও অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না। তিনি দুর্য্যোধনের বচন-শলাকায় ক্ষুণ্ণ ও তৎপ্রযুক্ত দুঃখ ও রোষে সমন্বিত হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, পরে কোপানলে চক্ষুর্দ্বয় উত্তোলন করিয়া যেন দেবাসুর গন্ধর্ব্বলোক দগ্ধ করত দুর্য্যোধনকে এইরূপ সাম বাক্য বলিলেন, হে রাজন্! আমি যথাশক্তি তোমার প্রিয় কার্য্যের চেষ্টা করিতেছি এবং অনুষ্ঠান ও করিতেছি, তোমার প্রিয় কামনায় সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব তুমি কি জন্য আমাকে বাক্য-শল্যে বিদ্ধ করিতেছ? অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রেরা যে রণে অজেয়, তদ্বিষয় আর অধিক কি বলিব! শৌর্য্য সম্পন্ন অর্জ্জুন যখন খাণ্ডবে ইন্দ্রাদি দেবতাকে রণে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে মহাবাহো! যখন গন্ধর্ব্বেরা তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে প্রভো! তখন তোমার শূর ভ্রাতৃগণ ও কর্ণ যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন।

বিরাট নগরে গোগৃহে আমরা সকলে মিলিত হইলেও আমাদিগকে যে একমাত্র অর্জ্জুন আক্রমন করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। অর্জ্জুন তখন সংরব্ধ দ্রোণও আমাকে যে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বসন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। সেই যুদ্ধে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে অর্জ্জুন যে পরাজিত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন পুরুষাভিমানী কর্ণকে যে পরাজয় করিয়া বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন এবং দেবরাজ ইন্দ্রও যাহাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই সকল নিবাত কবচদিগকে অর্জ্জুন যে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে নরপাল! যে অর্জ্জুনের রক্ষক শঙ্খ চক্র গদাধারী বিশ্বরক্ষক বাসুদেব, নারদাদি মহর্ষিগণ যাঁহাকে মহাশক্তিমান সৃষ্টি সংহারকারী সকলের ঈশ্বর দেব-দেব পরমাত্মা ও সনাতন বলিয়া বহু প্রকারে উক্ত করিয়া থাকেন, সেই বেগবান্ অর্জ্জুনকে রণে পরাজিত করিতে কে সমর্থ হইবে? কিন্তু তোমাকে নিতান্ত হিতকর এই কথা আমার বক্তব্য যে মহেন্দ্রতুল্য বিক্রমশীল কৃষ্ণ সহায় পাণ্ডবদিগকে রণে পরাজয় করিতে দেবগণের সহিত ইন্দ্রও সমর্থ নহেন। দুর্য্যোধন! তুমি মোহপ্রযুক্ত কার্য্যাকার্য্য বুঝিতে পার না। মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন সমুদায় বৃক্ষকে কাঞ্চনময় দর্শন করে, তুমিও সেই প্রকার বিপরীত দর্শন করিতেছ। তুমি স্বয়ংই পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত মহৎ বৈরভাব উৎপাদন করিয়াছ, এক্ষণে তুমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর, আমরা অবলোকন করি। হে রাজপুত্র! আমি পরম যত্ন সহকারে সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডবদিগের সেনা আলোড়ন করিয়া তোমাকে বিজয় ও

সুখ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তোমার নিমিত্ত আমি আপনার ক্ষমতা অপ্রকাশ রাখি না। কিন্তু যাহারা পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়াছে, তাহারাও বহু সংখ্য, মহারথ, ভয়ানক যোদ্ধা, যশস্বী, অস্ত্রকুশল ও শূরতম তাহারা যেন সময়ে ক্রোধ-বিষ বমন করিতে থাকে এবং সময়ে শ্রান্ত হয় না। বিশেষত তাহারা বলবীর্য্যে উন্নত এবং তুমি তাহাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণও করিয়াছ, সুতরাং তাহারা সহসা পরাজিত হইবার নহে। দ্রোণ, শল্য, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভগদত্ত, সৌবল, বিন্দ ও অনুবিন্দ সমস্ত বাহ্লীকগণের সহিত বাহ্লীকরাজ; বলীত্রিগর্ত্তরাজ, সুদুর্জ্জয় মগধরাজ, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, চিত্রসেন, বিবিংশতি, শোভমান বহুসহস্র মহাধ্বজ রথী, হয়ারোহী, প্রভিন্ন করটামুখ মদোদ্ধত গজেন্দ্র যোদ্ধা সকল, নানাদেশীয় নানাশাস্ত্র বিশারদ শূরপদাতিগণ এবং আমি, আমরা সকলেই তোমার নিমিত্ত যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইয়াছি, এবং অন্যান্য অনেকে তোমার নিমিত্ত জীবিত নিরপেক্ষ হইয়াছে, আমার মতে উহারা রণে দেবগণকেও জয় করিতে সমর্থ। এই সৈনিক লোক সকল উৎকৃষ্ট ও গুণান্বিত; তাহাদিগের ব্যূহও যথাশাস্ত্র নির্ম্মিত অমোঘ হইয়া থাকে। তাহারা সন্তুষ্ট, অনুরক্ত, প্রণত ও ব্যসন বিহীন; তাহারা বলী ও বিক্রমী। তাহারা না অতিবৃদ্ধ, নাবালক, না কৃশ, না স্থূল এবং শীঘ্রচারী; আয়ত কলেবর, দৃঢ়কায়, অরোগী গৃহী-তসন্নাহ সম্পন্ন এবং বহুশস্ত্র যোধী; অসিযুদ্ধে ও বাহু যুদ্ধে গদাযুদ্ধে অভিজ্ঞ; প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লৌহময় পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি, ইষু, মুষল, লগুড়, শরাসন, কণপলোষ্ট্রাদি এবং বিচিত্র মুষ্টিযুদ্ধে সমর্থ; ধনুর্ব্বেদে প্রত্যক্ষ প্রদর্শী; ব্যায়ামে কৃতশ্রম; সমুদায় শস্ত্র গ্রহণ বিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত; হস্ত্যাদিতে আরোহণে ও অবতরণে, বহিঃসরণে, মধ্যে অপসরণে, অগ্রে গমনে, পশ্চাৎ অপসরণে ও সম্যক প্রহরণে নিপুণ; এবং নাগ, অশ্ব ও রথযানে উত্তমরূপে পরীক্ষিত; তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যথোচিত বেতন প্রদানে রক্ষা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে কোন সামাজিক সম্বন্ধ বা সৌহার্দ্দ বশত, অথবা আভিজাত্য কি অন্য কোন সম্বন্ধ নিবন্ধন নিযুক্ত রাখা হয় নাই। তাহারা মানী, যশস্বী ও আর্য্যভাবাপন্ন। তাহাদিগের স্বজনগণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও বান্ধবগণ সন্তুষ্ট ও সৎকৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগের বহুপ্রকার উপকার করা হইয়াছে! ভুবন বিখ্যাত লোকপাল সদৃশ মুখ্যকর্ম্মা বলশালী প্রধান প্রধান লোকেরা তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকে। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা বলবান এবং ভূমণ্ডল মধ্যে লোকে যাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকে, তাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পক্ষবিহীন অথচ পক্ষী সদৃশ দ্রুতগতি রথ ও নাগ সমূহরূপ স্রোতস্বতী নদী সকলে পরিপূর্ণ, নানা যোদ্ধাগণরূপ জলে জলময়; বিপুল তরঙ্গরূপ বাহনে ভয়ানক; গদা, শক্তি, শর ও প্রাসাদি অস্ত্ররূপ ক্ষেপণীসমূহে সমাকুল, ধ্বজ ও ভূষণের সংবাদ সমন্বিত, রত্নপট্টে সুনিচিত, বায়ুবেগ-বিকম্পিত, ধাবমান বাজিগণে সুসম্পন্ন সেই সৈন্য সকল সমবেত হইয়া মহাসাগর সদৃশ হইয়াছে; তাহাতে ভীষ্মরূপ

দ্বীপে তুমি অবস্থিতি করিতেছ, এই দ্বীপ মর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্য্যোধন আশ্রয়চ্যুত হইবে না। হে মহানুভব! আজি আমি তোমার নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেও উৎসাহ করিতেছি। আমি তোমার নিমিত্ত, তোমার শত্রুগণের কথা কি, দেব ও দানবগণের সহিত সমুদায় লোকও দগ্ধ করিতে পারি। আজি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার প্রিয়াচরণ করিব; হয় আমি পাণ্ডবদিগকে জয় করিব, না হয় পাণ্ডবেরা আমাকে জয় করিবে। আমি শিখণ্ডী ব্যতীত সমস্ত সমাগত সোমক ও পাঞ্চালদিগকে নিহত করিব। প্রাণত্যাগ করিতে হইলেও আমি শিখণ্ডীকে নিহত করিব না, কারণ সে স্ত্রী জাতি। পরন্ত হে গান্ধারীনন্দন! তুমি সুখে নিদ্রা যাও, আমি কল্য "মহাসংগ্রাম" করিব। যাবৎকাল পৃথিবী থাকিবে, তাবৎকাল আমার এই বিষয়ে খ্যাতি থাকিবে। দুর্য্যোধন পিতামহের এই কথা শুনিয়া শান্তচিত্ত ও পরম প্রীত হইলেন এবং গুরু ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়া স্বকীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রভাতা হইলে প্রাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত রাজাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সেনা যোজনা কর, আজি ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সোমকদিগকে রণে নিহত করিবেন। শান্তনু পুত্র রাত্রিতে দুর্য্যোধনের সেই বিলাপ বাক্য শুনিয়া তাহাই আপনার প্রতি বহু আদেশস্বরূপ মনে করিয়া স্বীয় অবমান বোধকরত পরাধীনতার প্রতিনিন্দা পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থি হইয়া যে দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাঁহার সেই চিন্তিত বিষয় ভাবগতিকক্রমে বুঝিতে পারিয়া দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মের রক্ষার্থে রথীসকল ও অবশিষ্ট সমুদায় দ্বাবিংশতি শ্রেণীভুক্ত সেনা নিয়োগ করিবে। সসৈন্য পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইব বলিয়া যে বহু বর্ষ হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছি, তাহার সময় এই সমুপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদের প্রকৃত কার্য্য মনে করিতেছি, কেননা তিনিই আমাদিগের সহায়, তিনি রক্ষিত হইলে যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা বলিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে প্রহার করিব না, সে প্রথমে স্ত্রীজাতি ছিল, এই নিমিত্ত সে রণে আমার ত্যাজ্য। হে মহাবাহো! আমি পূর্ব্বে পিতার প্রিয় চিকীর্ষা হেতু বিপুল রাজ্য ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা লোকের অবিদিত নাই। আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, স্ত্রীজাতি বা পূর্ব্বে যে স্ত্রী ছিল, তাহাকে কদাচ হনন করিব না। শিখণ্ডী ব্যতীত যে সকল ক্ষত্রিয় পাণ্ডবদিগের জয়ৈষী তাহাদিগকে বাণ গোচরে প্রাপ্ত হইলেই নিহত করিব।" হে ভারত! শাস্ত্রজ্ঞ গঙ্গানন্দন আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন, অতএব তাহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করাই শ্রেয় মনে করিতেছি। মহাবনে সিংহ যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তাহা হইলে বৃকও তাহাকে সংহার করিতে পারে, অতএব সিংহস্বরূপ ভীষ্মকে বৃকস্বরূপ শিখণ্ডী দ্বারা সংহার করান উচিত নহে।

যে প্রকার দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তাঁহারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন! যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, অর্জ্জুনের বাম ও দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্জ্জুন উক্ত দুইজনের রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবেন, আমরা আমাদিগের ভীষ্মকে রক্ষা না করিলে শিখণ্ডী অর্জ্জুনের রক্ষিত হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবে, অতএব যেরূপে তাহা না করিতে পারে তাহা তুমি করিবে। দুর্য্যোধনের এই বাক্য শুনিয়া দুঃশাসন, শকুনি শল্য, কৃপ, দ্রোণ, বিবিংশতি, বাহ্লীক ইহারা যত্নবন্ত হইয়া রথসমূহ দ্বারা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। কৌরবেরা হর্ষান্বিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কম্পিত ও পাণ্ডব দিগকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া গমন করিলেন। বদ্ধসন্নাহ মহারথগণ সুসংবদ্ধ রথী ও দন্তিগণের সহিত ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সমরে অবস্থিত হইলেন; রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথিসমূহে পরিবৃত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে সেনানায়ক পাঞ্চালরাজ! নরব্যাঘ্র শিখণ্ডীকে ভীষ্মের অগ্রে অবস্থিত কর, আজি আমি তাঁহার রক্ষক হইব।

ব্যূহ সংস্থান।

তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম সৈন্যসহ নির্গত হইলেন এবং যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র নামে মহৎ ব্যূহ রচনা করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, মহারথ শৈব্য, শকুনি, জয়দ্রথ ও সুদক্ষিণ, ইহারা সকলে ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনাদির সহিত সমস্ত সৈন্যের অগ্রে সেই ব্যূহমুখে অবস্থিত হইলেন। দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, শল্য, ও ভগদত্ত ইহারা বর্ম্মিত হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত হইলেন। অশ্বত্থমা, সোমদত্ত ও মহারথ অবন্তিরাজ দুই ভ্রাতা, মহতী সেনায় সমন্বিত হইয়া উহার বামপক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমস্ত যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতিপক্ষে উহার মধ্যস্থলে অবস্থান করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু ইহারা দুইজন বর্ম্মিত হইয়া সকল সৈন্যের সহিত ঐ ব্যূহের পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সকলে বদ্ধসন্নাহ হইয়া এইরূপে ব্যূহ রচনা করিয়া তপন্ত অগ্নির ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর পাণ্ডু-পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব সমস্ত সৈন্যের দুর্জ্জয় মহাব্যূহ রচনা করিয়া অগ্রে অবস্থিত হইলেন। তৎপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও মহারথ সাত্যকি, পরসৈন্য বিনাশক এই মহাত্মারা মহাসৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন। তৎপরে শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান ও বীর্য্যবান

কুন্তিভোজ ইহারা মহতী সেনায় সংবৃত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল দ্রুপদ ও কৈকেয়রাজ পঞ্চভ্রাতা; ইহারা বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শৌর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণ বর্ম্মধারী হইয়া এইরূপ সুদুর্জ্জয় মহাব্যূহ কৌরব ব্যূহের প্রতি পক্ষে রচনা করিয়া যুদ্ধোদ্যত হইলেন।

সঙ্কুল যুদ্ধ।

কৌরবপক্ষীয় রাজগণ যত্নবান হইয়া ভীষ্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহতীসেনার সহিত পাণ্ডবদিগের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরাও সকলে সংগ্রামে বিজয়ৈষী হইয়া ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরা সিংহনাদ ও কিলকিলাশব্দের সহিত ক্রকচ, গোবিষাণিকা, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবের বাদ্যধ্বনি ও ভীষণ রব এবং কুঞ্জরগণকে নিনাদিত করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর যোদ্ধাগণ পরস্পর ধাবমান হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। সেই মহৎশব্দে বসুন্ধরা কম্পিত হইল। পক্ষীগণ মহাঘোর শব্দ করিয়া ভ্রমন করিতে লাগিল। সূর্য্য সপ্রভ হইয়া উদিত হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে প্রভাহীন হইলেন; বায়ু তুমুল হইয়া অতি ভয়ানকরূপে বহিতে লাগিল। যে প্রকার বায়ুদ্বারা বন প্রকম্পিত হয়, সেইরূপ কুরুপাণ্ডব সেনা সেই মহাসমুচ্ছ্রয়ে শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের ভয়ানক লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইল। রথিশ্রেষ্ঠ গঙ্গানন্দন শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্যদিগকে শাণিত বাণনিচয়ে বধ করিতে লাগিলেন। যে প্রকারে গোগণ ছিন্ন ধান্যরাশি মর্দ্দন করে, সেইপ্রকার চিরকুমার দেবব্রত পাণ্ডব সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন। শত্রুকর্ষণ ভীষ্মও তিন তিন বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া দ্রুপদের প্রতি এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা ভীষ্মাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া পাদস্পৃষ্ট সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। শিখণ্ডী ভারতপিতামহ ভীষ্মকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অক্ষয় বীর ভীষ্ম তাহার স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাহাকে অস্ত্র প্রহার করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তিন বাণে ভীষ্মের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদ পঞ্চবিংশতি, বিরাট দশ এবং শিখণ্ডীও পঞ্চবিংশতি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী ব্যতীত প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লদ্বারা দ্রুপদের ধনুক

ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দ্রুপদ অন্য ধনুক লইয়া শাণিত পঞ্চবাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠির হিতৈষী ভীমসেন, দ্রৌপদীনন্দনেরা পঞ্চভ্রাতা, কৈকেয়রাজেরা পঞ্চভ্রাতা ও সাত্বত সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাঞ্চলরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীষ্মের প্রতি অভিক্রান্ত হইলেন। কৌরব পক্ষ সকলেই সৈন্যদিগের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে সমুদ্যত হইয়া পাণ্ডবসেনার প্রতি উপক্রান্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষের মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও রথির যমরাজ্য বর্দ্ধন অতি মহৎ সঙ্কুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রথী রথীকে আক্রমন করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও সাদী, অন্যান্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও সাদীকে আক্রমন পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরনিচয় দ্বারা পরলোকে উপনীত করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে রথসকল নানাবিধ সুদারুণ বাণে হত সারথি ও রথিবিহীন হইয়া রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সকল রথ বায়ুসদৃশ ও গন্ধর্ব্ব নগরোপম হইয়া বহুল মনুষ্য অশ্ব মর্দ্দন করিয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। নীতিতে বৃহস্পতিকে ও সম্পত্তিতে কুবেরকে অতিক্রম করিয়াছেন এবং শৌর্য্যে ইন্দ্রের উপমা ধারণ করেন, এতাদৃশ দেবপুত্রসম বর্ম্ম, কুণ্ডল ও উষ্ণীষধারী তেজস্বী কাঞ্চনাঙ্গদ বিভূষিত সমুদয় শূর-রথীরাজগণ রথবিহীন হইয়া প্রাকৃত মানবগণের ন্যায় ইতঃস্তত ধাবমান হইলেন। সমুদয় দন্তিগণ আরোহি-বিহীন হইয়া স্বপক্ষ সেনাদিগকে মর্দ্দন করিয়া শব্দ পূর্ব্বক পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ বহুপ্রকারে পরস্পর মর্দ্দিত হইতে লাগিল। তৎপরে অতি মহাবলাক্রান্ত ব্রহ্মব্রত ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সুশাণিত শর-নিকরে সৈন্যসহিত পাণ্ডবদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। ভীমকে দ্বাদশ, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তৎপরে নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন সহদেব সপ্ততি, অর্জ্জুন নয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সপ্ত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বাণে পিতামহকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে যমদণ্ডোপম পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিয়া ভীমসেনকেও তাদৃশ পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতি দেশীয় যোদ্ধাসকল ভীষ্মের শাণিত শরে বধ্যমান হইয়াও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল না সেইরূপ নানাদেশীয় সমাগত মহীপালগণও বিবিধশস্ত্র হস্তে পাণ্ডবদিগের অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবেরা পিতামহকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলে, অপরাজিত ভীষ্ম, রথি-মণ্ডলীতে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে প্রদত্ত জলন্ত অগ্নির ন্যায়, পরপক্ষ দহন করত প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগার রথ, শিখাধনুক, ইন্ধন অসি, শুক্তি গদা এবং স্ফুলিঙ্গ শর হইল। এতাদৃশ ভীষ্মস্বরূপ অগ্নি, ক্ষত্রিয়পুঙ্গবদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি গৃধ্রপত্র সংযুক্ত সুবর্ণ পুঙ্খ অতিতেজন বাণ, কর্ণি, নালীক

নারাচ সমূহে পাণ্ডসৈন্য সমাচ্ছাদিত করিলেন। তিনি রথিদিগের রথধ্বজ সকল শাণিতশরে ছেদন করিয়া সমুদায় রথকে মুণ্ড তালবনের ন্যায় করিলেন। সর্ব্বশস্ত্রধারি প্রধান মহাবাহু ভীষ্মরথ, গজ ও অশ্ব সকল মনুষ্যবিহীন করিলেন। তাঁহার অশনি-ধ্বনির ন্যায় জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমুদায় প্রাণি প্রকম্পিত হইল। পিতা-মহ নিক্ষিপ্ত বাণ সকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতে লাগিল, কেবল বিপক্ষের বর্ম্মমাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিল না। দেখা গেল, বেগবান্ ঘোটক সংযুক্ত রথসকল হতবীর হইয়া রণাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

চেদি, কাশি ও করূষ দেশীয় মহাবংশসম্ভূত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বিখ্যাত চতুর্দ্দশ সহস্র মহারথ, স্বর্ণ নির্ম্মিত ধ্বজে শোভামান ও তনুত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্যাদিতাস্য অন্তক সদৃশ ভীষ্মকে রণে প্রাপ্ত হইয়া রথ, বাজি ও কুঞ্জরের সহিত পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। শত শত সহস্র সহস্র রথের চক্র ও অন্যান্য অবয়ব এবং উপকরণ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। বরূথের সহিত ভগ্নরথ, নিপাতিত রথী, শর, বিচিত্র কবচ, পট্টিশ, গদা, ভিন্দিপাল, শাণিত শিলীমুখ, রথনিম্নস্থ কাষ্ঠ, তূণ, ভগ্ন চক্র, বাহু, কার্ম্মুক, খড়্গ, সকুণ্ডল মস্তক, তলত্র, অঙ্গুলিত্র, ধ্বজ ও বহুধা ছিন্নচাপে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল। শত শত সহস্র সহস্র গজ ও ঘোটক আরোহি-বিহীন ও গতপ্রাণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবপক্ষ মহারথ সকল ভীষ্মবাণে প্রপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; বীর পাণ্ডবেরা যত্নবান হইয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। সৈন্য সকল মহেন্দ্র সদৃশ বীর্য্যবান্ ভীষ্মবাণে বধ্যমান হইয়া এরূপ সত্বর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল যে, দুইজনে একত্র ধাবমান হইল না। পাণ্ডবীসেনার নাগ, অশ্ব ও ধ্বজ সকল পতিত হইয়া গেল, তাহারা অচেতন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈবপ্রেরিত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও প্রিয়সখা প্রিয়সখাকে বধ করিতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্যদিগের অনেকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের রথ-কুবর উদ্‌ভ্রান্ত হইল, তাহারা গোযূথের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বাণে বাণে আচ্ছন্ন হইয়া কপিধ্বজরথের গতিরোধ হইল, বাসুদেব বহুচেষ্টাতেও রথ চালিত করিতে পারিলেন না, তখন অর্জ্জুনকে বলি-লেন, অর্জ্জুন! সাবধান হও, বাণে বাজিপথ রুদ্ধ, রথ অচল। হে নরসিংহ পার্থ! তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে তাহার সময় এই উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে ভীষ্মকে বিনাশ কর, নচেৎ তোমাকে মোহপ্রাপ্ত হইতে হইবে। তদনন্তর মাধব, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরিক্ষ্য ভীষ্ম সমীপে রজতবর্ণ রথ ঘোটক চালিত করিলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠিরপক্ষ মহৎ সৈন্য মহাবাহু পার্থকে ভীষ্মের প্রতি রণোদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। পরে কুরু প্রধান ভীষ্ম সত্বর হইয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ সহকারে শরবর্ষণে ধনঞ্জয়ের রথ সমাকীর্ণ করিলেন। তাঁহার অধিক শরবর্ষণে ক্ষণকাল মধ্যে অশ্ব ও সারথির সহিত সেই রথ

দৃষ্টিপথের অতীত হইল। বাসুদেবনন্দন তখন ভীষ্মবাণে ক্ষতবিক্ষত অশ্বদিগকে অব্যগ্র-চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চালনা করিলেন। তৎপরে পার্থ জলদতুল্য শব্দকারী ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত শর সমূহে ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুরুপ্রবরের ধনুক ছিন্ন হইলে, তিনি পুনর্ব্বার অন্য এক জলদতুল্য শব্দকারী মহৎচাপ নিমেষ মধ্যে জ্যাযুক্ত করিয়া দুই হস্তে প্রকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও ছেদন করিলেন, তাহা দেখিয়া শান্তনু-সুত, হে মহাবাহো! সাধু! সাধু!

হে কুন্তীসুত! সাধু! এই কার্য্য তোমারই শোভা পায়, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার সহিত দৃঢ় যুদ্ধ কর. এইরূপ বাক্যে অর্জ্জুনের হস্তলাঘবের প্রশংসা করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে ঐরূপে সম্ভাষণ করিয়া অপর এক মনোহর শরা-সন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের রথোপরি শর সমূহ মোচন করিলেন। বাসুদেব মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া ভীষ্মনিক্ষিপ্ত সেই শর সমূহ ব্যর্থ করত অশ্বযানে পরম ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে ভীষ্মশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শৃঙ্গোল্লিখিত, অঙ্কিত ও ভয়জনিত স্বরান্বিত গোবৃষদ্বয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। অর্জ্জুন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছেন, ক্ষণেক্ষণে গাণ্ডীব হস্তচ্যুত হইতেছে, সমরে সামর্থহীন মৃদু যুদ্ধ করিতেছেন, আর ভীষ্ম নিরন্তর সংগ্রামে শরবর্ষণ করিতেছেন। তিনি উভয় সেনার মধ্যে তপন্তআদিত্য তুল্য হইয়া পাণ্ডবসৈন্যের প্রধান প্রধান বীরদিগকে নিহত করিতেছেন, এমন কি, যুধিষ্ঠির সৈনিকদিগের প্রতি যেন যুগপ্রলয় করিতেছেন দেখিয়া মধুকুলতিলক বীর শত্রুহন্তা সর্ব্ব কার্য্যক্ষম মহাবাহু বাসুদেব আর সহ্য করিতে পারিলেন না; মনে মনে ভাবিতেছেন, পাণ্ডবসৈন্য আর থাকে না, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না, কিন্তু না ধরিলে আজ পাণ্ডবে হারাইব, আর সহ্য করিতে পারিলেন না, রজতবর্ণ ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া রথোত্তম হইতে অবতরণ করিলেন।

প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব।
না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব॥

অপরিমিত দ্যুতিমান জগৎ প্রভু তেজস্বী বলসম্পন্ন কৃষ্ণ ক্রোধে তাম্রবর্ণ লোচন ও হননেচ্ছু হইয়া পদভরে যেন পৃথিবী বিদারণ করত মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিয়া ভুজরূপ আয়ুধের অবলম্বনে প্রতোদহস্তে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। যেমন মেঘ বিদ্যুৎমালায় শোভমান হয়, সেইরূপ শ্যামল মণিবর্ণ জনার্দ্দন পীত কৌশেয় বসন পরি-ধানে ধাবমান হইয়া শোভিত হইলেন। যেরূপ যূথপতি সিংহনিনাদ সহকারে শ্রেষ্ঠ মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ যদুকুলপতি বাসুদেব নিনাদ করিতে করিতে কুরুপ্রধান ভীষ্মের প্রতি রথচক্র নিয়া বেগে অভিক্রান্ত হইলেন।

এমন অপূর্ব্ব রণ বিশ্বে কভু নাহি ঘটে।
বেদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হলরে ভীষ্ম নিকটে।

শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দকে অসম্ভ্রান্ত হইয়া, আপতিত হইতে দেখিয়া বিপুল ধনুক বিকর্ষণ করত অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আইস, আইস; হে দেবদেব! তোমাকে আমার নমস্কার। হে সাত্বত শ্রেষ্ঠ! আমাকে তুমি এই মহারণে নিপাতিত কর। হে শুদ্ধাত্মন্! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে সংগ্রামে নিহত করিলে লোকে আমার সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয় হইবে, আজি আমি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইব। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি তোমার দাস, আমাকে তুমি স্বেচ্ছানুসারে প্রহার কর।

তৎপরেই মহাবাহু অর্জ্জুন সত্বর হইয়া কেশবের পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক বাহুদ্বয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। রাজীব-লোচন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও অর্জ্জুনকে লইয়াই বেগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। পরন্তু কৃষ্ণের নবমপদ গমনের পর দশমপদ গমন সময়ে বীর শত্রুহন্তা পার্থ বলপূর্ব্বক তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে ধরিয়া রাখিলেন। অনন্তর সখা অর্জ্জুন কাতর হইয়া ক্রোধাকুল লোচন ও সর্প সদৃশ নিশ্বসন্ত কৃষ্ণকে প্রণয়পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহু কেশব! নিবৃত্ত হও। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে "আমি যুদ্ধ করিব না"! সেই বাক্য মিথ্যা করিও না। হে মাধব! আমার প্রতি সমস্ত ভার আছে, আমিই পিতামহকে নিপাতিত করিব। ক্রোধাবিষ্ট মাধব মহাত্মা অর্জ্জুনের ঐ বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র না বলিয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে রথস্থ হইলেন, শান্তনু পুত্র, যেমন মেঘ দুই পর্ব্বতে জলবর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তাঁহাদিগের দুইজনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার শিশির কালান্তে সূর্য্যকিরণ দ্বারা যাবতীয় পদার্থের তেজ গ্রহণ করেন সেইরূপ মহাব্রত দেবব্রত, শরদ্বারা যোধগণের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা যে প্রকার কুরুসৈন্য ভগ্ন করিতেছিলেন, ব্রহ্মব্রত কুমার দেবব্রত ও সেই প্রকার পাণ্ডবসৈন্য প্রভগ্ন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের সৈন্য হত ও পলায়মান হইলে তাহারা নিরুৎসাহ ও বিকৃতচিত্ত হইয়া অতুল্য বীর ভীষ্মকে রণে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না, ভীষ্ম কর্ত্তৃক শত শত সহস্র সহস্রবার বধ্যমান ও ভয়ার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজঃপ্রতপ্ত দেখিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসৈন্য সকল ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া পঙ্কনিমগ্ন গোযূথের ন্যায় ও বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র দুর্ব্বল পিপীলিকার ন্যায়, কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা পাইল না। শর সমূহ সংযুক্ত দুষ্কম্পনীয় মহারথ ভীষ্মরূপ অগ্নি, শরশিখাদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় আতপপ্রদ হইয়া নরেন্দ্রদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; কেহ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না। তাদৃশ ভয়াবহ সুদারুণ সংগ্রামে শোণিত ও অস্ত্র সমূহের তরঙ্গবিশিষ্টা ঘোরা দুর্গম্যানদী সমুৎপন্না হইল। অস্থিরাশি উহার সংবাধ, কেশকলাপ উহার শৈবাল, ভগ্ন রথ সকল উহার হ্রদ, বাণ সকল উহার আবর্ত্ত, অশ্ব সকল উহাতে মীন, মস্তক সকল উহাতে উপল-

খণ্ড, হস্তী সকল উহাতে গ্রাহ, কবচ ও উষ্ণীয সকল উহার ফেণ, ধনুক উহার বেলাভূমি, অসি সকল উহার কচ্ছপ এবং পতাকা ও ধ্বজ সকল উহার তীরস্থ বৃক্ষস্বরূপ হইল। ঐ নদী মনুষ্যরূপ তীরক্ষয় করিতে লাগিল, মাংসাশী প্রাণিগণ উহার হংসশ্রেণী হইল। জলের নদী সকল সাগরবর্দ্ধিনী হইয়া থাকে, ঐ নদী যমরাজ্য বর্দ্ধিনী হইয়া উঠিল। শৌর্য্যসম্পন্ন মহারথ বহু ক্ষত্রিয়গণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব, হস্তী ও রথস্বরূপ ভেলা দ্বারা ঐ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেমন বৈতরণী নদী মৃত ব্যক্তিকে যমরাজ্যে লইয়া যায়, সেইরূপ ঐ শোণিত নদী মূর্চ্ছান্বিত ভীরু ব্যক্তিদিগকে অপবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে যখন ভীষ্ম পাণ্ডবসেনা মর্দ্দন করিতেছিলেন, তখন সহস্ররশ্মি আদিত্য অস্তগত হইলেন, শ্রমার্ত্ত সৈন্যগণের চিত্ত অবহারের প্রতি প্রবৃত্ত হইল। তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে ভাস্কর অস্তগত হইলে নিদারুণ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল, আর যুদ্ধব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল না। রাজা যুধিষ্ঠির, সন্ধ্যাকালে স্বপক্ষ সৈন্যদিগকে ভীষ্মকর্ত্তৃক বধ্যমান, ভয়বিকল ও রণপরাঙ্মুখ হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে ও মহারথ ভীষ্মকে সংরব্ধ হইয়া সৈন্যপীড়ন করিতে এবং মহারথ সোমকদিগকে পরাজিত ও নিরুৎসাহ দেখিয়া চিন্তাপূর্ব্বক সৈন্যদিগের অবহার করিতে আদেশ করিলেন। উভয়পক্ষের সৈন্যের অবহার হইল।

শুন সুধী মহাকবির মহোচ্ছ্বাস—

কৃষ্ণার্জ্জুনছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন।

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির।
ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্য্যোধন বীর॥
পিতামহ পদে বীর প্রণাম করিয়ে।
সবিনয়ে কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে।
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
দেবতা দানবগণ সবে তোমা ডরে॥
নিঃক্ষত্রা পৃথিবী কারীরাম মহাশয়।
তোমার নিকটে হৈল তাঁর পরাজয়॥
হেন মহাবীর তুমি দুর্জ্জয় সংসারে।
মুহুর্ত্তেকে তিনলোক পার জিনিবারে॥
পাণ্ডবের সহ কর আটদিন রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় তাই পঞ্চজন॥
যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে।
অপযশ হবে তব জগতে জানিবে॥
রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর।
তুণ হতে পঞ্চশর করিল বাহির॥
মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্বজন।
সুরপতি বজ্রসম নহে নিবারণ
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবীনন্দন।
কোন চিন্তা নাহি তব শুন দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবে সমরে কল্য নাশিব এ শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥
কৃষ্ণের কারণে বাঁচে ভাই পঞ্চজনে।
নহে তার কিবা শক্তি মম সহ রণে॥
কালি পাণ্ডুপুত্রগণে মারিব এ শরে।
তবে সে যাইব আমি নিজ অন্তঃপুরে॥
দুর্য্যোধন শুনি মহা আনন্দ পাইল।
দিব্য বস্ত্র-গৃহ তথা নির্ম্মাইয়া দিল॥

সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
দুর্য্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ।
যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ॥
সভা করি বসিলেন আপন আলয়।
সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকীতনয়॥
কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মন্ত্রিমণি॥
সহদেব বলে শুন:সংসারের সার।
সকল জানহ তুমি কি বলিব আর॥
দুর্য্যোধন আদেশেতে পিতামহ বীর।
তূণ হতে পঞ্চশর করিল বাহির॥
পাণ্ডবে বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্বারেতে রহিল অন্তঃপুরে নাহি গেল॥
পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে উচিত হয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহা ভয়।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয়॥
সবান্ধবে কালি সবে হইব নিধন।
উপায় ইহার কিবা হবে নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করিহ।
ধনঞ্জয় বীরবরে মম সঙ্গে দেহ॥
ছল করি ভীষ্মস্থানে আনি পঞ্চবাণ।
অরিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইল বিস্ময়।
কিরূপে আনিবে ছলে কহ মহাশয়॥
কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কাম্যবনে যবে তোমা ছিলে পঞ্চজন॥
দূতমুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার।
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার॥
ঐশ্বর্য্য দেখাতে তথা করে আগমন।
সর্ব্বসৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্মদ্রোণ॥
করিতে প্রভাস স্নান দিলেক ঘোষণা।
সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা॥
তোমারে অমান্য করি প্রভাসেতে গেল।
চিত্ররথ-পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল॥
গন্ধর্ব্ব শুনিয়া ক্রোধে আসে বীরবর।
দুর্য্যোধন সহ তার হইল সমর॥
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল।
স্ত্রীগণ সহিত দুর্য্যোধনেরে বান্ধিল॥
প্রেরণীর মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুনেরে পাঠাইয়া করিলে মোচন॥
তুষ্ট হয়ে ধনঞ্জয়ে বলে দুর্য্যোধন।
মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন॥
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কাজ।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথকারে যাব।
ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব॥
এতেক বলিয়া হরি পার্থ দুইজন।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্য্যোধন॥
শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে।
তুমি গিয়া মুকুট যে আন মাগি বীরে॥
মুকুটমস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা।
শর মাগি আন বীর ঘুচুক যে ব্যথা॥
শুনি পার্থ চলিলেন অতি শীঘ্রতর।
দ্বারী জানাইল গিয়া নৃপতি গোচর॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল॥
জিজ্ঞাসি কি হেতু হৈল তব আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি অর্জ্জুনেরে দিল॥

মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন ।
তথা হতে চলিলেন ভীষ্মের সদন ॥
মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনীত পার্থ ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ ॥
ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্য্যোধন ।
এত রাত্রে কি কারণে হেথা আগমন ॥
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর ।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর ॥
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে ।
নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত মনে ॥
হেনকালে বাসুদেব দিলেন দর্শন ।
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলিছেন শান্তনু কুমার ।
কি হেতু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে আমার ॥
শিব সনকাদি তব না জানে মহিমা ।
দেবগণ মুনিগণ দিতে নারে সীমা ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি ।
আপনি হইলে তুমি পাণ্ডব সারথি ॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে ।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে ॥
সান্ত্বনা করিয়া ভীষ্মে দৈবকীনন্দন ।
অস্ত্র লয়ে দুইজন করিল গমন ॥
পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল ।
মৃত শরীরেতে যেন প্রাণ সঞ্চারিল ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নবমদিনের যুদ্ধ ।

দুর্য্যোধন রাজা শুনি হৈল দুঃখী মন ।
প্রভাতে করিল বীর বাহিনী সাজন ॥
চতুরঙ্গ দল সাজি সমরে আসিল ।
সৈন্যগণ কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল ॥
পার্থ ধনুর্দ্ধর রথে শ্রীহরি সারথি ।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন অর্জ্জুন ।
বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তাহতে দ্বিগুণ ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন ।
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব বিক্রম ॥
দুর্য্যোধনের মুকুট ছলে নিলে তুমি ।
কৃষ্ণের ছলনা এত না বুঝিনু আমি ॥
কৃষ্ণের মায়ায় বশ এ তিন সংসার ।
ব্রহ্মা হর অগোচর কিবা অন্য আর ॥
ছল করি মম স্থানে নিলে পঞ্চশর ।
বুঝিব কিমতে আজি করিবে সমর ॥
"প্রতিজ্ঞা আমার আজি শুন ধনঞ্জয় ।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয় ॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি যদি নাহি করি ।
শান্তনুনন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি" ॥
"প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি ।
ভারত সমরে নাহি অস্ত্র করে ধরি" ॥
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন ।
দেখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ ।
কৌতুক দেখিতে সবে আসিল তখন ॥
হংসপৃষ্ঠে অষ্ট দৃষ্টে চাহে প্রজাপতি ।
বৃষারূঢ় শশিচূড় ভূষণ বিভূতি ॥

গজস্কন্ধে সুরবৃন্দে আসিল সুরেন্দ্র।
রবিকরি সঙ্গে শৌরী সহ গ্রহবৃন্দ॥
বায়ুমৃগে অগ্নি ছাগে নরে বৈশ্রবণ।
মৎস্যোপরে জলেশ্বর মহিষে শমন॥
সিংহ শিখী মুষে থাকি সপুত্র পার্ব্বতী।
অষ্টবসু কোলে শিশু ষষ্ঠী অরুন্ধতী॥
কাদ্রবেয় বৈনতেয় অশ্বিনী কুমার।
শুনি রস চতুর্দ্দশ মর্ত্ত্যে আগুসার॥
স্বায়ম্ভুব আদি সব এল প্রজাপতি।
হৃষ্টমন সর্ব্বজন আসিলেন ক্ষিতি॥
যক্ষেশ্বর বিদ্যাধর কিন্নর অপ্সরী।
নানা বাদ্যে সভামধ্যে নৃত্যগীত করি॥
দিব্যগন্ধ মন্দ মন্দ বায়ুতে পূরিল।
যতদেব মিলি সব পুষ্প বৃষ্টি কৈল॥
পুষ্পগন্ধে ক্ষত্রবৃন্দে বাড়িল মত্ততা।
কাশীরাম মৃদুভাষ শ্রুতি সুখদাতা॥
অনন্তর ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
গগন ছাইল বাণে অন্ধকার হৈল॥
সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধপথে কাটি ভীষ্ম করে খান খান॥
পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন।
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম তাহা কাটে সেইক্ষণ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ ঘোর দরশন।
আকাশমার্গেতে থাকি দেখে দেবগণ॥
দুই বীর অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তর।
দোঁহে নিবারণ করে মহা ধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধে ভীষ্ম শত শর পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান॥
বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর।
ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কাটেন সত্বর॥
আর গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়।
সহস্রেক বাণ একেবারে বরিষয়॥
গগন ছাইয়া হৈল বাণে অন্ধকার।
রবিতেজ আচ্ছাদিয়া হইল আঁধার॥
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শরাঘাতে জরজর হৈল কলেবর॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
কৃষ্ণের শরীরে বাণ করিল ঘাতন॥
তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর মহা কোপমন।
ভীষ্মের শরীরে বাণ করিল ঘাতন॥
পুনঃ আর দিব্য শর এড়েন ত্বরিতে।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে॥
আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ভীষ্ম তারে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি॥
সারথি শ্রীবাসুদেব পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জ্জর॥
আর লক্ষ শর মারে সৈন্যের উপর।
কোটি কোটি সেনা পড়ি যায় যমঘর॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির॥
মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর।
ভীষ্মের বাণেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর॥
তবে পার্থ মহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
কাটেন ভীষ্মের বাণ সন্ধান পূরিয়া॥
আর বাণ এড়িলেন অতিশয় রোষে।
পড়িল কৌরব সৈন্য শমনের পাশে॥
দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
নাহি দিক না বিদিক সূর্য্যের প্রকাশ।
শূন্য মার্গ রুদ্ধ করে না চলে বাতাস॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান হৈল অন্ধকার।
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার॥

পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সামর্থহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে শর গণ ॥
মহাকোপ উপজিল দৈবকীনন্দনে।
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে ॥
"প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব।
না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব ॥"
এতেক চিন্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে মনে।
চোখ চোখ বাণ ভীষ্ম মারে ঘনে ঘনে।
অস্থির হইয়া হরি কমল লোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন ॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণ ভরে কাঁপে বসুমতী ॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমাকে যেন দেখে সর্ব্বলোকে ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন।
রথ হতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ ॥
দশপদ অন্তরেতে ধরি দুটি হাত।
সম্বর সম্বর ক্রোধ ত্রিভুবন নাথ ॥
দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে শরগণ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন ॥
দশ সহস্র রথী মারি শঙ্খ বাজাইল।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দশমদিনের যুদ্ধ।

গভীর নিশীথে ভীষ্ম বিশ্বসমাগম।

গভীর নিশীথ, গাঢ়তমসে আবরিত, বিশ্ব অন্ধকারময়; নীরব ভূতল, নীরব চৌদিক, যেন নীরবতা ব্রত করেছে প্রকৃতি সতী; নীরব সকল, যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবে নীরবে আনত; গাঢ় নিস্তম্ভিত; ঝিল্লিরবান্বিত, নিস্তব্ধ তমসাবৃত মেদিনী, পরিশ্রান্ত বিশ্ব এবে ঘুমে অচেতন; চলেনা সংসার চক্র-অনড়-অচল।

এহেন গভীর নিশীথে কৌরব শিবিরে ও কি দেখা যাইতেছে, ও কি শুনা যাইতেছে? দীনহীন উহারা কাহারা? কেন ম্লান মুখ? কেন নতশির? নীরবই বা কেন? এক পা এগুচ্ছে দুপা পেছুচ্ছে, ইতি উতি চাহিতেছে উহারা কে? চৌরের ন্যায় কাহারা কৌরবশিবিরে প্রবেশ করিতেছে? ওহে! তোমরা কেহে? চুপি চুপি মুখে কথাটি নাই? এত গভীরা রজনীতে কেন আসিয়াছ? যশবৃদ্ধি করিতে, না গৌরব বাড়াতে অথবা যশের জ্যোতি দেখাতে? রকম সকম দেখিয়া বোধ হয় যশ উজ্জল করিতে আসিয়াছ; একবার কথাটি কও, মুখখানা উঠাও, চাঁদবদন কয়খানা দেখাও, দেখি তোমরা কে। এত লজ্জা কিসের? আর কতক্ষণ বাদে লজ্জাও যে লজ্জা পাইবে। এত রাত্রে চোরের ন্যায় কে তোমরা? তোমরা চোর কি সাধু তার প্রমাণ কি? তোমাদের নিশান দেহী কে? তোমাদের কে চিনে? যদি বল ব্যাসবশিষ্ট; তাঁরা দেখে শুনে বনবাসী হয়েছেন, কোন জঙ্গলে যে আছেন তার ঠিক নাই; তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাইবে না, বিশেষ যখন এত রাত্রে আসিয়াছ তখন কোন লজ্জায় তাঁহারা নিশান দেহী হবেন?, কোন লজ্জায় লোকসমাজে মুখ দেখাবে? তোমরা নিদঙ্ক বদন তাই লজ্জা নাই, লজ্জা তোমাদের ত্রিসীমায়ও ঘোষে না। আর লজ্জার দরকার নাই; বদন তোল, কথা কও, নাম বলে ফেল, শুনি তোমরা কে। মনে ভাবিয়াছ, এত রাত্রে আসিয়াছ বলিয়া কেহ চিনিবে না, কিন্তু ঐ কালমুখ কিছুতেই ঢাকবার নয়, আমি চিনিয়াছি, তুমিই না ব্যাসবশিষ্টের মহাপ্রভু? মহাপ্রভু হেগেছেন অনেক, হেগে হেগে মুখ কালশিঠে মেরেগেছে, বেহায়ারা বলে কিনা আমাদের কালমাণিক, একথা বোলতে গেলেই যত দোষ।

চিনিলে সুধী, উহারা কে? উহারা অতি দর্পী মহাকাল, অতি গর্ব্বী মহামৃত্যু, অতি দম্ভী মহাভূতগণ, ভারতপতির সহিত বিশ্বপতি।

ঐ যে কালমাণিকটি দেখিতেছ, যাঁর আলোকে ব্যাসবশিষ্ট ত্রিভুবন দেখেন, তিনি আঁধার দেখিয়া আলো খুঁজিতে আসিয়াছেন।

মহাকাল অতি দর্পী কেন জান? আব্রহ্মকীট, কৃষ্ট বিষ্ণু অবশে সকলেই ইহার বশীভূত; ইনি বিশ্বকে ভাঙ্গেন গড়েন, জগদণ্ডকটাহ সকলই কালকুক্ষিগত, সুতরাং ইনি সকলেরই প্রভু, এক কথায় জগৎপতি। কৃষ্ণ বিষ্ণুর কাছে অতি দর্প করিয়া থাকেন আমি তোমাদের কলন করি সুতরাং তোমাদের কর্ত্তা, সুতরাং অতি দর্পী।

মহামৃত্যু অতি গর্ব্বী কেন জান? আব্রহ্ম সুরাসুর, কৃষ্ণবিষ্ণু অবসে সকলেই ইহার অধীন। ইহার নামে সুরাসুর কম্পিত, কৃষ্ণবিষ্ণু ত্রাসিত, ইনি কাহাকেই ছাড়িয়া কথা কন না, বিশ্ব ইহার অধীন, ইনি জগৎপ্রভু। ইনি কৃষ্ণবিষ্ণুর কাছে বড় গর্ব্ব করেন আমি তোমাদিগকে সংহার করি, সুতরাং অতি গর্ব্বী।

মহাভূতগণ অতি দম্ভী কেন জান? ইহারা জগৎ ভাঙ্গেন গড়েন। ইহারা যখন সংশ্লিষ্ট হন তখন জগৎ গঠিত হয়, বিশ্লিষ্ট হইলেই ধ্বংশ হয়।

পঞ্চভূতের ফাঁদে।
ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে॥

এই ভূতগণ, ভুতনাথকে ভূত বানায়ে ভূতের নাচন নাচাচ্ছে, ইহার অধিক আর কি আছে। পঞ্চভূত গঠিত ঐন্দ্র, রৌদ্র, পাশুপত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মাস্ত্রের অধীন সকলই। শঙ্কর্ষণাগ্নি দ্বারা ত্রিভুবন ভস্মীভূত হয়, সুতরাং ইহারা দম্ভী। ইহারা সকলেই জগৎ-প্রভু, ইহাদের আধিপত্য সকলের উপরই সমান; বিশ্বকে ভাঙ্গিতে গড়িতে সকলেই ক্ষমবান, তাই অভিমান।

গভীর নিশীথে চুপি চুপি কেন জান? পাছে কেহ দেখতে পায়, পাছে কেহ শুনতে পায়। দেখিলে দোষ কি? পাছে হাততালি দেয়। ইহারা আব্রহ্ম সুরাসুরের কাছে বড় দর্প করে, গর্ব্বে ত্রিভুবন উলটপালট করে; আজ তাঁদের দর্প চূর্ণ হইয়াছে, গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, তাই লজ্জা জন্মিয়াছে, তাই গভীর রাত্রে লজ্জার মুখে ছাই দিয়া চোরের ন্যায় চুপিচুপি আসিয়াছে। আজ বিশ্ব ভীষ্মের নিকট সমাগত হইয়াছে, কাতরে শরণ নিয়াছে।

অভুত ভুত ও অশ্রুত শ্রুত।

অভুত ভুত।

অভূত ভূত কি? যাহা পূর্ব্বে কস্মিনকালেও ঘটে নাই তাহাই অভূত, তাহা যদি প্রত্যক্ষ হয়, দৃষ্ট হয়, তবে তাহাই অভূত ভুত অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই তাহাই যদি দেখা যায় তবে তাহাই অভুত ভুত। যাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই তাহা আজ দেখা যাইতেছে সুতরাং ইহা অপূর্ব্ব, ইহা অভুত ভুত।

কি দেখা যাইতেছে? ঐ দেখা যাইতেছে; বিশ্বপতি ভারতপতির সহিত আর্য্যপতির শরণাপন্ন হইয়াছেন। কেন শরণাপন্ন? বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তার প্রলয়শক্তি পরাহত, চক্রীর চক্র স্থগিত, ভারতপতি আতঙ্কগ্রস্থ, তাই কাতরে শরণাপন্ন। ভারতসম্রাট বিশ্বসম্রাটের সহিত আর্য্যসম্রাটের শরণাপন্ন, সুতরাং ইহা অপূর্ব্ব।

যিনি বিশ্বের শরণীয়, তিনি আজ আর্য্যের শরণাপন্ন, কি অপূর্ব্ব। সুরাসুর বিপদগ্রস্থ হইয়া যাঁর শরণ প্রার্থী হয়, তিনি আজ আর্য্যশক্তি কর্ত্তৃক বিপদগ্রস্থ হইয়া, আর কোন শরণীয় না পাইয়া, আর্য্যশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং ইহা অভুত ভুত সুতরাং অপূর্ব্ব।

(২) দীনহীন দীননাথ দীনবেশে দীনহীন আর্য্যনাথের শরণাপন্ন, সুতরাং ইহা

(৩) বিশ্ব যাঁর জন্য আকুল, আজ ভীষ্ম সকাশে তিনি ব্যাকুল, ইহা অভূত।

(৪) সদানন্দ নিরানন্দবেশে ভীষ্মানন্দের নিকট আনন্দ প্রার্থী, সুতরাং ইহা অপূর্ব্ব।

(৫) ত্রিতাপহারী তাপিত হইয়া ভীষ্মকল্পতরুর ছায়ার আশ্রয় নিয়াছেন, সুতরাং ইহা অপূর্ব্ব।

(৬) কংসারি কংসাভিভূত হইয়া কংসারির শরণ নিয়াছেন, সুতরাং ইহা অপূর্ব্ব।

(৭) অচ্যুত চ্যুত হইয়া অচ্যুতের শরণ নিয়াছেন, সুতরাং ইহা অভূত।

(৮) অজিত জিত হইয়া অজিতের শরণাপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং ইহা অপূর্ব্ব।

(৯) অসিত সিত হইয়া সিতের শরণ নিয়াছেন, সুতরাং ইহা অপূর্ব্ব।

ইহা কেহ কভু দেখে নাই যে, মহাকাল, মহামৃত্যু, মহাভুত, বিশ্বপতি কোন কালে কেহর নিকট নতশির হইয়াছেন, শরণ প্রার্থী হইয়াছেন, কিন্তু বলিতে হৃদয় পুলকিত হয়, আজ সে সব শক্তি, জগৎপতি সকল আর্য্য সকাশে ভীষ্ম সমীপে নত শির, দীন,

হীন, মহামলিন। আজ যাহা দেখিলাম তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, কল্পনা ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত কেহ কল্পনা করিতেও পারে নাই, সুতরাং ইহা অভূত ভূত, অপূর্ব্ব।

অশ্রুত শ্রুত।

অশ্রুত শ্রুত কি? যাহা পূর্ব্বে কেহ কখন শুনে নাই তাহাই অশ্রুত, অশ্রুত যদি শ্রুত হয় তবে তাহাই অশ্রুত শ্রুত। কি শ্রুত? কি শুনা যাইতেছে? গভীর নিশীথে কৌরব শিবিরে ও কি শুনা যাইতেছে? ও কিসের কোলাহল? কাণ যে বধির করিয়া ফেলিল; ও কি শুনা যায়? ও কিসের ধ্বনি? ওকি বংশীধ্বনি কি ক্রন্দনধ্বনি? এ যে ক্রন্দন ধ্বনি।. এত রাত্রে কিসের কান্নার রোল? শুন কিসের কান্নার রোল—

(১) মহাকাল নতশির হইয়া বলিতেছেন—বল, দেব! তোমার কলন বিধি বল। সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র তোমারি কলনের উপায় পাইলাম না, কারণ তুমি অজর, আব্রহ্ম জড় দ্রব্য হইতে বিশেষ, যাহা অজর তাহা কালনাশ্য নয়, সুতরাং তুমি কালেরও প্রভু, কালাধীপ। পাণ্ডব যায় যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রভুও যায় যায়, তাঁহাদিগকে রক্ষা কর, তোমার কলন বিধি বল, "বধোপায়" ব্যক্ত কর। কাল কলন কালাই যখন শরণ নিলেন, তখন কালের শরণ নিতে আর লজ্জা কি, সুতরাং লজ্জার মাথা খাইয়া নত হইয়া পড়িলেন। এই মহাকালের এখন একবার কান্নার রোল শুনা গেল, আর একবার মহাশ্মশানে শুনা যাইবে।

(২) মহামৃত্যু সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া বলিতেছেন; হে মৃত্যুঞ্জয়! বল তোমার মরণ বিধি বল। বিধির বিধিতে তোমার মরণ বিধি নাই, আছে তোমার নিজের বিধিতে, নিজের ইচ্ছাতে, সুতরাং আমি পরাহত। তুমি অজর সুতরাং অমর। পাণ্ডব যায় যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রভুও মারা যায়, অতএব রক্ষ রক্ষ, ক্ষমা দেও; আমি জানু নত হইয়া বলিতেছি, পাণ্ডব রক্ষার্থে তোমার পরাজয়ের কৌশল বল, "বধোপায়" ব্যক্ত কর।

(৩) মহাভূতগণ বলিতেছেন, হে আর্য্যদেব! জগৎ অস্ত্রশস্ত্রের অধীন, আব্রহ্ম কীট সকলেই ছেদ, ভেদ, দাহাক্রান্ত সুতরাং জেয়, সুতরাং নাশ্য; একমাত্র তুমিই অস্ত্রশস্ত্রের অনধীন; অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অক্লেদ্য, অশোচ্য, সুতরাং অজেয়, সুতরাং অবিনাশ্য, পাণ্ডব যায় যায়, পাণ্ডব রক্ষার্থে নিজ মুখে পরাজয়ের উপায় বল, 'বধোপায়' ব্যক্ত কর।

(৪) বিশ্বকর্ত্তা ভারতকর্ত্তার সহিত আর্য্যকর্ত্তার নিকট কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন,—আমি জগৎপাতা হয়েও আমিআর পাণ্ডব রক্ষা করিতে পারিতেছি না, পাণ্ডব যায় যায়; কি উপায়ে পাণ্ডব রক্ষা হয়, ধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহার কৌশল বল। বেদ মিথ্যা না হয় তাহার উপায় কর। বেদবাক্য—'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়', তুমি যদি এরূপে যুদ্ধ কর তবে ধর্ম্মের জয় হয় না, সুতরাং বেদ মিথ্যা হয়। তুমি মান্তমান কৃৎ, ধর্ম্মের মান

রাখ, বেদ সত্য কর; অতএব তোমার পরাজয়ের কৌশল বল। তুমি স্বমুখে বলিয়াছ—'জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন', যাতে তোমার নিজ মুখবাণি সত্য হয় তাহার উপায় বল; আমরা উপায়ে নিরুপায় হয়ে বসিয়াছি, তোমার পরাজয়ের কোন উপায়ই পাইলাম না; এখন যা কর তুমি, তোমার শরণ নিলাম।

বিশ্ব শরণীয় আজ ভীষ্মের শরণ নিয়াছেন, ইহা অপূর্ব্ব, ইহা অভূত ভূত, ইহা অশ্রুত শ্রুত। জগৎপতি কাতরে বলিতেছেন,—বল; দেব! কি কৌশলে তুমি পরাজয় হইতে পার, কি উপায়ে তোমার মৃত্যু হইতে পারে, তোমার "বধোপায়" ব্যক্ত কর। বুড় মানুষের ছেলে মানুষের ন্যায় আবদার; এযে অতি ভয়ঙ্কর সৃষ্টি বহির্ভূত প্রাণঘাতী আবদার; এমন আবদারও ত শুনি নাই, "বধোপায়"।

বধোপায়।

"বধোপায়" এ যে বড় প্রাণঘাতী আবদার। যার নামে সুরাসুর কাঁপে, সেই বাণী শ্রবণে পশিল 'বধোপায়'। যে নাম শুনিলে প্রাণ চমকিয়া উঠে, যে নামে অনন্ত অন্ত হয়, অচল চলিত হয়, সেই ধ্বনি শ্রবণে পশিল 'বধোপায়'। মহাপুরুষ কিন্তু অচল অটল।

এমন মহা আবদারও শুনি নাই, এমন আবদারকারি মহাপাত্রও দেখি নাই।

এমন আবদার রাখাও শুনি নাই, এমন আবদার রাখা পাত্রও দেখি নাই।

বিশ্বপতি আর্য্যপতির নিকট আবদার করিতেছেন তোমার বধোপায় ব্যক্ত কর। এ যে মায়ের নিকট পুত্রের ছেলে মানুষী আবদার। পুত্র যেমন মার নিকট রাগ করে আবদার করে মা! তুই মর; মাতা ছেলেকে মারিলেই বালকেরা রাগ করিয়া খায় না, মাতা সাধ্য সাধনা করে, তখন বালকসুলভ আবদারভাবে বলিয়া ফেলে, মা! তুই আগে মর, তবে আমি খাব; এও দেখি তদ্রূপ; বিশ্বপতি ভীষ্মের নিকট আবদার করিতেছেন, তুমি মর, অথবা তোমার বধোপায় ব্যক্ত কর। এমন আশ্চর্য্য আবদারও ত শুনি নাই। জগতে এমন কোন বীর আছে কি, যিনি জয়ী হইতে পারিলে পরাজয় হইতে স্বীকার করেন? বীর মাত্রেই জয়ী হইতে ইচ্ছা করে, জয়ী হইতে পারিলে কেহ পরাজয় হইতে রাজী হন না, সুতরাং পরাজয়ের কৌশলও কেহ বলিয়া দেন না; তিনিই বলেন যিনি অজেয়, পরাজয় যার ইচ্ছাধীন, যিনি মহাবীর; জয় পরাজয়ে যিনি

সমান সুখী; সেই মহাবীরই পরাজয়ের উপায় বলিতে সক্ষম, যিনি জয় অপেক্ষা পরাজয়ে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন, যেমন বালক আসিয়া পিতার গলা ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠে, মনে ভাবে আমি বাবাকে হারাইয়া দিলাম; পক্ষান্তরে পিতা পুত্রের কাছে এবম্প্রকার হারিয়া আনন্দ অনুভব করে; তদ্রূপ পিতৃস্থানীয় বীর-পুরুষ যদি কেহ থাকেন, যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ শক্তিকেই বালকস্থানীয় শক্তি বলিয়া মনে করেন, সেই মহাপুরুষই পরাজয়ে আনন্দ অনুভব করেন এবং সে মহাবীরই পরাজয়ের উপায় বলিতে সক্ষম।

এ মহীতে এমন প্রাণী দেখি না যিনি মরণ ইচ্ছা করেন, বাঁচিয়া থাকিতে চায় না, মৃত্যুকে ভয় খায় না। এ সংসারে সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, মৃত্যু কেহই আকাঙ্ক্ষা করে না, সুতরাং মৃত্যুর উপায়ও কেহ বলিয়া দেন না; তিনিই বলেন, যিনি মহামৃত্যুঞ্জয়, যিনি জীবনে মরণে সমান সুখী। তিনি কে? তিনি ভীষ্মদেব। ভীষ্মদেব অজেয়, তাই আজ বিশ্ব বীর ভীষ্মবীরের শরণাপন্ন। ভীষ্মবীর নবমদিনের যুদ্ধে চক্রীকে চক্র ধরাইছেন, সুদর্শন চক্র স্তম্ভিত করিয়াছেন, বিশ্বশক্তিকে পরাহত করিয়াছেন, তাই বিশ্ববীর কৃষ্ণ ভীষ্মবীরকে কাতরে বলিতেছেন, বল, দেব! তোমার নিজ পরাজয়ের কৌশল বল। সভীত পাণ্ডব সহিত প্রলয়কর্ত্তা কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বল, দেব! নিজ মৃত্যুর উপায় বল, বধোপায় ব্যক্ত কর। এমন মহা আবদারও শুনি নাই, এমন মহা আবদার রাখা মহাপাত্রও দেখি নাই। বিশ্বপতিকে কাতর দেখিয়া, আর্য্যপতি হাসিতে হাসিতে পরাজয়ের কৌশল ও বধোপায় ব্যক্ত করিতেছেন।

বিশ্বে এমন কোন মহাপুরুষ জন্মে নাই, যিনি নিজ বধোপায় ব্যক্ত করিয়াছেন, ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তাই বলিলাম, আজ যাহা দেখিলাম তাহা আর দেখি নাই, আজ যাহা শুনিলাম তাহা আর শুনি নাই; এমন মহাপুরুষও দেখি নাই, এমন মহাবাক্যও শুনি নাই।

শুন সুধী! মহাপুরুষের মহাবাক্য।

কেন এমন? মূল ব্রহ্মচর্য্য;

কি বুঝিলাম।

যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম; তাতে বুঝিলাম,—আব্রহ্ম সৌরাসরীশক্তি আর্য্যের ব্রহ্মচর্য্য শক্তির নিম্নে অবস্থিতি করিতেছে, মানবিক ও পাশবিক শক্তি কোন ছার।

পাণ্ডবদিগের ভীষ্ম সমীপে গমন ও খেদ এবং জয়োপায় জিজ্ঞাসা।

পাণ্ডবেরা সমরে ভীষ্ম বাণে প্রপীড়িত হইয়া ভীষ্মের রণকার্য্য চিন্তা করিয়া তখন শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, সেই ঘোর রজনীমুখ সময়ে দুরাধর্ষ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে উপবিষ্ট হইলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির অনেক ক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া বাসুদেবের প্রতি অবলোকনপূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন, কৃষ্ণ! দেখিলে ভীম পরাক্রম ভীষ্ম হস্তীর নলবন মর্দ্দনের ন্যায় আমার সৈন্য মর্দ্দন করিতেছেন। উনি প্রবৃদ্ধ পাবকের ন্যায় আমার সৈন্য লেহন করিতেছেন, ঐ মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতেও আমরা উৎসাহ করিতে পারি না। রণস্থলে প্রতাপবান তীক্ষ্ণ শস্ত্রধারী ভীষ্ম ক্রুদ্ধ ও বিষপূর্ণ ভয়ানক মহানাগ তক্ষক সদৃশ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শানিত শরসমূহ মোচন করিতে থাকেন। ক্রুদ্ধ যম, বজ্রহস্ত ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ ও গদাপাণি কুবেরকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মহারণে ক্রুদ্ধ ভীষ্মকে পরাজিত করিতে পারা যায় না; অতএব হে কৃষ্ণ! আমি আত্মবুদ্ধি দৌর্ব্বল্য হেতু সংগ্রামে ভীষ্ম নিমিত্ত শোক সাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদিগকে হনন করিতেছেন, অতএব আমার আর যুদ্ধে অভিরুচি হয় না, আমি বনে গমন করি, আমার অরণ্যে গমনই শ্রেয়। যেমন পতঙ্গ প্রজ্বলিত বহ্নিতে ধাবমান হইয়া কেবল মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমি ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার শূরভ্রাতৃগণও শরনিকরে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছে। ভীষ্ম আমার সকাশে যুদ্ধবিষয়ক একপ্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন যে "তোমার হিত নিমিত্ত আমি সুমন্ত্রণা প্রদান করিব, কোনপ্রকারেই যুদ্ধ করিব না; অপিচ, দুর্য্যোধনের নিমিত্ত যুদ্ধ করিব, ইহা সত্য জানিবে", অতএব হে প্রভু মাধব! তিনি আমাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া রাজ্যপ্রদান করিবেন। হে মধুসূদন! তাঁহার বধের উপায় নিমিত্ত চল আমরা সকলে তোমার সহিত তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার গমন করি। হে সর্ব্বময়! হে বৃষ্ণিনন্দন! আমরা সকলে মিলিত হইয়া অবিলম্বে নরোত্তম কুরুবর ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাদিগকে হিতকর ও তথ্য বাক্য বলিবেন, তিনি যেরূপ বলিবেন, সেইরূপ করিব। হে মাধব! আমরা বাল্যকালে পিতৃহীন হইলে তিনিই আমাদিগকে লালন পালন করিয়া সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই দৃঢ়ব্রত দেবব্রত পিতামহ অবশ্যই আমাদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া জয় প্রদান করিবেন। যখন

পিতার পিতা বাৰ্দ্ধ প্রিয়তম সেই পিতামহকে নিপাতিত করিতে ইচ্ছা করিলাম, তখন আমাদিগের ক্ষত্রিয় জীবিকায় ধিক্ থাকুক। তদনন্তর বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজেন্দ্র॥ আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমারও মনোগত, গঙ্গাসুত কৃতী দেবব্রত বিপক্ষকে রণে অবলোকন করিয়াই দগ্ধ করিতে পারেন, অতএব তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আপনি গমন করুন। আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যথার্থই বিশেষরূপে বলিবেন, অতএব চলুন, আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গমন করি। সেই শান্তনুসুতের সমীপে গিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিব। তাহাতে তিনি আমাদিগকে যে মন্ত্রণা দিবেন, তদনুসারেই আমরা বিপক্ষ সহ যুদ্ধ করিব।

বীর পাণ্ডবগণ ও বীর্য্যবান বাসুদেব ঐরূপ পরামর্শ করিয়া আয়ুধ ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে একত্রিত হইয়া শোভন ভীষ্ম শিবিরে প্রতিগমন করিলেন। দ্বারী যাইয়া জানাইল মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বারে উপস্থিত। দেবব্রত আসিবার অনুমতি করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক মস্তকাবনতি দ্বারা ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন। পাণ্ডবেরা ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা প্রণতি করিয়া পূজা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

কুরুপিতামহ মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগের প্রত্যেককে স্বাগত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কহিলেন, হে রাজন! এত গভীর নিশায় কি হেতু আগমন? তোমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন কি কার্য্য আমাকে করিতে হইবে, তাহা বল, সেই কার্য্য যদি অতি দুষ্করও হয়, তথাপি সর্ব্বপ্রযত্নে আমি তাহা করিব। গঙ্গানন্দন পুনঃ পুনঃ ঐরূপ প্রীতিযুক্ত বাক্য বলিলে, রাজা যুধিষ্ঠির দীন চিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ প্রভু পিতামহ! আমরা কি প্রকারে যুদ্ধে জয়লাভ করি? কি প্রকারেই রাজ্য প্রাপ্ত হই এবং কিরূপেই বা প্রজাক্ষয় না হয়, আপনি ইহার উপায় বলুন। হে বীর! আমরা আপনাকে সমরে কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারি না, অতএব আপনি স্বয়ংই আপনার বধোপায় ব্যক্ত করুন।

পিতামহ! সংগ্রামে আপনার শরাসন সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, রণস্থলে আপনার অণুপ্রমাণও রন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। হে মহাবাহো! আপনি সূর্য্যের ন্যায় রথে অবস্থিত হইয়া যে কখন শর গ্রহণ, শরসন্ধান এবং কখনই বা শরাসন বিকর্ষণ করেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। হে ভরত-প্রধান! হে পরবীরহন্! আপনি যখন রথ, অশ্ব, নর, নাগ হনন করিতে থাকেন, তখন আপনাকে জয় করিতে কোন্ পুরুষ উৎসাহ করিতে পারে? হে পিতামহ! আপনি সমরে শর বর্ষণ করিয়া অনেক প্রাণিহত্যা করিয়াছেন; আমার মহতী সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকারে আপনাকে আমরা রণে পরাজিত করিতে পারি, যে প্রকারে আমার

রাজ্যলাভ হয় এবং যেরূপে আমার সৈন্যদিগের মঙ্গল হয়, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

তদনন্তর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম, পাণ্ডবদিগকে কাতর দেখিয়া বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ কুন্তী-সুত! সংগ্রামে আমি জীবিত থাকিলে তোমার কোনপ্রকারে জয় হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা আমি সত্য বলিলাম। আমি যুদ্ধে পরাজিত হইলে তোমরা জয়ী হইতে পারিবে। অতএব যদি তোমরা রণে জয়লাভের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাকে শীঘ্র প্রহার করিবে। হে পার্থগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা-সুখে আমাকে প্রহার করিবে। আমি যে এইরূপে তোমাদিগের বিদিত হইলাম, ইহা সুকৃত বলিয়া মানিলাম। আমি নিহত হইলেই কুরুপক্ষ সমস্ত নিহত হইবে, অতএব আমি যেরূপ বলিলাম, তোমরা সেইরূপ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমরে আপনি দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় হন, আপনাকে যুদ্ধে কি প্রকারে পরাজিত করিব, তাহার উপায় বলুন। ইন্দ্র, বরুণ ও যমকেও যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারা যায়, কিন্তু আপনাকে সমরে পরাজিত করিতে পারা যায় না। অপিচ ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আপনাকে রণে জয় করিতে সমর্থ নহেন। ভীষ্ম কহিলেন হে পাণ্ডব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, আমি রণে যত্ন হইয়া কার্ম্মুকবর গ্রহণপূর্ব্বক শস্ত্রধারী হইলে, ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। আমি ন্যস্ত শস্ত্র হইলে এই মহারথেরাই আমাকে নিহত করিতে পারেন। শস্ত্রত্যাগী, পতিত, বিমুক্ত কবচ, বিমুক্তধ্বজ, পলায়মান, ভীত, তোমরাই আমি এইরূপ বলিয়া শরণাপন্ন, স্ত্রীজাতি, স্ত্রী-জাতীয় নামধারী, বিকল, এক পুত্রক, নিঃসন্তান ও পাপীব্যক্তির সহিত যুদ্ধে আমার অভিরুচি হয় না। হে রাজেন্দ্র! আমার পূর্ব্বকৃত সঙ্কল্প শ্রবণ কর, কাহারো অমঙ্গল ধ্বজ দেখিলে আমি কোন প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না। দ্রুপদ রাজার পুত্র যুদ্ধজয়ী, শূর, সমর ক্রোধী, মহারথ শিখণ্ডী যিনি তোমার সৈন্য মধ্যে অবস্থিত, তিনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ হইয়াছেন, ইহার বিবরণ তোমরাও সমুদায় আনুপূর্ব্বিক অবগত আছ। অর্জ্জুন বর্ম্মিত হইয়া সেই শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা আমাকে নিহত করিবেন। সেই শিখণ্ডীর রথধ্বজ অমঙ্গল্য, বিশেষতঃ উনি পূর্ব্বে স্ত্রীরূপ ছিলেন, সুতরাং আমি শস্ত্রধারী হইয়া উহাকে কোন প্রকারে প্রহার করিতে অভিলাষ করি না। আমি রণে সমুদ্যত হইলে, জগতে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না যে, আমাকে নিহত করিতে পারে। অতএব ঐ ধনঞ্জয় আত্তশস্ত্র গৃহীত গাণ্ডীব ও যত্নবান হইয়া সেই পাঞ্চালরাজ-পুত্র শিখণ্ডীকে আমার সন্মুখস্থ করিয়া আমাকে নিপাতিত করিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার জয়লাভ হইবে। হে কুন্তীনন্দন! আমি যেরূপ বলিলাম, তুমি তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলে সংগ্রামে সমাগত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে। তদনন্তর পৃথানন্দনেরা কুরুপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভি-

যাপন করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাপুত্র পরলোক গমনে দীক্ষিত হইয়া দুঃখিত পাণ্ডবদিগকে নিজ মৃত্যুর উপায় বলিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

ব্যূহ সংস্থান।

তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও দধিবর্ণ শঙ্খ চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে থাকিলে, সর্ব্বশত্রু নির্ব্বহণ ব্যূহ-সজ্জিত করিয়া শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া সমর যাত্রা করিলেন। শিখণ্ডী সেই সর্ব্বসৈন্য সজ্জিত ব্যূহের অগ্রে রহিলেন। ভীমসেন ও ধনঞ্জয় তাহার চক্র রক্ষক, দ্রৌপদী-পুত্রেরা ও বীর্য্যবান সুভদ্রানন্দন তাহার পৃষ্ঠরক্ষক এবং মহারথ সাত্যকি ও চেকিতান তাহাদিগের রক্ষক হইলেন। পাঞ্চাল্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎপশ্চাৎ অবস্থিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ প্রভু, রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেবের সহিত একত্রিত হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিতে লাগিলেন। তৎপশ্চাৎ বিরাট নৃপতি স্বসৈন্যে সমাবৃত হইয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। তাহার পশ্চাৎ রাজা দ্রুপদ অভিক্রত হইলেন। কৈকেয় রাজেরা পঞ্চভ্রাতা ও বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, সেই পাণ্ডব সৈন্যব্যূহের জঘনপ্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিবেন। পাণ্ডবেরা এইরূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া স্ব স্ব জীবন ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া সংগ্রামে কৌরব সৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

কৌরবেরাও মহারথ ভীষ্মকে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস ব্যূহের মধ্যে অন্যতর ব্যূহ এক এক দিবসে সজ্জিত করিতেন। দুর্য্যোধনেরা ভীষ্মকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও তাহার মহাবল পুত্র অশ্বত্থমা এবং তৎপশ্চাৎ গজ সৈন্যে পরিবৃত ভগদত্ত গমন করিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ভগদত্তের অনুগামী হইলেন। তৎপশ্চাৎ বলবান কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ প্রয়াণ করিলেন। মাগধরাজ জয়ৎসেন, সুবল-পুত্র বৃহদ্বল ও সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর নৃপগণ কৌরব ব্যূহের জঘন স্থান রক্ষা করত গমন করিলেন।

মহাসংগ্রাম।

তদনন্তর উভয় পক্ষ যোদ্ধার যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরকে নিহত করিয়া যমরাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অর্জ্জুন-প্রমুখ পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া বিবিধ শর বিকিরণ করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন। ভীমসেন কৌরবীয় সেনাকে শরনিকরে তাড়িত করিলে, তাহারা রুধিরৌঘে পরিক্লিন্ন হইয়া পরলোকে গমন করিতে লাগিল। মহাব্রত ভীষ্ম তখন নর-বারণ-বাজি সঙ্কুল স্বসৈন্যদিগের বিপক্ষ কর্ত্তৃক সংহার আর সহ্য করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জেয় ভীষ্ম, আপনার জীবন পরিত্যাগে উদ্যত হইয়া শাণিত নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক অস্ত্রসকল পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগের পাঁচজন গৃহীতাস্ত্র যত্ন পরায়ণ প্রধান মহারথকে রণে নিবারিত করিয়া বীর্য্য ও অমর্ষ দ্বারা প্রেরিত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে ও অপরিমিত বহু হস্তী ও অশ্ব নিহত করিলেন। পরপক্ষীয় জয়াকাঙ্ক্ষী রথিদিগকে রথ হইতে, সাদীদিগকে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে, গজারোহীদিগকে গজ পৃষ্ঠ হইতে এবং সমাগত পদাতিদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যে প্রকার অসুরগণ বজ্রহস্ত ইন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা ত্বরমান মহারথ ভীষ্মের সমরে সম্মুখীন হইলেন। তখন ভীষ্মকে ঘোরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইন্দ্রের অশনি সমস্পর্শ শাণিত শরসকল সর্ব্বদিকেই মোচন করিতে দেখা গেল। তাঁহার যুদ্ধকালে ইন্দ্র ধনুকের তুল্য মহৎ ধনুক সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। অমরগণ তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যেমন অমরগণ বিপ্রচিত্তি অসুরকে সমর স্থলে অবলোকন করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার পাণ্ডবেরা উন্মনা হইয়া সেই শৌর্য্যসম্পন্ন যুধ্যমান মহাব্রত ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে ব্যাদিতমুখ অন্তকের ন্যায় দেখিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। যেপ্রকার অগ্নি কানন দগ্ধ করে, সেই প্রকার তিনি দশমদিবসে শাণিতবাণ সমূহদ্বারা শিখণ্ডীর রথ, সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ ও কালবিহিত অন্তকতুল্য ভীষ্মের স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তরে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। ভীষ্ম তাহাতে গাঢ়বিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্যপূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করত শিখণ্ডীকে এই বাক্য বলিলেন, তুমি ইচ্ছাক্রমে আমার প্রতি শরক্ষেপ কর, কিংবা না কর, আমি কোন প্রকারে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, বিধাতা তোমাকে যে স্ত্রীরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনী। শিখণ্ডী তখন তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া সৃক্কলেহনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কারী, ইহা আমি জ্ঞাত

হইয়াছি, জমদগ্নি-নন্দনের সহিত তোমার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার অলৌকিক প্রভাব ও বহু যশঃ শ্রুত হইয়াছি; তোমার এতাদৃশ প্রভাব জ্ঞাত হইয়াও আজি আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। হে সৎপুরুষ প্রবর! তোমার সাক্ষাতে সত্যদ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি আপনার ও পাণ্ডবদিগের প্রিয়কার্য্য নিমিত্ত আজি তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে নিহত করিব, আমার এই কথা শুনিয়া তুমি স্বকীয় ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য কর। হে রণজয়ী ভীষ্ম! তুমি ইচ্ছানুসারে আমার প্রতি শরক্ষেপ কর বা না কর, আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না, অতএব এক্ষণে তুমি এই লোক সমুদায় দৃষ্টি করিয়া লও, আর দেখিতে পাইবে না। শিখণ্ডী ভীষ্মকে এইরূপ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া নতপর্ব্ব পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ সব্যসাচী শিখণ্ডীর ঐ কথা শুনিয়া 'এই ভীষ্মবধের সময়' ভাবিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি শত্রুপক্ষ বিদ্রাবিত করিয়া তোমার অনুগামী হইব, তুমি সংবদ্ধ হইয়া ভীমপরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর। মহাবল ভীষ্ম তোমাকে পীড়া প্রদান করিতে পারিবেন না, অতএব আজি তুমি যত্নপূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হও। যদি তুমি ভীষ্মকে বিনষ্ট না করিয়া গমন কর, তাহা হইলে লোকে তোমাকে ও আমাকে উপহাস করিবে। হে বীর! যাহাতে আমরা উভয়ে এই মহারণে লোকের হাস্যাস্পদ না হই এমত যত্ন কর,—পিতামহকে রণে নিপাতিত কর। হে মহাবল! আমি সংগ্রামে সমুদায় রথীকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি ভীষ্মের বধ সাধন কর। দ্রোণ, তাঁহার পুত্র, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শৌর্য্য-সম্পন্ন ভগদত্ত, মহাবলপরাক্রান্ত মগধরাজ, সোমদত্ত পুত্র, রাক্ষস শূর ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র এবং ত্রিগর্ত্তরাজ, এই সকল বীর ও অন্যান্য সমুদায় মহারথদিগকে আমি বেলাভূমি কর্ত্তৃক সাগর নিবারণের ন্যায় নিবারণ করিব এবং মহাবলবান্ যুধ্যমান সমস্ত কৌরবদিগকেও এক-কালে নিবারিত করিব, অতএব তুমি পিতামহকে রণে নিপাতিত কর।

সমরবিজয়ী ভীষ্ম, স্বকীয় প্রতিজ্ঞানুসারে সমরে নিরন্তর সৈন্যক্ষয় করিতে লাগিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর দশমদিবসের যুদ্ধে যখন শরনিকরে পরপক্ষ নিহত করিতেছেন, তখন পাণ্ডব বা পাঞ্চালগণ সকলে তাঁহার বিক্রমবেগ ধারণ করিতে পারিলেন না, সেই সকল বিপক্ষ সেনার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র সুশাণিত শর বিকিরণ করিয়াও তাহাদিগের বিক্রমও ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, যেহেতু পাশহস্ত অন্তক সদৃশ সেই মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি ভীষ্মকে রণে পরাজিত করিতে তাহাদিগের সামর্থ হইল না। তদনন্তর অপরাজিত সব্যসাচী ধনঞ্জয় সমুদায় রথীকে ত্রাসিত করত তথায় গমন করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও পুনঃপুনঃ ধনুর্বিক্ষেপ করত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া কালের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার সেই শব্দে কৌরবীয় সেনাগণ ত্রাসান্বিত হইয়া, যেমন সিংহশব্দে মৃগগণ ভয়ান্বিত হইয়া পলায়ন করে, তাহার ন্যায় পলায়ন করিতে

লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়যুক্ত ও আপনার সৈন্যদিগকে অতি পীড়িত দেখিয়া নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভীষ্মকে বলিলেন, পিতামহ! ঐ কৃষ্ণ সারথী শ্বেতবাহন অর্জ্জুন, অগ্নি কর্ত্তৃক কানন দহনের ন্যায়, আমার সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যসকল সমরে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। হে শত্রুতাপন! যেমন পশুপাল কাননে পশুগণকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন আমার ঐ সকল সৈন্যকে তাড়িত করিতেছে। আমার সৈন্যগণ স্থানে স্থানে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন হইল। আবার দুর্জ্জেয় ভীমও উহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতেছে এবং সাত্যকি চেকিতান, নকুল, সহদেব ও বিক্রমশীল অভিমন্যুও আমার সৈন্য সকল বিদ্রাবিত করিতেছে। শৌর্য্যসম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও রাক্ষস ঘটোৎকচ ইহারাও উভয়ে এই মহারণে আমার সৈন্যদিগকে সহসা প্রভগ্ন করিতেছে। হে ভারত! আপনি দেবতুল্য পরাক্রম, আপনা ব্যতিরেকে ঐ সকল মহারথ কর্ত্তৃক বধ্যমান সৈন্যদিগের যুদ্ধে অবস্থান করিবার এবং ঐ মহারথদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উপায় আর দেখিতে পাই না, অতএব আপনি সত্বর হইয়া ঐ মহারথদিগকে নিবারণ করুন, আমার সৈন্যদিগের গতি হউন। শান্তনুপুত্র মহাব্রত দেবব্রত এইরূপ অভিহিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তাপূর্ব্বক আত্মকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে নরপাল মহাবল দুর্য্যোধন! তুমি স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার সকাশে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতিদিন দশ সহস্র মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইব। যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পাদনও করিয়াছি, কিন্তু আজিও সংগ্রামে মহৎ কর্ম্ম করিব। আজি আমি হয় পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব, না হয় আমিই রণে নিহত হইয়া শয়ন করিব। আজি আমি তোমার সাক্ষাতে সৈন্য প্রমুখে নিহত হইয়া ভর্ত্তৃদত্ত অন্নের মহৎ ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব। দুর্জ্জেয় ভীষ্ম ইহা বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের প্রতিশায়কসমূহ বপনপূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডবেরা সৈন্য মধ্যে অবস্থিত ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ গঙ্গাপুত্রকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম দশম দিবসে শত শত সহস্র সহস্র সৈন্য বিনাশ করিলেন। যেমন সূর্য্য কিরণমালা দ্বারা জলাকর্ষণ করেন, তাহার ন্যায় ভীষ্ম পাঞ্চালদেশীয় মহারথ রাজপুত্রদিগের তেজ আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তিনি আরোহীর সহিত অযুত অশ্ব ও অযুত বেগবান হস্তী এবং পূর্ণ দুই লক্ষ পদাতি নিহত করিয়া সংগ্রামে ধূম রহিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে কাহারাও তাঁহাকে উত্তরায়ণস্থ তপন্ত ভাস্করের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় মহারথগণ মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত অভিদ্রুত হইলেন। যুধ্যমান শান্তনুপুত্র, তখন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাবৃত মহা শৈল সুমেরুর ন্যায় বহু যোধগণে সংকীর্ণ হইলেন। কৌরবপক্ষীয় মহারথেরা মহতী সেনার সহিত একত্রিত হইয়া ব্রহ্মব্রত গঙ্গানন্দনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন।

অর্জ্জুন সংগ্রামে ভীষ্মের বিক্রম দেখিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, তুমি পিতামহের সহিত যুদ্ধে সমবেত হও। তুমি অদ্য কোনপ্রকার উঁহাকে ভয় করিও না, আমি তীক্ষ্ণ শায়ক সমূহে উঁহাকে রথোত্তম হইতে নিপাতিত করিব। পার্থ শিখণ্ডীকে এইরূপ কহিলে, শিখণ্ডী তাহার বচন শ্রবন করিয়া গঙ্গানন্দনের নিকট অভিক্রান্ত হইলেন। বৃদ্ধ রাজা বিরাট, দ্রুপদ ও কুন্তীভোজ বর্ম্মিত হইয়া ভীষ্মের প্রতি অভিক্রান্ত হইলেন। নকুল, সহদেব, ধর্ম্মরাজ ও অন্যান্য সমুদায় সৈন্য ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। যে প্রকার ব্যাঘ্রশিশু বৃষকে আক্রমণ করে, সেই প্রকার চিত্রসেন ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। কৃতবর্ম্মা ভীষ্ম সমীপাগত ত্বরমাণ ও যত্ন পরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমদত্ত-পুত্র ত্বরমাণ হইয়া ভীষ্ম বধৈষী অতি ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে তৎপর হইলেন। বিকর্ণ ভীষ্মের জীবন রক্ষা করিবার মানসে বহুশায়ক বিকিরণকারী শৌর্য্যসম্পন্ন নকুলকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত সযত্ন হইলেন। শারদ্বত কৃপ সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের রথ সমীপগামী সহদেবকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বলবান দুর্ম্মুখ ভীষ্ম বধাভিলাষী মহাবল ক্রূরকর্ম্মা ভীমসেন-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি অভিক্রান্ত হইলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র অলম্বুষ সাত্যকিকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের রথসমীপাগত অভিমন্যুকে নিবারণ করিতে যত্নবান হইলেন। অশ্বত্থমা ক্রুদ্ধ হইয়া একত্র সমাগত অরিমর্দ্দন বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ সযত্ন হইয়া ভীষ্মবধাকাঙ্ক্ষী জ্যেষ্ঠপাণ্ডব ধর্ম্মপুত্রকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শরানলে দশদিক দগ্ধ করত ভীষ্মসমীপে বেগে গমনোদ্যত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন তাহাকে নিবারণ করিতে যত্নপরায়ণ হইলেন। কৌরবীয় অন্যান্য যোধগণ ভীষ্মাভিমুখে প্রযাত পাণ্ডবপক্ষ অন্যান্য মহারথদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সংরব্ধ হইয়া সৈন্যসহ একমাত্র মহারথ ভীষ্মের প্রতি অভিক্রান্ত হইলেন এবং সৈন্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন ঐ কুরুনন্দন অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন, তোমরা ভিত হইও না, ভীষ্মসমীপে অভিক্রান্ত হও, ভীষ্ম তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।৺ হে বীরগণ! সমরে ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারেন না, ইহাতে ক্ষীণবল অল্পপ্রাণ ভীষ্ম উঁহার কি করিবেন? পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের ঐ কথা শুনিয়া সংহৃষ্ট হইয়া গঙ্গানন্দনের রথ সমীপে অভিক্রান্ত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় পুরুষশ্রেষ্টগণও প্রবল তেজোরাশির ন্যায় সেই সকল প্রবল মহারথদিগকে আপতিত হইতে দেখিয়া হর্ষিতচিত্তে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ দুঃশাসন ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের প্রতি উপক্রান্ত হইলেন। এইস্থলে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল যে, অর্জ্জুন দুঃশাসনের

রথসমীপস্থ হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অর্জ্জুন বহুপ্রকারে নিবার্য্যমান হইলেও দুঃশাসনকে বিমুখ করিয়া সেনামর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃশাসন 'পার্থ আমাদিগের ভীষ্মকে কোন প্রকারে নিহত করিতে না পারে' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরম শক্তি অনুসারে পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান রথীসকল স্থানে স্থানে সেনাদিগকে নিহত ও আলোড়িত করিতে লাগিল।

মহাবীরের মহাশয্যা

বা

ভীষ্মের শরশয্যা।

মহাবল মহাধনুর্দ্ধর মত্ত বারণ বিক্রমশীল রথিশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ বীর দ্রোণ মত্ত বারণ নিবারণ মহৎ শরাসন কম্পিত করত পাণ্ডবীসেনায় গাহমান হইয়া মহারথদিগকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন এবং তাঁহার পুত্রও পাণ্ডবীসেনা দগ্ধ করিতেছিলেন, নিমিত্ত লক্ষণ সকল দ্রোণের অবিদিত ছিল না, তিনি তখন সর্ব্বত্র দুর্লক্ষণ নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! মহাবল পার্থ যে দিবসে সমরে ভীষ্মের জিঘাংসু হইয়া পরম যত্ন করিবেন, আজি সেই দিবস সমুপস্থিত হইয়াছে, যে হেতু আমার বাণ সকল আপনা হইতে উৎপতিত হইতেছে; ধনুক স্ফুরিত হইতেছে; অস্ত্র সকল প্রয়োগে অনিচ্ছু হইতেছে; আমার মনেরও প্রাশস্ত্য হইতেছে না; মৃগ পক্ষী সকল নানাদিকে ভয়ানক প্রতিকূল রব করিতেছে; গৃধ্রপক্ষী ভারতীসেনার নীচ প্রদেশে বিলীন হইতেছে; আদিত্য যেন নষ্টপ্রভ হইয়াছেন; দিকসকল লোহিত বর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী যেন সর্ব্বপ্রকারে শব্দায়মান, ব্যথিতা ও কম্পিতা হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র ও বকপক্ষী সকল মুহুর্মুহু রব করিতেছে; শিবা সকল ঘোর অশিব রব করিয়া মহাভয় প্রদর্শন করিতেছে; সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে মহোল্কা পতিতা হইতেছে, কবন্ধের সহিত পরিঘ, সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; চন্দ্রসূর্য্যের পরিবেশ, ভীষণরূপ হইয়া ক্ষত্রিয়গণের দেহাবকর্ত্তনরূপ ঘোরতর ভয় প্রদর্শন করিতেছে; ভগবান্ চন্দ্রমা কোটিদ্বয়কে অধোমুখ করিয়া উদিত হইয়াছেন; ধার্ত্তরাষ্ট্রসৈন্য মধ্যে নরেন্দ্রদিগের শরীরে আভা মলিন লক্ষিত

হইতেছে; তাহারা বর্দ্ধিত হইয়া দীপ্তিবিহীন হইয়াছেন এবং উভয় সেনারই মধ্যে চতুর্দ্দিকে পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি ও গাণ্ডীবের মহান্ নির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে; অতএব অর্জ্জুন নিশ্চয়ই রণে উত্তমাস্ত্র সকল আশ্রয় করিয়া অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতামহের প্রতি অভ্যুদ্গত হইবেন। হে মহাবাহো! ভীষ্মার্জ্জুন সমাগম চিন্তা করিয়া আমার মন অবসন্ন ও লোমাঞ্চ হইতেছে। অর্জ্জুন অদ্য রণে ধূর্ত্তবুদ্ধি পাপাত্মা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে গমন করিতেছেন। অর্জ্জুন যে, রণে অভ্যুদ্যত হইয়া কুরুবৃদ্ধের প্রতি উপদ্রুত হইতেছেন, ইহা ভাবিয়া আমার মজ্জা নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং আমার অস্ত্র প্রয়োগ, এসকল নিশ্চয়ই প্রজাদিগের অমঙ্গলজনক। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন মনস্বী, বলবান্, শূর, অস্ত্রনিপুণ, লঘুবিক্রম, দূরপাতী, দৃঢ়শর, নিমিত্তজ্ঞ, সমরে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান, জিতক্লম, যোধপ্রধান, রণে নিত্যজয়ী এবং ভীষণাস্ত্র, তুমি উহার পথ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট সত্বর গমন কর। বৎস! আজি তুমি রণে মহাভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখিতে পাইবে, কিরীটী সংক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা শূরগণের স্বর্ণ চিত্রিত উত্তম শোভন কবচসকল বিদারণ করিবেন এবং ধ্বজাগ্রভাগ তোমর, ধনুক, বিমলপ্রাস, কনকোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ শক্তি ও নাগসকলের পতাকা নির্ভিন্ন করিবেন। হে পুত্র! উপজীবী ব্যক্তিদিগের প্রাণরক্ষা করিবার এ সময় নয়, স্বর্গ উদ্দেশ করিয়া যশ ও জয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে গমন কর। ঐ কপিধ্বজ অর্জ্জুন নিহত নাগ ও রথের আবর্ত্তময়ী সুদুর্গমা মহাঘোরা সংগ্রাম নদী হইতে রথদ্বারা উত্তীর্ণ হইতেছেন। যে যুধিষ্ঠিরের ব্রাহ্মণ্য, দম, দান, তপস্যা ও মহৎ চরিত বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার সখা ভ্রাতা ধনঞ্জয়, বলবান্ ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়, যাঁহার সহায় বাসুদেব এবং যাঁহার শরীর তপস্যা দ্বারা তাপিত হইয়াছে, দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের প্রতি তাঁহার মন্যুজন্য কোপই, ভারতীসেনা দগ্ধ করিতেছে। ঐ শুন, সৈন্য মধ্যে হা হা ও কিলকিলা শব্দ হইতেছে। অতএব বৎস! তুমি শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর, আমি যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমন করি। অমিততেজা রাজা যুধিষ্ঠিরেরসমুদ্র-কুক্ষিসদৃশ ব্যূহের মধ্যে গমন করাই দুঃসাধ্য, কেননা উহা সর্ব্বত্র অবস্থিত অতিরথগণে সংযুক্ত রহিয়াছে। অতএব তুমি অন্য মহৎ ধনুক ও উত্তম উত্তম অস্ত্রসকল লইয়া শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর, বৃকোদরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কোন্ ব্যক্তি প্রিয়পুত্রকে বহু সম্বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা না করে, সকলেই করে, কিন্তু আমিও ক্ষাত্রিয়ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া তোমাকেএই যুদ্ধে নিযুক্ত করিতেছি। হে বৎস! ঐ ভীষ্মও যম ও বরুণের তুল্য পরাক্রম প্রকাশকরতঃ মহাসৈন্যদগ্ধ করিতেছেন।

তদনন্তর ভীষ্ম, রাজা কৌশল্য ও বৃহদ্বল, ইঁহারা সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমার্জ্জুনের অভিমুখীন হইলেন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্ন, ব্যাদিতানন যম সদৃশ ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। শিখণ্ডী ভরত পিতামহ ভীষ্মকে দেখিয়া মহারথ, ভীষ্ম হইতে ভয়

পরিত্যাগ করিয়া সংহৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি অভিক্রুত হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমস্ত সৃঞ্জয়গণের সহিত, ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে ভীষ্ম নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল; কৌরবপক্ষীয়দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের পরস্পর জয় বা পরাজয় নিমিত্ত সংগ্রামরূপ দ্যূতক্রীড়া আরব্ধ হইল, তাহাতে কৌরবদিগের জয় বিষয়ে ভীষ্মপণস্বরূপ হইলেন॥ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমুদায় সৈন্যদিগকে বলিলেন, হে রথি-সত্তমগণ! তোমরা ভয় করিও না, ভীষ্মের সমীপে অভিক্রুত হও। পাণ্ডবীসেনা সেনাপতির বাক্য শুনিয়া ত্বরা সহকারে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভ্যুদ্গত হইল। যে প্রকার বেলাভূমি মহোদধিকে গ্রহণ করে, সেই প্রকার রথিপ্রধান ভীষ্মও সেই সকল সমাগত সৈন্য প্রতিগ্রহ করিলেন। এপক্ষের যুধ্যমান কুরুগণের সহিত ভীষ্ম এবং ওপক্ষের যুধ্যমানপাঞ্চালগণের সহিত অর্জ্জুনকে দেখিয়া জয় বিষয়ে সংশয় হইয়াছিল। পরন্তু দশমদিবসে ভীষ্মার্জ্জুন সমাগমে অনবরত মহাভয়ানক সৈন্যক্ষয় হইল। পরমাস্ত্রবিদ্ পরন্তপ ভীষ্ম সেই দিবসে অযুত অযুত যোদ্ধাদিগকে ভুয়োভূয় নিহত করিলেন। যাহাদিগের নাম গোত্র অজ্ঞাতপ্রায় এবং যাহারা শৌর্য্যশালী ও সমরে অনিবর্ত্তী ছিল, তাহারা সকলেই ভীষ্মকর্ত্তৃক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

শক্রতাপন, ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু ব্রহ্মব্রত ভীষ্ম দশদিবস পাণ্ডবসেনা সন্তাপিত করিয়া আপনার জীবনে নির্ব্বিণ্ণ হইলেন; তিনি সংগ্রামে সত্বর আত্মমরণে অভিলাষী হইয়া 'আর বহুতর মানবশ্রেষ্ঠদিগকে বিনাশ করিব না' এইরূপ চিন্তা করিয়া সমীপস্থ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে বৎস! সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার নিকট স্বর্গজনক ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি রণে বহুল প্রাণীকে নিহত করিয়া বহু সময় অতিবাহিত করিলাম; এক্ষণে আমার দেহ রক্ষণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি যদি আমার প্রিয়কার্য্য ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত অর্জ্জুনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমাকে সংহার করিতে যত্ন কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈন্যদিগকে বলিলেন, তোমরা ভীষ্মের প্রতি অভিক্রুত হও, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত কর। তদনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নানাদেশীয় রাজাগণ ও সপুত্র দ্রোণ স্ব স্ব সেনা সমভিব্যাহারে এবং বলশালী দুঃশাসন সমস্ত সহোদরের সহিত একত্রিত হইয়া সমর মধ্যে অবস্থিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বানরধ্বজ অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া চেদী ও পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা অতিভয়ানক পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে মেদিনী প্রকম্পিত হইতে লাগিল। রণে ভীষ্মকে দেখিয়া উভয়পক্ষীয় সমস্ত সেনা পরস্পরের প্রতি সমাসক্ত হইলে, পরস্পর যত্নপূর্ব্বক ধাবমান সেই সমুদয় সৈন্যের মহাশব্দ সর্ব্বদিগে প্রাদুর্ভূত হইল। শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, গজগণের

দুংহিত ধ্বনি ও সৈন্তগণের সুদারুণ সিংহনাদ হইতে লাগিল। সমস্ত রাজাদিগের উত্তম অঙ্গদ ও কিরীটের চন্দ্রসূর্য্য প্রভা দীপ্তিহীনা হইল। সমুত্থিত ধূলিপটলিতে মেঘস্বরূপ উৎপন্ন হইয়া শস্ত্র বিদ্যুতে সমাবৃত হইতে লাগিল; উভয় সেনার শরাসন, বাণ, শঙ্খ, ভেরী ও রথনিচয়ের সুদারুণ শব্দ তাহার গর্জ্জন-ধ্বনি হইল। আকাশমণ্ডল উভয় সেনার প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও বাণ সমূহে সমাকুল হইয়া যেন অপ্রকাশিত হইল। রথীগণ রথীদিগকে ও সাদীগণ সাদীদিগকে পরস্পর নিহত করিয়া পতিত হইতে লাগিল। কুঞ্জর সকল কুঞ্জরদিগকে ও পদাতি সকল পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল। যে প্রকার আমিষ নিমিত্ত দুই শ্যেনপক্ষীর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভীষ্ম নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের অতি তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের বধার্থী ও জিগীষু হইয়া ঘোররূপে যুদ্ধে সমবেত হইলেন।

তদনন্তর বীভৎসু গঙ্গানন্দনকে দেখিয়া শাণিত শরনিচয়ে পীড়িত করত, বনমধ্যে এক মত্তহস্তী যেমন অন্য মত্তহস্তীর উপর অভিক্রান্ত হয়, সেইরূপ অভিদ্রুত হইলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে করিয়া দ্রুতবেগে ভীষ্মসমীপে অভিদ্রুত হইলেন, তাহার পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। যে প্রকার বায়ু আকাশে মেঘবৃন্দকে অপনীত করে, সেই প্রকার অর্জ্জুন উপযুক্ত সময় পাইয়া কৌরবীয় সৈন্য বিদ্রাবিত করিলেন। শিখণ্ডী ভরতপিতামহকে দেখিয়া অব্যগ্রচিত্তে সত্বর হইয়া বহুবাণে তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন। ভীষ্ম তখন রথস্বরূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত, ধনুঃস্বরূপ শিখাসংযুক্ত, অসি, শক্তি ও গদাস্বরূপ ইন্ধন সমন্বিত ও শর-সমূহরূপ মহাজ্বালা-বিশিষ্ট অগ্নিরূপ হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতেছিলেন। যেমন অগ্নি বায়ুর সহিত একত্রিত হইয়া তৃণরাশিতে বিচরণ করত অতিশয় জ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভীষ্মদিব্যাস্ত্র সকল উদীরণ করত প্রজ্বলিত হইলেন। মহারথ মহাব্রত ভীষ্ম স্বর্ণ পুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শাণিত শরনিচয়ে পাণ্ডবপদানুগ সোমকদিগকে নিহত ও পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সৈন্যদিগকেও নিবারণ করিতেছিলেন। তিনি দিক্‌বিদিক্ নিনাদিত করিয়া রথীগণকে রথ হইতে ও অশ্ব সকল আরোহীর সহিত নিপাতিত করিতেছিলেন। সর্ব্বশস্ত্রধারী প্রবর ভীষ্ম সেই রণে রথ, গজ ও অশ্ব সকল মনুষ্যহীন করিতেছিলেন: সমুদায় সৈন্যই তাঁহার অশনিস্বন সদৃশ জ্যাতলনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইতেছিল। মহারথ মহাব্রত দেবব্রত ভীষ্মের কার্ম্মুক নির্মুক্ত বাণ সকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতেছিল, তাহা যোদ্ধাদিগের কেবল শরীরমাত্রে সংসক্ত হইয়াছিল না, ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছিল। বেগবন্ত ঘোটক সংযুক্ত বহুল রথ নির্ম্মনুষ্য হইলে তাহার অশ্ব সকল নিয়ন্তাবিরহে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ রথসকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। চেদি, কাশী ও করূষদেশীয় চতুর্দ্দশ সহস্র সদ্বংশজ বিখ্যাত শূর মহারথ, যাহাদিগের সকলেরই রথে স্বর্ণ ধ্বজ শোভিত ছিল, যাহারা সমরে অনিবর্ত্তী, তাহারা তনুত্যাগে কৃতনিশ্চয় ও সংগ্রামে ব্যাদিতানন অন্তকতুল্য ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া রথ, বাজি ও কুঞ্জরের

সহিত পরলোকে গমন করিল। সোমকদিগের মধ্যে এমত কেহ মহারথ ছিল না যে, রণে ভীষ্মকে পাইয়া জীবিত থাকিতে প্রত্যাশা করে। জনসকল ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া তত্রস্থ সমস্ত যোধগণকেই প্রেতরাজ পুরে উপনীত মনে করিল। সেই সময়ে শ্বেতবাহন কৃষ্ণ সারথি অর্জ্জুন ও শিখণ্ডী ব্যতিরেকে কোন মহারথ উহার প্রতি অভিমুখীন হইতে পারিলেন না। শিখণ্ডী রণে পুরুষপ্রবর ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শাণিত দশ ভল্লে তাঁহার স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তর সমাহত করিলেন। গঙ্গানন্দন ক্রোধপ্রদীপ্ত চক্ষু দ্বারা কটাক্ষপাত করিয়া শিখণ্ডীকে যেন দগ্ধ করিয়াই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে বলিলেন, সত্বর অভিক্রত হও, পিতামহকে বধ কর। হে বীর! তোমার আর কথা কি আছে, তুমি মহারথ ভীষ্মকে সংহার কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার নিকট ইহা সত্য বলিতেছি যে, যুধিষ্ঠির পক্ষ সৈন্য মধ্যে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও এমত দেখিতে পাই না যে, এই সংগ্রামে ভীষ্মের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। শিখণ্ডী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ত্বরাসহকারে নানাবিধ শরনিচয়ে পিতামহকে পরিকীর্ণ করিলেন। মহারথ ব্রহ্মব্রত দেবব্রত শিখণ্ডী-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ গণ্য না করিয়া ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনকেই সমরে শায়ক সমূহে নিবারিত করিতে লাগিলেন, এবং পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও মহৎ সৈন্যে সমাবৃত হইয়া, যেমন মেঘ সমূহ দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তিনি ভারতগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে জলন্ত বহ্নির ন্যায় শূরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। আর শিখণ্ডী সর্পবিষতুল্য ও অশনিসম-স্পর্শ শরনিচয়ে পিতামহকেই বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। কিন্তু শিখণ্ডী-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ ভীষ্মের পীড়াকর হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে শিখণ্ডীর বাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার উষ্ণার্ত্ত মনুষ্য শীতল জলধারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার ন্যায় গঙ্গানন্দন শিখণ্ডীরবাণ গ্রহণ করিতে থাকিলেন। ক্ষত্রিয় সকল সমরে ভীষ্মকে ভীষ্মরূপ হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সৈন্য দগ্ধ করিতেই দেখিতে লাগিলেন।

বিদেহ, কলিঙ্গ, দাসেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লিক, দরদ, প্রতিচ্য উদিচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়দেশীয় বীর্য্যশালী মহাবলাক্রান্ত যোধগণ ভীষ্ম রক্ষার্থ, যেমন পতঙ্গগণ অগ্নিতে পতিত হয়, তাহার ন্যায় অর্জ্জুনের নিকট আপতিত হইল। মহাবল ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথদিগকে সমস্ত সৈন্যের সহিত সমাগত দেখিয়া দিব্যাস্ত্র সকল চিন্তাপূর্ব্বক সন্ধান করিয়া, সেই সকল মহাবেগশীল অস্ত্র সমূহ হইতে প্রাদুর্ভূত শরনিকর প্রতাপে, যেমন অগ্নি পতঙ্গসমূহকে দগ্ধ করে, সেই প্রকার আশু তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই দৃঢ়ধন্বা অর্জ্জুন যখন সহস্র সহস্র বাণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা সৃজন করিতে লাগিলেন, তখন আকাশে তাহার গাণ্ডীব

দীপ্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে প্রকার শরৎকালে রক্তবর্ণ মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন হয়, সেই প্রকার রণস্থল গজ, অশ্ব ও রথি সমূহের রুধিরে সংসিক্ত ও সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। তদনন্তর ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট ধাবমান হইলেন। বদ্ধ সন্নাহ শিখণ্ডী তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিক্রত হইলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত অগ্নিতুল্য বাণ সকল প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। সঙ্কুলযুদ্ধ সমুপস্থিত হইল, ভূয়িষ্ঠ সৈন্য সমানরূপে ব্যূহিত হইলেও, সৈন্যেরা সমযোগ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইল না। রথির সহিত রথির, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর, গজারোহীর সহিত গজারোহীর এবং পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইল না। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সেনার অতি ভয়ানক বিপর্য্যয় সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই প্রাণিক্ষয়জনক সংগ্রামে মনুষ্য ও হস্তী সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে নরনাগে বিশেষ রহিল না, সকলেই সকলকে হতাহত করিতে লাগিল। অনেক গজ, অশ্ব ও রথ যোদ্ধাদিগের শরীর ও মস্তক মধ্যস্থলে ছেদিত হইয়া সমস্তদিকেই পতিত হইল। রুধির পঙ্কে প্রোথিত অনেক হস্তী এবং রথ-নেমিতে কর্ত্তিত, পতিত ও পাত্যমান কুণ্ডলাঙ্গধারী মহারথ রাজপুত্রগণে রণক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল। যে প্রকার শিশিরকাল গোগণের মর্ম্মচ্ছেদ করে, সেই প্রকার ভীষ্মও পাণ্ডবপক্ষ সৈন্যগণের মর্ম্মকৃন্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে অর্জ্জুনও কৌরবীয় সৈন্যের নবমেঘ-সদৃশ গজ সকল নিপাতিত এবং রথযূথপতিসকলকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। কিন্তু দশম-দিবসে সেই বীর শত্রুহন্তা ভীষ্ম একাকী মৎস ও পাঞ্চালদেশীয় অসংখ্য গজ ও অশ্ব নিহত করিয়া সাতজন মহারথকে নিহত করিলেন; এবং পুনর্ব্বার পঞ্চসহস্র রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র মনুষ্য, ষটসহস্র দন্তী ও অযুত অশ্ব নিহত করিলেন। তদনন্তর সমস্ত রাজাদিগের বাহিনী ক্ষোভিতা করিয়া বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীককে নিপাতিত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীষ্ম সমরে শতানীককে নিহত করিয়া ভল্লসমূহ দ্বারা সহস্র রাজাকে তাড়না করিলেন। পাণ্ডবপক্ষ যে সকল ক্ষত্রিয়েরা ধনঞ্জয়ের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাহারা ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়া যমসদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম এইরূপে দশদিক হইতে শরজালে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সমাহত করিয়া সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন। তিনি দশমবাসরে অতি মহৎ কর্ম্ম করিয়া শরাসন হস্তে উভয় সেনার মধ্যভাগে যখন অবস্থিত হইলেন, তখন, যেমন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নকালীন অম্বরস্থ তপস্ত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায় না, সেইরূপ কোন ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। যে প্রকার দেবরাজ ইন্দ্র সমরে দৈত্যসেনাদিগকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তিনি পাণ্ডবীয় সৈন্যদিগকে তাপিত করিতে লাগিলেন। দেবকীপুত্র মধুসূদন তাঁহাকে পরাক্রান্ত দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ ভীষ্ম উভয় সেনার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, বলপূর্ব্বক উঁহাকে নিহত করিয়া বিজয়লাভ কর। যেখানে উনি

ঐ সকল সৈন্যদিগকে নির্ভিন্ন করিতেছেন, সেইস্থলে বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া উহাঁকে সংস্তম্ভিত কর। হে বিভো! তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভীষ্মের বাণ সকল সহ্য করিতে উৎসাহ করে না।

কপিধ্বজ ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ শরসমূহ দ্বারা ভীষ্মকে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত সমাবৃত করিলেন। কুরুপ্রবরদিগের প্রধান ভীষ্ম, অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরসমূহ, শরসমূহ দ্বারাই বহুধা বিদারণ করিতে লাগিলেন। বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, পাঞ্চালরাজ, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীনন্দনেরা পঞ্চভ্রাতা, বীর্য্যবান্ কুন্তীভোজ, বিরাট এবং পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত যোধগণ ও অন্যান্য অনেকে ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধৃত করিলেন।

তদনন্তর শিখণ্ডী কিরীটী কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পরমায়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি বেগে অভিদ্রুত হইলেন। রণবিভাগবেত্তা অপরাজিত অর্জ্জুন ভীষ্মের অনুগামীদিগকে নিহত করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল ও সহদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র মহাস্ত্র সকল সমুদ্যত করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যুদ্ধে অনিবর্ত্তী ও দৃঢ়ধন্বা এই সকল মহারথ, ভীষ্মের প্রতি কৃতলক্ষ্য শরসমূহ বহু প্রকারে নিক্ষেপ করিলেন। অদীনাত্মা ভীষ্ম সেই সকল পার্থিব শ্রেষ্ঠগণের নিক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্য বিলোড়ন করিতে লাগিলেন, এবং যেন ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদিগের শর সকল নিরাকৃত করিলেন। তিনি মুহুর্মুহু হাস্য পূর্ব্বক শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাহার প্রতি বাণ সন্ধান করিলেন না। সেই মহারথ দ্রুপদসৈন্যের সপ্তরথীকে নিহত করাতে, ক্ষণকাল মধ্যে মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদি দেশীয় যোদ্ধাগণ কিলকিলা শব্দে তাহার প্রতি ধাবমান হইল। তাহারা নর, অশ্ব, বারণ ও রথসমূহ দ্বারা, যে প্রকার মেঘমণ্ডলী দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায় রিপুতাপপ্রদ একমাত্র ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিল। অনন্তর তাহাদিগের সহিত ভীষ্মের দেবাসুর সদৃশ সেই যুদ্ধ সময়ে কিরীটী শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া ভীষ্মকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা এইরূপে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহারা সৃঞ্জয়গণের সহিত একত্রিত হইয়া সুঘোরা শতঘ্নী, পট্টিশ, পরশ্বধ, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপনীয়, কনকপুঙ্খ শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভুষুণ্ডী, এই সকল অস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে সর্ব্বপ্রকারে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ ও মর্ম্মস্থান সকল নির্ভিন্ন হইতে লাগিল। তিনি তাহাতে সমাহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না; প্রত্যুত [illegible] হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। শর, কার্ম্মুক ও অন্যান্য

মহাস্ত্র সকলের দীপ্তি উহার প্রকাশ, অস্ত্রসকলের প্রসারণ উহার সখা বায়ু, রথের নেমি শব্দ উহার উত্তাপ, বিচিত্র ধনুক উহার মহাশিখা এবং বীরদেহ উহার ইন্ধন হইল। বিপক্ষের প্রতি এতাদৃশ অগ্নিস্বরূপ ভীষ্ম কখন বা সেই সকল নরেন্দ্রদিগের রথসমূহের মধ্য হইতে নিঃসরণ, কখন বা মধ্যভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাঞ্চালরাজ ও চেদিরাজকে গণ্য না করিয়া পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ বাণ তাঁহার প্রতি মোচন করিলেন, তাহা তাঁহার শরীর মধ্যে আশু প্রবেশ করিল। শিখণ্ডী পুরোবর্ত্তী কিরীটী সংবদ্ধ ও ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত এই সাতজন মহারথ ভীষ্মের ধনুচ্ছেদ সহ্য না করিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম দিব্যাস্ত্র সকল প্রকাশিত করত কিরীটীর প্রতি দ্রুতবেগে আপতিত হইলেন, এবং কিরীটীকে অস্ত্রসমূহে সমাচ্ছাদিত করিলেন। যেমন প্রলয়কালে উচ্ছলিত সমুদ্রের শব্দ শ্রুত হয়, তাঁহাদিগের অর্জ্জুন সমীপে আপতনকালে সেইরূপ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

অর্জ্জুনের রথ সমীপে নিহত কর, আনীত কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এইরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবপক্ষ মহারথ সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু ক্রোধান্ধ ও ত্বরিত হইয়া বিচিত্র কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। যেরূপ দেবগণের সহিত দানবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। এদিকে কিরীটী কর্তৃক রক্ষিত রথীপ্রবর শিখণ্ডী ছিন্ন ধন্বা ভীষ্ম ও তাঁহার সারথিকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া একবাণে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গঙ্গানন্দন অন্য এক বেগবত্তর ধনুক গ্রহণ করিলেন, অর্জ্জুন তাহাও শাণিত তিন বাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম যতবার ধনুক গ্রহণ করিলেন, ততবারই শত্রুতাপন সব্যসাচী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তিনি বারবার ছিন্ন ধন্বা হইলে, আর ধনুক গ্রহণ না করিয়া সৃক্ক লেহন করত গিরি বিদারণ ক্ষম এক শক্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ক্রোধ সহকারে অর্জ্জুনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন অলস্থ বজ্রতুল্য সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া পাঁচটি শাণিত ভল্ল গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বাহু নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে পাঁচখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। পর পুরঞ্জয় ভীষ্ম শক্তি অস্ত্র ছিন্ন দেখিয়া, ক্রোধ সমন্বিত হইয়া চিন্তা করিলেন, যদি মহাবল জনার্দ্দন পাণ্ডবদিগের রক্ষাকর্ত্তা না হইতেন, তাহা হইলে আমি এক ধনুক লইয়াই উহাদিগের সকলকে নিহত করিতে পারিতাম। অপিচ পাণ্ডবদিগের অবধ্যতা এবং শিখণ্ডীর স্ত্রীভাব, এই দুই কারণে আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব না। পূর্ব্বকালে আমার পিতা কালীকে বিবাহ করিবার সময়ে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে

ইচ্ছা মরণ বর দিয়াছিলেন, আমি ইচ্ছা না করিলে রণে আমার মরণ সম্ভাবনা নাই, অতএব এই সময়ে আমার মৃত্যু ইচ্ছা করাই কর্ত্তব্য ; এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত সময়। অমিততেজা ভীষ্মের এই অভিপ্রায় আকাশস্থ ঋষিগণ ও বসুগণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস ! তুমি যাহা স্থির করিলে, তাহা আমাদিগেরও প্রিয়, হে মহাধনুর্দ্ধর ! তুমি তাহাই কর,—যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। তাঁহাদিগের ঐ বাক্যের সমাপ্তি হইলে জলকণা-সমন্বিত শিবজনক সুগন্ধি বায়ু অনুলোম ক্রমে প্রাদুর্ভূত, দেবগণের মহাদুন্দুভিধ্বনি এবং ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল। তাঁহাদিগের সেই বাক্য মহাবাহু ভীষ্ম ব্যতিরেকে অন্য কেহ শুনিতে পাইল না। সর্ব্বলোকপ্রিয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণের অন্তঃকরণে মহাদুঃখ সঞ্চার হইল। মহাযশা শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দেবগণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী শাণিত শরসমূহে নির্ভিন্ন হইয়াও অর্জ্জুনের প্রতি আক্রমণ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রোধাবিষ্টচিত্ত হইয়া ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে শাণিত নয় শর আহিত করিলেন। যে প্রকার ভূকম্প হইলে অচল অচলভাবেই থাকে, সেইরূপ ভীষ্ম শিখণ্ডী কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া অচল রহিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন হাস্যপূর্ব্বক গাণ্ডীব বিক্ষেপ করতঃ গঙ্গানন্দের প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ অর্পণ করিলেন। পুনর্ব্বার তিনি সংক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া ভীষ্মের সর্ব্বগাত্রে সর্ব্ব মর্ম্মস্থলে বাণ বেধ করিলেন। মহা-রথ শিখণ্ডী যে সকল শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; তাহা তাঁহার পীড়াকর হইল না। অনন্তর কিরীটী সংক্রুদ্ধ হইয়া, শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন, এবং তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎ-পরে নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। গঙ্গানন্দন বলবত্তর অন্য এক ধনুক গ্রহণ করিলে, তাহাও অর্জ্জুন তিনখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে ভীষ্ম যত ধনুক গ্রহণ করেন, অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ ছেদন করেন, এইরূপে তাঁহার বহু ধনুক ছেদন করিলেন। তদনন্তর শান্তনু-পুত্র, অর্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধোদ্যত হইলেন না, পরন্তু অর্জ্জুন পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম শরানিকরে অতিবিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে বলিলেন, হে বীর ! পাণ্ডবদিগের মহারথ ঐ অর্জ্জুন সমরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহুসহস্র বাণে আমাকে সমাহত করিতেছেন। বজ্রধারী ইন্দ্রও সমরে উঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না, এবং দেব, দানব ও রাক্ষস সমস্ত একত্রিত হইয়া আমাকেও সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না, অতএব মনুষ্যেরা মহারথ হইলেও আমার কি করিবে ? এইরূপে ভীষ্ম দুঃশা-সনের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, ঐ সময়ে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া শাণিত শরসমূহে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীষ্ম গাণ্ডীব ধন্বা অর্জ্জুনের শাণিত শরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার হাস্যমুখে দুঃশাসনকে বলিলেন, এই সকল বাণ ধারাবাহী-রূপে সমাগত হইয়া বজ্রাশনির ন্যায় আমার গাত্রে লগ্ন হইতেছে, ইহা অর্জ্জুনই নিক্ষেপ

করিতেছেন, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। এই সকল বাণ আমার দৃঢ়াবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্ম ছেদ করিতেছে, এবং মুষলের ন্যায় আমাকে সমাহত করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। এই সকল বাণ ব্রহ্মদণ্ড সমস্পর্শ ও বজ্রবেগের ন্যায় দুঃসহ হইয়া আমার প্রাণ অর্দ্দিত করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। গদা ও পরিঘসম সংস্পর্শ এই সকল বাণ যমদূতগণের ন্যায় আমার গাত্রে নিহিত হইয়া যেন আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর বাণ নহে। এই সকল বাণ লেলিহান বিষোল্বণ ভুজগের ন্যায় আমার মর্ম্মস্থান সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর বাণ নহে; যে প্রকার মাঘমাসে গোসকলের মর্ম্ম কৃন্তন হয়, সেই প্রকার এই সকল বাণ আমার শরীর কর্ত্তন করিতেছে, অতএব এই সকল বাণ অর্জ্জুনই নিক্ষেপ করিতেছেন, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। কপিধ্বজ গাণ্ডীবধন্বা বীর জিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ একত্রিত হইয়াও যুদ্ধে আমার দুঃখোৎপাদন করিতে পারে না। শান্তনু-পুত্র এইরূপ কথা বলিতে বলিতে যেন অর্জ্জুনকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, অর্জুন সেই শক্তি তিন বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে গঙ্গাপুত্র মৃত্যুমুখে গমন বা জয়লাভ, এই দুইয়ের অন্যতরাভিলাষে স্বর্ণ-বিভূষিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই অর্জ্জুন শায়ক সমূহ দ্বারা সেই খড়্গ, চর্ম্ম, শতধা করিয়া ছিন্ন করিলেন, তাহা আশ্চর্য্যকর হইল। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা গঙ্গাপুত্রের সমীপে যুদ্ধে অভিদ্রুত হও, তোমাদিগের অণুমাত্রও ভয় সম্ভাবনা নাই। তাহারা রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তোমর, প্রাস, বাণ, পট্টিশ, উত্তম নিস্ত্রিংশ, শাণিত নারাচ, বৎসদন্ত ও ভল্ল সমূহ লইয়া ঘোর সিংহনাদ সহকারে এক ভীষ্মের উপর অভিদ্রুত হইল। কৌরবেরাও ভীষ্মের জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে সিংহনাদ সহকারে তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। সেই দশমদিবসে ভীষ্মার্জ্জুন সমাগম হইলে কৌরবপক্ষীয় যোধগণের বিপক্ষগণ সহ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর হতাহত হইতে থাকিল। যে প্রকার সমুদ্রে গঙ্গাসঙ্গম হইলে মুহূর্ত্তকাল আবর্ত্ত হয়, সেই প্রকার উভয় সৈন্য আন্দোলিত হইল। তখন রণভূমি শোণিতাক্ত হইয়া ভয়ানকরূপে প্রকাশ পাইল, সমবিষম স্থান বোধগম্য রহিল না। সেই দশমদিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের সমুদায় মর্ম্মস্থান নির্ভিন্ন হইলেও, তিনি অযুত যোদ্ধা নিহত করিয়া যুদ্ধে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেনার অভিমুখে অবস্থিত হইয়া ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন কৌরবসেনার মধ্যভাগ বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন। কৌরবেরা তখন কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় হইতে শাণিত শরনিকরে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, [illegible] শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাম্বাশ্রিত ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কৈকেয় এই সকল [illegible]

বিক্ষত হইয়া অর্জ্জুনসহ যুধ্যমান ভীষ্মকে রণে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বহুযোদ্ধা, কৌরবদিগকে তাড়িত করিয়া চতুর্দ্দিকে এক ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরবর্ষণে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন।

শত শত সহস্র সহস্র শরে ভীষ্মকে হনণ করিয়া যোদ্ধাগণের নিপাতিতকর, গ্রহণকর, বেধকর, ছেদনকর, এইরূপ তুমুল শব্দ তাঁহার রথ সমীপে হইতে লাগিল, এইরূপে ভারত পিতামহ অপরাহ্ণ সময়ে কৌরবদিগের সাক্ষাতে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শাণিতাগ্রভাগ শরসমূহে ক্ষতবিক্ষত দেহে পূর্ব্বশিরা হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন, রথ হইতে ভীষ্মের পতনকালে পার্থিবগণ ও আকাশস্থ দেবগণের মহা হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল।

ভারতাকাশে মধ্যন্দিনগগনে ভীষ্ম-সূর্য্য মহাতাপ বিকিরণ করিতেছিলেন, তাহা আজ নভচ্যুত হইল, আর্য্য-রবি সর্ব্বতেজাধার ভীষ্ম আভাবিতরণে বিশ্বউদ্ভাষিত করিতেছিলেন, তাহা আজ গগনচ্যুত হইল, ভারত আঁধার হইল, ভারতাকাশে এই রবি আর উদিত হইবে না, মধ্যদিন গগনে আর কিরন বিকিরণ করিবেনা, ভারত আর আলোকিত হইবেনা, ভারত আঁধারে ডুবিল, আর্য্য মহাশক্তি হারাইল, রে অর্জ্জুন! তোকে আর অধিক কি বলিব! আজ আর্যের যে উচ্চশক্তি অধঃপতিত হইল, তাহা আর পাইবে না, যেমনটী গেল, তেমনটী আর হইবে না। আর্য্য শক্তি অতি উচ্চশক্তি বলিয়াই পতিত হইয়াও ধারাশায়ী হয়নাই, পতিত হইয়াও উপরেই অবিস্থিতি করিতেছে. এশক্তির তুলনা কোথায়?

মহাত্মা ভারত পিতামহকে রথ হইতে পড়িতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সকলের চিত্তও পতিত হইল, সর্ব্ব-ধনুষ্মানের ধ্বজস্বরূপ সেই মহাধ্বজ মহাবাহু, পরিভ্রষ্ট ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় বসুধা অনুকম্পিত করত পতিত হইলেন, সেই মহাত্মা শরসঙ্ঘে সমাবৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং পতিত হইয়া ধরণীস্পর্শ করিলেন না, মহাধনুর্দ্ধর পুরুষ শ্রেষ্ঠ রথ হইতে নিপতিত হইয়া শরশয্যায় শয়ান হইলে, তাঁহাতে দিব্যভাব সমাবিষ্ট হইলে তখন মেঘবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মেদিনী কম্পিতা হইল, তিনি পতন সময়ে দিবাকরকে দাক্ষিণ দিগবলম্বী দেখিয়া তৎকালে দাক্ষিণায়ণ চিন্তাকরত জ্ঞানাবলম্বন করিলেন, এবং অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, "নরসিংহ, মহাত্মা, গঙ্গানন্দন দাক্ষিনায়নে কি হেতু প্রাণত্যাগ করিবেন"? তাহা শ্রবণ করিয়া গঙ্গানন্দন কহিলেন, আমি জীবিত আছি. কুরু পিতামহ ভীষ্ম মহাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ কাল প্রতিক্ষায় প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন, হিমালয়সুতা গঙ্গা, ভীষ্মের অভিপ্রায় জানিয়া মহর্ষিদিগকে হংসরূপে তাঁহার নিকট প্রেরন করিলেন, যে স্থানে নরসিংহ পিতামহ শরতল্পে শয়ান ছিলেন, মানস-নিবাসী হংসরূপী ঋষিগণ ত্বরিত ও মিলিত হইয়া উৎপতন পূর্ব্বক সেইস্থানে তাঁহাকে দেখিতে আগমন করিলেন, হংসরূপী ঋষিগণ কুরুকুলতিলক

ভীষ্মের নিকট উপনিত হইয়া তাঁহাকে শরতল্পে শয়ন দেখিতে পাইলেন, সেই সকল মনীষী মহর্ষীগণ সেই মহাত্মাকে প্রদক্ষিণ করত তৎকালে ভাস্করকে দক্ষিণায়নগামী ভাবিয়া পরস্পর মন্ত্রনা পূর্ব্বক বলাবলি করিতেলাগিলেন ভীষ্ম মহাত্মা হইয়া দক্ষিণায়নে কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন ? হংসেরা এইকথা বলিয়া দক্ষিনদিগভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। মহাবুদ্ধিমান শান্তনুনন্দন তাঁহাদিগের কথোপকথন জ্ঞাত হইয়া চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি দক্ষিণায়ন-সত্ত্বে কোন প্রকারে পরলোক গমন করিব না, ইহা মানস করিয়াছি। হে হংসগণ! আমি তোমাদিগের সমীপে সত্য বলিতেছি, আদিত্য উত্তরদিকে আবর্ত্তন করিলে, আমার পূর্ব্বাতন স্বকীয় ধামে গমন করিব ; এক্ষণে উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করিয়া থাকিব।'

সমুচিত সময়ে প্রাণত্যাগ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য আমার আয়ত্ত আছে, এই হেতু আমি উত্তরায়ণে মরণাকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকিব। আমার মহাত্মা পিতা যে আমাকে ইচ্ছামরণ বর দিয়াছেন, তাহা সার্থক হউক। সেই বর প্রভাবে আমার মরণের প্রতি আমার কর্তৃত্ব আছে, আমি তাহা ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব। শরশয্যাগত ভীষ্ম এইকথা কহিয়া শয়ন করিলেন। কুরুকুলের শৃঙ্গস্বরূপ মহাতেজস্বী ভীষ্ম এইরূপে পতিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ভরতপিতামহ সেই মহাসত্ত্ব হত হইলে কৌরবেরা ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন, সকলেরই তৎকালে মোহ উপস্থিত হইল। কৃপাচার্য্য,দুর্য্যোধন প্রভৃতি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং বিষাদপ্রযুক্ত শিথিলেন্দ্রিয় ও দীর্ঘকাল স্থির হইয়া চিন্তাসক্ত হইলেন, যুদ্ধে আর মনঃসমাধান করিতে পারিলেন না। তাহাদিগের উরু যেন গ্রাহ কুম্ভীর-মকরাদিস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রাখিল, পাণ্ডবদিগের প্রতি যুদ্ধে অভিমুখীন হইতেও সমর্থ হইলেন না। শান্তনুপুত্র মহাতেজা ভীষ্ম লোকের অবধ্য হইয়াও যখন হত হইলেন, তখন সূর্য্য যে পশ্চিমে উদিত হইতে পারে না, তাহার বিশ্বাস কি ? পরিঘবাহু শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, সকলেই হর্ষ সহকারে মহাশঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমক ও পাঞ্চালগণও সাতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। সহস্র সহস্র তূর্য্যের বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল, অতি মহাবল ভীমসেন সাতিশয় বাহ্বাস্ফোটন ও নিনাদ করিতে লাগিলেন। গঙ্গানন্দন নিপতিত হইলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ ইতঃস্তত অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য অনেকে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ও অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে মোহ-সমন্বিত হইল, এবং অনেকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া ভীষ্মকে প্রশংসা করিল। ঋষিগণ, পিতৃগণ এবং ভরতকুলের পূর্ব্বপুরুষগণও মহাব্রত ভীষ্মকে প্রশংসা করিলেন। শান্তনুপুত্র ধীমান ভীষ্ম উত্তরায়ন কালের আকাঙ্ক্ষী হইয়া মহোপনিষৎ প্রতিপাদ্য যোগাবলম্বন করিয়া সময় যাপন করিতে থাকিলেন। কুরুপিতামহ সায়াহ্নকালে আহত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিষাদিত ও পাঞ্চালগণকে

আহ্লাদিত করিয়া না ভূমিস্পর্শ করিয়াই শরতল্পে শয়ন করিলেন। তিনি রথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া পতিত হইলে প্রাণি সকল তুমুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। কৌরবদিগের সীমাবৃক্ষ স্বরূপ সমরবিজয়ী ভীষ্ম নিপতিত হইলে উভয় সেনারই ক্ষত্রিয়দিগের চিত্তে ভয় উপস্থিত হইল। ভীষ্মকে বিশীর্ণ কবচ ও বিশীর্ণ ধ্বজ দেখিয়া পাণ্ডব কৌরব উভয় পক্ষই বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেন। ভীষ্ম নিপতিত হইলে অম্বরমণ্ডল তমোবৃত্ত ভানুমণ্ডল প্রভাবিহীন এবং পৃথিবী শব্দায়মানা হইল। সমস্ত প্রাণী শরতল্প-শয়ান-পুরুষ-প্রধান ভীষ্মকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, ইনি ব্রহ্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ট ও ব্রহ্মজ্ঞদিগের গতি। ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ ভারতকুল মহত্তম ভীষ্মের প্রতি এইরূপ কথা কহিতে লাগিলেন, "ইনি পিতা শান্তনুকে কামার্ত্ত জানিয়া আপনি ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন'। ভরতপিতামহ ভীষ্ম নিহত হইলে, কর্ণ ও দুর্য্যোধন মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরবপিতামহ সেইরূপে নিপতিত হইলে সমুদায় সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দুঃশাসন ভীষ্মকে পতিত দেখিয়া অতি বেগে দ্রোণসৈন্য-মধ্যে ধাবমান হইলেন। তদনন্তর তিনি দ্রোণের নিকট ভীষ্মের পতন সংবাদ ব্যক্ত করিলে, দ্রোণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। পরে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে যুদ্ধে নিবৃত্ত দেখিয়া দ্রুতগতি অশ্বারোহী দূতগণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিবারিত করিলেন। সৈন্য সমুদয় পরম্পরাক্রমে শ্রান্ত হইয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইলে, রাজগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। তদনন্তর শত শত সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় যোধগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, যে প্রকার অমরগণ মহাত্মা প্রজাপতির সমীপস্থ হন, সেইরূপ ভীষ্মের সমীপস্থ হইলেন।

পাণ্ডব ও কৌরবেরা সকলে কৃত শয়ন পুরুষ প্রবর ভীষ্মের সকাশে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, ধর্ম্মাত্মা শান্ত সুপুত্র তাঁহাদিগকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন, হে মহাভাগ গণ! তোমাদিগের স্বাগত! হে মহারথ গণ! তোমাদিগের স্বাগত! হে দেবোপম গণ! তোমাদিগের দর্শনে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি লম্বমান মস্তকে শর শয্যায় শয়ান থাকিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক চতুঃপার্শ্বে কৌরবদিগকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, আমার মস্তক অত্যন্ত লম্বমান হইতেছে, তোমরা আমার মস্তকে উপধান প্রদান কর। তৎপরে তাঁহারা সূক্ষ্ম ও কোমল অতি উত্তম উপধান সকল আহরণ করিয়া দিলেন; কিন্তু নরসিংহ পিতামহ সে সকল উপধান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া হাস্য পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, হে পার্থিব গণ! এই সকল উপধান এবম্বিধ বীর শয্যার উপযুক্ত নহে। তদনন্তর সর্ব্ব লোক মধ্যে মহারথ নর প্রধান দীর্ঘ বাহু পাণ্ডু পুত্র ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বৎস মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমার মস্তক উপধান ব্যতিরেকে লম্বমান হইতেছে,

অতএব তোমার বিবেচনায় যে প্রকার উপধান উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা আমাকে প্রদান কর। ধনঞ্জয় পিতামহকে অভিবাদন করিয়া মহৎ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক অশ্রু পূর্ণ লোচনে এই বাক্য বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! হে সর্ব্ব শস্ত্রধারি প্রবর রণ-দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনার দাস, এই বর্ত্তমান আছি, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে; এই কথা শুনিয়া শান্তনু পুত্র পুনর্ব্বার বলিলেন, হে বৎস কুরুশ্রেষ্ঠ! উপধান ব্যতিরেকে আমার মস্তক লম্বমান হইয়া পড়িতেছে, অতএব হে ফাল্গুন! তুমি আমার মস্তকে উপযুক্ত উপধান প্রদান কর, হে বীর পার্থ! তুমি সমর্থ, তুমিই সমস্ত ধনুষ্মাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি আমার শয়নের অনুরূপ উপধান শীঘ্র প্রদান কর। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মবেত্তা বুদ্ধিও সত্ত্ব গুণান্বিত ফাল্গুণ যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইলেন। তিনি মহাত্মা ভরত পিতামহের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব ধনুক ও সন্নত-পর্ব্ব তীক্ষ্ণ তিনটি শর গ্রহণ ও অভিমন্ত্রিত করত বেগ সহকারে নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার মস্তক ধারণ করিলেন। সব্য সাচী ধনঞ্জয় অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য করিলে, ধর্ম্মার্থ তত্ত্বজ্ঞ কুরু প্রবর ভীষ্ম আনন্দিত হইলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক উপযুক্ত উপধান প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন, এবং সমুদয় ভরত সন্তানদিগের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, হে যোদ্ধৃ প্রবরগণ! ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধে এইরূপ শর শয্যাগত হইয়াই শয়ন করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত রবির উত্তরায়ণ গমন না হয়, তাবৎকাল আমি এই শয্যায় শয়ন করিব; যখন দিবাকর প্রখর তেজস্বী ও উত্তর পথাবলম্বী হইয়া সপ্তাশ্ব যোজিত রথারোহণে গমন করিবেন, তখন, যেমন সুহৃদ্ ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদ্দিগকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমি প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা তৎকালে আমার নিকট আসিবেন, তাহারা আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিতে পাইবেন। হে নৃপগণ! আমার এই স্থানে পরিখা খনন করিয়া দেও; আমি এইখানে এইরূপ বহুশরে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াই দিবাকরের উপাসনা করিব। অনন্তর ক্ষতরোগ প্রতীকার কোবিদ উত্তম শিক্ষিত চিকিৎসা নিপুণ কতিপয় বৈদ্য সমস্ত উপকরণ সামগ্রী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; জাহ্নবী পুত্র তাহাদিগকে দেখিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি চিকিৎসকদিগকে সম্মানিত করিয়া ধন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় কর, এক্ষণে আমার এইরূপ অবস্থায় বৈদ্যের প্রয়োজন নাই যেহেতু আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বিহিত পরম প্রশস্ত গতিলাভ করিয়াছি। হে মহীপালগণ! আমি শর শয্যাগত, আমার পক্ষে উহা বিহিত নয়। হে নরাধিপগণ! এক্ষণে আমি এই সকল প্রবিদ্ধ শরে যে দগ্ধ হইব, তাহাই আমার পক্ষে পরম ধর্ম্ম। অনন্তর নানা দেশীয় পার্থিবগণ অমিত তেজা ভীষ্মের ধর্ম্ম বিষয়ে পরম নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মানব প্রবর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবেরা পিতামহকে এইরূপ উপধান প্রদান করিয়া সকলে মিলিত হইয়া শুভ শরতল্পে শয়ান সেই মহাত্মার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে

অভিবাদন ও বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন। রুধিরাক্ত দেহ সেই সকল বীরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাতিশয় কাতর চিত্ত ও চিন্তান্বিত হইয়া বিশ্রামার্থে সায়ংকালে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

সর্ব্বরী প্রভাতা হইলে সমুদায় রাজগণ, পাণ্ডবগণ ও ধৃত রাষ্ট্র পুত্রগণ পিতামহের উপাসনার্থ গমন করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ বীর শয্যায় কৃত শয়ন ক্ষত্রিয় প্রবর বীর ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। সহস্র সহস্র কন্যা তথায় গিয়া শান্তনু পুত্রের প্রতি চন্দন চূর্ণ, লাজ ও মাল্য বিকিরণ করিল। স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, আপামর সাধারণ সকলেই দর্শক হইয়া, যে প্রকার, প্রাণীগণ তমোহন্তা সূর্য্যের অনুগামী হয়, সেইরূপ, ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইল। বহুসংখ্য বাদ্যকর, নট, নর্ত্তক ও শিল্পিগণ শর-তল্পশায়ী ভীষ্মের নিকট আগমন করিল। যে প্রকার আকাশে আদিত্য মণ্ডলের শোভা হয়, সেই প্রকার শত শত পার্থিবে সমাকীর্ণা সেই সভা ভীষ্ম কর্ত্তৃক শোভিতা এবং ভারত বংশীয়গণে প্রদীপ্তা হইয়া শোভমানা হইল—যেমন দেবেশ্বর ব্রহ্মার উপাসনা-কারী দেবগণের সভা শোভমানা হয়, সেই প্রকার গঙ্গাসুত দেব ব্রতের উপাসনাকারী সেই সকল নৃপগণের সভা শোভমানা হইল। ভীষ্ম শর সমূহে অভিসন্তপ্ত হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধৈর্য্য পূর্ব্বক শর যাতনা সহ্য করিতে ছিলেন তাঁহার শরীর শরাঘাতে দগ্ধ হইতেছিল, তিনি শস্ত্র সন্তাপে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া রাজ-গণকে সমীপে দেখিয়া বলিলেন, আমার "তৃষ্ণা পাইয়াছে" আমায় জল দেও।

ভীষ্ম তৃষা।

দুঃখ পাপের ভোগ। যার পাপ আছে তারি দুঃখ আছে, যার দুঃখ আছে তারি পাপ আছে। শীত বল, গ্রীষ্ম বল, ক্ষুধা বল সমস্তই পাপের ভোগ। তৃষ্ণা হেতু ক্লীষ্ট তাহাও পাপের ভোগ। হে ভীষ্মদেব! তুমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল, তোমার পাপইবা কোথায়, তৃষ্ণাই বা কেন? দেব! তোমার জীবনে কোন পাপ দেখিলাম না, পাপ সংসর্গ ও দেখিলাম না। আব্রহ্ম কীট সকলেই সকলঙ্ক, তোমায় কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই, কোন দোষে তুমি মলিন হও নাই, বিশেষ নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, অতি স্বচ্ছ নির্ম্মল যদি কোন পদার্থ থাকে তাহা একমাত্র তুমি। দেখেয়াছি দেব! হস্তিনাপুরের মহাসভায় নিষ্পাপ মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণ, মার্কণ্ডেয়, লোমশ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, সনকাদি দেবগণ তোমায় দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন; দেখিয়াছি দেব! তোমার অমল ধবল নির্ম্মল মুখের নির্ম্মল বাণী শুনিবার জন্য বাণী চাঁদ মুখের দিক সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন; সেই চাঁদ মুখ কেন আজ তৃষ্ণায় মলিন? কৌরবের পাপ রাহু কি নিষ্কলঙ্ক চাঁদকে গ্রাস করিয়াছে? নিষ্পাপ পদার্থ কেন এক মুহূর্ত্তের তরে ও তৃষ্ণা দ্বারা ক্লীষ্ট হইল? তবে কি তোমায় কোন পাপ স্পর্শ করিয়াছে? কোনস্থানে তোমায় পাপ স্পর্শ করিয়াছে? শাস্ত্রের উক্তি—পাপীর সংসর্গে পাপ স্পর্শ করে। পাপী কৌরবরাজের সভায় তোমায় পাপ স্পর্শ করিয়াছে; সেই হেতু তৃষ্ণা ওজন্মিয়াছে; নচেৎ তুমি তৃষ্ণা হেতু পীড়িত কেন? তৃষ্ণা হীনের তৃষ্ণা কেন?

(১) কৌরব সভায়, বনবাস ক্লীষ্ট পাণ্ডবের ক্লেশের মূল, অনর্থ পাশ ক্রীড়া। তুমি যদি পাশ ক্রীড়া করিতে না দিতে, তবে কি পাণ্ডব বনবাস ক্লেশ ভোগ করে? যদি বল 'আমি নিষেধ করিয়াছিলাম' আমার কথা কেহ শুনে নাই. আমি কি করিব! আমি প্রভু নই, কর্ত্তা নই, রাজা নই যে জোর করিয়া বাধ্য করিব। তুমি রাজা নাহও, অভিভাবক গুরুজন ত বট! জোর পূর্ব্বক অনর্থক অন্যায় নিবারণ করিতে প্রত্যেক গুরুজনেরই অধিকার আছে।

গুরোরপ্য বলিপ্তস্য কার্য্যা কার্য্য মজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥

কার্য্যা কার্য্যে অনভিজ্ঞ, উৎপথে প্রধাবিত, নিতান্ত গর্ব্বপরীত কুপথ গামী গুরুকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়, এমতাবস্থায় কার্য্যাকার্য্যে অনভিজ্ঞ, উৎপথে প্রধাবিত, নিতান্ত গর্ব্বপরীত কুপথগামী লঘুজন দুর্য্যোধনকে কেন পরিত্যাগ করিলে

না? তাহা তুমি কর নাই, সুতরাং পাণ্ডব ক্লেশের পাপ তোমায় স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং সেই হেতু তোমার তৃষ্ণাও জন্মিয়াছে।

(২) দেখিতে পাই, দেব! দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়, তুমি সভায় উপস্থিত ছিলে, তুমি বর্ত্তমানে এত বড় অনর্থ কি প্রকারে ঘটিল? তুমিই সভাতে একমাত্র সকলের গুরুজন! দ্রৌপদী যখন সাশ্রু নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার মুখপানে চাহিয়া কাতরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'আমি কি এইরূপ ক্লিষ্ট হইবার উপযুক্ত?' তখন কেন তুমি জোর পূর্ব্বক এত বড় অনর্থ নিবারণ করিলে না? গুরুজন ও যদি এত বড় অনর্থ করিতে উদ্যত হয়, লঘুজনও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ, এমত অবস্থায় তুমি মহা গুরু হইয়া তাহা নিবারণ করিলে না কেন?

যত্র ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ সত্যং যত্রানৃতে নচ,
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ।
বিদ্ধো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ সভা যত্র প্রপদ্যতে॥
ন চাস্য শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ।
ধর্ম্ম এতানারুজতি যথা নদ্যনু কূলজান্॥

সভা মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞ সভা সদর্গ বিদ্যমান থাকিতে ন্যায় বহির্ভূত কর্ম্ম হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। বিচক্ষণ দর্শকগণ সন্নিধানে যে স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে এবং মিথ্যা সত্যকে নিহত করে, তথায় সভা সদেরাই হত হয়, যখন ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সভার শরণাপন্ন হন, তখন সভাগণ তাহার সেই শল্য উদ্ধার না করিলে আপনারাই বিদ্ধ হইয়া পড়ে; নদী যেমন তীর জাত বৃক্ষচয়কে উন্মুলিত করে, তদ্রূপ ধর্ম্ম তাহাদিগকে পীড়া দিতে থাকেন সুতরাং তোমায় কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে, সেইহেতু তৃষ্ণাও জন্মিয়াছে।

(৩) কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অনর্থক অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণিহত্যার পাপে তুমি মলিন হও নাই কি?

শাস্ত্রের উক্তি—একেন কুরুবৈক্ষেমং কুলস্য জগত স্তথা।
ত্যজে দেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জন পদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবী ত্যজেৎ॥

যদি একজনকে ত্যাগ করিলে কুল রক্ষা হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; যদি কুল পরিত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষা হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য; গ্রাম পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদ রক্ষা হয়, তাহা করা উচিত এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয় তাহাও বিধেয়। এমত অবস্থায় কুল রক্ষার্থে, গ্রাম রক্ষার্থে, জনপদ নিরাপদার্থে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণিহত্যা নিবারণার্থে, অপিচ আত্মরক্ষার্থে একমাত্র দুর্য্যোধনকে কেন

পরিত্যাগ করিলে না? যদিদেব! তুমি বলিতে, যুদ্ধ হইবে না, অর্দ্ধ রাজ্য পাণ্ডবকে দিয়া সন্ধি করিতে হইবে, তবে কি এত প্রাণি নিহত হইত? দুর্য্যোধনের কি সাধ্য যে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে? বিশ্বে এমন কোন প্রাণি দেখি না যে, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে। তুমি সকলের প্রভু কাল; যাঁর কাছে কলিত, মৃত্যু পদানত পূর্ণ ঐশ্বর্য্য যাঁর বশীভূত, প্রকৃতি যাঁর দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যাকারী, আদ্যাশক্তি যাঁর আজ্ঞাবহ, জগতে এমন কে আছে যে, তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে? তবে কেমনে বুঝিব দেব! তুমি এ সব অনর্থ নিবারণ করিতে পার না! সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তুমি গুরুজন হইয়া শক্ত থাকিয়াও নিবারণ কর নাই, সুতরাং এ সব অনর্থের পাপ তোমায় সমল করিয়াছে, সুতরাং দূষিতও হইয়াছ।

হায়! দেব! এত বড় মহান নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল চরিত্রে কিরূপে দোষারোপ করি? এ যে প্রাণে সয় না! তবে কি আমি ভ্রান্ত। ইহা কি আমার বুঝিবার ভুল? ভ্রান্ত আমি! আমারত পদে পদে বুঝিবার ভুল হইতে পারে, আমি নয় ভ্রান্ত হইলাম; ব্যাসও কি ভ্রান্ত? হা ব্যাসও ভ্রান্ত; ব্রহ্ম মীমাংশায় যদি বড় দর্শন ভ্রান্ত হয়, তবে দ্বিতীয় ব্রহ্ম মীমাংশায় ব্যাস ভ্রান্ত হইবে তাহার বিচিত্র কি? এখানে ব্যাসের লেখনী ভ্রান্ত, তাই নির্ব্বিকারের বিকার, সদানন্দের দুঃখ, তৃষ্ণা হীনের তৃষা বর্ণিত করিয়াছেন। ব্যাস এইখানে এই মহাপুরুষের প্রভুত্ব শক্তির গর্ব্বরাহিত্য ও নির্লিপ্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, আর তৃষ্ণাচ্ছলে অর্জ্জুনের বীরত্ব সূচিত করিয়াছেন। তৃষ্ণাধীন কোন বীর জগতে নাই যে সজ্ঞানেও সানন্দে বলিতে পারে যে, হে অর্জ্জুন বান মারিয়া আমার মাথা সোসর করিয়া দেও, সেই একমাত্র তৃষ্ণাহীন জগদেক বীর ভীষ্মদেব।

অনন্তর তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে উত্তম উত্তম ভক্ষণীয় সামগ্রী ও সুশীতল কতিপয় বারি কুম্ভ আহরণ করিলেন, তাহা দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎসগণ! এক্ষণে আমি কোন প্রকারে মানুষ যোগ্য ভোগ উপভোগ করিতে পারিব না। আমি এক্ষণে শর শয্যাগত হইয়া মনুষ্য ভোগ্য হইতে অপক্রান্ত হইয়াছি, কেবল চন্দ্র সূর্য্যের অয়ন পথ পরিবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়া জীবিত আছি। শান্তনুপুত্র এই প্রকার বলিয়া ক্ষত্রিয়গণকে নিন্দা করত কহিলেন, আমি অর্জ্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন সমীপে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রণত প্রাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবেদন করিলেন, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে? ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে কৃতাভিবাদন ও সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া প্রীত হইয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার বাণে আমি গ্রথিত হইয়াছি, আমার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ, মর্ম্মস্থান সকল ব্যথিত এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে; আমার শরীর বেদনায় অতি পীড়িত হইয়াছে, হে মহাধনুর্দ্ধর! তুমি আমার এ অবস্থায় যথাবিধি পানীয় প্রদানে সমর্থ হইবে, অতএব তুমি আমাকে পানীয় জল প্রদান কর। বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া রথারোহণ করিয়া জ্যা—রোপণ পূর্ব্বক বলবৎ

গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিলেন। সমুদায় পার্থিব ও অন্যান্য প্রাণিগণ অশনি ধ্বনির ন্যায় তাহার জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ত্রাসান্বিত হইলেন। রথিপ্রবর পার্থ সর্ব্ব-লোকের সাক্ষাতে সর্ব্ব শস্ত্রধারি প্রধান ভরত শ্রেষ্ঠ শয়ান পিতামহকে রথারোহনে প্রদক্ষিণ করিলেন; পরে প্রদীপ্ত এক বাণ অভিমন্ত্রিত ও সন্ধান পূর্ব্বক পার্জ্জন্য অস্ত্রে সংযোজিত করিয়া ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবী বিদ্ধ করিলেন; তদনন্তর দিব্য গন্ধ ও রসযুক্ত অমৃত তুল্য শীতল বারিধারা পৃথিবী হইতে উত্থিত হইল, পার্থ সেই শীতল বারিধারা দ্বারা দিব্য কর্ম্মা দিব্য পরাক্রম কুরুপ্রবর ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ অর্জ্জুনের ইন্দ্র তুল্য সেই কার্য্য দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কৌরবগণ অর্জ্জুনের অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কম্পিত হইলেন। সমুদায় রাজা অর্জ্জুনের ঐ কার্য্য দেখিয়া বিস্ময় প্রযুক্ত স্ব স্ব উত্তরীয় প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন, সর্ব্বত্র তুমুল শঙ্খদুন্দুভি নির্ঘোষ হইতে লাগিল। শান্তনুপুত্র পরিতৃপ্ত হইয়া সমুদায় ক্ষত্রিয় বীরদিগের সমীপে অর্জ্জুনের প্রশংসা করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে কুরুবংশের আনন্দ-বর্দ্ধন অমিত প্রভাব মহাবাহু অর্জ্জুন! এই কর্ম্ম তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়, তুমি যে পুরাতন ঋষি, তাহা দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন। সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্রও যে মহৎ কর্ম্ম করিতে উৎসাহ করে না, তুমি কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তাহা সম্পাদন করিবে। তুমি পৃথিবী মধ্যে ধনুর্দ্ধরগণের প্রধান এবং নরগণের শ্রেষ্ঠ; এই জগতে যেমন জীবগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, পক্ষির মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ ও সরিৎ মধ্যে সাগর শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্দ্ধরের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ; যেমন তেজস্বি মধ্যে আদিত্য শ্রেষ্ঠ, গিরি মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ, এবং জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্দ্ধরের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। আমি, বিদুর, দ্রোণ, জামদগ্ন্যরাম, জনার্দ্দন এবং সঞ্জয়, আমরা সকলে পৃথকরূপে দুর্য্যোধনকে বারম্বার যুদ্ধে নিবারণ করিয়াছিলাম, হতবুদ্ধি দুর্য্যোধন অজ্ঞান তুল্য হইয়া তাহাতে শ্রদ্ধা করিল না; সে চিরকালই শাসনের বহির্ভূত, সুতরাং ভীমবলে অভিভূত হইয়া শয়ন করিবে। অনন্তর তাহা শুনিয়া কৌরবরাজ দুর্য্যোধন দীন চিত্ত হইলেন। তাহাকে দুঃখিত দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, হে রাজন্! দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। ধীমান পার্থ যে অমৃত গন্ধ জলধারা উৎপন্ন করিলেন, ইহা তুমি স্বচক্ষে দেখিলে, এইরূপ কর্ম্ম করিতে পারে, এমন আর অন্য কেহ এ জগতে নাই।

আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব্য, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও প্রজাপত্য, এই সকল অস্ত্র এবং ধাতা, ত্বষ্টা ও সবিতার অস্ত্র সকল, সমস্ত মর্ত্তলোক মধ্যে এক ধনঞ্জয় আর দেবকীপুত্র অবগত আছেন, অন্য কেহ অবগত নহেন। দুর্য্যোধন! যে মহাত্মার এতাদৃশ অলৌকিক কর্ম্ম দেখিলে, তাঁহাকে তুমি যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধ শোভী কার্য্য সম্পন্ন কৃতী এই সত্ত্বান্ অর্জ্জুনের সহিত তোমার অচিরকাল

মধ্যে সন্ধি হউক। হে কুরুসত্তম! যে পর্য্যন্ত মহা বাহু কৃষ্ণ ক্রোধাধীন না হন, ইহার মধ্যে তুমি শূর পার্থের সহিত সন্ধি কর; যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন সন্নত পর্ব্ব শরনিকরে তোমার সমুদায় সৈন্য বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর; যে পর্য্যন্ত তোমার অবশিষ্ট সহোদরেরা এবং অন্যান্য বহুল রাজগণ সমর নিমিত্ত জীবিত বর্ত্তমাণ আছেন, ইহার মধ্যে তুমি সন্ধি কর; যে পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির ক্রোধ প্রদীপ্ত নয়নে তোমার সৈন্য দগ্ধ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি সন্ধি কর; যে পর্য্যন্ত নকুল, সহদেবও ভীমসেন, তোমার সমস্ত সৈন্য বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যেই বীর পাণ্ডবদিগের সহিত তোমার সৌহার্দ্দ হয়, ইহাই আমার অভিরুচি হইতেছে; হে বৎস! তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত শান্তিভাব অবলম্বন কর; আমার বিনাশ পর্য্যন্তই যুদ্ধের অবসান হউক। হে বিশুদ্ধাত্মন! আমি যাহা তোমাকে বলিলাম, তাহাতে তুমি সম্মত হও, তাহাই তোমার এবং এই বংশের মঙ্গলকর বিবেচনা করিতেছি। বৎস! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত শমভাবাপন্ন হও, অর্জ্জুন এই পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই যুদ্ধ সমাপন হউক; ভীষ্ম নিপাতনের পর তোমাদিগের সৌহার্দ্দ স্থাপিত হউক, অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকুন, তুমি প্রসন্ন চিত্ত হও, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর, ধর্ম্মরাজ ইন্দ্র প্রস্থে গমন করুন; হে কৌরব রাজ! তাহা হইলে তোমাকে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জঘন্য ও মিত্র দ্রোহী হইয়া পাপ কীর্ত্তিলাভ করিতে হইবে না। আমার মরণ পর্য্যন্তই প্রজাদিগের শান্তি হউক, রাজগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া গমন করুন; পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং ভ্রাতা ভ্রাতা লাভ করুন। আমার এই সময়োচিত বাক্য যদি তুমি দুর্ম্মতি প্রযুক্ত মোহাবিষ্ট হইয়া শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তোমাকে শেষে অনুতাপ করিতে হইবে, আমি ইহা সত্যই বলিলাম, অতএব তোমরা সকলে এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হও; গঙ্গানন্দন ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে দুর্য্যোধনকে স্নেহ প্রযুক্ত ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করাইয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল শল্য ক্ষত হইয়া সন্তপ্ত হইতেছিল, তাহার বেদনা সংযত করত আত্মাকে সমাহিত করিলেন। তাঁহার কথিত হিতকর ধর্ম্মার্থযুক্ত অনাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে প্রকার মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের তাহাতে অভিরুচি হইল না। অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মৌন হইলে ক্ষত্রিয়গণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের খেদ।

শুন সুধী মহাকবির মহাবাক্য—

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহামতি।
সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি॥
পিতামহ পরাক্রম অতুল ভুবনে।
কিরূপে হইবে জয় ভাবেন তা মনে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি বীরবর।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ সংগ্রাম ভিতর॥
হেন বীরসহ বুঝিবেক কোন জন।
এত বলি চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন॥
মৌনী হয়ে রহিলেন সব যোদ্ধাগণ।
কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
নয় দিন হল আজি ঘোরতর রণ।
পিতামহ করিলেন প্রতিজ্ঞা পুরণ॥
দেখ কৃষ্ণ দয়াময় হৈল সর্ব্বনাশ।
কি করিব কি হইবে কহ শ্রীনিবাস॥
ভীষ্মবীর পরাজিত যত বীরগণ।
মাতঙ্গ যেমন ভাঙ্গে কদলীর বন॥
বায়ুর সাহায্যে যেন অনল উথলে।
পিতামহ বিক্রম তেমন রণস্থলে॥
ইন্দ্র যমে বরুণে জিনিতে পারে রণে।
মহা পরাক্রম ভীষ্ম অতুল ভুবনে॥
আপন কুবুদ্ধি দোষে করিনু এ কর্ম্ম।
প্রবৃত্ত হইনু যুদ্ধে না বুঝিয়া মর্ম্ম॥
অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ে মরে।
সেই মত মম সৈন্য পড়য়ে সমরে॥
প্রহারে পীড়িত হল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
যুদ্ধে কার্য্য নাই মম পুনঃ যাই বন॥
আজ্ঞা দেহ গোবিন্দ শোভন নহে রণ।
তপস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চজন॥
যুধিষ্ঠির রাজার শুনিয়া হেন বাণী।
সান্ত্বনা করিয়া কহিছেন চক্রপাণি॥
ভ্রাতা সব তোমার দুর্জ্জয় ত্রিভুবনে।
আপনি বিষাদ রাজা কর কি কারণে॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় অগ্নি সম শর।
সহদেব নকুল যেমন পুরন্দর॥
আমিও কুশল চিন্তা করি ধর্ম্মসার।
ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তোমার॥
মহা ধনুর্দ্ধর পার্থ দুর্জ্জয় সমরে।
প্রতিজ্ঞা করিল সেই ভীষ্মে মারিবারে॥
অবশ্য সমরে ভীষ্ম হইবে নিধন।
সাক্ষাতে দেখিবে ধৃত রাষ্ট্র পুত্রগণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া বিনয়।
যত কিছু বলহ গোবিন্দ মহাশয়॥
সকল সম্ভবে তুমি সহায় যাহার।
ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তাহার॥
কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে বিদ্যমানে।
অস্ত্র না ধরিব আমি এই মহারণে॥
ইহাতে না দেখি আমি সমরেতে জয়।
আর কে মারিতে পারে ভীষ্ম মহাশয়॥
শ্রীহরি বলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
মহা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় কুরুবীর॥
কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতী।
তাঁহার নিকটে রাজা চল শীঘ্রগতি॥

ইচ্ছা মৃত্যু তাঁহার বিখ্যাত ত্রিভুবনে।
মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসিব সে কারণে॥
এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি।
অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম্মনর পতি॥
বাসুদেব সহিত পাণ্ডব পঞ্চবীর।
সবে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির॥
দ্বারী গিয়া কহে বার্ত্তা ভীষ্ম বরাবর।
শ্রীহরি সহিত দ্বারে ধর্ম্ম নৃপবর॥
শুনি ভীষ্ম ব্যাগ্র হয়ে চলিল সত্বর।
কৃষ্ণ দর শন করি হরিষ অন্তর॥
আনন্দাশ্রু নয়নেতে রোমাঞ্চ শরীর।
হরিপদ পরশিলা কুরু মহাবীর॥
ভীষ্মের চরণ বন্দি ভাই পঞ্চজন।
হাসি ভীষ্ম সবারে দিলেন আলিঙ্গন॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
সমর বিজয়ী হও শত্রু বিনাশিয়া॥
এত বলি সবারে লইয়া মহামতি।
বসাইল দিব্যাসনে অতি শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণপদ ধৌত করে সুবাসিত নীরে।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বীর নানা স্তুতি করে॥
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্ম বীরবর।
রজনীতে কি হেতু আইলা নৃপবর॥
যে কার্য্য তোমার থাকে বলহ আমারে।
যদি বা দুষ্কর হয় করিব সত্বরে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি।
মম দুঃখ অবধান কর মহামতি॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলাম সবার সাক্ষাৎ।
এক গ্রাম আমারে না দিল কুরুনাথ॥
কারু বাক্য না মানিয়া যুদ্ধ করে পণ।
নয়দিন তোমার সহিত হয় রণ॥
তোমারে দেখিয়া যোদ্ধারণে নহে স্থির॥
সাক্ষাৎ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর॥

তূণ হতে বাণ লয়ে সন্ধান করিতে।
তুমি বড় শীঘ্র হস্ত না পারি লক্ষিতে॥
হেন মতে যদ্যপি করিবা তুমি রণ।
আজ্ঞা কর পঞ্চ ভাই পুনঃ যাইবন॥
সৈন্য মম ক্ষয় হল তোমার কারণে।
তোমারে জিনিতে শক্তি নাহি কোন জনে
আমা সব প্রতি যদি তব স্নেহ হয়।
মৃত্যুর উপায় তবে কহ মহাশয়॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথায় সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
যাহারে সাক্ষাৎ হরি জগতের সার।
তাহার না হয় বিঘ্ন ধর্ম্মের কুমার॥
ধর্ম্ম অনুসারে জয় বেদের বচন।
শত ভীষ্ম হলে তারে নারে কদাচন॥
যুধিষ্ঠির শুনি কহিলেন সবিনয়।
বেদ তুল্য তব বাক্য লঙ্ঘনীয় নয়॥
আপনি যদ্যপি যুদ্ধ কর এই মতে।
তবে জয় আমার না হয় কোন মতে॥
আমারে যদ্যপি তুমি দিতে চাহ জয়।
নিজ মৃত্যু উপায় বলহ মহাশয়॥
"সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা সাগর!
পাণ্ডবে কাতর দেখি দিলেন উত্তর॥"
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুমার।
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার॥
সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম ভিতরে।
কোন বীর শক্ত নাহি জিনিতে আমারে॥
ইন্দ্রসহ সুরাসুর যদি আইসে রণে।
আমি যুদ্ধ করিলে না পারে কদাচনে॥
যাবত থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর।
করিব কৌরব কার্য্য শুন নরবর॥
তবেত তোমার রণে নাহি হবে জয়।
সে কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয়॥

আমারে মারিলে তুমি জানিহ নিশ্চয়।
কৌরবের পরাজয় তোমার বিজয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন্।
নীচ জনে অস্ত্র নাহি মারিব কখন॥
পুরুষ নির্ব্বল কিম্বা হয় হীন বস্ত্র।
কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র॥
সমর ত্যজিয়া যেবা ভয়ে পলায়িত।
তাহারে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত॥
স্ত্রী জাতি দেখিয়া অস্ত্র আমি পরিহরি।
নারী নামে যার নাম তারে নাহি মারি॥
অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ।
কহিলাম তোমারে এ বিজয় কারণ॥
দ্রুপদ তনয় যে শিখণ্ডী নাম ধরে।
মহাবল পরাক্রম তৎপর সমরে।
পূর্ব্বে নারী আছিল পুরুষ হৈল পাছে।
শুনিয়াছি দৈবের বিপাক হেন আছে॥
অমঙ্গল ধ্বজ সেই হয় নারী জাতি।
তাহারে রাখিও রণে অর্জ্জুন সংহতি॥
শিখণ্ডীকে অগ্রে করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধুক আমায় কলেবর॥
অস্ত্র না ধরিব আমি শিখণ্ডীকে দেখি।
আমারে মারিও পার্থ গৌরব উপেক্ষি॥
আমারে মারিয়া জয় কর দুর্য্যোধনে।
এই মত উদ্যোগ করহ এইক্ষণে॥

প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে।
বাসুদেব সঙ্গে যান আপনি শিবিরে॥
অর্জ্জুন বলেন পরে চাহি নারায়ণে।
কপট সমর নাহি করি যে কখনে॥
গুরু বৃদ্ধ পিতামহ বংশের প্রধান।
কপটে তাঁহারে অস্ত্র করিব সন্ধান॥
শৈশবে হইল যবে পিতার মরণ।
কোলে করি পিতামহ করিল পালন॥
ধুলায় ধূসর আমি কোলেতে উঠিয়া।
বাপ বাপ বলি ধরিলাম যে চাপিয়া॥
নিজ বস্ত্র দিয়া পুঁছি আমার শরীর।
কোলে করি বলিলেন পিতামহ বীর॥
তব পিতামহ আমি নহি তব বাপ।
অকারণে আমার বাড়াও কেন তাপ॥
হেন পিতামহে আমি সংহারিব রণে।
আমা সম নিষ্ঠুর নাহিক ত্রিভুবনে॥
মম সৈন্য মরুক হউক পরাজয়।
পিতামহে মারি আমি না লইব জয়॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া গদাধর।
শান্তনা করেন তারে প্রবোধি বিস্তর॥
কৃষ্ণের বচন মানিলেন ধনঞ্জয়।
রজনী প্রভাতা হল হেনই সময়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান॥

দশমদিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা।

প্রভাতে উভয় দল করিল সাজন।
সিংহনাদ ছাড়ি কেহ করয়ে গর্জ্জন॥
যুধিষ্ঠির দুই পাশে মাদ্রীর তনয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয়॥
তার পাছে সাত্যকি বীর সহ চেকিতান।
বাম ভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রমে প্রধান॥
দক্ষিণ ভাগেতে ভীম সমরে দুর্জ্জয়।
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টকেতু মহাশয়॥
মহা আনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি।
সর্ব্ব অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি॥
কুরু সৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জ্জয়।
সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্ম বীর অত্যন্ত নির্ভয়॥
তার পাছে পুত্রসহ দ্রোণ মহাবীর।
বাম ভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ড শরীর॥
দক্ষিণেতে কৃতবর্ম্মা কৃপ বীরবর।
তার পাছে সুদক্ষিণ কাম্বোজ ঈশ্বর॥
জয়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল।
শত ভাই দুর্য্যোধন ভূপতি মণ্ডল॥
পরস্পর দুই দলে হৈল মহারণ।
সুরাসুর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন॥
তবে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি।
অর্জ্জুন সম্মুখে রথ লহ মহামতি॥
শুনিয়া সারথি বলে শুন কুরুবর।
আজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর॥
মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী।
মহা বায়ু বহে বিনা মেঘে বর্ষে পানী॥
গৃধিনী উড়িছে সব ধ্বজার উপর।
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর॥
অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে আপনে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অজ্ঞান অবোধ তেঁই জিজ্ঞাস কারণ॥
পার্থের সারথি হের নিজে নারায়ণ।
অমঙ্গল কি করিবে তাঁহা দরশন॥
অশেষ পাপের পাপী যার নামে তরে।
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
নবঘন শ্যাম রূপ সাক্ষাতে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন ডরাইব॥
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল।
সিংহনাদ শঙ্খনাদে মেদিনী কাঁপিল॥
মহা ক্রোধে ধনুঃ শর লইলেক হাতে।
বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে॥
সাবধানে ওহে দেব ধর অশ্ব ডুরি।
অর্জ্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারি॥
এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্রেক বাণ একেবারে প্রহারিল॥
শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশবান।
আর বিশ বাণ মারে চাহি হনুমান॥
আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল।
চারি অশ্ব বিন্ধে তাহে জর্জ্জর করিল॥
আর একাদশ বান সৈন্যো পরে মারে।
হয় গজরথ পত্তি অনেক সংহারে॥
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পুরিয়া।
ভীষ্মের যতেক অস্ত্র ফেলেন কাটিয়া॥
সন্ধান করেন দুই বীর হেন মতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি পড়িল ভূমিতে॥

অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন ।
রুধিলেক শূন্য পথ এড়ি অস্ত্রগণ ॥
জল স্থল ভারতের পুরিল আকাশ ।
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি না হয় প্রকাশ ॥
দুই দলে রথ বাহে বিচিত্র সারথি ।
শত শত বিমানেতে যেন সুরপতি ॥
নানা বর্ণে ধ্বজ সব উড়িছে গগনে ।
লাগিছে কর্ণেতে তালি অশ্বের গর্জ্জনে ॥
সিংহনাদ করি ধায় যত যোদ্ধাগণ ।
সমানে সমানে যুদ্ধ তুল্য প্রহরণ ॥
মহা রথিগণ অস্ত্র ক্ষেপণ করিল ।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় মেদিনী ঢাকিল ॥
হস্তীগণে টোয়াইয়া দিলেক মাহুত ।
ধহিল পর্ব্বত লক্ষ্য যেমন অদ্ভুত ॥
ঈষা সম গজদন্ত মহা ভয়ঙ্কর ।
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি যুঝে নিরন্তর ॥
দুই দলে যুদ্ধ করে হইয়া বিহ্বল ।
বিপরীত শব্দ উঠে মহা কোলাহল ॥
মহা পরাক্রম করে পাণ্ডবের দল ।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল ॥
রাজারে আশ্বাসি ভীষ্ম কহে বহুতর ।
স্থির হও দুর্য্যোধন না হও কাতর ॥
যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয় ।
সম্মুখ সংগ্রাহ ইথে না করিহ ভয় ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহা ক্রুদ্ধ মন ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
সহস্রেক বাণ বিন্ধে বীর ধনঞ্জয়ে ।
দশ বাণ বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে ॥
সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে ।
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে ॥
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে ।
পাণ্ডবের সেনা সব সমরে সংহারে ॥

কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর ।
পাণ্ডবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির ॥
কাহার সারথি কাটে কার কাটে হয় ।
মাথা কাটি কাহারো বা নিল যমালয় ॥
কখন সন্ধান করে কবে এড়ে বাণ ।
কুমারের চক্র যেন হয় ঘূর্ণমান ॥
অদ্ভুত দেখিয়া সব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল ।
পাণ্ডব সৈন্যেতে মহা বিপত্তি পড়িল ॥
তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
গগন ছাহিয়া বাণ করেন বর্ষণ ॥
নাহি দিক বিদিক না হয় সুপ্রকাশ ।
দশ দিক রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস ॥
কোটি কোটি সেনা বীর হানিলেন বাণে ।
মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তীগণে ॥
ইন্দ্রদত্ত পঞ্চবাণ করিয়া ক্ষেপণ ।
ভীষ্ম বক্ষোপরে করিলেন নিপাতন ॥
ব্যথিত হইল গঙ্গা পুত্র বীরবর ।
অশ্বসহ সারথিরে নিল যম ঘর ॥
কালানল সম বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
কৌরবের সৈন্য গণে নাশেন সত্বর ॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন পাকা তাল পড়ে ।
সেইমত কুরু সৈন্য পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে ॥
অর্জ্জুন বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ ।
বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ ॥
অশ্বথামা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে ।
পাণ্ডবগণেরে নারে নিবারিতে রণে ॥
যুগান্ত সময়ে যেন রবির উদয় ।
তেমন ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময় ॥
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ ॥
ভীষ্মের শরীরে বিন্ধি করেন জর্জ্জর ।
কোটি কোটি সৈন্যগণে নিল যম ঘর ॥

ব্যাঘ্র দেখি মৃগগণ পলায় যেমন।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ॥
অর্জ্জুনের শর জালে ভাঙ্গে সব সৈন্য।
জলন্ত অনলে যেন দহিল অরণ্য॥
গরুড়ে দেখিয়া যেন ধায় নাগগণ।
অর্জ্জুনের ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন॥
অশ্বত্থামা প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়।
যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয়॥
পক্ষী সব ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ।
ধনুক হইতে উথরিয়া পড়ে গুণ॥
সন্ধান পূরিতে হাত হতে পড়ে শর।
প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর॥
দুর্য্যোধন বাহিনীতে গৃধ্রকঙ্ক বুলে।
শিবাগণ ঘোর নাদ করে কুতূহলে॥
গগন মণ্ডল হতে উল্কা পড়ে খসি।
স্থানে স্থানে ভস্ম বৃষ্টি হয় রাশি রাশি॥
সকল পৃথিবী কাঁপে দেখি ভয়ঙ্কর।
রাহুগ্রহ অকারণে গ্রাসে দিবাকর॥
ভীষ্ম বধে অর্জ্জুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল।
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল॥
সে কারণ উৎপাত এত ঘনে ঘন।
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত।
ভীষ্মের সমরে যথাশক্তি কর হিত।
ভীষ্মের সহিত পার্থ প্রবর্ত্তিয়া রণ।
অতুল বিক্রমে সৈন্য করেন নিধন॥
যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয়।
নিজ অস্ত্র বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয়॥
অস্ত্রের যাতন আর সৈন্য ভঙ্গ দেখি।
মহাক্রোধে অর্জ্জুনেরে বলে ভীষ্ম ডাকি॥
মহাপরাক্রম আজি করিলে সমরে।
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলে সৈন্যেরে॥
এখন আমার বীর্য্য দেখহ অর্জ্জুন।
আপনা রাখিতে পার তবে জানি গুণ॥
এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর।
অর্দ্ধ পথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে সমরে সংহারে॥
কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম।
অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনু কাটেন বিষম॥
চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম আর ধনু নিল।
গগন আবরি শরবর্ষণ করিল॥
সহস্রেক বাণ মারে অর্জ্জুন উপর।
আশী শরে বিন্ধিলেক কৃষ্ণ কলেবর॥
ষাটি বাণ মারে বীর ধ্বজের উপর।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিল জর্জ্জর॥
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর।
কোটি যোদ্ধাগণে মারি নিল যম ঘর॥
হেনরূপে বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর॥
প্রাণপণে পার্থ এড়ে মহা অস্ত্রগণ।
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন॥
জল স্থল শূন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ।
অস্ত্রে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস॥
ভীষ্মের বিক্রম যেন কালান্তক যম।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র মারিল বিষম॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল॥
কাহার কাটয়ে রথ কার ধনুর্গুণ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে তূণ॥
মধ্যদেশ কাহার সে ফেলাইল কাটি।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটি॥
অস্থির পাণ্ডব সৈন্য রণে নাহি রয়।
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়॥

বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবরিল।
কুঝটিতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল।
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ।
বাণ পথ রোধে রুদ্ধ অশ্বের গমন॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনেরে বলে নারায়ণ।
সাবধানে যুঝ নাহি চলে অশ্বগণ।
মহাক্রোধে যত অস্ত্র মারেন অর্জ্জুন॥
বাণে কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন।
নিরন্তর বধে সৈন্য নাহি তার লেখা।
রণমধ্যে পড়ে অস্ত্র যেমন উলকা॥
দেখি সবিস্ময় হল অর্জ্জুনের মন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র করেন ক্ষেপণ॥
গঙ্গারনন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে।
দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে॥
কৌরবের যোদ্ধাগণ মুদিত হইল।
পাণ্ডবের সেনা সব বিষাদ করিল॥
অর্জ্জুন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি।
বিচার করেন মনে মনে যদুপতি।
ত্রিভুবন মধ্যে হেন কেহ নাহি ধীর।
ভীষ্মের সংগ্রামে কোন বীর হয় স্থির॥
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হলে মরে।
হেন জনে কোন্ বীর জিনিবে সমরে॥
নিজ মৃত্যু উপায় যে কহে মহাশয়।
এইকালে শিখণ্ডীকে আনাইতে হয়॥
এত ভাবি শিখণ্ডীকে ডাকেন সত্বর।
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধে মনোহর॥
আকাশে অমরগণ আসিল সকল।
গগনে দুন্দুভি বাজে মহা কোলাহল॥
শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মনে।
হেনকালে ডাকি বলে যত দেবগণে॥
ঋষিগণ মুনিগণ বসে সুরলোকে।
সপ্তবসুসহ সবে আসিল কৌতুকে॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ভীষ্ম পরিহর রণ।
আকাশে থাকিয়া ডাকি বলে সর্ব্বজন॥
ঋষিগণে মুনিগণে গগন ভরিল।
করিয়া কুসুমবৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল।
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল।
শান্তনুতনয় তাহা সকল শুনিল॥
ভাই সব বলে আর বলে মুনিগণে।
দেবতার প্রিয় কর্ম্ম চিন্তিলেন মনে॥
এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সম্বরিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আসিল॥
অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন।
শিখণ্ডীকে আগে রাখি মার অস্ত্রগণ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন দৈবকীতনয়।
এমত কপট যুদ্ধ উচিত না হয়॥
শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
ভীষ্মে মারি পরাজয় কর কুরুবর॥
এত বলি শিখণ্ডীকে বসাইল রথে।
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবেরনাথে॥
অস্ত্রত্যাগ করি ভীষ্ম হেঁট মুণ্ড হয়ে।
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়ে॥
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব-ঈশ্বর।
আমারে মারিবে করি কপট সমর॥
এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে।
পুলকে সহস্র নাম বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার।
ক্ষত্রিয় অন্তক তুমি বিদিত সংসার॥
পরশুরামের সহ শুনিয়াছি রণ।
দেবের প্রতাপ তব কহে সর্ব্বজন॥
তোমার প্রতাপ সব জগতে বিদিত।
সে কারণে তোমা সহ যুঝিব নিশ্চিত॥
পাণ্ডব সাহায্য হেতু করি মহারণ।
মারিব তোমারে সবে করুক দর্শন॥

সত্য বলিলাম মম নাহি নড়ে বোল।
আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল॥
শিখণ্ডীকে কহে ভীষ্ম মনেতে কৌতুকী
যদি মৃত্যু হয় তবু তোমারে উপেক্ষি॥
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডীতোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের বিপাকে তোরে পাণ্ডব পাইল॥
শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখিঅস্ত্রনাহি ধরি কোনকালে॥
শুনিয়া শিখণ্ডী ক্রোধে নিল ধনুর্ব্বাণ।
ভীষ্মের উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান॥
শত শত বাণ মারে বাছিয়া বাছিয়া।
অর্জ্জুন শিখান তারে বহু বুঝাইয়া॥
শিখণ্ডী এড়য়ে বাণ হইয়া নির্ভয়।
সহস্রেক বাণে বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয়॥
নাহিক সম্ভ্রম তার না জানে বেদন।
মৃগীর প্রহারে যেন মৃগেন্দ্রের মন॥
হাসিয়া অর্জ্জুন হাতে লইলেন ধনু।
পঞ্চবিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেন তনু॥
শতলক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে॥
অর্জ্জুনের বাণ সব অগ্নিসম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্রসম ফুটে॥
গঙ্গারনন্দন বিচারেন মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কদাচন॥
শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আমারে মারিছে বীর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর॥
এত চিন্তি হরিপদ হৃদে ধ্যান করি।
মুখেতে রটনা করে শ্রীহরি শ্রীহরি॥
বাণাঘাতে দেহ কাঁপে অতি ঘনেঘন।
শিশির কালেতে যেন কাঁপয়ে গোধন॥
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে।
রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গারনন্দনে॥

সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে স্থান নাহি আর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার॥
তবে পার্থ দিব্যঅস্ত্র নিলেন তখন।
পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল।
রথের উপর হতে পড়ে ভূমিতল॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর।
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আসে দেখিবার॥
দুর্য্যোধন মহারাজ শোকাকুল হয়ে।
রথ ত্যজি মহাবীর আসিল ধাইয়ে॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থমা আদি বীরগণ।
রণত্যজি ধায় সবে মহাকোপ মন॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
উঠ পিতামহ পার্থ সহ কর রণ॥
স্বয়ম্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিভা দিলে।
পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলে॥
বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলে পরাজয়!
তোমার নামেতে সুরাসুর কম্প হয়॥
আমার আছিল বড় সাধ মনে মন।
পাণ্ডবে জিনিয়া সব পাব রাজ্যধন॥
তাহে বিপরীত হেন বিধাতা করিল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল॥
তোমার পৌরুষ সব ত্রিভুবনে ঘোষে।
সমরে পড়িলে তুমি মম কর্ম্ম দোষে॥
বিলাপ করয়ে হেনমতে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব সমাজ॥
রথ হতে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দ্দন॥

ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
সাত্যকি দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয় ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ মৎস্য অধিপতি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজার সংহতি ॥
শরের শয্যায় যথা আছে ভীষ্মবীর।
প্রণাম করিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির ॥
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা সাগর ॥
ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
দুর্য্যোধন হেতু তাহা ফলিল সমরে ॥
শিশুকালে পিতৃহীন হৈনু পঞ্চজনে।
পিতৃশোক না জানিনু তোমার কারণে ॥
আজি পুনঃ বিধি তাহে হইলেন বাম।
এতদিনে আমরা অনাথ হইলাম ॥
ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহ দেবে নাশিনু সমরে ॥
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে ॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু সাধু বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসিল ॥
মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির ॥
এই যে দক্ষিণায়ণ আছে যতদিন।
ততদিন শরীর না হবে প্রভাহীন ॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণমাত্র ধরি ॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন।
জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন ॥
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবত।
শরের শয্যাতে আমি থাকিব তাবত ॥
এতেক বলিতে তথা হৈল দৈববাণি।
সাধু সাধু গঙ্গাপুত্র কুরুকুলমণি ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত।
তোমার মহিমা গুণ জগতে বিখ্যাত ॥
দৈববাণি শুনি বীর হরিষ অন্তর।
দুর্য্যোধন রাজা চাহি বলেন উত্তর ॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুটি পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর ॥
কোন বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান ॥
মাথা যেন না লুটায় দেহ উপাধান।
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর।
হেন উপাধান কোন হেতু নৃপবর ॥
ক্ষত্র হয়ে আপনি না বুঝহ সময়।
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয় ॥
তবেত অর্জ্জুন বীর লয়ে ধনুঃশর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর ॥
মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল।
হেনমতে ভীষ্ম শর শয্যাতে রহিল ॥
আনন্দিত হয়ে মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্য্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির ॥
শুন দুর্য্যোধন রাজা আমার বচন।
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হয়ে।
সুবাসিত জল আনে ভৃঙ্গার পুরিয়ে ॥
স্বর্ণের ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জ্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর ॥
তবেত অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারেন পৃথিবীতে বাণ আকর্ণ পুরিয়া ॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল ॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জলপান করে মহা আনন্দেতে।

জলপান করি ভীষ্ম হয়ে তৃপ্ত মন।
দুর্য্যোধনে চাহি পুনঃ বলেন বচনা।
ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিত।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত।।
দ্বন্দ্ব হলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম অনুসারে হয় জয় পরাজয়।।
পাণ্ডব সহায় নিজে দেব নারায়ণ।
তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ।।
দুর্য্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে।।
শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।।
বস্ত্রগৃহ রণভূমে নির্ম্মাইয়া দিল।
রক্ষা হেতু কত সৈন্য তথায় রাখিল।।
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল।
কৌরব পাণ্ডব নিজ শিবিরে চলিল।।
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল লভে শুনে যেই জন।।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন।
কাশীদাস কহে ইহা ব্যাসের বচন।।

পয়ার ত্রিপদী ছন্দে করিয়া রচন।
এতদিনে ভীষ্মপর্ব্ব করি সমাপন।।

ইতি চতুর্থপাদ যুদ্ধখণ্ড।

পঞ্চম পাদ।

মহানির্ব্বাণ খণ্ড।

ভগবদ্ বাক্যে ভীষ্ম গুণ।

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজভবন।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর অবসান হইয়াছে; ভীষ্মদেব শরতল্পে শয়ান রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অমিত বিক্রম! মধুসূদন! অদ্য একি আশ্চর্য্য দেখিতেছি। তুমি ধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছ? হে লোকাশ্রয়! এক্ষণে লোকত্রয়ের মঙ্গল ত? হে দেব! তুমি তুরীয় ধ্যান পথ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত স্বরূপ অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই শরীরত্রয় হইতে অপক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ দেখিয়া আমার মন বিস্মিত হইতেছে! হে ভগবান! দীপ শিখা যেরূপ বায়ুহীন স্থলে স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, অথবা পাষাণ যেরূপ নিশ্চল তুমিও সেইরূপ অবস্থান করিতেছ। হে দেব! ইহা যদি তোমার গোপনীয় না হয় এবং আমি যদি শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হই তবে এতদ্বিষয়ক সংশয়টি ছেদন কর। তোমার এই ধ্যানের প্রকৃত কারণ কি তাহা প্রকাশ করিয়া বল। তখন বাসুদেব ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে রাজন! প্রশান্তোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় শর শয্যাগত পুরুষ শার্দ্দূল ভীষ্মদেব আমার ধ্যান করিতেছেন, সেই নিমিত্ত আমি তদ্গত চিত্ত হইয়াছিলাম। যিনি কাশী রাজপুরে স্বয়ম্বর স্থলে স্বীয় তেজ প্রভাবে সমস্ত রাজমণ্ডলীকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন—

'স্বয়ম্বর হৈতে কন্যা বলে যাই লৈয়া।
যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আসিয়া॥'

এবং লক্ষ লক্ষ রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কন্যাত্রয় আনয়ন করিয়াছিলেন; যাহার বিস্ফূর্জ্জিত অশনিবৎ জ্যা-ঘোষ ও তলশব্দ দেবরাজও সহ্য করিতে সমর্থ হইত না; যিনি ত্রয়বিংশতি দিবস ভৃগুকুল-নন্দন রামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রাম যাহাকে কিছুতেই

পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই, যিনি কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইয়া অস্ত্র ধরাইয়াছিলেন, যাঁহাকে গঙ্গাদেবী গর্ভে ধারণ ও বশিষ্টদেব শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; যে মহাতেজা বুদ্ধিপ্রভাবে সমস্ত দিব্যাস্ত্র ও সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয় একাধারে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করত একাগ্রচিত্তে আমারি ধ্যান করিতেছেন, সেই নিমিত্ত আমিও তদ্গত চিত্ত হইয়াছিলাম। হে রাজ শার্দ্দূল! সেই ধার্ম্মিকপ্রবর ভীষ্মদেবকে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া জানিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! সেই পুরুষসিংহ মহাবীর শান্তনুতনয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে এই পৃথিবী শশাঙ্ক শূন্য শর্ব্বরীর ন্যায় শোভাহীন হইবে।

তস্মিন্ন স্তমিতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে।
জ্ঞানান্যস্তে গমিষ্যন্তি তস্মাত্বাং চোদয়াম্যহম্॥

কৌরব কুলধুরন্ধর ভীষ্ম লোকান্তরিত হইলে পৃথিবী হইতে সমস্ত জ্ঞান শাস্ত্র এবং জ্ঞানও এককালে ভূমণ্ডল হইতে অস্তমিত হইবে। যিনি ত্রিপথগামিনী ভাগিরথীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি দেবগুরু শুক্রাচার্য্য ও সুরগুরু বৃহস্পতির বিদিত নীতি সম্যক বিদিত আছেন, যিনি মার্কণ্ডেয় হইতে যতিধর্ম্ম, বশিষ্ঠ হইতে সর্ব্ববেদ পারদর্শি হইয়াছেন, যিনি আপনার ইচ্ছানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, যিনি অপুত্রক হইয়াও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবেন।

যস্য ব্রহ্মর্ষয়ঃ পুণ্যা নিত্যমাসন্ সভাসদঃ।
যস্য নাবিদিতং কিঞ্চিজ্ জ্ঞান যজ্ঞেয়ু বিদ্যতে॥

মহা পুণ্যবান ব্রহ্মর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাহার দর্শন লালসায়, মনোজ্ঞ বাক্য শ্রবণ লালসায় যাহার সভাসদ হইতেন, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যাহার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই, এক কথায় যিনি সর্ব্বজ্ঞ, হে ধর্ম্মরাজ! তিনি শীঘ্রই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, অতএব তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শিখে তোমার চিত্ত স্থির হইবে। অতএব চল আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট যাই। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্টির ধৃতরাষ্ট্রাদি রাজন্যবর্গের সহিত শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম সকাশে উপস্থিত হইলেম। দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণ, দেব, যক্ষ, রক্ষ ত্রিলোকের জ্ঞানী, তপস্বী, যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী; রাজন্যবর্গ ভীষ্ম সমীপে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব প্রশান্ত পাবকসদৃশ ভীষ্মকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বাগ্মিবর! মনুষ্য শরীরে একটিমাত্র সুচিবিদ্ধ হইলে তাহা যখন পীড়াজনক হয়, তখন অসংখ্য শরপ্রহার যন্ত্রণায় যে আপনার চিত্ত ব্যথিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? পরন্ত ইহা আমি অবশ্যই স্বীকার করি, যে উদ্বিগ্নি স্থখ দুঃখ সাধারণ জনগণের

অন্তঃকরণকেই আক্রমণ করিতে পারে, আপনাতে উহা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু আপনি প্রাণিগণের উৎপত্তি লয়াদি সমস্ত তত্ত্ব দেবগণকেও উপদেশ করিতে সমর্থ।

সংহারশ্চৈব ভূতানাং ধর্ম্মস্য চ ফলোদয়ঃ।
বিদিতস্তে মহাপ্রাজ্ঞ ত্বংহি ধর্ম্মময়োনিধিঃ॥

হে ভরতকুলপ্রদীপ! আপনি এই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য; অধিক কি, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান এই ত্রিকাল বিষয়ক যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তৎসমস্তই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ধর্ম্মের ফলোদয় এবং প্রাণিগণের সংহার এ সমস্তই আপনার বিদিত আছে, যেহেতু আপনি ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মের আধার স্বরূপ।

ত্বংহি রাজ্যে স্থিতং স্ফীতে সমগ্রাঙ্গ মরোগিণম্।
স্ত্রী সহস্রৈঃ পরিবৃতং পশ্যামী বোর্দ্ধরেত সম্॥

হে কুরুপ্রবীর! দার পরিত্যাগরূপ প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বে যখন আপনি তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য মধ্যে সহস্র সহস্র স্ত্রীগণে পরিবৃত ছিলেন, তৎকালেও আমি আপনাকে সর্ব্বতো-ভাবে নীরোগ শরীর ও উর্দ্ধরেতার ন্যায় দেখিতাম।

ঋতে শান্তনবাদ্ভীষ্মাত্রিষু লোকেষু পার্থিবা।
সত্যধর্ম্মান্মহাবীর্য্যাচ্ছূরাদ্ধর্ম্মৈক তৎপরাৎ॥
মৃত্যু মাবার্য্য তপসা শর সংস্তর শায়িনঃ।
নিসর্গ প্রভবং কিঞ্চিন্নচ তাতানু শুশ্রুম॥

ধর্ম্মৈক পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ মহাবীর্য্য শূর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ব্যতীত এই ত্রিলোক মধ্যে কোন প্রাণিরই এরূপ প্রভাব শ্রুত হয় নাই যে, শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া তপঃপ্রভাবে মৃত্যুকে ইচ্ছামত নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে।

সত্যে তপসিদানেচ যজ্ঞাধিকরণে তথা।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদেচ নীত্যাঞ্চৈবানুরক্ষণে॥
অনৃশংসং শুচিং দান্তং সর্ব্বভূত হিতে রতম্।
মহারথং ত্বৎ সদৃশং নকঞ্চিদনু শুশ্রুম॥
ত্বংহি দেবান্ স গন্ধর্ব্বান্ অসুরান্ যক্ষ রাক্ষসান্।
শক্তস্তে করণেনৈব বিজেতু নাত্র সংশয়ঃ॥

হে ভরতকুল চূড়ামণি! সত্য, তপস্যা, দান, সমরযজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদ, বেদও শরণাগত পালনে আপনার তুল্য কোন ব্যক্তিই নাই এবং অনৃশংস, পবিত্রস্বভাব, সংযতেন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণিগণের হিতনিরত ও সমরে অদ্বিতীয় রথিইবা এই ভূমণ্ডলে আপনার সদৃশ কে আছে? আপনি যে একাকীই সমরে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ তাহাতে কোন সংশয় নাই।

জন্ম প্রভৃতিতে কশ্চিদ্ বৃজিনং নদনর্শহ।
জ্ঞাতারং সর্ব্বধর্ম্মানাং ত্বাং‌বিদু সর্ব্ব পার্থিবা॥

জন্মাবধি আপনার কোন দোষই লক্ষিত হয় নাই। নরপতিগণ আপনাকে সর্ব্বধর্ম্ম-বেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মনুষ্যেষু মনুষ্যেন্দ্র ন দৃষ্টো নচমে শ্রুতঃ।
ভবতোবা গুণৈর্যুক্তঃ পৃথিব্যাং পুরুষঃ ক্বচিৎ॥
ত্বংহি সর্ব্বগুণৈ রাজন্ দেবানপ্যতিরিচ্যসে।
তপসা হি ভবানশক্তঃ স্রষ্টুং লোকাং শ্চরাচরান্॥

হে মনুজেন্দ্র! এই পৃথিবীতলে আপনার সদৃশ গুণশালী কোন পুরুষ কোন স্থলে বিদ্যমান আছে, ইহা দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই।

হে পুরুষোত্তম॥ আপনি সমস্ত গুণ দ্বারা দেবগণ হইতে অতিরিক্ত হইয়াছেন, এবং তপঃপ্রভাবে চরাচরাদি সমস্ত লোকের সৃষ্টি, স্থিতিও প্রলয় করিতে সমর্থ।

কিং পুনশ্চাত্মনো লোকানুত্তমানুত্তমৈর্গুণৈঃ।
তদস্য তপ্য মানস্য জ্ঞাতীনাং সংক্ষয়েণ বৈ॥
জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডু পুত্রস্য শোকং ভীষ্ম ব্যপানুদ।
যেহি ধর্ম্মাঃ সমাখ্যাতা শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য ভারত॥
চাতুরাশ্রম্য সংযুক্তাঃ সর্ব্বেতে বিদিতাস্তব।
চাতুর্ব্বিদ্যে চ যে প্রোক্তা শ্চাতুর্হোত্রে চ ভারত॥
যোগে সাংখ্যে চ নিয়তা যে চ ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
চাতুর্ব্বর্ণস্য যশ্চোক্তা ধর্ম্মোনস্য বিরুধ্যতে॥
সেব্যমানঃ সবৈয়াখ্যো গাঙ্গেয় বিদিত স্তব।
প্রতিলোম প্রসূতানাং বর্ণনাশ্চৈব যঃ স্মৃতঃ॥

দেশ জাতি কুলানাঞ্চ জানীষে ধর্ম্ম লক্ষণম্ ।
বেদোক্ত যশ্চ শিষ্টোক্ত সদৈব বিদিত স্তব ॥
ইতিহাস পুরাণার্থাঃ কাৎ‍স্নেন বিদিতা স্তব ।
ধর্ম্ম শাস্ত্রঞ্চ সকলং নিত্যং মনসিতে স্থিতম্ ॥
যেচ কেন চ লোকেঽস্মিন্নর্থাঃ সংশয় কারকাঃ ।
তেষাং চ্ছেত্তা নাস্তি লোকে ত্বদনঃ পুরুষর্ষভ ॥
সপাণ্ডবেযস্য মনঃ সমুত্থিতং নরেন্দ্র শোকং ব্যপকর্ষমেধয়া ।
ভবদ্বিধাহ্যত্তম বুদ্ধি বিস্তরা বিমুহ্যমানস্য নরস্য শান্তয়ে ॥

হে মনুজাধিপ ! অতএব আপনি উপদেশ দ্বারা শোক সন্তপ্ত জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শোকাপনয়ন করুন। কেননা চাতুর্ব্বর্ণ্য, চাতুরাশ্রম্য, চাতুর্ব্বিদ্য, চাতুর্হোত্র, বেদ, সাংখ্য, যোগ ও শিষ্টাচার প্রভৃতিতে যে সকল ধর্ম্ম কথিত আছে তৎসমস্তই আপনার বিদিত আছে ; অধিক কি, যাহা চাতুর্ব্বর্ণ্য বিরুদ্ধ নহে, সে সমস্ত ধর্ম্মই গূঢ় তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যার সহিত আপনি অবগত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি লোমজাত বর্ণ-ধর্ম্ম, দেশ-ধর্ম্ম, জাতি-ধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্ম প্রভৃতির যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহাও আপনার অজ্ঞাত নাই।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! অর্থ সমেত নিখিল ধর্ম্ম শাস্ত্র ও পুরাবৃত্তাদি সমস্তই আপনার মনোমধ্যে নিয়ত জাগরুক রহিয়াছে; বিশেষত এই সংসার মধ্যে যে সকল অর্থে সংশয় আছে, তাহার ছেত্তা আপনি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি হইতে পারে? অতএব আপনি স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে ধর্ম্মরাজের মানসোৎপন্ন শোক অপনীত করুন ; যেহেতু ভবাদৃশ জ্ঞান প্রবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের কেবল শোকাদি বিমোহিত মনুষ্যদিগের চিত্তোপশান্তির নিমিত্তই জন্মগ্রহণ।

ভীষ্মদেবের রাজনীতি উপদেশ।

মহাবীর ভীষ্মদেব কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি অবশ্যই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে উপদেশ করিব। এক্ষণে যে মহাত্মা রাজ্যভার গ্রহণ করাতে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হইয়াছেন; যে ধর্ম্মশীল মহাত্মা নরবর-ভূষণ জন্মগ্রহণ করিলে সমস্ত বৃষ্ণিগণ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমায় প্রশ্ন করুন। প্রদীপ্ত-যশা ধর্ম্মচারি-কৌরবগণ মধ্যে কেহই যাহার তুল্য নহে; ধৃতি, দম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ ও বল যাহাতে প্রতিনিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে; যিনি সম্বন্ধী, অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যদিগকে সৎকার দ্বারা সম্মানিত করিয়া থাকেন; সত্য, দান, তপস্যা; শৌর্য্য, শান্তি, দক্ষতা ও অসম্ভ্রান্তি এই সমস্ত ধর্ম্ম যাহাতে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে, যে ধর্ম্মাত্মা, কাম, ক্রোধ, ভয় বা অর্থ পরতন্ত্র হইয়া কদাচ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না; যিনি সত্য, ক্ষমা ও জ্ঞান বিষয়ে অবিচলিত মতি ও অতিথিপ্রিয় এবং নিত্য সাধুদিগকে দান করিয়া থাকেন, যিনি যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ধর্ম্ম ও শান্তিপথে সর্ব্বদা নিরত এবং সমস্ত রহস্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন, সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রশ্ন করুন।

বাসুদেব কহিলেন, হে কৌরব চূড়ামণে! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গুরু প্রভৃতি পূজ্যগণ এবং ভৃত্য, সম্বন্ধি ও বান্ধবাদি ভক্ত ও মাহার্হ ব্যক্তিদিগকে কুরুক্ষেত্র সমরে নিপাতিত করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত লজ্জান্বিত এবং অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনার সম্মুখে আসিতে সমর্থ হইতেছেন না; যেহেতু যাহাদিগকে বিবিধ প্রকারে সম্মান করা উচিত, অস্ত্রের দ্বারা তাহাদের শরীর ভেদ করিয়াছেন, এই কারণে আপনার দৃষ্টিপথের পথিক হইতে পারিতেছে না।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর! ব্রাহ্মণের যেমন দান ও অধ্যয়নই ধর্ম্ম, সেইরূপ ক্ষত্রিয়েরও সমরে বিপক্ষের দেহ পাতন করাই ধর্ম্ম। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, গুরু, সম্বন্ধি বা বান্ধব যে কেহ হউক না কেন, নিরর্থক আসিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিবে, কারণ তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে কেশব! যিনি নিয়মোল্লঙ্ঘনকারী, লুব্ধপ্রকৃতি, অত্যাচারী গুরুকে সংগ্রামে নিহত করেন, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়। যে ব্যক্তি লোভবশত সনাতন ধর্ম্ম সেতু উল্লঙ্ঘন করে, তাহার নিহন্তাই ধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়। যিনি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এই পৃথিবীকে শোণিত সলিলময়ী, কেশরূপ তৃণ, গজরূপ শৈল ও ধ্বজরূপ দ্রুম সমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে সমর্থ, তিনিই ধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয়। আহুত হইলে আত্মীয় বা অনাত্মীয় বিচার না করিয়া সৎক্ষত্রিয়ের তাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু মনু ধর্ম্ম যুদ্ধকে ক্ষত্রিয়ের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণপ্রদ বলিয়াছেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহার দৃষ্টিগোচরে অবস্থিত হইয়া চরণদ্বয় ধারণ করিলেন। তখন সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ভীষ্ম তাহার মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া অভিনন্দিত করিলেন। অনন্তর তাহাকে উপবেশন করিতে আদেশ করত কহিলেন, হে বৎস কুরুকুলতিলক! তোমার কোন শঙ্কা নাই, তুমি বিশ্রব্ধ চিত্তে আমার নিকট প্রশ্ন কর।

রাজধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাজধর্ম্মকেই পরমধর্ম্ম বলিয়া জানেন এবং আমিও উহার ভার দুর্ব্বহ বলিয়া বিবেচনা করি; অতএব আপনি বিশেষ করিয়া রাজধর্ম্মই বর্ণনা করুন। রাজধর্ম্মই সমস্ত জীব লোকের অবলম্বন স্বরূপ, যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষধর্ম্ম এ সমস্তই বিশিষ্টরূপে রাজধর্ম্মে সমাহিত রহিয়াছে। যেমন অশ্বেররশ্মি ও হস্তীর অঙ্কুশ নিয়ামক, সেইরূপ রাজধর্ম্মই সমস্ত লোকের নিয়ামক। যদি সেই রাজর্ষিগণ সেবিত রাজধর্ম্মে লোকের মোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত নিয়মই বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, সুতরাং সকল লোকই একেবারে ব্যকুলীভূত হইয়া পড়ে, যেমন সূর্য্য সমুদিত হইয়া অশুভজনক নিবিড় অন্ধকার রাশি নাশ করে, সেইরূপ রাজধর্ম্ম হইতে সমস্ত লোকের অশুভ গতি নিরাকৃত হয়। হে পিতামহ! আপনি এই ভরতকুলের এবং সমস্ত ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য; অতএব প্রথমে আমায় রাজধর্ম্ম উপদেশ করুন।

পুরুষকার।

ভীষ্মদেব বলিলেন, হে বৎস! রাজা উদ্‌যোগী হইবেন। সর্ব্বদা পুরুষকারার্থে যত্নশীল হইবেন। পুরুষের উদ্‌যোগ ব্যতীত কেবল দৈব রাজাদিগের কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হন না। দৈব ও পুরুষকার তুল্য হইলেও পুরুষাকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, যেহেতু পুরুষকার লোকের প্রত্যক্ষীভূত। ইহজন্মের দৈব যাহা, পূর্ব্বজন্মের পুরুষাকার তাহা এবং দৈবও সেই পুরুষকার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মেরই ফলাফল। পুরুষ উভয়বিধ দোষ অর্থাৎ আরব্ধ কর্ম্মের ফলসিদ্ধ না হইলে কর্ম্মের অকরণ জন্য লোকাপবাদ হইতে, আর ফলসিদ্ধ হইলে দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে। হে কুরুকুল ধুরন্ধর! যদি দৈববশতঃ আরব্ধ কর্ম্ম প্রতিহতও হয়, তথাপি মনে কখন সন্তাপ করিতে নাই; পুনরায়

দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সেই কার্যসিদ্ধি নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতে হয়; কেনমা রাজাদিগের ইহাই পরম নীতি। সকলই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অতএব সত্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

যিনি স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই রাজ্য সম্বন্ধীয় সাত অঙ্গের প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন বা মিত্রই হউন তাহার বিনাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজাকে নিজ রন্ধ্র গোপন ও পররন্ধ্র অন্বেষণ করিতে হইবে। অন্য হইতে নিজ মন্ত্রণা গোপন করিতে হইবে। সাধারণের নিকট মন্ত্রণাসকল প্রকাশ হওয়া অপেক্ষা নৃপতিগণের আর সঙ্কট কিছুই নাই। ভূপতিগণ মৃদুস্বভাবও হইবেন না তীক্ষ্ণস্বভাবও হইবেন না; মৃদুস্বভাব হইলে প্রকৃতিগণ তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে অতিক্রম করে এবং তীক্ষ্ণস্বভাব হইলে লোকে তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয়। অতএব রাজাদের মৃদুত্ব ও তীক্ষ্ণত্ব উভয়ই অবলম্বন করা শ্রেয়। রাজা সর্ব্ব জাতীয় প্রকৃতিগণের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ করিবেন না। নৃপতি ক্ষমাশীল হইলে নীচ ব্যক্তিগণ তাহাকে পরাভূত করিয়া থাকে; অতএব বসন্তকালীন সূর্য্য যেরূপ নিরতিশয় শীতল অথবা প্রখর কিরণ নহেন, তদ্রূপ ভূপতিগণেরও সর্ব্বদা মৃদু বা নিতান্ত তীক্ষ্ণ দণ্ড হওয়া উচিত নহে।

প্রত্যক্ষ (উপকার এবং অপকারাদিরূপ কার্য্য), অনুমান (মুখ নেত্রাদি বিকার), উপমান বা সাদৃশ্য (অন্যত্রে তৎকার্য্য দর্শন), এবং আগম শব্দাদি শাস্ত্র দ্বারা শত্রু এবং মিত্র, স্বকীয় ও পরকীয় মণ্ডল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্যসনে নিতান্ত আসক্তি হওয়া ও অপরিমিত ব্যয় করা একান্ত অনুচিত। রাজা ধৈর্য্যশালী হইবে, কখনো ধৈর্য্যচ্যুত হইবে না, ধৈর্য্যশালী চতুরঙ্গ বলসমাযুক্ত নরপতির কখনই ভয় উপস্থিত হয় না।

নৃপতি নিজ বুদ্ধি দ্বারা ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ বলশালীর সহিত সন্ধি, তুল্য বলের সহিত বিগ্রহ, দুর্ব্বলের দুর্গাদি আক্রমণ এবং স্বয়ং দুর্ব্বল হইলে নিজে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি রাজনীতি সকলের পরিণাম ফল জয় ও পরাজয় রূপ গুণ ও দোষ বিবেচনা করিবেন। যে বিশুদ্ধ স্বভাব ভূপতি নিরন্তর প্রকৃতিপুঞ্জের চিত্তরঞ্জনে অনুরক্ত থাকেন; তিনি কখনই অরাতিকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্থান ভ্রষ্ট হন না, হইলেও তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন।

রাজ্য লাভার্থী বুদ্ধিমান রাজা সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা অর্থসিদ্ধ হইলে কদাপি বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে রাজ্যের সমুদয় শস্য দুর্গ মধ্যে সংস্থাপন করিবেন, যদি শস্য আনয়নে নিতান্ত অসক্ত হন, তবে অগ্নি দ্বারা তৎসমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন, নদীর সেতু সমুদয় ভগ্ন করিয়া দিবেন, সমুদায় জল প্রণালী এককালে নির্গত করাইবেন; কূপাদির সলিলে বিষ সংযোগ করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ উন্মূলিত করিয়া ফেলিবেন। দুর্গের উপরিভাগে সচ্ছিদ্র সুদীর্ঘ বহিঃপ্রকার নির্ম্মাণ করিবেন। বায়ু সঞ্চারার্থ নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার সমুদায় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তৎসমুদায়ে

প্রহরিনিয়োগ এবং দৃঢ়তর যন্ত্র ও শতঘ্নী সমুদায় সংস্থাপন করিবেন। ভিক্ষুক, শকটচালক ক্লীব ও কুশীলাদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, উহারা ঐ সময় নগর মধ্যে থাকিলে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

চার নিয়োগ।

দুর্গ, রাজ্যের শেষ সীমা, নগরোপবন, গৃহোপবন, উপবেশন স্থল, অন্তঃপুর, নগর ও রাজভবন পদাতিসৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক, অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্যায় আকার সম্পন্ন, ক্ষুৎ-পিপাসাক্ষম, পরিশ্রম সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপ্রাজ্ঞ গূঢ় চর সমুদায় সংগ্রহ করিয়া উহা-দিগের দ্বারা গুপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সামন্ত ভূপতি এবং নগর ও জনপদবাসী লোকদিগের আচার ব্যবহারাদি অবগত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ রাজ্য মধ্যে চর প্রেরণ করিয়াছেন কিনা, তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত পানভূমি, মল্ল যুদ্ধস্থান, মহাজন সমাজ, ভিক্ষুক সমাজ, পুরবাটিকা, বহির্ব্বাটিকা, পণ্ডিতগণের সমাগম স্থান, চত্বর, রাজসভা ও ভদ্রলোকদিগের আবাসস্থানে অন্বেষণ করা আবশ্যক! শত্রু পক্ষীয় গূঢ় চরকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে রাজার অধিক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। যিনি যথাস্থানে চারনিয়োগ ও শত্রুপক্ষীয় অমাত্যগণকে উৎকোচাদি প্রদান করিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ জন্মাইতে পারেন, তিনি সকলের নিকট প্রশংসা লাভ করিতে পারেন ও তিনি সম্যক কুশলী ও সর্ব্বপ্রকারে জয়যুক্ত হন।

অমাত্য নিয়োগ।

রাজা বিশিষ্ট গুণশালী দেখিয়া অমাত্য পদে নিযুক্ত করিবে।

বেদজ্ঞ, প্রাগলভ, স্নাতক ও পবিত্র ব্রাহ্মণ চারিজন, শস্ত্রপাণি বলবান ক্ষত্রিয় আটজন বিত্তসম্পন্ন বৈশ্য ২১ একুশ জন, নিত্যকর্ম্ম নিরত পবিত্র বিনীত শূদ্র তিনজন, শুশ্রুষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহন, অপোহন, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই অষ্ট জ্ঞানযুক্ত প্রগলভ অনসূয়ক পঞ্চাশৎ বর্ষীয় শ্রুতি ও স্মৃতি সমাযুক্ত বিনীত সমদর্শী কার্য্যে বিদ্যমান ব্যক্তিগণের মধ্যে সমর্থ, অর্থলোলুপ এবং মৃগয়া, অক্ষ, স্ত্রী, পান, দণ্ডপাতন, বাক্‌পারুষ্য ও অর্থদূষণ প্রভৃতি সপ্তপ্রকার ঘোরতর ব্যসনবর্জ্জিত পৌরাণিক সূত একজন ইহাদিগকে অমাত্য করিবে।

পরন্ত রাজা, ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়, শূদ্রত্রয় ও একজন সূত এই অষ্ট মন্ত্রিগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মন্ত্রণা স্থির করিবেন! পরে সেই মন্ত্রণা রাষ্ট্র মধ্যে প্রচার করিয়া দিবেন।

যেস্থানে মন্ত্রণা করিবে, তাহার অগ্র পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক প্রদেশে বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, স্ত্রী এবং নপুংসক ইহারা কোনক্রমে যাতায়াত করিতে না পারে।

নৌকায় আরোহন করিয়া বা কুশ কাশবিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ ও অঙ্গদোষ অর্থাৎ উচ্চ ভীষণরূপ বাক্য এবং নেত্র ও বক্তৃ বিকারাদি রূপ অঙ্গদোষ পরিহারপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবে।

যে ব্যক্তি কুলীন, কুলসম্পন্ন, বাগ্মী, দক্ষ, প্রিয়ম্বদ যথোক্তবাদী ও স্মৃতিমান সেই ব্যক্তি দূত হইবে এবং তাহাতে এই সাতটী গুণ বিদ্যমান থাকিবে,, আর প্রতীহার অর্থাৎ দ্বারপাল এবং শিরোরক্ষক অর্থাৎ দুর্গ ও নগররক্ষকের এই সাতটী গুণ থাকিবে।

অমাত্য ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ, সন্ধিবিগ্রহবেত্তা, বুদ্ধিমান ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্য গোপন-ক্ষম, কুলীন ও সত্বসম্পন্ন হইবে। আর এতাদৃশ গুণযুক্ত, যন্ত্র, বূ্যহযন্ত্র, আয়ুধ, ব্যূহরচনা বিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্য্য, শীতগ্রীষ্মাদি ক্লেশ সহিষ্ণুতা এবং পরতন্ত্রবিৎ অর্থাৎ পররন্ধ্রান্বেষণা সক্ত সেনাপতি হইবে।

ভূপতি পরের বিশ্বাসভাজন হইবে, কিন্তু পরকে কদাচ বিশ্বাস করিবেন না; এমন কি পুত্রের প্রতিও বিশ্বাস করা উচিত নহে। শাস্ত্রে রাজাদিগের অবিশ্বাস পরম গুহ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে. ফলত অবিশ্বাসই ভূপালগণের প্রধান কার্য্য।

সৈন্য নির্ব্বাচন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! কিরূপ রূপ, কীদৃশ স্বভাব, কি প্রকার আচার, কিম্বিধ সন্নাহ ও কীদৃশ শস্ত্রশালী শূরগণ সমরে সক্ষম হয়েন?

ভীষ্মদেব কহিলেন, গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবীর দেশীর বীরগণ নখর এবং প্রাস দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহারা সমরে অকুতোভয় এবং অতিশয় বলশালী; তাহাদিগের বল সকল সর্ব্ব যুদ্ধেই পারগ। উশীনর দেশীয় শূরগণ সর্ব্বশস্ত্রে কুশল এবং বলবান। প্রাগ্‌দেশীয় যোধগণ মাতঙ্গ যুদ্ধে কুশল এবং কূট যোধী। কাম্বোজ, যবন এবং মথুরা-বাসী শূরগণ প্রাগদেশীয় যোধদিগের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যেরা অসি-পাণি ও বাহুযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ। হে যুধিষ্ঠির! সর্ব্বত্র এইরূপ মহাসত্ত্ব এবং মহাবল-শালী শূর সকল প্রায়ই জন্মিয়া থাকেন; অতপর তাহাদের যথোক্ত লক্ষণ শ্রবণ কর।

যাহাদিগের কণ্ঠস্বর ও গতি সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় এবং চক্ষু পারাবত ও সর্পের ন্যায়, তাহারা অনায়াসে শত্রু সৈন্য বিমর্দ্দন করিতে পারে। যাহাদের কণ্ঠস্বর মৃগের ন্যায় এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বৃষভের ন্যায় তাহারা অনবহিত, মূর্খ্য ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া থাকে। যাহারা উষ্ট্র ও মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জনকারী এবং অনায়াসে বহু দূরে গমন করিতে পারে, যাহাদিগের নাসাগ্র ও জিহ্বা অতিশয় কুটিল, কলেবর বিড়ালের ন্যায় কুব্জ, কেশকলাপ অতি বিরল, গাত্রের চর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তাহারাই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। যাহারা গোধার ন্যায় মৃদুভাব সম্পন্ন এবং যাহারা অশ্বের ন্যায়

মহাবেগে গমন ও চীৎকার করিতে পারে, তাহারা অনায়াসে সমর সাগর সমুত্তীর্ণ হয়। যাহারা অতিশয় দৃঢ় কলেবর, যাহাদিগের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, যাহারা বাদিত্র শব্দে ক্রুদ্ধ ও কলহ উপস্থিত হইলে পুলকিত হয়, যাহাদিগের চক্ষু পিঙ্গল, গাম্ভীর্য্যসূচক বহির্নির্গত ও নকুলের ন্যায় অতি কুটিল এবং মুখমণ্ডল ভ্রুকুটি কুটিল, তাহারা অনায়াসে শরীর রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত, হনুদেশ মাংস শূন্য, বাহু ও অঙ্গুলি বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়; শরীর কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত এবং যাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিঙ্গলবর্ণ ও কুটিল, গণ্ডযুগল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল, স্কন্ধদ্বয় উন্নত, জানুর অধোভাগ অতি বিকটাকার, মস্তক বর্ত্তুলাকার, মুখমণ্ডল মার্জ্জারের ন্যায় বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ঙ্কর, যাহারা গরুড়ের ন্যায় উদ্ধত ও রোষ পরবশ, যুদ্ধস্থলে যাহাদিগের কখনই শ্রান্তি জন্মে না এবং যাহারা অতিশয় অধর্ম্ম পরায়ণ; গর্ব্বিত ও ঘোর দর্শন, তাহারা অনায়াসে জীবিত নিরপেক্ষ ও সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহারা সকলেই নীচ জাতি সমুৎপন্ন; এইরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহারা সাহস সহকারে বিপক্ষ সৈন্যগণকেও বিনষ্ট করে এবং আপনারাও প্রাণ পরিত্যাগে ভীত হয় না।

মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসমুদায়ের আগম শ্রবণপূর্ব্বক সমস্ত সংশয়ের বিষয় বিদিত হইয়া এবং দানধর্ম্ম বিধি শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মার্থ সংশয় সমুদয় ছেদন করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। অনন্তর নৃপতিগণ মৌনাবলম্বন করিলে ব্যাসদেব শয়ান নৃপতি গঙ্গানন্দনকে এই কথা কহিলেন, রাজন! কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত অনুযায়ি পার্থিবগণের সহিত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্টিব ধীমান কৃষ্ণের সহিত আপনার উপাসনা করিতেছেন, এক্ষণে আপনি ইহাকে নগর গমনে অনুমতি করিতে পারেন।

পৃথ্বীপতি গঙ্গানন্দন ভীষ্মদেব ভগবান্ বেদব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া অমাত্য সহ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুমতি করিলেন। নৃপতি শান্তনুতনয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে মধুর বাক্যে বলিলেন, রাজন্! তুমি পুর-মধ্যে প্রবেশ কর, তোমার মানসিক জ্বর বিনষ্ট হউক। হে রাজেন্দ্র! তুমি শ্রদ্ধাযুক্ত ও দান্ত হইয়া যযাতির ন্যায় বহুল অন্নসম্পন্ন আপ্ত দক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা যজন কর। হে পার্থ! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে রত থাকিয়া পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি বিধান কর, তাহা হইলে তুমি শ্রেয়োযুক্ত হইবে, তোমার মানসিক জ্বর বিগত হউক; তুমি প্রজারঞ্জন কর, প্রকৃতিগণকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা কর এবং ফল সৎকার দ্বারা যথাযোগ্য সুহৃদ্গণের সম্মাননা কর। হে তাত! চৈত্যস্থান স্থিত ফলবান বৃক্ষকে বিহঙ্গগণ যেমন আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ মিত্র ও সুহৃদ্গণ তোমাকে অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করুন। রাজন্! দিনকর বিনিবৃত্ত এবং উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইলে আমার সময় উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে তুমি আমার নিকট আগমন করিবে। কুন্তী-

নন্দন যুধিষ্ঠির তাহাই করিব এই কথা বলিয়া পিতামহকে অভিবাদনপূর্ব্বক সপরিবারে হস্তিনানগরে প্রয়াণ করিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র এবং পতিব্রতা গান্ধারীকে অগ্রে করিয়া ঋষিগণ, ভ্রাতৃগণ, কেশব, পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক সকল এবং মন্ত্রীগণের সহিত হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পুরবাসী ও জনপদবাসী যথা ন্যায় সম্মান করিয়া গৃহ গমনে অনুমতি করিলেন। তৎকালে পাণ্ডুতনয় নরপতি হতবীরা ও হতেশ্বরা নারীগণকে প্রভূত অর্থ দান দ্বারা সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই নরবর মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ পূর্ব্বক সমস্ত প্রজাগণকে আনয়ন করিয়া অভিষিক্ত হইলেন। ধর্ম্মভৃৎপ্রবর যুধিষ্ঠির শ্রীমান ধীমান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেনাপতি সকল ও নিগম শাস্ত্রজ্ঞ জনগণ হইতে উৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক নগর মধ্যে কিঞ্চিৎ কাল বাস করিয়া কৌরবাগ্রগণ্য ভীষ্মদেবের সময় স্মরণ করিলেন। তিনি যাজকগণ পরিবৃত হইয়া হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইলেন, আদিত্যকে নিবৃত্ত এবং উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত দর্শনে ভীষ্মদেবের সংস্কারের নিমিত্ত প্রথমত ঘৃত, মাল্য, গন্ধ, পট্টবসন, অগুরু প্রভৃতি চন্দন, কালীয়ক গন্ধদ্রব্য, মহামূল্য মাল্য ও বিবিধ রত্ন প্রেরণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, যশস্বিনী গান্ধারী মাতা পৃথা ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রে করিয়া জনার্দ্দন ধীমান্ বিদুর যুযুৎসু ও যুযুধানের সহিত রাজোপযুক্ত সুমহৎ পরিবার কর্ত্তৃক পরিবৃত ও স্তুয়মান হইয়া ভীষ্মের সংস্কারক অগ্নি সকলের অনুগমন করত দেবরাজের ন্যায় সেই নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরিশেষে সেই মহাতেজা নৃপতি কুরুক্ষেত্রে শান্তনুতনয়ের সমীপে উপনীত হইলেন। নৃপতি তখন পরাশরনন্দন ধীমান্ ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, অসিত এবং নানাদেশ হইতে সমাগত হতাবশিষ্ট ভূপালগণ কর্ত্তৃক উপাস্য মান ও চতুর্দ্দিকে রক্ষিগণ কর্ত্তৃক রক্ষমাণ বীরশয্যায় শয়ান মহানুভব ভীষ্মদেবকে দর্শন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অরিদমন কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহকে অভিবাদন ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলে, তাহারা সকলেই তাহাকে অভিনন্দন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রহ্মতুল্য ঋত্বিকগণ এবং ভ্রাতৃগণের সহিত ঋষিগণ পরিবেষ্টিত শরশয্যায় শয়ান নিম্নগানন্দন ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবকে বলিলেন, হে নরনাথ জাহ্নবীনন্দন! আমি যুধিষ্ঠির আপনাকে প্রণাম করিতেছি।' হে বিভো! আমি অগ্নি আদানপূর্ব্বক আপনার সময়ে উপস্থিত হইয়াছি, আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ, ঋত্বিকগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আপনার পুত্র মহাতেজস্বী জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র ও অমাত্যসহ বীর্য্যবান বাসুদেব উপস্থিত হইয়াছেন। হতাবশিষ্ট নৃপতিগণ এবং কুরুজাঙ্গাল সমস্ত লোকই উপস্থিত হইয়াছেন; অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি লোচন যুগল উন্মীলন করিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করুন। ধীমান্ কুন্তীতনয় কর্ত্তৃক ভীষ্মদেব এইরূপ উক্ত হইলে সমস্ত ভারতগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে দর্শন করিলেন।

মহাশক্তির মহাপ্রস্থান।

আজ ধরিত্রী থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছে, চন্দ্র সূর্য্য ম্লান, জ্যোতিষ্ক প্রভাহীন, প্রকৃতি মলিনা, সদানন্দ ব্রহ্মধাম আজ নিরানন্দ, আনন্দে মহর্ষিগণ দেবধ্বনি করিতেছে না, আজ সর্ব্বভুকও কালিমা রূপ ধারণ করিয়াছেন, আজ তাঁহারও হবি গ্রহণে লোল জিহ্বা সংহৃত ও বিরত, বিশ্ব নিরানন্দে মগ্ন, যেন কোন মহান্ আনন্দ বিশ্ব হইতে ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, তাই আজ প্রকৃতি মলিন বেশ ধারণ করিয়াছে. যে প্রকৃতি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বসন্ত পঞ্চ শ্রীপঞ্চমীতে হাসিতেছিল, তিনি আজ অষ্টমীতে ম্লানা, পশু পক্ষী নীরব, বিটপিশ্রেণী বিষাদে নীরবে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; আজ ভারতের দুর্দ্দিন, আর্য্যের দুর্দ্দিন। ভারত আঁধারে ডুবাইয়া আর্য্য সূর্য্য অস্তমিত হইবেন, আর্য্যশক্তি অন্তর্হিত হইবেন, তাই আজ ধরিত্রীর বিসদৃশ ভাব। ঐ শুন জলদ গম্ভীরে কি এক শব্দ হইল "আমি কলেবর ত্যাগ করিব" আর্য্যমাথার বজ্র পড়িল, ভারত বিষাদে ডুবিল।

অনন্তর বলবান্ বাগ্মী ভীষ্মদেব বিপুল ভুজ গ্রহণপূর্ব্বক উন্নত মেঘ সমস্বরে বলিলেন, হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! ভগবান্ সহস্রাংশু দিবাকর পরিবৃত্ত হইয়াছেন। নিশিতাগ্র শর সমূহে অদ্য অষ্ট পঞ্চাশৎ রাত্রি আমি শয়ন করিয়া রহিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির! এই চান্দ্র মাঘ মাস উপস্থিত, এই শুক্ল পক্ষ, এই অষ্টমী তিথিতে আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব। ভীষ্মদেব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন। ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ বিষয় সংশয় সমুদয় সুন্দররূপে নির্ণয় করিয়াছ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ বহুল বিপ্রগণকে উপাসনা করিয়াছ। হে মনুজেশ্বর! তুমি সূক্ষ্মবেদ শাস্ত্র সমুদয় ধর্ম্ম সকল বেদ চতুষ্টয় বুঝিতেছ; অতএব হে কৌরব॥ তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে, যাহা ভবিতব্য তাহা হইয়াছে। তুমি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন হইতে বেদ রহস্য শ্রবণ করিয়াছ, হে রাজন্! পাণ্ডুর পুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর, ধর্ম্মত তোমারও তদ্রূপ, অতএব তুমি ধর্ম্মে থাকিয়া সেই সমস্ত গুরু শুশ্রূষা নিরত পাণ্ডুসুতগণকে পালন কর। শুদ্ধচিত্ত ধর্ম্মরাজ তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী থাকিবেন, ইহাকে আনৃশংস পরায়ণ এবং গুরুবৎসল জান। কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব মনীষি-ধৃতরাষ্ট্রকে এতাবৎ কথা কহিয়া মহাবাহু বাসুদেবকে বলিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে দেব দেবেশ সুরাসুর নমস্কৃত শঙ্খ চক্র গদাধর ত্রিবিক্রম ভগবান্! তোমাকে নমস্কার। তুমি বাসুদেব হিরণ্যাত্মা সবিতা বিরাট পুরুষ, তুমি জীব স্বরূপ অণুরূপ সনাতন পরমাত্মা, আমি তোমার ভক্ত তদ্গত চিত্ত ও অনন্য হইয়া পরিবারগণে

বেষ্টিত। হে পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষোত্তম, তুমি নিত্য, আমাকে পরিত্রাণ কর। হে বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! আপনি যাহাদিগের পরম আশ্রয় সেই পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর, আমি এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তুমি অনুজ্ঞা করিলে, আমি পরম গতি প্রাপ্ত হইব। বাসুদেব বলিলেন, হে পার্থিব ভীষ্ম! আমি আপনাকে অনুমতি করিতেছি, আপনি নিত্যধামে আরোহণ করিয়া নিত্য সুখের অধিকারী হউন, হে মহাত্মাতে! ইহলোকে আপনার কিঞ্চিৎমাত্র পাপ নাই ;! আপনি পিতৃভক্ত এবং দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয় তুল্য, যেহেতু মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আনত হইয়া আপনার বশীভূত রহিয়াছে, ভীষ্মদেব কৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পাণ্ডব এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সুহৃদগণকে বলিলেন, এস! তোমাদিগকে আলিঙ্গন করি, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, তদ্বিষয়ে তোমরা অনুমতি কর।

হায় দেব! কেমনে বলিব 'তুমি যাও'? এ যে প্রাণে চায় না! কেমনে তোমায় ছাড়িব? আর যে দেখিতে পাইব না। কিরূপে বলিব তুমি যাও, যাইলে যে আর পাইব না, দাঁড়াও দেব। একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই, আর যে দেখিতে পাইব না। তোমার সেই বরাভয় সৌম্যমূর্ত্তি, সেই মাধুরী মাখা প্রশান্ত গম্ভীর ভুবনমোহন রূপ আর যে দেখিতে পাইব না। আর কি কোদণ্ড হস্তে বিভু শক্তির সহিত মহাসমর ক্রীড়া দেখিতে পাইব? আর কি সেই অতুলনীয় রূপ দেখিব? যে রূপের নিকট কাল কলিত মৃত্যু পরাহত, মৃত্যুপতি আতঙ্কিত বিভুশক্তি পরাজিত, কাম ক্রোধ পলাইত।

আর কি কর্ণ প্রাণ রসায়ণ তোমার সেই জলদ গম্ভীর মধুর বাক্য শুনিব? আর কি তোমার রাজনিতি, সমাজনিতি, ধর্ম্মনিতি, হিতোপদেশ শুনিব? এমন মধুর বাণি আর কে বলিবে? কার বাণীতে প্রাণ শীতল হইবে?

হে জগদেক বীর! আমরা কাহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে নির্ভয়ত্ব শিখিব? সংকল্প ঠিক রাখিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞত্ব কাহার নিকট শিখিব? কাহার আদর্শে আমরা ব্রহ্মচর্য্য শিখিয়া শক্তি আয়ত্ব করিয়া পশুশক্তিকে পদ দলিত করিব?

হে দেব! যাইবার সময় তোমার পাণ্ডবকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিলে, আমাদিগকে কার হাতে সমর্পণ করিলে? আমাদিগকে কি অকুলে ফেলিয়া যাইবে? তুমি গেলে পঙ্গু ভারত কোন যষ্টি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইবে? স্বাবলম্বন কার কাছে শিখিবে? এমন কল্প বৃক্ষের কল্প রস কোথায় পাইবে? আর কি এমনটি পাইব? আর কি এমনটি দেখিব? পাপী আমরা, কাহাকে দেখিয়া নিষ্পাপ হইতে শিখিব; কাহার আদর্শ দেখিয়া সংসারে থাকিয়া ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসারের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিব?

যদি একান্তই যাইবে, তবে যাও দেব! আমরা তোমার সুখের পথে কণ্টক হইতে

চাই না, আমাদের জন্য অনেক করিয়াছ, অনেক দেখাইয়াছ কিন্তু আমরা অন্ধ তাই কিছু দেখিতে পাইলাম না, শিখিলামও না।

যাও দেব! নিত্য সুখ স্থানে যাও, তুমি যেয়ে সুখী হও আমাদের ভাগ্যে যাহা হইবার তাহাই হইবে।

এ জগতে আসিয়া মহা কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছ, একদিনের তরেও সুখের আকাঙ্ক্ষা কর নাই, কিসে পিতা মাতা ভাই বন্ধু সুখী হইবে তাহারই চেষ্টা করিয়াছ, পরের সুখের জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছ, মহাসুখের সামগ্রী তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছ, তাহাতে প্রলোভিত হও নাই, ব্রতভঙ্গও কর নাই, এবার যাও দেব নিত্যধামে যাও, নিত্যধামে নিত্য সুখে কাল কাটাও। যাও দেব! পুণ্যধামে যাও, এ পাপ স্থান তোমার উপযুক্ত নয়, নিষ্পাপ এ জগতে নাই, সুতরাং নিষ্পাপ তুমি থাকিবে কেন? তাই কি তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছ? তবে যাও দেব! নিষ্পাপ ধামে যাও; আমরা পাপী, তাই তোমাকে রাখিতে পারিলাম না, তাই আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে। হায় দেব! আর কি দেখা দিবে না? এই কি জন্মের মত চলিলে? আরকি আসিবে না?

(১) যখন শুনিলাম, তুমি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সৈন্যাপত্যে দীক্ষিত হইয়াছ, তখন মহর্ষির বাক্য স্মৃতিপথে আসিয়া প্রাণকে আকুলিত করিল, তখনই সন্দেহ হইল তুমি আমাদিগকে ছাড়িবে।

(২) যখন শুনিলাম, তুমি শিখণ্ডীকে দেখিয়া অস্ত্র ধরিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, শুনিয়া প্রাণ চমকিল, তখনই বুঝিলাম তুমি আমাদিগকে ত্যজিবে।

(৩) যখন দেখিলাম, তোমার শিবিরে বিশ্বনিয়ন্তার সহিত কাতরে পাণ্ডবগণ শরণার্থী হইয়া মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি পাণ্ডবে কাতর দেখি মৃত্যুর উপায় বলিতেছ, তখন প্রাণের ধৈর্য্য বন্ধন ছিঁড়িল, তখনি জানিলাম তুমি আমাদিগকে কাঁদাবে।

(৪) যখন দেখিলাম, মহাসমরে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া তোমাকে অস্ত্রপ্রহার করিতেছে, তুমি তাহাকে দেখিয়া অস্ত্রত্যাগ করিয়াছ, নিরস্ত্র তোমাকে অর্জ্জুন রোমে রোমে মহাস্ত্র বিদ্ধ করিতেছে, প্রতিকার সত্বেও প্রতীকার করিতেছ না, নিশ্চল, নিষ্কম্প উদাসীন মধ্যস্থের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অস্ত্রপ্রহার সহ্য করিতেছ, দেখিয়া প্রাণ শিহরিল, তখনি জানিলাম তুমি আমাদিগকে ছাড়িবে।

যদি একান্তই ছাড়িবে, তবে যাও; আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা তোমাকে না ভুলি; যদিও আমরা তোমাকে ভুলে থাকি, তুমি কিন্তু ভুল না, তুমি আমাদিগকে মনে রেখ। আমরা মহাপাপী, তাই তোমাকে ভুলে থাকি, কিন্তু তুমিত পাপী নও, তুমি কেন তোমার বংশধরদিগকে ভুলিবে? তোমাকে চিনি নাই, জানি নাই, তাই ভুলিয়া যাই;

তোমাকেই যদি স্মরণ থাকিত তবে কি আর সেই আর্য্য আজ এই হইত? তোমাকে আমরা ভুলিলাম, তাই বিপাকে পড়িলাম, তাই মজিলাম। তোমাকেই যদি না ভুলিব তবে তুমি যাদের শীর্ষ্যস্থানীয় তাদের কেন এ দুর্গতি? তুমি স্বাধীন, তোমার বংশধরেরা কেন পরাধীন? তুমি অপরাপেক্ষী? তোমার বংশধরেরা কেন পরাপেক্ষী? আশীর্ব্বাদ কর দেব! তোমার বংশধরদিগের যেন পতন না হয়। আমরা অন্ধ, তাই তোমাকে চিনিলাম না, জানিলাম না; তোমাকে না চিনিয়াই আমাদের এ দুর্দ্দশা। হায় দেব! তোমার বংশধরেরা তোমায় জানেনা, চিনেনা, মানেনা, স্মরেনা, দিনান্তেও একবার নাম করে না, তবে কিসে দুর্গতি ঘুচিবে? তাই বলি দেব! তোমার বংশধরেরা তোমায় চিনে না, তাই ভুলিয়া থাকে, তাই দুর্দ্দশা ভোগ করে; যবে তোমায় চিনিবে, জানিবে, শুনিবে, মানিবে, স্মরিবে, তবে এ দুর্গতি ঘুচিবে, এ বন্ধন খসিবে।

অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ কহিলেন হে মহাদ্যুতে! ইহলোকে আপনার কিঞ্চিন্মাত্রও

নতেঽস্তি বৃজিনং কিঞ্চিদিহলোকে মহাদ্যুতে
তেন মৃত্যু স্তব বশে স্থিতো ভৃত্যইবা নতঃ॥

পাপ নাই! যেহেতু মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আপনার আনত রহিয়াছে; অতএব আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি নিত্যধামে নিত্য সুখে অবস্থিতি করুন।

ভীষ্মদেব কৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পাণ্ডবগণ এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সমস্ত সুহৃদগণকে আলিঙ্গন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। সেই ধীমান্ শান্তনব ভীষ্ম অনন্তর যথাক্রমে মূলাধারাদি অধিষ্ঠানে মনের সহিত প্রাণাদি বায়ু ধারণ করিলে সেই মহাত্মার প্রাণাদি বায়ু সম্যক নিরুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধগামী হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তৎকালে যে যে অবয়বের যে অংশ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, সেই যোগযুক্ত মহানুভবের সেই অঙ্গ বিশল্য হইল। ক্ষণমাত্র মধ্যে সকলের সাক্ষাতেই তিনি বিশল্য হইলেন। বাসুদেব প্রভৃতি ব্যাসাদি মুনিগণের সহিত সকলেই তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন, তিনি সর্ব্বাবয়বে প্রাণ সংযুক্ত মনকে নিরোধপূর্ব্বক মস্তক ভেদ করিয়া উর্দ্ধে গমন করিলেন। আকাশে পুষ্পবৃষ্টির সহিত দেবদুন্দুভি হইতে লাগিল। সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেবের মস্তক হইতে মহোল্কার ন্যায় কোন পদার্থ নিঃসৃত হইয়া আকাশে আবেশ করত ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্হিত হইল। এইরূপে সেই ভরত কুলধুরন্ধর নরনাথ শান্তনুনন্দন তৎকালে কালের সহিত সংযুক্ত হইলেন।

অনন্তর মহানুভব পাণ্ডবগণ বিদুর ও যুযুৎসু বহুল কাষ্ঠ ও বিবিধ গন্ধ আনয়ন পূর্ব্বক চিতা নির্ম্মাণ করিলেন, অপরে দর্শন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির এবং মহামতি বিদুর উভয়ে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে ক্ষৌমবসন ও মাল্য দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, যুযুৎসু

তাঁহার উপরি উৎকৃষ্ট ছত্রধারণ করিয়া রহিলেন। ভীমসেন ও অর্জ্জুন উভয়ে শুভ্র চামরদ্বয় বীজন করিতে লাগিলেন, নকুল ও সহদেব উষ্ণীষ ধারণ করিলেন, যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র, কুরুকুলধুরন্ধর ভীষ্মদেবের পদতল হইতে সর্ব্ব শরীরে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলেই সেই মহাত্মার বিধিবৎ পিতৃ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন, অগ্নিতে বারংবার যজন করিলেন, সামগ ব্রাহ্মণগণ সামগান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি চন্দন কাষ্ঠ ও কালীয়ক কালাগুরু প্রভৃতি বহুবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা গঙ্গানন্দনকে আচ্ছাদন করিয়া হুতাশন প্রজ্বালনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন।

কুরুকুলধুরন্ধর কুরুসত্তম সকল কুরুশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয়কে সংস্কার করিয়া ঋষিগণ সেবিত পবিত্র ভাগিরথী তীরে গমন করিলেন, ব্যাসদেব, অসিত, নারদ কৃষ্ণ, ভরতকামিনীগণ এবং যে সমস্ত পৌরজন সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই সমস্ত লোক বিধিপূর্ব্বক ভীষ্মের তর্পণ করিলেন।

ভীষ্মাষ্টমী কৃত্যং পিতৃরীত্যা ভীষ্ম তর্পণং কার্য্যং।
মন্ত্রস্তু—বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায়চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে ॥

প্রার্থনা মন্ত্রস্তু—ভীষ্মঃ শান্তনবোবীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভি রবাপ্নোতু পুত্র পৌত্রাচিতাং ক্রিয়াং ॥
শুক্লাষ্টম্যাস্তু মাঘস্য দদ্যাদ্ভীষ্মায় যোজলং।
সম্বৎসর কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥

বিশ্বনাট্য রঙ্গভূমে মহানেতা মহা অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। এই অভিনয় অপূর্ব্ব ইহার তুলনা নাই, ইহার দ্বিতীয় নাই। এমন মহাপুরুষও কেহ জন্মে নাই, এমন অভিনয়ও কেহ করে নাই। ভারত রঙ্গমঞ্চে কুরুক্ষেত্র যবনিকা পতিত হইয়াছে, অভিনেতা অন্তর্হিত হইয়াছে, অভিনয়ও স্থগিত হইয়াছে। অধুনা ভারতে কোন অভিনেতাও নাই, সেই অভিনয়ও নাই।

এই মহাপুরুষ ভূলোকে ধর্ম্মের চির পবিত্র স্নিগ্ধভাব বিকীর্ণ করিবার জন্যই বোধ হয় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যাঁহার লোকাতীত কার্য্য পরম্পরা সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বস্থলে সকলের শিক্ষার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। তিনি পিতার পরিতোষ সাধনের জন্য রাজ্যাধিকারে ও দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, নির্ব্বিকার চিত্তে সত্যের পালন, সত্য প্রতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন এবং অন্যান্য

অসাধারণ বীরত্ব সম্পন্ন হইয়াও অপরের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক বীতস্পৃহতা স্থায় নিষ্ঠতা ও চিত্তসংযমের এক শেষ দেখাইয়াছেন।

একাধারে ঈদৃশ অসাধারণ গুণসমূহের সমাবেশ কখন কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তী বা শ্রুতি বিষয়বর্ত্তী হয় নাই। তাহার স্থায় রাজাধিরাজ তনয়, তাহার স্থায় সর্ব্ববিষয়ে অসামান্ত ক্ষমতাশালী এবং তাহার স্থায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়া বোধ হয় কেহ তাঁহার মত আজীবন পরসেবায় কালযাপন করেন নাই। বীরপুরুষ রণস্থলে বিজয়িনী শক্তি প্রকাশ করিয়া বীরেন্দ্রবর্গের বরণীয় হইতে পারেন, প্রতিভাশালী প্রতিভা প্রভাবে সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে পারেন, গবেষণা কুশল পণ্ডিত কোন অভিনবতত্ত্ব উদ্ভাবিত করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন, শিল্পজ্ঞ শিল্পকর্ম্মে অসাধারণ কৌশল দেখাইতে পারেন, কিন্তু একাধারে সর্ব্বগুণের সমাবেশ বিষয়ে কেহই এই চির কৌমার ব্রতধারী মহাপুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন না। বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, বহু রাজ্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে, অদ্যাপি সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ও ভক্তি রসার্দ্র হৃদয়ে এই মহাপুরুষের অসামান্ত গুণের নিকটে অবনত মস্তক হইতেছেন। পৃথিবীর কোন ব্যক্তি কোন সময়ে এই মহিমান্বিত ব্রহ্মচারীর গৌরবস্পর্দ্ধী হইতে পারেন নাই এবং পৃথিবীর কোন দেশে কোন সময়ে ভীষ্মের স্থায় পুরুষসিংহের আবির্ভাব হয় নাই। ভীষ্মের শরশয্যার পূর্ব্বে, মহতত্ত্ব ভাণ্ডারে কোন মনিষী কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, শরের শয্যা হইতে পারে এবং তাহাতে কোন বীরপুরুষ মহাসুখে, মহানন্দে শয়ন করিতে পারেন। যদিও পৃথিবীর বালুকাকণা, সমুদ্রের লহরী ও আকাশের নক্ষত্র গণা যায়, যদিও ব্রহ্মের গুণ বর্ণনা করা যায়, তবুও পূর্ণব্রহ্মচর্য্যধারী চিরকৌমার ব্রতী এই মহাপুরুষের গুণবর্ণনা করা যায় না। অনন্ত গুণের একাধার এই মহাপুরুষের গুণবর্ণনায়—

পঞ্চে পঞ্চানন, কৈতে শক্ত নন। তন্ত্র চমকিত, পুরাণ স্তম্ভিত।
সরস্বতীর বীণা, তাও এখানে দীনা। বিস্মিত বিজ্ঞান, দর্শন অজ্ঞান।
বেদ এখানে স্তব্ধ, বেদান্ত নিঃশব্দ। সুদূরে সাহিত্য, কল্পনা কবিত্ব।
বর্ণনা বিফলা, বক্তৃতা বিকলা।

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের ও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যধারীর গুণের ইয়ত্তা কে করিতে পারে? ঈশ্বরের পূর্ণ গুণ ও পূর্ণশক্তি তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত এবং তে[illegible] ঈশ্বর।

ইতি পঞ্চ[illegible] মহানির্য্যাণ খণ্ড।

ওঁ শান্তিঃ—ওঁ শান্তিঃ

উপসংহার।

দীনের নিবেদন—

হে আর্য্য! দেখিলে তোমার সম্মুখে কি পদার্থ? কি আদর্শ? যদি দেখিয়া থাক তবে বুঝিবার চেষ্টা কর কি দেখিলাম। এই পূর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞান তৎপর মহা যশস্বী আর্য্য জাতির হৃদয় যন্ত্রের অলৌকিক গতি কেন স্তম্ভিত হইল? কেন ভারতের প্রফুল্ল মুখে মলিন ছায়া পড়িল? কেন খেলিতে খেলিতে শিশু ভূমিতে ঢলিয়া পড়িল?

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রখর কিরণ মালা বর্ষণ ও জগৎকে সন্তপ্ত করিয়া যখন অস্তাচল চূড়ায় বিশ্রাম লাভ করেন, তখন গৃহে গৃহে প্রদীপ রাশি প্রজ্বলিত হয়, লতায় পাতায় ও তৃণ শয্যায় খদ্যোতকুল দীপ্তিদান করিতে থাকে, নক্ষত্র মালা আকাশের দিগ্বিভাগ আলোকিত করিতে চেষ্টা করে এইরূপ ত্রিলোক বন্দিত ব্রহ্ম তেজ—সন্দীপ্ত আর্য্য জাতির বর্ত্তমান অধঃপতন দেখিয়া, পৃথিবীর দিগদিগন্তবাসী নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিভাপুঞ্জ লইয়া, ভারতের পবিত্র সিংহাসন অধিকার করিতে আসিয়াছে। যাহার ভীম গর্জ্জনে সমস্ত বন বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেই সিংহ যখন নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার সম্মুখেও পশ্চাতে কত বনচারী মৃগ নৃত্য করিয়া, লম্ফ প্রলম্ফন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, হয়তো ক্ষুদ্র মূষিক সিংহকে মৃত জ্ঞান করিয়া, তাহার নাসারন্ধ্রকে একটা ক্ষুদ্র বিবর মনে করিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে যায়। হে পশুগণ! অবোধ জীবগণ! সিংহ মরে নাই, নিদ্রিত অচেতন আছে মাত্র। যথা সময়ে জাগিবে, জাগিয়া যখন সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক ভীমনাদে মহা গর্জ্জন করিবে, তখন অবোধ মূষিক, নির্ব্বোধ মৃগগণ! তোমরা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া কোথায় পলায়ন করিবে তাহার স্থির নাই।

সর্ব্বংসহ আর্য্য জাতি, মহাসাগর গর্ভস্থ প্রচণ্ড পর্ব্বতের ন্যায়, উত্তাল তরঙ্গ মালার অগণ্য আঘাত অনবরত সহ্য করিতেছে। বিজাতীয়তা, বিধর্ম্মিতা, ব্যাভিচারাদি নির্ম্মিত রাশি বিষম বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে, আর্য্য নিরস্ত্র, কিন্তু নির্ভীক নিরস্ত্র পিতামহকে চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্র বর্ষণ করিয়া পাতিত করিয়াছে, কিন্তু মারিতে পারে নাই, হতচেতন হইয়াও কাতরকণ্ঠে, পুনর্জ্জীবন লাভের জন্য জল চাহিতেছেন, অচেতন বীরাগ্রগণ্য পিতামহকে জলদানে পুনর্জীবিত করিবে কে? ত্রিলোক অমর্ষণ-কারী দুর্য্যোধন পারিবে না, তবে পারিবে কে? ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে স্বর্গীয় বিদ্যাধরীকে

প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন যে বীর, তিনিই জলদানে তৃষ্ণা নিবারণ করিবেন, পুনর্জীবিত করিবেন, ব্রহ্মচর্য্যধারী ব্যতীত অন্য কেহ পারিবে না। অমৃত ভারত আজ নিরন্ন হতচেতন। ব্রহ্মচর্য্য প্রসূভারতে, হতচেতনের চৈতন্য সম্পাদক বীরের অভাব হইল কেন? আর্য্য বীর কেন হতচেতনকে চেতন দিতে পারিতেছে না? 'কেন হারিয়া যাইতেছে? "ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই ইহার কারণ।

কাম রিপুরাজরূপী ও সাধারণতঃ সর্ব্বজীবনব্যাপী বলিয়া, প্রাচীন ভারতে জীবনের প্রথম ভাগেই কাম সংযম শিক্ষার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। কামেন্দ্রিয়ের সংপূর্ণ সংযমই "ব্রহ্মচর্য্য" শব্দের বিশেষার্থ। ... ব্রহ্মচারী সে, ব্রহ্মচারী যে, কাম-সংযমী সে। কামের অবিকশিত অবস্থা পর্য্যন্ত বাল্যকালেই (উপনয়ন হইতে দার গ্রহণ কাল পর্য্যন্ত) ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার সুযোগ্য সময়; কারণ, তাহা না হইলে, বিকসিত অবস্থায় (যৌবনে-গার্হস্থ্যাশ্রমে) সহসা কোন প্রবল প্রলোভনে পদস্খলিত হইয়া সব মাটি হইতে পারে, এইজন্য আগে হইতেই সতর্কতা চাই, বাঁধ বাঁধা চাই, বেড়া দেওয়া চাই, রণক্ষেত্রে বহির্গত হওয়ার পূর্ব্বেই শিবিরে বর্ম্ম পরা ও শস্ত্র সজ্জা করা আবশ্যক। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্ব্বে নেপথ্যেই অভিনয়োপযোগী বেশাদি ধারণের প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই সেই শিবির। কামাদি প্রবল রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইলে, এইখানে সুসজ্জিত হইয়া নিতে হয়। আর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই সেই নেপথ্য। নবজীবন—নাটকাভিনয়ে ধর্ম্ম সাধকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হইলে, নেপথ্য হইতেই তদুপযোগী শিক্ষায় সাজিয়া আসিতে হইবে কিন্তু এখন সে শিবিরে সেনেপথ্যে সে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, অশস্ত্র সজ্জিত সেনা সমরে হারিয়া যায়; অশিক্ষিত অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উপহসিত হয়, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা শূন্য এই কলুষাচ্ছন্ন কলিযুগে কাম কিঙ্কর মানবের বিদগ্ধ ভাগ্যে এইরূপ বিড়ম্বনাই ঘটিতেছে, কাম শরীরের উৎপাদকও বটে, ও উচ্ছেদকও বটে। আর্য্যশক্তি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ভীষ্মদেব আর্য্য জাতি, ভীষ্মশক্তি আর্য্য জাতির শক্তি, আর্য্য জাতিতে স্থিতি শক্তি বিরাজমান, ইহার লয় নাই, ক্ষয় নাই, মহাপ্রলয়েও দেদীপ্যমান। আর্য্যেতর শক্তি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত নয়, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসশীল। ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতপুঞ্জ মহা আড়ম্বরে উদ্ভাবিত হইয়া, চক্ষু ঝলসিয়া, দাহ জন্মাইয়া মুহূর্ত্তেই বিলীন হয়, আর্য্যেতর শক্তিও তদ্রূপ আর্য্যবিশ্বে আর্য্যেতর শক্তি ক্ষণপ্রভার ন্যায় কিঞ্চিৎ কালের জন্য প্রভাবিস্তার করিয়াই অন্তর্হিত হইবে, স্থায়ী হইতে পারিবে না। ব্রহ্মচর্য্যমূলী আর্য্যশক্তি ক্ষণস্থায়ী নয় নিত্য, দাহ নয় স্নিগ্ধ। আর্য্যেতে এত শক্তি নিহিত আছে যে মনে করিলে প্রত্যেক আর্য্যই ঐরূপ শক্তিশালী হইতে পারে, আর্য্যকেন্দ্রে অখণ্ড হইতে খণ্ড বিখণ্ড সর্ব্বশক্তিও বিরাজমান। আর্য্যেতরে অখণ্ড নাই খণ্ডও নাই, কেবল বিখণ্ডই আছে। আজ আর্য্য সেই শক্তি হারাইয়াছে আর কি হারানিধি পাইবে? কাল প্রভাবে আর্য্য শক্তি কাল কুক্ষিগত,

সুপ্ত, কবে জাগিবে? কিছু কালের জন্ত আর্য্য জগতে ক্ষণস্থায়ী, অশান্তিকর, প্রাণ সংহারক, ত্রাসকারী শক্তি ঝঞ্ঝা প্রবাহিত রহিবে।

কাল নিদ্রাগত আর্য্য শক্তি যবে জাগিবে, অশান্তি স্থান শান্তি পূর্ণ হইবে, সংহার শক্তি অন্তর্হিত হইবে, জীবনি শক্তি আসিবে, ত্রাস ভয়ে পলাইবে, নির্ভীকত্ব সেইস্থান অধিকার করিবে, তাই বলি আর্য্য একবার জাগ! ব্রহ্মচর্য্য বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হও, ব্রহ্মচর্য্য বর্ম্মে পাশুপতাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, সুদর্শন চক্র প্রতিহত হইবে; সামান্ত পাশবীক ধূর্ত্ত শৈরগালিক মানবাস্ত্রের ভয় রহিবে না; সর্ব্ব জয়ী হইবে, বিশ্বাধি পত্যলাভ করিবে; ভারতের আর্য্য মুখশ্রী অদ্ভূতাব ধারণ করিবে, হারানিধি শান্তি সুখ যথা সময়ে খুঁজিয়া পাইবে। তাই বলি আর ঘুমাও না, জাগ, প্রবুদ্ধ হও, বর্ম্ম পরিধান কর!

ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত আর্য্যজ্ঞান, আর্য্যজ্ঞানের অন্তর্গত বিশ্বজ্ঞান অর্থাৎ বিশ্বেযত কিছু জ্ঞান আছে সমস্তই আর্য্যজ্ঞানের অন্তরনিবিষ্ট, শিল্পবল, বাণিজ্যবল, জ্ঞানবল, বিজ্ঞানবল, জড়বিজ্ঞানবল, সাহিত্যবল, দর্শনবল, জ্যোতিষবল, সঙ্গীতবল, অস্ত্র শস্ত্র জ্ঞান, আগ্নেয়াস্ত্র, বরুণাস্ত্র, বায়বীয়, পার্থিবাস্ত্র, ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ত্রিকাল জ্ঞান সমস্তই আর্য্যজ্ঞানের অন্তর্ভূত, যাহা আর্য্যজ্ঞানে নাই, তাহা বিশ্বে নাই, তাহা অজ্ঞান।

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা কি প্রকারে মহৎ বিপুল শক্তি আয়ত্ত হইতে পারে, তাহা সামান্ত চিন্তা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। চিন্তা করিয়া দেখ—প্রত্যহ তুমি স্ত্রী সংসর্গ কর, সামান্ত মনসংযোগেই বুঝিতে পার যে তোমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তুমি দুর্ব্বল হইয়াছ, স্ফূর্ত্তি নাই, শরীর মেজমেজে, মাথাধরা, পেটের ব্যারাম, অপাক ইত্যাদি। আচ্ছা একদিন বন্ধ রাখ, দুদিন বন্ধ রাখ, অবশ্য একটু বিশেষ শক্তি বোধ হইবে, তৃতীয় দিন বন্ধ কর, আর একটু বিশেষ বোধ হইবে, এই প্রকারে যদি এক বৎসর বন্ধ রাখ তাহা হইলে কত শক্তি বৃদ্ধি হইল তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিবে; পূর্ব্বে যে নিরানন্দ দুর্ব্বল প্রভৃতি ছিল তাহার হ্রাস হইয়াছে, মাথা ধরা ঘুচিয়াছে, পেটের ব্যারাম সারিয়াছে। যাহার প্রসাদে এ প্রকার হইল, সেই পদার্থ যদি প্রচুর মাত্রায় ধৃত রহে, তাহা হইলে কত শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শুক্র তোমার শরীর হইতে যত পরিনাণে ক্ষয় হইবে, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, তেজ সকলই সেই পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে; শুক্র যত পরিমাণে শরীরে থাকিবে, শরীরে বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, লাবণ্য, তেজ ততই বর্দ্ধিত রহিবে। ব্রহ্মচর্য্য ভাগানুযায়ী শক্তির ভাগও হ্রাস বৃদ্ধি কল্পিত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য কল্প বৃক্ষ। যাহার যেমন কল্পনা, সে সেইরূপ কল্পিত ফলই ইহার নিকট প্রাপ্ত হয়; এক কথায় ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিলে বুদ্ধি নির্ম্মল হয় ও প্রকাশ শক্তি আবির্ভূত হয়, শক্তি বিকসিত হয়। এবম্ভূত সর্ব্বপ্রকাশক বুদ্ধিকে যাহাতে প্রয়োগ করিবে

তাহাই বিস্তৃত আকার ধারণ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য বুদ্ধিকে সাহিত্যে প্রয়োগ কর উৎকৃষ্ট সাহিত্য প্রসব করিবে, দর্শনে নিয়োগ কর উজ্জ্বল আকার ধারণ করিবে, জ্ঞানে নিয়োগ কর সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রকাশিত হইবে, শিল্প জ্ঞানে নিয়োগ কর উৎকৃষ্ট শিল্প আবির্ভূত হইবে, সঙ্গীতে নিয়োগ কর, সুগায়ক হইবে কুস্তিতে নিয়োগ কর হস্তীবল ধারণ করিবে, যুদ্ধে নিয়োগ কর, অজেয় হইবে, অস্ত্রশস্ত্রে নিযুক্ত কর সর্ব্বোৎকৃষ্ট শস্ত্র আবিষ্কৃত হইবে এই ব্রহ্মচর্য্যকে যাহাতে নিয়োগ করিবে তাহাতেই উৎকর্ষতা লাভ হইবে। এ হেন ব্রহ্মচর্য্য বুদ্ধিকে জড় বিজ্ঞানে নিয়োগ কর, কত অত্যদ্ভুত জড় বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। অধুনা আর্য্যেরা জড়বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য অভাবে মোহগ্রস্ত আর্য্য অনার্য প্রভৃতি জড়বিজ্ঞানে দেখিয়া যে মোহপ্রাপ্ত হইবে তাহা বিচিত্র নয়। জড় বিজ্ঞানকে যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তাহার ন্যায় বদ্ধ পাগল সৃষ্টিতে নাই, কেননা ব্রহ্মচর্য্যবিহীন কলুষিত রজতমাচ্ছন্ন মূঢ় বুদ্ধি হইতে যাহা প্রসূত হইতে পারে, তাহা যে ব্রহ্মচর্য্যশালী নির্ম্মল সত্ত্বগুণী স্বচ্ছ বুদ্ধি হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে না, তাহা পাগল ছাড়া কে বলিবে?

হে আর্য্য! যদি জড়বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর, তবে একবার খণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া বুদ্ধি নিয়োগ কর, দেখিবে বুদ্ধি শতমুখিনী হইয়া সর্ব্ব বাধা অতিক্রম করিয়া কত কত জড়বিজ্ঞান প্রসব করিবে তাহার নির্ণয় নাই; এবং আরো দেখিবে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অধ্যাত্ম বিজ্ঞান তাহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে। কেবলমাত্র জড়বিজ্ঞানই ব্রহ্মচর্য্যের গতি নহে, ইহার গতি সর্ব্ব ঊর্দ্ধে! বিনা ব্রহ্মচর্য্যে যে বিজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তাহা যদি ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা লাভ করিতে হয়, এবং ব্রহ্মচর্য্য যদি ততোধিক উচ্চ বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে না পারে, তবে যেন সেই ব্রহ্মচর্য্য নাম বেদ হইতে লুপ্ত হয়, আর্য্য সৃষ্টি যেন প্রাদুর্ভূত না হয়, আর্য্যনাম যেন সৃষ্টি হইতে লোপ হয়।

হে আর্য্য! তোমার পূর্ব্ব পুরুষের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, এই ব্রহ্মচর্য্যবলে সর্ব্ব-শক্তির উপর আধিপত্য করিয়াছে। এবে সেই আর্য্যশক্তি পরিম্লান। কেন এমন হইল? সেই আর্য্য শক্তির সহস্রাংশুর অংশু আজ কোথায় লুকাইল? ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চ অধিকার কেন আর্য্য হারাইল? বেদ যে অধিকার একমাত্র আর্য্যকেই প্রদান করিয়াছে, আর্য্যেতর প্রাণি এ অধিকারে অনুপযুক্ত বিধায়, ইহা আর্য্যতেই প্রদত্ত হইয়াছে, এ হেন উচ্চ অধিকার কেন আর্য্য হেলায় হারাইল? আজ আর্য্য এ অধিকার হারাইয়াছে, তাই কামিনী ক্রোড়ে শুইয়া পড়িয়াছে, তাই শৃগালে কামড়াইতেছে মশকে দংশন করিতেছে।

হে আর্য্য! তোমাদের শক্তি যেন জড়শক্তি আয়ত্ত করিয়াই ক্ষান্ত না হয়, তদতিরিক্ত চিৎশক্তির উপরও আধিপত্য করা চাই, তাহা না হইলে সে শক্তি শক্তিই নয়। যে জড় শক্তি আয়ত্ত করিয়া আস্ফালন করে করুক, কিন্তু আর্য্য যেন তাহা না করে; আর্য্যলক্ষ্য

আরো উর্দ্ধে। এ আর্য্যশক্তির জড়বিজ্ঞানের উপর কত প্রভুত্ব ছিল তাহা শাস্ত্র পাঠক, পুরাণ পাঠকদিগের অবিদিত নাই। আর্য্যেরা যে জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা অনার্য্যের স্বপ্নাতীত, অধুনা রজ তম গুণাক্রান্ত আর্য্যের ধারণাতীত।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ভারতের রত্ন অন্তে অপহরণ করিতেছে; সে অতি নির্ব্বোধ, কেননা ভারতের রত্ন অন্তের অপহরণের সাধ্যের অতীত, এ রত্নে অন্তের অধিকার নাই, ভারত রত্নের আরতই অধিকরণ, অন্ত অধিকরণ ইহার নাই। যাহা অপহৃত হইতে পারে তাহা ক্ষণভঙ্গুর, যাহা ক্ষণভঙ্গুর তাহা ভারত রত্ন নয়। তবে যে রত্ন হরণ বলিয়া ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে! তাহা রত্ন-হরণ নয়, কাঁচ হরণ। ভারতের কাঁচ হীরা মাণিক্য সোণা ইত্যাদি, ইহাই দস্যুতে অপহরণ করিতে পারে ও করিতেছে। আর ভারতের রত্ন ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দয়া, পরোপকারিতা ইত্যাদি, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। এ অপূর্ব্ব ব্রহ্মচর্য্য সৃষ্টির বা ভারতভাণ্ডারের অত্যুজ্জ্বল রত্ন। এ ধনে বঞ্চিত হইয়া আর্য্য দীন, হীন, কাঙ্গালের স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! যাহাদের এমন অত্যুজ্জ্বল রত্ন তাহারা আজ দীন। যাহারা এ ধনে ধনী, তাহারাই ধনী অন্তে নির্ধনী, অন্তে কাঁচের ধনী। ব্রহ্মচর্য্য ধনে ধনী যে, সকল ধনে ধনী সে; আজ আর্য্য এ ধন হারাইয়া মণিহারা ফণীর স্থায় সর্ব্ব বিশ্ব অন্ধকার দেখিতেছে। যে মণিধরের ভয়ে সুরাসুর কাঁপিত, মনির অভাবে তৎগাত্রে ভেকে মুত্রত্যাগ করিতেছে, কিমাশ্চর্য্য মতপরং। এ অমূল্যধন দীনের দীনবন্ধু, কাঙ্গালের একমাত্র সখা, ইহার লয় নাই, ক্ষয় নাই, মহাপ্রলয়েও ধ্বংস নাই। কবে আর্য্যের ঘরে ঘরে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, কবে জনে জনে ইহা গ্রহণ করিবে, কবে আর্য্যোন্থানে এ কল্পবৃক্ষ রোপিত হইবে? কবে দাবদগ্ধ প্রাণ শীতল হইবে, কবে শান্তি সুখ ফিরিয়া পাইব? কে জানে। হে আর্য্য! ব্রহ্মচর্য্য ধারণ কর। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত স্বাভাবিকই কঠোর, অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য অত্যধিক কঠোর, উহা অসাধ্য। বেদে মাত্র দুই অস্খলিত ব্রহ্মব্রতীর নাম উল্লেখ আছে, এক হনুমান আর ভীষ্মদেব, সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ইহা আর কেহ পারে নাই, যদি পারিত, তবে তাহাদের নাম উল্লেখ থাকিত।

তবে কি অসাধ্য বলিয়া একেবারে ত্যাগ করিব! চেষ্টা করিয়া দেখা কি উচিত নয়! সৎকার্য্যের আংশিকও মঙ্গলদায়ক। অসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করিতে নাই, চেষ্টা করাই উচিত; চেষ্টা করিলে পূর্ণ না হউক, আংশিক রূপেও ত সিদ্ধ হইতে পারে, আমাদের পক্ষে তাহাও যে যথেষ্ট, যে আংশিক ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিতে পারে সর্ব্ব কঠোরতা তাঁর আজ্ঞাকারী হয়, কঠোর কোমলে পরিণত হয়। যে যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবে তাহার সেই প্রকার শক্তি আয়ত্ব হইবে, ব্রহ্মচর্য্য যত খণ্ডিত হইবে শক্তি তত হ্রাস হইবে। কোন কোন অবোধ আপত্তি করিয়া থাকে যে যদি সকলেই অস্খলিত ব্রত ধারণ করে তবে সৃষ্টি লোপ হয়, এ আশঙ্কার কোন মূল নাই, কেননা মনে করিলেই

অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করা যায় না, তবে কি না অখণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে খণ্ডে যাইয়া পৌঁছান যায়, আর খণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে বিখণ্ডে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়; সুতরাং অখণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইবে, তার পর যেখানে যাইয়া পড়া যায়। যদি কেহ অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধ হইতে পারে, সে মহাত্মার সম্বন্ধে কোন বর্ণনাই নাই, সে মহাত্মার গুণ বর্ণনে বেদও অপারগ, সে সংকল্প দ্বারাই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারে। যদি শাস্ত্র মান পুনর্জন্ম মান তাহা হইলে বংশ লোপের কোন অর্থ থাকে না। এই তোমার প্রথম সৃষ্টি নয় বা তোমার প্রথম জন্ম নয়, কেননা তুমি অনাদি কালের সৃষ্ট। ইহার পূর্ব্বেও তোমার অনন্ত প্রাণিতে অনন্ত বার জন্ম হইয়াছে। এই অনাদি কালের অনন্ত সৃষ্টিতে এমন কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা তোমার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, পিতা, মাতা, ভগ্নি প্রভৃতি রূপে অনন্ত বার জন্মগ্রহণ না করিয়াছে এবং তুমিও অনন্ত বার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি প্রভৃতি রূপে জন্ম গ্রহণ না করিয়াছ; এ বিশ্ব তোমার বংশধর, তুমি বিশ্ব বংশধর; তুমি অনন্ত জীবনে অনন্ত বংশধর রাখিয়া আসিয়াছ, যাহা কেহ সহস্র বাহু ধারণ করিয়া অনন্ত কাল কাটিতে থাকিলেও নির্ম্মূল হইবে না, লোপ পাইবে না।

মহাপ্রলয়ে তুমিইবা কোথায় থাকিবে, তোমার বংশই বা কোথায় রহিবে? তবে ব্রহ্মচর্য্যের বেলায় বংশরক্ষার ফাঁকি কেন? পূর্ব্বকালের মানব দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছে। লক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডব চৌদ্দবৎসর ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছেন, মুনিঋষিরা কেহ বিশবৎসর, ত্রিশবৎসর ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছে, তাহাদের কি বংশলোপ হইয়াছে? বরঞ্চ তাহাদের সন্তানাদিরা হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ু হইয়াছেন।

খণ্ড ব্রহ্মচর্য্য বহুভাগে বিভক্ত যথা সাংবাৎসরিক, যেমন পিতামাতার মৃত্যুতে এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ধারণ, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক, কণিষ্ঠসি মাসেকের মধ্যে একদিন স্ত্রীসংসর্গ, ইহার নীচে যাহা তাহা আচার নয় অনাচার। ঐ কণিষ্ঠসি বৃত্তিরও যথেষ্ট ক্ষমতা; বুদ্ধি বহু প্রসারিণী, স্বাস্থ্য বহুল ও শক্তি বহুল। মনে রাখিতে হইবে, মাসেকের মধ্যে একদিন স্ত্রীসংসর্গ করিলে; কিন্তু অন্যরূপে তোমার বীর্য্য নষ্ট হইল তাহা হইলেও ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে না। সাত্ত্বিক আহার বিহারাদি ব্রহ্মচর্য্য ধারণের সাহায্যকারী। মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্য ধারীর বুদ্ধিকে সৎপথে, সৎকার্য্যে নিয়োজিত রাখিতে হইবে, তাহা হইলে তাহা শত-মুখিনী সহস্রমুখিনী হইয়া প্রকাশিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য যদি সৎকার্য্যে নিয়োজিত না থাকে, তবে তাহা খাসির ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় হইবে, তাহা দ্বারা কোন উপকারের আশা নাই। ব্রহ্মচর্য্যধারীর বুদ্ধি, বল এক, দুই করিয়া বৃদ্ধি হয় না, হয় তাহা এক হইতে দশ, দশ হইতে শত, শত হইতে সহস্র ইত্যাদি প্রকারে বর্দ্ধিত হয়।

হে আর্য্য! একবার ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া দেখ কি ফল উৎপন্ন হয়, কঠোরনাশায় মৃত্যুই কর। তৎসঙ্গে আর কোন সৎকার্য্য পার না পার, গীতার এক শ্লোক পাঠ কর বা

গায়ত্রী জপ কর, এই প্রকারে সংবৎসর অতিবাহিত করিয়া দেখ, তোমার বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, শক্তি, স্বাস্থ্য কত বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে ত্রিকাল জ্ঞানের দ্বারও মুক্ত হইবে।

বেদ যাহার গুণ বর্ণনায় অপারগ, এ অধম তাহার গুণ কি বর্ণনা করিবে?

এইজন্ত ভূয়ঃ ভূয়ঃ আর্য্য শাস্ত্রে সকল কার্য্যেই ব্রহ্মচর্য্য ধারণের ব্যবস্থা আছে, ব্রহ্মচর্য্য ধারণে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়, সকল কার্য্যেরই প্রাণ জন্মে, ব্রহ্মচর্য্য সকলেরই প্রাণ, আর্য্যের মহাশক্তি ব্রহ্মচর্য্য অভাবে প্রাণহীন নির্জীব অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মহাশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, মহাশক্তি জাগরিত হইবে। সনাতন আর্য্য জাতি ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই নিত্য।

শেষ নিবেদন—প্রত্যেক বিদ্যামন্দিরে ব্রহ্মচর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা হউক, প্রত্যেক অভিভাবক বালকের মঙ্গলার্থ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বালক গঠিত করুক।

ভূপালগণ স্ব স্ব রাজ্য মধ্যে লুপ্তপ্রায় পূর্ব্বতন আর্য্যজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহাতে সাধারণের হৃদগত করিতে পারেন, এবং ক্রমশঃ ধর্ম্মোন্নতি সাধন সহকারে তাহাদের চিত্তোৎকর্ষ সম্পাদন করত গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক ও ইহলৌকিক কুশল ও সুখ সম্বর্দ্ধন করিতে পারেন তাহার উপায় করুন। ধর্ম্মের উন্নতি হইলে দেশের হীনতা দূর হইবেই হইবে। সাধারণ জনগণ যদি এই সুযোগে শিক্ষালাভ, জ্ঞানালোচনাদি করিয়া নির্ম্মলচেতা হইতে পারেন, না জানি তাহা হইলে দেশের কীদৃশ কল্যাণ হয়। সাধারণ শিক্ষালাভ করিলে, সমুদয় ভারতবাসী একটি মনোহর সূত্রে বদ্ধ হইয়া পরস্পর আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবে।

হে আর্য্য পিতমাতা অভিভাবকগণ! যদি সন্তানের প্রকৃত হিতৈষী হন, পুত্রের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তবে পুত্রকে উপনয়ন হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মচর্য্যে সংস্কৃত করিতে থাকুন, ব্রহ্মচর্য্য শক্তিতে শক্তিমান করুন, পুত্রের জন্ত শোক করিতে হইবে না, রোগ পীড়াদির জন্ত হা হুতাশ থাকিবে না। পিতামাতার তাহাই আদর, যে আদরে যে শিক্ষায় পুত্রকে ভবিষ্যতে সর্ব্ব আদরনীয় করিবে। আর্য্যোদ্যান আগাছা কণ্টকে ভরিয়া গিয়াছে, আগাছা কণ্টক অপনিত করিতে হইবে, পুনঃ শুষ্ক উদ্যানে শুষ্ক লতাকুঞ্জে শক্রবাকার বারি সেচন করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্য সার যোগাইতে হইবে, তৎপ্রভাবে গৃহ-কুঞ্জের শুষ্কলতা মুঞ্জরিবে; আবার সাধের কুঞ্জ ফুল ফলে পরিশোভিত হইবে; আবার সুরভী সারে গগন মেদিনী মাতিয়া উঠিবে, আবার কুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গপুঞ্জ গুঞ্জিত হইয়া মুঞ্জরিত হইবে; আবার পুষ্পপুঞ্জের মধুপানে বহুদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে, ভক্ত্য অনশন ক্লেশ দূর হইবে, অশ্রুসিক্ত বদনে হাসির ফোয়ারা ছুটিবে, নিরানন্দ পালাইবে আনন্দের উদয় হইবে, আবার দেবশক্তির সঞ্চার হইবে; ক্রমে দেবতারও উপরে উঠিবে, শক্তিতে আপনি মাতিবে, জগৎ মাতাইতে পারিবে। এবম্ভূত উচ্চ অধিকার হেলায়

[illegible] ঈশ্বরের অভিসম্পাত তাহাদের উপর পতিত হইবে, ভেকে পদাঘাত করিবে তাহাকে আর বিচিত্র কি। তাই অভিভাবকগণকে পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে উচ্চ ভাবে ভূষিত করিতে হইবে, হাতে ধরিয়া সোপানে উঠাইয়া লইতে হইবে নচেৎ বালক পদস্খলিত হইবে। যদি আবার পৃথিবীর আলোক দেখিতে চাও, যদি অপঘাত মৃত্যু হইতে পরিত্রাণের আশা কর, যদি বাঁচিতে চাও তবে পূর্ব্ব হইতে শক্তি সঞ্চয় কর।

এই নেও আর্য্য তোমার মাথার মণি নেও, আঁধার ঘরের মাণিক নেও, আঁধার ঘুচাও। এই নেও ভারত তোমার মহৌষধি নেও, এই নেও আর্য্য তোমার মৃত সঞ্জীবনী নেও; ভারত জাগ, আর্য্য উঠ। ভারত কি আর জাগিবে না? আর্য্য কি আর উঠিবে না? উত্তর কে দিবে?

সমাপ্ত।